অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

(১)

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

দ্বিতীয়সংস্করণং।

হাওড়া-শহরস্থে
"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতঃ প্রকাশিতঃ চ।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

ভূমিকা।

"যথৈকপাৎ পুরুষো যন্ অনুভয়চক্রো বা রথো বর্ত্তমানো ভ্রেষং ন্যেতি
এবমেবাস্য যজ্ঞো ভ্রেষং ন্যেতি।" "ইতি শ্রুতেঃ।

• • •

অথর্ব্ববেদের উপযোগিতা।

সাধারণতঃ একটা ধারণা আছে,—ঋক, যজুঃ, সাম এই তিন বেদের তুলনায় অথর্ব্ববেদের উপযোগিতা অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। এক সময় আমাদেরও সেই ধারণা ছিল বেদের 'ত্রয়ী' নাম দৃষ্টে এবং 'অথর্ব্ব' এই সংজ্ঞার প্রচলিত অর্থ দেখিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হয়। 'ত্রয়ী' শব্দে ঋক সাম যজুঃ, আর অথর্ব্ব শব্দে যজ্ঞকর্ম্মে অব্যবহার্য্য সুতরাং অথর্ব্ব,—এইরূপ অর্থ প্রচলিত আছে। কেন যে এ প্রকার অর্থ প্রচলিত, তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া সুকঠিন। অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণের প্রতি ঈর্ষা-বশতঃ, অন্য বেদাধ্যায়িগণের কেহ, সম্ভবতঃ 'অথর্ব্ব' শব্দের ঐরূপ অর্থ পরিকল্পনা ও প্রচার করিয়া যান; তাহারই ফলে এখন ঐ ভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু অথর্ব্ববেদের উপযোগিতা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। উপরে যে শ্রুতি-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, এ বিষয়ে তাহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'একপদ-বিশিষ্ট পুরুষ যেমন গমন-বিষয়ে অশক্ত, অথবা একটী মাত্র চক্রযুক্ত রথ যেমন গমনে অশক্ত, সেইরূপ ব্রহ্মহীন (অথর্ব্বমন্ত্রহীন) যজ্ঞও নিষ্ফল বলিয়া জানিবে।'

• • •

চতুর্ব্বেদের অভেদ-সম্বন্ধ।

যজ্ঞের কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ, হোতৃ, উদ্গাতৃ, অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্ম। ঋগাদি বেদত্রয়ে প্রথমোক্ত তিন কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। চতুর্থ যে ব্রহ্মকর্ম্ম, তাহা অথর্ব্ব-বেদ-সাপেক্ষ। এমন কি, শ্রুতিতে আছে,—যজ্ঞকর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত; তাহার এক ভাগ প্রথমোক্ত তিন বেদের দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং শেষভাগ অথর্ব্ববেদের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে (সায়ণাচার্য্যকৃত) 'অনুক্রমণিকা' অংশে বিশদ আলোচনা দৃষ্ট

হইবে। আমরা আভাষ মাত্র প্রদান করিলাম। বেদের যে নাম 'ত্রয়ী' হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। পদ্যাংশ, গদ্যাংশ, গান (ঋক, যজুঃ, সাম) বেদের মধ্যে এই তিনই আছে বলিয়া বেদের নাম—'ত্রয়ী' হয়। নচেৎ, কেবলই যে পদ্য, কেবলই যে গদ্য, কেবলই যে গান লইয়া ভিন্ন ভিন্ন বেদ গ্রথিত আছে, তাহাও বলিতে পারি না। দৃষ্টান্ত স্থলে যজুর্ব্বেদের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। সাধারণতঃ ধারণা, যজুর্ব্বেদ বুঝি সম্পূর্ণরূপ গদ্যাংশেই পূর্ণ। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। উহার মধ্যে পদ্য আছে, গদ্য আছে; আবার সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, গানও আছে। সামবেদ বলিতেও কেবল গানই বুঝায় না; অধিকাংশ ঋকই সাম-গানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। আবার মন্ত্রাদির প্রয়োগ-কালে গদ্য ও পদ্য দুই-ই, কি ঋকে কি সামে, প্রযুক্ত দেখিতে পাই। অথর্ব্ববেদের মধ্যেও এইরূপ গদ্য, পদ্য, গান (ঋক, যজুঃ, সাম) তিন-ই আছে। অতএব এ প্রকারেও চতুর্ব্বেদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

• • •

ঐহিক ও পারত্রিক।

তবে অথর্ব্ববেদের একটী বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ঋক, যজুঃ, সাম বেদত্রয় প্রধানতঃ পারত্রিকের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদ ঐহিক ও পারত্রিক দুই পথেরই শ্রেয়ঃসাধনোপায় প্রদর্শন করিতেছেন। যদি ঐহিক অশান্তিতে চিরদগ্ধীভূত হইতে হইল; তাহা হইলে পারত্রিকের কার্য্যে প্রবৃত্তি কতক্ষণ অবিচলিত থাকিতে পারে? সে পক্ষে অথর্ব্ববেদের উপযোগিতার বিষয় ইয়ত্তা হয় না। আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তনা কালে ঋষিগণ খ্যাপন করিয়াছিলেন,—দেহ-রক্ষা ভিন্ন, শরীরকে আধি-ব্যাধি-শূন্য করিতে না পারিলে, দেবকার্য্য সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটিতে পারে; তাই আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তনা। অথর্ব্ববেদ—সেই আয়ুর্ব্বেদের পিতৃস্থানীয়। অথর্ব্ববেদের লক্ষ্য—কিসে দেহ সুস্থ মন প্রফুল্ল থাকে, কি প্রকারে জ্ঞানলাভ হয়, কি প্রকারে অন্তঃশত্রুকে দমন করা যায়, কি প্রকারে ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। শাস্ত্র বলেন,—'অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসমূহ চাক্ষুষফলপ্রদ।' অথর্ব্ববেদের অঙ্গীভূত আয়ুর্ব্বেদের বিষয় চিন্তা করিলেই ইহা বোধগম্য হইতে পারে। দ্রব্যগুণ ও মন্ত্রগণ উভয়ে একত্র কার্য্য করিলে যে কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথর্ব্ববেদে সেই তথ্য প্রকাশিত দেখি। মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র সাধনোপযোগী দ্রব্যের ব্যবহারে অথর্ব্ববিদ্‌গণ এককালে অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। প্রয়োগ-বিধি অপরিজ্ঞাত থাকায়, মন্ত্রোচ্চারণাদিতে ও মন্ত্র প্রয়োগের ক্রিয়াপদ্ধতিতে আমরা অভিজ্ঞ না হওয়ায়, অধুনা মন্ত্র-কথিত ফল প্রাপ্ত হই না; সুতরাং অথর্ব্ববেদকে 'অথর্ব্ব' করিয়া রাখিয়াছি। নচেৎ, অথর্ব্ববেদে যে সকল মন্ত্র আছে, তৎসমুদায়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয় অনুধাবন করিলে, অথর্ব্ববেদ যে সর্ব্বাগ্রে পঠনীয়, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্র মেধাজননমূলক।* সেই মন্ত্র আবৃত্তি করিলে বা সেই মন্ত্রের অনুসারী কার্য্য

---

* ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব-প্রণেতা হলায়ুধের মতে প্রথম মন্ত্র শান্তি-কর্ম্মমূলক। তাঁহার মতে অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্র এই,—"শন্নো দেবীরভীষ্টয় আপোভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তুনঃ॥" কিন্তু সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে মেধাজননমূলক ত্রিসপ্ততি সূক্তটী প্রথম সূক্ত; তদনুসারে হলায়ুধোদ্ধৃত মন্ত্রটী ষষ্ঠ সূক্তের মন্ত্র। রোথ. হুইটনী প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 'যে ত্রিসপ্তাদি' প্রভৃতিকেই প্রথম মন্ত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাই

করিলে, বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীর কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ, মেধাজনন হইতে আরম্ভ করিয়া, সংসারে মানুষের যাহা-কিছু আবশ্যক, সকল বিষয়ই অথর্ব্ববেদে বিহিত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদের আলোচ্য।

অথর্ব্ববেদে যে যে বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে, (সায়ণাচার্য্যের) অনুক্রমণিকার মধ্যেই (শেষাংশে) তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসমূহ শত্রুর বিনাশসাধনে প্রযুক্ত হইত; ঐ মন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্যগণ সর্ব্বসম্পত্তি লাভ করিতেন; ঐ মন্ত্রের ফলে ঐকমত্য সাধিত হইত; ঐ মন্ত্রের ফলে রাজা সংগ্রামে জয়শ্রী লাভ করিয়া আসিতেন। শত্রুনিপাতে, পাপক্ষয়ে, শান্তিপৌষ্টিকাদি কর্ম্মে, অথর্ব্ব-মন্ত্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিত। জ্বরাদি ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছ; অথর্ব্ববেদের মন্ত্রে সে জ্বরে শান্তি লাভ করিবে। সর্পবৃশ্চিক-জঙ্গমাদির বিষ-নিবারণে অথর্ব্বমন্ত্র অমোঘ অস্ত্র ছিল। এতদ্দেশে মন্ত্র-সাহায্যে যে সর্পবিষ নাশের প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল এবং তাহার সুফল পরিলক্ষিত হইত, সে মন্ত্র অথর্ব্ব বেদেরই অনুসৃতি। সৌভাগ্যকরণ পক্ষে, পুত্রাদি লাভ পক্ষে, সুপ্রসবাদি বিষয়ে, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি নিবারণ পক্ষে, বাণিজ্যাদিতে শ্রীবৃদ্ধি লাভ বিষয়ে, অথর্ব্ববেদের মন্ত্র অশেষ ফল প্রদান করিত। বাস্তু সংস্কার, গৃহপ্রবেশ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, জাতকর্ম্ম, বিবাহ প্রভৃতি সকলই অথর্ব্ববেদের অনুসরণ। অথর্ব্ববেদ পাঁচ কল্পে বিভক্ত। তাহার এক কল্পে শান্তিপৌষ্টিকাদি কর্ম্ম, অন্য কল্পে জ্যোতিষাদি বিষয়ক কর্ম্ম, অন্য এক কল্পে ব্রহ্মকর্ম্ম, এবং কল্পান্তরে স্মার্ত্তবিধ্যাদি পরিবর্ণিত আছে। এমন কি, মৃতকল্প ব্যক্তিকে মন্ত্র-সাহায্যে নবজীবন প্রদান করা হইত,—এ সকল বিষয়ও অথর্ব্ব-বেদালোচনায় দেখিতে পাই। অধিকন্তু ভগবৎ সম্বন্ধে ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ-পক্ষে এবং জন্মজরামরণগতিপথ রোধ করিবার পক্ষে অথর্ব্ববেদের মন্ত্রাদির সার্থকতা উপলব্ধ হয়।

অথর্ব্ববেদে ভগবৎ-তত্ত্ব।

এক দিকে অথর্ব্ববেদে যেমন ঐহিক সুখ-সাধনের উপায়-পরম্পরা প্রদর্শিত হইয়াছে, অন্য পক্ষে সেইরূপ পারলৌকিকের পথও অথর্ব্ববেদে উন্মুক্ত রহিয়াছে। দেবতা কি? দেবতার স্বরূপ কি? বিশ্বনাথ কি কি প্রকারে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন? এ সকল গভীর তত্ত্ব, ঋক্ যজুঃ সাম বেদত্রয় যে ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; অথর্ব্ববেদেও সে তত্ত্ব সেই ভাবেই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। পরন্তু অন্যত্র যাহা গভীর গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়া আছে, অথর্ব্ববেদে তাহা সকলের সহজবোধ্য-ভাবে বিবৃত রহিয়াছে। যখন পৃথক্‌ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যায়, তখন বুঝিতে পারি,—ভিন্ন ভিন্ন দেবতাতে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি বিকাশমান। আবার যখন সমষ্টিভাবে তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হই, তখন দেখিতে পাই, তিনি বহু হইয়াও এক হইয়া আছেন; তিনি অনন্ত হইয়াও সান্ত, তিনি মহৎ হইয়াও অণু; তাঁহাতেই

গবর্মেণ্ট যে অথর্ব্ববেদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও প্রথম মন্ত্র 'শন্নো দেবীঃ' প্রভৃতি নহে। আমরাও সেই মতই অনুসরণ করিলাম। কিন্তু আমাদের দেশে নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত ব্রহ্মযজ্ঞ মন্ত্রে 'শন্নো দেবী' প্রভৃতি মন্ত্রই অথর্ব্ববেদের আদি-মন্ত্র বলিয়া পঠিত হয়।

বিশ্ব ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। * অথর্ব্ববেদে এই বিষয়টী কেমন ভাবে বুঝান হইয়াছে,—একটী মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতেছি। সে দৃষ্টান্ত অথর্ব্ববেদের চতুর্থ কাণ্ডের ষোড়শ সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র। সেখানে বরুণ-দেবতার পরিচয় প্রকাশমান। বরুণ-দেবকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'সমগ্র বিশ্বের অধিপতি সেই বরুণদেব আমাদের অতি নিকটে থাকিয়া আমাদের কার্য্যকলাপ সমস্তই দেখিতেছেন। যদি কেহ দণ্ডায়মান হন, পরিভ্রমণ করেন, অথবা লুক্কায়িত থাকেন; যদি কেহ নিদ্রিত হন অথবা জাগরিত হন; যদি দুই জনে বসিয়া গোপনে কোনও পরামর্শ করেন;—বরুণদেব সকলই জানিতে পারেন; তিনি যেন তৃতীয় ব্যক্তি রূপে সেখানে উপস্থিত আছেন। † এই পৃথিবী সেই বরুণদেবের; এই বিস্তৃত অনন্ত আকাশ সেই বরুণদেবেরই। বরুণদেবই অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সমুদ্র ব্যাপিয়া আছেন; আবার এই ক্ষুদ্র জল-বিন্দুর মধ্যেও তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। যদি কেহ অনন্ত-বিস্তৃত আকাশকে লঙ্ঘন করিয়াও পলাইতে সমর্থ হয়, তথাপি সে বরুণদেবের দৃষ্টির অন্তরালে যাইতে পারিবে না।' ইত্যাদি ‡ এ বর্ণনায় দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে। দেবতা যে কি, আর কি ভাবে যে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন;—এ বর্ণনায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

অথর্ব্ববেদের কাল।

চারি বেদেরই রচনা-কাল বিষয়ে বহু দিন হইতে গবেষণা চলিয়া আসিয়াছে। অথচ, কেহ যে এ পর্য্যন্ত কোনও বেদের রচনা-কাল-নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন তাহা মনে করিতে পারি না। একজন পণ্ডিত ঊনবিংশ কাণ্ডের সপ্তম সূক্তে কয়েকটী নক্ষত্র-সমাবেশের চিহ্ন পাইয়া স্থির করিয়াছেন,—খৃষ্ট-জন্মের ১৫১৬ বৎসর পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত হইয়াছিল। বালগঙ্গাধর তিলক §

---

* ম্যাক্সমূলার পর্য্যন্ত অথর্ব্ববেদের মন্ত্র দেখিয়া দেবতার সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণার বিষয় খ্যাপন করিতে, বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"They were all meant to express the *Beyond*, the Invisible behind the Visible, the Infinite within the Finite, the Super-natural above the Natural, the Divine, omnipresent and omnipotent." Max Muller - *Vedic Deities* In "India What can it Teach us."

† মন্ত্রের এই অংশের অনুবাদে ম্যাক্সমূলার লিখিয়াছেন,—"Varuna, the great Lord of these worlds, sees as if he were near. If a man stands or walks or hides, if he goes to lie down, or to get up, what two people sitting together whisper to each other, King Varuna knows it, he is there as the third." বাইবেলেও (Psalm cxxxix, 1. 2) তদ্বিষয়ে পরমেশ্বরকে সম্বোধনে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা, "O Lord. thou hast searched me and known me. Thou knowest my down-sitting and my uprising. thou understandest my thought afar off."

‡ এই অংশের মন্ত্রার্থে ইংরাজীতে ম্যাক্সমূলার লিখিয়াছেন, "He who would flee far beyond the sky even he would not be rid of Varuna, the King" এ বিষয়ে অনুরূপ উক্তি বাইবেলেও দৃষ্ট হয়; যথা, "If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; even there shall thy hand lead me, and thy right-hand shall hold me" - *Psalm*. cxxix 9.

§ তিলকের গ্রন্থ প্রকাশ,—'পোষ্ট গ্লেসিয়াল' (post-glacial period) কালের পূর্ব্বে ইন্টার-গ্লেসিয়াল (Inter-glacial) কাল ছিল। সেই সময়ে আর্য্যগণ উত্তর মেরুতে বাস করিয়াছিলেন। ক্রল প্রভৃতি

তৎপ্রণীত 'আর্য্যগণের উত্তর-মেরুবাস' সংক্রান্ত গ্রন্থে অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হয়,—আর্য্যগণের উত্তর-মেরু-বাস-কালে অথর্ব্ববেদের অস্তিত্ব ছিল। তিনি অথর্ব্ববেদ-সংহিতার এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার 'উষা' বিষয়ক কয়েকটী মন্ত্র হইতে দেখাইয়াছেন,—আর্য্যগণের উত্তর-মেরু-বাসের প্রসঙ্গই ঐ সকল মন্ত্রে নিবদ্ধ আছে। আর তদনুসারে খৃষ্ট-জন্মের অন্যূন ৮০০০ বৎসর পূর্ব্বে তৈত্তিরীয়-সংহিতার অথবা অথর্ব্ববেদের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। রামায়ণে আছে,—পুত্রার্থ-যজ্ঞের নিমিত্ত, অথর্ব্ব-বেদের বিধান অনুসারে যজ্ঞ করা হইয়াছিল। * বিষ্ণু-পুরাণে অথর্ব্ববেদের উৎপত্তি-বিবরণে লিখিত আছে,—একই সময়ে চতুর্ব্বেদ বিভাগীকৃত হইয়াছিল। ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে বেদব্যাস চারি জন শিষ্যকে চারি বেদ বিষয়ে শিক্ষা দান করেন; সেই সময়ে, সুমন্তু অথর্ব্ববেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রেতার শেষে, কলিযুগের প্রারম্ভে, বেদব্যাসের বিদ্যমানতার বিষয় অনুধাবন করিলে, বর্ত্তমান কাল হইতে পাঁচ হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে অথর্ব্ব-বেদের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। ফলতঃ, যত দূর অতীতের বিষয়, যে অতীতের কথা ধারণায় আসে না—তাহার বিষয়, বৎসরাদির গণ্ডীতে নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাওয়াই বিড়ম্বনা মাত্র। এই সকল কারণেই বেদকে সনাতন নিত্য বলা হয়। বেদকে সনাতন নিত্য বলার আরও এক কারণ,—উহাতে সনাতন নিত্য বস্তুই প্রখ্যাত আছে। যাহা সত্য, তাহা চিরদিনই সত্য। ভাষা-পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইলেও সত্যের সত্তার বিনষ্ট হয় না। সত্য চির-অবিনাশী। বেদে সেই সত্য আছে বলিয়াই বেদ নিত্য ও অবিনাশী।

বেদের ভাষ্যকার।

মূল বেদ লইয়াই, তাহার পাঠ-পাঠান্তর লইয়াই, যখন বিতর্ক বিতণ্ডা আছে, তখন তাহার ব্যাখ্যা-বিবৃতির বিষয়ে যে মতদ্বৈধ থাকিবে, তাহা বিচিত্র নহে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেদের ভাষ্য ও টীকা করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী ভাষ্যকারগণের গ্রন্থের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণের হয় তো নাম মাত্র উল্লেখ আছে, হয় তো কোনও কোনও স্থলে দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃতও হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বতন কোনও ভাষ্যই যথাযথ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য বলিয়া অথর্ব্ববেদের যে ভাষ্য এখন আমরা পাইতেছি, তাহাও ঠিক সায়ণাচার্য্যের

আমেরিকার পণ্ডিতগণের (Dr. Croll's *Climate and Time* এবং *Climate and Cosmology*) গবেষণায় প্রকাশ যে, 'পোষ্ট গ্লেসিয়াল' বা তুষারপাতের পরবর্ত্তী অবস্থার অন্যূন ৮০০০০ বৎসর পূর্ব্বে। 'ইণ্টার গ্লেসিয়াল' বা তুষার-পাতের কাল তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। ক্রল প্রভৃতির মতের অনুসরণে তাহা হইলে ৮০ হাজার বৎসরের অনেক পূর্ব্বে উত্তর মেরুতে আর্য্যগণের বাস ছিল বুঝা যায়। কিন্তু তিলক অত দূর অগ্রসর হন নাই। তিনি ঐ সকল মত পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'We...may adopt, for all practical purposes, the view of the last glacial epoch closed and the post-glacial period commenced at about 8,000 or at best about 10,000 B.C.' *Vide*, Mr. B. G. Tilak, *Artic Home in the Vedas.* ইহার পূর্ব্বে ইণ্টার-গ্লেসিয়াল কাল মানিতে হইলে এবং তখন অথর্ব্ববেদ-তৈত্তিরীয়-সংহিতার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, উহা যে কত পূর্ব্বের, তাহা কল্পনার বিষয় মাত্র,—গণনার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

* রামায়ণ, বালকাণ্ড, ১৫শ অধ্যায়, ২য় শ্লোক। বিষ্ণু-পুরাণ, তৃতীয়াংশ, চতুর্থ অধ্যায়। বায়ুপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতিতে অথর্ব্ববেদের প্রাধান্য দ্রষ্টব্য।

লিখিত কিনা, তদ্বিষয়ে নানা সংশয় আসে। প্রথম সংশয়ের কারণ—ঋগ্বেদের এবং সামবেদের ভাষ্যানুক্রমণিকায় তিনি আপনার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অথর্ব্ববেদের ভাষ্যানুক্রমণিকায় তাঁহার যে আত্মপরিচয় আছে, তাহা কিছু বিভিন্ন প্রকারের। ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকায় 'উপোদ্ঘাত প্রকরণে' লিখিত আছে,—'বুক্ক নরপতির আদেশে মাধবাচার্য্য বেদার্থ-প্রকাশে উদ্যত হন।' অথর্ব্ববেদের ভাষ্যানুক্রমণিকায় দেখিতেছি, 'বুক্ক নরপতির বংশধর রাজা শ্রীহরিহর, সায়ণাচার্য্যকে অথর্ব্ববেদের অর্থ প্রকাশ জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।' তাহাতে মাধবাচার্য্য এবং সায়ণাচার্য্য দুই জন ভাষ্যকারের নাম পাওয়া যাইতেছে। আরও বুঝা যাইতেছে, ঋগ্বেদের যে ভাষ্য সায়ণাচার্য্যের নামে প্রচারিত, তাহা সায়ণাচার্য্যের রচনা নহে তাহা মাধবাচার্য্যের রচনা। সামবেদের অনুক্রমণিকায় "কৃপালু মাধবাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ" এইরূপ সূচনা আছে। তাহাতে সামবেদের ভাষ্যেরও রচনাকারী বলিয়া মাধবাচার্য্যই নির্দ্ধারিত হন। অথচ, তিন বেদের ভাষ্যই সায়ণের ভাষ্য বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ কহেন,—সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। মাধবাচার্য্য জ্যেষ্ঠ এবং সায়ণাচার্য্য কনিষ্ঠ। বিজয়নগরের রাজা বুক্ক নরপতির দরবারে মাধবাচার্য্য প্রধান অমাত্য-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা তাঁহারই উপর বেদার্থ-প্রকাশের ভার অর্পণ করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সায়ণাচার্য্যের সাহায্যে মাধবাচার্য্য সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ভাষ্য—সায়ণ-মাধবীয় ভাষ্য বলিয়া প্রচারিত আছে; কোথাও বা মাধবীয় ভাষ্য নামেও ভাষ্য অভিহিত হয়। ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে সায়ণ-মাধব দুই ভ্রাতা বিজয়নগরের রাজসংসারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে সায়ণ-মাধব ৫৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যে সময়ে তাঁহারা বিদ্যমান ছিলেন, তৎকালে সেই প্রদেশে (বিজয়নগরে) যাগযজ্ঞাদির বিশেষ প্রচলন ছিল। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাভাকর সম্প্রদায় তখন প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। সেই জন্য সায়ণ-মাধবীয় ভাষ্যে যাগযজ্ঞের উপযোগী করিয়াই মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সায়ণ-মাধবের ভাষ্যে স্বরের ও উচ্চারণের প্রতি তাই বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায়। সায়ণ ভাষ্যে মর্ম্মার্থের দিকে তাদৃশ লক্ষ্য দেখিতে পাই না। তার পর সকল ভাষ্য যে সায়ণের নিজের লিখিত, তাহাও মনে করা যায় না। অনেক স্থলে দুই তিন লেখকের রচনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এ বিষয়ে জনৈক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিতেছি; যথা, "ভাষ্যের ভাষাই তাহার প্রমাণ; কোনও স্থলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত, কোনও স্থলে বা হিন্দী সংস্কৃত। আর এক প্রবলতর প্রমাণ এই যে, যেমন আমরা প্রথম হইতে সূক্তগুলির ভাষ্য পাঠ করি, প্রথমতঃ সকল শব্দ ও ধাতু প্রভৃতির ব্যুৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই; এবং তৎপরে ঐ সকল শব্দ ও ধাতুর ব্যুৎপত্তি স্থলে 'পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে' এইরূপ দেখি। ক্রমাগত কতকগুলি সূক্তে এইরূপ লিখিত হইল। পরে কিন্তু কোনও অনুবাকের বা অষ্টকের আরম্ভ হইতে আমরা পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তি-সমুদায় দেখিতে পাই এবং দুই একটি সূক্তে ঐরূপে সমস্ত ব্যুৎপত্তি দিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় 'পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে' এইরূপ উল্লেখ দেখি। ঐইরূপ ৫।৭।২০ সূক্ত অন্তর আমরা নূতন নূতন রচনার প্রমাণ প্রাপ্ত হই। এতাদৃশ

এক সূক্তে কোনও শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, আর এক সূক্তে সেই শব্দের সেই অর্থে বিভিন্ন প্রকার ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাই এবং হয় তো দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিটী সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। আর আমরা দেখিতে পাই যে, এক স্থলে একটী শব্দের প্রকৃত ব্যাকরণানুসারে ব্যুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে; কিন্তু আর এক স্থলে সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি-সাধন নিমিত্ত কতই কষ্ট কল্পনা করা হইয়াছে; অথচ, প্রকৃত ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয় নাই। যদি একজন সমস্ত বেদের ভাষ্য লিখিতেন, তবে এতাদৃশ বিশৃঙ্খলা কখনই ঘটিত না। অতএব, সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য সর্ব্বত্র প্রামাণ্য নহে।”

সায়ণ-ভাষ্যের পক্ষাপক্ষ।

সায়ণভাষ্যের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে—উভয় পক্ষেই অনেক কথা বলিতে পারা যায়। বেদের আলোচনা দেশ হইতে যেরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছিল, তাহাতে বিজয়নগরের রাজার উৎসাহ পাইয়া বেদের ভাষ্য তাঁহারা যদি রচনা করিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে বেদের ব্যাখ্যা-বিষয়ে যে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকিতে হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। কেন-না, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় সকল ভাষ্যই এখন লোপ পাইয়াছে। সায়ণ মাধব বেদ-জ্ঞানরূপ সৌধের একটা ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন; এখন তাহার উপর যাঁহার যেমন ক্ষমতা, তদনুরূপ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া যাইতেছেন। সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যে বিবৃত বেদমন্ত্রের ভাব-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ যে আজ-কালই ঘটিতেছে, তাহা নহে; আর, সে মতদ্বৈধ কেবল যে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নহে; বহুকাল হইতে বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক সায়ণ-ভাষ্যের উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা সম্বন্ধে আলোড়িত হইয়াছে, দেখিতে পাই। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য-দেশের দুইজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের দুইরূপ অভিমতের আভাষ প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে বিষয়টী অনেকাংশে বোধগম্য হইবে। সায়ণের পর যাঁহারা বেদের ভাষ্য-সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে জর্ম্মণ-দেশীয় পণ্ডিত রুডলফ রোথ বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। সায়ণের ভাষ্যানুসরণে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার মস্তিষ্ক অন্য পথে প্রধাবিত হয়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যাখ্যাকার হোরেস উইলসন বলিয়াছিলেন, ‘সায়ণই বেদের ভাষা সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোনও ইউরোপীয়ের পক্ষে সে ভাব পরিগ্রহণ সম্ভবপর নহে।’ কিন্তু রোথ বলিলেন, ‘ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিলে উইলসনের উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। সায়ণাদি যে সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা সেই সময়ের উপযোগী করিয়া ভাষ্য লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাষ্য-রচনার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কি ভাবে কি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে গেলে, ভাবার্থ অন্যরূপ হইয়া আসে। সুতরাং সায়ণভাষ্যকে বেদ-ব্যাখ্যার পক্ষে একমাত্র প্রমাণ-স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, বেদরূপ জ্ঞান-মার্গে অগ্রসর হইবার একটী সোপান মাত্র মনে করা যাইতে পারে।’ *

* রোথের কৃত সংস্কৃত ভাষার অভিধান (*Sanskrit Worterbuch* by Rudolph Roth) গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন,—"We consequently hold that the writings of Sayana and of other commentators must not be an authority to the exegete, but merely one of

সায়ণের ভাষ্য-সম্বন্ধে যিনি যতই বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করুন; কিন্তু ঐ ভাষ্য বিদ্যমান ছিল বলিয়াই আজ আমরা বেদ আলোচনায় অনেক পরিমাণে সমর্থ হইতেছি। সুতরাং শত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সায়ণ-ভাষ্য আমাদের যে পথ-প্রদর্শক হইয়া আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।* তবে সেই ভাষ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া, যাহাতে সত্য তথ্য অবগত হইতে পারা যায়, তৎপক্ষে চেষ্টা করিতে হইবে।

* * *

উপসংহার।

বেদ অভিনব—চির অভিনব। উহার মর্ম্মার্থও অভিনব—চির অভিনব। উহার অভ্যন্তরে এক সত্য সনাতন ভাব বিদ্যমান আছে; আবার উহার বাহিরে নানা অর্থ পরিকল্পিত হইতে পারে। বিভিন্ন কর্ম্মের ফলে জীব বিভিন্নরূপ জন্ম পরিগ্রহ করে। মনুষ্য-জন্মের মধ্যেও তাহার কর্ম্মানুরূপ ফলের প্রাধান্য অনুভব করিতে পারা যায়। বেদ সেই বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন ভাব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। তাই বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবে বেদকে দর্শন করিয়া থাকেন। মনুষ্য-জীবনে যিনি যে স্তরে অবস্থিত, তিনি সেই স্তরের অনুরূপ অর্থই বেদ হইতে পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন,—যদিও বেদের অভ্যন্তরে সত্য-সনাতন অর্থ বিদ্যমান আছে। আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, যিনি যে কর্ম্মের কর্ম্মী, তিনি তাঁহার সেই কর্ম্মের পরিপোষক অর্থই বেদমন্ত্র হইতে প্রাপ্ত হইবেন। সেই জন্যই 'নানা মুনির নানা মত' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডের দিকে এক মত, ভক্তিকাণ্ডের দিকে এক মত, জ্ঞানকাণ্ডের দিকে এক মত; আবার তিনের সংমিশ্রণে আর এক সত্য-সনাতন মত! ব্যাখ্যার সময় যাঁহাতে যে মত প্রবল হইবে, তিনি সেই মতই বেদমন্ত্রে প্রবল দেখিবেন। তবে সত্য-জ্ঞান লাভ করিব—এই সঙ্কল্প করিয়া যদি কেহ বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, তিনি যে সত্য-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। যিনি যে পথ দিয়া যে অর্থের অনুসরণেই অগ্রসর হউন, যদি লক্ষ্য থাকে—সদ্বস্তু-লাভ, নিশ্চয়ই তাঁহার সে বস্তু অধিগত হইবে। বেদরূপ কল্পতরু-মূলে উপস্থিত হইয়া যিনি যে ফলের কামনা করিবেন, ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফল—স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে দেখিতে পাইবেন।

---

the means of which he has to avail himself in the accomplishment of his task. The purely etymological proceeding, as it must be followed up by those who endeavour to guess the sense of a word, without having before them the ten or twenty other passages in which the same word occurs, cannot possibly lead to a correct result." রোথ সাহেবের শেষ উক্তিটী বিশেষ মূল্যবান। আমরা বেদের ব্যাখ্যায় একই শব্দের একই অর্থ সর্ব্বত্র যে অব্যাহত আছে, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি।

* ম্যাক্সমূলারেরও ঠিক এই মত। তিনি বলেন, "With all its faults and weaknesses, Shayan's commentary was a *sine quanon* for a scholar-like study of the Rikveda."—Max Muller, *Vedic Hymns*, Vol. I রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো ঋগ্বেদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইংরাজী ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারও মত এই যে, "In the interpretation of the Vedas, the safest course is to follow our own indigenous commentators and scholiasts etc."—Preface *to Rigveda Samhita*.

ওঁ

অথর্ব্ববেদানুক্রমণিকা।

বন্দনা।

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননং ॥ ১ ॥
যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং ॥ ২ ॥
অবিদ্যাতাপসন্তপ্তো বিদ্যারণ্যমহং ভজে।
যদর্ককরতপ্তানামরণ্যং প্রীতিকারণং ॥ ৩ ॥

ভাষ্য-সূচনা।

তৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধতো বুক্কভূপতেঃ।
অভূদ্ধরিহরো রাজা ক্ষীরাব্ধেরিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪ ॥
বিজিতারাতিব্রাতো বীরশ্রীহরিহরক্ষ্মাধীশঃ।
ধর্ম্মব্রহ্মাধ্বগঃ কালং স্বচারিত্রেণ কৃতযুগং কুরুতে ॥ ৫ ॥
পালয়িত্বা মহীং সর্ব্বাং শ্রীমান্ হরিহরেশ্বরঃ।
ভুঙ্ক্তে বহুবিধান্ ভোগান্ অসক্তো রামবৎ সুধীঃ ॥ ৬ ॥

বৃহস্পতি-প্রমুখ দেববৃন্দ, সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির প্রারম্ভে যে দেবতাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হয়েন, সেই গজাননকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ১ ॥

বেদনিবহ যাঁহার নিশ্বাসস্বরূপ, যিনি বেদসমূহ হইতে নিখিল বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ২ ॥

আমি, অবিদ্যারূপ সূর্য্যের কিরণে সন্তপ্ত হইয়া, বিদ্যার অরণ্যস্বরূপ দেবতাকে ভজনা করিতেছি; কারণ, সূর্য্যকরসন্তপ্ত জনগণের অরণ্যই প্রীতির কারণ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

তাঁহার (দেবতার) কটাক্ষকৃপায় তদ্রূপধারী যে বুক্কনরপতি, সেই বুক্কনরপতি হইতে হরিহরনামক রাজা, ক্ষীরসমুদ্র হইতে চন্দ্রের ন্যায়, সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

'বিজিতশত্রু,' বীরকুলচূড়ামণি, ধর্ম্মপথপ্রদর্শক, ব্রাহ্মণপোষক শ্রীহরিহরনামক সেই রাজা স্বকীয় চরিত্রাবলীর দ্বারা কলিকালকে সত্যযুগে পরিণত করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

শোভনবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রীমান সেই হরিহর নামক নৃপতি, সমগ্র পৃথিবীকে সুপালনে রাখিয়া, রামরাজার ন্যায় আসক্তি-শূন্য হইয়া, বহুবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

বিজয়ী হরিহরভূপঃ সমুদ্বহন্ সকলভূভারং।
ষোড়শ মহান্তি দানান্যনিশং সর্ব্বস্য তুষ্টয়ে কুর্ব্বন্ ॥ ৭ ॥
তন্মূলভূতমালোচ্য বেদমাথর্ব্বণাভিধং।
আদিশৎ সায়ণাচার্য্যং তদর্থস্য প্রকাশনে ॥ ৮ ॥
যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।
কৃপালুঃ সায়ণাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ ॥ ৯ ॥
ব্যাখ্যায় বেদত্রিতয়মামুষ্মিকফলপ্রদং।
ঐহিকামুষ্মিকফলং চতুর্থং ব্যাচিকীর্ষতি ॥ ১০ ॥

* * *

অনুক্রমণিকা।

নন্ম "যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামঃ। স ত্রিভির্বেদৈর্বিধীয়তে" (সত্যাং সূ০ ১।১) ইতি স্মরণাদ্ ঋগ্‌ যজুঃ সাম্নামেব ফলবৎকর্ম্মশেষত্বমবসীয়তে। প্রাদুর্ভাবোঽপি ত্রয়াণামেব শ্রূয়তে। "ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত। ঋগ্বেদ এবাগ্নেরজায়ত যজুর্ব্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যাৎ" ইতি (ঐ০ ব্রা০ ৫।৩২)। "ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। যজুস্তস্মাদজায়ত" ইতি (ঋ০ ১০।৯০।৯) চ॥

শত্রুবিজয়ী সেই হরিহরভূপতি, সমগ্র পৃথিবীর ভারবহন করিয়া, জনসাধারণের তুষ্টি-বিধান করিতে করিতে সর্ব্বদা ষোড়শ প্রকার মহৎ দান করিয়াছিলেন। ৭।

মূলীভূত সেই অথর্ব্ব-নামক বেদ আলোচনা করিয়া সেই অথর্ব্ব-বেদের অর্থ-প্রকাশের নিমিত্ত, তিনি সায়ণাচার্য্যকে আদেশ করিয়াছিলেন। ৮।

কৃপাপ্রবণ সায়ণাচার্য্য, অতি সন্তর্পণে পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা ব্যাখ্যা করিয়া বেদার্থ প্রকাশ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন। ৯।

পারলৌকিক ফলপ্রদ ঋক্ যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়কে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি ঐহিক ও পারত্রিক ফলপ্রদ চতুর্থ অথর্ব-বেদার্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১০।

* * *

অনুক্রমণিকার মর্ম্মানুবাদ।

এই অনুক্রমণিকায় পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ রূপে বিতর্ক-মীমাংসা দ্বারা অথর্ব্ববেদের প্রতিষ্ঠা পরিকীর্ত্তিত হইতেছে।

প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়া, 'অথর্ব্ববেদের অস্তিত্বই নাই'—ইহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। "যজ্ঞং" ইত্যাদি; অর্থাৎ, 'যজ্ঞ ব্যাখ্যা করিব, সেই যজ্ঞ বেদত্রয় (ঋক্ যজুঃ সাম) হইতে বিহিত হয়।' ইহাতে ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদেরই ফলবত্ত্ব এবং কর্ম্মশেষত্ব আছে,—এইরূপ অবধারিত হইতেছে। আরও, উক্ত বেদত্রয়েরই উৎপত্তি-বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। "ত্রয়োবেদা" ইত্যাদি; অর্থাৎ, 'তিনটী বেদই সমুদ্ভূত হইয়াছিল; ঋগ্বেদ—অগ্নি হইতে, যজুর্ব্বেদ—বায়ু হইতে এবং সামবেদ সূর্য্য হইতে।' "ঋচঃ সামানি" ইত্যাদি মন্ত্রেও জানা যায়, 'ঋক্ হইতে সাম, সাম হইতে যজুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইয়াছিল।' অতএব তিনটী বেদেরই উৎপত্তি-বিষয় অবগত হওয়া যাইতেছে।

সংখ্যানিয়মশ্চ শ্রূয়তে। "বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি সূর্য্যঃ" * (তৈ০ ব্রা০ ৩।১২।৯।১)। "যমৃগ্যজুর্বিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজূংষি" ইতি (তৈ০ ব্রা০ ১২।১।২৬)। ধর্ম্মবিশেষশ্রবণাচ্চ ত্রিত্বমবগম্যতে। "উচ্চৈর্ঋচা ক্রিয়তে উপাংশু যজুষা উচ্চৈঃ সাম্না" ইতি (সত্যাং সূ০ ১।১) "যদ্ বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং (তদ্) যদৃচা তদ্দৃঢ়ং" ইতি (তৈ০ সং০ ৬।৫।১০।৩)। তে চ ঋগাদয়ো বিস্তরেণ ব্যাখ্যাতাঃ অস্য তু বেদস্য ত্রয়ীব্যতিরিক্তত্বেন কর্ম্মশেষত্বাভাবাৎ ন ব্যাখ্যানার্হতা।

অথোচ্যতে। ঋগ্বেদেন হৌত্রমেব প্রতিপাদ্যতে যজুষা আধ্বর্য্যবং সাম্না ঔদ্গাত্রং ইতি বেদত্রয়স্য প্রতিনিয়তপ্রয়োগপ্রতিপাদনপরত্বাৎ অবশিষ্টব্রহ্মকর্ত্তব্যতাপ্রতিপাদকশ্চতুর্থো বেদো ব্যাখ্যেয়ঃ। তদভাবে যজ্ঞশরীরস্য অনিষ্পত্তেরিতি ॥

মৈবং। উক্তৈরেব ত্রিভির্বেদৈঃ ক্রত্বপেক্ষিতস্য ব্রহ্মকর্ত্তব্যস্যাপি সিদ্ধেঃ। তথা চ ঐতরেয়ব্রাহ্মণে। "যদৃচৈব হৌত্রং ক্রিয়তে যজুষাধ্বর্য্যবং সাম্নোদ্গাত্রং ব্যারব্ধা ত্রয়ী বিদ্যা ভবতি অথ কেন ব্রহ্মত্বং ক্রিয়ত ইতি ত্রয্যা বিদ্যয়েতি ব্রূয়াৎ" ইতি (ঐ০ ব্রা০ ৫।৩৩)।

বেদ-ত্রয়ের সংখ্যা-নিয়মও এইরূপে শ্রুত হওয়া যায়;—যথা, "বেদৈঃ" ইত্যাদি; অর্থাৎ, 'বেদত্রয় দ্বারা সূর্য্যদেব সর্ব্বত্রগ।' "যমৃগ্যজুঃ" প্রভৃতিতেও জানা যায়,—'ত্রয়ীবিদ্ ঋষিগণ ঋক্, সাম এবং যজুঃ সমূহকে জানেন।' ধর্ম্মবিশেষ-প্রমাণেও বেদ তিনটী বলিয়া অবগত হওয়া যায়। যথা,—"উচ্চৈর্ঋচা", 'যদ্বৈ যজ্ঞস্য' ইত্যাদি। অর্থাৎ,—'যজ্ঞের সম্বন্ধী যাহা সাম এবং যজুর্ম্মন্ত্র দ্বারা কৃত হয়, তাহা শিথিল; যাহা ঋকের দ্বারা কৃত হয়, তাহা দৃঢ়।' অতএব, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ এই তিনটীই বেদ বলিয়া, ইহাদের বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা হইয়াছে।' অথর্ব্ববেদ ত্রয়ী (ঋক্ সাম ও যজুঃ) হইতে ভিন্ন বলিয়া, ইহার কর্ম্মযোগ্যত্ব নাই; এইজন্য ইহা ব্যাখ্যারও অযোগ্য।

এইরূপে অথর্ব্ববেদের অনুপযোগিতা বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করিয়া, উত্তর-পক্ষরূপে অথর্ব্ববেদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। 'ঋগ্বেদের দ্বারা হৌত্রকর্ম্ম (হোতৃসম্বন্ধীয় কর্ম্ম), যজুর্ব্বেদের দ্বারা আধ্বর্য্যব কর্ম্ম (অধ্বর্য্যু-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম) এবং সামবেদের দ্বারা ঔদ্গাত্রকর্ম্ম (উদ্গাতৃ-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম) নির্ব্বাহিত হয়। এইরূপে উক্ত বেদত্রয় সর্ব্বদা প্রয়োগের প্রতিপাদক (নিষ্পাদক) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মকর্ম্ম-নিষ্পাদক—কোন্ বেদ? চতুর্থ-সংজ্ঞক এই অথর্ব্ববেদই ব্রহ্মকর্ম্ম-সাধন করিয়া থাকে।' অতএব, এই অথর্ব্ববেদের ব্যাখ্যা করা উচিত; কারণ, ইহার অভাবেও যজ্ঞের অঙ্গহানি হইয়া থাকে।

ইহাতেও পূর্ব্বপক্ষ দোষান্তর দেখাইতেছেন;—'তাহা বলিও না; কারণ, উক্ত ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ হইতেই যজ্ঞের অপেক্ষিত যে ব্রহ্মকর্ম্ম, তাহাও সিদ্ধ হইয়া থাকে।' ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিত হইয়াছে, "যদ্ ঋচৈব" ইত্যাদি। অর্থাৎ, 'ঋকের দ্বারা হোতৃকর্ম্ম, যজু দ্বারা অধ্বর্য্যু কর্ম্ম, সামের দ্বারা উদ্গাতৃকর্ম্ম; তদ্দ্বারাই ত্রয়ী বিদ্যা বিশেষরূপে আরব্ধ হয়। ত্রয়ী আরব্ধ হইলে, কি জন্য ব্রহ্মকর্ম্ম অপেক্ষিত হইবে? অর্থাৎ ত্রয়ী হইতেই ব্রহ্মকর্ম্ম সম্পাদিত হয়।' এতদ্বিষয়ে স্মৃতিতেও দৃষ্ট হয়, 'ঋগ্বেদ দ্বারা

স্মর্য্যতে চ। "ঋগ্বেদেন হোতা করোতি সামবেদেনোদ্গাতা যজুর্ব্বেদেনাধ্বর্য্যুঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মা" ইতি। অতশ্চতুর্ণাং হোত্রাদীনাম্ ঋত্বিজামপেক্ষিতস্য ক্রিয়াকলাপস্য ত্রয্যৈব সিদ্ধত্বাৎ ন চতুর্থস্য বেদস্যাকাঙ্ক্ষাস্তি কুতস্তস্য ব্যাখ্যানচিন্তেতি।

অত্রোচ্যতে। হৌত্রম্ আধ্বর্য্যবম্ ঔদ্গাত্রমিতি সমাখ্যয়া ত্রয়াণামপি বেদানাং প্রতি-নিয়তহোত্রাদিকর্ত্তব্যপ্রতিপাদনপরত্বাবগমাৎ ন ব্রহ্মকর্ত্তব্যপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যং সম্ভবতি। যথা অন্যপরস্য যজুর্ব্বেদস্য হোতৃকর্ত্তব্যতায়াং যথা বা তথাবিধস্য ঋগ্বেদস্য আগ্নিহোত্রে। এবং ত্রয্যাং তত্র তত্র প্রতিপাদিতং যদ্ব্রহ্মত্বং তদথর্ব্ববেদসিদ্ধমেব লেশেনোক্তং ইতি অতাৎপর্য্য-বিষয়ত্বাৎ অকৃৎস্নত্বাচ্চ নাদরণীয়ম্। অকৃৎস্নত্বমেব অভিপ্রেত্য শাখান্তরোক্তং হৌত্রং নানুষ্ঠেয়ম্ ইতি আশ্বলায়নেনোক্তং "তদ্ যে কেচন ছান্দোগ্যা বাধ্বর্য্যবে বা হৌত্রা মর্ণ্যাঃ সমাম্নাতা ন তান্ কুর্য্যাদকৃৎস্নত্বাদ্ধৌত্রস্য" ইতি (আশ্ব০ ৮।১৩)। অতএব বাঙ্মনসনির্ব্বর্ত্ত্যস্য যজ্ঞশরীরস্য অর্দ্ধমেব ত্রিভির্বেদৈর্নিষ্পাদ্যতে। অর্দ্ধান্তরন্তু অথর্ব্ববেদেনৈবোৎক্রিয়তে। "প্রজাপতির্যজ্ঞমতনুত। স ঋচৈব হৌত্রমকরোৎ। যজুষাধ্বর্য্যবং সাম্নোদ্গাত্রম্ অথর্ব্বাঙ্গিরোভির্ব্রহ্মত্বং" ইতি প্রক্রম্য "স বা এস ত্রিভির্বেদৈর্যজ্ঞস্যান্যতরঃ পক্ষঃ

হোতৃকর্ম্ম, সামবেদ দ্বারা উদ্গাতৃকর্ম্ম, যজুর্ব্বেদ দ্বারা অধ্বর্য্যুকর্ম্ম এবং তিন বেদ দ্বারা ব্রহ্মকর্ম্ম সমাহিত হইয়া থাকে।' অতএব, হোত্রাদি চারি ঋত্বিকের কর্ম্ম ঐ তিন বেদ হইতেই সিদ্ধ হয় বলিয়া চতুর্থ যে অথর্ব্ববেদ, তাহার আকাঙ্ক্ষাই থাকিতেছে না। সুতরাং, কি নিমিত্ত তাহার ব্যাখ্যার বিষয় চিন্তা করিব?

অতঃপর প্রতিপক্ষের উত্তরে কথিত হইতেছে,—'হৌত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদ্গাত্র' এইরূপ সমাখ্যা (নাম) দ্বারা বেদত্রয়ে সর্ব্বদা (উক্ত) হোত্রাদিকর্ম্মের সাধনসামর্থ্য অবগত হওয়া যায় বলিয়া, (তদতিরিক্ত) ব্রহ্মকর্ম্ম-নিষ্পাদনে উক্ত বেদত্রয়ের তাৎপর্য্য (কর্তৃত্ব) সম্ভব হইতেছে না। যেমন, অন্যপর (অধ্বর্য্যুকর্ম্মসাধক) যে যজুর্ব্বেদ, তাহার হোতৃ-কর্ত্তব্য কর্ম্মে অথবা হোতৃকর্ম্মনিষ্পাদক ঋগ্বেদের আগ্নিহোত্রসাধনে তাৎপর্য্য (অধিকার) নাই। ত্রয়ী বেদে স্ব স্ব বিহিত যজ্ঞকর্ম্মের বিধান আছে। কিন্তু তত্তৎ যজ্ঞকর্ম্মের অন্তর্গত যে ব্রহ্মকর্ম্ম, তাহা অথর্ব্ববেদ হইতেই সিদ্ধ হয়। এই অথর্ব্ববেদ ব্যতীত তাৎপর্য্যের (ব্রহ্মকর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানাদির) অভাব এবং অঙ্গহানি হয়। সুতরাং, পূর্ব্বমত আদরণীয় নহে। 'এই অথর্ব্ববেদ ব্যতীত যজ্ঞাঙ্গ অসম্পূর্ণ হয়'—এই অভিপ্রায়ে, আশ্বলায়ন বলিয়াছেন-'তদ্ যে কেচন' ইত্যাদি। অর্থাৎ—'ছান্দোগ্যাদির বিষয়ে হোত্রসম্বন্ধীয় যে কিছু উপদেশ পঠিত হইয়াছে, হোত্রের অসম্পূর্ণত্ব বিধায় সেগুলি করিবে না।' অতএব, বাক্য ও মনের দ্বারা নিষ্পন্ন যে যজ্ঞশরীর, তাহার অর্দ্ধেক বেদত্রয় দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, এবং অপরার্দ্ধ অথর্ব্ববেদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। গোপথ-ব্রাহ্মণে এ বিষয়ে এইরূপ উক্ত আছে; যথা,—'প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি; অর্থাৎ, 'প্রজাপতি একটী যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ঋকের দ্বারা হৌত্রকর্ম্ম, যজুর্ব্বেদের দ্বারা আধ্বর্য্যবকর্ম্ম, সামবেদের দ্বারা ঔদ্গাত্র কর্ম্ম এবং অথর্ব্ববেদের দ্বারা ব্রহ্মকর্ম্ম সম্পাদিত করিয়াছিলেন। অথচ, ত্রয়ী বেদ দ্বারা যজ্ঞের এক পক্ষ সংস্কার করিয়াছিলেন, আর ব্রহ্মা মনের দ্বারা অন্য পক্ষ

সংক্রিয়তে। মনসৈব ব্রহ্মা যজ্ঞস্যান্যতরং পক্ষং সংস্করোতি" ইতি (গো০ ব্রা০ ৩.২) ঐতরেয়ব্রাহ্মণেপি ত্রয়ীনিষ্পাদ্য একঃ পক্ষঃ মনোনিষ্পাদ্যঃ পরঃ পক্ষ ইতি শ্রুতং। "অয়ং বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবতে। তস্য বাক্ চ মনশ্চ বর্ত্তন্যৌ। বাচা চ হি মনসা চ যজ্ঞো বর্ত্ততে। ইয়ং বৈ বাগদো মনঃ। তদ্ বাচা ত্রয্যা বিদ্যয়ৈকং পক্ষং সংস্কুর্ব্বন্তি। মনসৈব ব্রহ্মা সংস্করোতি" ইতি (ঐ০ ব্রা০ ৫।৩৩)। এতদেবাভিপ্রেত্য গোপথব্রাহ্মণে পূর্ব্বভাগে প্রশ্নপূর্ব্বকমথর্ব্ববিদ এব ব্রহ্মত্বমাম্নাতং। "অথ (হ) প্রজাপতিঃ সোমেন যক্ষ্যমাণো বেদানুবাচ। কং বো হোতারং বৃণীয়াং। কমধ্বর্য্যুং। কমুদ্গাতারং। কং ব্রহ্মাণং ইতি। ত উচুঃ। ঋগ্বিদমেব হোতারং বৃণীষ্ব। যজুর্ব্বিদমধ্বর্য্যুং। সামবিদমুদ্গাতারং। অথর্ব্বাঙ্গিরোবিদং ব্রহ্মাণং। তথা হাস্য যজ্ঞশ্চতুষ্পাৎ প্রতিতিষ্ঠতি" ইতি (গো০ ব্রা০ ২।২৪)। তদ্বৈপরীত্যে বিপক্ষবাধশ্চ শ্রুতঃ। "অথ চেদ্বৈনং বিদং ব্রহ্মাণং বৃণুতে দক্ষিণত এবৈষাং যজ্ঞো বিচ্ছিদ্যতে" ইতি (গো০ ব্রা০ ২।২৪)। "যথৈকপাৎ পুরুষো যন্ একচক্রো বা রথো বর্ত্তমানো ভ্রেষং ন্যেতি এবমেবাস্য যজ্ঞো ভ্রেষং ন্যেতি" ইতি (গো০ ব্রা০ ৩.২) চ॥

"স ত্রিভির্ব্বেদৈর্ব্বিধীয়তে" ইতি স্মৃতিস্তু উদাহৃতশ্রুত্যনুসারেণ মুখ্যস্য অথর্ব্ববিদোঽসম্ভবে তত্তচ্ছাখাস্য যাবদুক্তব্রহ্মত্বমাত্রেণাপি ক্রতুশরীরনিষ্পত্তির্ভবতি ইত্যেবমভিপ্রায়া॥

সংস্কার করিয়াছিলেন।’ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেও শ্রুত হইয়াছে, ‘ত্রয়ী বেদ দ্বারা যজ্ঞের এক পক্ষ নিষ্পাদিত হয়, এবং মনের দ্বারা অপর পক্ষ নিষ্পাদিত হয়। যথা, "অয়ং বৈ" ইত্যাদি; অর্থাৎ,—‘এই যে পবিত্র যজ্ঞ, বাক্য এবং মনঃ, ইহার দুইটী বর্ত্তনী (পথ)। কারণ, বাক্য এবং মনের দ্বারাই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই বাক্যরূপ ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা যজ্ঞের এক পক্ষ সংস্কৃত হয়, এবং ব্রহ্মা মনের দ্বারা অন্য পক্ষ সংস্কৃত করেন।’ ইহাই অভিপ্রায় করিয়া গোপথ-ব্রাহ্মণে পূর্ব্বভাগে প্রশ্নপূর্ব্বক অথর্ব্ববিদ্‌কেই ব্রহ্মা বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে; যথা,—"প্রজাপতিঃ" ইত্যাদি; অর্থাৎ,—প্রজাপতি সোমযাগেচ্ছু হইয়া বেদগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কাহাকে হোতৃরূপে, কাহাকে অধ্বর্য্যুরূপে, কাহাকে উদ্গাতৃরূপে এবং কাহাকে ব্রহ্মরূপে, বরণ করিব?" তদুত্তরে বেদগণ বলিয়াছিলেন,—"ঋগ্বেদবেত্তাকে হোতৃরূপে, যজুর্ব্বেদজ্ঞকে অধ্বর্য্যুরূপে, সামবেদবিৎকে উদ্গাতৃরূপে এবং অথর্ব্ববেদাভিজ্ঞকে ব্রহ্মরূপে বরণ করুন। এইরূপ করিলে যজ্ঞ ‘চতুষ্পাৎ’ হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে।" ঐ ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ পক্ষের আপত্তিও একরূপে খণ্ডিত হইয়াছে;—"অথচেদ্", "যথৈকপাৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, যদি ঐরূপ ব্রহ্মাকে বরণ করা না হয়, তবে যজ্ঞ হোত্রাদির দক্ষিণদেশে শূন্য হয়। যেমন, একপদবিশিষ্ট পুরুষ গমনবিষয়ে অশক্ত, অথবা একটীমাত্র চক্রযুক্ত রথ গমনে অসমর্থ, সেইরূপ ব্রহ্ম (অথর্ব্বমন্ত্র) হীন যজ্ঞও ফলপ্রদ হয় না।"

অতঃপর পূর্ব্বপক্ষের আখ্যাত শ্রুতিবাক্য-সকলের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইতেছে। বলা হইতেছে,—‘উদাহৃত শ্রুতিবাক্যানুসারী শ্রেষ্ঠ অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে, সেই সেই শাখাতে, যেরূপ ব্রহ্মকর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই যজ্ঞশরীর নিষ্পন্ন হয়, এই অভিপ্রায়েই ‘স ত্রিভির্ব্বেদৈর্ব্বিধীয়তে’ অর্থাৎ সেই যজ্ঞ তিনটী বেদ দ্বারাই বিহিত হয়’ এই স্মৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

"ত্রয্যা বিদ্যয়েতি ব্রূয়াৎ" ইতি (ঐ০ ব্রা০ ৫।৩৩) শ্রুতিরপি প্রকৃতব্যাহৃতিত্রয়াপেক্ষত্বাদ-বিরুদ্ধা। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতং এতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" ইতি (বৃ০ আ০ ৪।১।১০) বাজসনেয়কশ্রুত্যনুসারেণ ত্রয়াণামুৎপত্তিশ্রুতিরুপলক্ষণতয়া ব্যাখ্যেয়া। "বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি সূর্য্যঃ" ইতি চ শ্রুতিঃ "ঋগ্ভিঃ পূর্ব্বাহ্নে" (তৈ০ ব্রা০ ৩।১২।৯।১) ইতি প্রকৃতকালত্রয়াভিপ্রায়েণ। বেদানাং চতুষ্টং সর্ব্বত্র শ্রুতত্বাৎ। তথা চাগ্রে তাপনীয়োপনিষদি আম্নায়তে। "ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাণশ্চত্বারো বেদাঃ" ইতি (নৃ০ পূ০ তা০ ১)। মুণ্ডকে চ। "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ" ইতি (মু০ ১।১)॥ "যমৃষয়স্ত্রয়ীবিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজূংষি" ইতি (তৈ০ ব্রা০ ১।২।১।২৬) ত্রৈবিধ্যং তু বেদগতমন্ত্রাভিপ্রায়ং তদুক্তং জৈমিনিনা। "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" (জৈ০ ২।১।৩২)। "তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা" (জৈ০ ২।১।৩৫)। "গীতিষু সামাখ্যা" (জৈ০ ২।১।৩৬)। "শেষে যজুঃশব্দঃ" (জৈ০ ২।১।৩৭)। তদস্মিন্নপি বেদে বিদ্যতে

"ত্রয্যা বিদ্যয়া ব্রূয়াৎ"; অর্থাৎ 'ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারাই বলিবে'—এই শ্রুতিটীও প্রকৃত ব্যাহৃতিত্রয়কে (ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ কে) অপেক্ষা করিতেছে বলিয়া কোনরূপ বিরোধ ঘটিতেছে না; অর্থাৎ, এখানে বেদকে লক্ষ্য করা হয় নাই, ব্যাহৃতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'অস্য মহতো ভূতস্য' ইত্যাদিতে, অর্থাৎ 'এই যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ ইহা এই মহান্ ভূতের নিশ্বাসস্বরূপ'। এতদ্দ্বারাও বেদের চতুষ্টয় স্বীকৃত হইয়াছে। বাজসনেয় শ্রুতি-বাক্য অনুসারে, বেদত্রয়ের উৎপত্তির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় বটে; কিন্তু "বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি সূর্য্যঃ"; অর্থাৎ,—'বেদত্রয়ের দ্বারা সূর্য্যদেব সর্ব্বত্রগ', এই যে শ্রুতি বাক্যটী, ইহার লক্ষ্য অন্যরূপ। "ঋগ্ভিঃ পূর্ব্বাহ্নে" অর্থাৎ 'ঋক্ দ্বারা পূর্ব্বাহ্নে' ইত্যাদি বাক্যে বেদত্রয়ের ত্রিকাল অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ, ঋক্ দ্বারা পূর্ব্বাহ্নে, যজুঃ দ্বারা মধ্যাহ্নে এবং সাম দ্বারা সায়াহ্নে সূর্য্যদেব সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকেন এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, বেদ চারিটী, ইহা সর্ব্বত্রই শ্রুত হইয়াছে। তাপনীয় উপনিষদে পঠিত হইয়াছে; যথা,—"ঋগ্‌ যজুঃ সামাথর্ব্বাণশ্চত্বারো বেদাঃ" অর্থাৎ বেদ চারিটী; ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। মুণ্ডকোপনিষদে পঠিত হইয়াছে "তত্রাপরা" ইত্যাদি; অর্থাৎ, তাহার মধ্যে অপরা বিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'যমৃষয়ঃ' ইত্যাদিতে, অর্থাৎ 'ত্রয়ীবিদ্ ঋষিগণ যে ঋক্ সাম যজুঃকে জানেন' এবংবিধ বাক্য, বেদত্রয়ের ত্রিবিধ মন্ত্রগত অভিপ্রায় সূচনা করিতেছে। এ বিষয়ে মহর্ষি জৈমিনি 'তচ্চোদকেষু' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা তিন বেদের বিষয় বলিয়া চতুর্থ বেদের (অথর্ব্ব-বেদের) প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম্ম-বেদমন্ত্রানুসারী; যেখানে অর্থক্রমে পাদব্যবস্থা হয়, সেখানেই ঋক্, গীত বিষয়ে সাম, শব্দ বিষয়ে যজুঃ; কিন্তু এই অথর্ব্ববেদে সেই সমুদয় বিষয়ই বিদ্যমান আছে অতএব বেদ যে চারিটি, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। 'উচ্চৈরাদি' ধর্ম্মনিয়ম ক্রমে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন,—অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে। চতুর্থ অথর্ব্ববেদের কথা তাঁহারা বলেন

ইতি ন চতুষ্ট্যাকোপঃ। উচ্চৈষ্টাদিধর্ম্মনিয়মোঽপি অথর্ব্ববেদো বায়োর্যজুর্ব্বেদ আদিত্যাৎ সামবেদ ইত্যুপক্রমবাক্যগতবেদত্রয়াপেক্ষ ইতি ন বিরোধঃ।

নম্বস্মিন্ বেদে মন্ত্রাণামৃগাদ্যুক্তলক্ষণযোগাৎ তদন্ততমব্যপদেশতাকৃতং যুক্তং। নৈষ দোষঃ। অথর্ব্বাখ্যেন ব্রহ্মণা দৃষ্টত্বাৎ তন্নাম্না অয়ং বেদো ব্যপদিশ্যতে। তথা হি। পুরা খলু সৃষ্ট্যর্থং স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম তপস্তেপে। তস্মাৎ তপ্যমানাৎ সর্ব্বেভ্যো রোমকূপেভ্যঃ স্বেদধারা অজায়ন্ত। তাসু স্বেদজাতাসু অপ্সু স্বাং ছায়াং পশ্যতো রেতশ্চস্কন্দ। তদ্রেতঃ সহিতা আপো দ্বিরূপা অভবন্। তত্রৈকতঃ স্থিতং রেতো ভৃজ্যমানং সদ্ভৃগুর্নাম মহর্ষিরভবৎ। স এব ভৃগুঃ স্বোৎপাদকস্য তিরোহিতস্য ব্রহ্মণো দর্শনায় "অথার্ব্বাগেনং এতাস্বেবাপ্স্বিচ্ছ" ইতি (গো০ ব্রা০ ১৪)। অশরীরয়া বাচোক্তত্বাৎ অথর্ব্বাখ্যোঽভবৎ। অবশিষ্টরেতোযুক্তাভিরদ্ভিরাবৃতস্য বরুণশব্দবাচ্যস্য ব্রহ্মণস্তস্য সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যো রসোঽক্ষরৎ। সোঽঙ্গরসসম্ভূতত্বাৎ অঙ্গিরা নাম মহর্ষিরভবৎ। ততস্তৎকারণং ব্রহ্ম তমথর্ব্বাণমঙ্গিরসং চাভ্যতপৎ। ততঃ একর্চদ্ব্যৃচাদিমন্ত্রদ্রষ্টারো বিংশতিসংখ্যাকা অথর্ব্বাণোঽঙ্গিরসশ্চোৎপন্নাঃ। তেভ্যস্তপ্তেভ্য ঋষিভ্যঃ সকাশাৎ স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম যান্ মন্ত্রান্ অদ্রাক্ষীৎ সোঽথর্ব্বাঙ্গিরঃ শব্দবাচ্যো

নাই। কিন্তু তাঁহাদের সে উক্তি বেদত্রয়কে অপেক্ষা করিয়া উপক্রমস্বরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে। তাহাতে চতুর্ব্বেদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোনরূপ দোষ ঘটিতেছে না।

যদি বলি, এই অথর্ব্ববেদান্তর্গত মন্ত্রসমূহ, ঋগ্বেদাদি হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু তাহা হইলেও ইহার অন্যতম নাম যুক্তিযুক্ত হইতেছে; তাহাতেও অথর্ব্ব-বেদের অস্তিত্বে দোষ ঘটিতেছে না। অথর্ব্ব-নামক ব্রহ্মা এই বেদের দ্রষ্টা বলিয়া, তাঁহারই নাম অনুসারে এই বেদের নামকরণ হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে; যথা,—পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টির নিমিত্ত তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই তপস্যাযুক্ত ব্রহ্মার রোমকূপ সকল হইতে ঘর্ম্ম-ধারা উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই স্বেদজ বারির মধ্যে স্বকীয় ছায়া অবলোকন করিয়া, তাঁহার শুক্র ক্ষরিত হয়। জলমধ্যে সেই শুক্র ক্ষরিত হইলে, জলের দুই প্রকার আকৃতি হইয়াছিল। তন্মধ্যে একত্রস্থিত সেই রেতঃ ভৃজ্যমান হইয়া 'ভৃগু' নামক মহর্ষিতে পরিণত হইয়াছিল। সেই ভৃগু, স্বকীয় উৎপাদক অন্তর্হিত সেই ব্রহ্মার দর্শন-নিমিত্ত ব্যাকুল হন। তখন অশরীরি-বাক্য দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছিলেন, "অথার্ব্বাগেনমেতাস্বেবাপ্স্বিচ্ছ"; অর্থাৎ, 'যাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে এই জলের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা কর।' দৈববাণী কর্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার 'অথর্ব্ব' আখ্যা হইয়াছিল। অনন্তর অবশিষ্ট রেতোযুক্ত জলসমূহ কর্তৃক আবৃত ব্রহ্মার মুখ হইতে 'বরুণ' শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল, এবং সর্ব্বাঙ্গ হইতে রস ক্ষরিত হইয়াছিল। সেই অঙ্গরস হইতে 'অঙ্গিরস্' নামক মহর্ষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অনন্তর সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মা সেই অথর্ব্বা ও অঙ্গিরাকে তপস্যা করিতে বলিলেন। তাঁহাদিগের তপস্যা প্রভাবে 'একর্চ-দ্ব্যৃচ' আদি মন্ত্র-সমূহের দ্রষ্টা বিংশতি-সংখ্যক অথর্ব্বা এবং অঙ্গিরা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তপ্যমান সেই ঋষিগণসকাশে ব্রহ্মা যে মন্ত্রসমূহকে দেখিয়াছিলেন, তাহাই 'অথর্ব্বাঙ্গিরঃ' নামক বেদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। একর্চাদি ঋষিগণ, বিংশতিসংখ্যক বলিয়া,

বেদোহভবৎ। অত্র একচাদীনামৃষীণাং বিংশতিসংখ্যাকত্বাৎ বেদোহপি বিংশতিকাণ্ডাত্মকঃ সম্পন্নঃ। অত এব সর্ব্বসারভূতোহয়ং বেদঃ শ্রেষ্ঠঃ। শ্রূয়তে হি। "শ্রেষ্ঠো হি বেদস্তপসোহধিজাতো ব্রহ্মজ্ঞানাং হৃদয়ে সম্বভূব।" ইতি (গো০ ব্রা০ ১।৯)। তথা "এতদ্বৈ ভূয়িষ্ঠং ব্রহ্ম যদ্ ভৃগ্বঙ্গিরসঃ। যেঽঙ্গিরসঃ স রসঃ। যেঽথর্ব্বাণস্তদ্ভেষজং। যদ্ভেষজং তদমৃতং। যদমৃতং তদ্ ব্রহ্ম" ইতি (গো০ ব্রা০ ৩৪)। এবং সারভূতব্রহ্মাত্মকত্বাদ্‌-ব্রহ্মকর্ত্তব্যপ্রতিপাদনাচ্চ অয়ং ব্রহ্মবেদ ইত্যপ্যাখ্যায়তে॥ তথা চ শ্রুতিঃ। "চত্বারো বা ইমে বেদা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ব্রহ্মবেদঃ" ইতি (গো০ ব্রা০ ২।১৬)। অত এব সারবত্বাৎ সিদ্ধমন্ত্রতা সমাম্নায়তে। "ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং ন গ্রহো ন চ চন্দ্রমাঃ। অথর্ব্বমন্ত্রসংপ্রাপ্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধির্ভবিষ্যতি" (প০ ২৫) ইতি। তথা স্কান্দে কমলালয়খণ্ডে আথর্ব্বণমন্ত্রাণাং উপমানেনাভিমতফলসাধনত্বমুক্তং। "যস্ত্বাথর্ব্বণান্ মন্ত্রান্ জপেচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ। বেদানামর্থেত্তাং কৃৎস্নং ফলং প্রাপ্নোতি স ধ্রুবং।" ইতি।

অস্য বেদস্য সর্পবেদাদয়ঃ পঞ্চোপবেদা অঙ্গত্বেন সমনন্তরং ব্রহ্মণা সৃষ্টাঃ। তথা চ ব্রাহ্মণং। "স দিশোঽন্বৈক্ষত প্রাচীং দক্ষিণাং প্রতীচীং উদীচীং ধ্রুবামূর্দ্ধাং" ইতি প্রক্রম্য "পঞ্চবেদান্ নিরমিমীত সর্পবেদং পিশাচবেদং অসুরবেদং ইতিহাসবেদং পুরাণ-

---

বেদও বিংশতিকাণ্ডবিশিষ্ট। অতএব, সকলের সারভূত বলিয়া এই অথর্ব্ববেদই শ্রেষ্ঠ বেদ। এ বিষয়ে গোপথব্রাহ্মণে শ্রুত হওয়া যায়, "শ্রেষ্ঠো হি বেদঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, তপস্যা দ্বারা সমুৎপন্ন শ্রেষ্ঠবেদই ব্রহ্মজ্ঞদিগের হৃদ্দেশে বিরাজিত হয়। উক্ত ব্রাহ্মণে আরও শ্রুত হওয়া যায়, "এতদ্বৈ ভূয়িষ্ঠং" ইত্যাদি। অর্থাৎ, যাহা ভৃগ্বঙ্গিরস নামে অভিহিত, তাহাই শ্রেষ্ঠ বেদ; যাহা অঙ্গিরা নামে আখ্যাত, তাহাই রস; এবং যাহা অথর্ব্বা নামে কথিত, তাহাই ভেষজ (ঔষধ); যাহা ভেষজ, তাহাই অমৃত; যাহা অমৃত, তাহাই ব্রহ্ম (অথর্ব্বাখ্য বেদ)। এইরূপ সকলের সারভূত ব্রহ্মাত্মক, এবং ব্রহ্মের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে বলিয়া ইহা (এই অথর্ব্ববেদ) ব্রহ্মবেদ নামে আখ্যাত হয়। আরও শ্রুতি আছে, "চত্বারো বা ইমে" ইত্যাদি। অর্থাৎ, এই বেদসমূহ সংখ্যাতে চারিটী; ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং ব্রহ্মবেদ (গো০ ব্রা০ ২।১৬)। অতএব সকল বেদের সার বলিয়া এই অথর্ব্ববেদের মন্ত্র সিদ্ধ-মন্ত্র বলিয়া সমাম্নাত হইয়া থাকে। যথা,—"ন তিথিঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ও চন্দ্রমাদির কোনও আবশ্যকতা নাই, যদি অথর্ব্ববেদের মন্ত্র-সংপ্রাপ্তি ঘটে; কারণ, তাহা হইলেই সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে (প০ ২।৫)। আরও স্কন্দপুরাণের কমলালয়-খণ্ডে অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসমূহকে উপমাস্বরূপে উক্ত করিয়া অভিমতফলের সিদ্ধিবিষয় কথিত হইয়াছে; "যস্ত্বাথর্ব্বণান্" ইত্যাদি। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসমূহকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জপ করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই বেদমন্ত্রগত সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা, এই অথর্ব্ববেদের অঙ্গ বলিয়া, এই বেদ-কল্পনার অব্যবহিত পরেই সর্পবেদাদি পাঁচটী উপবেদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেইরূপ ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, 'সদিশোঽন্বৈক্ষত' ইত্যাদি উপক্রম করিয়া 'পঞ্চবেদান নিরমিমীত' ইত্যাদি। অর্থাৎ, সেই ব্রহ্মা পাঁচটী বেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই বেদ পাঁচটীর নাম যথাক্রমে 'সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ,

যেদং" ইতি (গো০ ব্রা০ ১।১০)। তদেবমামুষ্মিকফলেষু দর্শপূর্ণমাসাদিষয়নান্তেষু ত্রয়ীবিহিতকর্ম্মস্বপেক্ষিতং ব্রহ্মত্বমনন্যলভ্যত্বাদথর্ব্ববেদৈকসমধিগম্যমিতি স্থিতং। তদ্বদেব ঐহিকফলানি শান্তিকপৌষ্টিকানি কর্ম্মাণি রাজকর্ম্মাণ্যপরিমিতফলানি তুলাপুরুষাদিমহাদানানি চ অথর্ব্ববেদ এব প্রতিপাদিতানি। পৌরোহিত্যঞ্চ অথর্ব্ববিদৈব কার্য্যং। তৎকর্ত্তৃকাণাং কর্ম্মণাং রাজাভিষেকাদীনাং তত্রৈব বিস্তরেণ প্রতিপাদিতত্বাৎ। তথা চ বিষ্ণুপুরাণে। "পৌরোহিত্যং শান্তিকপৌষ্টিকানি রাজ্ঞামথর্ব্ববেদেন কারয়েদ্ব্রহ্মত্বঞ্চ" ইতি। "ভট্টাচার্য্যৈরপ্যুক্তং—"শান্তিপুষ্টাভিচারার্থা একব্রহ্মর্ত্বিগাশ্রয়াঃ ক্রিয়ন্তেঽথর্ব্ববেদেন ত্রযোবাত্মীয়গোচরাঃ।" ইতি। নীতিশাস্ত্রেঽপি "ত্রয্যাঞ্চ দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতঃ। অথর্ব্ববিহিতং কর্ম্ম কুর্য্যাচ্ছান্তিকপৌষ্টিকং।" ইতি। মৎস্যপুরাণে—"পুরোহিতং তথাথর্ব্বমন্ত্রব্রাহ্মণপারগং।" ইতি। মার্কণ্ডেয়পুরাণে—"অভিষিক্তোঽথর্ব্বমন্ত্রৈর্ম্মহীং ভুঙ্‌ক্তে সসাগরাং।" ইতি। অথর্ব্বপরিশিষ্টে—"যস্য রাজ্ঞো জনপদে অথর্ব্বা শান্তিপারগঃ। নিবসত্যপি তদ্রাষ্ট্রং বর্দ্ধতে নিরুপদ্রবং। তস্মাদ্রাজা বিশেষেণ অথর্ব্বাণং জিতেন্দ্রিয়ং। দানসম্মানসৎকারৈর্নিত্যং সমভিপূজয়েৎ।" (প০ ৪।৬)। ইতি।

ইতিহাসবেদ ও পুরাণবেদ (গো০ ব্রা০ ১।১০)। পারত্রিকফলপ্রদ, দর্শপূর্ণমাসাদি অনুষ্ঠেয়, অয়নান্ত অনুষ্ঠেয়, ত্রয়ীবেদ-বিহিত যজ্ঞকর্ম্মসমূহে অপেক্ষিত যে ব্রহ্মকর্ম্ম, তাহা অন্যান্য বেদ হইতে লব্ধ হয় না; সেইজন্য এই অথর্ব্ববেদই ব্রহ্মকর্ম্ম-সাধক বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অপিচ, ঐহিক-ফলপ্রদ শান্তিক, পৌষ্টিক কর্ম্ম ও রাজকর্ম্ম-সমূহ এবং অপরিমিতফলপ্রদ তুলাপুরুষাদি মহাদানসমূহ, অথর্ব্ববেদ হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে। অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণের দ্বারাই পৌরোহিত্য কর্ম্ম করাইবে; কারণ, সেই পুরোহিতের কর্ত্তব্য রাজাভিষেকাদি কর্ম্মসমূহ অথর্ব্ববেদ হইতেই বিস্তারিতরূপে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে অভিহিত হইয়াছে; যথা,—"পৌরোহিত্যং শান্তিকপৌষ্টিকানি" ইত্যাদি; অর্থাৎ, রাজাদিগের পৌরোহিত্য কর্ম্ম, শান্তিক ও পৌষ্টিকাদি কর্ম্ম এবং ব্রহ্মকর্ম্ম অথর্ব্ববেদ দ্বারাই করাইবে। ভট্টাচার্য্যগণও বলিয়াছেন,—"শান্তিপুষ্টাভিচারার্থাঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্মসমুদায় একমাত্র ব্রহ্ম-ঋত্বিকেরই আশ্রয়ীভূত। অতএব, ত্রয়ীবেদ-বিহিত কর্ম্মসমুদায়ের ব্রহ্মকর্ম্মও অথর্ব্ববেদ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। নীতিশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে,—"ত্রয্যাঞ্চ দণ্ডনীত্যাঞ্চ" ইত্যাদি; অর্থাৎ, যিনি ত্রয়ীবেদে ও দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ, তিনিই পুরোহিত। সেই পুরোহিত, অথর্ব্ব-বেদে-বিহিত শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্ম করিবে। মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—অথর্ব্বমন্ত্র ও ব্রাহ্মণকাণ্ডাভিজ্ঞই পুরোহিত পদবাচ্য। মার্কণ্ডেয় পুরাণে অভিহিত হইয়াছে,—রাজা, অথর্ব্বমন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হন। অথর্ব্বপরিশিষ্টে কথিত হইয়াছে,—"যস্য রাজ্ঞঃ" ইত্যাদি; অর্থাৎ, যে রাজার জনপদের মধ্যে শান্তিপারগ অথর্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণ বাস করেন, সেই রাষ্ট্র নিরুপদ্রবে বর্দ্ধিত হয়। সেই নিমিত্ত রাজা, জিতেন্দ্রিয় অথর্ব্ববিৎকে বিশেষরূপে দান-সম্মানাদি সৎকার-পূর্ব্বক নিত্য পূজা করিবেন (প০ ৪।৩)।

ভাব্যেবং। যদ্যপ্যর্থবত্বং স্যাৎ তদাস্য ব্যাখ্যানং উপপন্নং স্যাৎ। তদেব কুত ইতি চেৎ। উচ্যতে। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (তৈ০ আ০ ২।১৫)। ইত্যনেন বিধিনা কৃৎস্নস্যাপি বেদরাশেঃ অর্থাববোধপর্য্যন্তং তস্য বোধিতত্বাৎ। তথা হি। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" ইত্যত্র বিধ্যবিরুদ্ধা ভাবনা প্রতীয়তে। সা চ দ্বিবিধা। শব্দভাবনা অর্থভাবনা চেতি। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ। "দ্বে হি লিঙাদিযুক্তেষু বাক্যেষু দ্বে ভাবনে প্রতীয়তে। শব্দ-ভাবনা অর্থভাবনা চ" ইতি। তত্র শব্দভাবনায়া অর্থভাবনা ভাব্যা। লিঙাদিঃ করণং। অর্থবাদপ্রতিপাদিতা স্তুতিরিতিকর্ত্তব্যতা। অর্থভাবনায়াঃ স্বর্গাদির্ভাব্যঃ। ধাত্বর্থঃ করণং। প্রযাজাদিরিতিকর্ত্তব্যতা॥

নমু ধাত্বর্থাতিরেকিণীং ভাবনামেব নোপলভামহে কথং ধাত্বর্থঃ করণং স্যাৎ। কথং বা তস্যা বিভাগঃ। ভাব্যনিষ্ঠো ভাবকব্যাপারো ভাবনেতি চেৎ। ন। পচিযজিগমিপ্রভৃতিষু ধাতুষু অধিশ্রয়ণসঙ্কল্পচলনাদয়ো ধাত্বর্থা এবোক্ত অতিরিক্তস্য ভাবকব্যাপারস্য অভাবৎ। প্রযত্নো ভাবকব্যাপার ইতি চেৎ। ন। বৃক্ষশ্চলতি কাষ্ঠানি পচন্তি নৌর্যাতি ইত্যেবমাদিষু অচেতন-কর্ত্তৃকব্যাপারেষু তদভাবাৎ। স্পন্দঃ স ইতি চেৎ। ন। আত্মকর্ত্তৃকব্যাপারেষু যজতিদদাতি-

---

যদি বল, এইরূপই হউল; অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত মতই অব্যাহত রহিল; তাহা হইলে, অবশ্যই ইহার ব্যাখ্যাও উপপন্ন হইত। কিন্তু সেই ব্যাখ্যা কোথায়? ইহার উত্তরে কথিত হইতেছে,—"স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (তৈ০ আ০ ২। ৫); অর্থাৎ, 'স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে'। এই বিধি দ্বারা সমগ্র বেদরাশির অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক অধ্যয়ন বিধি বোধিত হইতেছে। উক্ত স্থলে বিধির অবিরুদ্ধ ভাবনাই প্রতীত হইতেছে। সেই ভাবনা দ্বিবিধ;—শব্দভাবনা এবং অর্থভাবনা। সেই ভাবনাদ্বয়ের লক্ষণ আচার্য্যগণ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা,—লিঙাদিযুক্ত বিধিবাক্যসমূহে দুইটী ভাবনার প্রতীতি হয়;—শব্দ-ভাবনা ও অর্থভাবনা। তাহাতে আবার শব্দভাবনার অর্থভাবনা চিন্তনীয়। লিঙাদি-করণ দ্বারা এবং অর্থবাদ দ্বারা সমুৎপন্ন যে স্তুতি, তাহাই ইতিকর্ত্তব্যতা। অর্থবাদের স্বর্গাদি চিন্তনীয়; ধাতুর অর্থকরণ এবং প্রযাজাদি ইতিকর্ত্তব্যতা।

যদি বল,—ধাত্বর্থ হইতে অতিরিক্ত ভাবনা জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে; যদি বল,—কি করিয়া ভাবনার ধাত্বর্থ-করণ হইবে, কি করিয়াই বা সেই ভাবনার বিভাগ হইতে পারে? আরও যদি বল,—ভাব্যবস্তুনিষ্ঠ যে ভাবকের ব্যাপার, তাহাই ভাবনা। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কেন-না, 'পচ' 'যজ', 'গম' প্রভৃতি ধাতুর অর্থ—ক্রমান্বয়ে অধিশ্রয়ণ, সংকল্প ও চলন; তাহাতে এতদতিরিক্ত ভাবকব্যাপারের অভাব হইতেছে। যদি বল, প্রযত্নই (চেষ্টাই) ভাবকের ব্যাপার; কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ, তাহাতে, 'বৃক্ষ চলিতেছে', 'কাষ্ঠসমূহ পাক করিতেছে', 'নৌকা যাইতেছে' ইত্যাদি অচেতন-কর্ত্তার ব্যাপারে প্রযত্নের অভাব হইতেছে। যদি বল, স্পন্দই ভাবকের ব্যাপার; তাহাও যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। কারণ, স্বকীয় কর্ত্তৃত্বব্যাপারে 'যজন করিতেছে', 'দান করিতেছে' 'হোম করিতেছে' ইত্যাদি স্থলে, তাহার (স্পন্দের) অভাব হইতেছে। তাহা হইলে

জুহোতীত্যাদিষু তদভাবাৎ। তর্হি উভয়ানুগতমৌদাসীন্যপ্রচ্যুতিসামান্যমেব ভাবকব্যাপারো ভবিষ্যতীতি চেৎ। ন। অচেতনে শব্দে স্পন্দপ্রযত্নয়োরভাবেন তদুভয়সামান্যরূপস্য তস্য অভাভাৎ। সত্যং ধাত্বর্থাদত্যন্তাতিরেকিণী ভাবনা নাস্তীতি। ধাত্বর্থানামেব পাকো যাগঃ প্রযত্নঃ সংকল্পঃ অধিশ্রয়ণং বিক্লেদনং অভিধানং চোদনমিতি প্রাতিস্বিকং ধাত্বভিধেয়মক্রিয়াত্মকং সিদ্ধস্বভাবমেবং রূপং। সার্ব্বধাত্বর্থানুগতং করোতিপ্রত্যয়বেদ্যং ক্রিয়াত্মকং সাধ্যস্বভাবমন্যোৎপাদানানুকূলাত্মকমাখ্যাতপ্রত্যয়বেদ্যমপরং রূপং। তথা হি, যঃ স্পন্দতে যো যজতে যশ্চরতি যো বিদধাতি তে সর্ব্বে করোতিপ্রত্যয়মনুভবন্তি। স্পন্দতে স্পন্দনং করোতি যজতে যাগং করোতি ইত্যেবং সর্ব্বত্র করোত্যর্থস্যানুগতিঃ। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ সিদ্ধকর্তৃক্রিয়াবাচিন্যাখ্যাতপ্রত্যয়ে সতি। সামানাধিকরণ্যেন করোত্যর্থোঽবগম্যতে। (মী০ মা০ বি০ ২।১।১) ইতি ভিন্নেষু বিবিধধাত্বর্থেষূৎপাদ্যবস্তুকর্তৃকমেতদেবাপরং রূপং ভবিতুঃ প্রযোজকব্যাপারত্বাদ্ভাবনেত্যুচ্যতে। তচ্চ যজেত দদ্যাৎ জুহুয়াৎ ইত্যাখ্যাতপ্রয়োগেষ্বেব অবগমাৎ পাকঃ ত্যাগঃ রাগঃ ইত্যাদিষু অনবগমাচ্চ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামাখ্যাতপ্রত্যয়াভিধেয়ত্বমঙ্গীক্রিয়তে। যথাহুঃ—"অভিধাভাবনামাহুরন্যামেব লিঙাদয়ঃ। অর্থাত্মভাবনা ত্বন্যা সর্ব্বাখ্যাতেষু

উভয়ানুগত (স্পন্দ ও প্রযত্নানুগত) ঔদাসীন্যরূপ প্রচ্যুতি-সাধারণই (অকর্ম্মাদি) ভাবকের ব্যাপার (ভাবনার বিষয়) হউক; কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। কারণ, তৎপক্ষে অচেতন শব্দে স্পন্দ এবং প্রযত্নের অভাব বশতঃ তদুভয়ের সাধারণরূপ ব্যাপারের (কর্ম্মের) অভাব হইতেছে। ধাত্বর্থ হইতে অত্যন্তাতিরেকিণী ভাবনা নাই। ইহা সত্য ধাত্বর্থ-সমূহে—পাক, যাগ, প্রযত্ন, সঙ্কল্প, অধিশ্রয়ণ, বিক্লেদন, অভিধান ও চোদন, এইরূপ অর্থ মাত্র আসে; তাহা ধাতুর স্বাভাবিক (স্বভাবসিদ্ধ), ধাতুর অভিধেয় (ভাবনার বা ধারণার বিষয়), অক্রিয়াত্মক (কর্ম্ম-সম্বন্ধশূন্য) এবং সিদ্ধ স্বভাব (পরিচয়),—ধাতুর এই এক রূপ সকল ধাত্বর্থের অনুগত 'করোতি' প্রত্যয়ের দ্বারা জ্ঞেয়, ক্রিয়াত্মক, সাধ্যস্বভাব, অন্যের উৎপাদন বিষয়ে অনুকূলাত্মক, আখ্যাত প্রত্যয়ের দ্বারা বেদ্য, ধাতুর এই আর এক রূপ। বিষয়টা আরও প্রস্ফুট-ভাবে কথিত হইতেছে; যথা,—'যঃ স্পন্দতে', 'যো যজতে', 'যশ্চরতি', 'যো বিদধাতি'—ইত্যাদি স্থলে, সর্ব্বত্রই করোতির অর্থ অনুভূত হয়; যেমন, 'স্পন্দতে' অর্থাৎ 'স্পন্দনং করোতি,' 'যজতে' অর্থাৎ 'যাগং করোতি' এইরূপ সর্ব্বত্রই করোত্যর্থের অনুগতি হইতেছে। এ বিষয়ে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন; যথা, "সিদ্ধ কর্তৃক্রিয়া" ইত্যাদি। অর্থাৎ, সিদ্ধস্বভাব কর্তৃক্রিয়াবাচী আখ্যাত প্রত্যয় হইলে, সামানাধিকরণ্যের দ্বারা 'করোতি'র অর্থই অবগত হওয়া যায় (মী০ মা০ বি০ ২।১।১)। পরস্পর-ভিন্ন বিবিধ ধাত্বর্থ-সমূহে, উৎপাদনীয় বস্তুর অস্তিত্বকর্তৃক—এই যে অপর রূপ, ইহা ভাবিতার প্রযোজকব্যাপারত্ব-বশতঃ ভাবনা বলিয়া অভিহিত হয়। তাহা 'যজেত' 'দদ্যাৎ', 'জুহুয়াৎ' এইরূপ আখ্যাত-প্রয়োগ-সমূহেই অবগত হওয়া যায়; 'পাকঃ', 'ত্যাগঃ', 'রাগঃ' ইত্যাদিস্থলে অবগত হওয়া যায় না বলিয়া অন্বয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা আখ্যাত প্রত্যয়ের অভিধেয় বলিয়া, স্বীকৃত হয়। যথা,—"অভিধাভাবনাং" ইত্যাদি; অর্থাৎ, লিঙাদি, অন্যা অভিধাভাবনা বলিয়া অভিহিত হয় এবং সকল আখ্যাতবিষয়ে অন্যা

গম্যতে।" (মী॰ মা॰ বি॰ ২।১১) ইতি। যে প্রযত্নং বা স্পন্দং বা উভয়ং বাঙ্গীকুর্ব্বতে তৈরপি তেষাং সর্ব্বত্রানুগমাভাবাৎ সর্ব্বধাত্বর্থানুগতমন্যোৎপাদনানুকূলরূপমেব ভাবনেত্যঙ্গীকর্ত্তব্যং। এতদপ্যুক্তং—"সিদ্ধসাধ্যস্বভাবাভ্যাং ধাত্বর্থো দ্বিবিধো মতঃ। অন্যোৎপাদানুকূলাত্মা ভাবনা সাধ্যরূপিণী।" ইতি। তস্মাদ্ ধাত্বর্থাতিরেকিণী ভাবনেতি সিদ্ধং॥

তথা চ অধ্যয়নবিধাবপি তব্যপ্রত্যয়াবগতায়া ভাবনায়া অংশত্রয়েণ ভবিতব্যং। তত্র ধাত্বর্থঃ করণত্বেন অন্বেতি। ভাব্যাপেক্ষায়ামত্র তস্যানুপাত্তত্বাৎ 'স স্বর্গঃ স্যাৎ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ" ইতি (জৈ॰ ৪।৩।১৫) বিশ্বজিন্ন্যায়েন স্বর্গ এব ভাব্যতয়া অন্বেতীতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। নন্বু কথং স্বর্গস্য ভাব্যতা। সমনন্তরপদোপাত্তস্য স্বাধ্যায়স্যৈব ভাব্যত্বাদিতি চেৎ। ন। তস্য অপুরুষার্থত্বেন ভাব্যত্বাসম্ভবাৎ॥ তর্হি অর্থজ্ঞানমেব দৃষ্টপ্রয়োজনরূপত্বাদ্ ভাব্যং ভবত্বিতি চেৎ। ন। বিধিমন্তরেণাপি পদপদার্থব্যুৎপত্তিমতামধীতেন স্বাধ্যায়েন অর্থজ্ঞানস্য জায়মানত্বাৎ। তর্হি অধীতেনৈব স্বাধ্যায়েন অর্থং জানীয়াদিতি অবঘাতাদিবান্নিয়মার্থো বিধির্ভবত্বিতি চেৎ। ন। অনারভ্যাধীতস্য স্বাধ্যায়বিধেঃ ক্রত্বর্থত্বেন নিয়মার্থত্বানুপপত্তেঃ। অবঘাতাদয়োঽপি ক্রতাবেব নিয়ম্যন্তে অবঘাতনিষ্পন্নৈরেব তণ্ডুলৈঃ

অর্থাত্মভাবনা বলিয়া অবগত হওয়া যায় (মী॰ মা॰ বি ২।১।১)। যে ধাত্বর্থ-সমূহ প্রযত্ন অথবা স্পন্দ কিম্বা প্রযত্ন ও স্পন্দ উভয়ই অঙ্গীকার করে, সেই ধাত্বর্থ-সমূহের সর্ব্বত্র অনুগমের অভাব হয়। তাহাতে সকল ধাত্বর্থের অনুগত অন্য অর্থের উৎপাদন বিষয়ে অনুকূলরূপ ভাবনা অঙ্গীকার করা উচিত। এ বিষয়ে কথিত হইয়াছে,—"সিদ্ধসাধ্যস্বভাবাভ্যাং" ইত্যাদি; অর্থাৎ, ধাত্বর্থ সিদ্ধ-স্বভাব ও সাধ্যস্বভাবভেদে দ্বিবিধ; তন্মধ্যে অন্যের উৎপাদন বিষয়ে অনুকূলাত্মক যে ভাবনা, তাহা সাধ্যরূপিণী। অতএব, ধাত্বর্থাতিরেকিণী ভাবনা সিদ্ধ হইল।

অধ্যয়ন বিধিতে 'তব্য' প্রত্যয়ের দ্বারা অবগত যে ভাবনা, তাহার তিনটী অংশের বিষয় উল্লিখিত হয়। সেস্থলে ধাত্বর্থ, করণত্বের সহিত অন্বিত হয়; কারণ, ভাব্যবস্তুর অপেক্ষাতে তাহার লাভ হয় না। "স স্বর্গঃ স্যাৎ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ" (জৈ॰ ৪।৩।১৫)। এই জৈমিনি-সূত্রের 'বিশ্বজিৎ' ন্যায়ের দ্বারা স্বর্গই ভাব্য বলিয়া অন্বিত হইতেছে; ইহা পূর্ব্বপক্ষ। যদি বল, এস্থলে কি হইয়া স্বর্গের ভাব্যতা হয়; কারণ, সমনন্তর পদলভ্য স্বাধ্যায়েরই ভাব্যতা হইতেছে! ইহাও বলিতে পার না। কেননা, উক্ত স্বাধ্যায়ের অপুরুষার্থত্ব হেতু ভাব্যত্বের অসদ্ভাব হইতেছে। তাহা হইলে, তাহার অর্থ-জ্ঞানই দৃষ্ট-প্রয়োজনরূপ বলিয়া ভাব্য হউক? তাহাও হইতে পারে না। যেহেতু, বিধি ভিন্নও পদ এবং পদার্থের ব্যুৎপত্তিযুক্ত পুরুষগণের অধীত স্বাধ্যায়ের দ্বারা অর্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তবে যদি বল, 'অধীত স্বাধ্যায়ের দ্বারা অর্থকে জানিবে' এইরূপ অবঘাতাদির ন্যায় নিয়মার্থই বিধি হউক। তাহাও বলিতে পার না। তাহাতে, আরম্ভ না করিয়া অধীত যে স্বাধ্যায়-বিধি তাহা যজ্ঞের অঙ্গ নহে বলিয়া নিয়মার্থের অনুপপত্তি হইতেছে। অবঘাতাদি-সমূহ যজ্ঞকার্য্যেই বিহিত হইয়া থাকে। অবঘাত-নিষ্পন্ন তণ্ডুল কর্ত্তৃক পুরোডাশাদি নিষ্পাদিত

পুরোডাশাদিনিষ্পাদনদ্বারা দর্শপূর্ণমাসাপূর্ব্বং সম্পাদয়েদিতি ন তণ্ডুলাদিস্বরূপেণ। প্রমাণান্তর-বিরোধাৎ। মাভূৎ স্বাধ্যায়স্য ভাব্যতা। মা চ ভূদর্থজ্ঞানস্য। তথাপি "যদৃচোঽধীতে পয়সঃ কূল্যা অস্য পিতৄন্ স্বধা অভিবহন্তি। যদ্ যজূংষি ঘৃতস্য কূল্যাঃ যৎ সামানি সোম এভ্যঃ পবতে। যদথর্ব্বাঙ্গিরসো মধোঃ কূল্যাঃ। যদ্ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীর্মেদসঃ কূল্যা অস্য পিতৄন স্বধা অভিবহন্তি।" (তৈ॰ আ॰ ২।১০)। ইত্যধ্যয়নং প্রকৃত্য পঠিতার্থবাদোক্তঘৃতকূল্যাদিকমেব ভাব্যং ভবিষ্যতি চেৎ। ন। তস্যাপি ব্রহ্মযজ্ঞস্বাধ্যায়মধিকৃত্য পঠিতত্বেন গ্রহণাধ্যয়নফলসমর্পকত্বানুপপত্তেঃ। তথাপি অতিদেশতঃ প্রাপ্তে অস্যাপি ফলং ভবিষ্যতীতি চেৎ। ন। অর্থবাদস্য অনতিদেশ্যত্বাৎ। তস্মাদ্বিশ্বজিন্ন্যায়েন স্বর্গ এব অধ্যয়নবিধের্ভাব্যঃ। যথাহুঃ—"বিনাপি বিধিনা দৃষ্টলাভান্ন হি তদর্থতা। কল্প্যস্তু বিধিসামর্থ্যাৎ স্বর্গো বিশ্বজিদাদিবৎ।" ইতি।

অত্রোচ্যতে। অর্থাববোধার্থমেব অধ্যয়নং বিধীয়তে। ননু পদপদার্থব্যুৎপত্তিমতাং পুংসাং বিধিমন্তরেণাপি অর্থাববোধঃ জায়ত ইতি বিধানর্থক্যমিত্যুক্তমিতি চেৎ। ন। অধ্যয়নসংস্কৃতেনৈব স্বাধ্যায়েন অর্থং জানীয়াৎ ন পুস্তকাদিপঠিতেনেতি নিয়মার্থত্বাদ্বিধেঃ। অক্রত্বর্থেষু নিয়মানুপপত্তিরিতি উক্তং ইতি চেৎ। ন। "প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত" ইত্যেবমাদিষু অক্রত্বর্থেষপি নিয়মদর্শনাৎ। "ব্রীহীন প্রোক্ষতি" ইত্যাদিবিধিবৎ সংস্কারবিধানমাত্রপর্য্যব-

---

হয়; সেই পুরোডাশাদি দ্বারা দর্শ-পূর্ণমাসাদি যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে; পরন্তু তণ্ডুলাদি দ্বারা নিষ্পাদিত হয় না। তাহা হইলে, প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। যদি বল, স্বাধ্যায়'ও অর্থজ্ঞানের আবশ্যক নাই, "যদৃচোঽধীতে" ইত্যাদি (তৈ॰ আ॰ ২।১০) সূত্রানুসারে অধ্যয়ন করিয়া পঠিত অর্থবাদোক্ত ঘৃতকূল্যাদিই ভাব্য হইবে; কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। তাহাও ব্রহ্মযজ্ঞ ও স্বাধ্যায়কে অধিকার করিয়া পঠিত হইয়াছে। অতএব, তদ্দ্বারা গ্রহণ-অধ্যয়ন-ফলসমর্পকত্বের লাভ হয় না। তথাপি, যদি বল, ইহার অতিদেশ হইতে প্রাপ্তিবশতঃ ফলই ভাব্য হইবে; তাহাও নহে। কারণ, অর্থবাদ কখনও অতিদেশ হইতে পারে না। সেই হেতু, 'বিশ্বজিৎ' ন্যায়ের দ্বারা অধ্যয়ন-বিধির স্বর্গই ভাব্য। এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে; যথা,—বিধি-ভিন্ন দৃষ্টলাভ হইতে অর্থ কখনও সম্ভব হয় না; বিধির শক্তিবশতঃ 'বিশ্বজিৎ' আদির ন্যায় স্বর্গ কল্পনীয়।

এস্থলে কথিত হইতেছে,—অর্থজ্ঞান জন্যই অধ্যয়ন-বিধি বিহিত হয়। যদি বল, পদ এবং পদার্থের জ্ঞান-বিশিষ্ট পুরুষগণের বিধি-ভিন্নও অর্থজ্ঞান হয়, অতএব বিধি অনর্থক, ইহা উক্ত হইয়াছে; তাহাও নহে। 'অধ্যয়ন দ্বারা সংস্কৃত যে স্বাধ্যায়, তাহার দ্বারাই অর্থ অবগত হইবে, পুস্তকাদি পাঠ দ্বারা নহে,—এইরূপ বিধির নিয়ম আছে।' যদি বল,—উক্ত বিধি যজ্ঞের নিমিত্ত নয়; অতএব, ইহাতে নিয়মের অনুপপত্তি হইতেছে। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ "প্রাঙ্মুখোঽন্নং ভুঞ্জীত" অর্থাৎ 'পূর্ব্বমুখ হইয়া অন্নভোজন করিবে'—এই যে বিধি, ইহাও যজ্ঞের নিমিত্ত নহে। কিন্তু এস্থলেও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যদি বল, 'ব্রীহি-সমূহকে প্রোক্ষণ করিতেছে' ইত্যাদি বিধির ন্যায় উক্ত বিধি, সংস্কার-বিধানমাত্রেই পর্য্যবসিত হইতেছে

সাবিত্র্যাদয়ং বিধির্ন স্বাধ্যায়স্য অর্থজ্ঞানার্থতাং বোধয়তীতি চেৎ। ন। "চক্রমুপদধাতি" (তৈ০ সং ৫।৩।১।৫) ইতি চয়োরুপধানবিধিঃ সংস্কারং বিদধৎ যথা তৎসংস্কৃতস্য চয়োঃ স্থল-নিষ্পত্তিশেষতাং বিধত্তে তদ্বদধ্যয়নবিধিরপি স্বাধ্যায়স্য অধ্যয়নসংস্কারং বিদধৎ তৎসংস্কৃতস্য তদর্থাববোধার্থত্বং বিধত্তে। সংস্কারবিধেঃ সংস্কারবিনিয়োগপর্য্যন্তত্বেঽপি ফলস্যাবিশেষাৎ স্বর্গার্থতাং কুতো ন বিধত্ত ইতি চেৎ। ন। অর্থাববোধস্য দৃষ্টপ্রয়োজনস্য সম্ভবেঽদৃষ্টার্থ-স্বকল্পনায়া অন্যায্যত্বাৎ। তদুক্তং। "লভ্যমানে ফলে দৃষ্টে নাদৃষ্টফলকল্পনা। বিধেস্তু নিয়মার্থত্বান্নানর্থক্যং ভবিষ্যতি।" ইতি। প্রাভাকরাস্তু "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।" (ম০ স্মৃ০ ২।১৪০) ॥ ইতি স্মৃত্যনুমিতেন 'উপনীয়াধ্যাপনেনাচার্য্যকং সম্পাদয়েৎ' ইত্যেতেন বিধিনা লব্ধানু-ষ্ঠানস্য "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" ইত্যধ্যয়নবিধেরধিকারপরত্বজিজ্ঞাসায়াং প্রথমপ্রতীতেনা-চার্য্যকাধিকারকত্বমাশঙ্ক্যান্তরঙ্গত্বাদর্থজ্ঞানাধিকারপরত্বমেব বর্ণয়ন্তি ॥

তদযুক্তং। আচার্য্যকরণবিধেরেবাভাবাৎ। নন্বুক্তং॥ "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং" ইত্যনয়া 'স্মৃত্যা উপনীয়াধ্যাপনেন আচার্য্যকং ভাবয়েৎ' ইত্যেবংরূপ আচার্য্যকরণবিধিরনু-মীয়ত ইতি। তৎ ন। এবংরূপায়াং শ্রুতেরনেবংরূপয়া স্মৃত্যা অনুমাতুমশক্যত্বাৎ।

বলিয়া স্বাধ্যায়ের অর্থজ্ঞানরূপ অর্থকে জানাইতেছে না; কিন্তু ইহাও বলিতে পার না। "চক্রং উপদধাতি"—চক্র সংস্কারমূলক এই উপধান-বিধি তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। উক্ত বিধি অনুসারে সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন চক্রর স্থলনিষ্পত্তি বা চক্র-প্রস্তুত কার্য্য সম্পন্ন হয়; সেইরূপ স্বাধ্যায় (বেদ) অধ্যয়ন করিতে করিতে, তাহার অর্থবোধ করাইয়া দেয়। যদি বল, সংস্কারের বিনিয়োগ পর্য্যন্ত সংস্কার-বিধি হইলেও, ফলবিষয়ে বিশেষ উল্লেখ নাই; সুতরাং কেন ঐ সংস্কার-বিধিতে স্বর্গরূপ অর্থ বিধান করিবে না? ইহাও বলিতে পার না; কারণ, দৃষ্টপ্রয়োজনরূপ অর্থজ্ঞানের সম্ভব হইলে, অদৃষ্ট অর্থের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে কথিত হইয়াছে, লভ্যমান ফল দৃষ্ট হইলে, অদৃষ্টফল কল্পনার প্রয়োজন হয় না; বিধির নিয়মার্থ আছে বলিয়া, অনর্থক বিধি বিহিত হয় না। যে দ্বিজ, শিষ্যকে উপনীত করিয়া কল্প এবং রহস্যের সহিত বেদাধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য কহে (ম০ স্মৃ০ ২।১৪০)। প্রাভাকরগণ বলেন,—উক্ত স্মৃতির দ্বারা অনুমিত বিধির সহিত, "উপনীয়াধ্যাপনেন" ইত্যাদি বিধি দ্বারা "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" অধ্যয়ন-বিধি লব্ধক্রিয় হয়। তাহার অধিকারপরত্বের আকাঙ্ক্ষা হইলে, প্রথম প্রতীত (স্মৃত্যনুমিত) বিধির দ্বারা আচার্য্যের অধিকার আশঙ্কা করা যায়। অন্তরঙ্গহেতু অর্থজ্ঞানের অধিকারপরত্ব ঘটে।

কিন্তু আচার্য্যকরণরূপ বিধির অভাববশতঃ তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। যদি বল, এইরূপ উক্ত আছে,—"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং" এই স্মৃতির দ্বারা উপনীত করিয়া অধ্যাপন-হেতু আচার্য্য বলিয়া ভাবনা করিবে'; যদি বল,—এবম্ভূত আচার্য্যকরণরূপ বিধি অনুমিত হয়; কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। এইরূপ শ্রুতিবাক্য অন্যরূপ স্মৃতির দ্বারাও অনুমাণ

তথা হি। ইয়ং স্মৃতিরুপনীয়াধ্যাপয়িতাচার্য্য ইতি ব্রবীতি। ন পুনরধ্যাপনং বিদধাতি। তদ্বিধানে যোঽধ্যাপয়িতা তমাচার্য্যং প্রচক্ষত ইত্যংশেন একবাক্যতাবিরোধাৎ॥ ননু 'উপনীয়াধ্যাপয়েৎ' ইতি অধ্যাপনং বিধায় বিধিসিদ্ধমর্থং 'যস্ত' ইতি অনূদ্য তস্যাচার্য্যত্বং প্রতিপাদয়তীতি চেৎ। ন। স্বারস্যেন বিধ্যপ্রতীতৌ তদাশ্রয়ণেন বাক্যভেদকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ। তদুক্তং। 'সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদশ্চ নেষ্যতে।' ইতি। কিং চ 'যোঽধ্যাপয়েৎ' ইতি যচ্ছব্দযোগোঽপি বিধিশক্তিমপহন্তি। ননু "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ" (তৈ০ সং ২৬৩৩) ইত্যাদাবপি যচ্ছব্দযোগাদ্বিধিশক্তিরপহন্যেতেতি চেৎ। সত্যং। তত্রাপি যচ্ছব্দযুক্তস্য বিধিত্বভঙ্গেন "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাঞ্চাচ্যুতো ভবতি সুবর্গস্য লোকস্যাভিজিত্যৈ" (তৈ০ সং ২৬৩।৩) ইত্যর্থবাদেন "যৎ স্তূয়তে তদ্বিধীয়তে" ইতি ন্যায়েন পরিকল্পিতস্য অস্যৈব বিধিত্বস্বীকারাৎ। তস্মাৎ "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং" ইত্যাদিস্মৃত্যনুমিতা শ্রুতিঃ নাচার্য্যকরণবিধৌ প্রমাণং॥ ননু "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণং উপনীয়ত তমধ্যাপয়ীত" ইত্যত্র নয়তেঃ "সম্মাননোৎসঞ্জনাচার্য্যকরণজ্ঞানভৃতিবিগণনব্যয়েষু নিয়ঃ" (পা০ ১৩।৩৬) ইতি আচার্য্যকরণে আত্মনেপদবিধানাদুপনয়নে আচার্য্যকরণবিধিরপেক্ষিত এব ইতি চেৎ। তদযুক্তং। "ষণ্ণাং তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা। যাজনাধ্যাপনে

করিতে পারা যায় না; কারণ, এই স্মৃতির মতে উপনীত করিয়া যিনি অধ্যাপয়িতা, তিনিই আচার্য্য নামে অভিহিত হন। কিন্তু অধ্যাপন-বিষয়ে এ বিধি বিহিত নহে। তদ্বিধান বিষয়ে 'যিনি অধ্যাপয়িতা তাঁহাকে আচার্য্য কহে,'—এই অংশের সহিত একবাক্যতার বিরোধ হইতেছে। যদি বল, উক্ত বিধিতে 'উপনীত করিয়া অধ্যাপন করাইবে',—এইরূপ অধ্যাপনাকে বিহিত করিয়া, পশ্চাৎ বিধিসিদ্ধ অর্থকে 'যস্ত' এইরূপে বলিয়া, তাঁহার (অধ্যাপকের) আচার্য্যত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে; কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। কারণ, ঐ অর্থে বিধির প্রতীতি না হইয়া, বাক্যের ভেদকল্পনাতে প্রমাণাভাব ঘটিতেছে। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে,—একবাক্য-স্থলে বাক্যভেদ যুক্তি-যুক্ত নহে। আরও, 'যোঽধ্যাপয়েৎ' এই 'যৎ' শব্দের যোগও বিধির শক্তিকে নষ্ট করিতেছে। যদি বল, তাহা হইলে, "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ" ইত্যাদি স্থলেও 'যৎ' শব্দের যোগে বিধির শক্তি নষ্ট হউক; তাহা বলিতে পার। কিন্তু সেস্থলেও 'যৎ' শব্দ বর্ত্তমান থাকায় বিধি-ভঙ্গ-ভয়ে, উক্ত তৈত্তিরীয়-সংহিতার 'অমাবাস্যায়াং চ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ' এইরূপ অর্থবাদ দ্বারা 'যাহা স্তুত হয়, তাহাই বিহিত হয়।' এই ন্যায়ে পরিকল্পিত অস্তকেই বিধি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সেই হেতু "উপনীয়তু যঃ শিষ্যং" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারা অনুমতি যে শ্রুতি, তাহা আচার্য্য-করণ-বিধিতে প্রমাণ নয়। যদি বল, 'অষ্টবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে এবং তাহাকে অধ্যয়ন করাইবে'; এস্থলে "সম্মানন" (পা০ ১৩।৩৬) এই সূত্র দ্বারা আচার্য্যকরণবিষয়ে 'নীঞ্' ধাতুর আত্মনেপদ বিধান আছে বলিয়া উপনয়নে আচার্য্যকরণ-বিধিই অপেক্ষিত হইতেছে। তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ, 'ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মের (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহের) মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই কর্ম্মত্রয় জীবিকারূপে নিরূপিত হইয়াছে।' (ম০ স্মৃ০ ১০।৭৬) স্মৃত্যুক্ত এই

চৈব বিশিষ্টাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥" (ম০ স্মৃ০ ১০।৭৬) ইতি দ্রব্যার্জ্জনার্থত্বেনৈব প্রাপ্তস্য অধ্যাপনস্য বিধ্যনর্হত্বাৎ। নমু তথাপি অলৌকিকাচার্য্যকসাধনত্বেন অপ্রাপ্তস্যাধ্যাপনস্য বিধ্যর্হত্বমিতি চেৎ। ন। আচার্য্যকস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাদলৌকিকত্বানুপপত্তেঃ।

স্যাদেতৎ। "উপনীয়ত" ইত্যাত্মনেপদাৎ সনিয়মকোপনয়নশেষিত্বপ্রতীতেঃ আচার্য্যকমলৌকিকমিতি। ন। আচার্য্যকরণে বর্ত্তমানস্য নয়তেঃ অকর্ত্রভিপ্রায়ে আত্মনেপদবিধানাদুপনয়নাচার্য্যকয়োঃ পরস্পরমঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ। অন্যথা "স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে" (পা০ ১৩।৭২) ইতি ঞিত্ত্বাদেব আত্মনেপদে সিদ্ধে সম্মাননাদিসূত্রমনর্থকং স্যাৎ। নমু ক্রিয়াফলস্য কর্ত্রভিপ্রায়ত্বং নাম ন কর্ত্রভিলষিতত্বং কিন্তু কর্ত্তৃগতত্বমেব। অত উপনয়নক্রিয়াফলস্য মাণবকনিষ্ঠত্বেন অকর্ত্রভিপ্রায়ত্বাদাচার্য্যকরণ এব নয়তেরাত্মনেপদং সিধ্যত ইতি চেৎ। এবং সতি "বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নিমাদধীত" (তৈ০ ব্রা০ ১৷১৷২৷৬) ইত্যাধানফলস্য অগ্নিসংস্কারস্য অগ্নিগতত্বেন অকর্ত্রভিপ্রায়ত্বাৎ "স্বরিতঞিতঃ" ইত্যাত্মনেপদং ন স্যাৎ। ন চ উপনয়নক্রিয়াফলস্য সংস্কারস্য মানবকাভিলষিতত্বাদকর্ত্রভিপ্রায়ত্বমিতি। আচার্য্যস্যাপি অভিলষিতত্বাৎ। আচার্য্যানভিলষিতত্বে তস্য ক্রিয়াফলত্বানুপপত্তেঃ। ন হি ক্রিয়াজন্যং যস্য কস্যচিদভিলষিতং বা ক্রিয়াফলং কিন্তু

বাক্যের দ্বারা দ্রব্যোপার্জ্জন-নিমিত্ত প্রাপ্ত যে অধ্যাপনা, তাহাও বিধিযোগ্য হইতেছে না। তথাপি যদি বল, উহাতে অলৌকিক আচার্য্যসাধন হইতেছে বলিয়া অপ্রাপ্ত যে অধ্যাপন, তাহা বিধিযোগ্য হউক। ইহাও বলিতে পার না। কারণ, আচার্য্য-কর্ম্ম লোকসিদ্ধ বলিয়া তাহার অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না।

যদি বল, তাহাই হইল; যদি বল,—'উপনয়ীত' এই আত্মনেপদ হইতে নিয়মের সহিত বর্ত্তমান যে উপনয়ন, তাহার শেষিত্ব-প্রতীতিবশতঃ আচার্য্য-কর্ম্ম অলৌকিক; তাহাও নহে। আচার্য্যকরণে বর্ত্তমান যে 'নীঞ' ধাতু, কর্ত্তার অভিপ্রায় ভিন্ন বিষয়ে তাহার আত্মনেপদের বিধান আছে। অতএব উপনয়ন ও আচার্য্যকরণ ইহাদের পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিভাব হইতেছে না। তাহা হইলে "স্বরিতঞিতঃ" (পা০ ১৩।৭২) এই সূত্র দ্বারা ধাতুর ঞিত্ব-বশতঃ আত্মনেপদের সিদ্ধি হয় এবং 'সম্মাননাদি' সূত্র অনর্থক হয়। যদি বল, যাহা কর্ত্তার ক্রিয়াফলাভিপ্রায়, তাহা কর্ত্তার অভিলষিত নহে; কিন্তু সেই ফল কর্ত্তৃগত; অতএব, উপনয়ন ক্রিয়ার যে ফল, তাহা মাণবকনিষ্ঠ বলিয়া কর্ত্রভিপ্রায় হইতেছে না। অতএব, যদি বল,—আচার্য্যকরণ বিষয়েই 'নীঞ' ধাতুর আত্মনেপদ সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু তাহাও বলিতে পারে না। কেন-না, "বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নিমাদধীত" (তৈ০ ব্রা০ ১৷১৷২৷৬) এই তৈত্তিরীয় সংহিতোক্ত অগ্ন্যাধান-বিধির আধান-ফল যে অগ্নিসংস্কার, তাহা অগ্নিগত। ইহাতে কর্ত্তার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব "স্বরিতঞিতঃ" এই সূত্র দ্বারা আত্মনেপদ হইবে না; এইরূপ, উপনয়ন ক্রিয়ার ফল যে সংস্কার, তাহা মাণবকের (অনুপনীত ব্রাহ্মণকুমারের) অভিলষিত বলিয়া, কর্ত্তার অভিপ্রেত হইতেছে না। পরন্তু উক্ত সংস্কার আচার্য্যের অভিলষিত; কারণ, আচার্য্যের অভিলষিত না হইলে, তাহার ক্রিয়াফলের উপপত্তি হয় না। ক্রিয়ার জন্য অপর কেহ কর্ত্তার অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হন

কর্ত্রভিলষিতং সৎ ক্রিয়াজন্যং ক্রিয়াফলং। অন্যথা শ্রমাদিকমপি ক্রিয়াজন্যমহিতস্য যস্য কস্যচিদভিলষিতং চেতি স্বর্গকামো যজেত ইত্যাদৌ ক্রিয়াফলস্য অকর্ত্রভিপ্রায়ত্বেন আত্মনেপদং ন স্যাৎ। ন চ অস্মৎপক্ষ ইব মাণবক সমীহিতসাধনত্বেনৈব উপনেতুঃ উপনয়ন ক্রিয়াফলমভিলষিতমিতি ভবতাং মতং যেন ক্রিয়াফলমকর্ত্রভিপ্রায়ং স্যাৎ। আচার্য্যকৃকামস্য অতৎসাধনে মাণবকাধিকারেঽসমীহানুপপত্তেঃ। উপপত্তৌ বা মাণবকাধিকারস্যৈব অভিলষিতস্য প্রযোজকত্বাদাচার্য্যাকাধিকারস্য প্রযোজকত্বং ন স্যাৎ। তস্মাদাত্মনেপদাদেব ক্রিয়াফলস্য অকর্ত্রভিপ্রায়ত্বাবগতের্মাণবকসমীহিতসাধনত্বেনৈবোপনয়নস্য প্রতীতিঃ।

ন চ "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েৎ" ইতি ক্ত্বাপ্রত্যয়েন আচার্য্যকশেষত্ব-মুপনয়নস্যেতি মন্তব্যং। স্মৃতিগতো হি ক্ত্বাপ্রত্যয়ঃ "সমানকর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে" (পা০ ৩।৪।২১) ইত্যনুশাসনাদুপনয়নাধ্যাপনয়োঃ সমানকর্ত্তৃকত্বমেবাচষ্টে। তচ্চ এককর্ত্তৃপ্রযোজ্যত্বং। তচ্চ অঙ্গাঙ্গিভাবেনৈবোপপদ্যত ইত্যুপনয়নস্যাধ্যাপনাঙ্গত্বপ্রতীতির্বিলম্বেন ভবতীতি। "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" (আপ০ ধ০ ১।১।১।১৯) ইতি দ্বিতীয়া শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষশ্রুতিগতা। তয়া দ্বিতীয়া শ্রুত্যা ঝটিত্যুপনয়নস্যোপনেয়শেষত্বং প্রতীয়তে। "শ্রুতিস্মৃত্যোর্বিরোধে শ্রুতিরেব বলীয়সী" ইত্যুপনয়নস্যোপনেয়শেষত্বমেবাঙ্গীকর্ত্তব্যং।

না। কিন্তু কর্ত্তার অভিলষিত ক্রিয়াজন্য ক্রিয়াফল তাঁহারই হইয়া থাকে। তাহা না হইলে, ক্রিয়াজন্য অন্য ব্যক্তির শ্রমাদিও ফলপ্রদ হইত। ইহাতে "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াফল কর্ত্রভিপ্রায় হয় না এবং আত্মনেপদও হয় না। যদি বল, মাণবকের ঈপ্সিত সাধন দ্বারাই উপনেতার উপনয়ন-ক্রিয়ার ফল অভিলষিত, ইহা আপনাদের মত; কিন্তু তদ্দ্বারা ক্রিয়াফলের কর্ত্রভিপ্রায়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং ইহাও বলিতে পার না; কারণ, তাহাতে আচার্য্যকামনার সাধন হয় না বলিয়া, মাণবকের অধিকারে ঈপ্সিতের উপপত্তি হইতেছে না। অথবা, উপপত্তি হইলে, মাণবকাধিকারের অভিলষিত বস্তুর প্রযোজক বলিয়া, আচার্য্যকের যে অধিকার, তাহার প্রযোজকত্ব হয় না। সেই হেতু, আত্মনেপদ হইতেই ক্রিয়াফলের, কর্ত্তার অনভিপ্রায়ের, অবগতি হয়। তাহাতে মাণবকের সম্যক্ ঈপ্সিত বস্তুর সাধন দ্বারাই উপনয়নের প্রতীতি হইতেছে।

"উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েৎ" এই বিধিতে 'উপনীয়' এই 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের দ্বারা উপনয়নের আচার্য্য-কর্ম্মের শেষত্ব বলিয়া মনে করিও না; কারণ, স্মৃতিতে যে 'ক্ত্বা' প্রত্যয় আছে, তাহা "সমানকর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে" (পা০ ৩।৪।২১) এই সূত্র দ্বারা এককর্ত্তৃকত্ব বলিয়া উপনয়ন ও অধ্যাপনের সমানকর্ত্তৃত্বকেই অভিহিত করিতেছে। যেহেতু, ঐ 'ক্ত্বা' প্রত্যয়, এককর্ত্তাতেই প্রযুজ্য, এবং সেই এককর্ত্তৃত্বও পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব হইতেই উপপন্ন হয়। এই হেতু উপনয়ন যে অধ্যাপনের অঙ্গ, ইহা বিলম্বে প্রতীয়মান হয়। "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" (আপ০ ধ০ ১।১।১।১৯) এই দ্বিতীয় শ্রুতি-বাক্যটী, প্রত্যক্ষ শ্রুতিরই অন্তর্গত। এই দ্বিতীয় শ্রুতি-বাক্য দ্বারা উপনয়নের উপনেয়শেষত্ব সহজেই প্রতীত হইতেছে। 'শ্রুতিবাক্যে ও স্মৃতিবাক্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিলে, শ্রুতিবাক্যই বলবান হয়' - এই হেতু, দ্বিতীয় শ্রুতি অনুসারে, উপনয়নের উপনেয়-শেষত্বই অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য।

নন্বু উপনয়নমুপনেয়শেষোঽস্তু। তথাপি উপনেয়স্যাচার্য্যকশেষত্বাৎ তদ্দ্বারা উপনয়নস্যাপি তদঙ্গত্বং ইতি চেৎ। ন। উপনেয়সংস্কারস্যাচার্য্যকশেষত্বে উপনেয়শেষত্বে চ সপ্রয়োজনত্বা-বিশেষেঽপি পুরুষান্তরগতত্বেনাচার্য্যকস্য বহিরঙ্গত্বাদেকপুরুষনিষ্ঠত্বেনাধ্যয়নস্যান্তরঙ্গত্বাৎ "অন্তরঙ্গবহিরঙ্গয়োরন্তরঙ্গং বলীয়ঃ" ইতি তস্য অধ্যয়নাঙ্গত্বমেবাঙ্গীকর্ত্তব্যং॥ যদি সমান-কর্তৃকোক্তি বিহিতস্মার্ত্তক্ত্বাপ্রত্যয়বলাদেবান্তরঙ্গত্বং বাধ্যেত তর্হি ভবৎপক্ষে অধ্যাপনবিধি-প্রযুক্তস্যাধ্যয়নবিধেঃ কিমধিকারপরত্বমিতি জিজ্ঞাসায়াং "অধীত্য স্নায়াৎ" ইতি স্মার্ত্তক্ত্বা-প্রত্যয়ানুরোধেনান্তরঙ্গত্বযুক্তেস্বাধ্যাদন্তরঙ্গার্থজ্ঞানপরত্বং পরিত্যজ্য আচার্য্যাধিকারত্বমেব স্যাৎ। তস্মাদকর্ত্রভিপ্রায়বিহিতাত্মনেপদবলাদন্তরঙ্গযুক্তেশ্চ উপনয়নমধ্যয়নাঙ্গমিত্যাচার্য্যকস্য সনিয়মকোপনয়নশেষিত্বাভাবান্নাস্যালৌকিকত্বসিদ্ধিঃ। তদসিদ্ধৌ চ অন্যতঃ প্রাপ্তস্য অধ্যাপনস্য আচার্য্যকশেষত্বেন বিধ্যাসিদ্ধিঃ॥

কথং তর্হি "অধ্যাপয়ীত" ইতি বিধিঃ। "এতয়ান্নাদ্যকামং যাজয়েৎ ইতিবৎ প্রযোজ-কব্যাপারান্তর্গতোঽপি বিধিঃ প্রযোজ্যব্যাপারপর ইতি ব্রূমঃ॥ নন্বু তত্র কামশ্রুতিবলাৎ কামিন এব বিধ্যপেক্ষায়াং প্রযোজ্যব্যাপারপরত্বমস্তু। অত্র তু তদভাবাৎ তৎপরত্বং

যদি বল, উপনয়ন, উপনেয়ের শেষত্ব-সাধক; তথাপি উপনেয় আবার আচার্য্য-কর্ম্মের শেষ-সাধক বলিয়া, তদ্দ্বারা উপনয়নেরও তদঙ্গত্ব হউক। ইহাও বলিতে পার না। কারণ, উপনেয়-সংস্কার, আচার্য্য-কর্ম্মের সমাপ্তিকারক, এবং উপনেয়ের শেষসাধক। অতএব, প্রয়োজনের অভাব-বশতঃ অন্য পুরুষগত যে আচার্য্য-কর্ম্ম, তাহা বহিরঙ্গ হইতেছে; এবং একপুরুষনিষ্ঠ যে অধ্যয়নকর্ম্ম, তাহা অন্তরঙ্গ হইতেছে। 'অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এতদুভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ বলবৎ';—এই ন্যায় হেতু তাহা অধ্যয়নের অঙ্গ বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। যদ্যপি এককর্ত্তৃবিহিত স্মার্ত্ত 'ক্ত্বা' প্রত্যয়ের শক্তিতেই অন্তরঙ্গ-বিধি বাধিত হয়, তাহা হইলে আপনার পক্ষে অধ্যাপনবিধিপ্রযুক্ত অধ্যয়নবিধির অধিকারপরত্ব কি?' এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে, তদুত্তরে কথিত হইতেছে,—"অধীত্য স্নায়াৎ"। এই বিধিতে যে স্মার্ত্ত 'ক্ত্বা' প্রত্যয় আছে, তদ্দ্বারা যেমন অন্তরঙ্গ-বিধির বাধ হয়; সেইরূপ, অন্তরঙ্গার্থ-জ্ঞানপরত্বকে পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্যের অধিকার-পরত্বই বলবৎ হয়। সেই হেতু কর্ত্তার অভিপ্রায় ভিন্ন বিহিত যে আত্মনেপদ, তাহার শক্তিতে অন্তরঙ্গ যুক্তির বাধ-হেতু উপনয়ন—অধ্যয়নাঙ্গ। এই হেতু আচার্য্য কর্ম্ম, নিয়মের সহিত উপনয়ন বিধির সমাপক হইতেছে না; অতএব আচার্য্যকর্ম্মের অলৌকিকত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। কারণ, তাহা সিদ্ধ হইলে, অন্য হইতে প্রাপ্ত যে অধ্যাপনকর্ম্ম, তাহার আচার্য্যকর্ম্মশেষত্ব হেতু উক্ত বিধিরই অসিদ্ধি হয়।

যদি বল, তাহা হইলে কি করিয়া "অধ্যাপয়ীত" এই বিধি যুক্তিযুক্ত হয়? 'ইহার দ্বারা অন্নাদিকামী ব্যক্তিকে যাগ করাইবে।' এই বিধিরূপ উক্ত 'অধ্যাপয়ীত' বিধি, প্রযোজক-ব্যাপারের অন্তর্গত হইলেও প্রযোজ্য-ব্যাপারপর, ইহা বলিব। 'এতয়ান্নাদ্য-কামং 'উক্ত বিধিতে কামনারূপ শ্রুতির শক্তি হেতু কামী ব্যক্তিরই বিধিতে অপেক্ষা হইয়াছে বলিয়া ঐ বিধি প্রযোজ্যব্যাপারপর হউক। এখানে কিন্তু তাঁহার অভাব বশতঃ প্রযোজ্যব্যাপারপর হইবে না। ইহা বলিতে পার না। কারণ, "নিষাদ স্থপতিং যাজয়েৎ";

নেতি চেৎ। ন। "নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ" ইত্যত্র কামশ্রুতেরভাবেঽপি দ্রব্যার্জ্জনার্থত্বেন অন্যতঃ প্রাপ্তং যাজনং পরিত্যজ্য প্রযোজ্যব্যাপারস্যৈবাপ্রাপ্তস্য বিধেয়ত্বস্বীকারাৎ॥ এতেন "উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বকং। বেদমধ্যাপয়েদেনং শৌচাচারাংশ্চ শিক্ষয়েৎ" (যা০ স্মৃ০ ১।২।৭) ইত্যেতদপি নাধ্যাপনবিধিপরমিত্যবগন্তব্যং।

"উপনীয় দদদ্বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ" (যা০ স্মৃ ১।২।২৬) ইত্যেতদপি ক্রিয়াযোগমেব আচার্য্যশব্দাভিধেয়মিতি ব্যক্তমুপদর্শয়তি। তস্মাদধ্যাপনস্য বিধিরেব নাস্তীতি সিদ্ধং। তদভাবেন স্ববিধিপ্রযুক্তৈব অধ্যয়নস্য। স চ অধ্যয়নসংস্কৃতেনৈব স্বাধ্যায়েন অর্থং জানীয়াদিতি বিধত্তে ইতি কৃৎস্নস্যাপি বেদরাশের্ব্বিবক্ষিতার্থত্বেন স্বতঃপ্রামাণ্যাৎ তদন্তর্গতস্য ব্যাখ্যানং কর্ত্তুং যুক্তমেবেতি সিদ্ধং। বেদস্য স্বতঃপ্রামাণ্যং চোদনাসূত্রে আচার্য্যৈরেবোপপাদিতং। তত্র বহুধা বিবদন্তে বাদিনঃ। প্রামাণ্যমপ্রামাণ্যঞ্চ উভয়ং স্বত ইতি সাংখ্যাঃ। উভয়ং পরত ইতি তার্কিকাঃ। প্রামাণ্যং স্বতঃ অপ্রামাণ্যং পরত ইতি মীমাংসকাঃ। অপ্রামাণ্যং স্বতঃ প্রামাণ্যং পরত ইতি সৌগতাঃ॥

প্রামাণ্যস্য স্বতস্ত্বং নাম কার্য্যকারণাদেব কার্য্যেন সহ উৎপত্তিঃ। অত্র সাংখ্যা এবং প্রতিপাদয়ন্তি। স্বতঃ অসত্যং অসাধ্যত্বাদুভয়ং স্বত ইতি। তত্র প্রমাণং চ যদসং

এস্থলে কামশ্রুতির অভাব হইলেও দ্রব্যোপার্জ্জন জন্য প্রাপ্ত যে যাজনকর্ম্ম, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাপ্ত যে প্রযোজ্যব্যাপার, তাহাই বিধেয় হইয়াছে। ইহার দ্বারা "গুরু শিষ্যকে উপনীত করিয়া মহাব্যাহৃতি পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করাইবে এবং ঐ শিষ্যকে শৌচাচার শিক্ষা দিবে" (যা০ স্মৃ০ ১।২।৭)—এই স্মৃতির বিধিটীও যে অধ্যাপনবিধির বিষয় নয়, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

আরও, "উপনীত করিয়া যিনি শিষ্যকে বেদ শিক্ষাদান করেন, তিনি আচার্য্য নামে অভিহিত হয়েন" (যা০ স্মৃ০ ২।২।২৬) এই স্মৃতির বিধিও ক্রিয়াযোগ্য আচার্য্য শব্দকে স্পষ্টরূপে অভিহিত করিতেছে। অতএব, অধ্যাপনের বিধিই নাই, ইহা সিদ্ধ হইল। অধ্যাপন বিধির অভাবশতঃ স্বকীয় বিধিপ্রযুক্তই অধ্যয়নের বিধি। সেই বিধি, 'অধ্যয়নের দ্বারা সংস্কৃত যে স্বাধ্যায়, তদ্দ্বারাই অর্থকে জানিবে' এইরূপ অর্থবিহিত করিতেছে। অতএব, সমগ্র বেদরাশির অর্থ-বিবক্ষাতে স্বতঃ-প্রামাণ্যবশতঃ তদন্তর্গত এই অথর্ব্ববেদের ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত, ইহা স্বীকৃত হইল। বেদের যে স্বতঃ-প্রামাণ্য আছে, তাহা আচার্য্যগণ চোদনা (প্রেরণা) সূত্রে উপপন্ন করিয়াছেন। বাদিগণ সেই বেদবিষয়ে বহু প্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন। সাংখ্যগণ বলেন—প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য এই উভয়ই বেদ হইতে প্রতিপন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) হয়। তার্কিকগণ বলেন উক্ত প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য অন্য হইতে হয়। মীমাংসকগণ বলেন,—প্রামাণ্য—স্বতঃসিদ্ধ, অপ্রামাণ্য—অন্যসিদ্ধ। সৌগতগণ বলেন, অপ্রামাণ্য—স্বতঃসিদ্ধ, প্রামাণ্য অন্যসিদ্ধ।

স্বতঃসিদ্ধ যে প্রামাণ্য অর্থাৎ যাহা স্বতঃ-সপ্রমাণ, কার্য্যের কারণ হইতে কার্য্যের সহিত তাহা উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে সাংখ্যগণ এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 'অসৎ' স্বতঃই অপ্রামাণ্য। এই হেতু 'সৎ' এবং 'অসৎ' উভয়ই স্বীয় স্বীয় স্বরূপ বিশিষ্ট; অর্থাৎ, যাহা

তন্ন ক্রিয়তে যথা শশবিষাণং। কারকব্যাপারাৎ পূর্ব্বং কার্য্যমসচ্চেৎ তর্হি ন (ক্রিয়েত) ক্রিয়তে চ। অতঃ সদেব পূর্ব্বমপি। অপি চ কার্য্যং কারণেন প্রাক্ সম্বদ্ধং অসম্বদ্ধং বা। সম্বদ্ধং চেদসতঃ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ প্রাগপি সদেবকার্য্যং। অসম্বদ্ধং চেৎ ইদমেবাস্য কারণং ইদমেবাস্য কার্য্যং ইতি নিয়মো ন স্যাৎ অসত্তাহসম্বন্ধয়োরবিশেষাৎ। যথাহুঃ।

"অসত্বান্নাস্তি সম্বন্ধঃ কারকৈঃ সত্ত্বসঙ্গিভিঃ। অসম্বন্ধস্য চোৎপত্তিমিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিঃ।" ইতি কিঞ্চ কারণাদভিন্নত্বাৎ কার্য্যস্য প্রাগসত্বং নোপপদ্যতে। তথা হি। তন্তুভ্যঃ পটো ন ভিদ্যতে তৎকার্য্যত্বাৎ। যদ্ যতো ভিদ্যতে ন তৎ তস্য কার্য্যং যথা গৌরশ্বস্য। তন্তুকার্য্যঃ পটঃ। তস্মাৎ তন্তোর্ন ভিদ্যতে। যদ্ যতো ভিদ্যতে তস্য তেন সহ সংযোগ অপ্রাপ্তির্ব্বা স্যাৎ যথা কুণ্ডবদরয়োর্ম্মেরুবিন্ধ্যয়োর্ব্বা। ন হি পটস্য তন্তুভিঃ সহ তদুভয়মস্তি তস্মান্ন তন্তুভ্যো ভিদ্যতে পট ইত্যভেদসিদ্ধেঃ কার্য্যং প্রাগপি সদেব ইতি সিদ্ধং।

অতঃক্রমঃ। ন চ ক্রিয়মাণত্বং সত্ত্বসাধনং। অসত্ত্বেপি তাসাপপাত্তে হেতোর্ব্বিপক্ষাদ্ব্যা-

---

সৎ, তাহা সৎ; যাহা অসৎ, তাহা অসৎ। এ বিষয়ে প্রমাণ এই, যাহা 'অসৎ', তাহার ক্রিয়া নাই, যথা, শশকের শৃঙ্গ। কর্ত্তার পূর্ব্বে কার্য্য অসম্ভব (অসৎ); কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না। অতএব সৎই আদিভূত। সুতরাং কারণের পূর্ব্বে কার্য্য-সম্বন্ধ সপ্রমাণ হয় না। পূর্ব্ব সম্বন্ধের বিষয় যদি উত্থাপন কর, কিন্তু তাহাও উপপন্ন হয় না; কেন-না, অসতের সম্বন্ধই প্রমাণিত হয় না। আদিতে সতেরই কার্য্য (বিদ্যমানতা) স্বীকার করিতে হইবে। আদিতে অসৎ স্বীকার করিলে, 'এইটী ইহার কারণ অথবা এইটী ইহার কার্য্য' -এরূপ অধ্যাহার করা যায় না। অসতের এবং অসম্বন্ধের কোনরূপ পার্থক্য নাই। (যাহা অসৎ, তাহার সহিত কার্য্যকারণের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না)। এ বিষয়ে শাস্ত্রে কথিত আছে, -'অসত্বান্নাস্তি' ইত্যাদি; অর্থাৎ, -'অসত্ত হেতু সম্বন্ধের সংশ্রব থাকে না। কারক (কর্ত্তা) সৎসম্বযুক্ত। অসম্বন্ধ (অসৎ) হইতে বিষয়ের উৎপত্তি কল্পনা করিতে গেলে, তাহা যুক্তিতে দাঁড়াইতে পারে না।' অপিচ, কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন বলিয়া আদিতে অসতের উপপত্তি হয় না। যেমন, তন্তু হইতে পট ভিন্ন নহে; কেন-না, তাহাদের পরস্পরের কর্ম্ম-সম্বন্ধ আছে। যে বস্তু যাহা হইতে ভিন্ন, সেই বস্তু তাহার কার্য্য হইতে পারে না; (পরস্পর ভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধ সূচিত হয় না); যেমন গো ও অশ্ব পরস্পর ভিন্ন (একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ নাই)। অন্য পক্ষে আবার দেখুন;—যেমন তন্তুর কার্য্য—পট (তন্তুর সহিত পটের সম্বন্ধ আছে); কেন-না তন্তু হইতে পট ভিন্ন নহে। যে বস্তু যে ভাবে বিভিন্ন, তাহার সহিত সংযোগ বা বিয়োগ সেই ভাবেই ঘটিয়া থাকে; যেমন, কুণ্ড ও বদর কিম্বা মেরু ও বিন্ধ্য। কিন্তু পটের, তন্তুর সহিত উক্ত ভাবের সম্বন্ধ নাই (কুণ্ড ও বদরে কিম্বা বিন্ধ্য ও মেরুতে যে সম্বন্ধ বা ভিন্নতা, এখানে তাহা নাই)। অতএব তন্তু হইতে পট ভিন্ন নহে। এইরূপে তন্তু ও পটের অভেদ সিদ্ধ হয়। ফলতঃ, কার্য্যের পূর্ব্বে সতের অস্তিত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে আরও কথিত হইতে পারে,—ক্রিয়মাণত্ব সত্ত্বসাধন নহে; (অর্থাৎ, কর্ম্ম হইতে সৎ উপপন্ন হয় না); অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি-হেতু বিবৃত হইলে, তাহাতে

যুক্তেঃ সন্দিগ্ধত্বাৎ। তথা হি। নহি সতো ঘটাদেঃ ক্রিয়মাণত্বং দৃষ্টং কৃতকরণব্যাপারানুপপত্তেঃ। নাপ্যসতঃ ক্রিয়মানত্বমনুপপন্নমিতি। প্রাগসতোপি ঘটাদেঃ সামগ্র্যাং সত্তানুৎপত্তিদর্শনাৎ। যদপ্যুক্তং কারণেন অসম্বদ্ধস্য কার্য্যস্যোৎপত্তৌ ইদমেবাস্য কার্য্যং ইদমেবাস্য কারণং ইতি নিয়মানুপপত্তিরিতি তদপ্যপেশলং কিঞ্চিদেব কারণং কস্মিংশ্চিদেব কার্য্যে শক্তং ইতি শক্তিতো নিয়মনসিদ্ধেঃ। ন চ শক্যব্যতিরেকেণ শক্তিরেব নাস্তীতি বক্তব্যং। অয়ং অগ্নিঃ অদ্বিষ্ঠাতীন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ কারণত্বাদ্ গুরুত্বাশ্রয়বদিতি তৎসিদ্ধেঃ। নাপি শক্তিরপি শক্যেন অসম্বদ্ধা ন কার্য্যকারণভাবস্য নিয়ামিকেতিবাচ্যং। শক্যাশ্রয়ায়াঃ শক্তেশ্চ প্রতিনিয়তশক্যানুকূলস্বভাবত্বাৎ। অন্যথা সৎকার্য্যবাদপক্ষেঽপি প্রধানোপাদানস্বীকারাৎ সর্ব্বস্য জগতঃ সর্ব্বং সর্ব্বস্বরূপেণ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সদিতি বিবেকহেতোরভাবাদিদমেবাস্য কার্য্যং ইদমেবাস্য কারণং ইতি নিয়মো ন স্যাৎ। নমু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কার্য্যস্য সত্তাবিশেষেঽপি তত্তদভিব্যঞ্জকসামর্থ্যনিয়মাৎ তত্তদভিব্যক্তিনিয়মো ভবিষ্যতীতি চেৎ। এবং তর্হি অস্মৎপক্ষেঽপি তত্তদুৎপাদককারণসামর্থ্যনিয়মাৎ তত্তদসৎকার্য্যোৎপত্তিনিয়মসিদ্ধিঃ। যৎ পুনঃ কার্য্যস্য কারণাদভেদসাধকমনুমানং তদপি তন্তুপটয়োঃ প্রত্যক্ষেণ ভেদোপলম্ভাৎ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধকালাত্যয়োপদিষ্টং। অপি চ কারকব্যাপারাৎ প্রাগপি কারণে কার্য্যং সৎ

মাত্র সংশয়ই সূচিত করে; যেমন,—সৎ হইতে ঘটাদির ক্রিয়মাণত্ব দৃষ্ট হয় না, তাহাতে কৃতকরণরূপ ব্যাপারের অনুপপত্তি ঘটে। এইরূপে আবার অসৎ হইতে ক্রিয়মাণত্বও উপপন্ন হইতে পারে; যেহেতু, উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটাদি অসৎ ছিল; উৎপত্তি দর্শন-হেতু সামগ্রী-মধ্যে গণ্য হইয়া তাহা সত্তে পরিণত হইল (অতএব অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কেন-না হইতে পারিবে?) এরূপও কথিত আছে, কারণের সহিত অসম্বন্ধ যে কার্য্য, তাহার উৎপত্তি হয়; তাহাতে 'ইহাই ইহার কার্য্য, ইহাই ইহার কারণ' এবম্ভূত নিয়মের অনুপপত্তি ঘটিতেছে। কিন্তু তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, কোনও কারণ কোনও কার্য্যে সমর্থ হয়, এইরূপ সামর্থ্য-বশতঃ নিয়মের সিদ্ধি হইতেছে। শক্তিমান্ ভিন্ন শক্তি থাকিতেই পারে না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এই অগ্নি, অগ্নিষ্ঠের অদ্বিতীয়ত্বের এবং অতীন্দ্রিয়ের আশ্রয় বলিয়া, তাহার গুরুত্ব আশ্রয় সিদ্ধ হয়। শক্তিমানের সহিত শক্তির অভিন্নতা নাই। শক্তিকে কার্য্যকারণ-ভাবের নিয়ামিকাও বলা যাইতে পারে না। শক্তিমানের আশ্রয়ভূতা শক্তি, প্রতিনিয়ত শক্তিমানেরই অনুকূলস্বভাববিশিষ্টা বলিয়া কথিত হয়। অন্যথা সৎকার্য্য বাদ-পক্ষেও প্রধান উপাদান স্বীকার হেতু, সর্ব্ব-জগতের সর্ব্ব বস্তুর সর্ব্বময়ের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সৎস্বরূপে বিদ্যমানতার জ্ঞানের—অভাব ঘটে। তাহাতে, ইহাই ইহার কার্য্য, ইহাই ইহার কারণ, এ নিয়ম থাকে না। যদি বল, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কার্য্যের সত্তা-বিশেষেও তত্তদ্ভাবপ্রকাশক সামর্থ্য-নিয়ম-হেতু, তত্তদ্ভাবপ্রকাশক নিয়ম হয়; তাহা হইলে, আমাদিগের পক্ষে সেই সেই বিষয় উৎপাদক কারণ-সামর্থ্যের নিয়ম উপস্থিত হয়; তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্য উৎপত্তির নিয়ম অব্যাহত থাকে। পুনশ্চ, কার্য্যকারণের অভেদ-সাধক যে অনুমান, তাহাও তন্তু-পটের সম্বন্ধ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব-বশতঃই ঘটিয়া থাকে। তাহাকে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ কালের অতীত

স্যাৎ তর্হি কারণে কার্য্যমুপলভ্যেত। ন চোপলভ্যতে। তস্মাদসদেব। প্রাগপি সদৈব কার্য্যমভিব্যক্তেরভাবান্নোপলভ্যত ইতি চেৎ। ন। কিমিয়মভিব্যক্তিঃ প্রাগপি সতী উত অসতী। সতী চেৎ প্রাগপি কেবলতন্তুষ্বপি তয়া পটস্যোপলব্ধিঃ স্যাৎ। অসতী চেদসত্যা এব তস্যাঃ পশ্চাদুৎপত্তিস্বীকারাৎ তদ্বৎ সর্ব্বস্যাপ্যসতঃ কার্য্যস্যোৎপত্তিঃ কিং নাঙ্গীক্রিয়তে। ক্রিয়তে। ইত্যলমতিপ্রসঙ্গেন। তস্মাৎ সৎকার্য্যানিষেধাৎ প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যয়োরুভয়োরপি স্বতস্ত্বে কিঞ্চিদেব প্রমাণং প্রমাণমিতি ব্যবস্থানুপপত্তেশ্চ নোভয়ং স্বতঃ॥

অপি তু অপ্রামাণ্যং স্বতঃ প্রামাণ্যং পরত ইত্যপরে মন্যন্তে তথা হি। যদি প্রামাণ্যং স্বতোঽবসীয়েত তর্হি একতরকোটিনির্দ্ধারণাদিদং প্রমাণমপ্রমাণং বেতি ন সন্দিহ্যেত। অন্যথা সর্ব্বত্র সন্দেহস্যোপরমো ন স্যাৎ। অতঃ কারণগুণজ্ঞানাদর্থক্রিয়াসংবাদাদ্ বা প্রামাণ্যনিশ্চয় ইতি চেৎ। ন। কৃষ্যাদানিব অর্থসন্দেহাদপি প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। প্রবৃত্তস্য চ অর্থক্রিয়োপলব্ধৌ পূর্ব্বাবগতস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বং সত্যং নিশ্চিয়ত ইতি তদ্বিষয়স্য

বলিয়া বুঝিতে হইবে। আরও, কর্ত্তার ব্যাপারের অর্থাৎ কর্ম্মের প্রারম্ভে কারণ বিষয়ে কার্য্য সৎ হয়। তাহা হইলে কারণেই কার্য্যের উপলব্ধি ঘটিতেছে। এ পক্ষেও বিতর্ক আছে। অপর পক্ষ বলিতে পারেন, কারণে কার্য্য উপলব্ধ হয় না। সেই হেতু অসৎই প্রতিপন্ন হয়। যদি বল, প্রথমে সৎই কার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অভিব্যক্তির অভাববশতঃ তাহা উপলব্ধ হয় না; তাহাও বলিতে পার না। এই যে অভিব্যক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, স্বরূপতঃ তাহা কি? আদিতে তাহা 'সৎ' কি 'অসৎ' ছিল? যদি 'সৎ' বল, তাহা হইলে আদিতেই কেবল তন্তু সমূহেই পট উপলব্ধ হইত। আর, যদি 'অসৎ' বল, তাহা হইলে সেই 'অসৎ' হইতেই পরে তাহার উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে সকল 'অসৎ' হইতে 'অসৎ' কার্য্যের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয় না কি? তাহাই অঙ্গীকৃত হয়। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অতএব সতের কার্য্য অস্বীকার করিলে, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে সামান্য মাত্র প্রমাণই প্রমাণ-মধ্যে গণ্য হয়। তাহা অপ্রামাণ্য; কারণ, তাহাতে 'সৎ' এবং 'অসৎ' উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ হয় কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।

আরও, কেহ কেহ অপ্রামাণ্যকে স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রামাণ্যকে অন্যসিদ্ধ মনে করেন। তাঁহাদের মত এই যে, যদি প্রামাণ্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার কর; তাহাতে 'কোটি' সংখ্যার নির্দ্ধারণে (অর্থাৎ বিষয়-মাত্রেই) প্রমাণের ও অপ্রমাণের কোনরূপ সন্দেহই আসিতে পারে না। অপর পক্ষে (অপ্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে) সর্ব্বত্রই সন্দেহ বর্ত্তমান থাকিয়া যায়। যদি বল, কারণের গুণ-জ্ঞান হইতে অথবা অর্থক্রিয়ার উপলব্ধি হইতে প্রামাণ্যের নিশ্চয় হউক; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, অর্থসন্দেহ হইতেও প্রবৃত্তির উপপত্তি ঘটে। প্রবৃত্তকর্ম্মের অর্থক্রিয়া (উদ্দেশ্য) উপলব্ধ হইলে, পূর্ব্বপরিজ্ঞাত অর্থক্রিয়াকারিত্বের সত্যতা অবধারিত হয়। তাহাতে তদ্বিষয়ের পূর্ব্বজ্ঞানের অর্থসম্বন্ধিত্ব-হেতু পশ্চাৎ তাহা প্রমাণ্য বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে (পূর্ব্বে যে বিষয়ের যে

পূর্ব্বজ্ঞানস্যাপি তদর্থ সম্বন্ধিত্বেন পশ্চাৎ প্রামাণ্যং নিশ্চীয়তে। যথোক্তং। "তস্মিন্ সদপি মানত্বং বিনিশ্চেতুং ন শক্যতে। উত্তরার্থক্রিয়াজ্ঞানাৎ কেবলং তৎ প্রতীয়তে।" ইতি। নৈবং অর্থক্রিয়াজ্ঞানস্যাপি স্ববিষয়ার্থক্রিয়াপরিনিশ্চয়ে পরাপেক্ষা যেন অনবস্থা ভবেৎ। তস্য ফলরূপত্বাৎ। ফলার্থং বা সর্ব্বং করিষ্যতে ন ফলং অন্যার্থমিতি। অতঃ স্ফুটাবিকল্পরূপত্বাচ্চ অর্থক্রিয়াজ্ঞানং স্বত এব স্ববিষয়তথাত্বাবধারকং প্রমাণং চ। ন চৈবং প্রামাণ্যাবগমস্য প্রবৃত্ত্যঙ্গত্বাৎ প্রবৃত্ত্যুত্তরকালঃ অর্থক্রিয়ানির্ণয়ো নিষ্ফল ইতি বাচ্যং। জ্ঞানান্তরেষু নিঃশঙ্কপ্রবৃত্ত্যর্থং বিসম্বাদজ্ঞানব্যাবৃত্তপ্রমাণপ্রতিবন্ধরূপবিশেষাকলনায় প্রবৃত্ত্যুত্তরকালমপি নির্ণয়স্যোপযোগাৎ প্রবৃত্তাবভ্যাসবত্যাং আত্মজ্ঞানে ফলস্যাপ্রতীতাবপি অর্থক্রিয়ারূপং ফলমিতি বিষয়ীকুর্ব্বতো বিজ্ঞানান্তরাদ্বিসম্বাদিভ্যো ব্যাবৃত্তং বৈলক্ষণ্যং প্রতীয়তে যথোক্তং।" বৃত্তাবভ্যাসবত্যাং তু বৈলক্ষণ্যং প্রতীয়তে। "অতদ্বিষয়বিজ্ঞানাদাদ্যেঽপ্রাপ্তেঽপি

জ্ঞান সঞ্চিত থাকে, তদ্দ্বারা তৎসম্বন্ধীয় ব্যাপারের উৎপত্তি-বিষয়ক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়)। এ বিষয়ে উক্ত আছে, "তস্মিন সদপি" ইত্যাদি; অর্থাৎ বিদ্যমানতা সৎ হইলেও তাহার নিশ্চয় করিতে সমর্থ হওয়া যায় না; পরবর্ত্তী ক্রিয়ার জ্ঞান হইতেই কেবল তাহা অনুভূত হইয়া থাকে। এ বিষয়েও আপত্তি হইতে পারে; কেহ বা বলিতে পারেন,—অর্থক্রিয়াজ্ঞানেরও স্ববিষয়ার্থক্রিয়া-পরিনিশ্চয়ে পরের অপেক্ষা থাকিতেছে; এবং তাহাতে অনবস্থা আসিতে পারে (একের কার্য্যের কারণ নির্ণয়ের বিভ্রম অসম্ভব নয়; সুতরাং পরবর্ত্তী কার্য্য দেখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের কারণ নির্দ্ধারণ করা সমীচীন নহে)। ফলদর্শনেই কারণ উপলব্ধ হয়; ফলের নিমিত্তই কার্য্য বিহিত হয়; ফল, কার্য্যকে আনয়ন করে না। স্ফুট (প্রকাশমান) বিষয়ের অবিকল্প (রূপান্তরের অভাব) হেতু অর্থ-ক্রিয়া-জ্ঞান স্বতঃ প্রমাণিত হয় (দ্রব্য দর্শন-মাত্রেই তাহার কার্য্যকারণের ভাব স্বতঃই উপলব্ধ হয়)। এইরূপে স্ববিষয়ের যে যাথার্থ্যাবধারণ, তাহাকেই প্রমাণ কহে। প্রামাণ্যের দ্বারা যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা প্রবৃত্তিরই অঙ্গ। সুতরাং প্রবৃত্তির (কর্ম্মারম্ভের) পরবর্ত্তী কালের অর্থক্রিয়ানির্ণয় (কার্য্যদৃষ্টে কারণের অনুভবত্ব) নিষ্ফল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। জ্ঞানান্তরে নিশ্চিত প্রবৃত্তির ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় বিসম্বাদি-জ্ঞানের প্রবর্ত্তক যে প্রমাণ, তাহার প্রতিবন্ধ বিশেষরূপে কল্পিত হইতে পারে না। তজ্জন্য প্রবৃত্তি-প্রবর্ত্তনায় (কর্ম্মারম্ভে) পরবর্ত্তী কালের সম্বন্ধ সূচনার উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয় (পরবর্ত্তী-কালের জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের কারণ অনুমিত হইয়া থাকে)। আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্তির কার্য্যে ফলের অপ্রতীত হইলেও পরবর্ত্তী জ্ঞানান্তরে অর্থক্রিয়ারূপ ফলের বিষয় অবগত হওয়া যায় ইহাতে বিসম্বাদ উত্থাপিত হইলে, তাহা বৈলক্ষণ্য (অযৌক্তিক) রূপে প্রতিপন্ন হয়। এ বিষয়ে উক্ত আছে, "বৃত্তাবভ্যাসবত্যাং" ইত্যাদি; অর্থাৎ,—আদিতে অপ্রাপ্ত যে কর্ম্মফল, তাহার বিষয় জানা যায় না; (তাহাকেই যদি মুখ্য বলিয়া কল্পনা করি) অতএব, প্রবৃত্তির কার্য্যে বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয়; (না জানা বা অজ্ঞতা কার্য্যসাধকের পরিপন্থী হইতে পারে না)। অতএব ঝটিতি নিঃশঙ্ক প্রবৃত্তিও (সহসা নিশ্চিতরূপে প্রবৃত্তির

তৎকলে।" ইতি। তস্মাৎ ঝটিতিনিঃশঙ্কপ্রবৃত্তিরপি তত্র বিসম্বাদিব্যাবৃত্ত প্রমাণপ্রতিবন্ধ-রূপবিশেষলিঙ্গকাদনুমানাদেবেতি ন স্বতঃপ্রামাণ্যাবগমঃ।

অত্রাভিধীয়তে। বৃত্তেঃ প্রামাণ্যং অর্থযাথার্থ্যনিশ্চয়াস্তবস্তু। তন্নিশ্চয়স্তু গুণজ্ঞানাৎ সংবাদাদ্বা ইতি যদুক্তং তন্মমৃষ্যামহে। প্রমিতিসাধকতমত্বং হি প্রামাণ্যং। প্রমিতিশ্চ অনধিগত তথাভূতার্থাবধারণং। নন্বেবং চাক্ষুষাদেরেব প্রামাণ্যং ন জ্ঞানস্য তস্যাবধারণ-রূপত্বেন অবধারণান্তরসাধকতমত্বানুপপত্তেরিতি চেৎ। ন। দ্বিবিধং হি অবধারণং জ্ঞান-রূপং প্রাকট্য-রূপং চেতি। তত্র অনধিগততথাভূতার্থগোচরত্বেন জ্ঞানস্য প্রামাণ্যং। তথা চ অনধিগততথাভূতার্থাবধারণং প্রমিতিঃ। তৎসাধনং জ্ঞানং প্রমাণং। তস্তাবঃ প্রামাণ্যমিতি নাশব্দার্থত্বং। অতঃ প্রমিতিলক্ষণবাক্যগতাবধারণশব্দেন জ্ঞানপ্রাকট্যয়োঃ কার্য্যকারণভাবেন অদূরবিপ্রকৃষ্টয়োরেকরূপপ্রামাণ্যব্যুৎপত্ত্যর্থং তত্রোপাদানং। শক্তী চ প্রমাণাপ্রমাণগোচরে প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যে। তে চ তথাভূতোঽয়ং অর্থঃ ইত্যেবং রূপাৎ তথাত্বাবধারণাদতথাভূতোঽয়মর্থ ইত্যেবং রূপাদতথাত্বাবধারণাচ্চ চাকাস্তঃ। তত্র তথা-ভূতার্থাবধারণং অর্থক্রিয়াজ্ঞানাদিলক্ষণপরানপেক্ষত্বেন জ্ঞানস্বরূপমাত্রাধীনং। তদবসেয়ং

যে কার্য্য), বিসম্বাদিগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রমাণের প্রতিবন্ধক-রূপ বিশেষ নির্দ্দেশের দ্বারা, অনুমান হইতেই স্বতঃ-প্রমাণিত হয় না (প্রকৃতপক্ষে অনুমানেই উহার প্রমাণ উপপন্ন হয়)।

এ বিষয়ে বলা যাইতে পারে,—অর্থের যথার্থতা নিশ্চয়-হেতু (অর্থাৎ অর্থ যথার্থ বলিয়া) আদি-উৎপত্তি প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হউক। গুণজ্ঞান হইতে অথবা (পরম্পরা-ক্রমে প্রাপ্ত) সংবাদ হইতে সেই নিশ্চয়তা (অর্থের যথার্থরূপ নিশ্চয়তা) স্থিরীকৃত হয়। এ সিদ্ধান্ত মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। সত্যজ্ঞান-প্রদানের শ্রেষ্ঠ কারণ বলিয়াই প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। 'প্রমিতি' শব্দের অর্থ—অনধিগতবিষয়ের সম্যাবধারণ। যদি বল, ইন্দ্রিয়াদিরই প্রামাণ্য, জ্ঞানের প্রামাণ্য নাই; কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কেন না, জ্ঞানেরই অব-ধারণরূপত্ব। অতএব, জ্ঞান ভিন্ন অন্যের অবধারণের সাধনশ্রেষ্ঠত্ব উপপন্ন হয় না। অবধারণ দ্বিবিধ; জ্ঞানরূপ ও প্রাকট্য (প্রকাশ) রূপ। যাহা অনধিগত ছিল, তাহা গোচরীভূত-করণই জ্ঞানের প্রামাণ্য। অতএব, অনধিগত বিষয়ের যথার্থরূপ অবধারণই প্রমিতি (অর্থাৎ সত্যজ্ঞান)। প্রমিতিসাধক যে জ্ঞান, তাহাই প্রমাণ। জ্ঞানের ভাবই (জ্ঞানোৎপন্ন বিষয়ই) প্রামাণ্য বলিয়া অভিহিত হয়। প্রকৃত শব্দার্থের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, তাহা প্রামাণ্য নহে। প্রমিতি লক্ষণরূপ বাক্যগত যে অবধারণ, তদ্বোধক শব্দের দ্বারা জ্ঞানের ও প্রাকট্যের কার্য্যকারণ-ভাব উপলব্ধ হয়। তাহাতে নৈকট্য ও দূরত্বসাধক প্রামাণ্যের একরূপ-জ্ঞান নিমিত্ত উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানের ও প্রাকট্যের দ্বিবিধ শক্তি। তাহারা প্রমাণ-গোচর ও অপ্রমাণগোচর; অতএব, প্রামাণ্য ও অপ্রমাণ্য। উক্ত শক্তিদ্বয়, যথাক্রমে 'তথাভূত এই অর্থ' এইরূপ তথাত্ব অবধারণ এবং 'অতথাভূত এই অর্থ' এইরূপ অতথাত্ব অবধারণ দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে তথাভূতার্থ অবধারণ বাক্য, অর্থক্রিয়ার জ্ঞানাদিলক্ষণকে অপেক্ষা করে না বলিয়া, জ্ঞানস্বরূপ মাত্রের অধীন। তদ্দ্বারা

প্রামাণ্যং স্বতোঽবসীয়ত ইত্যুচ্যতে। অন্যথাভূতাবধারণস্তু জ্ঞানস্বরূপমাত্রাধীনত্বেঽপি কারণদোষাবগমাদিলক্ষণপরাপেক্ষমিতি তদবসেয়ং অপ্রামাণ্যং পরতোঽবসীয়ত ইত্যুচ্যতে। ন চ অতথাভূতাবধারণমপি জ্ঞানস্বভাবাধীনং। ভ্রমবাধয়োরসম্ভবপ্রসঙ্গাৎ। ন হি শুক্তৌ রজতং অতথাভূতমিতি গোচরয়তো জ্ঞানস্য ভ্রমত্বং বাধসম্ভবো বা। তস্মাৎ জ্ঞান-স্বভাবাধীনমপি অতথাভূতত্বং কারণদোষাবগমাদ্বাধক প্রত্যয়াদ্বা পরত এব নিশ্চীয়ত ইতি অপ্রামাণ্যং পরত এবেতি সিদ্ধং।

অপরে পুনঃ এতদপ্যসহমানা অপ্রামাণ্যবৎ প্রামাণ্যমপি কারণগতগুণজ্ঞানাৎ সম্বাদাদ্বা পরত এব জ্ঞায়ত ইতি বর্ণয়ন্তি সাধয়ন্তি চ। তথা হি। প্রামাণ্যং পরতো জ্ঞায়তে। অনভ্যাসদশায়াং সাংশয়িকত্বাৎ অপ্রামাণ্যবদিতি। নৈতৎ সাধনং। অস্মন্মতেঽপি তথাভূতোঽয়ং অর্থ ইত্যেবং রূপাবধারণাৎ পরত এব প্রামাণ্যং নিশ্চীয়ত ইতি সিদ্ধসাধনত্বাৎ। ননু জ্ঞপ্তাবনপেক্ষত্বেঽপি উৎপত্তৌ পরাপেক্ষাস্তি। তথা হি। যদি জ্ঞানহেতুমাত্রাধীনং প্রামাণ্যং ভবেৎ তর্হি প্রমাণপরিজ্ঞানমপ্রমাণং ভবেৎ প্রামাণ্যে কারণাভাবাৎ। তথা চ সতি জ্ঞানমেব ন স্যাদ্ঘটাদিবৎ। ননু দোষাভাবস্য প্রামাণ্যকারণত্বাৎ সতি চ দোষে

অবধারিত প্রামাণ্য স্বতঃ নির্দ্দিষ্ট প্রামাণ্য মধ্যে গণ্য হয়। আর, অতথাভূতার্থ অবধারণ-বাক্য জ্ঞানের স্বরূপ মাত্রের অধীন হইলেও, কারণ-দোষাদির জ্ঞাপক লক্ষণকে অপেক্ষা করিয়া থাকে। অতএব, তদবলিত অপ্রামাণ্য বিষয় অন্য হইতে অবধারিত হয়। পরন্তু অতথাভূত অবধারণ জ্ঞানস্বভাবের অধীন নহে। তাহাতে ভ্রম ও বাধার অসম্ভব-প্রসঙ্গ হয় না (অর্থাৎ তাহাতে ভ্রম ও বাধা অবশ্যম্ভাবী)। শুক্তিতে রজতকে অতথাভূত বলিয়া গোচরীভূত করিতেছে যে জ্ঞান, তাহার ভ্রমত্ব ও বাধসম্ভব নাই (অর্থাৎ শুক্তি ও রজতের পার্থক্যজ্ঞানই সত্য)। অতথাভূতত্ব, জ্ঞানস্বভাবের অধীন হইলেও, কারণ-দোষের অবগম অথবা বাধকের প্রত্যয়-হেতু, পরতঃ বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়। সেই জন্য, অপ্রামাণ্য, স্বতঃসিদ্ধ না হইয়া, পরতঃ অর্থাৎ অন্য হইতে সিদ্ধ হইল।

এই মতের বিরোধী অন্যান্য পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন যে, অপ্রামাণ্যের ন্যায় কারণ-গতগুণের জ্ঞানহেতু কিম্বা তৎসম্বাদহেতু প্রামাণ্যও পরতঃ অর্থাৎ অন্য হইতেই জ্ঞাত-হওয়া যায়। তাঁহারা বলেন,—কর্ম্মের অনভ্যস্ত অবস্থাতে সংশয় (ভ্রম) থাকে বলিয়া অপ্রামাণ্যের ন্যায় প্রামাণ্য অন্য হইতেই জানা যায়। কিন্তু এই সাধন যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ আমাদিগের মতেও 'এই অর্থ তথাভূত' এইরূপ অবধারণ-বশতঃ, প্রামাণ্য পরতই বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে। এইরূপে সিদ্ধের সাধন হইতেছে। যদি বল, জ্ঞানবিষয়ে উৎপত্তি অপেক্ষিত না হইলেও অন্য অপেক্ষিত হইতেছে। কারণ, প্রামাণ্য যদি জ্ঞানহেতু-মাত্রেরই অধীন হয়, তাহা হইলে প্রামাণ্যের জ্ঞান অপ্রমাণ হয়। যেহেতু প্রামাণ্যবিষয়ে কারণের অভাব আছে। ইহা বলিতে পার না। কারণ, এইরূপ হইলে ঘটাদির ন্যায় জ্ঞানই হইতে পারে না। যদি বল, যে স্থলে দোষের অভাব, সেস্থলে প্রামাণ্য কারণ হয়, আর যে স্থলে দোষের বিদ্যমানতা, সে স্থলে প্রামাণ্য কারণ হয় না; অতএব, অতি

তদভাবাদপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ তর্হি দোষাভাবমধিকমাসাদ্য প্রামাণ্যমপি জায়ত ইতি কথং জ্ঞানহেতুমাত্রজন্যত্বং তস্য। ননু দোষাভাবস্য প্রামাণ্যহেতুত্বেঽপি গুণস্য প্রামাণ্যং প্রতি অহেতুত্বাৎ তদভাবেন বেদানাং স্বতঃপ্রামাণ্যং সিধ্যতীতি চেৎ তর্হি গুণস্য প্রামাণ্যহেতুত্বেন দোষাভাবস্য তদহেতুত্বাৎ তদ্ভাবেঽপি গুণাভাবাদপ্রামাণ্যমপি বেদানাং প্রসজ্যেত। ন হি গুণদোষয়োঃ প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যে প্রতি অন্বয়ব্যতিরেকয়োর্ব্বিশেষমুপলভামহে। তস্মাদুভয়মপি পরত ইতি সিদ্ধং।

অত্রাভিধীয়তে। কার্য্যশক্তেঃ অসতি বাধকে কার্য্যকারণাদেব কার্য্যেণ সহ উৎপত্তিরঙ্গীকর্ত্তব্যা। অন্যথা বহ্নিগতায়া দাহকত্বশক্তেরপি কারণান্তরাদেব উৎপত্তিঃ স্যাৎ। তথা চ উৎপত্তিক্ষণে তস্য দাহকত্বং ন স্যাৎ। বহ্নিশ্চ স্বাশ্রয়ং দহন্নেব জায়তে। তৎ সিদ্ধং এতৎ স্বত এব চ প্রামাণ্যমিতি। ন চ অপ্রামাণ্যমপি স্বত এবাস্থিতিমন্তব্যং। তস্য দোষান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বেন জ্ঞানহেতুমাত্রজন্যত্বাভাবাৎ।

স্যাদেতৎ। যদি জ্ঞানহেতুমাত্রাধীনং প্রামাণ্যং ভবেৎ তর্হি স্মৃতেরপি প্রামাণ্যং স্যাৎ। তদ্ ন। প্রামাণ্যশব্দেন তথাভূতার্থাবধারকশক্তেরেব বিবক্ষিতত্বাৎ তস্যা এব চ জ্ঞানহেতুমাত্র

জন্য হইতেছে না। কিন্তু তাহা বলিতে পার না; তাহা হইলে, প্রামাণ্যের অধিকরূপে দোষের অভাবকে গ্রহণ করিয়া জাত হইতেছে; অতএব কিরূপে সেই প্রামাণ্য জ্ঞানহেতুমাত্রের জন্য হইবে? যদি বল, দোষের অভাব প্রামাণ্যের কারণ হইলেও, গুণ, প্রামাণ্যের হেতু হইতেছে না, অতএব বেদসমূহের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ ইহা সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু তাহা হইলে, গুণ প্রামাণ্যের কারণ বলিয়া এবং দোষের অভাব প্রামাণ্যের কারণ নয় বলিয়া তদ্ভাবে গুণের অভাব হইতেছে; অতএব, বেদসমূহের অপ্রামাণ্যও বেদ হইতেই স্বীকৃত হইতেছে। আমরা কিন্তু গুণের এবং দোষের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের উভয়েরই প্রতি অন্বয় ও ব্যতিরেক উপলব্ধি করিতেছি। সেই জন্য প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য উভয়ই পরতঃ অর্থাৎ অন্য হইতে—ইহা সিদ্ধ হইল।

এস্থলে অভিহিত হইতেছে, বাধক না থাকিলে, কার্য্যের কারণ হইতেই কার্য্যের সহিত কার্য্যশক্তির উৎপত্তি অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য। অন্যথা অর্থাৎ উক্তরূপ অঙ্গীকার না করিলে, বহ্নিতে যে দাহিকা-শক্তি, তাহারও কারণান্তর হইতেই উৎপত্তি হয়। অপিচ সেই অগ্নি, যে সময় উৎপন্ন হয়, সেই সময় তাহার দাহিকা-শক্তি থাকে না। অগ্নি কিন্তু স্বকীয় (ইন্ধনাদি) আশ্রয়কে দগ্ধ করিতে করিতেই উৎপন্ন হয়। অতএব, প্রামাণ্য যে স্বতঃসিদ্ধ, ইহাই নিশ্চিত হইল। দোষসম্বন্ধে অন্বয় ও ব্যতিরেকে, অপ্রামাণ্য পশ্চাৎ বিহিত হয় বলিয়া, জ্ঞান-বিষয়ে হেতু-মাত্রের কারণ হইতেছে না।

যদি বল, ইহাই না হয় হইল, কিন্তু প্রামাণ্য যদি জ্ঞান-বিষয়ে হেতু-মাত্রের অধীন হয়, তাহা হইলে, স্মৃতিরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা নহে। প্রামাণ্য শব্দে তথাভূত যে অর্থ, সেই অর্থের অবধারণকারী শক্তিকে বুঝাইয়া থাকে। আর, সেই স্মৃতি, জ্ঞানের হেতুমাত্র যে শব্দ, তাহারই অধীন; অতএব, স্মৃতি প্রামাণ্য হইতে পারে

শব্দাধীনত্বসমর্থনাৎ। অন্যথা নৈয়ায়িকমতেঽপি অপ্রামাণ্যস্য দোষাধীনত্বাৎ তদভাবে স্মৃত্যাদি-প্রামাণ্যস্যাপ্রসঙ্গাৎ॥ যৎ পুনঃ প্রমাজ্ঞানহেত্বতিরিক্তহেত্বধীনা কার্য্যত্বে সতি তদ্বিশেষত্বাৎ অপ্রমাবৎ ইত্যনুমানং তদসাধকং। প্রমা গুণদোষয়োরন্যতরাধীনা ন ভবতি জ্ঞানত্বাৎ অপ্রমাবৎ ইত্যনেন অনুমানেন নির্বিশেষণহেতুকত্বেন শীঘ্রপ্রবৃত্তেন বিশেষবিষয়ত্বেন চ প্রবলেন বাধিতবিষয়ত্বাৎ। তস্য চ সবিশেষণহেতুকত্বেন বিলম্বপ্রবৃত্তত্বাদ্দৌর্ব্বল্যাৎ। তস্মাদুৎপত্তাবপি জ্ঞানহেতুমাত্রাধীনত্বেন প্রামাণ্যং স্বত এব। অপ্রামাণ্যং তু দোষাধীনত্বাৎ পরত ইতি সিদ্ধং। ততশ্চ বেদানামপি অপৌরুষেয়ত্বেন শব্দগতগুণদোষাণাং শঙ্কিতুমপি অশক্যত্বেন সুতরাং স্বত এব প্রামাণ্যমিতি নিরবদ্যং।

স্যাদ্ এবং যদি বেদানামপৌরুষেয়ত্বং ভবেৎ তদেব অসিদ্ধং। তথা হি। বেদ-বাক্যানি পৌরুষেয়াণি। বাক্যত্বাৎ। যদুক্তসাধনং তদুক্তসাধ্যং যথা ভারতাদি-বাক্যং। উক্তসাধনানি চ বেদবাক্যানি। তস্মাৎ পৌরুষেয়াণি বেদবাক্যানি পৌরুষেয়ত্বং নাম স্বতন্ত্রপুরুষপূর্ব্বকত্বমভিমতং। অতঃ ক্রমবন্তো বর্ণাঃ পদং। ক্রমবন্তি চ পদানি বাক্যং। ক্রমশ্চ নিত্যবর্ণেষু স্বতঃ এবাসম্ভবাৎ উচ্চারণক্রমনিবন্ধন এব উচ্চারণক্রমশ্চ পুরুষপ্রযত্নসাধ্য এবেতি বেদবাক্যান্যপি ক্রমবত্ত্বেন পুরুষপ্রযত্ননিষ্পাদ্যান্যেবেতি

না। অন্যথাতে অর্থাৎ যদি প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার কর তাহাতে, নৈয়ায়িক-মতেও অপ্রামাণ্য, দোষের অধীন হয়। অতএব, তাহার অভাবে স্মৃতিতেও প্রামাণ্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রমা, জ্ঞানের হেতু হইতে অতিরিক্ত হেতুর অধীন। কিন্তু ইহার কার্য সম্বন্ধ হইলে বিশেষত্ব হয়। অতএব অপ্রমার ন্যায়, এইরূপ যে অনুমান, তাহা অসাধক হইতেছে। যাহা প্রমা, তাহা জ্ঞান বলিয়া, গুণ এবং দোষের কাহারও অধীন নহে; অতএব 'অপ্রমাবৎ' এইরূপ অনুমানের দ্বারা বিশেষণ-হেতু ভিন্ন অন্য হেতু জাত, সত্বরই প্রবৃত্ত, প্রবল যে বিশেষ-বিষয়, তাহার দ্বারা এতদ্বিষয় বাধিত হইতেছে। সেই প্রমা, বিশেষণ-হেতু-জাত বলিয়া বিলম্বে প্রবৃত্ত হয়; অতএব, তাহা দুর্ব্বল। সেই জন্য উৎপত্তিস্থলেও প্রামাণ্য জ্ঞানহেতু-মাত্রের অধীন বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ এবং অপ্রামাণ্য দোষমাত্রের অধীন বলিয়া অন্যসিদ্ধ ইহা স্বীকৃত হইল। অতএব বেদসমূহ অপৌরুষেয় বলিয়া শব্দগত যে সকল গুণদোষ আছে তাহাতে বেদকে পৌরুষেয় বলিয়া শঙ্কা করিতে পার না। সুতরাং প্রামাণ্য যে স্বতঃসিদ্ধ, ইহা নির্ব্বিবাদ।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে—এইরূপে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের বিষয় যাহা স্বীকৃত হইল, তাহা অসিদ্ধ। কারণ বাক্য বলিয়া বেদবাক্য পৌরুষেয়। যাহা উক্তসাধন, তাহা উক্তসাধ্য (অর্থাৎ যেখানে সাধ্য আছে, সেখানে সাধনও আছে);—যেমন ভারতাদি পুরাণের বাক্য-সমূহ। অতএব, বেদবাক্যসমূহ উক্তসাধন বলিয়া পৌরুষেয়। অন্য পুরুষের পূর্ব্ব যে অভিমত, তাহা পৌরুষেয়। ক্রমবান বর্ণ-সমূহ পদ এবং ক্রমবিশিষ্ট পদসমূহই বাক্য বলিয়া কথিত হয়। নিত্য বর্ণ-সমূহে স্বতঃসিদ্ধই ক্রমের অসম্ভব হয়; অতএব উচ্চারণের ক্রমনিবন্ধনেই ক্রম হইয়া থাকে। উচ্চারণের ক্রমও পুরুষেরই যত্নসাধ্য এজন্য বেদবাক্যসমূহও ক্রমবিশিষ্ট বলিয়া পুরুষ কর্ত্তৃকই যত্ন-পূর্ব্বক নিষ্পাদ্য

সিদ্ধসাধ্যত্বং যদত্তামনবকাশ এব। নমু কিমত্র সাক্ষাৎস্বতন্ত্রপুরুষপূর্ব্বকত্বং বিবক্ষিতং আহো স্বিৎ পরম্পরয়া। নাদ্যঃ। ইদানীমুচ্চার্য্যমানেষু বাধিতবিষয়ত্বাৎ অস্মুবক্ত প্রণীতা-স্মদাদিবাক্যেষু অনৈকান্তিকত্বাচ্চ। নাপি দ্বিতীয়ঃ। সাক্ষাৎস্বতন্ত্রপুরুষপ্রণীতেষু অস্মদাদি-বাক্যেষু অনৈকান্তিকত্বাদিতি চেৎ নৈবং সাক্ষাৎপরম্পরাত্বয়োঃ পরস্পরব্যভিচারেপি সাক্ষাৎপরম্পরাত্বয়োরন্যতরস্যৈবাত্র বিবক্ষিতত্বাৎ। অন্যথা ভারতাদিবাক্যান্যপি যানি কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদিনা সাক্ষাৎ প্রণীতানি ন তানি পরম্পরয়া যানি পরম্পরয়া ন তানি সাক্ষাৎ ইতি উভয়ানুগতপৌরুষেয়ত্বাভাবেন অন্যতরস্য অপৌরুষেয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদ্ যদ্বাক্যং তৎ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা স্বতন্ত্রপুরুষপূর্ব্বকং ইতি সাধয়তাং ন কশ্চিদ্ বাধো ন ব্যভিচারশ্চেতি সিদ্ধং বেদাঃ পৌরুষেয়া ইতি॥

তদিদমসমঞ্জসং। তথা হি। সর্ব্বত্র বাক্যেষু বৃদ্ধব্যবহারাবগতপদপদার্থসম্বন্ধস্য চক্ষুরাদিজন্যতত্তৎপদার্থবিশেষবিষয়পরম্পরাবিলক্ষণক্ষণিকজ্ঞানবতঃ শরীরিণ এব স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বং দৃষ্টমিতি বাক্যত্বং তাদৃশকর্ত্তৃত্বেন ব্যাপ্তং সৎ স্বব্যাপকং পক্ষে সাধয়ৎ স্বাভিমতং

হইয়াছে। একারণ-বশতঃ যাঁহারা বেদবাক্যকে অপৌরুষেয় বলিয়া প্রামাণ্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলেন, তাঁহাদের মত যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। যদি বল, 'পূর্ব্বপক্ষবাদী যে পুরুষসাধ্য বলিয়াছেন, তাহা কিরূপ? তাহা কি সাক্ষাৎস্বরূপে স্বতন্ত্র (এক) পুরুষনিষ্পাদ্য অথবা পরম্পরাক্রমে পুরুষান্তর নিষ্পাদ্য?' যদি 'সাক্ষাৎস্বতন্ত্র পুরুষনিষ্পাদ্য' বলা হয়, তাহা হইলে, ইদানীং উচ্চার্য্যমাণ বাক্য-বিষয়ে তাহার বাধ ঘটিতেছে। এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে পুরুষনিষ্পাদ্য হইতেই পারে না। যদি বল; সাক্ষাৎস্বতন্ত্র পুরুষ কর্ত্তৃক প্রণীত 'অস্মদ্' আদি বাক্য-সমূহে ঐকান্তিকত্ব হইতেছে না অর্থাৎ উভয় নিষ্পাদ্য অতএব অপৌরুষেয়। তাহাও বলিতে পার না; যেহেতু, সাক্ষাৎ ও পরম্পরার পরস্পর ব্যভি-চার থাকিলেও সাক্ষাৎ ও পরম্পরার মধ্যে এস্থলে একেরই বিবক্ষা হইতেছে। ইহারও অন্যথাতে ভারতাদি-পুরাণের যে বাক্যসমূহ, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদি কর্ত্তৃক সাক্ষাৎরূপে প্রণীত হইয়াছে, তাহা পরম্পরাতে নহে এবং যাহা পরম্পরাতে প্রণীত, তাহা সাক্ষাৎরূপে নহে। এইরূপ সাক্ষাৎ ও পরম্পরা এই উভয়ানুগত পৌরুষেয়ত্বের অভাব-হেতু অন্যতর অপৌরুষেয় বলিয়া কথিত হইতেছে। অতএব যাহা বাক্য, তাহা সাক্ষাৎ হউক আর পরম্পরাক্রমেই হউক স্বতন্ত্র পুরুষ-সাধ্য। এইহেতু যাহা কথিত হইতেছে, তাহার বাধ অথবা ব্যভিচার কিছুই হইতেছে না বলিয়া 'বেদ পৌরুষেয়' ইহা সিদ্ধ হইল।

এস্থলে উত্তর পক্ষ সমর্থিত করিতেছেন, উক্ত মত সমীচীন নহে। এরূপ হইলে, বাক্যসমূহে বৃদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা অবগত পদের ও পদের অর্থসম্বন্ধের, এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য সেই সেই পদের অর্থবিশেষের বিষয়ে, পরম্পর নিশ্চিতজ্ঞানে অনিত্যজ্ঞানযুক্ত যে শরীরী, তাহারই স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয়। এই হেতু যাহা বাক্য, তাহা তাদৃশ কর্ত্তৃত্ব দ্বারা ব্যাপ্ত হয়; এবং স্বকীয় ব্যাপক যে তাদৃশকর্ত্তা, তৎপক্ষে স্বীয় অভিমত সাধন

অশরীরিকর্ত্তৃকত্বং বিরুণদ্ধীতি বিশেষবিরুদ্ধত্বাদ্ধেতোঃ ন চাস্যোত্তরস্য উৎকর্ষসাধনমন্তর্ভাবঃ।
সর্ব্বত্র বাক্যত্বস্য হেতোঃ শরীরিকর্ত্তৃকত্বেন ব্যাপ্ততয়া দৃষ্টত্বাৎ।

স্যাদ্ এতৎ। অস্তু তর্হি অত্রাপি অনিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিমতঃ শরীরিণ এব কর্ত্তৃত্বং। ন চ
যোগ্যানুপলব্ধিবাধঃ চিরবৃত্তে কর্ত্তার উপলব্ধিযোগ্যত্বস্যৈব অভাবাৎ ইতি। এতদপি ন
চতুরচেতসাং চেতসি চমৎকারং প্রাঞ্চতি। অপসিদ্ধান্তাপাতাৎ। কিং চ যদি বেদবাক্যানাং
শরীরী কর্ত্তা স্যাৎ তস্য চিরবৃত্তত্বেন উপলব্ধ্যভাবেপি অসৌ স্মৃতিপথং অবতরেৎ। ন চ
স্মর্য্যতে। তস্মাদস্যৈব কর্ত্তরি নিশ্চীয়তে।

স্যাদ্ এতৎ। কেনচিদ্ অস্মরণং বা হেতুঃ আহো স্বিৎ সর্ব্বৈরস্মরণং। নাদ্যঃ।
দেবদত্তেন অস্মৃতস্যাপি ঘটস্য বিষ্ণুমিত্রগৃহে বিদ্যমানত্বাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ। জৈমিনী-
য়ৈরস্মরণেপি কণাদাক্ষচরণপক্ষিলমুনিপক্ষিপাতিভিঃ স্মর্য্যমাণত্বাদ্ ইতি। ন। তদীয়ৈরপি
বৃদ্ধব্যবহারাবগতপদপদার্থসম্বন্ধস্য তদর্থবিষয়বিলক্ষণক্ষণিকচক্ষুরাদিজন্যবেদনস্য মাতা-
পিতৃসম্বন্ধপ্রসূতপার্থিবশরীরস্য কর্ত্তুরস্মরণাৎ। তদেবং বেদবাক্যেষু যাদৃশস্য পুরুষস্য পুরুষত্ব

কারণে কারণে অশরীরী কর্ত্তাকে বাধিত করিতেছে; কারণ, ইহা বিশেষের বিরোধী
পরন্তু পরবর্ত্তী বিধির উৎকর্ষসাধনে অন্তর্ভাব হয় নাই। সকল স্থলেই বাক্যত্বধর্ম্মের যাহা হেতু
(কারণ), তাহা শরীরবিশিষ্ট কর্ত্তা কর্ত্তৃক ব্যাপ্তরূপে দৃষ্ট হয়।

যদি বল, এস্থলেও তাহা হইলে, অনিত্যজ্ঞানেচ্ছাদি-বিশিষ্ট শরীরধারীরই কর্ত্তৃ
হউক; অপিচ, চিরবৃত্ত যে কর্ত্তা, তাহা উপলব্ধির যোগ্য নহে। অতএব, যোগ্যো
অনুপলব্ধির বাধ হইতেছে না। এতৎ প্রশ্নও চতুরচিত্ত (বুদ্ধিমান) ব্যক্তিগণের চিত্তে
চমৎকৃত করিতে সমর্থ হইতেছে না। কারণ, ইহাতে অপ (ভ্রান্ত) সিদ্ধান্ত আপত্তি
হইতেছে। আরও যদি বেদবাক্যসমূহের শরীরধারী কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে, সেই কর্
'চিরকাল বিদ্যমান' এইরূপ উপলব্ধির অভাব হইলেও, ইহা অবশ্যই শ্রুত হইত। কি
কেহ কখনও, বেদের যে শরীরী কর্ত্তা আছে, ইহা স্মরণ পর্য্যন্ত করেন নাই
সেইজন্য বেদের কর্ত্তা নাই, ইহা নিশ্চিত হইল।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিতে পারেন, যদি বল, কোন একটী মাত্র ব্যক্তি বেদকর্ত্তাকে স্ম
করেন নাই—ইহাই অপৌরুষেয়ত্বের হেতু; অথবা সকল ব্যক্তিই স্মরণ করেন নাই ই
হেতু। এস্থলে কিন্তু প্রথম প্রশ্ন করিতে পার না; কারণ, দেবদত্ত, যে ঘটকে স্ম
করেন নাই, সেই ঘট বিষ্ণুমিত্রের গৃহে অবশ্যই থাকিতে পারে। দ্বিতীয় প্রশ্নও করি
পার না; কেন-না, জৈমিনীয়গণ যে শাস্ত্র স্মরণ করেন নাই, তাহা কণাদাদি মুনি
অবশ্যই স্মরণ করিতে পারেন। প্রশ্নকারীর এ প্রশ্ন যুক্তিসিদ্ধ নহে। যেহেতু বৃদ্ধব্যব
দ্বারা অবগত যে পদের এবং পদার্থের সম্বন্ধ তাহার অর্থ-বিষয়ে বিলক্ষণরূপে ক্ষণি
চক্ষুরাদি জন্য জ্ঞানবিশিষ্ট মাতাপিতার সম্বন্ধে প্রসূত যে পার্থিব-শরীর-বিশিষ্ট বেদক
তাহারই স্মরণ হয় না। স্মরণকারিগণ, যাহা স্মরণ করিয়া থাকেন, এবং বেদবা
সমূহে যেরূপ পুরুষান্তরের উল্লেখ আছে, তাহাই বাক্যনামে অভিহিত; এবং উক্ত বা
আমাদিগের মতবিরোধী নহে। অপিচ, প্রশ্নকর্ত্তা জৈমিনীয়গণের যে উদাহরণ, প্র

তে স্মরন্তি তাদৃশস্য বাক্যস্য অস্মৎপরিপঠিতত্বেন ন বিরোধকং। জৈমিনীয়ৈস্তু সর্বৈঃ স্মর্তুং যোগ্যস্যাপি অস্মরণাদ্ যোগ্যস্মৃত্যনুদয় এব বাধক ইতি বাক্যত্বং হেতুঃ বিরুদ্ধসমন্তরবিশেষত্বেন স্বতন্ত্রপুরুষপূর্বকত্বমপি সাধয়িতুমসমর্থ ইতি সিদ্ধো বিশেষবিরোধস্তস্য॥

স্যাদ্ এতৎ। অনন্তরং চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ ঋগ্বেদ এবাগ্নেরজায়ত যজুর্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যাৎ" (ঐ০ ব্রা০ ৫।৩২) "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত" (ঋ০ ১০।৯০।৯)॥ ইত্যাদয়ো বেদকারণবাদা বেদস্য পৌরুষেয়ত্বে প্রমাণমিতি॥ তদযুক্তং। তেষাং পরস্পরবিরুদ্ধার্থতয়া প্রমাণান্তর প্রতিহততয়া চ "প্রজাপতিরাত্মনো বপাং উদখিদৎ" (তৈ০ সং০ ২।১।১৪) ইত্যাদিবৎ অর্থবাদত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ স্বার্থে তাৎপর্য্যাভাবাৎ। কাঠকাদিসমাখ্যা চ প্রবচননিবন্ধনৈব ভবিষ্যতি। ইতি সিদ্ধং বেদানাং অপৌরুষেয়ত্বং। অত এব চ নিত্যত্বং। তন্নিত্যত্বং অসহমানাঃ শুষ্কতার্কিকা বৈদিকান্ প্রতি বিবদন্তে প্রযুঞ্জতে চ শব্দানিত্যত্বেঽনুমানং॥ শব্দোঽনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ যৎ কৃতকং তদনিত্যং দৃষ্টং যথা ঘটঃ তথা চায়ং কৃতকঃ তস্মাদনিত্য এবেতি।

করিয়াছেন; তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, জৈমিনীয়গণ স্মরণ করিবার যোগ্য শাস্ত্রকে স্মরণ করেন নাই; অতএব, যোগ্য যে স্মৃতি, তাহা হইল না; ইহাই ঐস্থলে বাধক। এ কারণ-বশতঃ (স্বতন্ত্র-পুরুষ, বেদের বাক্য বলিয়া) উক্ত বাক্যই অপৌরুষেয়ত্বে হেতু হইল। ঐ হেতু, বিরোধী হইতেছে বলিয়া, বেদের যে স্বতন্ত্রপুরুষপূর্বকত্ব, তাহা সাধনা করিতে অসমর্থ; অতএব, উহার বিশেষ বিরোধ সিদ্ধ হইল।

যদি বল, ইহা না হয় হইল; কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত "অনন্তর তাঁহার মুখসমূহ হইতে বেদসমূহ বিনির্গত হইল"; "ঋগ্বেদ অগ্নি হইতে, যজুর্বেদ বায়ু হইতে এবং সামবেদ আদিত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল" (ঐ ব্রা০ ৫।৩২); এবং ঋগ্বেদোক্ত—"সেই সর্বহুৎ যজ্ঞ হইতে ঋক্‌সমূহ, ঋক্ হইতে সামসমূহ, সাম হইতে ছন্দঃসমূহ এবং ছন্দ সমূহ হইতে যজুর্বেদ সঞ্জাত হইয়াছিল" (ঋ০ ১০।৯০।৯) ইত্যাদি বেদের কারণ-বাদ সমূহ, বেদের পৌরুষেয়ত্বে প্রমাণ! ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, সেই বেদসমূহ, পরস্পর বিরুদ্ধার্থবিশিষ্ট এবং অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিহত। অতএব, তৈত্তিরীয়সংহিতোক্ত "প্রজাপতিঃ" (তৈ০ সং০ ২।১।১৪) ইত্যাদি শ্রুতির ন্যায়, অর্থবাদ থাকিলেও উপপত্তির স্বকীয় অর্থে তাৎপর্য্যের অভাব হইতেছে (অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে যেমন, প্রজাপতি স্বকীয় বপাকে উৎখিন্ন করিয়াছিলেন এইরূপ অর্থবাদ আছে কিন্তু প্রকৃত বিষয়ে তাৎপর্য্যের অভাব হইতেছে সেইরূপ)। বেদের মধ্যে যে কাঠকাদি-সমাখ্যা (নাম) আছে, তাহাও প্রবচন নিমিত্ত মাত্র। অতএব বেদ যে অপৌরুষেয়, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া নিত্য। যে সকল শুষ্কতার্কিক বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাই বেদবিষয়ে বিবাদ করিয়া থাকেন এবং বেদান্তর্গত শব্দ-সমূহে নিত্যত্ব অনিত্যত্ব অনুমান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কৃতকত্বহেতু শব্দ অনিত্য। কারণ যাহা কৃতক, তাহা অনিত্যরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন ঘট, সেইরূপ এই কৃতক; সুতরাং ইহা অনিত্য। কিন্তু এ মত সমীচীন নহে। ইহা যেমন, ধর্ম্মবিশিষ্ট পর্ব্বতাদি

এতদন্যদীয়ং। এতচ্চ পর্ব্বতাদৌ ধর্ম্মিণি প্রত্যক্ষে যথা বহ্ন্যাদ্যনুমানং তাদৃশং তার্কিকৈরঙ্গীকরণীয়ং। ততশ্চ এতদনুমানবলাদেব শব্দস্য নিত্যত্বাসিদ্ধিঃ। তথা হি অণবোঽনিত্যা মূর্ত্তত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যনুমানে যথা ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণবাধো দোষঃ তথা শব্দকৃতকত্বানুমানেঽপি। তথা হি। শব্দঃ কথং প্রত্যক্ষো দেবানাং প্রিয়স্য যো ধর্ম্মী। কৃতকত্বানিত্যত্বাদিনিত্যত্বশূন্য ইতি চেৎ। তর্হি বক্তব্যং কিং ধর্ম্মদ্বয়স্য অভাববান্ উত তদ্ভাববান্। উভয়থাপি বাধঃ অন্যথ প্রত্যক্ষং অর্থং অন্যথা সাধয়তঃ। ননু বাদিবুদ্ধিবিশেষাদ্ ধর্ম্মদ্বয়ং আপততি ন তু বস্তুবিশেষাৎ। বস্তুনি দ্বৈরূপ্যাযোগাৎ। ততশ্চ যস্মিন্ বাদিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং ধর্ম্মদ্বয়ং আপততি স শব্দঃ পক্ষ ইত্যঙ্গীকারে কথং বাধঃ। এতমনঙ্গীকারে সর্ব্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অস্ত্বেবং অন্যত্র, শব্দে তু বৈষম্যং অস্তি। শব্দঃ কিং ধর্ম্মিত্বেন প্রতীতঃ প্রত্যক্ষব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মপক্ষধর্ম্মতয়োরাশ্রয়ঃ উৎপত্তেঃ উত্তরক্ষণেষু স এব তিষ্ঠতি বা ন বা। যদি ন তিষ্ঠতি। আশ্রয়াসিদ্ধ্যাদিদোষঃ। যদি তিষ্ঠতি তর্হি অনেকক্ষণাবস্থায়িত্বাৎ ক্ষণিকত্বভঙ্গঃ। অথ চ শব্দত্বজাতিমান্ শব্দস্তিষ্ঠতীতি চেৎ তত্রাপি বিচারয়ত্বায়ুষ্মান্। কিং জাতিস্তিষ্ঠতি উত ব্যক্তিরপি। যদি জাতিস্তিষ্ঠতি ব্যধিকরণাসিদ্ধ্যাদিদোষঃ। নহি শব্দত্বজাতি

প্রত্যক্ষ হইলে তদ্বিষয় অনুমান সাপেক্ষ; সেইরূপ তার্কিকগণ কর্তৃক অঙ্গীকৃত হওয়া উচিত। অতএব অনুমানের সামর্থ্যবশতঃই শব্দ যে নিত্য, ইহা সিদ্ধ হইল। অপিচ, 'অণুসমূহ মূর্ত্ত বলিয়া ঘটের ন্যায় অনিত্য'—এই অনুমানে যেমন ধর্ম্মীর গ্রাহক পক্ষে প্রামাণ্যের বাধরূপ দোষ হয়, সেইরূপ শব্দ-কৃতকত্বের অনুমানেও দোষ হইয়া থাকে। সেইরূপ যদি বল, যে শব্দ ধর্ম্মী, তাহা কিরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে; কারণ, কৃতক (কৃত্রিম) অনিত্য বলিয়া উহাও নিত্যত্বশূন্য। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, শব্দ ধর্ম্মদ্বয়ের অভাববিশিষ্ট অথবা সেই ধর্ম্মদ্বয়ের ভাববিশিষ্ট। অন্যত্র প্রত্যক্ষীকৃত যে অর্থ, তাহাকে উক্ত ধর্ম্মদ্বয়, অন্যত্র সাধনা করিতেছে বলিয়া উভয় স্থলেই বাধদোষ হইয়া পড়ে। যদি বল, বাদীর বুদ্ধিবিশেষ হইতেই ধর্ম্মদ্বয় আপতিত হয়, বস্তুবিশেষ হইতে নহে; কারণ, বস্তুতে উক্ত উভয়বিধ ভাব যোগ্য হইতে পারে না। তাহা হইলে যেস্থলে বাদীর বিপ্রতিপত্তি (বিরোধ) হয়, সেই স্থলে উক্ত উভয় ধর্ম্মই আপতিত হয়। এবং সেই শব্দকে পক্ষ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, কি করিয়া বাধরূপ দোষ ঘটিতে পারে। এবং ইহা স্বীকার না করিলে সকল অনুমানই নষ্ট হইয়া পড়ে। ইহাই হউক, কিন্তু অন্য শব্দে বৈষম্য আছে শব্দ ধর্ম্মিরূপে প্রতীত হইয়া প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপ্তির সম্বন্ধে পক্ষ ও ধর্ম্মভাবে আশ্রয়ভূত হয়; ঐ শব্দ উৎপত্তির পর স্থিতিশীল বটে কিম্বা স্থিতিশীল নহে। যদি উৎপত্তির পর শব্দের বিদ্যমানতা অস্বীকার করা হয়, আশ্রয়ের অসিদ্ধি আদি দোষ ঘটিয়া থাকে। আর যদি বিদ্যমানতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় বলিয়া তাহার ক্ষণিকত্বভঙ্গরূপ দোষ হয়। অথচ যদি বলা যায়, শব্দরূপ জাতিবিশিষ্ট শব্দই স্থিতিশীল হয়, সে স্থলে আয়ুষ্মান্ ব্যক্তি বিচার করুন। তাহাতে কি, জাতি স্থিতিশীল হয়; অথবা ব্যক্তি স্থিতিশীল হয়? যদি বল, জাতি স্থিতিশীল হয়, তাহাতে ব্যধিকরণের অসিদ্ধি আদি দোষ সংঘটিত হয়। আপনারাই

পক্ষ ইতি ভবদ্ভিরেবোক্তং। অনিত্যব্যক্তেশ্চাবস্থানে পূর্ব্বোক্তদোষাবকাশঃ। অথ; কাচন ব্যক্তিস্তিষ্ঠতি। তদাপি শব্দব্যক্তীনাং ধর্ম্মিত্বাঙ্গীকারাৎ ভাগাসিদ্ধো হেতুঃ। ন হি ভবিষ্যচ্ছব্দঃ ইদানীং বর্ত্তমানস্য কৃতকত্বস্য হেতোরাশ্রয়ো ভবতি। কৃতকত্বং নাম করণব্যাপারবিষয়ত্বং। তচ্চ কালত্রয়াসংস্পৃষ্টং সর্ব্বশব্দেষু বর্ত্ততে ইতি হেতোর্ন ভাগাসিদ্ধিরিতি চেৎ। অহো পাণ্ডিত্যং তার্কিকস্য। যত্রকালত্রয়সংস্পৃষ্টশব্দবুদ্ধিঃ স্বয়ং কালত্রয়াতীতং প্রত্যক্ষীকৃতবান্ ইতি। ততঃ প্রত্যক্ষাভাবে অনুমানমপি দূরাপাস্তং। ততঃ অগ্নিমনুমানে পর্ব্বতাদিবৎ স্থায়ী বর্ত্তমানঃ শব্দঃ পক্ষত্বেনাঙ্গীকরণীয়ঃ। তস্য ধর্ম্মিনঃ অনিত্যত্বসিদ্ধৌ অপরেষাং ভবিষ্যদাদিশব্দানামপি শব্দত্বেন হেতুনা অনিত্যত্বং সাধনীয়ং। এবং চ মহীমহীধরাদিকৃতকত্বানুমানবৎ শব্দকৃতকত্বানুমানমপি পরাস্তং বেদিতব্যং। শব্দগ্রাহি চ প্রমাণমকৃতকত্বশূন্যমেব গৃহ্নাতীতি মহীমহীধরবৎ ইতি ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণবাধকত্বমুক্তো হেতুঃ অন্যতরাসিদ্ধশ্চ। তস্মান্নিত্যঃ শব্দঃ।

বলিয়াছেন,—শব্দত্বরূপ জাতি পক্ষ হইতে পারে না। অনিত্য যে ব্যক্তিবিশেষ,—তাহার অবস্থান স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষই ঘটিয়া থাকে। আর যদি বল কোনও ব্যক্তি আছে, তাহা হইলেও শব্দব্যক্তি সকলকে ধর্ম্মী বলিয়া স্বীকার করায় হেতু বাক্য ভাগাসিদ্ধ হয়। কারণ, ভবিষ্যৎ শব্দ, (অর্থাৎ যে শব্দ পরে হইবে।) এক্ষণে বর্ত্তমান যে কৃতকত্বরূপ হেতু, তাহার আশ্রয় হইতে পারে না। (এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ বাদীর আশঙ্কা তুলিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন) আর যদি বল, কারণের যে ব্যাপার-বিষয়ত্ব তাহারই নাম কৃতকত্ব, সেই কৃতকত্বের অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; সুতরাং উহা সকল শব্দতে বর্ত্তমান আছে; তাহা হইলে তার্কিকের পাণ্ডিত্য অদ্ভুত বটে! যে পাণ্ডিত্যে স্বয়ং উক্ত তার্কিক মাত্র কালত্রয় সম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দ জ্ঞানযুক্ত (অর্থাৎ যাহার এইরূপ বুদ্ধি যে,—শব্দ কালত্রয় সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া) কালত্রয়ের অতীত পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন (অর্থাৎ তাহার এইরূপ পদার্থ প্রত্যক্ষ করাই অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক); সেই হেতু প্রত্যক্ষের অভাবে অনুমানও হইতে পারিল না। সুতরাং এই অনুমান বিষয়ে পর্ব্বত আদির ন্যায় স্থিতিশীল বর্ত্তমান শব্দকে পক্ষরূপে স্বীকার করিতে হইবে। (যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে পর্ব্বতরূপ পক্ষ স্থিতিশীল এবং বর্ত্তমান, সেইরূপ শব্দও স্থিতিশীল ও বর্ত্তমান)। ধর্ম্মী যে শব্দ তাহার অনিত্যত্ব স্থির হইলে (অর্থাৎ ধর্ম্মী শব্দ অনিত্য হইলে) অপর যে "ভবিষ্যৎ" আদি শব্দ তাহাদেরও শব্দত্বহেতুক অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে; এবং পৃথিবী, পর্ব্বতপ্রভৃতির কৃতকত্ব অনুমানের ন্যায়, শব্দের কৃতকত্ব অনুমানও নিরাকৃত হইল, ইহা জানিবে। শব্দগ্রহণকারী যে প্রমাণ, তাহা কৃতকত্বশূন্য শব্দকেই গ্রহণ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ যে প্রমাণ শব্দ প্রতিপাদন করে, তাহা কেবল পুরুষযত্নসাধ্য নয় এমন শব্দকেই বুঝাইয়া থাকে)। উক্ত প্রমাণ আর "মহী মহীধরবৎ" এই ধর্ম্মি গ্রাহক প্রমাণের বাধক যে তৎকথিত হেতু এই উভয়ের মধ্যে অন্যতরের (একের) অসিদ্ধি হইয়াছে। অতএব শব্দ যে নিত্য ইহা স্থির হইল।

সোঽপি স্ফোট ইতি শাব্দিকাঃ শব্দায়ন্তে। তত্রেমাং শ্রুতিং প্রমাণয়ন্তি। শব্দ ব্রহ্ম যদেকং যচ্চৈতন্যং (চ) সর্ব্বভূতানাং। যৎপরিণামাস্ত্রিভুবনমখিলমিদং জয়তি সা বাণী। ইতি। অস্য অয়ং অর্থঃ। শব্দ এব ব্রহ্ম। তদ্ একং একং চ স্ফোটব্যতিরিক্তমন্যন্ন সম্ভবতি। বর্ণানামনেকত্বাৎ। অতএব ন ধ্বনয়োঽপি। পদবাক্যয়োরেকত্বশঙ্কাপি নাস্ত্যেব বর্ণৈর্ব্বিরচিতত্বাৎ তেষাং। ধ্বনি বর্ণপদবাক্যেভ্যো বা নান্যঃ শব্দঃ প্রসিদ্ধোঽস্তি লোকবেদয়োঃ। শব্দ ব্রহ্মেতি পঠন্তি লৌকিকা বৈদিকাশ্চ পদজ্ঞা অপি এবমাহুঃ। "একং অক্ষরং একং পদং একং বাক্যং" ইতি। উৎপত্তাপবর্গিষ্বনেকেষু বর্ণেষু একবুদ্ধের্ব্বিষয়ঃ স্ফোটঃ বৃহত্ত্বাদ্‌ব্রহ্মশব্দাভিধেয়ঃ। স্ফুটতে অর্থঃ প্রকাশ্যতে (অনেন) ইতি স্ফোটঃ।

ননু অর্থাভিব্যঞ্জকশ্চেচ্ছব্দস্তর্হি বর্ণাত্মক এব সঃ। জ্ঞাতেষু বর্ণেষু অর্থো জ্ঞায়ত ইতি প্রসিদ্ধিঃ নৈতৎ বর্ণাত্মকশব্দঃ অর্থপ্রত্যায়ক ইতি কোঽর্থঃ। একৈকো বর্ণঃ অর্থপ্রত্যায়কঃ উত অনেক ইতি। ন তাবদেকৈকঃ। অকারাদীনাং বর্ণানাং প্রত্যেকং বর্ণোচ্চারণে অর্থপ্রতীতেরভাবাৎ। ন চ অব্যয়ানাং তিরস্কারাদ্যর্থপ্রত্যায়কত্বং দৃষ্টমিতি মন্তব্যং।

শাব্দিকগণ সেই শব্দকে "স্ফোট" বলিয়া থাকেন। (এবং) সে বিষয়ে যে শ্রুতিপ্রমাণ দিয়াছেন, তাহা এই;—"শব্দ ব্রহ্ম যদেকং যচ্চৈতন্যং [চ] সর্ব্বভূতানাং। যৎ পরিণামস্ত্রিভুবনমখিলমিদং জয়তি সা বাণী।" ইতি। ইহার অর্থ—শব্দই ব্রহ্মস্বরূপ। তাহা অদ্বিতীয় অর্থাৎ "স্ফোট" ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; কারণ, অন্যের সম্ভব নাই। যেহেতু, বর্ণ অনেক। অতএব ধ্বনির সম্ভব হইতেছে না; এবং পদ আর বাক্য উভয়ের পৃথক্‌ভাব নাই, এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে না। কারণ, পদ আর বাক্য বর্ণসমষ্টির দ্বারাই রচিত হইয়া থাকে। লোকে বা বেদে ধ্বনি, বর্ণ, পদ ও বাক্য ভিন্ন অন্য শব্দ প্রসিদ্ধ নাই। লোকশাস্ত্রজ্ঞ এবং বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'শব্দ ব্রহ্ম' এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। পদবিৎ পণ্ডিতগণও এইরূপ বলিয়া থাকেন,—অক্ষর (বর্ণ) এক, পদ এক, এবং বাক্যও এক (অর্থাৎ তিনটিই এক, পৃথক্ পৃথক্ নহে)। উৎপত্তি ও বিলয়শীল (অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি বা বিলয় হয়) এবং অনেক বর্ণসকলে একমাত্র বুদ্ধির যাহা বিষয়ীভূত, তাহাকে 'স্ফোট' বলে। উহা, মহত্ত্ব-হেতু ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয়, এজন্য ইহাকে স্ফোট বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—যদি শব্দ অর্থের প্রকাশক হয়, তাহা হইলে সেই শব্দ বর্ণাত্মক। কারণ, বর্ণ-সকল জ্ঞাত হইলে অর্থও জ্ঞাত হইয়া থাকে, এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। উত্তর-বাদী তাহার প্রতিবাদে বলিতেছেন,—তুমি (পূর্ব্বপক্ষবাদী) যাহা বলিতেছ, তাহা সঙ্গত নহে। বর্ণাত্মক শব্দই অর্থ বুঝাইয়া দেয়। ইহা কি অর্থ? (অর্থাৎ এরূপ অর্থ অসম্ভব)। (আচ্ছা! জিজ্ঞাসা করি) এক একটী বর্ণ অর্থ-বোধক? না—মিলিত অনেক বর্ণ অর্থ-বোধক? এক একটী বর্ণ অর্থবোধক এ কথা বলিতে পার না। কারণ, আকার প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ করিলেও অর্থবোধ হয় না। এরূপ মনে করিতে পার না। অব্যয় সকলের তিরস্কারাদি অর্থ-বোধকত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যথন

"অব্যয়াদ্ আপ্সুপঃ" (পা০ ২।৪।৮২) ইতি বিভক্তৌ লুপ্তায়াং তেষাং অর্থপ্রত্যায়কত্বাৎ ন তু প্রাতিপদিকাবস্থায়াং। ততশ্চ অ ই উ ইতি বর্ণানাং তিরস্কারাশ্চর্য্যাদরার্থানাং তেষাং পদাত্মকত্বেন অনেকবর্ণাত্মকত্বাৎ (অর্থপ্রত্যায়কত্বং)। ন হি অদর্শনমাত্রেণ বিভক্তিবর্ণানাং অসত্ত্বং। তথাত্বে সম্বুদ্ধি প্রাতিপদিকার্থয়োরেকত্বপ্রসঙ্গাৎ। অনিষ্টং চ তচ্ছাব্দিকানাং। তথা চ অব্যয়ানামেব অর্থপ্রত্যায়কত্বং ন বর্ণানাং একৈকশঃ॥ অব্যয়ানি চ পদবিশেষা ইত্যুক্তং। এতেন উপসর্গাদীনি সর্ব্বাণি ব্যাখ্যাতানি। ততঃ অনেকবর্ণা অর্থপ্রত্যায়কা ইতি বক্তব্যং। অয়মপি পক্ষো ন কক্ষীকরণীয়ঃ। অপদাত্মকস্য কচটতেত্যাদিরূপস্য অর্থপ্রত্যায়কত্বাদর্শনাৎ। পদাত্মকোঽনেকো বর্ণঃ অর্থপ্রত্যায়ক ইতি সারং স্থিতং। পদং চ সুবন্তং তিঙন্তং বা। তচ্চ প্রাতিপদিককৃত্তদ্ধিতধাতুসমাসপ্রকৃতিকং তৎ সর্ব্বং বর্ণস্বরূপমেব। ন তু ততোঽতিরিক্তং পদমস্তি। বর্ণেভ্যোঽতিরিক্তস্য পদস্য অদর্শনাৎ॥

নমু বর্ণগতো ধর্ম্মঃ কশ্চন পদমিতি। যথা ব্যক্তিগতো জাতিশেষো গোত্বমিতি।

অব্যয় সকল (অ ই উ প্রভৃতি শব্দ) তিরস্কার আদি অর্থ বুঝাইয়া দেয়, ইহা দৃষ্ট হইতেছে; তখন প্রত্যেক বর্ণ অর্থবোধক হইতে পারে। যেহেতু অব্যয় সকল 'অব্যয়াদাপ্সুপঃ' (পা০ ২ ৪.৮২) এই পাণিনি সূত্রানুসারে বিভক্তির লোপ করিলে পর, অর্থ বুঝাইয়া দেয়; কিন্তু প্রতিপাদক অবস্থায় তাহা পারে না। অতএব, তিরস্কার, আশ্চর্য্য ও আদির অর্থ বোধক অ, ই আর উ এই সকল বর্ণ পদাত্মকত্ব-হেতুক অনেক বর্ণাত্মক হইয়াছে। (সেই জন্য অর্থবোধক হইতেছে)। বিভক্তি বা বর্ণের অদর্শন-মাত্রেই (লোপমাত্রেই) তাহার অবিদ্যমানত্ব (অর্থাৎ বিভক্তি বা বর্ণ যদি লুপ্ত হয়, তবে তাহার বিদ্যমানতা নাই) বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে সম্বোধন আর প্রাতিপদিকের অর্থ, এই উভয়েরই একত্ব (অর্থাৎ অভেদ) প্রসঙ্গ হয়। তাহা শব্দশাস্ত্রজ্ঞগণের মত-বিরুদ্ধ। ফলতঃ, এখানে তাহা হইলে অব্যয়পদ সকলই অর্থবোধক, প্রত্যেক বর্ণ নহে। কথিতও আছে যে, অব্যয়ানি চ পদ বিশেষা' ইতি অর্থাৎ, অব্যয়সকল পদ-বিশেষ মাত্র। ইহা দ্বারা উপসর্গ প্রভৃতি সকল অব্যয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেজন্য (অর্থাৎ যেহেতু প্রত্যেক বর্ণ অর্থবোধক হইল না), (মিলিত) অনেকবর্ণই অর্থবোধক (অর্থাৎ অনেক বর্ণ হইতে অর্থবোধ হইয়া থাকে), এই কথা বলা যাইতে পারে। এই পক্ষও কক্ষ-স্বরূপ (অর্থাৎ গৃহের ন্যায় অবলম্বনীয়) করা যাইতে পারে না, (অর্থাৎ, এই মত অবলম্বনীয় নহে)। কারণ পদাত্মক নয়—এমন ক, চ ট, ত ইত্যাদি যে বর্ণ সকল, তাহাদের অর্থবোধকতা দেখা যায় না। অতএব, পদাত্মক এমন অনেক বর্ণই অর্থবোধক হইয়া থাকে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল। সুবন্ত বা তিঙন্তকে পদ বলে। ঐ পদ প্রাতিপদিক অর্থাৎ শব্দ, নাম, কৃৎ, তদ্ধিত, ধাতু এবং সমাস এই সকল প্রকৃতি হইতে সম্পাদিত হয়। সেই সকল বর্ণ স্বরূপ। কারণ, সেই বর্ণ হইতে পৃথক্ পদ নাই। যেহেতু, বর্ণ হইতে অতিরিক্ত পদ দৃষ্ট হয় না।

আচ্ছা! যদি এরূপ বলা যায়, যে, যেমন গোত্ব ব্যক্তিগত জাতি-বিশেষ; সেইরূপ

এবং চেৎ একগোব্যক্তিদর্শনে গোত্বপ্রতীতিবৎ একৈকবর্ণদর্শনে পদপ্রতীতিঃ স্যাৎ। ততো বর্ণানাং সমুদায়বিশেষঃ পদমিতি বক্তব্যং। তচ্চ অর্থপ্রত্যায়কমিতি বর্ণনীয়ং। তেন পদসমুদায়বিশেষো বাক্যমিত্যুপপাদিতং ভবতি। বর্ণন্যায়স্য পদে সঞ্চরণাৎ।

নম্ব অস্ত্বেবং। তাবতা বর্ণা এব শব্দ ইতি ভবতাপ্যুক্তং পদবাক্যাত্মকানাং বর্ণানাং অর্থপ্রত্যায়কত্বকথনেন ভাবানববোধাৎ। ভাবশ্চায়ং। যদি বর্ণা নিত্যা যদ বা অনিত্যা উভয়থাপি তেষাং সমুদায়ো নোপপন্নঃ। নিত্যানাং তু গুণত্বে সর্ব্বগতদ্রব্যত্বে বা পঞ্চাশৎ-সংখ্যাকানাং তেষাং মেলনং কেন কর্ত্তুং শক্যং। ন চৈবং বর্ণানাং স্থানপ্রযত্নবৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গঃ। নিত্যানামেব তেষাং স্থানপ্রযত্নাভ্যামেব অভিব্যজ্যমানত্বাৎ। ন চ অভি-ব্যক্তেরপি সমুদায়ঃ কর্ত্তুং শক্যঃ। বর্ণাভিব্যক্তেজ্ঞানরূপত্বাৎ। জ্ঞানানাং চ ক্রমেণ জায়মানত্বাৎ। "যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্ম্মনসো লিঙ্গং" (গৌ০ সূ০ ১।১।১৬) ইতি ন্যায়াৎ। ক্রমেণ জায়মানানাং ক্ষণিকানাং তেষাং একস্মিন্ দেশে কালে বা মেলনস্য কর্ত্তুং অশক্যত্বাৎ। ন চ মেলনাদ্ অন্যঃ সমুদায়োঽস্তি। তস্মাদ্ বর্ণনিত্যত্বেঽপি স্পষ্টঃ সমুদায়া-

---

পদ, বর্ণগত কোনও একটি ধর্ম্ম-বিশেষ। তাহা হইলে, এই দোষ হয় যে, যেমন একটি গো-ব্যক্তি দেখিলে গোত্বজ্ঞান হইতে পারে, তেমনি একটি বর্ণ দেখিলে পদজ্ঞান হইতে পারে (ইহা সম্ভব নহে, সুতরাং দোষ); উক্ত দোষ হেতু বর্ণ সকলের সমষ্টি-বিশেষের নাম পদ, এইরূপ বলিতে হইবে। সেই পদকে অর্থ-বোধক বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়, এবং উক্ত নিয়মানুসারে পদ-সমষ্টি-বিশেষই বাক্য, ইহাও প্রতিপাদিত হইল। যেহেতু, বর্ণ বিচারের ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি-পদ বিচারে সঞ্চারিত হইয়াছে। অতএব, পদবিচারের যুক্তি বাক্য-বিচারে সঞ্চারিত হইবে, এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে।

আচ্ছা! এই প্রকারই হউক আপনিও 'বর্ণই শব্দ' এই কথা বলিয়াছেন। যেহেতু, পদ কিম্বা বাক্য-স্বরূপ বর্ণ সকলের অর্থ বোধকত্ব বলায় ভাবের প্রকাশ হইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, যদি বর্ণ সকল নিত্য অথবা অনিত্য হয়, উভয়পক্ষেই তাহাদের সমুদায় সিদ্ধ হয় না। নিত্য-বর্ণ সকলকে গুণ কিম্বা সর্ব্বত্র স্থিত দ্রব্য রূপে ধরিলে, পঞ্চাশৎ-সংখ্যক সেই বর্ণ সকলের মিলন করিতে কে সমর্থ হয়? (অর্থাৎ কেহই পারে না)। এবং বর্ণ সকলের কণ্ঠাদি স্থান বা প্রযত্নের (উচ্চারণ-চেষ্টার) বৈয়র্থ্য (ব্যর্থত্ব) প্রসঙ্গ নাই। কারণ, স্থান এবং প্রযত্ন দ্বারা নিত্য বর্ণ সকলেরই অভিব্যক্তি (প্রকাশ) হইয়া থাকে। অভিব্যক্তিরও সমুদায় মিলন করিতে পারা যায় না। যেহেতু, বর্ণের অভিব্যক্তির নাম—জ্ঞান। ঐ জ্ঞানও ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে গোতমসূত্রই যুক্তি। সূত্র এই—"যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্ম্মনসো লিঙ্গম্" (গৌ০ ১।১।১৬)। সূত্রার্থ এইরূপ,—একাকালীন দুই বা তদধিক জ্ঞানের অনুৎপত্তি, মনের একটি সামর্থ্য (অর্থাৎ মনের এরূপ শক্তি নাই যে, একসময়ে দুই বা তদধিক জ্ঞান জন্মাইতে পারে), এবং ক্রমে ক্রমে জায়মান, সুতরাং ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান সকলের একদেশে (স্থানে) বা এক সময়ে মিলন করিতে পারা যায় না। মিলন ভিন্ন অন্য সমুদায়ও নাই। সেই হেতু বর্ণ নিত্য হইলেও সমুদায়ের অভাব স্পষ্ট বোধ হইতেছে। (যখন সমুদায়ের অভাব

ভাবঃ। কথং বর্ণসমুদায়ঃ পদং পদসমুদায়ো বাক্যং অর্থপ্রত্যায়কং স্যাৎ। অস্তি তু অর্থ-প্রত্যয়ঃ শব্দাৎ। তস্মাৎ শব্দত্বং অন্যদেব॥

নন্বু এতাদৃশং শব্দতত্ত্বং কুতঃ প্রতীয়তে। অনিত্যেভ্যো বর্ণেভ্য ইতি ব্রূমঃ ন চ তত্র উক্তানুপপত্তিঃ। পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণসচিবান্ত্যবর্ণবুদ্ধেরিতি ব্রূমঃ। ন চৈবং অর্থপ্রত্যয়োপ্যেবমস্থিতি বক্তব্যং। তথাত্বে তস্য অশাব্দত্বং স্যাৎ। অনিষ্টং চ তৎ। ততশ্চ উক্তবুদ্ধেঃ প্রতীয়মানং শব্দতত্ত্বং একবুদ্ধের্বিষয়োঽর্থপ্রত্যায়ক ইতি স্থিতং। যচ্চার্থপ্রত্যায়কং স স্ফোট ইত্যুক্তং॥

যৎ শব্দব্রহ্ম একং একপ্রত্যয়বিষয়ঃ সর্ব্বভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং শরীরিণাং চৈতন্যং। তদুক্তং "শব্দব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তং ন চৈতন্যং অস্তি" ইতি। নন্বু চৈতন্যবিবর্ত্তা ইমে নানাবিধাঃ ভাবাঃ সর্ব্বে সশব্দাঃ। তৎ শব্দতত্ত্বং স্যাৎ। ন চ অধিষ্ঠানং অধ্যস্তং ভবতি ইত্যত আহ যৎপরিণামস্ত্রিভুবনং অখিলং ইদমিতি। পরিণামোঽত্র বিবর্ত্তোঽভিহিতঃ। নন্বু পরিণামবিবর্ত্তয়োঃ কো ভেদঃ। অয়ং। পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগেন অসত্যনানাকারপ্রতিভাসো বিবর্ত্তঃ। যথা শুক্তিকায়াং রজতস্য সর্পরজ্জ্বাং বা সর্পস্য প্রতীতিঃ পূর্ব্বরূপপরিত্যাগে সতি

হইল, তখন) কি প্রকারে বর্ণ সমুদয় পদ এবং পদ-সমুদয় বাক্য, অর্থবোধক হইতে পারে? কিন্তু শব্দ হইতেই অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। তাহা হইলে ইহাই স্থির হইল যে, শব্দত্ব অন্য পদার্থ (অর্থাৎ শব্দত্ব জাতি হইতে স্বতন্ত্র)।

আচ্ছা! এইরূপ শব্দত্ব কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার উত্তরে বলিব যে, অনিত্য বর্ণ সকল হইতে। তাহাতে পূর্ব্ব-প্রদর্শিত অনুপপত্তি (বিরোধ) হইতে পারে, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের সহিত পরবর্ত্তী বর্ণ-সকলের জ্ঞান হইয়া থাকে, এই কথা বলিব। কিন্তু অর্থজ্ঞানও এই প্রকারই হউক, এরূপ বলিবেন না। তাহা হইলে তাহার (সেই অর্থের) শব্দত্ব থাকে না (অর্থাৎ, তাহা যে শব্দ-জন্য, এরূপ বোধ হয় না)। তাহাও অসঙ্গত (অর্থাৎ কাহারও অভিমত নহে)। তাহা হইলে এই স্থির হইল যে,—উক্ত বুদ্ধি হইতে প্রতীয়মান শব্দতত্ত্ব, প্রতীয়মান অর্থবোধকতা-রূপে একমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। ইহা কথিত হইয়াছে যে, যাহা অর্থ প্রকাশ করে, তাহাই স্ফোট নামে খ্যাত।

শব্দব্রহ্ম যে এক, অর্থাৎ একমাত্র বুদ্ধির বিষয় এবং স্থাবর জঙ্গমরূপ শরীরিদিগের চৈতন্যস্বরূপ, তাহা কথিত হইয়াছে। 'শব্দব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তং ন চৈতন্যমস্তি'—ইহার অর্থ এইরূপ শব্দব্রহ্ম ভিন্ন অপর চৈতন্য নাই। এখানে আশঙ্কা হইতেছে যে,-নানাবিধ এই শব্দ আদি দৃশ্যমান সকল বস্তুই চৈতন্যের বিবর্ত্তমাত্র (অর্থাৎ চৈতন্য হইতে পৃথক নহে)। তাহাই শব্দতত্ত্ব। যে অধিষ্ঠান আছে (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা স্থির আছে), তাহা অধিক্ষিপ্ত হয় না। এই হেতু, শ্রুতিতে 'যৎপরিণামাস্ত্রিভুবনমখিলমিদম্' এরূপ বলিয়াছেন। এখানে পরিণাম শব্দের অর্থ—বিবর্ত্ত কথিত হইয়াছে। আচ্ছা, পরিণাম আর বিবর্ত্তে ভেদ কি? ভেদ এই যে,—পূর্ব্ব আকার ত্যাগ না করিয়া মিথ্যা নানা প্রকার আকার প্রকাশ করাকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন শুক্তিকাতে (ঝিনুকে) রজতের (রৌপ্যের)

নানাকারপ্রতিভাসঃ পরিণামঃ। যথা ক্ষীরস্য দধিপ্রতিভাসঃ। ত্রিভুবনং যৎপরিণামইত্যুক্তে ভৌতিকা ভাবাঃ শব্দব্রহ্মণঃ পরিণামাঃ স্যুঃ। তদ্‌ব্যুদাসায় উক্তং অখিলং ইদমিতি। ইদং জাড্যপ্রত্যয়বিষয়ঃ। চৈতন্যাদ্ ব্যতিরিক্তং সর্ব্বামত্যর্থঃ। সা স্ফোটরূপা বাণী জয়তি॥

তেন এতদুক্তং ভবতি, শব্দব্রহ্মণি চেতনে সর্ব্বপ্রপঞ্চবিবর্ত্তাধারে স্ফোটে শব্দে শব্দাভিধেয়ত্বং ন তু বর্ণানাং। তেষামপি স্ফোটে অধ্যস্তত্বাৎ। তস্মাৎ স্ফোট এব শব্দঃ।

ইতি যে মন্যন্তে তেষাং দুরন্তং ব্যসনমাপতিতং অপ্রতীয়তস্যার্থস্য প্রতীতিঃ। প্রতীতস্যার্থস্য পরিত্যাগঃ। তথা হি। বর্ণাত্মকশব্দেভ্যো যথা স্ফোটঃ শব্দঃ প্রতীয়তে তথৈবার্থঃ প্রতীয়তাং। কো দোষঃ। ন চ জ্ঞানব্যবধানে অশাব্দত্বং তস্যার্থস্য। স্ফোটোঽপি শব্দ এব। শব্দশ্চ জ্ঞানকরণং। প্রত্যক্ষব্যতিরিক্তানাং করণানাং জ্ঞানকরণত্বাঙ্গীকারাৎ সর্ব্ববাদিভিঃ। ততশ্চ যঃ স্ফোটপক্ষে পরিহারঃ স এব বর্ণপক্ষে ভবিষ্যতি। তথা হি। পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণসংস্কারসচিবোহন্ত্যো বর্ণো জ্ঞাতঃ সন্ অর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতি। কিং অন্তর্গড়ুনা স্ফোটেন।

জ্ঞান; এবং সর্পাকৃতি রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। আর পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ হইলে নানা প্রকার আকারের জ্ঞানকে পরিণাম বলে। যেমন, দুগ্ধ সম্বন্ধে দধি জ্ঞান। 'ত্রিভুবনং যৎ পরিণামঃ' এইরূপ বলিলে যাবতীয় ভৌতিক (অর্থাৎ পঞ্চভূত-গঠিত) পদার্থ সকল শব্দ-ব্রহ্মের পরিণাম স্বরূপ হইয়া যায়। সুতরাং, তাহার বারণ-নিমিত্ত 'অখিলমিদম্' এই কথা বলিয়াছেন। ইহা জড় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ চৈতন্য ব্যতিরিক্ত বস্তু-মাত্রের জ্ঞানের বিষয়। সেই স্ফোটরূপ বাক্য প্রশংসনীয় হইতেছে।

তাহা দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, চেতন, সকল বিস্তার-বিবর্ত্তের আশ্রয়। শব্দব্রহ্মস্বরূপ স্ফোট নামক শব্দেই শব্দের অভিধেয়তা থাকে (অর্থাৎ উক্ত স্ফোট শব্দই শব্দের অভিধেয়)। বর্ণ সকলে থাকে না (অর্থাৎ বর্ণ সকল শব্দের অভিধেয় নহে)। কারণ, তাহারা স্ফোটের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। অতএব স্ফোটই শব্দ।

এরূপ যাঁহারা মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উপর ভীষণ বিপদ্ আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। (কারণ, তাঁহাদের মতে) অপ্রসিদ্ধ অর্থের জ্ঞান, এবং প্রসিদ্ধ অর্থের পরিত্যাগ হইতেছে। যেমন, বর্ণাত্মক শব্দ সকল হইতে স্ফোট শব্দের জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই প্রকার অর্থও প্রতীত হইতে পারে। তাহাতে দোষ কি? (অর্থাৎ কোনও দোষ নাই)। জ্ঞান ব্যবধান থাকায়, সেই অর্থের শব্দত্ব থাকে না, এরূপ আশঙ্কা নাই। কারণ, স্ফোটও শব্দ মাত্র। শব্দ, জ্ঞানের কারণ (অর্থাৎ জনক)। যেহেতু, বাদিগণ সকলেই প্রত্যক্ষ ভিন্ন সমস্ত করণের জ্ঞান-করণত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তার পর স্ফোট-পক্ষে যাহা পূর্ব্বপক্ষ পরিহার, তাহাই বর্ণপক্ষে সঙ্গত হইবে,—ইহাই ব্যক্ত করিয়া কহিতেছেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের সংস্কারযুক্ত যে উচ্চারিত পরবর্ত্তী বর্ণ, তাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া অর্থকে বুঝাইবে। সুতরাং, বর্ণও অর্থের মধ্যবর্ত্তী গড়ু (রোগ বিশেষ) স্বরূপ; স্ফোট স্বীকারে প্রয়োজন কি? (অর্থাৎ স্ফোট স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই)।

তস্মাদপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বাদ্ বিবক্ষিতার্থত্বাচ্চ কৃৎস্নস্যাপি বেদরাশেস্তদন্তর্গতস্য ব্রহ্ম-বেদস্যাপি বিবক্ষিতার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়ত্বাসিদ্ধিঃ॥

তথাপি কথমস্য অন্তে ব্যাখ্যেয়তা। বেদানাং ক্রমেণ অভিব্যক্তিপ্রতিপাদকশ্রুতিবশাৎ ইতি ব্রূমঃ॥ শ্রূ. চ অথর্ব্ববেদস্য পূর্ব্বব্রাহ্মণে প্রণবপ্রশংসাবসরে শ্রূয়তে। "ব্রহ্ম হ বৈ ব্রহ্মাণং পুষ্করে সসৃজে। স খলু ব্রহ্মা সৃষ্টশ্চিন্তামাপেদে। কেনাহং একেনাক্ষরেণ সর্ব্বাংশ্চ কামান্ সর্ব্বাংশ্চ লোকান্ সর্ব্বাংশ্চ দেবান্ সর্ব্বাংশ্চ বেদান্ সর্ব্বাংশ্চ যজ্ঞান্ সর্ব্বাংশ্চ শব্দান্ সর্ব্বাংশ্চ বৃষ্টীঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানুভবেয়ং ইতি। স ব্রহ্মচর্য্যমচরৎ। স ওঁ ইত্যেতদক্ষরং অপশ্যৎ ত্রিবর্ণং চতুর্ম্মাত্রং সর্ব্বব্যাপি" ইত্যাদি (গো০ ব্রাঃ ১৷১৬)॥

"তস্য প্রথময়া স্বরমাত্রয়া পৃথিবীং অগ্নিং ওষধিবনস্পতীন্ ঋগ্বেদং ভূরিতি ব্যাহৃতিং গায়ত্রং ছন্দঃ ত্রিবৃতং স্তোমং প্রাচীং দিশং বসন্তং ঋতুং" (গো০ ব্রা০ ১৷১৯) ইত্যাদিনা আত্মাভিব্যক্তিস্থানঃ প্রণবমাত্রাভিরাপ্তবান্ ঋগাদীন্ প্র তপান্তে অন্তে সমাম্নাতং। 'তস্য মকার-মাত্রয়া পকেন্দ্রমসং অথর্ব্ববেদং নক্ষত্রাণ্যোতমিতি সং আত্মানং আনুষ্টুভং ছন্দঃ এক-বিংশং স্তোমং" ইত্যাদি (গো০ ব্রা০ ১৷২)। তথা তৈত্তিরীয়কেহপি ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণে

উক্ত কারণ বশতঃ, এবং বেদ সমূহের অপৌরুষেয়ত্ব, নিত্যত্ব ও বিবক্ষিতার্থত্ব হেতু উক্ত বেদ সমূহের অন্তর্গত ব্রহ্মবেদও বিবক্ষিতার্থ (অর্থাৎ যাহার অর্থ বলিবার বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহা বিবক্ষিতার্থ)। সুতরাং ইহার যে ব্যাখ্যা করা উচিত, তাহাও সিদ্ধ হইতেছে।

ব্রহ্মবেদ-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যার আবশ্যকতা স্থির হইল সত্য; কিন্তু, সকল বেদের পরে ইহার ব্যাখ্যা হইতেছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব যে, বেদ সকলের ক্রমিক প্রকাশ-প্রতিপাদক শ্রুতিই ইহার কারণ। সেই শ্রুতি অথর্ব্ববেদের পূর্ব্ব ব্রাহ্মণে প্রণব (ওঙ্কার) প্রশংসাকালে কথিত হইয়াছে। শ্রুতি এই 'ব্রহ্ম হ বৈ ব্রহ্মাণং পুষ্করে সসৃজে। সখলু ব্রহ্মা সৃষ্টশ্চিন্তামাপেদে। কেনাহম একেনাক্ষরেণ সর্ব্বাংশ্চ কামান্ সর্ব্বাংশ্চ লোকান্ সর্ব্বাংশ্চ দেবান্ সর্ব্বাংশ্চ বেদান্ সর্ব্বাংশ্চ যজ্ঞান্ সর্ব্বাংশ্চ শব্দান্ সর্ব্বাংশ্চ বৃষ্টীঃ সর্ব্বাণিচ ভূতানি স্থাবরজঙ্গমান্যনুভবেয়ম" ইতি। "স ব্রহ্মচর্য্যং অচরৎ। স ওমিত্যেত-দক্ষরমপশ্যৎ ত্রিবর্ণং চতুর্ম্মাত্রং সর্ব্বব্যাপি" ইত্যাদি [গো০ ব্রা০ ১৷১৬]।

"তস্য প্রথময়া স্বরমাত্রয়া পৃথিবীমগ্নিম ওষধিবনস্পতীন ঋগ্বেদং ভূরিতি ব্যাহৃতিং গায়ত্রং ছন্দঃ ত্রিবৃতং স্তোমং প্রাচীং দিশং বসন্তম ঋতুম্ (গো০ ব্রা০ ১৷১৯) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রণবের প্রথম তিনটী মাত্রায় ঋক প্রভৃতি অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ প্রতিপন্ন করিয়া পরে আম্নাত হইয়াছে যে, "তস্য মকার মাত্রয়া-পকেন্দ্রমসম্ অথর্ব্ববেদং নক্ষত্রাণ্যোতম্ ইতি স্বম আত্মানম আনুষ্টুভং ছন্দঃ 'একবিংশং স্তোমম্" (গো০ ব্রা০ ১৷২০) ইত্যাদি। অর্থাৎ, ব্রহ্মা সেই প্রণবের 'মকার' অংশের দ্বারায় জল, চন্দ্র, অথর্ব্ববেদ এবং নক্ষত্রগণকে সৃষ্ট (দেখিয়াছিলেন)। এখানে 'অপশ্যৎ' ক্রিয়াপদ উহ্য আছে) আর আত্মস্বরূপ নিজেকে, অনুষ্টুভছন্দ ও একবিংশতি স্তোমকে (দেখিয়া-ছিলেন); এবং তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণেও "যদথর্ব্বোহধীতে পয়সঃ

শ্রূয়তে। "যদ্ ঋচোঽধীতে পয়সঃ কুল্যা অস্য পিতৄন্ স্বধা অভিবহন্তি। যদ্ যজূংষি ঘৃতস্য কুল্যা। যৎ সামানি সোম এভ্যঃ পবতে। যদ অথর্ব্বাঙ্গিরসো মধোঃ কুল্যাঃ" ইতি (তৈ০ আ০ ২।১০)। তদেবং উদীরিতরীত্যা সর্ব্বত্রাথর্ব্ববেদস্য চরমভাবিত্বাৎ তদ্ব্যাখ্যানস্য ত্রয়ীব্যাখ্যানানন্তর্য্যং উপপন্নং॥

তস্য ঐহিকামুষ্মিকসকলপুরুষার্থপরিজ্ঞানোপায়ভূতস্য অথর্ব্ববেদস্য নব ভেদা ভবন্তি। তদ্ যথা। পৈপ্পলাদাস্তৌদা মৌদাঃ শৌনকীয়া জাজলা জলদা ব্রহ্মবদা দেবদর্শাশ্চারণবৈদ্যাশ্চেতি॥ তত্র শৌনকীয়াদিষু চতসৃষু শাখাসু অনুবাকসূক্তঋগাদীনাং গোপথ-ব্রাহ্মণানুসারেণ পঞ্চভিঃ সূত্রৈর্বিনিয়োগোঽভিহিতঃ। তানি চ সূত্রাণি॥ কৌশিকং বৈতানং নক্ষত্রকল্পঃ আঙ্গিরসকল্পঃ শান্তিকল্পশ্চেতি। তদ্ উক্তং উপবর্ষাচার্য্যৈঃ কল্প-সূত্রাধিকরণে। নক্ষত্রকল্পো বৈতানস্তৃতীয়ঃ সংহিতাবিধিঃ। তুর্য্য আঙ্গিরসঃ কল্পঃ শান্তিকল্পস্তু পঞ্চমঃ। ইতি। তত্র সাকল্যেন সংহিতামন্ত্রাণাং শান্তিকপৌষ্টিকাদিষু কর্ম্মসু বিনিয়োগবিধানাৎ সংহিতাবিধির্নাম কৌশিকং সূত্রং। তদেব ইতরৈঃ সূত্রৈরুপজীব্যত্বাৎ প্রধানং চ। এতেষু বহুষু সূত্রেষু অথর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্যানি কর্ম্মাণি বিপ্রকীর্ণত্বাদ্ দুর্ব্বোধানীতি সুখাববোধায় তানীহ সংগৃহ্যন্তে। তত্র তাবৎ কৌশিকসূত্রে ক্রমেণ প্রতিপাদ্যান্যেতানি কর্ম্মাণি॥

কুল্যা অস্য পিতৄন্ স্বধা অভিবহন্তু। যদ্‌যজূংষি ঘৃতস্য কুল্যাঃ। যৎ সামানি সোম এভ্যঃ পবতে। যদ্ অথর্ব্বাঙ্গিরসো মধোঃ কুল্যাঃ" (তৈ০ আ০ ১১০) এই শ্রুতি আছে; অতএব, উক্ত রীতি অনুসারে সকল শ্রুতি-বাক্যে অথর্ব্ববেদ ঋগাদির পরে উৎপন্ন এরূপ স্থির হওয়ায়, বেদত্রয় ব্যাখ্যা অপেক্ষায় তাহার ব্যাখ্যার আনন্তর্য্য যুক্তিসিদ্ধ (অর্থাৎ তাহার ব্যাখ্যাও যে ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয়ের ব্যাখ্যার অনন্তর হইয়াছে, ইহা স্থির হইল)।

ঐহিক ও পারত্রিক সকল পুরুষার্থ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) জানিবার উপায় স্বরূপ সেই অথর্ব্ববেদের নয়টি ভেদ আছে। তাহা এই;—পৈপ্পলাদ, স্তৌদ, মৌদ, শৌনকীয়, জাজল, জলদ, ব্রহ্মবদ, দেবদর্শ ও চারণবৈদ্য। তাহার মধ্যে শৌনকীয় আদি চারিটি শাখায় গোপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে পাঁচটি সূত্র দ্বারা অনুবাক সূক্ত ঋক্ প্রভৃতির বিনিয়োগ কথিত হইয়াছে। সেই পাঁচটী সূত্র এই; কৌশিক, বৈতান, নক্ষত্রকল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প। এস্থলে কল্পসূত্রাধিকরণে উপবর্ষাচার্য্য বলিয়াছেন যে "নক্ষত্রকল্পো বৈতানস্তৃতীয়ঃ সংহিতাবিধিঃ। তুর্য্য আঙ্গিরসঃ কল্পঃ শান্তিকল্পস্তু পঞ্চমঃ"। এই কারিকার অর্থ এইরূপ, সূত্র-পঞ্চকের মধ্যে প্রথম নক্ষত্রকল্প, দ্বিতীয় বৈতান, তৃতীয় সংহিতা-বিধি, চতুর্থ আঙ্গিরসকল্প ও পঞ্চম শান্তিকল্প। উক্ত কারিকাতে শান্তিক এবং পৌষ্টিক আদি কর্ম্মে সমস্ত সংহিতা মন্ত্র সকলের বিনিয়োগ-বিধান-হেতু 'কৌশিক' সূত্রই 'সংহিতাবিধি' নামে অভিহিত হইয়াছে। (ঐ কৌশিক সূত্র) তৎকালে (অর্থাৎ বিনিয়োগ কালে) অপর সূত্র-চতুষ্টয়ের উপজীব্য হেতু প্রধান। এই বহুসংখ্যক সূত্রের মধ্যে অথর্ব্ব-বেদের প্রতিপাদ্য কর্ম্মসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় দুর্ব্বোধ (অর্থাৎ সহজে বোধগম্য হয় না)। এই হেতু, সুখবোধের জন্য সেই কর্ম্ম সকল এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইতেছে। তাহার মধ্যে কৌশিক সূত্রে এই সকল কর্ম্ম ক্রমে প্রতিপাদিত হইবে। প্রথমে স্থালীপাক

আদৌ স্থালীপাকবিধানেন দর্শপূর্ণমাসবিধিঃ। ততো মেধাজননানি। ব্রহ্মচারিসম্পদানি। গ্রামনগরদুর্গরাষ্ট্রাদিলাভার্থানি। পুত্রপশুধনধান্যপ্রজাস্ত্রীকরিতুরগরথান্দোলিকাদিসর্ব্বসম্পৎসাধকানি। জনানাং ঐকমত্যসম্পাদকানি সম্মিনস্থানি। ততো রাজকর্ম্মাণি। তানি চ শত্রুহস্তিত্রাসনানি সংগ্রামজয়সাধনানি ইষুনিকরণার্থানি খড়্গাদিসর্ব্বশস্ত্রনিবারণানি পরসেনামোহনোদ্বেজনস্তম্ভনোচ্চাটনাদীনি স্বসেনোৎসাহপরিরক্ষণাভয়ার্থানি সংগ্রামে জয়পরাজয়পরীক্ষার্থানি সেনাপত্যাদিপ্রধানপুরুষজয়কর্ম্মাণি পরসেনাসঞ্চরণপ্রদেশেষু অভিমন্ত্রিতপাশাসিকশশস্ত্রক্ষেপণাদীনি জয়কামস্য রাজ্ঞো রথস্যারোহণং অভিমন্ত্রিতভেরীপটহাদিসর্ব্ববাদিত্রতাড়নং সপত্নক্ষয়কর্ম্মাণি শত্রুৎসাদিতস্য রাজ্ঞঃ পুনঃ স্বরাষ্ট্রপ্রবেশকানি রাজাভিষেকঃ॥ পাপক্ষয়ার্থানি। নির্ঋতিকর্ম্মাণি। চিত্রকর্ম্মাদীনি। পৌষ্টিকানি। গোসমৃদ্ধিকর্ম্মাণি। লক্ষ্মীকরাণি। পুষ্ট্যর্থমণিবন্ধনানি। কৃষিপুষ্টিকরাণি। অনডুৎসমৃদ্ধিকরাণি। গৃহসম্পৎকরাণি নবশালাকর্ম্মাদীনি। বৃষোৎসর্জ্জনং। আগ্রহায়ণী কর্ম্ম। জন্মান্তরকৃতপাপনিমিত্তাচিকিৎস্যবিবিধরোগভৈষজ্যানি। তত্র প্রথমং সর্ব্বব্যাধিভৈষজ্যং জ্বরাতিসারবহুমূত্রাদিভৈষজ্যানি শস্ত্রাদ্যভিঘাতজরুধিরপ্রবাহ-

---

বিধান দ্বারা দর্শপৌর্ণমাসযাগাবধি উক্ত হইয়াছে। তার পর যে মেধাজনক সকল কর্ম্ম ব্রহ্মচারীর সম্পৎকারক (অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি সম্পাদক) গ্রাম নগর, দুর্গ, রাষ্ট্র প্রভৃতির লাভ তন্নিমিত্তক, পুত্র, পশু, ধন, ধান্য, প্রজা, স্ত্রী, হস্তী, অশ্ব, রথ অর্থাৎ যান এবং আন্দোলিকা (অর্থাৎ পালকী, চতুর্দ্দোলা প্রভৃতি) সর্ব্বসম্পত্তির সাধক এবং জনগণের মতের অভিন্নতা সম্পাদক 'সম্মিনস্থ' কর্ম্ম সকল কথিত হইয়াছে। তার পর, রাজকর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। শত্রুহস্তীদিগের ত্রাসজনন, সংগ্রাম অর্থাৎ যুদ্ধে জয়সাধন, বাণ নিবারণ, খড়্গ প্রভৃতি সকল শস্ত্রের প্রতিষেধ, শত্রু-সেনাদিগের মোহন (অর্থাৎ চেতনা হরণ), উদ্বিগ্নকরণ, স্তম্ভন এবং উচ্চাটন প্রভৃতি কর্ম্ম এবং নিজ সেনাদিগের সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ রক্ষা ও অভয়দান নিমিত্তক কর্ম্ম। যুদ্ধে জয় বা পরাজয় বিষয়ে পরীক্ষা, এবং শত্রু-সৈন্যদিগের গতাগতির স্থান-সকলে মন্ত্রযুক্ত পাশ অর্থাৎ জাল, রজ্জু অসি ও কশা (চর্ম্মরজ্জু) প্রভৃতির প্রক্ষেপ আদি সেনাপতি প্রভৃতি প্রধান পুরুষগণের জয় নিমিত্তক কার্য্য, জয়াভিলাষী রাজার রথে আরোহণ, মন্ত্রপূত ভেরী পটহ প্রভৃতি সমগ্র বাদ্যের তাড়ন (অর্থাৎ শব্দের নিমিত্ত তাহাকে আঘাত করা), আর শত্রুকর্তৃক পরাজিত রাজার পুনর্ব্বার নিজ রাজ্যে প্রবেশ-নিমিত্তক কার্য্য, এবং রাজার রাজ্যে অভিষেক, এই সকলই রাজকর্ম্ম। পাপক্ষয়-কারক কর্ম্ম সকল। নির্ঋতি কর্ম্ম। চিত্র কার্য্য প্রভৃতি। পৌষ্টিক (অর্থাৎ পুষ্টি-সাধন) কর্ম্ম। গোসম্পত্তি কারক (অর্থাৎ যে কর্ম্মানুষ্ঠানে গোসম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে, সেই কার্য্য)। ভূমি আদি সম্পত্তিকর কার্য্য। দেহ, বল পুষ্টি নিমিত্ত মণি রত্নাদিধারণ কার্য্য। কৃষি-কার্য্যের উৎকর্ষকর কর্ম্ম। বৃষরূপ সমৃদ্ধি জনক কর্ম্ম। গৃহ-সম্পত্তি সম্পাদক নবগৃহারম্ভাদি কর্ম্ম, বৃষোৎসর্গ ও আগ্রহায়ণী কর্ম্ম (অর্থাৎ আগ্রহায়ন নামক যাগ-কার্য্য)। জন্মান্তর-কৃত পাপ জন্য যে সকল নানাপ্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইয়া থাকে, তাহার ঔষধ নিরূপণ। সেই ঔষধ সকলের মধ্যে প্রথম সমস্ত ব্যাধির ঔষধ নিরূপিত হইতেছে' জ্বর, অতিসার অথবা জ্বরাতিসার, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগের

নিরোধকানি ভূতপ্রেতপিশাচাপস্মারব্রহ্মরাক্ষসবালগ্রহাদিনিবারণানি। বাতপিত্তশ্লেষ্মভৈষজ্যানি। হৃদ্রোগকামিলাশ্বিত্রনিবারণানি। সন্ততজ্বরৈকাহিকাদিবিষমজ্বররাজযক্ষ্মজলোদরনিবারণানি গবাশ্বাদীনাং ক্রিমিহরাণি কন্দমূলসর্পবৃশ্চিকস্থাবরজঙ্গমবিষনিবারণানি শিরোঽক্ষিনাসিকাকর্ণ-জিহ্বাগ্রীবাদিরোগভৈষজ্যানি ব্রাহ্মণাদ্যাক্রোশনিবারণানি গণ্ডমালাদিবিবিধরোগভৈষজ্যানি। পুত্রাদিকামস্ত্রীকর্ম্মাণি। সুখপ্রসবকর্ম্মাণি গর্ভাধানগর্ভদৃংহণপুংসবনাদীনি। সৌভাগ্যকরণানি। রাজাদিমন্যুনিবারণানি। অভীষ্টসিদ্ধ্যসিদ্ধিবিজ্ঞানানি। দুর্দিনাশন্যতিবৃষ্টিনিবারণানি। সভাজয়-বিবাদজয় কলহশমনানি। স্বেচ্ছাতো নদীপ্রবাহকরণানি। বৃষ্টিকর্ম্মাণি। অর্থোত্থাপনকর্ম্ম। দ্যূত-জয়কর্ম্ম। গোবৎসবিরোধনিবারণং। অশ্বশান্তিঃ। বাণিজ্যলাভকর্ম্ম। স্ত্রিয়াঃ পাপলক্ষণনিবারণং। বাস্তুসংস্কারকর্ম্ম। গৃহপ্রবেশকর্ম্ম। কপোতবায়সাদ্যুপহতগৃহশান্তিবিধিঃ। দুষ্প্রতিগ্রহাযাজ্য-যাজনাদিদোষনিবারণং। দুঃস্বপ্ননিবারণং। কুমারস্য পাপনক্ষত্রজননশান্তিঃ। ঋণাপনোদনং। দুঃশকুনশান্তিঃ। অভিচারিকাণি। পরকৃতাভিচারনিবারণানি॥ স্বস্ত্যয়নানি। আয়ুষ্যাণি। জাতকর্ম্মনামকরণচূড়াকরণোপনয়নাদীনি। একাহসাধ্যাঃ কাম্যা যাগাঃ। ব্রহ্মৌদনস্বর্গৌ-

---

ঔষধ এবং অস্ত্র শস্ত্র আদির আঘাত জন্য রক্তস্রাব নিবারণ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপস্মার (অর্থাৎ মূর্চ্ছা রোগ-বিশেষ) ব্রহ্মরাক্ষস অর্থাৎ ব্রহ্মদৈত্য এবং বালগ্রহ প্রভৃতির প্রতিষেধ-করণ; বায়ু, পিত্ত ও কফের ঔষধ হৃদ্রোগ, কামলা ও শ্বিত্রনামক রোগনিবারণ। সার্ব্বকালীন জ্বর, এক দিনান্তর দিনদ্বয়ান্তর প্রভৃতি জ্বর, বিষমজ্বর, রাজযক্ষ্মা ও জলোদর অর্থাৎ উদরী-রোগ নিবারণ। গো, অশ্ব, প্রভৃতি পশুগণের ক্রিমিদোষ-নাশক ঔষধ। কন্দ, মূল, সর্প ও বৃশ্চিকরূপ স্থাবর বা জঙ্গমের বিষ-নিবারণ; এবং মস্তক, চক্ষুঃ, নাসিকা, কর্ণ ও জিহ্বা বা গলদেশজাত রোগের ঔষধ। ব্রাহ্মণ প্রভৃতির আক্রোশ নিবারণ এবং গণ্ডমালা প্রভৃতি বিবিধ জটিল রোগের ঔষধ সকল। পুত্র আদি কামনায় স্ত্রীকর্ম্ম সকল। গর্ভাধান, গর্ভস্থের পুষ্টিকর পুংসবন প্রভৃতি সুখপ্রসব নিমিত্তক কার্য্য। সৌভাগ্য-সম্পাদন। রাজাদির ক্রোধ-শান্তি। অভীষ্টের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান। দুর্দ্দিন (অর্থাৎ যে দিন সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে), বজ্রাঘাত, এবং অতিবৃষ্টির নিবারণ। সভায় বা বিবাদে (অর্থাৎ রাজ-বিচারে মোকদ্দমায়) জয়লাভ, এবং কলহের (অর্থাৎ গৃহ বিবাদের) শান্তি-স্থাপন। নিজের ইচ্ছামত নদীস্রোতঃ করণ। বৃষ্টি-নিমিত্তক কার্য্য সকল। অর্থের (অর্থাৎ ধন-রত্নাদির) উত্থাপন-রূপ কার্য্য, দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভ-নিমিত্তক কর্ম্ম। গোবৎসের বিরোধ-নিবারণ এবং অশ্ব-শান্তি। বাণিজ্যে লাভ-নিমিত্তক কর্ম্ম। স্ত্রীলোকের পাপলক্ষণ নিবারণ (অর্থাৎ দুষ্টলক্ষণ শান্তি)। বাস্তু-সংস্কার বিধি। গৃহ-প্রবেশ-কালীন কার্য্য, এবং গৃহে কপোত, কাক প্রভৃতি দুষ্ট পক্ষী পতিত হইলে তাহার শান্তি-বিধান। দুষ্টলোকের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ, অযাজ্যযাজন আদি জন্য দোষের প্রতিবিধান। দুঃস্বপ্ন-নিবারণ (অর্থাৎ দুষ্ট-স্বপ্ন দর্শনে তাহার শান্তি)। বালক, পাপনক্ষত্রে জন্মাইলে তাহার শান্তি। ঋণ পরিশোধ। দুষ্ট পক্ষী শকুনাদি-দর্শনে শান্তি। অভিচার-কর্ম্ম সকল, এবং পরকৃত অভিচারের প্রতিষেধ। স্বস্ত্যয়ন কার্য্য। জাতকর্ম্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ ও উপনয়ন প্রভৃতি আয়ুষ্য কর্ম্ম সকল

সনাদ্যা দ্বাবিংশতিঃ। সবযজ্ঞাঃ। ক্রব্যাদশমনং। আবসথ্যাধানং। বিবাহঃ। পৈতৃমেধিকানি। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞঃ। মধুপর্কঃ। পাংশুরুধিরাদিবর্ষযক্ষরাক্ষসাদিদর্শনভূকম্পধূমকেতুচন্দ্রার্কোপপ্লবাদিবহুবিধোৎপাতশান্তয়ঃ। আজ্যতন্ত্রবিধিঃ। অষ্টকাকর্ম্ম। ইন্দ্রমহঃ। ততোঽধ্যয়নবিধিরিতি॥ তথা বৈতানসূত্রে দর্শপূর্ণমাসাদিষু অয়নান্তেষু ত্রয়ীবিহিতকর্ম্মসু ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী আগ্নীধ্রঃ পোতেতি চতুর্ণাং ঋত্বিজাং কর্ত্তব্যং প্রতিপাদ্যতে। তত্র অনুজ্ঞানুমন্ত্রণাদীনি ব্রহ্মণঃ। শস্ত্রাদীনি ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ। আগ্নীধ্রস্য অন্বাহার্য্যশ্রপণপ্রস্থিতযাজ্যাদীনি। পোতুঃ প্রস্থিতযাজ্যাদীনি। ইতি বিভাগঃ॥ তত্র অয়ং কর্ম্মক্রমঃ। প্রথমং দর্শপূর্ণমাসৌ। ততোঽগ্ন্যাধানং। অগ্নিহোত্রং। আগ্রয়ণেষ্টিঃ। চাতুর্ম্মাস্যানি। বৈশ্বদেববরুণপ্রঘাসসাকমেধশুনাসীরীয়াণি। পশুযাগঃ। অগ্নিষ্টোমোক্থ্যষোড়শ্যতিরাত্রাত্মকঃ প্রকৃতিভূতশ্চতুঃসংস্থঃ সোমযাগঃ। বাজপেয়ঃ। অপ্তোর্য্যামঃ। অগ্নিচয়নং। সৌত্রামণী। মৈত্রাবরুণ্যামিক্ষেষ্টিঃ। গবাং অয়নং। রাজসূয়ঃ। অশ্বমেধঃ। পুরুষমেধঃ। সর্ব্বমেধঃ। বৃহস্পতিসবগোসবাদয় একাহাঃ সোমযাগাঃ। ব্যুষ্টিদ্বিরাত্রপ্রকৃতয়োঽহীনাঃ। রাত্রিসত্রাণি। সাম্বৎসরিকাণ্যয়নানি। দর্শপূর্ণমাসায়নানীতি॥

নক্ষত্রকল্পেতি প্রথমং কৃত্তিকাদিনক্ষত্রপূজাহোমাদি। ততোঽদ্ভুতমহাশান্তিঃ। নৈর্ঋত

(অর্থাৎ ঐ সকল কর্ম্ম আয়ুর মঙ্গল করিয়া থাকে)। একাগ্নি-সাধ্য কাম্য-যাগ সমুদায়। ব্রহ্মৌদন, স্বর্গৌদন প্রভৃতি দ্বাবিংশতি সোমযাগ এবং রাক্ষসাদি-নিবারণ। আবসথ্যের (অর্থাৎ 'গৃহস্থ-সম্বন্ধীয় লৌকিক-অগ্নির') স্থাপন। বিবাহ প্রকরণ। পৈতৃমেধিক কার্য্য অর্থাৎ পিতৃপ্রীতিকর কর্ম্মসমূহ। পিণ্ড। পিতৃযজ্ঞ। মধুপর্ক ব্যবস্থা। ধূলি, রক্ত প্রভৃতি বর্ষণ, যক্ষ, রাক্ষস আদি দর্শন এবং ভূমিকম্প, ধূমকেতু, চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্য-গ্রহণ প্রভৃতি যে বহু প্রকার উৎপাত তাহার শান্তি। আজ্য তন্ত্রবিধি। অষ্টকাকর্ম্ম। ইন্দ্রোৎসব। তার পরে অধ্যয়নবিধি। এই সকল শৌনকসূত্রে কথিত হইয়াছে। বৈতান সূত্রে, দর্শপৌর্ণমাস আদি অয়নান্ত যে ঋক্ যজুঃ, সাম—এই বেদত্রয়-বিহিত কর্ম্ম-সমূহ, তাহাতে ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী আগ্নীধ্র এবং পোতা, এই ঋত্বিক্ চতুষ্টয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এইরূপ কর্ত্তব্য নিরূপণ বিষয়ে বিভাগ এইরূপ যে, ব্রহ্মার কর্ত্তব্য অনুজ্ঞা, অনুমন্ত্রণ আদি। ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর কর্ত্তব্য শস্ত্র প্রভৃতি। আগ্নীধ্রের কর্ত্তব্য—অন্বাহার্য্য, শ্রপণ ও প্রস্থিতযাজ্য প্রভৃতি। পোতার কর্ত্তব্য,—প্রস্থিত যাজ্য আদি। কর্ত্তব্যের মধ্যে কার্য্যের ক্রম কথিত হইতেছে। প্রথমে—দর্শপূর্ণমাস। তার পর, অগ্ন্যাধান, অগ্নিহোত্র, আগ্রহায়ণেষ্টি। সাকমেধ ও শুনাসীরিয় এই চাতুর্ম্মাস্য যাগ-চতুষ্টয়, বৈশ্বদেব, বরুণ-প্রঘাস, পশুযাগ। অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য ষোড়শী এবং অতিরাত্র ভেদে চতুঃসংস্থাক সোমযাগ। বাজপেয় যাগ। অপ্তোর্য্যাম। অগ্নিচয়ন। সৌত্রমণী। মৈত্রা-বরুণীনামক আমিক্ষাযাগ। গোপ্রচারণ। রাজসূয়যজ্ঞ। অশ্বমেধযজ্ঞ। পুরুষমেধ অর্থাৎ নরমেধ যজ্ঞ। সর্ব্বমেধ যজ্ঞ। বৃহস্পতিসব, গোসব প্রভৃতি নামে একদিন-নিষ্পাদ্য সোমযাগ সমূহ, ব্যুষ্টি ও দ্বিরাত্র যাগের প্রকৃতিভূত সমুদায় 'অহীন' যাগ। রাত্রিসত্র যাগ সমূহ। সম্বৎসর-সাধ্য অয়ন যাগ, এবং দর্শপূর্ণমাস-নিষ্পাদ্য অয়নযাগ সমুদায়।

অতঃপর নক্ষত্র-কল্প সূত্রের বিষয় লিখিত হইতেছে;—প্রথমে কৃত্তিকাদি নক্ষত্র

কর্ম্ম। অমৃতাদ্যা অভয়ান্তাস্ত্রিংশন্মহাশান্তয়ো নিমিত্তভেদেন প্রতিপাদিতাঃ। তত্র দিব্যান্তরিক্ষভৌমেষু উৎপাতেষু অমৃতাখ্যা মহাশান্তিঃ। গতায়ুষাং পুনর্জ্জীবনায় বৈশ্বদেবী। অগ্নিভয়নিবৃত্তয়ে সর্ব্বকামাবাপ্তয়ে চাগ্নেয়ী। নক্ষত্রগ্রহোপসৃষ্টভয়ার্ত্তরোগগৃহীতানাং তচ্ছান্তয়ে ভার্গবী। ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য বস্ত্রশয়নাগ্নিজ্বলনে চ ব্রাহ্মী। রাজ্যশ্রীব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য বার্হস্পত্যা। প্রজাপশ্বন্নলাভায় প্রজাক্ষয়নিবৃত্তয়ে চ প্রাজাপত্যা। শুদ্ধিকামস্য সাবিত্রী। ছন্দোব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য গায়ত্রী। সম্পৎকামস্য অভিচরতোঽভিচর্য্যমানস্য চ আঙ্গিরসী। বিজয়বলপুষ্টিকামস্য পরচক্রোদ্বেজনকামস্য চ ঐন্দ্রী। অদ্ভুতবিকারনিবৃত্তি (কামস্য) রাজ্যকামস্য স মাহেন্দ্রী। ধনকামস্য ধনক্ষয়নিবৃত্তিকামস্য চ কৌবেরী। বিদ্যাতেজোধনায়ুষ্কামস্য আদিত্যা। অন্নকামস্য বৈষ্ণবী। ভূতিকামবাস্তুসংস্কারকর্ম্মণোর্ব্বাস্তোষ্পত্যা। রোগার্ত্তস্য আপদ্‌গ্রস্তস্য চ রৌদ্রী। বিজয়কামস্য অপরাজিতা। যমভয়ে যাম্যা। জলভয়ে বারুণী বাতাভয়ে বায়ব্যা। কুলক্ষয়নিবৃত্তয়ে সন্তত্যাখ্যা। বস্ত্রক্ষয়নিবৃত্তয়ে ত্বাষ্ট্রী বালস্য ব্যাধিনিবৃত্তয়ে কৌমারী। নির্ঋতি-

---

সকলের পূজা এবং হোম প্রভৃতি। তার পরে অদ্ভুত মহাশান্তি নৈর্ঋত কর্ম্ম। নিমিত্ত সকলের বিভিন্নতা অনুসারে অমৃত আদি অভয়ান্ত ত্রিংশৎ (৩০) মহাশান্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। দিব্য ও আকাশ সম্বন্ধী বা ভূমি সম্বন্ধী এই ত্রিবিধ উৎপাতে যে মহাশান্তি, তাহার নাম অমৃত। গতায়ুদিগের (অর্থাৎ যাহাদের আয়ুঃ শেষ প্রায় হইয়াছে, তাহাদের) পুনরায় জীবন লাভের জন্য যে মহাশান্তি, তাহা বৈশ্বদেবী অগ্নিভয়-নিবৃত্তির জন্য ও সমস্ত অভীষ্ট, প্রাপ্তির জন্য আগ্নেয়ী মহাশান্তি। নক্ষত্র অথবা গ্রহজনিত ভয়ে ব্যাকুল কিম্বা রোগগ্রস্ত এরূপ লোকগণের সেই নক্ষত্র বা গ্রহ দোষ ও রোগ শান্তি নিমিত্ত ভার্গবী মহাশান্তি। ব্রহ্মতেজঃ কামনাকারী ব্যক্তির অগ্নি দ্বারা বস্ত্র বা শয্যা দগ্ধ হইলে ব্রাহ্মী মহাশান্তি। রাজলক্ষ্মী ও ব্রহ্মতেজকামী ব্যক্তির বার্হস্পত্যা মহাশান্তি। সন্ততি, পশু ও অন্নলাভের জন্য এবং প্রজাক্ষয়-নিবারণের জন্য প্রাজাপত্যা মহাশান্তি। শুদ্ধিকামী ব্যক্তির সম্বন্ধে সাবিত্রী মহাশান্তি। ছন্দঃ (অর্থাৎ ছন্দজ্ঞান) এবং ব্রহ্মতেজ এই উভয়াভিলাষী ব্যক্তির গায়ত্রী মহাশান্তি। সম্পৎকামী, অভিচার কর্ম্মকর্ত্তা, অথবা অভিচর্য্যমান (অর্থাৎ যাহার উদ্দেশে অভিচার করা হইতেছে এইরূপ) ব্যক্তির সম্বন্ধে 'আঙ্গিরসী' মহাশান্তি। বিজয়, বল কিম্বা পুষ্টি-কামনাযুক্ত এবং শত্রুবর্গের উদ্বেগ-প্রার্থী লোকের সম্বন্ধে (অর্থাৎ বিজয়াদি কামনায়) 'ঐন্দ্রী' মহাশান্তি। অদ্ভুত জন্য যে সকল জাগতিক বিকার তাহার নিবৃত্তি এবং রাজ্যাভিলাষী মনুষ্যের সম্বন্ধে 'মাহেন্দ্রী' মহাশান্তি। অর্থাভিলাষী এবং ধনক্ষয়-বারণ কামী লোকের পক্ষে 'কৌবেরী' মহাশান্তি। বিদ্যা, শক্তি, ধন ও আয়ুঃ প্রার্থীর 'আদিত্যা' মহাশান্তি। অন্নাভিলাষীর 'বৈষ্ণবী' মহাশান্তি। ভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য কামনায় এবং বাস্তু সংস্কার-কর্ম্মে 'বাস্তোষ্পত্যা' মহাশান্তি। রোগার্ত্ত, এবং আপদ্‌গ্রস্তের 'রৌদ্রী' মহাশান্তি। বিজয়কামীর 'অপরাজিতা' মহাশান্তি। যমভয় (মহামারী) উপস্থিত হইলে 'যম্যা' মহাশান্তি। জলভয় (প্লাবন) উপস্থিত হইলে 'বারুণী' মহাশান্তি। বাতাভয় (অর্থাৎ প্রবল ঝড়ের সম্ভাবনা) উপস্থিত হইলে 'বায়ব্যা' মহাশান্তি। কুলক্ষয়-নিবারণের জন্য 'সন্ততি' নামক মহাশান্তি। বস্ত্রনাশ নিবারণ নিমিত্ত 'ত্বাষ্ট্রী' মহাশান্তি। বালকের ব্যাধি নিবারণের জন্য 'কৌমারী' মহাশান্তি

গৃহীতস্য নৈঋতী। বলকামস্য মারুদগণী। অশ্বক্ষয়নিবৃত্তয়ে গান্ধর্বী। গজক্ষয়শান্তয়ে পারাবতী। ভূমিকামস্য পার্থিবী। ভয়ার্ত্তস্য অভয়াখ্যা মহাশান্তিঃ। আদ্যাং তন্ত্রভূতা মহাশান্তিশ্চেতি। তথা আঙ্গিরসকল্পে অভিচারকর্ম্মাদৌ কর্ত্তৃকারয়িতৃসদস্যানাং স্বাত্মরক্ষাকরণং। অভিচারোপযুক্তদেশকালমণ্ডপকর্ত্তৃকারয়িতৃদীক্ষাদিধর্ম্মসমিদাজ্যাদিলক্ষার নিরূপণাদিকং। ততঃ আভিচারিককর্ম্মাণং। পরকৃতাভিচারনিবারণাদীন্যন্যান্যপি কর্ম্মাণি।

শান্তিকল্পেঽপি প্রথমং বৈনায়কগ্রহগৃহীতলক্ষণানি। তচ্ছান্তয়ে সম্ভারাহরণং। অভিষেক-বৈনায়কহোমাঃ। তৎপূজাবিধানং। আদিত্যাদিনবগ্রহযজ্ঞাদিকমিতি॥

এতেষু কল্পেষনুক্তানি যানি রাজাভিষেকোপযুক্তদ্রব্যপ্রকৃতিদ্রব্যপরিগ্রহপুরোহিতবরণাদীনি পরিশিষ্টোক্তানি তান্যপি অনুক্রমাস্তে। প্রথমং রাজাভিষেকঃ। প্রাতঃপ্রাতর্ব্বস্ত্রগন্ধালঙ্কারসিংহাসনাশ্বগজান্দোলিকাখড়্গধ্বজচ্ছত্রচামরাদীনাং তত্তন্মন্ত্রাভিমন্ত্রিতানাং রাজ্ঞে প্রদানাদীনি পুরোহিতকর্ম্মাণি। সুবর্ণধেনুতিলভূমিদানাদীনি রাজ্ঞঃ প্রাতিদিবসকর্ত্তব্যানি।

পাপগ্রস্তের মহাশান্তির নাম 'নৈঋতী'। বলকামীর (অর্থাৎ সামর্থ্য কামনায়) 'মারুদগণী' মহাশান্তি। অশ্বদিগের বিনাশ নিবারণের জন্য 'গান্ধর্বী' মহাশান্তি। হস্তিগণের বিনাশ নিবৃত্তির জন্য 'পারাবতী' মহাশান্তি। ভূমিকামনাযুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে 'পার্থিবী' নামে মহাশান্তি। ভয়াতুরের মহাশান্তির নাম 'অভয়া'। মহাশান্তি এই সকলের অধীন (অর্থাৎ মহাশান্তি এই পদ অমৃতাদি অভয়ান্ত শান্তি সমূহের প্রত্যেকের সহিত অন্বিত হইতেছে)। অতঃপর আঙ্গিরসকল্প-নামক সূত্রের বিষয় লিখিত হইতেছে;—প্রথমে অভিচার সম্বন্ধীয় কার্য্য কর্ত্তা, (যিনি উক্ত অভিচার করেন), কারয়িতা (অর্থাৎ যিনি কার্য্য করিতে নিযুক্ত করেন) এবং সদস্য (উক্ত কার্য্যের পরিদর্শক), তাহাদের স্ব স্ব আত্মরক্ষা এবং অভিচার-কর্ম্মের উপযোগী দেশ (স্থান), কাল, গৃহ, কর্ত্তা, কারয়িতা (প্রয়োজক) দীক্ষা আদি ধর্ম্ম, সমিধ (হোমের কাষ্ঠাদি) ও আজ্য (হোমের ঘৃত) প্রভৃতি দ্রব্য সমুদয়ের নিরূপণ প্রক্রিয়া আদি। তার পরে আভিচারিক কার্য্য কলাপ এবং অন্য কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অভিচার সকলের প্রতীকার আদি অন্যান্য কার্য্য-সমূহ।

অনন্তর শান্তিককল্পের বিষয় এইরূপ লিখিত হইতেছে.—প্রথমে বৈনায়ক গ্রহগ্রস্তের সমুদায় লক্ষণ। তাহার শান্তির নিমিত্ত দ্রব্য-সমূহের সংগ্রহ। অভিষেক (অর্থাৎ মন্ত্রপূর্ব্বক স্নান) বৈনায়ক হোম। বিনায়কদেবের পূজা ব্যবস্থা এবং আদিত্যাদি নবগ্রহের যজ্ঞ প্রভৃতি। এই সকল কল্পে রাজাভিষেকের উপযোগী দ্রব্য, প্রকৃতি-প্রদত্ত দ্রব্যের গ্রহণ ও পুরোহিত-বরণ প্রভৃতি বিষয় উক্ত হয় নাই। পরিশিষ্টে সেই সকল বিষয় উক্ত হইয়াছে;—সেই সমস্ত বিষয় ক্রমান্বয়ে কথিত হইতেছে; যথা,—প্রথমে রাজার অভিষেক। প্রতিদিন প্রাতঃকালে রাজাকে সেই সেই মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত (অর্থাৎ মন্ত্র-পূত) বস্ত্র, গন্ধ (চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য) অলঙ্কার, সিংহাসন, ঘোটক, হস্তী, আন্দোলিকা (চতুর্দ্দোলা), খড়্গ, ধ্বজ (পতাকা), ছত্র এবং চামর প্রভৃতি প্রদানাদি পুরোহিতের কর্ম্ম-সমুদায় তাহাতে বিবৃত আছে। সুবর্ণ, ধেনু, তিল এবং ভূমি দান প্রভৃতি রাজার প্রতিদিনের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম তাহাতে দৃষ্ট হয়; আর তাহাতে বিবৃত আছে,—পূজিত-পিষ্ট (অর্থাৎ পবিত্র

পূজিতপিষ্টময্যা সদীপয়া রাত্রিপ্রতিময়া রাজ্ঞো নীরাজনং। রক্ষাকরণং চ ইত্যেবমাদীনি পুরোহিতস্য রাত্রিকর্ম্মাণি। রাজ্ঞঃ পুষ্পাভিষেকঃ। রাজ্ঞো রাত্রৌ আরাত্রিকাবধানং। প্রাতঃপ্রত্যাজ্যভাবেক্ষণং। কপিলাদানং। তিলধেনুদানং। রসাদিধেনবঃ। কৃষ্ণাজিনদানং। ভূমিদানং। তুলাপুরুষবিধিঃ। আদিত্যমণ্ডলাকারাপূপদানং। হিরণ্যগর্ভবিধিঃ। হস্তিরথদানং। কণকাশ্বাদিদশমহাদানানি। অশ্বরথদানং। গোসহস্রবিধিঃ। বৃষোৎসর্গঃ। কোটিহোমঃ। লক্ষহোমঃ। অযুতহোমঃ। ঘৃতকম্বলাবিধিঃ। তটাকপ্রতিষ্ঠা। পাশুপতব্রতং। ইত্যেবমাদীনি। অন্যান্যপি দানব্রতাদীনি।

ইতি সপরিশিষ্টপঞ্চকল্পপ্রতিপাদ্যানাং কর্ম্মণাং দিঙ্মাত্রেণ অয়ং অনুক্রমঃ। বিশেষস্তু তত্তৎসূক্তবিনিয়োগাবসরে বক্ষ্যতে। এতানি চ ত্রিবিধানি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যভেদেন। তত্র জাতকর্ম্মাদীনি নিত্যানি। দুর্দ্দিনাশনিনিবারণাশ্বশান্ত্যদ্ভুতকর্ম্মাণি চ নৈমিত্তিকানি। মেধাজননগ্রামসাম্পদাদীনি কাম্যানি। অত্র নিত্যানাং নৈমিত্তিকানাং চ অবশ্যানুষ্ঠেয়তা। অকরণে প্রত্যবায়স্মরণাৎ তথা হি। নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া। ইতি। কাম্যানাং তু ইচ্ছাতঃ প্রবৃত্তিঃ। এতেষাং গ্রামাদ্বহিঃ প্রাগুদগ্দেশেমহানদীতটাকাদ্যুত্তর-

---

(পিটুলী) দ্বারা নির্ম্মিত দীপযুক্ত রাত্রির প্রতিমূর্ত্তির দ্বারা রাজার আরত্রিক এবং রক্ষাবিধান ইত্যাদি যাবতীয় পুরোহিতের রাত্রি-কর্ম্ম; রাজার পুষ্পাভিষেক; রাত্রিকালে রাজার আরাত্রিক-বিধান; প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘৃত-দর্শন; কপিলাগাভীদান; তিল ধেনু দান; রসাদি ধেনুসমূহের নিরূপণ; কৃষ্ণাজিন দান; ভূমিদান; তুলা-পুরুষ দান-বিধি; সূর্য্যমণ্ডলাকার পিষ্টক-দান; হিরণ্যগর্ভবিধি; হস্তীর সহিত রথ দান; কণকাশ্ব প্রভৃতি দশবিধ মহাদান; অশ্বযুক্ত রথ দান; গোসহস্র বিধি; বৃষোৎসর্গ; কোটি হোম; লক্ষ হোম; অযুত হোম; ঘৃতকম্বল বিধি; তড়াগ (পুষ্করিণী) প্রতিষ্ঠা, পাশুপত ব্রত; ইত্যাদি। অন্যান্য যাবতীয় দান ও ব্রতাদি কর্ম্মসমূহ পরিশিষ্টে কথিত হইয়াছে।

পরিশিষ্টের সহিত সূত্রপঞ্চকের প্রতিপাদ্য যাবতীয় কর্ম্মের এই অনুক্রম সামান্যভাবে কথিত হইল। কিন্তু যাহা বিশেষ, তাহা সেই সূক্তের বিনিয়োগ-সময়ে বলিব। উক্ত কর্ম্মসকল নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিন প্রকার। তাহার মধ্যে জাতকর্ম্মাদি নিত্য। দুর্দ্দিন ও বজ্র-নিবারণ, অশ্বশান্তি এবং অদ্ভুত কর্ম্ম এই সকল নৈমিত্তিক। আর মেধাজনন, গ্রাম-সম্পদাদি কর্ম্মসমূহ কাম্য। এই স্থলে নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম-সমুদয় অবশ্য অনুষ্ঠেয় (অনুষ্ঠানের যোগ্য)। কারণ, না করিলে প্রত্যবায় হয়,—এইরূপ স্মৃতি আছে। স্মৃতি এই,—'নিত্য নৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায় জিহাসয়া।' অর্থাৎ, প্রত্যবায়-নাশের ইচ্ছায় (অর্থাৎ প্রত্যবায় দোষ না হয়, এই হেতু) নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে। (অতএব করিলে প্রত্যবায় হয় না এইরূপ বলায়, না করিলে প্রত্যবায় হইবে, এইরূপ বোধ হইতেছে; সুতরাং উক্ত কর্ম্মদ্বয় অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই প্রতিপন্ন হইল)। কিন্তু কাম্য-কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবৃত্তি ইচ্ছাধীন (অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে অনুষ্ঠান করিবে, না হইলে করিবে না; ইহাতে কোনও দোষ-শ্রুতি নাই)। গ্রামের বাহিরে, পূর্ব্ব বা উত্তর দেশে, অথবা মহানদী ও তড়াগাদির উত্তর-তীরে, এই কাম্য কর্ম্মসমুদায়ের অনুষ্ঠান

কুলেঽনুষ্ঠানং। "পুরস্তাদুত্তরতোঽরণ্যে কর্ম্মণাং প্রয়োগ উত্তরত উদকান্তে" ইতি কৌশিক-সূত্রাৎ (কৌ• ১।৭)। পুংসবনাদীনাং তু নিত্যানাং গৃহ এবেতি রুদ্রভাষ্যকারমতং। কালস্তু পর্ব্বদ্বয়ং পুণ্যনক্ষত্রযুক্তং তিথ্যন্তরম্বা। অদ্ভুতকর্ম্মণাং তু তত্তন্নিমিত্তান্তরমেব। তথাচোক্তং অমাবস্যা পৌর্ণমাসী পুণ্যনক্ষত্রযুক্ তিথিঃ। এত এব ত্রয়ঃ কালাঃ সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং স্মৃতাঃ। অদ্ভুতানাং সদাকালং আরম্ভঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং ইতি। আভিচারিকাণাং তু গ্রামাদ্ দক্ষিণদিশি কৃষ্ণপক্ষে কৃত্তিকানক্ষত্রে প্রয়োগ ইতি বিশেষঃ। তথা চ কৌশিকসূত্রং। "আভিচারিকেষু দক্ষিণতঃ। সম্ভারং আহৃত্য আঙ্গিরসং" ইত্যাদি (কৌ• ৬।১)। অত্র আঙ্গিরসমিতি আঙ্গিরসকল্পোক্তমিত্যর্থঃ। এতেষাং কর্ম্মণাং প্রাচ্যোদীচ্যাঙ্গানি দর্শপূর্ণমাসবৎ কার্য্যাণি। "ইমৌ দর্শপূর্ণমাসৌ ব্যাখ্যাতৌ দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং পাকযজ্ঞাঃ" ইতি সূত্রকারবচনাৎ (কৌ• ১।৬)। অত্র পাকযজ্ঞশব্দেন সর্ব্বং আথর্ব্বণং কর্ম্মোচ্যতে। তচ্চ দ্বিবিধং। আজ্যতন্ত্রং পাকতন্ত্রং চেতি। যত্র প্রাধান্যং হবিঃ আজ্যং তদ্ আজ্যতন্ত্রং। যত্র চরুপুরো-

---

হইয়া থাকে; যেহেতু, কৌশিকসূত্রে এইরূপ কথিত আছে। কৌশিকসূত্র এই—'পুরস্তা-দুত্তরতোঽরণ্যে কর্ম্মণাং প্রয়োগ উত্তরত উদকান্তে' (কৌ• ১।৭) অর্থাৎ, পূর্ব্ব বা উত্তর দেশে, বনমধ্যে এবং জলাশয়ের উত্তরভাগে কাম্যকর্ম্মের প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) করিবে। পুংসবনাদি নিত্য-কর্ম্মের (অনুষ্ঠান) গৃহেতেই হইবে, এইরূপ রুদ্র ভাষ্যকারের মত। উক্ত কর্ম্মের কাল পর্ব্বদ্বয় (পূর্ণিমা, অমাবস্যা এই দুই তিথি পর্ব্ব নামে খ্যাত), কিংবা পুণ্য-নক্ষত্র-যুক্ত অপর যে কোনও তিথি, সেই সেই নিমিত্তের অনন্তর কালই অদ্ভুত কর্ম্ম-সমূহের কাল (অর্থাৎ তাহাতে কোনও তিথ্যাদি নিয়ম নাই।) তাহার প্রমাণ এই;— "অমাবস্যা পৌর্ণমাসি পুণ্য নক্ষত্রযুক্ তিথিঃ। এত এব ত্রয়ঃ কালাঃ সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং স্মৃতাঃ অদ্ভুতানাং সদাকালং আরম্ভঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং" ইতি। অর্থাৎ, অমাবস্যা, পৌর্ণমাসি (পূর্ণিমা) এবং শুভ-নক্ষত্রযুক্ত যে কোনও তিথি এই কালত্রয় মাত্র সকল নিত্য কর্ম্ম সম্বন্ধে স্মৃত হইয়া থাকে। আর সমুদয় অদ্ভুত কর্ম্মের আরম্ভ সকল কালেই হইতে পারে। আভিচারিক কর্ম্মের পক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে, গ্রামের দক্ষিণদিকে কৃষ্ণপক্ষে এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রে তাহাদের অনুষ্ঠান হইবে। এই স্থলে কৌশিক সূত্র প্রমাণ; তাহা এই,—"আভিচারিকেষু দক্ষিণতঃ। সম্ভারমাহৃত্য আঙ্গিরসম্" ইত্যাদি (কৌ• ৬।১)। ইহার অর্থ এইরূপ,—'আভিচারিক কর্ম্ম-সমুদয় বিষয়ে অনুষ্ঠান দক্ষিণদিকে এবং আঙ্গিরসকল্পোক্ত দ্রব্য-সকল আহরণ করিয়া কার্য্য করিবে। এই সূত্রে আঙ্গিরস পদের 'আঙ্গিরসকল্পোক্ত' এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। এই আভিচারিক কর্ম্ম-সকলের প্রাচ্য এবং উদীচ্য অঙ্গ সমূহ দর্শপূর্ণমাসের সদৃশ কর্ত্তব্য। যেহেতু, সূত্রকার বলিয়াছেন যে,—"ইমৌ দর্শপূর্ণমাসৌ ব্যাখ্যাতৌ দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং পাকযজ্ঞাঃ" ইতি। অর্থাৎ, এই পূর্ণমাস ব্যাখ্যাত হইল; ইহা হইতেই পাকযজ্ঞ সকল (সম্পন্ন হইবে)। উক্ত সূত্রে 'পাকযজ্ঞ' এই শব্দের দ্বারা সমস্ত অথর্ব্ব-বেদোক্ত কর্ম্ম কথিত হইতেছে। সেই কর্ম্ম দ্বিবিধ; আজ্যতন্ত্র এবং পাকতন্ত্র। যে কর্ম্মে আজ্য (ঘৃত) প্রধান হবিঃ অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্য, তাহাই আজ্যতন্ত্র কর্ম্ম। আর যে কর্ম্মে চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি দ্রব্যই প্রধান, তাহাই পাকতন্ত্র কর্ম্ম। উক্ত আজ্যতন্ত্রে

স্তাশাদিকং তৎ পাকতন্ত্রং। আজ্যতন্ত্রে অয়মনুষ্ঠানক্রমঃ। প্রথমং "অব্যসশ্চ" (১৯।৬৮) ইতি কর্ত্তুর্জপঃ বর্হির্লবনং বেদিঃ উত্তরবেদিঃ অগ্নিপ্রণয়নং অগ্নিপ্রতিষ্ঠাপনং ব্রতগ্রহণং পবিত্রকরণং পবিত্রেণেধ্মপ্রোক্ষণং ইধ্মোপসমাধানং বর্হিঃপ্রোক্ষণং ব্রহ্মাসনং ব্রহ্মস্থাপনং স্তরণং স্তীর্ণপ্রোক্ষণং আত্মাসনং উদপাত্রস্থাপনং আজ্যসংস্কারং স্রুবগ্রহণং গ্রহগ্রহণং পুরস্তাদ্ধোমাঃ আজ্যভাগৌ। "সবিতা প্রসবানাম্ (৫।২৪) ইতি কর্ম্মণি অভিতোঽভ্যাতানৈরাজ্যং জুহুয়াৎ" ইতি (কৌ° ১৪।১) সূত্রকারবচনাৎ অভ্যাতানানি এতদন্তং পূর্ব্বতন্ত্রং। ততো যথোপদেশং প্রধানহোমঃ তত উত্তরতন্ত্রং। অভ্যাতানানি পার্ব্বণহোমঃ সমৃদ্ধহোমাঃ সন্নতিহোমাঃ স্বিষ্টকৃদ্ধোমঃ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তীয়হোমঃ স্কন্নহোমঃ পুনর্ম্মৈত্বিন্দ্রিয়ং (৭।৬৯) ইতি হোমঃ স্কন্নাস্মৃতহোমৌ সংস্থিতহোমঃ চতুর্গৃহীতহোমঃ বর্হির্হোমঃ সংস্রাবহোমঃ বিষ্ণুক্রমাঃ ব্রতবিসর্জ্জনং দক্ষিণাদানং ব্রহ্মোত্থাপনং ইতি। পাকতন্ত্রে তু অভ্যাতানাভাব এব বিশেষঃ। অন্যৎ সর্ব্বং সমানং। তথা চ গোপথব্রাহ্মণং—

"আজ্যভাগান্তং প্রাক্ তন্ত্রং ঊর্দ্ধং স্বিষ্টকৃতা সহ।
হবীংষি যজ্ঞ আবাপো যথা তন্ত্রস্য তন্তবঃ।" ইতি।

অদ্ভুতকর্ম্মণাং আজ্যতন্ত্রত্বেঽপি পাকতন্ত্রবদ্ অভ্যাতানাভাবঃ। যদ্ আহ কেশবঃ। "পাকতন্ত্রেষ্বভ্যাতানানি ন ভবন্তি অদ্ভুতেষু ন ভবন্তি অন্যত্র সর্ব্বত্র ভবন্তি" ইতি (কে° ১৪।১)।

বিষয়ে অনুষ্ঠানের ক্রম এইরূপ,—প্রথমে কর্ত্তা কর্তৃক 'অব্যসশ্চ' এই মন্ত্রের জপ, কুশচ্ছেদন, বেদি, উত্তর বেদি। অগ্নিপ্রণয়ন। অগ্নির প্রতিষ্ঠাপন। ব্রতগ্রহণ। কুশ পবিত্র-নির্ম্মাণ। পবিত্র দ্বারা যজ্ঞীয় কাষ্ঠের প্রোক্ষণ এবং উক্ত কাষ্ঠ সকলকে সমীপে স্থাপন। কুশপ্রোক্ষণ। ব্রহ্মার আসন। ব্রহ্মার স্থাপন। কুশাস্তরণ এবং আস্তীর্ণ কুশের প্রোক্ষণ। স্বীয় আসন (অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার আসন)। জলপাত্র স্থাপন। আজ্যসংস্কার। স্রুবগ্রহণ। গ্রহের (গ্রহনামকপাত্রবিশেষের) গ্রহণ। যাবতীয় পূর্ব্ব কর্ত্তব্য হোম এবং আজ্য ভাগদ্বয়। 'সবিতা প্রসবানাং' (৫।২৪)। প্রসব-কর্ম্মের দেবতা সবিতা। এই কর্ম্মে (অর্থাৎ প্রসবনিমিত্ত কর্ম্মে) 'অভ্যাতান দ্বারা আজ্যহোম করিবে' এইরূপ সূত্রকারের উক্তি হেতু অভ্যাতান কর্ম্ম-সমুদয়। এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বতন্ত্র অর্থাৎ আজ্যতন্ত্রের প্রথম তন্ত্র। তার পর উপদেশানুযায়ী প্রধান হোম। এইরূপে উত্তরতন্ত্র কথিত হইতেছে,—অভ্যাতান কর্ম্মসকল। পার্ব্বণহোম। সমৃদ্ধহোম। সন্নতিহোম। স্বিষ্টকৃৎ হোম। সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধী হোম। স্কন্নহোম। 'পুনর্ম্মৈত্বিন্দ্রিয়ম্' এই মন্ত্র দ্বারা হোম। স্কন্নাস্মৃত হোমদ্বয়। সমুদয়-সংস্থিতি হোম। চতুর্গৃহীত হোম। বর্হিহোম (অর্থাৎ দর্ভজুটিকা হোম)। সংস্রাবহোম। সমস্ত বিষ্ণুক্রম। ব্রত বিসর্জ্জন। দক্ষিণাদান এবং ব্রহ্মার উত্থাপন। পাকতন্ত্রে অভ্যাতান কর্ম্ম নাই, এইমাত্র বিশেষ। অন্য সকলই আজ্যতন্ত্রের সমান। এই বিষয়ে গোপথ-ব্রাহ্মণ প্রমাণ। তন্ত্রের অদ্ভুত কর্ম্ম-সমুদয় আজ্য-তন্ত্রের মধ্যে গণ্য হইলেও তাহাতে পাকতন্ত্রের ন্যায় অভ্যাতান কর্ম্মের অভাব আছে। এতৎসম্বন্ধে কেশব বলিয়াছেন যে,—"অভ্যাতান কর্ম্ম-সকল পাকতন্ত্রে এবং সমুদায় অদ্ভুত-কর্ম্মে বিনিযুক্ত হয় না; কিন্তু অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মে তৎসমুদায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে" (কে° ১৪।১)।

কাণ্ডানুক্রমণিকা।

শাখায়াঃ শৌনকীয়াঃ পূর্ব্বোক্তেষ্বব কর্ম্মসু।
বিনিয়োগাভিধানেন সংহিতার্থঃ প্রকাশ্যতে॥

তত্র প্রথমকাণ্ডে ষড়্ অনুবাকাঃ। প্রথমেঽনুবাকে ষট্ সূক্তানি। তত্র যে ত্রিষপ্তা ইত্যেতৎ প্রথমং সূক্তং। অস্য মেধাজননকর্ম্মসু বিনিয়োগঃ। যদ্ আহ কৌশিকঃ। "পূর্ব্বস্য মেধাজননানি" ইতি (কৌ॰ ২।১)। অত্র পূর্ব্বশব্দেন যে ত্রিষপ্তা ইতি সূক্তং উচ্যতে। "পূর্ব্বং ত্রিষপ্তীয়ং" ইতি (কৌ॰ ১।৭) পরিভাষণাৎ। তানি চ মেধাজননকর্ম্মাণি। উদুম্বর-পলাশকর্কন্ধূনামদাধানং ব্রীহিযবতিলানাং আবপনং ক্ষীরৌদনপুরোডাশরসানাং ভক্ষণং উপাধ্যায়ায় ভৈক্ষদানং সুপ্তস্যোপাধ্যায়স্য কর্ণানুমন্ত্রণং উপাধ্যায়োপসদনকালে জপঃ আজ্য-মিশ্রধানাহোমঃ তিলমিশ্রধানা হুত্বা তচ্ছেষভক্ষণং উপাধ্যায়ায় দণ্ডাজিনধানাঃ প্রদাতুং ধানানুমন্ত্রণং তদ্বদেব ধানাহোমঃ শুকসারিকাসারঙ্গাণাং পক্ষিণাং জিহ্বাবন্ধনং তৎপ্রাশনঞ্চ এতানি কর্ম্মাণি অনেন সূক্তেন মেধাকামস্য কার্য্যাণি। তথা চ কৌশিকং সূত্রং। "শুক-সারিকৃশানাং জিহ্বা বধ্নাত্যাশ্বত্থৌদুম্বরপলাশকর্কন্ধূনাং অদধাত্যাবপতি ভক্ষয়ত্যুপাধ্যায়ায় ভৈক্ষং প্রযচ্ছতি সুপ্তস্য কর্ণমানুমন্ত্রয়ত উপসাদন জপতি ধানাঃ সর্পির্মিশ্রাঃ সর্ব্বহুতাস্তিল-মিশ্রাঃ হুত্বা প্রাশ্নাতি পুরস্তাদগ্নেঃ কশিপুনি দণ্ডং নিহিত্য পশ্চাদগ্নেঃ কৃষ্ণাজিনে ধানা অনুমন্ত্রয়তে সূক্তস্য পারং গত্বা প্রযচ্ছতি সকৃজ্জুহোতি দণ্ডধানাজিনং দদাতি" ইতি (কৌ॰ ২।১)।

অস্য অয়ং অর্থঃ। "আজ্যবন্ধ্যাপ্রশনয়ানভক্ষ্যাণি সম্পাতবন্তি" ইতি (কৌ॰ ১।৭) পরিভাষণাৎ শুকাদিজিহ্বানাং সম্পাতাভিহুতানামেব বন্ধনং প্রাশনং চ। "সম্পাতেন হোমং আক্ষিপতে" ইত্যাম্নানাত্ অনেন সূক্তেন আজ্যং হুত্বা সম্পাতানয়নং "সর্ব্বাণ্যভিমন্ত্র্যাণি" ইতি (কৌ॰ ১।৭) পরিভাষণাদ্ অনেনৈব সূক্তেন অভিমন্ত্রণং চ। কর্কন্ধুর্ বদরী। "সমিধং আদধাতি" ইতি (কৌ॰ ১।৭) পরিভাষণাৎ উদুম্বরাদীনাং সমিধ ইতি যোজনীয়ং। হস্ত-হোমত্বাৎ তন্ত্রবিকল্পঃ। "ন দর্ব্বিহোমে ন হস্তহোমে ন পূর্ণহোমে তন্ত্রং ক্রিয়েতেত্যেকে" (কৌ॰ ১৪।২) ইতি সূত্রাৎ। "আবপতি ব্রীহিযবতিলান্" ইতি (কৌ॰ ১।৭) পরিভাষণাৎ আবপতি-চোদনায়াং ব্রীহিযবতিলাঃ প্রত্যেতব্যাঃ। "সর্ব্বাণ্যভিমন্ত্র্যাণি" ইতি বচনাৎ অত্র সর্ব্বে পদার্থা অভিমন্ত্র্যা কর্ত্তব্যাঃ। "ভক্ষয়তি ক্ষীরৌদনপুরোডাশরসান্" ইতি (কৌ॰ ১।৭) বচনাদ্ ভক্ষয়তি চোদনায়াং দ্রব্যানাদেশে ক্ষীরৌদনপুরোডাশরসা বোদ্ধব্যাঃ। অত্র রস শব্দেন দধিঘৃতমধূদকানি উচ্যন্তে। যদ্ অসূত্রয়ৎ। "দধি ঘৃতং মধূদকমিতি রসাঃ" ইতি (কৌ॰ ১।৮) ক্ষীরৌদনাদীনাং ভক্ষ্যত্বাৎ হোমসম্পাতাভিমন্ত্রণানি পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্যানি। "আজ্যবন্ধ্যাপ্রশনয়ানভক্ষ্যাণি সম্পাতবন্তি সর্ব্বাণ্যভিমন্ত্র্যাণি" ইতি বচনস্য দর্শিতত্বাৎ ভৈক্ষং পক্বং অপক্বং বা অভিমন্ত্র্য দদ্যাৎ। অনুমন্ত্রণং নাম শেষিণো মন্ত্রার্থস্যেন অনুসন্ধান-পুরঃসরং মন্ত্রজপঃ। অভিমন্ত্রণস্য তু ঈক্ষণং বিশেষঃ। উক্তং হি। মন্ত্রং উচ্চারয়ন্নেব মন্ত্রার্থ-

হোমং সংস্থাপয়েৎ। খেষিণং তম্যা জুহ্বা স্যাদ্ এতদনুমন্ত্রণং। এতদেবাভিমন্ত্রস্য লক্ষণং তেক্ষণা-দিকং॥ ইতি ধানানাং সর্ব্বহোমস্য হুতশেষপ্রাশনস্য চ কর্ম্মৈক্যে বিরোধাৎ প্রয়োগভেদঃ। অতএব নিগদনিষ্কং॥ এতানি কর্ম্মাণি অস্তোত্রৈরপেক্ষেণ মেধাজননফলসাধনেন চোদিতত্বাদ্ বিকল্পেন অনুষ্ঠেয়ানি। কর্ম্মভূয়স্ত্বাৎ ফলভূয়স্ত্বং ইতি ন্যায়াৎ সমুচ্চয়েন বা অনুষ্ঠেয়ানি। এবং উত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যং॥ উপনয়নাদিষ্বপেহপি মেধাকামস্য ব্রহ্মচারিণঃ অনেন সূক্তেন আজ্য-হোমঃ কার্য্যঃ। তথা চ উপনয়নপ্রকরণে সূত্রিতং। "মেধাজননম আয়ুষ্যৈর্জুহুয়াদ্" ইতি (কৌ০ ৭।৮)। অত্র দ্রব্যস্য অনাদেশেহপি আজ্যং হোমদ্রব্যং। "আজ্যং জুহোতি" ইতি (কৌ০ ১।৭) জুহোতিচোদনায়াং আজ্যস্য দ্রব্যত্বপরিভাষণাৎ। তথৈব ব্রহ্মচারিসম্পৎকর্ম্মসু অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগঃ। সূত্রিতং হি। পূর্ব্বস্য ব্রহ্মচারিসম্পদানি" ইতি (কৌ০ ২।২)। তানি চ কর্ম্মাণি। উদুম্বরপলাশকর্কন্ধুসমিধাং ব্রহ্মচারিগৃহোপস্তরণতৃণানাং চ আধানং॥ অরণ্যাপিপীলিকাচ্ছিদ্রে মেদোমধুগ্রামাকেবীকতুলান্যানি পঞ্চদ্রব্যাণি পৃথক্ কৃত্বা আজ্যাহুত্যাৎ পিপীলিকোদ্বাপন তথা গৃহং আগত্য অত্যন্তানাপ্তে অনেন সূক্তেন স্থাল্যা সকৃৎ জুহুয়াৎ। অনেন সূক্তেন অন্নং অভিমন্ত্র্য ব্রহ্মচারিণো ভোজয়িত্বা ধানাতিলমিশ্রাঃ প্রযচ্ছতি। এতৈঃ কর্ম্মভিরনুষ্ঠিতৈরাচার্য্যস্য শিষ্যসম্পত্তির্ভবতি। তথা চ কৌশিকঃ। "ঔদুম্বর্য্যাদয়ো ব্রহ্মচার্য্য-বসথাদুপস্তরণাস্ত্বাদধাতি ইত্যাদি (কৌ০ ৭।২)॥ তথা গ্রামসম্পৎকামস্য তৎসাধনেষ্বেতেষু উদুম্বরপলাশকর্কন্ধুতক্ষণাধানসভোপস্তরণতৃণাধানাভিমন্ত্রিতান্নাসবপ্রদানেষু কর্ম্মসু অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগঃ। তথা সূত্রং। "গ্রামসাম্পদানি বিকঙ্কতস্থূণামূলাবতক্ষণানি সভানাং উপস্তরণানি গ্রামীণেভ্যোহন্নং সুরাং সুরাপেভ্যঃ" ইতি (কৌ০ ২২)॥ অত্র যদ্যপি সূক্তবিশেষো ন শ্রূয়তে তথাপি "গ্রহণং আগ্রহণাৎ" ইতি (কৌ০ ১।৮) পরিভাষণাৎ "পূর্ব্বস্য" ইত্যোক্তদেব ত্রিষপ্তীয়ং সম্বধ্যতে॥ তথা সর্ব্বসম্পৎকর্ম্মস্বপি অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগঃ। তথা হি। উদুম্বরপলাশকর্কন্ধু-সমিদাধানং ব্রীহিযবতিলানাং আবপনং ক্ষীরৌদনপুরোডাশরসানাং ভক্ষণং চ ইত্যেতানি মেধাজননোক্তানি অহনি কালত্রয়ে অগ্নিপ্রজ্বালনং তদুপস্থানং চ সব্যাৎ পাণিমধ্যাদ্ রুধিরস্য দধিঘৃতমধূদকামিশ্রিতস্য সম্পাতাভিমন্ত্রিতস্য প্রাশনং পৃশ্নিমন্থপ্রাশনং চ ইত্যেতানি কর্ম্মাণি অনেনৈব সূক্তেন সর্ব্বসম্পৎকামঃ কুর্য্যাৎ। আহ চ কৌশিকঃ। "ঔদুম্বর্য্যাদীনি ভক্ষণান্তানি (সর্ব্বসাম্পদানি ত্রির্জ্যোতিষ্কৃত. উপতিষ্ঠতে সব্যাৎ পাণিহৃদয়ান্মোহিতং রসমিশ্রমশ্নাতি পৃশ্নিমন্থো জিহ্বায়া উৎসাদ্যমন্থ্যোঃ পায়স্তরণমন্থনং হৃদয়ং দূর্শ উপনহ্য তিস্রো রাত্রীঃ পল্-পূলনে বাসয়তি চূর্ণানি করোতি বৈশ্রবাস্তে মহ তথা দধিমধু মিশ্রমশ্নাতি" ইতি (কৌ০ ২।২)॥ (তথা বর্চ্চস্য কর্ম্মাণ অনেন সূক্তেন বর্চ্চস্কামঃ ঔদুম্বর্য্যাদী ন ত্রীণি কুর্য্যাৎ। তথা চ) বর্চ্চস্কামায়াঃ কুমার্য্যা দক্ষিণোরোরভিমন্ত্রণং ক্রোড়বপাহোমঃ অগ্ন্যুপস্থানং ইত্যেতানি কর্ম্মাণি অনেন সূক্তেন তেজস্কামোহনুতিষ্ঠেৎ। "পূর্ব্বস্য মমাগ্নে বর্চ্চ ইতি বর্চ্চস্যানি" ইত্যাদি (কৌ০ ২০) সূত্রং॥ তথা শত্রুহস্তিত্রাসনকর্ম্মাণ্যপি অনেনৈব সংগ্রামজয়কামো রাজা কারয়েৎ। তানি চ সম্পাতোপেতরথচক্রস্য শত্রুহস্ত্যভিমুখং প্রবর্ত্তনং "যানহস্ত্যাণি সম্পাতবন্তি" ইতি (কৌ০ ১।৭) পরিভাষণাৎ সম্পাতাভিহৃতানাং স্বকীয়হস্ত্যাদিযানানাং শত্রুগজাভিমুখপ্রেরণং পট-হদুন্দুভ্যাদিবাদিবাদনাদ্যাণাং অভিমন্ত্র্য তাড়নং দূতো শর্করাঃ প্রক্ষিপ্য অভিমন্ত্র্য তদ্ধাস্তপুরুষ-প্রস্থাপনং তথৈব চর্ম্মপুটদ্বয়েণ শর্করাপ্রক্ষেপঃ অভিমন্ত্রিতবালুকাপ্রক্ষেপণং চ ইত্যেতানি। অত্র সূত্রং। "পূর্ব্বস্য হস্তিত্রাসনানি রথচক্রেণ সম্পাতবতা প্রতিপ্রবর্ত্তয়তি" ইত্যাদি (কৌ০ ২৫)॥

তথা পঞ্চ নির্ঋতিকর্ম্মাণি শান্তিকপৌষ্টিকেষু সর্ব্বত্র অঙ্গত্বেন বা পাপক্ষয়ার্থং স্বাতন্ত্র্যেণ বা কর্ত্তব্যত্বেন সূত্রকারেণোক্তানি। তত্র আদ্যয়োঃ কর্ম্মণোঃ সম্পাতিতাভিমন্ত্রিতভক্তপ্রাশনে আজ্যহোমে চ এতৎ সূক্তং বিনিযুক্তং। তথা চ সূত্রং। "পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্যাং পৌর্ণমাস্যাং অস্তমিত, উদকান্তে কৃষ্ণচেলপরিহিতো নির্ঋতিকর্ম্মাণি প্রযুঙ্‌ক্তে।' ইত্যাদি (কৌ০ ৩।১)॥ তথা পৌষ্টিকবিশেষে চিত্রাকর্ম্মণি সম্পাতিতসারূপবৎসৌদনপ্রাশনপলাশাদিসমিদাধানরূপে অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগঃ। সূত্রিতং হি। "পূর্ব্বস্য চিত্রাকর্ম্ম কুলায়শৃতং হরিতবর্হিষং অশ্নাতি"। ইত্যাদি (কৌ০ ৩।১)। তত্র 'অন্নাত্যনাদেশে স্থালীপাকঃ পুষ্টিকর্ম্মসু সারূপবৎসঃ" ইতি (কৌ০ ১৭) পরিভাষিতত্বাৎ সরূপবৎসায়া গোর্দুগ্ধে শৃতঃ স্থালীপাকঃ। ওদন ইতি গম্যতে॥ তেজোব্রতে চ এতৎ সূক্তং বিনিযুক্তং। নাবাযোঃ সম্বেস্তে ইত্যাদি (কৌ০ ৩।১) সূত্রং॥ তথা পুষ্টিকর্ম্মণাং উপধানোপস্থানং ইতি (কৌ০ ৩৭) সূত্রাৎ পৌষ্টিকমন্ত্রাণাং উপধানোপস্থানয়োর্ব্বিনিয়োগবিধানেন তন্মধ্যপাতিনোঽস্য সূক্তস্য তত্রাপি বিনিয়োগঃ। উপধানং নাম আজ্যাদিত্রয়োদশদ্রব্যহোমঃ। উপদধাত্যনাদেশে আজ্যং সামং পুরোডাশঃ পয়ঃ ওদনং পায়সং পশুঃ ব্রীহিযবতিলধানাঃ করম্ভঃ শষ্কুল্যঃ এতানি ত্রয়োদশ হবীংষি জানীয়াদ্ ইতি পৈঠীনসিপরিভাষণাৎ॥ দ্বিবিধাঃ। ব্যাধয়ঃ। আহারনিমিত্তা অন্যজন্মপাপনিমিত্তাশ্চেতি। তত্র আহারনিমিত্তানাং বৈদ্যশাস্ত্রোক্তচিকিৎসয়া উপশমনং। পাপনিমিত্তানাং তু অথর্ব্বণৈর্হোমবন্ধনপায়নাদিভির্ভৈষজ্যকর্ম্মভিরুপশমনং। ওষধিবনস্পতীনাং অনুক্তান্যপ্রতিষিদ্ধানি ভৈষজ্যানাং অংহোলিঙ্গাভিঃ ইতি (কৌ০ ৪৮) সূত্রকারেণ "স নো মুঞ্চত্বংহসঃ (৪।২৩।১) ইতি পাপনিবৃত্তিপ্রতিপাদনপরাণাং মন্ত্রাণাং সর্ব্বত্র ভৈষজ্যকর্ম্মণি বিনিযুক্তত্বাৎ। তত্র সর্ব্বব্যাধিষু অনেন সূক্তেন আজ্যং হুত্বা উদপাত্রং সম্পাত্য অনেনৈব ব্যাধিতশরীরং সম্মার্জয়েৎ। তথাহ কৌশিকঃ। "অথ ভৈষজ্যানি' ইতি প্রক্রম্য পূর্ব্বস্যোদপাত্রেণ সম্পাতবতাঽস্তে ধলীর্ব্বিমাষ্টি" ইতি (কৌ০ ৪।১)। ভৈষজ্যোক্তসূক্তৈস্তত্র ব্যাধৌ উপধানোপস্থানাদ্যপি কুর্য্যাদ্ ইতি রুদ্রভাষ্যকারঃ। উপধানস্বরূপমুক্তং॥ তথা অনেনৈব সূক্তেন পুত্রকামায়াঃ স্ত্রিয়া মৃতাপত্যায়াশ্চ সম্পাতিতোদকাবসেকং পুরোডাশভক্ষণং কন্দুকক্রীড়নং অলঙ্কারধারণং বা কারয়েৎ। "পূর্ব্বস্য পুত্রকামাবতোকয়োঃ" ইত্যাদি (কৌ০ ৪।৮) সূত্রং॥ তথা উপাকর্ম্মণি মানবকবাচনে বিনিযুক্তং। "ত্রিসপ্তীয়ং পচ্ছো. বাচয়েত" ইতি (কৌ০ ১৪।৩) হি সূত্রিতং॥ তথা রাজ্ঞঃ পুষ্যাভিষেকে যে ত্রিষপ্তা ইত্যাদ্যা শাখাদিভূতয়া পয়োহোমঃ কার্য্যঃ। তথা চ পরিশিষ্টে পুষ্যাভিষেকং প্রক্রম্য উচ্যতে। সপ্তরাত্রং ঘৃতাশী বা ততো হোমং প্রযোজয়েৎ। গব্যেন পয়সা কুর্য্যাৎ সৌবর্ণেন স্রুবেণ তু॥ বেদানাং আদিমৈর্ম্মন্ত্রৈর্ম্মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বকৈঃ ইতি (প০ ৫।৩)॥ তদেবং আথর্ব্বণমন্ত্রাণাং সিদ্ধমন্ত্রত্বেন অপারমিতবীর্য্যত্বপ্রদর্শনার্থং আদিমসূক্তস্য বিস্তরতঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু উপলক্ষণত্বেন সূত্রকৃতা বিনিয়োগোঽভ্যধায়ি। ততঃ সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং অভিলষিতসর্ব্বফলসাধনত্বং প্রত্যেতব্যং। নন্‌ মন্ত্রাণাং অনুষ্ঠেয়ার্থপ্রকাশকত্বস্য "তদর্থশাস্ত্রাৎ" (জৈ০ ১।২।৩১) ইত্যধিকরণেন স্থাপিতত্বাৎ তত্তল্লিঙ্গানুসারেণ বিনিয়োগো বক্তব্যঃ। ইতরথা অগ্নিনা সিঞ্চেদিতিবৎ অসমর্থবিধানং প্রসজ্যেত। নায়ং দোষঃ। ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যং উপতিষ্ঠতে ইতিবদ্বক্ষ্যমাণস্য শ্রুত্যা লিঙ্গং বাধিত্বা গুণকল্পনয়াপি বিনিয়োগসম্ভবাৎ। তত্র হি ঐন্দ্রমন্ত্রে ইন্দ্রশব্দস্য গৌণীং বৃত্তিং আশ্রিত্য গার্হপত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ কৃতঃ॥ এবং অত্রাপি গোপথব্রাহ্মণশ্রুত্যা উদীরিতানিখিলকর্ম্মসু বিনিয়োগঃ কৃত ইতি তত্তৎকর্ম্মানুসারেণ মন্ত্রলিঙ্গানাং গৌণ্যাদিবৃত্ত্যাশ্রয়েণ বিনিযোজ্যার্থপরতা বোদ্ধব্যা॥...

ওঁ

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

—— ।§ * §। ——

প্রথমঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।

ওঁ যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।

বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥১॥

পদপাঠঃ।

যে। ত্রিঽসপ্তা। পরিঽয়ন্তি। বিশ্ব। রূপাণি। বিভ্রতঃ।

বাচঃ। পতিঃ। বলা। তেষাম্। তন্বঃ। অদ্য। দধাতু। মে ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (লোকবেদপ্রসিদ্ধাঃ) 'ত্রিষপ্তাঃ' (অনন্তৈশ্বর্য্যশালিনঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি, নিখিলানি) 'রূপাণি' (আকারান্) 'বিভ্রতঃ' (জগদনুগ্রহার্থং ধারয়ন্তঃ, যদ্বা রূপাণি চেতনাচেতনাত্মকানি বস্তূনি অভিমতফলপ্রদানেন পোষয়ন্তঃ) 'পরিয়ন্তি' (সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবেন পর্য্যাবর্ত্তন্তে, পরিভ্রাম্যন্তি); 'বাচস্পতিঃ' (বাচঃ বেদাত্মিকায়াঃ পতি স্বামী, জ্ঞানাধিপতিরিতি ভাবঃ) 'তেষাং' (ত্রিষপ্তানাং, নিখিলানাং দেবানাং) 'তন্বঃ' (তন্বাঃ, শরীরস্য, তদাত্মনঃ) 'বলাঃ' (বলানি, তত্তদসাধারণসামর্থ্যানি) 'অদ্য' (অস্মিন্ ক্ষণে,

ইদানীং) 'মে' (মম, মেধাদিফলার্থিনঃ) 'দধাতু' (বিদধাতু, করোতু)। মেধাজনন-প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। যো ভগবান অসংখ্যরূপং পরিগৃহ্য নিখিলজগতো হিতার্থং সদৈব চেতনাচেতনাত্মকেষু সর্ব্বেষু পরিভ্রাম্যতি, হে বাচস্পতি দেব! তস্য ভগবৎ-সম্বন্ধিনো জ্ঞানাহং যাচে; তদ্দেহি ইতি ভাবঃ॥ (১কা ১অ—সূ—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে লোকবেদপ্রসিদ্ধ অনন্ত-ঐশ্বর্য্যশালী 'ত্রিসপ্ত'—অশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়া, নিখিল বিশ্বের মঙ্গল-সাধনে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন, বেদবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হে বাচস্পতি! আপনি সেই ত্রিসপ্তের (নিখিল দেবস্বরূপের) আত্মশক্তি এক্ষণে আমার সম্বন্ধে বিধান করুন (যে প্রকারে আমি সেই শক্তি লাভ করিতে পারি, সেই জ্ঞান আমাকে প্রদান করুন)। (১কা—১অ—১সূ—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং। (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

যচ্ছব্দোঽত্র প্রসিদ্ধার্থবাচী। "সর্ব্বনাম প্রসিদ্ধার্থং প্রসাধ্যার্থবিধানকৃৎ" ইতি ন্যায়াৎ। যে লোকবেদপ্রসিদ্ধাঃ ত্রিসপ্তাঃ। ত্রয়ো বা সপ্ত বা ভাবাঃ। সংখ্যয়াব্যয়াসন্নাদূরাধিক-সংখ্যাঃ সংখ্যেয়ে ইতি অন্যপদার্থে বহুব্রীহিঃ। অন্যপদার্থশ্চ অত্র বার্থঃ। স চ বিকল্পঃ সংশয়ো বা সংভবতি। অত্র তু বিকল্প এব বিবক্ষিতঃ। বহুব্রীহৌ সংখ্যেয়ে ডজবহুগণাৎ ইতি ডচ্ সমাসান্তঃ। তস্য সতিশিষ্টত্বাৎ সতি শিষ্টস্বরো বলীয়ান ইতি ন্যায়েন বহুব্রীহি-স্বরং বাধিত্বা চিতঃ ইতি অন্তোদাত্তত্বং। তত্র অয়ম্ অর্থঃ। পৃথিব্যাদয়স্ত্রয়ো লোকাঃ। তেষাং অধিষ্ঠাতারঃ অগ্নিবায়্বাদিত্যাঃ। সত্ত্বরজস্তমোগুণাঃ। ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ইত্যেব-মাদ্যাস্ত্রিসংখ্যাক্রান্তা যে সন্তি তে সর্ব্বে অত্র ত্রিশব্দেন বিবক্ষিতাঃ। তথা সপ্ত ঋষয়ঃ। সপ্ত গ্রহাঃ। সপ্ত মরুদ্গণাঃ। সপ্ত লোকাঃ। সপ্ত ছন্দাংসি ইত্যাদ্যা যে সপ্তসংখ্যাক্রান্তাঃ সন্তি তে সর্ব্বে অত্র সপ্তশব্দেন অভিমতাঃ। ত্রিসংখ্যাক্রান্তাঃ সপ্তসংখ্যাক্রান্তা বা ইতি যাবৎ। যদ্বা ত্রিঃ সপ্ত ত্রিসপ্তাঃ। পূর্ব্বপদ বহুব্রীহিঃ। অত্র সুজর্থঃ অন্যপদার্থঃ। স চ ক্রিয়াভ্যাবৃত্ত্যাত্মকঃ ত্রিরাবৃত্তসপ্তসংখ্যাযুক্তা ইত্যর্থঃ। অত্র সমাসেনৈব সুজর্থস্য অভিহিতত্বাৎ সংখ্যাবাচিনস্ত্রিশব্দস্যৈব সমাসঃ ন তু সুজন্তস্য ইতি সুচঃ শ্রবণাভাবঃ। তদ্ উক্তং বার্ত্তিককৃতা সুজর্থাবোভিহিতার্থত্বাৎ সমাসে ইতি। তে চৈবং দ্রষ্টব্যাঃ প্রসিদ্ধ-সূর্য্যাধিষ্ঠিতপ্রাচীদিগ্ব্যতিরিক্তা আরোগাদিভিঃ সপ্তভিঃ সূর্য্যৈরধিষ্ঠিতাঃ সপ্ত দিশঃ। তে চ আরোগাদয়স্তৈত্তিরীয়ৈরাম্নায়ন্তে। "আরোগো ভ্রাজঃ পটরঃ। পতঙ্গঃ স্বর্ণরো জ্যোতিষীমান বিভাসঃ" (তৈ০ আ০ ১।৭।১) ইতি। হোতৃপ্রভৃতয়ো বষট্কর্ত্তারঃ সপ্ত ঋত্বিজঃ "মিত্রশ্চ বরুণশ্চ। ধাতা চার্য্যমা চ। অংশশ্চ ভগশ্চ। ইন্দ্রশ্চ বিবস্বাংশ্চেত্যেতি"

(তৈ০ আ০ ১।১৩।৩) ইতি শ্রুত্যন্তর প্রসিদ্ধাঃ বিবস্বদাদিত্যান্তাঃ সপ্ত আদিত্যা ইতি। যথা চ মন্ত্রবর্ণঃ। "সপ্তদিশো নানা সূর্য্যাঃ সপ্তহোতার ঋত্বিজঃ। দেবা আদিত্যা যে সপ্ত" (ঋ০ ৯।১১৪।৩) ইতি। যদ্বা। সপ্তসিন্ধবঃ সপ্তলোকাঃ সপ্তদিশঃ ইত্যেবং ত্রিসপ্তাঃ। শ্রূয়তেহি। "যঃ সপ্ত সিন্ধূন্ অদধাৎ পৃথিব্যাম্। যঃ সপ্তলোকান্ অকৃণোদ্ দিশশ্চ" (তৈ০ ব্রা০ ২।৮।৩।৮) ইতি। সপ্তগ্রহাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্তমরুদ্গণা ইতি বা ত্রিসপ্তাঃ। অথবা ত্রিগুণতা সপ্তসংখ্যা যেষামিতি বহুব্রীহিঃ। একবিংশতি সংখ্যাকা ইত্যর্থঃ। তে চ "দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ" (তৈ০ সং ৭।৩।১০।৫) ইতি প্রসিদ্ধাঃ পরিগৃহ্যন্তে। যদ্বা শরীরারম্ভকাণি পঞ্চমহাভূতানি পঞ্চপ্রাণাঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি অন্তঃকরণঞ্চেতি। এবং একবিংশতিসংখ্যাকাঃ প্রত্যেতব্যাঃ। এবং উক্তলক্ষণাস্ত্রিসপ্তসংখ্যা যে দেবাঃ পরিয়ন্তি। প্রতিদিনং প্রতিবৎসরং প্রতিকল্পং প্রতিশরীরং যথোচিতং পর্য্যাবর্ত্তন্তে। পরিপূর্ব্বাৎ ইণ্ গতৌ ইত্যস্মাল্লটি অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। ইণো যণ্ ইতি যণাদেশঃ। যদ্বৃত্তান্নিত্যং ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। উদাত্তবতা তিঙা গতেঃ সমাসবচনং ইতি পরিশব্দস্য তিঙন্তেন সমাসঃ। তিঙি চোদাত্তবতি ইতি গতেরনুদাত্তত্বং। কিং কুর্ব্বাণাঃ। বিশ্বরূপাণি সর্ব্বাণি রূপাণি প্রতিনিয়তাকারান্ জগদনুগ্রহার্থং বিভ্রতঃ ধারয়ন্তঃ। যদ্বা রূপাণি ইতি রূপাণি চেতনাচেতনাত্মকানি বস্তূনি বিভ্রতঃ অভিমতফলপ্রদানেন পোষয়ন্তঃ। বিশ্বেতি। শেশ্ছন্দসি বহুলং ইতি শের্লোপে প্রত্যয়লক্ষণেন নুমি উপধাদীর্ঘত্বে নলোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য ইতি নলোপঃ। বিশ্বশব্দঃ অশূপ্রুষিলটিকণিখটিবিশিভ্যঃ কন্ (উ০ ১।১৫১) ইতি কন্প্রত্যয়ান্তত্বাৎ ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং ইত্যাদ্যুদাত্তঃ। বিভ্রত ইতি। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ ইত্যস্মাল্লটঃ শত্রাদেশঃ। শপঃ শ্লুঃ ভৃঞামিৎ ইত্যভ্যাসস্য ইত্বং। উগিদচাং সর্ব্বনামস্থানেঽধাতোঃ ইতি প্রাপ্তস্য নুমো নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ ইতি প্রতিষেধঃ। প্রত্যয়স্বরেণ শতুরুদাত্তত্বে প্রাপ্তে অভ্যস্তানামাদিঃ ইতি অভ্যস্তস্য আদ্যুদাত্তত্বং। বাচস্পতিঃ বাচঃ বেদাত্মিকায়াঃ পতিঃ পালকঃ স্বামী। নিসর্গসিদ্ধত্বেন নিত্যানামপি বেদানাং প্রথমতস্তন্মুখাদ্ অভিব্যক্তেস্তস্য স্বামিত্বব্যপদেশঃ। পদদ্বয়মপি পরস্পরসাপেক্ষতয়া একার্থতাবৃত্তিমারূঢ়ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সংজ্ঞা। সাবেকাচ ইতি বাচ উত্তরস্যা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি বিসর্জনীয়স্য সত্বং। তেষাং প্রাগুদীরিতানাং ত্রিসপ্তানাং দেবানাং বলা বলানি। পূর্ব্ববৎ শেশ্ছন্দসি বহুলং ইতি শের্লোপঃ। তত্তদসাধারণসামর্থ্যানি শ্রুতধারণাদীনি যে মম মেধাদিফলার্থিনঃ। তেময়াবেকবচনস্য ইতি অস্মচ্ছব্দস্য ষষ্ঠ্যেকবচনান্তস্য মেআদেশঃ। অনুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদৌ ইত্যধিকারাৎ সর্ব্বানুদাত্তত্বং। তন্বঃ তন্বাঃ শরীরস্য। অনিত্যং আগমশাসনং ইতি ভাবঃ। অদ্য ইদানীং মেধাজননাদিকর্ম্মকালে দধাতু বিদধাতু করোতু। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ অস্মাল্লোটি জুহোত্যাদিত্বাৎ শপঃ শ্লুঃ। শ্লৌ ইতি দ্বির্ব্বচনং। তিপঃ পিত্ত্বেন সার্ব্বধাতুকমপিৎ ইতি ঙিত্ত্বাভাবাৎ শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ ইতি আকারলোপাভাবঃ। তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতঃ।

অত্র বলাধানরূপাভিমতফলপ্রদাতৃত্বং বাচস্পতিকর্ত্তৃকং অবগম্যতে। তদ্ অনুক্তৌ দেবতায়া বিগ্রহাদ্যভাবেন ফলদাতৃত্বাযোগাৎ। লোকে হি বিগ্রহাদিমত এব সেবিতস্য রাজাদেঃ

ফলপ্রদাতৃত্বং দৃশ্যতে। নায়ং দোষঃ। দেবতায়া বিগ্রহাদ্যভাবেন ফলদাতৃত্বাসম্ভবেঽপি তদুদ্দেশেন ক্রিয়মাণযাগহোমাদিজনিতাপূর্ব্বস্যৈব ফলপ্রদাতৃত্বাঙ্গীকারাৎ। তথা চ নবমে দেবতাধিকরণে নির্ণীতং। "দেবতা বা প্রযোজয়েদতিথিবদ্ভোজনস্য তদর্থত্বাৎ" (তৈ০ সং ২।৬।৩।৩) ইত্যত্র দেবতা প্রতীয়তে। অপূর্ব্বমপি। তত্র প্রাকরণিকানাং অবঘাতপ্রোক্ষণাদীনাং সন্নিপত্যোপকারকাণাং প্রযাজাদীনাং আরাদুপকারকাণাঞ্চ অঙ্গানাং কিং অগ্ন্যাদিদেবতা প্রযোজিকা উত অপূর্ব্বং ইতি বিষয়ে দেবতৈব প্রযোজিকেতি তাবৎ প্রাপ্তং। কুতঃ। 'যাগেন তোষিতায়া দেবতায়াঃ ফলপ্রদত্বাৎ। সম্ভবতি হি তস্যাঃ ফলপ্রদত্বং মন্ত্রার্থবাদাদিভ্যো বিগ্রহাদিপঞ্চকাবগমাৎ। বিগ্রহঃ হবিঃ স্বীকারঃ তদ্ভোজনং তৃপ্তিঃ প্রসাদশ্চ ইত্যেতৎ চৈতন্যোচিতং পঞ্চকং। "সহস্রাক্ষো গোত্রভিদ্বজ্রবাহুঃ" (তৈ০ সং ২।৩।১৪।৪) ইতি বিগ্রহঃ। "অগ্নিরিদং হবিরজুষত" (তৈ০ ব্রা০ ৩।৫।১০।২) ইতি হবিঃ স্বীকারঃ। "অদ্ধীদিন্দ্র প্রস্থিতেমা হবীংষি" (১।১৬৮) ইতি হবির্ভোজনং। "তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তি" (তৈ০ সং ২।৫।৪।৩) ইতি তৃপ্তিপ্রসাদৌ। ততঃ সেবিতরাজাদিবৎ পূজিতদেবতায়াঃ ফলপ্রদত্বেন প্রাধান্যাৎ সৈব ধর্ম্মাণাং প্রযোজিকা। তথা সতি বিকৃতিষু সৌর্য্যাদিষু প্রাকৃতানাং অগ্ন্যাদীনাং অভাবাৎ তৎসম্বদ্ধা ধর্ম্মা এব তাবৎ নাতিদিশ্যন্তে কুতস্তত্র উহস্য প্রাপ্তিরিতি প্রাপ্তে অভিধীয়তে। কিং দেবতায়াঃ ফলপ্রদাতৃত্বেন প্রাধান্যং শব্দাদ্ আপাদ্যতে বস্তুসামর্থ্যাদ্ বা। নাদ্যঃ। "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যত্র যজেতেতি শব্দেন বিধেয়স্য যাগস্য ফলপ্রদত্বাবগমাৎ। দ্রব্যদেবতে তু সিদ্ধত্বেন বিধানর্হে তত্র যথা দ্রব্যস্য বিধেয়ং প্রতি গুণত্বং তথা দেবতায়া অপি। যদা যাগস্য কালান্তরভাবি ফলং প্রতি ব্যবহিতত্বং তদা তৎসাধনভূতা দেবতা ততোঽপি ব্যবহিতা। কা তর্হি ফলস্য গতিঃ। অপূর্ব্বং ইতি ব্রূমঃ তচ্চ শ্রুত্যা শ্রুতার্থাপত্ত্যা বা প্রতীয়মানত্বাৎ শাব্দং ইতি তস্য ফলপ্রদত্বং উচিতং। নাপি বস্তুসামর্থ্যাদ্ দেবতায়া ফলপ্রদত্বং। বিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রতিপাদকয়োর্মন্ত্রার্থবাদয়োঃ স্বার্থে তাৎপর্য্যাভাবাৎ। অন্যথা "বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা মূলেভ্যঃ স্বাহা" (তৈ০ সং ৭।৩।২০) ইত্যাদিমন্ত্রেষ্বপি দেবত্বং বিগ্রহাদিযুক্তং (চ) কল্প্যেত। তচ্চ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধং। অতো ন রাজাদিবৎ ফলপ্রদত্বং। কিঞ্চ। বিগ্রহাদিমদ্দেবতাবাদ্যপি ন বিনা কর্ম্মণা ফলং অভ্যুপগচ্ছতি। ততঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন উভয়বাদিসিদ্ধস্য যাগস্যৈব ফলপ্রদত্বং অস্তু। কিঞ্চ মাতাপিতৃগুর্ব্বাদিশুশ্রূষায়াঃ বিনাপি দেবতাং ফলপ্রদত্বং উভয়বাদিসিদ্ধং। তস্মাৎ ফলপ্রদং অপূর্ব্বমেব ধর্ম্মাণাং প্রযোজকং। তথা সতি সৌর্য্যাদিষু অগ্ন্যাদিদেবতাভাবেঽপি অপূর্ব্বপ্রযুক্তধর্ম্মাণাং অতিদেশাদ্ অস্তি তত্র উহস্যাবকাশঃ। তদুক্তং। ... ... এবং প্রকৃতেঽপি এতৎসূক্তানুষ্ঠেদাজ্যসমিদ্ধোমাদিজনিতাপূর্ব্বস্যৈব অভিমতফলসাধনত্বং। এবং সতি যে ত্রিষপ্তা ইত্যস্য করণমন্ত্রত্বাৎ মন্ত্রাণাং চ অনুষ্ঠেয়ার্থপ্রকাশকত্বাৎ ফলপ্রার্থনাব্যপদেশেন কর্ম্মাপেক্ষিতদেবতা প্রকাশ্যতে ইতি অবিরোধঃ। অয়ং চ জৈমিনিপক্ষোঽনুক্রান্তঃ। বাদরায়ণস্তু। 'বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদ্ অনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদ্ অর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ।' ইতি প্রমাণান্তরাবিরুদ্ধানাং মন্ত্রার্থবাদাদীনাং স্বার্থেঽপি তাৎপর্য্যাঙ্গীকারেণ দেবানাং বিগ্রহাদিপঞ্চকং অভ্যুপগম্য যাগহোমাদিক্রিয়া-

তোষিতানাং তেষাং দেবানামেব অভিমতফলপ্রদানকর্তৃত্বং অঙ্গীচকার। তথা চ বৈয়াসিকং সূত্রং। "ফলমত উপপত্তেঃ" (ব্রা০ ৩।২।৩৮) ইতি শ্রুতিরপি আরাধিতস্য দেবস্যৈব ফলপ্রদাতৃত্বং দর্শয়তি। "স্ত্রীপুংসোর্ব্বা য ইহ স্থাতুং অপেক্ষ্যতে (তস্মৈ) সর্ব্বৈশ্বর্য্যং দদাতি যত্র কুত্রাপি ম্রিয়েত দেহান্তে দেবঃ পরমং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টেঃ" ইতি (নৃ০ পূ০ ১)। "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যং এভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যং অধো নিনীষতে" (কৌ০ উ০ ৩।৮) ইত্যাদি।

অস্য সূক্তস্য মেধাজননে বিনিয়োগাভিধানাৎ তস্য চ অধীতবেদশাস্ত্রাদিধারণসামর্থ্যাধানরূপত্বাৎ বেদানাং অধিপতিত্রয়ৈব তৎ কর্ত্তুং শক্যতে ইতি ব্রহ্মপ্রার্থনং অত্র কৃতং। অনেনৈবাভিপ্রায়েণ শ্রুতিরপি তদ্বাচকশব্দান্তরং পরিহৃত্য বাচস্পতিশব্দেন ব্রহ্মাণং নিরদিক্ষৎ।

অত্র বিহিতানি মেধাজননাদীনি কর্ম্মাণি ফলার্থী স্বয়মেব যদি অনুতিষ্ঠেৎ তদা মে ইতি অস্মচ্ছব্দস্য মুখ্য এবার্থঃ সম্ভবতি। (যদা তু) ফলভাজো যজমানস্য অশক্ত্যা অনধিকারাদ্বা উক্তানি কর্ম্মাণি অন্যেন কার্য্যন্তে তদা কিং অয়ং মন্ত্রঃ প্রত্যগাশীস্ত্বলিঙ্গাৎ "আয়ুর্দা অগ্নেস্যায়ুর্ম্মে দেহি" (তৈ০ সং ১।৫।৫।৪) ইতিবৎ ফলকাঙ্ক্ষী যজমানেন পঠিতব্যঃ উত "মমাগ্নে বর্চ্চঃ" (ঋ০ ১০।১২৮।১) ইতিবৎ ক্রিয়াকর্ত্রা আচার্য্যেণ। দ্বিতীয়ে পক্ষে মন্ত্রোচ্চারণকর্ত্তুরেব অস্মচ্ছব্দাভিধেয়ত্বাৎ তস্যৈব ফলসম্বন্ধপ্রতীতেঃ কথং যজমানস্য ফলভোক্তৃত্বং ইতি চিন্তায়াং উচ্যতে। "আয়ুর্দা অগ্নে" ইত্যাদেঃ করণতয়া বিধানাভাবাৎ লিঙ্গাদ্ যজমানপাঠ্যতা নির্ণীতা 'মন্ত্রাশ্চাকর্ম্মকরণাস্তদ্বৎ' (জৈ০ ৩।৮।১৫) ইত্যস্মিন্নধিকরণে। অস্য তু গোপথব্রাহ্মণে মেধাজননাদিকর্ম্মসু বিনিয়োগাভিধানাৎ শ্রুত্যা লিঙ্গং বাধিত্বা "মমাগ্নে বর্চ্চঃ" ইতিবৎ। অত্রাপি মন্ত্রস্য ক্রিয়া কর্ত্রা আচার্য্যেণৈব প্রয়োক্তব্যতা। তথা চ ক্রিয়াকর্ত্তুরাচার্য্যস্য দক্ষিণয়া ক্রীতত্বাৎ তদতিরিক্তফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ ফলভোক্তৃত্বং যজমানস্যৈব। "শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি" (জৈ০ ৩।৭।১৮) ইত্যুক্তত্বাৎ। তথা চ মে ইতি সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী। মম যো যজমানস্তস্যেত্যর্থঃ। তথা চ জৈমিনীয়ং সূত্রং। "করণেষ্বর্থবত্ত্বাৎ" (জৈ০ ৩।৮।২৫) ইতি। অত্রায়ং সংগ্রহশ্লোকঃ। "মমাগ্ন ইতি কস্যাত্র ফলং লিঙ্গেন কর্তৃগং। শ্রুত্যা স্বামিনি ন ক্রীতে লিঙ্গং তত্রোপচর্য্যতাং।" ইতি।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্র ('যে ত্রিষপ্তাঃ' ইত্যাদি) মেধাজনন-প্রার্থনা-মূলক। কর্ম্মমাত্রেই মেধা, বুদ্ধি বা জ্ঞান, প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন। এ মন্ত্রে, কর্ম্মারম্ভের প্রথমেই তাই জ্ঞানাধিপতি দেবতার (বাচস্পতির) নিকট ভগবদাত্মভূত শক্তি-সামর্থ্যের প্রার্থনা করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—'হে জ্ঞানাধিপতি দেব, ভগবানের সম্বন্ধযুত শক্তি-সামর্থ্য-জ্ঞান আপনি আমাকে দান করুন।' লক্ষ্য এই যে, তদাত্মশক্তিসম্পন্ন হইলে শ্রেয়োলাভে আর কোনই বিঘ্ন ঘটিবে না। সদ্‌জ্ঞানের মধ্য দিয়াই সে শক্তি লাভ হয়; তাই জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃ-

দেবতার নিকট মেধাজনন জন্য প্রার্থনা জানান হইতেছে। কি ভাবে কি অবস্থায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, কাণ্ডানুক্রমণিকায় এবং ভাষ্যে তাহার আভাষ আছে। কর্ম্মিগণ উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

এই মন্ত্রটী অতি গভীর ভাবদ্যোতক। এতদন্তর্গত প্রত্যেক শব্দই অনুশীলনের উপযোগী। মন্ত্রের প্রথম শব্দ, 'যে'। এই সর্ব্বনাম পদ, পূর্ব্ববর্ত্তী আকাঙ্ক্ষার দ্যোতনা করিতেছে। তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে,—ঐ 'যে' শব্দে সেই 'লোকবেদপ্রসিদ্ধ সর্ব্বেশ্বরের' প্রতিই লক্ষ্য আসিতেছে। তার পর—'ত্রিষপ্তাঃ'। এই পদ সম্বন্ধে ভাষ্যকার বহু গবেষণা করিয়াছেন। তিন আর সাত (ত্রি ও সপ্ত)—এই দুইএর যত কিছু সম্বন্ধ থাকিতে পারে, ঐ শব্দে তাহাই আমনন করা হইয়াছে। পরিশেষে ঐ শব্দে যে সেই অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরকেই বুঝাইয়া থাকে, ভাষ্যকারগণ তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদেও বিভিন্ন স্থানে 'ত্রি' ও 'সপ্ত' শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ আছে * ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে তৎসম্বন্ধে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। কিন্তু ঐ শব্দদ্বয় যে পরমেশ্বরের দ্যোতক, আমরা সে সকল স্থলে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। এখানে সায়ণ-ভাষ্যেও আমাদের সেই মতেরই পোষকতা দেখা যাইতেছে। 'ত্রি' শব্দে 'ত্রিকাল' এবং 'সপ্ত' শব্দে সপ্তলোক; তিন কাল (চিরকাল) সপ্তলোক (অখণ্ড বিশ্ব) ব্যাপিয়া যিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন, ঐ 'ত্রি' ও সপ্ত শব্দদ্বয়ের প্রয়োগে তাহাই বুঝা যায়। সত্ত্বরজস্তমঃ - তিন গুণকে বা তিন গুণের আধারকে 'ত্রি' শব্দে বুঝাইতে পারে; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ঐ 'ত্রি' শব্দেই অভিব্যক্ত হন। সপ্ত শব্দে সপ্তর্ষি, সপ্তগ্রহ, সপ্তমরুদ্গণ, সপ্তলোক প্রভৃতি অর্থও এখানে ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। 'ত্রিসপ্ত' বলিতে শেষে 'অনন্ত' ভাব স্বীকৃত হইয়াছে। 'ত্রিসপ্ত' হইতে 'একবিংশ' রূপ অর্থও গ্রহণ করা হয়। তদনুসারে, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ও অন্তঃকরণ-সমন্বিত দেহ বা দেহীকে বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ, নানা অর্থের মধ্যে দিয়া শেষ ঐ 'ত্রিষপ্তাঃ' শব্দে অনন্তরূপ পরমেশ্বরের প্রতিই লক্ষ্য আসে। তার পর, ক্রিয়াপদ—'পরিয়ন্তি।' প্রতি দিন, প্রতি কল্পে, প্রতি শরীরে, যথাবিধি পর্য্যাবর্ত্তন করিতেছেন অর্থাৎ জড় অজড় সকল পদার্থে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছেন,—এই ভাব ঐ ক্রিয়াপদে প্রকাশ করিতেছে। শ্রীভগবান যে সকলের মধ্যেই বিদ্যমান থাকিয়া ক্রিয়া করিতেছেন, এখানে তাহাই বুঝা যায়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—'বিশ্বরূপাণি বিভ্রতঃ।' তাৎপর্য্য এই, জগতের সকলের প্রতিই অনুগ্রহ-বিতরণের জন্য তিনি সকল রূপ সকল আকার পরিগ্রহ করিয়া আছেন। তিনি চেতনাচেতনাত্মক সকল বস্তুকে অভিমত ফল-প্রদানে পোষণ করিতেছেন। মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—সেই যে তিনি 'ত্রিষপ্তাঃ' তিনি অদ্য তাঁহার আত্মশক্তি আমাকে প্রদান করুন। মন্ত্রে আছে—'তন্ব' এবং 'বলা'। ঐ দুই শব্দের (তন্বাঃ, বলানি) সাধারণ অর্থ—শরীরের বল। সেই 'ত্রিষপ্তাঃ' আমাকে তাঁহাদের শরীরের বল দেন,—বাক্যার্থ এইরূপ হইলেও, উহার তাৎপর্য্য এই যে,—'তদাত্মভূত শক্তি যেন আমরা পাই।' কিন্তু তদাত্মভূত শক্তি'

---

* ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলে দ্বাবিংশ সূক্তে বিষ্ণু স্তোত্রের অন্তর্গত ১৬শ—২১শ ঋক্ ও তদন্তর্গত টীপ্পনী দ্রষ্টব্য।

বলিতে কি বুঝায়? এখানে ভগবানের স্বরূপ স্মরণ করিতে হয়। বহু ব্যষ্টি-শক্তির সমষ্টিতে তিনি সমষ্টিভূত শক্তি; তাই তাঁহাকে মন্ত্রে 'ত্রিষপ্তাঃ' অনন্ত-নামরূপধারী অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন বলা হইয়াছে।* তাঁহার যে শক্তি, সে শক্তি অবিমিশ্র সত্ত্বভাবাপন্ন। যত কিছু দেবশক্তি,

---

* এই মন্ত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার, দেবতত্ত্ব-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ রূপে, বাদ-প্রতিবাদ-সূত্রে, ভাষ্যে দেবকর্ত্তৃত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

বাচস্পতিদেব বলসঞ্চয়রূপ অভিমত ফল প্রদান করিয়া থাকেন,—মন্ত্রার্থে এইরূপ বোধ হইতেছে। এক পক্ষ বলিতে পারেন,–'তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ। যেহেতু, দেবতার কোনরূপ আকৃতি নাই, সুতরাং তিনি ফলদাতা হইতে পারেন না। পরন্তু দেখা যায় যে, এই জগতে রাজা মহারাজা প্রভৃতি শরীর-বিশিষ্ট এবং তাঁহারা সেবিত হইয়া অভীষ্ট দান করিতে সমর্থ।' অন্যপক্ষ কহেন,—'এ দৃষ্টান্ত এস্থলে গ্রহণীয় নহে। কারণ, দেবতার শরীর না থাকায় ফল-প্রদান করা অসম্ভব হইলেও, তাঁহাদের উদ্দেশে যে যাগ-হোম প্রভৃতি করা হইয়া থাকে, তজ্জন্য শাস্ত্র অপূর্ব্বের (অদৃষ্টের) অভীষ্ট-ফলদাতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন। দেবতাধিকরণে এইরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে; যথা, 'দেবতা বা প্রযোজয়েদতিথিবদ্ভোজনস্য; তদর্থত্বাৎ' (তৈ০-সং ২।৬।৩।৩)। এই সূত্রে দেবতার এবং অপূর্ব্বেরও প্রতীতি হইতেছে।' এই স্থলে সংশয় উঠিতে পারে, 'প্রকরণ-সম্বন্ধীয় অবঘাত প্রোক্ষণ প্রভৃতিরূপ সন্নিপত্যোপকারক এবং প্রযাজাদিরূপ অরাদুপকারক অঙ্গ-সমুদয়ের প্রযোজক কি অগ্নি-আদি দেবতা—না অপূর্ব্ব?' কিন্তু দেবতাই ঐ সকল অঙ্গের প্রযোজক, ইহাই স্থির হইতেছে। কেন? যেহেতু, দেবতাগণ যাগকর্ম্মের দ্বারা সন্তোষিত হইয়া ফলপ্রদান করিয়া থাকেন; এবং মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতি হইতে দেবতার বিগ্রহ (শরীর আদি পাঁচটী) অবগত হওয়ায়, তাঁহার ফল-দাতৃত্ব সম্ভবপর হইতেছে। বিগ্রহ, হবিঃ-স্বীকার, হবিঃ-দ্রব্যের ভোজন, তজ্জন্য তৃপ্তি এবং প্রসন্নতা—এই পাঁচটী চেতন পদার্থের পক্ষেই সম্ভব। দেবতার পক্ষেও উক্ত বিগ্রহ-পাঁচটী প্রদর্শিত হইয়া থাকে; যথা,–'সহস্রাক্ষো গোত্রভিদ্-বজ্রবাহুঃ' (তৈ০ সং ২।৩।১৪।৪); অর্থাৎ, 'ইন্দ্র সহস্রাক্ষ এবং বজ্রপাণি।' ইহার দ্বারা ইন্দ্রদেবের বিগ্রহ (মূর্ত্তি) নির্ণীত হইতেছে। 'অগ্নিরিদং হবিরজুষত' (তৈ০ ব্রা০ ৩।৪।১০।২); অর্থাৎ, 'অগ্নিদেব এই হবিঃ সেবা করিয়াছিলেন।' ইহার দ্বারা অগ্নি-কর্ত্তৃক হবিঃ-স্বীকার বুঝাইতেছে। 'অদ্ধীদিন্দ্র প্রস্থিতেমা হবীংষি' (ঋ০ ১০।১১৬।৮); অর্থাৎ 'হে ইন্দ্রদেব! আপনি এই হবনীয় দ্রব্য ভোজন করুন।' ইহার দ্বারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক হবির্ভোজন প্রতীত হইতেছে। "তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তি" (তৈ০ স০ ২।৫।৪।৩); অর্থাৎ, 'ইন্দ্র তৃপ্ত হইয়া যজমানকে সন্ততি ও পশু প্রদান পূর্ব্বক তৃপ্ত করিয়া থাকেন।' ইহা হইতে তৃপ্তি ও প্রসন্নতা উভয়ই প্রতীত হইতেছে। অতএব, সেবিত রাজাদির ন্যায়, পূজিত দেবতাও ফলদানকর্ত্রী বলিয়া প্রধান; সুতরাং উক্ত দেবতাই অঙ্গ-কর্ম্ম-সকলের প্রযোজক,—ইহাই স্থির হইল।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন,—'সৌর্য্যাদিরূপ বিকৃতি-কর্ম্ম-সকলে প্রকৃতিসম্বন্ধীয় দধি-আদির অভাব-হেতু প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম-সকলেরও অতিদেশ (আরোপ) করা যায় না;

সকলই তৎশক্তির অন্তর্নিহিত। এখানে তাই বলা হইতেছে,—তদন্তর্গত দেবশক্তিসমূহ যেন আমি প্রাপ্ত হই। বাচস্পতি—জ্ঞানদাতা দেব। জ্ঞানের মধ্য দিয়াই সকল শক্তি—সকল সদ্ভাব-মূলক শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই জ্ঞানাধিপতি দেবতাকে প্রথমেই আহ্বান

অর্থাৎ, বিকৃত কর্মের দ্বারা প্রকৃত কর্মের অভাব পূরণ হয় না। কেন-না, অতিদেশবিষয়ে উহের প্রাপ্তি কোথা হইতে হইবে অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা অজ্ঞাত বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব নহে।' এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থিরীকৃত হইলে, বিতর্ক উঠিতে পারে, দেবতা যে ফলদাত্রী,—ইহা কি প্রামাণ্য শব্দ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে? না বস্তু-সামর্থ্য হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে? প্রথম পক্ষ বলিতে পার না; কারণ, 'স্বর্গকামো যজেত' এই বাক্যে, 'যজেত' এই শব্দ দ্বারা বিধেয় যাগেরই ফলদাতৃত্ব প্রতীত হইতেছে। কিন্তু দ্রব্য ও দেবতা উভয়ই সিদ্ধবস্তু। সুতরাং, উহাদের জন্য বিধি-বাক্যের প্রয়োজন হয় না। যেমন দ্রব্য বিশেষ যাগাদির গুণ অর্থাৎ অঙ্গ, সেইরূপ দেবতাও অঙ্গরূপে প্রসিদ্ধ। যখন, যাগ কর্ম্ম কালান্তরে ভাবিফলের ব্যবহিত কারণ হইয়া থাকে; তখন, যাগের সাধন-স্বরূপ দেবতা সেই যাগাপেক্ষাও ব্যবহিত কারণ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ফলের উপায় কি হইবে? এই আশঙ্কায় বলিব যে,—অপূর্ব্বই ইহার উপায়। সেই অপূর্ব্ব শ্রুতি দ্বারা, অথবা শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা, প্রতীয়মান হয় বলিয়া, 'শাব্দ' (অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের বিষয়ীভূত) এই জন্য তাহার ফল-প্রদত্ব যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু এ পক্ষে, দেবতার ফলদাতৃত্ব বস্তু-সামর্থ্য হইতে প্রতীত হইতেছে, ইহাও বলা যায় না। যেহেতু, বিগ্রহ-হবিঃ-স্বীকার প্রভৃতির প্রতিপাদক যে মন্ত্র ও অর্থবাদ, এই উভয়ের প্রকৃতপক্ষে তাৎপর্য্য থাকে না। অন্যথা, 'বনস্পতিভ্যঃ স্বাহা, মূলেভ্যঃ স্বাহা' (তৈ০ স০ ৭।৩।২০) ইত্যাদি সকল মন্ত্রে বিগ্রহ হবিঃ-স্বীকারাদি-যুক্ত দেবত্ব কল্পনা করিতে হইবে। এরূপ কল্পনা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ। অতএব দেবতা, রাজাদির ন্যায়, ফলদাত্রী নহে, ইহা স্থির হইল।

যাঁহারা দেবগণকে বিগ্রহাদিবিশিষ্ট বলেন, তাঁহারাও কর্ম্ম-ব্যতিরেকে ফল স্বীকার করেন না। সেই জন্য প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বিচার দ্বারা বিগ্রহাদি-বিশিষ্ট দেবতাবাদী ও অপূর্ব্ববাদী—এই উভয়বাদীর মতেই যাগ কর্ত্তব্যরূপে সিদ্ধ, সুতরাং তাহারই ফলদাতৃত্ব স্থির থাকুক। আরও, দেবতা ব্যতিরেকেও মাতা পিতা এবং গুরু প্রভৃতির শুশ্রূষা ফল দান করিয়া থাকে, ইহাও উক্ত উভয়বাদীর মতসিদ্ধ। বস্তুতঃ, অপূর্ব্বই অঙ্গের প্রযোজক এবং ফল প্রদান করিয়া থাকে। তাহা হইলে, সৌর্য্যাদি বিকৃত-কর্ম্মে অগ্নি আদি দেবতা না থাকিলেও, অপূর্ব্বপ্রযুক্ত প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় অঙ্গ-সকলের অতিদেশ-হেতু, উক্ত স্থলে উহ হইতে পারিল। এইরূপ কথিত আছে যে—এই প্রকার প্রকৃতস্থলেও এই সূক্ত দ্বারা অনুষ্ঠেয় যে ঘৃত, সমিধ্, হোম প্রভৃতি কার্য্য, তজ্জন্য অপূর্ব্বই অভিমত-ফলের সাধন (নিষ্পাদক)। এইরূপ স্থির হইলে, 'যে ত্রিষপ্তা' ইহার করণ-মন্ত্র হওয়ায় এবং মন্ত্র-সমূহ অনুষ্ঠেয়-কার্য্যের অর্থ-প্রকাশক বলিয়া, ফল-প্রার্থনাচ্ছলে কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষিত দেবতাকে প্রকাশ করিতেছে; এই নিমিত্ত কোনও মতের বিরোধ হইল না। ইহা মহর্ষি জৈমিনির অভিমত অনুক্রমে কথিত হইয়াছে।

করা হইয়াছে। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে—সদ্বৃত্তি-সদ্ভাবের সমাবেশে ভগবানের স্বরূপ-শক্তি লাভ হয় এখানকার প্রার্থনা,—'হে দেব, আমায় সেই জ্ঞান দেও, যেন আমি সেই জগৎপতি জগন্নাথের স্বরূপ-শক্তি প্রাপ্ত হই।' (১কা ১অ ১সূ—১ম)।

কিন্তু বাদরায়ণ এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন যে 'বিরোধে গুণবাদঃ স্যাৎ অনুবাদো-হবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদাস্ত্রিধামতঃ।' অর্থাৎ, বিধিবাক্যদ্বয়ের বিরোধ হইলে একটীর গুণবাদ, নিশ্চিতস্থলে অনুবাদ, বিরোধ ও অবধারণ না থাকিলে ভূতার্থবাদ,—এইরূপে অর্থবাদ ত্রিবিধ হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণান্তরের অবিরুদ্ধ এরূপ মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতির স্বার্থে অর্থাৎ স্বপ্রতিপাদ্যবিষয়ে তাৎপর্য্য স্বীকার করায়, দেবগণের সম্বন্ধে বিগ্রহ হবিঃ-স্বীকার প্রভৃতি পাঁচটিকে যথাযথ অনুসন্ধানানন্তর বলা যায়,—যাগ ও হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া অভিমত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এস্থলে বৈয়াসকসূত্র আছে যে, 'ফলমত উপপত্তেঃ' (ব্রা০ ৩।২।৩৮)। দেবতা আরাধিত হইয়া ফলদান করেন, শ্রুতিতেও ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা,—"স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে যে কেহ এস্থলে থাকিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করে, দেবতা তাহাকে সকল ঐশ্বর্য্য দান করেন; ঐ ব্যক্তি যে কোনও স্থানে মৃত হইবে, দেবতা তাহার দেহের অবসানকালে পরম তারকব্রহ্ম নাম বলিয়া থাকেন।" (নৃ০ পূ০ ১)। আরও শ্রুতি আছে যে,—"এষহ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যোলোকেভ্যা উন্নিনীষতে, এষহ্যেবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যম অধোনিনীষতে।" (কৌ০ উ০ ৩৮)। অর্থাৎ,—'এই দেব যাহাকে এই লোকসকল হইতে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে উত্তম কর্ম্ম করাইয়া থাকেন; এবং যাহাকে অধোলোক পাওয়াইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে নিকৃষ্ট কর্ম্ম করাইয়া থাকেন।'

এই সূক্তের বিনিয়োগ মেধাজনন-কার্য্যে কথিত হওয়ায় এবং ঐ সূক্ত অধীত বেদশাস্ত্র প্রভৃতির ধারণ বিষয়ক সামর্থ্যের উপচয়স্বরূপ বলিয়া, বেদসমূহের অধিপতি ব্রহ্মাই তাহা করিতে পারেন এই নিমিত্ত, এই সূক্তে ব্রহ্মার প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতিও ব্রহ্মার বাচক শব্দান্তর ত্যাগ করিয়া 'বাচস্পতি' এই শব্দের দ্বারা ব্রহ্মাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে যদি ফলপ্রার্থী স্বয়ংই বিহিত মেধাজনন প্রভৃতি কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে 'মে' এই অস্মৎ-শব্দের মুখ্য অর্থই থাকে। আর যখন ফলভাগী, যজমানের অবর্ত্তমান থাকায় কিম্বা অনধিকারহেতু উক্ত কর্ম্ম-সকল অন্য ব্যক্তির দ্বারা করান হইবে, তখন এই মন্ত্র 'প্রত্যাগাশীস্ত্বং লক্ষ্যাৎ' এবং 'অগ্নেধা অগ্নেস্বায়ুর্মে দেহি' এই সকল মন্ত্রের ন্যায়, ফলভাগী যজমান পাঠ করিবে; অথবা 'মমাগ্নেবর্চ্চ (ঋ০ ১০।১২৮।১) এই মন্ত্রের ন্যায় কর্ম্মকর্ত্তা আচার্য্য পাঠ করিবেন।

দ্বিতীয় পক্ষে (ক্রিয়াকর্ত্তা আচার্য্য মন্ত্রপাঠ করিবেন, এই পক্ষে), মন্ত্রের উচ্চারণ-কর্ত্তাই মন্ত্রস্থ 'অস্মৎ' শব্দের অভিধেয়। এই হেতু উচ্চারণ-কর্ত্তা আচার্য্যের সহিত ফল-সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং যজমান কিরূপে ফলভাগী হইতে পারে? এইরূপ ভাবনায় বলা যাইতেছে যে,—'আয়ুর্দ্দা অগ্নে' ইত্যাদি মন্ত্র করণরূপে বিহিত না হওয়ায় পদার্থশক্তিদ্বারা 'মন্ত্রাশ্চাকর্ম্ম-

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ।

বসোষ্পতে নি রময় ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতং॥ ২॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

পুনঃ। আ। ইহি। বাচঃ। পতে। দেবেন। মনসা। সহ।

বসোঃ। পতে। নি। রময়। ময়ি। এব। অস্তু। ময়ি। শ্রুতং॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুনঃ' (অপিচ) 'বাচস্পতে' (বেদরূপবাক্যাধিপতে, জ্ঞানাধিপতে ইতি ভাবঃ) ত্বং 'দেবেন' (প্রকাশমানেন সত্ত্বগুণোদ্ভাসিতেন) 'মনসা' (অন্তরিন্দ্রিয়েন) 'সহ' (সংযোগং) 'এহি' (আগচ্ছ অস্মান প্রাপ্নুহি ইতি শেষঃ)। হে দেব! জ্ঞানরূপ স্বপ্রকাশেন মমান্তঃ-করণং সত্ত্বগুণান্বিতং কুর্ব্বংস্তত্রৈব বিরাজ ইতি ভাবঃ। আগত্য চ, 'বসোষ্পতে' (ঐশ্বর্য্যাস্ত জ্ঞানরূপস্য স্বামিন) 'ময়ি এব' (মম সমীপে এব, ন তু দূরে স্থিতঃ সন ইতি শেষঃ) 'নিরময়' (ক্রীড়য়, অভীষ্টমেধাসমৃদ্ধিদানেন মামাহ্লাদয় ইত্যর্থঃ); এবঞ্চ 'শ্রুতং' (বেদাদিশাস্ত্রজন্যং জ্ঞানং) 'ময়ি' (মদাশ্রিতং) 'অস্তু' (ভবতু)। ত্বৎপ্রসাদাৎ যথা মম শাস্ত্রজ্ঞানং প্রমাদরহিতং ভবতি তথা বিধেহি ইতি প্রার্থনা। (১কা—১অ—১সূ—২ম)।

• • •

করণাস্তত্ত্বৎ' (জৈ০ ৩।৭।১৮) এই অধিকরণে 'যজমানই মন্ত্র পাঠ করিবে' এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। গোপথব্রাহ্মণে মেধাজননাদি কর্ম্মসকলে এই মন্ত্রের বিনিয়োগ অভিহিত হইয়াছে। এই হেতু শ্রুতিদ্বারা লিঙ্গ (পদার্থশক্তি) বাধিত হওয়ায়, 'মমাগ্নে বর্চ্চঃ' এই মন্ত্রের ন্যায়, এই মন্ত্রও ক্রিয়া-কর্ত্তা আচার্য্য কর্তৃক প্রযোক্তব্য। ক্রিয়া-কর্ত্তা আচার্য্য দক্ষিণা দ্বারা ক্রীত; সুতরাং তাঁহার অতিরিক্ত ফল উৎপন্ন হয় না বলিয়া যজমানই ফলভাগী হইবে; কারণ, 'শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। 'মে' এই পদে সম্বন্ধে ষষ্ঠী, মম অর্থাৎ যে যজমান, তাহার। উক্ত বিষয়ে জৈমিনি বলিয়াছেন,—'করণেষ্বর্থবত্ত্বাৎ' ইতি। এইসূত্রে 'মমাগ্নে ইতি কর্ত্তাত্র' ইত্যাদি রূপ সংগ্রহ শ্লোক আছে।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানাধিপতি! সত্ত্বগুণদ্বারা (আমাকে) উদ্ভাসিত করিয়া আমার মনের সহিত আপনি মিলিত হউন। (হে দেব! স্বকীয় জ্ঞানরূপ প্রকাশ দ্বারা আমার অন্তঃকরণকে সত্ত্বগুণযুক্ত করিয়া, সেই অন্তঃকরণে আপনি বিরাজ করুন)। হে জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি! আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, আমাকে মেধাসমৃদ্ধি প্রদানপূর্ব্বক আনন্দিত করুন। আপনার প্রসাদে আমার জ্ঞান প্রমাদ-পরিশূন্য হউক। (১কা—১অ—১সূ—২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং। (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে বাচস্পতে বাচঃ বেদরূপায়াঃ পালয়িতর্দেব। সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎস্বরে ইতি ষষ্ঠ্যন্তস্য পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্য আমন্ত্রিতস্য চ ইত্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং॥ ঈদৃশ হে ব্রহ্মন্ দেবেন দ্যোতনাত্মকেন মনসা অন্তঃকরণেন। অনুগ্রহবুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। সকলেন্দ্রিয়ানুগ্রাহকত্বাৎ সত্ত্বগুণপরিণামরূপত্বেন স্বচ্ছত্বাচ্চ মনসো দ্যোতনাত্মকত্বং। তাদৃশেন মনসা সহ সংগতঃ সন পুনরেহি। ক্রিয়াভ্যাবৃত্ত্যুপলক্ষণার্থোঽয়ং পুনঃ শব্দঃ। অভিমতফলপ্রদানার্থং পুনঃ পুনর্মৎসমীপং আগচ্ছেত্যর্থঃ॥ স্বরাদিগণে পুনরাদ্যুদাত্তঃ ইতি পাঠাৎ পুনঃ শব্দ আদ্যুদাত্তঃ। অত্র বাচস্পতেরাগমনং ফলপ্রদানার্থং। তচ্চ ফলপ্রদানং কিং বাচস্পতেরেব উত মনসোঽপীতি বিচিকিৎসায়াং সহভাবশ্রবণাৎ মনসোঽপীতি প্রাপ্তং। তচ্চ অযুক্তং। "সহৈব দশ ভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দ্দভী" ইতিবৎ সহশব্দশ্রবণেঽপি অপ্রাধান্যাদ্ মনসঃ ক্রিয়ানন্বয়িত্বাৎ। অপ্রাধান্যং চ "সহযুক্তেঽপ্রধানে" ইতি-তৃতীয়াবিধানাৎ। তথা শেষলক্ষণে "ত্বষ্টারং তূপলক্ষয়েৎ পানাৎ" । জৈ০ ৩।২।৩৪। ইত্যধিকরণেঽপি এবমেব নির্ণীতং। তথা হি "অগ্না৩ই পত্নীবাঃ৩ সজূর্দ্দেবেন ত্বষ্ট্রা সোমং পিব স্বাহা" (তৈ০ সং ১।৪।২৭) ইতি পাত্নীবতগ্রহহোমমন্ত্রে ত্বষ্টুঃ পত্নীবদগ্নিসহভাবশ্রবণেন পানক্রিয়ান্বয়াদ্ দেবতাত্বাৎ তদ্রূপশেষভক্ষণমন্ত্রেঽপি উপলক্ষণীয়ত্বং আশঙ্ক্য রাদ্ধান্তিতং ত্বষ্টুঃ অপ্রধানবিভক্ত্যাভিহিতত্বেন সহভাবমাত্রপ্রতীতেঃ পানক্রিয়ান্বয়িত্বাভাবাদ্ অদেবতাত্বাদ্ ভক্ষণমন্ত্রে নোপলক্ষণীয়ত্বমিতি। অপি চ হে বসোষ্পতে বাসকস্য গ্রামপশ্বাদিরূপস্য ধনস্য স্বামিন্॥ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদ্ বস নিবাসে ইত্যস্মাৎ শৄস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবসিহনিক্লিদিবন্ধিমনিভ্যশ্চ [উ০ পা০ ১।১০। ইতি উপ্রত্যয়ঃ। অনিত্যং আগমশাসনং ইতি নুমভাবে ষষ্ঠীতি ইতি গুণে ভাসভসোশ্চ ইতি পূর্ব্বরূপতা। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। পূর্ব্ববৎ পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্য ষাষ্ঠিকং আদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা বসোঃ বাসকস্য প্রাণস্য পতে স্বামিন্ প্রজাপতে নিরময় অভিমতগ্রামাদিলক্ষণফলপ্রদানেন নিতরাং অস্মান ক্রীড়য়। যস্ত্বং বসুপতিঃ অতস্তব গ্রামাদিবিবিধফলপ্রদানশক্তিরস্তি। তস্মাদ্ অস্মদপেক্ষিতানাং বিবিধফলানাং সাকল্যেন প্রদানাৎ নিরন্তরং সুখয়েত্যর্থঃ॥ অস্মাদেব লিঙ্গাৎ গ্রামসাম্পদাদিষু

কর্ম্মণ্য বিনিয়োগ উপপন্নঃ॥ রমু ক্রীড়ায়াং। অস্মাৎ হেতুমতি ণিচি উপধাবৃদ্ধৌ জনীজৄষ্‌ক্নসুরঞ্জোঽমন্তাশ্চেতি মিত্বাৎ মিতাং হ্রস্বঃ ইত্যুপধাহ্রস্বত্বং॥ ইদানীং গ্রামাদিবিবিধ-সম্পত্ত্যা সর্ব্বোৎকৃষ্টতাং আত্মনঃ প্রার্থয়তে। ময্যেবাস্তু ত্বয়া দত্তং গ্রামাদিকং অনন্যসাধারণ্যেন ময্যেব বর্ত্ততাং। অন্যযোগব্যবচ্ছেদার্থোঽয়ং এবকারঃ। যত এবকারস্ততোঽন্যত্রাবধারণং ইতি ন্যায়েন অস্মচ্ছব্দাৎ পরতোবর্ত্তমানেন এবকারেণ গ্রামাদীনাং নিয়মমানত্বাৎ॥ মেধাজননস্য প্রাধান্যং দর্শয়িতুং বিপ্রপরিব্রাজকন্যায়েন পার্থক্যেন নির্দ্দিশতি শ্রুতমিতি। শ্রুতং উপাধ্যায়াদ্‌ বিধিতোঽধীতং বেদশাস্ত্রাদিকমপি ময্যেব। অস্তু ইত্যনুষঙ্গ। সম্যগধীত-স্যাপি বেদাদেঃ প্রায়েণ বিস্মরণসম্ভবাদ্‌ অধীতস্য ধারণার্থং মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ॥ ২॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—‡ + ‡—

এই মন্ত্র পূর্ব্ব-মন্ত্রোক্ত ভগবান্‌ বাচস্পতির উদ্দেশ্যেই প্রযোজিত হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথম অংশে সাধকের স্বীয় অন্তঃকরণে জ্ঞানাধিপতির মিলন, আগমন অর্থাৎ বিকাশ প্রার্থনা সূচিত রহিয়াছে। এই অংশে 'মনসা' পদের যে 'দেবেন' বিশেষণ দৃষ্ট হয়, তাহা অতি গভীর-ভাবোদ্দীপক। এস্থলে 'দেব' শব্দের অর্থ দীপ্তিযুক্ত। যাহা স্বয়ং দীপ্তিমান্‌, তাহা সমস্ত পদার্থই প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। যখন অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ জ্ঞান বিকাশ পায়, তখন তাহাতে রজঃ ও তমঃ গুণ থাকিতে পারে না; কেবল সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে; সেই সত্ত্বগুণ-প্রভাবে মন (অন্তঃকরণ) স্বচ্ছ আলোক প্রাপ্ত হয়; এখানে সেইরূপ অন্তঃকরণই লক্ষ্য রহিয়াছে। যতক্ষণ সত্ত্বগুণ সম্পূর্ণভাবে অন্তঃকরণকে অধিকার না করে, ততক্ষণ মন কলুষিত বা মলিন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে; সেই মলিনতাবস্থায়, মলিন দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায়, পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় না। অতএব, মনের মালিন্য দূর করিতে হইলে, বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রবাহের আবশ্যক। সেই জ্ঞান, জ্ঞানাধিপতি ভিন্ন কে প্রদান করিতে পারে? তাই সাধক ডাকিতেছেন,—'হে জ্ঞানাধিপতি! আমার সত্ত্বগুণযুক্ত অন্তঃকরণের সহিত মিলিত হউন; আমার হৃদয়ের তমঃ ও রজঃ গুণ নাশ করিয়া আমাতে সত্ত্ব-গুণের বিকাশ করুন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের 'বসোষ্পতে' পদ দ্বারাও সেই জ্ঞানাধিপতিকেই আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার 'বসু' শব্দে 'গ্রামাদিরূপ সম্পত্তির অধিপতি' অর্থ করিয়া, পরে 'প্রাণাধিপতি' অর্থ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা 'বসু' শব্দে মেধা-জ্ঞানরূপ সম্পত্তিকে ধরিয়া, উক্ত শব্দে 'হে মেধা-জ্ঞানরূপ সমৃদ্ধিস্বামিন্‌' অর্থ গ্রহণ করিলাম। এ ক্ষেত্রে, 'ময়ি' পদে 'সামীপ্যার্থে সপ্তমী' ও 'এব' শব্দে দূর-ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ দুই পদে 'আমার নিকটেই—দূরে নহে' এইরূপ অর্থই প্রতীত হয়। দ্বিতীয় 'ময়ি' পদে আধার (আশ্রয়) অর্থে সপ্তমী, সুতরাং 'আমার আশ্রিত' এইরূপ অর্থও হইতে পারে। যিনি যে পদার্থের অধিস্বামী, প্রার্থীকে তিনি তাহা প্রদান করিতে

পারেন। তাই সাধক তাঁহাকে ডাকিতেছেন,—'হে সমস্ত মেধা-জ্ঞান-সমৃদ্ধি-স্বামিন্ ভগবন! আপনি আমার মধ্যে প্রকটিত হইয়া, আমাকে মেধা ও জ্ঞানরূপ সম্পত্তি প্রদান দ্বারা আনন্দিত করুন।' (১কা—১অ—১সূ—২ম)।

— • —

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

ইহৈবাভি বি তনূভে আর্ত্নী ইব জ্যয়া।

বাচস্পতির্নি যচ্ছতু মষ্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতং ॥ ৩ ॥

পদ-পাঠঃ।

ইহ। এব। অভি। বি। তনু। উভে ইতি। আর্ত্নী

ইবেত্যার্ত্নীঽইব। জ্যয়া।

বাচঃ। পতিঃ। নি। যচ্ছতু। ময়ি। এব। অস্তু। ময়ি। শ্রুতং ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'ইহ' (অস্মিন্ তব উপাসকে ময়ি ইত্যর্থঃ) 'এব' (খলু, নিশ্চিতং) 'জ্যয়া' (ধনুর্গুণেন) 'আর্ত্নী ইব' (ধনুষোঽগ্রৌ ইব, আভবিতত্বেতে ইতি শেষঃ); যথা ধনুষি যোজিতো গুণঃ ধনুষোঽগ্রভাগৌ শরক্ষেপকস্য অভ্যাকর্ষতি তথা ইতি ভাবঃ। 'উভে অপি' (ঐহিক-পারত্রিক-ফলসাধনে মেধাং জ্ঞানঞ্চ অপি) 'অভি বি তনু' (সর্ব্বতো-ভাবেন বিস্তারয়, সর্ব্বলোকেভ্যোঽপি অসাধারণেন বিবর্দ্ধয় ইত্যর্থঃ)। 'পতিঃ' (প্রভুঃ, ভক্তপালক ইত্যর্থঃ) ভবান, 'ময়ি এব' (মদ্বিষয়িণীঃ এব, নান্যজনবিষয়িণীরিত্যর্থঃ) 'বাচঃ' (বেদাত্মিকাঃ, জ্ঞানোন্মেষিতা বাণীঃ) 'নি যচ্ছতু' (নিয়ময়তু); মম বাক্যানি যথা পরমার্থং অনুসরন্তি তথা করোতু ইতি ভাবঃ। এবঞ্চ ত্বৎপ্রসাদেন, 'শ্রুতং' (শাস্ত্রজ্ঞানং, অথবা

ময়া যৎ গুরুভ্যঃ শ্রুতমুপদেশবাক্যং তৎ) 'ময়ি অস্তু' (আশ্রয়ভূতে ময়ি ভবতু, সুস্থিরং তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ হে দেব! ভবানেব বাক্পতিত্বেন বাচাং নিয়মনে সমর্থঃ; অতএব যথা মদীয়া বাণী ভ্রমপ্রমাদরহিতা ভবেৎ, তথা তাং নিয়ময়তু ইতি ভবন্তং প্রার্থয়ামি। (১কা ১অ—১সূ-৩ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানাদিদেব! যেরূপ ধনুকে যোজিত গুণ (ছিলা) ধনুকের দুই অগ্রভাগকে শরাক্ষেপকের অভিমুখে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ আপনার উপাসক এই আমাকে ঐহিক ও পারত্রিক ফল-সাধক যে মেধা ও জ্ঞান—তদুভয়ের প্রতি সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করুন। হে আমার পালনকর্ত্তা, আপনি মদ্বিষয়িণী বেদরূপা বাণীকে নিয়মিত করুন; (যাহাতে আমার সমুদায় বাক্য পরমার্থের অনুসরণ করে, সেইরূপ বিধান করুন)। আপনার অনুগ্রহে আমার শাস্ত্র-জ্ঞান (গুরুগণের নিকট হইতে যে সকল উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়াছি তৎসমুদায়) আমাতে সুস্থির হউক। (ভাবার্থ:—হে দেব! আপনি বাক্যের অধিপতি, সুতরাং আপনিই বাক্যকে যথাযথ নিয়মিত করিতে সমর্থ। অতএব, যেরূপে আমার বাণী (বাক্য) সত্য অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপে তাহাকে নিয়মিত করুন,—ইহাই প্রার্থনা।)॥ (১কা—১অ—১সূ—৩ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং। (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে বাচস্পতে ইহৈব অস্মিন্নেব সাধকে জনে। ইদমো হঃ ইতি সপ্তম্যর্থে হপ্রত্যয়ে ইদম ইশ্ ইতি ইশাদেশঃ। উভে শ্রুতধারণলক্ষণাং মেধাং বিবিধভোগহেতুভূতাং গ্রামাদি সম্পদং চ। অনয়োঃ ঐহিকামুষ্মিকফলসাধনেন ব্যবস্থিতত্বাৎ কোটিদ্বয়েন নির্দ্দেশঃ। তে উভে অপি ফলে অভি বি তনু অভিতো বিস্তীর্ণে কুরু। সর্ব্বজনেভ্যোঽপি ময্যেব প্রভূতে কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ তনু বিস্তারে। তনাদিকৃঞভ্য উঃ ইতি উপ্রত্যয়ঃ। উতশ্চ প্রত্যয়াদসংযোগপূর্ব্বাৎ ইতি হের্লুক্। তত্র দৃষ্টান্তঃ। জ্যয়া মৌর্ব্ব্যা ধন্বনি আরোপিতয়া আর্ত্নীইব অটন্যাবিব। তে যথা আভিবিতন্যেতে তথেত্যর্থঃ। অনেন শরসতঃ অপ্রাপ্তয়োরপি বলাৎ প্রাপণং উক্তং ইতি দ্রষ্টব্যং। যদ্বা ইহৈব অভি বি তনু। আভিমতং ফলং ইতি শেষঃ। উভে আর্ত্নী ইবেতি উভশব্দস্য উত্তরত্র সম্বন্ধঃ॥ ঈদূদেদ্দ্বিবচনমিতি প্রগৃহ্যসংজ্ঞা। প্লুতপ্রগৃহ্যা অচি ইতি প্রকৃতিভাবঃ। আর্ত্নী ইবেতি। ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ বক্তব্যং ইতি সমাসঃ॥ ইদানীং প্রাপ্তস্য ফলস্য স্থৈর্য্যং প্রার্থয়তে। বাচস্পতিঃ বিধাতা নি যচ্ছতু

স্বাত্মনে দত্তং নিখিলং ফলং নিয়মযতু। যথা মাং ন জহাতি তথা স্থিরীকরোতু ইত্যর্থঃ। নিপূর্ব্বাদ্ যমেঃ শপি ইষগমিযমাং ছঃ ইতি ছত্বং। তিঙ্‌ঙতিঙঃ ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। অভিমতস্য ফলস্য অযোগব্যবচ্ছেদং উক্ত্বা অন্যযোগব্যবচ্ছেদং আহ। ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতমিতি। ব্যাখ্যাতমেতৎ। ৩।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রও বাচস্পতিদেবের নিকট প্রার্থনা-মূলক। এই মন্ত্রের কয়েকটি পদ বিশেষ ভাবে আলোচ্য। 'ইহ এব' এই স্থলে 'ইদম্' শব্দ নিষ্পাদিত 'ইহ' শব্দে অতি নিকটস্থিত বস্তুকে বুঝায়। যিনি যে দেবতার উপাসনা করেন, তিনি ক্রমশঃ তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইতে থাকেন। মানস-গতিতে বা অন্তর্দৃষ্টিতে উপাস্যকে অতি নিকটেই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি উপাস্য বস্তু অতি দূরে থাকেন বা সহসা দৃষ্টিগোচর না হন; তাহা হইলে, উপাসকের উপাসনা নিরর্থক; এবং সে উপাসনায় উপাসকের প্রবৃত্তিই আসে না। যদি কোন মূর্ত্তি দৃষ্টি-গোচর না হয়, তাহা হইলে 'ইহা দুর্গা' 'ইহা সরস্বতী' এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হয় না; সুতরাং উপাসক কাহার উপাসনা করিবেন? উপাস্যদেবের নিকটে গমন বা তাঁহার দর্শন—শাস্ত্র-শ্রদ্ধা-সাপেক্ষ। এই স্থলে 'ইহ' শব্দ উপাস্য উপাসক-ভাব-সম্বন্ধ দ্বারা বাচস্পতিদেবের ও সাধকের পরস্পর নিকটবর্ত্তিত্ব সূচিত করিতেছে। 'উভে' এই পদ স্থিত 'উভ' শব্দ স্বভাবতঃ দুইটি বস্তুকে বুঝায়। ঐ পদে পূর্ব্বপ্রার্থিত মেধা ও জ্ঞানকে বুঝাইতেছে। উক্ত মেধা ও জ্ঞান—ঐহিক ও পারত্রিক এই উভয়বিধ শুভ ফলের জনক। ইহলোকে মেধাশক্তি দ্বারা অধীত-বিদ্যার প্রকৃত ভাবে আরাধনা করিয়া, তদ্দ্বারা মানব, রাজপ্রসাদ যশঃ ও সৌভাগ্য প্রভৃতি লাভ করে; এবং শাস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞানানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জাগতিক মোহ-পাশ ছেদন করিয়া শান্তিময় নির্ব্বাণমুক্তিরূপ সুখ প্রাপ্ত হয়। এ মন্ত্রে প্রার্থনাকারী স্বীয় উপাস্যদেব ভগবান্ বাচস্পতির নিকট উক্ত দ্বিবিধ ফলজনক মেধা ও জ্ঞানের অসাধারণ বৃদ্ধি প্রার্থনা করিতেছেন। উক্ত 'উভে' পদ তাহাই দ্যোতনা করিতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে যে 'বাচস্পতিঃ' শব্দ আছে, ভাষ্যকারের মতে তাহার অর্থ 'বিধাতা'। 'বাচঃ+পতিঃ' এইরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা যদি অর্থ করি, তাহাতেও লক্ষ্য স্থির হয়। 'পতি' শব্দের অর্থ পালক বা রক্ষাকর্ত্তা। তদনুসারে মেধাদিসমৃদ্ধির পালক সেই ভগবান্ বাচস্পতিই লক্ষ্যস্থল হন। তাহা হইলে, 'নিযচ্ছতু' এই ক্রিয়ার সহিত অন্বয় করিবার নিমিত্ত যুষ্মদর্থক 'ভবৎ' (ভবান্) শব্দ অধ্যাহার করার আবশ্যক হয়। এবং 'বাচঃ' এই বিভক্তি পদের অর্থ বেদরূপ বাক্যসমূহ অথবা জ্ঞানপ্রযুক্ত ভাষা-স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'যিনি প্রভু, তাঁহার অসাধ্য কি আছে! হে দেব! আপনি প্রভু; আপনি আমার ভ্রমপ্রমাদজড়িত বাক্যসমূহকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকৃত পরমার্থপথে পরিচালিত করুন; আমি যেন আপনার প্রসাদে শাস্ত্রীয় গূঢ়ার্থ সম্পন্ন বাক্য-সমূহ হৃদ্গত করিতে পারি।' (১কা-১অ-১সূ-৩ম)

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

উপহূতো বাচস্পতিরুপাস্মান্ বাচস্পতির্হ্বয়তাং।

সং শ্রুতেন গমেমহি মা শ্রুতেন বি রাধিষি ॥ ৪

পদ-পাঠঃ।

উপ২হূত। বাচঃ। পতিঃ। উপ। অস্মান্। বাচঃ।

পতিঃ। হ্বয়তাং।

সং। শ্রুতেন। গমেমহি। মা। শ্রুতেন। বি। রাধিষি ॥ ৪

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাচস্পতিঃ' (জ্ঞানাধিপালকঃ) 'পতিঃ' (প্রভুঃ, ভক্তপ্রার্থনাশ্রবণে। স্ব 'উপহূতঃ' (পূজয়া আহূতঃ সন্ অস্মাভিরিতি শেষঃ) হে দেব! ত্বং 'অস্মান্' (উপাসকান্ প্রতি ইত্যর্থঃ) 'বাচঃ' (বেদরূপা গিরঃ গৃহীতুমিতি শেষঃ) 'উপহ্বয়' (অনুমন্যতাম্, বেদগ্রহণায় মেধাদিশক্তিপ্রদানরূপমভ্যনুজ্ঞানং করোতু ইতি ভাবঃ) যেনাভ্যনুজ্ঞানেন বয়ং 'শ্রুতেন' (সম্যগধীতেন বেদাদিশাস্ত্রেণ, বেদাভ্যাসজনিতজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'সংগমেমহি' (সঙ্গতা ভবামঃ, ভবৎপ্রসাদলব্ধমেধয়া সর্ব্বত্র বেদাদিশাস্ত্রং লভেমহি ইতি ভাবঃ)। এবঞ্চ 'শ্রুতেন' (উক্তরূপেণ শাস্ত্রজ্ঞানেন) 'মা বিরা (বিযুক্তো ন ভবেয়ং অহমিতি শেষঃ)। যথা কদাচিদপি নাহং শাস্ত্রজ্ঞানবিচ্যুতো ভ তথৈব মেধাবলং সম্পাদয়তু ভবানিতি প্রার্থনা। (১কা—১অ—১সূ ৪মং)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনি জ্ঞানাধিপতি ও ভক্তপ্রার্থনাপূরক। আমাদিগের অর্চ্চনা দ্বারা আহূত হইয়া আপনি বেদজ্ঞানের নিমিত্ত আমাদিগকে (আমাকে) মেধাদি শক্তি প্রদান করুন। যাহাতে (আমি) আমরা (যথাবিধি অধীত বেদাদি শাস্ত্র জনিত জ্ঞানের সহিত মিলিত হইতে পারি; এবং তদ্‌জ্ঞান-সম্বন্ধ হইতে কদাচ যেন বিচ্ছিন্ন না হই। (প্রার্থনার ভাব এই যে,— যাহাতে কখনও আমি শাস্ত্রজ্ঞানচ্যুত না হই, সেইরূপভাবে আমার মেধা ও বল সম্পাদন করুন)॥ (১কা—১অ—১সূ—৪ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

বাচস্পতিঃ বাচঃ পালয়িতা দেবঃ উপহূতঃ সমীপং আহূতঃ। সৎস্বপি অন্যেষু দেবেষু অসাবেব মম অভিলষিতফলপ্রদাতেতি অস্মাভিঃ প্রার্থিত ইত্যর্থঃ॥ উপপূর্ব্বাৎ হ্বয়তেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। বচিস্বপীত্যাদিনা সম্প্রসারণং। গতিরনন্তরঃ ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জং (ফি০ ৪।১৩) ইত্যুপশব্দ আদ্যুদাত্তঃ॥ যতো মস্মোপহূতঃ ততো হেতোর্বাচস্পতিঃ স দেবঃ অস্মান্ মেধাজননাদিফলকামান্ উপ হ্বয়তাং তত্তৎ ফলং প্রদাতুং স্বসমীপং আহ্বয়তু। যদ্বা। তত্তৎফলপ্রাপ্তিং অভ্যনুজানাতু॥ উপপূর্ব্বো হ্বয়তিঃ অভ্যনুজ্ঞানেঽপি বর্ত্ততে। যথা "উপহূত উপহ্বয়স্ব" ইতি সোমভক্ষণানুজ্ঞানানুজ্ঞাপনমন্ত্রে। তেন উপহূতাঃ সন্তো বয়ং শ্রুতেন বিধিবতোঽধীতেন বেদশাস্ত্রাদিনা সং গমেমহি সংগচ্ছেমহি। বাচস্পতিপ্রসাদপ্রাপ্তয়া মেধয়া কৃৎস্নং বেদশাস্ত্রং প্রাপ্নবামেতি ভাবঃ॥ ব্যবহিতাশ্চ ইতি সমঃ ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধঃ। সমো গম্যৃচ্ছীতি গমেরাত্মনেপদং। অস্মাদ্ আশীর্লিঙি লিঙাশিষ্যঙ্ ইতি অঙ্ প্রত্যয়ঃ শপোপবাদঃ। লিঙঃ সীযুট্ ইতি সীযুট্। ছন্দস্যুভয়থা ইতি সার্ব্বধাতুকসংজ্ঞায়াং লিঙঃ সলোপোনন্ত্যস্য ইতি সলোপে গুণে বলি লোপঃ॥ অধীতস্য বেদশাস্ত্রস্য স্বাস্মিন্ সর্ব্বদাবস্থানং প্রার্থয়তে মা শ্রুতেনেতি। শ্রুতেন উক্তলক্ষণেন মা বি রাধিষি বিরাদ্ধো বিযুক্তো মা ভুবং। সর্ব্বদা বেদশাস্ত্রাদিসংহতো ভুয়াসং ইত্যর্থঃ। রাধ সাধ সংসিদ্ধৌ। অস্মাৎ মাঙিলুঙি ব্যত্যয়েন আত্মনেপদং ইডাগমশ্চ॥ ৪॥

(ইতি) প্রথমকাণ্ডে প্রথমেঽনুবাকে প্রথমং সূক্তং॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:•:—

এই মন্ত্রের প্রথম অংশে 'বাচস্পতিঃ' পদ, বারদ্বয় উল্লিখিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে—ঐ দুই পদেরই অর্থ এক। কিন্তু একই বিষয়ে একই অর্থে একই পদের পুনরুল্লেখ হওয়া সঙ্গত নহে। অতএব দ্বিতীয় 'বাচস্পতিঃ' পদের 'বাচঃ+পতিঃ' এইরূপ পদ-

বিশ্লেষণ দ্বারা অর্থসঙ্গতি হইবে। 'বাচঃ' এই পদে বেদরূপ বাক্য বুঝাইতেছে। ভাষ্যকারের মতে 'উপহূতঃ' এই পদের অর্থ—'সমীপে আহুত'। কিন্তু এখানে 'উপ' শব্দের অর্থ - পূজা। তাহাতে, 'পূজার্থ আহুত' এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। 'উপহ্বয়তাং' এই পদের 'অনুজ্ঞা করুন—আদেশ করুন' এইরূপ অর্থ ভাষ্যকারও প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি বাক্য বা জ্ঞানের অধিপতি, তাঁহার প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত কি প্রকারে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর? অতএব, তাঁহারই নিকটে মেধাদি-লাভ-রূপ অনুকম্পা প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'আপনার প্রসাদে প্রাপ্ত মেধাদি সমৃদ্ধি দ্বারা আমি যেন জ্ঞানের সহিত মিলিত হই; কখনও যেন জ্ঞান সম্বন্ধ বিচ্যুত না হই।' জ্ঞান না হইলে, মনুষ্য মনুষ্যই হইতে পারে না। এ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নহে; যে জ্ঞানালোকে পরম পদার্থ দৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞানই এখানকার প্রার্থনীয়। মেধা (ধারণাশক্তি) না থাকিলে, শাস্ত্রাদির উপদেশ বিস্মৃত হইতে হয়। যাহা শুনিলাম, তাহা যদি ভুলিয়া গেলাম, তাহা হইলে সে উপদেশ শ্রবণে ফল কি? অতএব মেধাই এই সূক্তের প্রধান প্রার্থনীয় বস্তু। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমার মেধা দেও, আমি যেন আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞান ধারণা করিতে পারি,—আমি যেন বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া সত্যতত্ত্ব ভুলিয়া না যাই।' (১কা ১অ—১সূ—৪ম)।

প্রথম সূক্তের মন্ত্রচতুষ্টয়ের মর্ম্ম।

প্রথম সূক্তে চারিটী মন্ত্র। সেই মন্ত্রচতুষ্টয়ের আরম্ভ 'ওঁ যে ত্রিষপ্তাঃ' বাক্যে এবং পরিসমাপ্তি 'বি রাধিষি' পদে। ঐ সূচনা ও উপসংহারের অভ্যন্তরে কি তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, এবং ব্যাখ্যামুখে কি ভাব ব্যক্ত করিবার প্রযত্ন হইয়াছে, অতঃপর তাহার একটু আভাষ প্রদত্ত হইতেছে।

প্রথম মন্ত্রের প্রার্থনা,—'হে জ্ঞানাধিপতি দেব! আমি যেন ভগবানকে জানিতে পারি, আমায় সেই জ্ঞান প্রদান করুন।' দ্বিতীয় মন্ত্রে, সেই জ্ঞানাধিপতিকেই সম্বোধন করিয়া, প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে সৎস্বরূপ! আমার হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ করিয়া আপনি তাহাতে বিরাজ করুন। আপনার কৃপায়, আমার মেধা বৰ্দ্ধিত হউক; আমার জ্ঞান প্রমাদপরিশূন্য হউক।' তৃতীয় মন্ত্রের প্রার্থনা,—'ঐহিক-পারত্রিক ফলসাধক যে মেধা ও জ্ঞান, তদুভয়ের প্রতি আমাকে আকর্ষণ করুন। আমার বাক্য সংযত (নিয়মিত) হউক, শাস্ত্রজ্ঞান আমাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।' চতুর্থ মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেব! সদ্‌জ্ঞানের ধারণা শক্তি যেন আমাতে বিকাশপ্রাপ্ত হয়;—আমি যেন জ্ঞানের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত থাকিতে পারি।'

যে প্রার্থনার সূচনা, উপসংহারে সেই প্রার্থনারই অভিব্যক্তি। কি ভাবে কি প্রকারে

ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, প্রথম মন্ত্রে তাহারই জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইতে পারে কি প্রকারে, চতুর্থ মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। যে স্তরগত সাধনার দ্বারা সাধক আত্মতত্ত্ব অধিগত করিতে সমর্থ হইবেন; দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে তাহারই প্রকৃষ্ট পন্থা প্রকটিত হইয়াছে। চাই—ধৃতি; চাই—সাত্ত্বিকা বুদ্ধি। সত্ত্বভাব হৃদয়ে উদয় হয়; কিন্তু স্থায়ি হয় না। তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে দেব! আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাবের বিকাশ করিয়া দেও; আর সেই ভাব যাহাতে স্থায়ী সংরক্ষিত হয়, তাহার উপায় করিয়া দেও।' চিত্ত সদা বিচঞ্চল। মোহের সামগ্রী সংসারের চারিদিকে ঘেরিয়া আছে। কদাচিৎ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হইলে, পরক্ষণেই মোহের বিচিত্র বিবিধ আকর্ষণে সে ভাবকে বিধ্বস্ত করে। প্রার্থনায় যাহা ভিত্তি, সাধকের যাহা সাধনা, সাধনার যাহা সার,—সূক্তের চারিটী মন্ত্রে স্তরপর্য্যায়ে তাহাই প্রখ্যাত রহিয়াছে। সত্ত্বভাবের ধৃতিই প্রার্থনার সারভূত সামগ্রী। বেদের প্রারম্ভে, সূক্তের সূচনায়, সাধকের সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। অন্ধ অধম জীবকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'জীব! যদি পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে সাধনার মূলীভূত সামগ্রী সত্ত্বভাবকে মেধার সাহায্যে (ধৃতির বন্ধনে) হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখ।'

—•—

দ্বিতীয় সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

বিদ্মা শরস্যেত্যাদ্যনুবাকশেষস্য উপাকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। তথা চ সূত্রং। "অভিজিতিশিষ্যানুপনীয়" ইত্যুপাকর্ম্ম প্রক্রম্য "ত্রিষপ্তীয়ং পচ্ছো বাচয়েচ্ছেষমনুবাকস্য জপন্তি" ইতি (কৌ০ ১৪।৩)। তত্র বিদ্মা শরস্যেতি প্রথমেন সূক্তেন তস্মিন্নেব উপাকর্ম্মণি আজ্যহোমঃ কর্ত্তব্যঃ। অপরাজিতগণে অস্য পঠিতত্বাৎ "অভয়ৈরপরাজিতৈরাজ্যং জুহুয়াৎ" (কৌ০ ১৪।৩) ইত্যাদিষু বিনিয়োগঃ।

এতেনৈব সংগ্রামজয়কর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ। তানি চ। আজ্যহোমঃ সক্তুহোমঃ ধনুরিধ্মৌ ধনুঃসমিদাধানং শরেধ্মে শরসমিদাধানং সংপাতিতাভিমন্ত্রিতধনুঃপ্রদানং চ প্রত্যেতব্যানি। এতেষু কর্ম্মস্বনুষ্ঠিতেষু সংগ্রামে দৃষ্টমাত্রেণ শত্রবঃ পলায়ন্তে। তদ্ উক্তং সংহিতাবিধৌ। "বিদ্মা শরস্য (১২) মা নো বিদন্ (১।১৯) আদারসৃৎ (১।২০) স্বস্তিদাঃ (১।২১) অব মন্যুঃ (৬।৬৪) নির্হস্তঃ (৬।৬৬) পরি বর্ত্মানি (৬।৬৭) অভিভূঃ (৬।৯৭) ইন্দ্রো জয়াতি (৬।৯৮) অভি ত্বে (৬।৯৯) ইতি সাংগ্রামিকাণি। "আজ্যসক্তূন্ জুহোতি" ইত্যাদি (কৌ০ ২।৫)। অয়মেব অপরাজিতগণ ইত্যুচ্যতে। তথা অনেনৈব সূক্তেন সংপাতযুক্তাভিমন্ত্রিতক্রমুকাভিমন্ত্রিতক্রম্যান্ত্রীজ্যাপাশবন্ধনং তদ্বদ্দূর্ব্বাদিতৃণবন্ধনং চ ইষুনিবারণকামঃ কুর্য্যাৎ। সূত্রিতং হি। "প্রথমস্যেষুং যারণানি" ইত্যাদি (কৌ০ ২।৫)।

তথা জ্বরাতিসারাতিমূত্রনাড়ীব্রণেষু তদুপশমনকামস্য অনেনৈব সূক্তেন মুঞ্জশিরো-নির্ম্মিতরজ্জুবন্ধনং ক্ষেত্রমৃত্তিকায়া বল্মীকমৃত্তিকায়া বা পায়নং সর্পিষো লেপনং চর্ম্মখণ্ড মুখেন

অপামার্গশঙ্খচক্রাদিমণিবন্ধনং ধমনং চ কার্য্যম্। আহ চ সূত্রকারঃ। "বিদ্মা শরস্য (১।২) অদো যৎ (১।৩) ইতি মুঞ্জশিরোরজ্জ্বা বধ্নাতি" ইত্যাদি "ধমতি" ইত্যন্তং (কৌ০ ৪।১)। "অপরাজিতাৎ বিজয়কামস্য" ইতি (ন০ ক০ ১।৭)। বিহিতায়াং অপরাজিতাখ্যায়াং মহাশান্তাবপি অস্য বিনিয়োগঃ। তদ্ উক্তং নক্ষত্রকল্পে। 'অপরাজিতগণোঽপরাজিতায়াং" ইতি (ন০ ক০ ১৮)।

পুষ্যাভিষেকেঽপি এতৎসূক্তং। তদ্ উক্তং পরিশিষ্টে।

অর্থবর্গগণৈশ্চৈব তথা স্যাদ্ অপরাজিতঃ। আয়ুষ্যশ্চাভয়শ্চৈব তথা স্বস্ত্যয়নো গণঃ। এতান্ পঞ্চ গণান্ কৃত্বা। ইতি (প০ ৫।৪)।

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমং কাণ্ডং। প্রথমোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ)।

বিদ্মা শরস্য পিতরং পর্জ্জন্যং ভূরিধায়সং।
বিদ্মো ষস্য মাতরং পৃথিবীং ভূরিবর্পসং॥ ১॥

পদ-পাঠঃ।

বিদ্ম। শরস্য। পিতরং। পর্জ্জন্যং। ভূরিঽধায়সং।
বিদ্মো ইতি। সু। অস্য। মাতরং। পৃথিবীং। ভূরিঽবর্পসং॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভূরিধায়সং' (অতিশয়েন জগদ্ধারকং, সাধকাভীষ্টপ্রবর্ষণদ্বারা চরাচরাত্মকস্য জগতঃ পোষকমিত্যর্থঃ) 'পর্জ্জন্যং' (জনহিতকারিণং, অভিলষিতদানেন ভক্তবাঞ্ছাপূরকং পরমপুরুষমিতি তাৎপর্য্যং) 'শরস্য' (হিংসকস্য রিপুদমনস্য যদ্বা, অজ্ঞানব্যূহভেদকস্য যোগস্য) 'পিতরং' (জনকং, রক্ষকমিতি বা) 'বিদ্মঃ' (জানীমঃ, বয়মিতি শেষঃ জ্ঞান চক্ষুষা পশ্যাম ইতি ভাবঃ); কিঞ্চ 'ভূরিবর্পসং' (বহুরূপাং, চরাচরাত্মকজগদাধারভূতা- মিত্যর্থঃ) 'পৃথিবীং' (বিস্তীর্ণাং, মহতীং ভূমিং, প্রকৃতিমিতি ভাবঃ), 'অস্য' (শরস্য)

কারকয়োরপি পূর্ব্ব (পদ) প্রকৃতিস্বরত্বং চ (উ০ ৪ ২২৬) ইতি স্মরণাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তচ্চ অদিশদিভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্ (উ০ ৪ ৬৫) ইতি ভূরিশব্দস্য ক্রিনপ্রত্যয়ান্তত্বাৎ ক্রিত্যাদির্নিত্যং ইতি আদ্যুদাত্তত্বং॥ তথা অস্য শরস্য মাতরং জননীং স্ম সুষ্ঠু বিদ্ম। উ শব্দঃ এবকারার্থে। বিদ্মৈব তদসাধারণরূপং জানীম এব। তাং আহ। পৃথিবীং প্রথিতাং বিস্তীর্ণাং ভূমিং। শ্রূয়তে হি। "তৎ পুষ্করপর্ণেঽপ্রথয়ৎ। যদ্ অপ্রথয়ৎ তৎ পৃথিব্যৈ পৃথিবিত্বং" (তৈ০ ব্রা০ ১।১।৩।৭) ইতি॥ প্রথ বিস্তারে। অস্মাৎ প্রথেঃ ষিবন্ সম্প্রসারণং চ (উ০ ১ ১৪৮) ইতি ষিবন্ প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন রেফস্য সম্প্রসারণং। ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ ইতি ঙীষ্ প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং॥ তাং বিশিনষ্টি। ভূরিবর্পসং ভূরীণি বহুবিধানি বর্পাংসি রূপনামৈতৎ। রূপাণি চরাচরাত্মকানি যস্যাং সা তথোক্তা। জনন্যাঃ সর্ব্বরূপোপাদানত্বাৎ কারণগুণানাং কার্য্যে অনুগমদর্শনাৎ তজ্জন্যঃ শরোঽপি নানাকারঃ সন্ সাধকাভিমতং ফলং সাধয়িতুং শক্নোতীত্যর্থঃ। বৃঙ্শীঙ্ভ্যাং রূপস্বাঙ্গয়োঃ পুক্ চ (উ০ ৪।২০০) ইতি বৃঙোঽসুন্ প্রত্যয়ঃ তৎসন্নিয়োগেন পুগাগমশ্চ। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদং ইতি প্রকৃতিস্বরত্বং।

নন্বত্র শরাদিশব্দানাং অনিত্যানামর্থবিশেষবাচকতা প্রতীয়তে। ততশ্চ অস্য অর্থবিশেষস্য অয়ং বাচকঃ শব্দ ইতি পদার্থোৎপত্তিসমনন্তরং তদ্বাচকং শব্দং নিশ্চিত্য অনন্তরং পদস্য প্রযোক্তব্যত্বাদ্ বেদস্য পৌরুষেয়ত্বেন অপ্রামাণ্যং অনিত্যত্বং চ প্রাপ্নোতীতি। নায়ং দোষঃ। শব্দানাং অনিত্যার্থবাচকত্বানভ্যুপগমাৎ। তর্হি কোঽসৌ বাচ্যোঽর্থঃ। আকৃতিরিতি বদামঃ। যদ্ অসূত্রয়ৎ জৈমিনিঃ। "আকৃতিস্তু ক্রিয়ার্থত্বাৎ" (জৈ০ ১৩৩৩) ইতি। তথা হি ব্রীহীন অবহন্তি পশুং আলভেত গাং আনয় ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ ইত্যাদি প্রয়োগেষু কিং ব্যক্তিঃ শব্দার্থঃ উত আকৃতিরিতি। ব্যক্তিরিতি তাবৎ প্রাপ্তং। কুতঃ। অবহননাদিক্রিয়াভিঃ ব্যক্তেরেবৈতু যোগ্যত্বাৎ। নহি আকৃতিঃ অবহন্তুং আলব্ধুং আনেতুং হন্তুং বা যোগ্যা। নন্বানন্ত্যব্যভিচারাভ্যাং ন ব্যক্তৌ ব্যুৎপত্তিঃ সম্ভবতি। অনন্তা হি গোব্যক্তয়ঃ। অতীতানাগতানাং অনেকদেশবর্ত্তিনাং গবাং ইয়ত্তায়া অভাবাৎ। কিং চ শুক্লব্যক্তৌ ব্যুৎপন্নো গোশব্দঃ কৃষ্ণব্যক্তৌ প্রযুজ্যমানঃ স্বার্থং ব্যভিচরেৎ তত্র কথং ব্যুৎপত্তিরিতি চেৎ। এবং তর্হি ব্যুৎপত্তিকালে সা ব্যক্তিঃ আকৃত্যা উপলক্ষ্যতাং ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং আকৃতেঃ শক্তিগ্রহণনিমিত্তত্বাৎ শব্দার্থত্বং তস্যৈব এবোচিতং। কিং চ গোশব্দে উচ্চারিতে ব্যক্তিবাদিনঃ সংশয়ো ভবেৎ। তস্মাৎ আকৃতেরেব অভিধেয়ত্বং। যদি আকৃতৌ অবহননাদিক্রিয়া ন পর্য্যবস্যেৎ তর্হি ব্যক্তিস্তত্রোপলক্ষণীয়া। কিং চ "শ্যেনচিতং চিন্বীত" (তৈ০ সং ৫।৪ ১১।১) ইত্যাদৌ আকৃতেরেব সাদৃশ্যপ্রতিযোগিতয়া কার্য্যান্বয়ো দৃশ্যতে। তস্মাদ্ আকৃতিঃ শব্দার্থঃ। এবং প্রকৃতেঽপি শরাদিশব্দানাং নিত্যং এব আকৃতি লক্ষণোঽর্থো বাচ্যঃ। ততঃ শব্দার্থতৎসম্বন্ধানাং নিত্যত্বেন অপৌরুষেয়ত্বাৎ পুরুষবুদ্ধিপ্রভবদোষানুপ্রবেশাভাবেন বেদানাং স্বতঃসিদ্ধং প্রামাণ্যং পুরুষপ্রযত্ননির্ব্বর্ত্যত্বেন নিত্যত্বং চেতি। (১কা—১অ - ২সূ - ১ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সংগ্রাম-জয়ের প্রধান কারণ বাণের উৎপত্তি এবং তাহার জনক-জননীর বিষয় ভাষ্যকার আলোচনা করিয়াছেন। এদিকে আবার, যুদ্ধ-জয়-কার্য্য, জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগের শান্তি, অপরাজিতা নামক মহাশান্তি ও পুষ্পাভিষেক কর্ম্ম—এই সকল বিষয়েও দ্বিতীয়সূক্তস্থিত মন্ত্রসকল প্রযুক্ত হয়,—ইহাও ভাষ্যকারই অনুক্রমণিকায় বলিয়াছেন। ঋগ্বেদের এবং যজুর্ব্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, আমরা মন্ত্রার্থ সম্বন্ধে ও মন্ত্রের ব্যবহার-বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এ মন্ত্র-বিষয়ে সায়ণের ভাষ্য ও অনুক্রমণিকা তাহারই পোষকতা করিতেছে। মন্ত্র নিত্য-সত্য। উহার প্রয়োগ একাধিক কার্য্যে সুসিদ্ধ হয়। সংগ্রাম-জয়-বিষয়েও মন্ত্রের যেরূপ উপযোগিতা, রোগাদির শান্তি প্রভৃতি পক্ষেও উহার সেইরূপ আবশ্যকতা।

মন্ত্র সর্ব্ব-জ্ঞানের আধার। মন্ত্র কাহাকেও অসৎ-পথে বা অসৎ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে না। মন্ত্রের উদ্দেশ্য জীব সর্ব্বদা সৎপথে সৎকর্ম্মে নিরত হউক;—আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হউক। এই মন্ত্রও সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের প্রথম অংশ 'বিদ্ম শরস্য'। 'শরস্য' এই পদে 'শর' শব্দের অর্থ—যে হিংসা করে। যে শত্রুগণকে হিংসা বা নাশ করে, অথবা যদ্দ্বারা অজ্ঞান-রূপ আবরণ বিদীর্ণ হয়,—সেই পদার্থই 'শর' শব্দের অভিধেয়। ভাষ্যকারও শর-শব্দের ঐরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যায় দাঁড়াইয়াছে—শর শব্দের অর্থ,—বাণ। আমরা মনে করি, যে অন্তঃশত্রু কাম-ক্রোধ প্রভৃতি নাশ করে, সেই যোগই (সাধনাই) এখানে 'শর' শব্দের লক্ষ্য। 'পর্জ্জন্য' পদে—যিনি তৃপ্তি দান করেন এবং যিনি সর্ব্বজনের মঙ্গল করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে। ভাষ্যে ঐরূপ অর্থই দেখা যায়। অতএব, যিনি নিখিল জগতের মঙ্গলবিধাতা এবং যিনি সাধকের বাসনা পূর্ণ করেন ও তৃপ্তি দান করেন, সেই পরমপুরুষই 'পর্জ্জন্য' পদের লক্ষ্য বলিয়া বুঝা যায়। 'ভূরিধায়সং' পদ পরমপুরুষের গুণ প্রকাশ করিতেছে। যিনি ভূরি অর্থাৎ বহুকে ধারণ বা পোষণ করেন, তিনিই 'ভূরিধায়স'। যিনি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, নিখিলচরাচর জগতের ধারণ বা পোষণ তিনিই করিতে পারেন। সেই পরমপুরুষ ব্যতীত কে আর সমস্ত জগতের ধারণ ও পোষণ করিতে সমর্থ? 'পিতরং' পদের সাধারণতঃ যে জনক-রূপ অর্থ প্রচলিত আছে, এখানেও সেই অর্থ অব্যাহত মনে করি। যিনি বিশ্বজগতের জনক, যাঁহা হইতে এই চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই যে যোগ বা সাধনার জনক, তাহা বলাই বাহুল্য। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথম অংশের ভাবার্থ হয় এই যে,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় রিপু সর্ব্বদা জীবাত্মার সহিত সংগ্রাম করিতেছে; ঐ অন্তঃশত্রুসকলের দমনকারী 'শর' (যোগ-সাধনা) জীবন-যুদ্ধে জীবের একমাত্র সহায়। সর্ব্বনিয়ন্তা, চরাচর জগতের হিতৈষী, সেই পরমপুরুষই সেই শরের বা যোগের জনক,—ইহা আমরা জ্ঞান-চক্ষে দেখিতে পাই।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের বিষয় অনুধাবন করা যাউক। 'পৃথিবীং' এই পদের 'পৃথিবী' শব্দে বিস্তীর্ণ ভূমিকে বুঝায়—ইহাই ভাষ্যকারের মত। কিন্তু 'পৃথু' অর্থাৎ 'স্থূলবস্তু'; তৎসম্বন্ধিনী এই অর্থেও 'পৃথিবী' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তাহাতে স্থূলদেহ-সম্বন্ধিনী যে প্রকৃতি, তাহাই পৃথিবী শব্দ হইতে পাওয়া যায়। আমরা মনে করি, এখানে পৃথিবী শব্দের অর্থ প্রকৃতি। 'ভূরিবর্পসং' শব্দ পৃথিবীর বিশেষণ। 'ভূরিবর্পস্' শব্দের অর্থ,—'যাহাতে ভূরিবর্পস্ অর্থাৎ বহুবিধ রূপ, চরাচরময় জগৎ বিদ্যমান আছে, বা দৃষ্ট হইয়া থাকে।' ভাষ্যে ঐরূপ অর্থই দেখিতে পাই। তাহা হইলে, মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,—'চরাচর জগতের আধারস্বরূপা স্থূলদেহসম্বন্ধিনী ত্রিগুণময়ী এই প্রকৃতিই যোগ বা সাধনার জননী। এই স্থূলদেহেই প্রথমে সাধনার অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, পরে ক্রমশঃ সাধক সূক্ষ্মপথে সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, পরমাত্মার যুক্ত (মিলিত) হইতে পারেন। তাঁহাতে বিলীন হওয়াই সাধনার পরাকাষ্ঠা বা মুক্তি।'

এই মন্ত্রে শরের এবং তাহার পিতা মাতার উল্লেখ আছে দেখিয়া, কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার তৃণপর্য্যায়ভুক্ত শরকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'পর্জ্জন্য' শব্দে 'মেঘ' এবং 'ভূরিধায়সং' শব্দে 'প্রচুর বারিবর্ষণশীল' প্রভৃতি অর্থ করিয়া, মেঘকেই শরের জনক বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। পৃথিবীই তাহাদের উৎপত্তিস্থান—এইজন্য পৃথিবীকে তাহাদের মাতা-রূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। 'ভূরিবর্পসং' শব্দে তদনুসারে 'ভূমি হইতে প্রভূতরূপে উদ্গত' এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, প্রায় সকলেই এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। * সায়ণের ভাষ্যেও এই মত প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে এই সূত্রে, বেদের নিত্যত্ব অনিত্যত্ব পৌরুষেয়ত্ব অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া, তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বিশেষ অনুধাবনার বিষয়। তাঁহার সে বিচারের মর্ম্ম সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে,—"অনিত্য বাণাদি-রূপ পদার্থবিশেষ বুঝাইতে যখন 'শর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সেই পদার্থের উৎপত্তি-স্বীকারের পর, তদ্বাচক শব্দ নির্দ্ধারিত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলে, বেদ যে পৌরুষেয়, অপ্রামাণ্য ও অনিত্য, তাহা প্রতিপন্ন হয় না কি?" উত্তরে বলা হইতেছে,—"না তাহা হইতে পারে না; কেন-না, শব্দসমূহ যে অনিত্য, তাহা সপ্রমাণ হয় না।" এই উত্তরেও প্রশ্ন উঠিতে পারে, "তবে 'বাচ্য' অর্থ কি? আকৃতিই বাচ্য অর্থ অথবা কার্য্যই বাচ্য অর্থ? অর্থাৎ, আকৃতি দেখিয়া তাহার শর বা বাণ নাম হইয়াছে,—কিম্বা কার্য্য দেখিয়া তাহার শর বা বাণ

---

* এই মন্ত্রের একটি ইংরাজি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কি অর্থে কি ভাবে পাশ্চাত্যে মন্ত্রটি পরিগৃহীত হইয়াছে, সহজেই বোধগম্য হইবে। অনুবাদ যথা—
"We know the reed's father, Parjanya the much nourishing; and we know well its mother. the earth of many aspects.

নাম হইয়াছে ? মনে করুন, আকৃতি দেখিয়াই নাম হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। এ সমস্যা নিরসনের জন্য, মহর্ষি জৈমিনি সূত্র করিয়াছেন, 'আকৃতিস্তু ক্রিয়ার্থত্বাৎ'; অর্থাৎ, আকৃতি ক্রিয়া-প্রকাশের নিমিত্ত। 'ধান্য হইতে তণ্ডুল বাহির করিতেছে', 'পশুকে হত্যা করিবে', 'গো আনয়ন কর', 'ব্রাহ্মণকে হনন করা কর্ত্তব্য নহে'—ইত্যাদি প্রয়োগে কি অভিব্যক্তি হয় ? শব্দার্থ (ক্রিয়া) অথবা আকৃতি—কোন বিষয়ে লক্ষ্য আসে ? অভিব্যক্তি (ক্রিয়াই) এ পক্ষের প্রযোজক বলিতে পারি। কেন ? যেহেতু, অবহননাদি ক্রিয়ার সহিত ব্যক্তিরই অন্বয় (সম্বন্ধ) দেখা যায়। আকৃতি কখনই অবঘাত করিতে, হত্যা করিতে, আনয়ন করিতে, অথবা হনন করিতে, সমর্থ হয় না। অতএব ক্রিয়াই মুখ্য হইল। যদি বল,—'আনন্ত্য ও ব্যভিচার দ্বারা অভিব্যক্তিতে ব্যুৎপত্তি (শব্দ-বিষয়ক জ্ঞান) সম্ভব হয় না; কারণ, গো অনন্ত; অতীত অনাগত, অনেক দেশে বর্ত্তমান গো-সমূহের পরিমাণ অসম্ভব; আবার শুক্ল ও কৃষ্ণ-ভেদেও নানারূপ বিরোধ ঘটিতে পারে;' কিন্তু সে সকল বিরোধ সত্ত্বেও ইহার মীমাংসা দৃষ্ট হয়। অন্বয় ও ব্যতিরেক দুই ভাবে আকৃতির শক্তি-গ্রহণ-নিমিত্তত্ব প্রমাণিত হয়। তদনুসারে সেই আকৃতির শব্দার্থত্বই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। গো-শব্দ উচ্চারিত হইলে, যাঁহারা ব্যক্তিবাদী, তাঁহাদের মতে সংশয় হইতে পারে। সেইজন্য আকৃতিই অভিধেয় হয়। যদি আকৃতিতে অবহননাদি ক্রিয়া পর্য্যবসিত না হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিই সে স্থলে উপলক্ষণীয় হয়। কিন্তু ক্রিয়া ভিন্ন আকৃতির সত্তা প্রতিপন্ন হয় না। অতএব, আকৃতিই ক্রিয়ামাত্রের দ্যোতক। এরূপ হইলে, শরাদি শব্দের আকৃতিলক্ষণ-রূপ যে অর্থ তাহাই বাচ্য হইল। অতএব, শব্দার্থ এবং শব্দার্থসম্বন্ধ—এতদুভয়ের নিত্যত্ব-হেতু, উভয়ই অপৌরুষেয় বলিয়া পুরুষবুদ্ধি হইতে উৎপন্নরূপ দোষদুষ্ট নহে। সেই কারণেই বেদ স্বতঃসিদ্ধ, প্রামাণ্য এবং পুরুষপ্রযত্ন-বিরহিত বলিয়া নিত্য।" ফলতঃ, আকৃতি অনিত্য ও শব্দ নিত্য,—বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। (১কা—১অ ২সূ—১ম)।

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

জ্যাকে পরি ণো নমাশ্মানং তন্বং কৃধি।

বীড়ুর্বরীয়োঽরাতীরপ দ্বেষাংস্যা কৃধি ॥ ২ ॥

পদ-পাঠঃ।

জ্যাকে। পরি। নঃ। নম। অশ্মানং। তন্বং। কৃধি।

বীড়ুঃ। বরীয়ঃ। অরাতীঃ। অপ। দ্বেষাংসি। আ। কৃধি ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জ্যাকে' (হে চরাচরাত্মকজগতাং বিলয়স্থানস্বরূপে অবিদিতস্বভাবে প্রকৃতে!) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং সম্বন্ধে) 'পরিণম' (পরিণতা ভব সত্ত্বগুণময়ী ভব ইত্যর্থঃ), 'তন্বং' (তনুং, শরীরং অস্মাকমিতি শেষঃ) 'অশ্মানং' (প্রস্তরসদৃশীং সাধনাসমর্থামিত্যর্থঃ) 'কৃধি' (কুরু!)। হে দেবি প্রকৃতে! স্বীয়সত্ত্বগুণদ্বারা মাং সাধনাক্ষমং কুরু ইতি ভাবঃ। প্রকৃতিং প্রার্থয়ন্ সাধকঃ সংসারযুদ্ধজয়কারণং পরমাত্মানং প্রার্থয়তি। 'বরীয়ঃ' (হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মায়ামোহাদিরহিততয়া সর্ব্বাতিরিক্তসামর্থ্য ইত্যর্থঃ) দেব! 'বীড়ুঃ (স্তম্ভনকর্ত্তা, শত্রুসেনায়াঃ কামাদিরিপুসহকারিণ্যা মোহমায়াদিরূপায়া নিবারক ইত্যর্থঃ) ত্বং 'অরাতীঃ' (বহিঃশত্রূন্ কামাদীন্ রিপূংশ্চ) তথা 'দ্বেষাংসি' (কামাদিকৃতান্ অপকারান্) 'আ' (সম্যক্) 'অপ কৃধি' (নিরাকুরু, দূরীকুরু ইত্যর্থঃ)। হে দেব! তব কৃপয়া মম কামাদিশত্রুকৃতং ভয়ং মা ভবতু ইতি ভাবঃ। (১কা—১অ—২সূ—২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বজগতের বিলয়ভূমি প্রকৃতি! তুমি আমার সম্বন্ধে সত্ত্বগুণরূপে পরিণত হও; (তুমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণস্বরূপা হইলেও আমার অন্তরে কেবল সত্ত্বগুণস্বরূপা হইয়া বিরাজ কর)। আমার শরীরকে পাষাণের ন্যায় কঠিন কর, অর্থাৎ আমাকে সাধনায় সক্ষম কর। (প্রথমে প্রকৃতিকে প্রার্থনা করিয়া সাধক পরে জীবনসংগ্রামে একমাত্র সহায় সেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন) হে অনন্তশক্তিশালিন্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব! অন্তঃশত্রু কামাদির সহকারী মোহ-মায়া প্রভৃতির স্তম্ভনকর্ত্তা আপনি আমার বাহ্যশত্রু ও কামাদি অন্তঃশত্রু এবং কামাদিকৃত অপকার-সকলকে দূর করুন; তাহারা যেন আর আমাকে উদ্বিগ্ন (আক্রমণ) করিতে না পারে। (ভাবার্থ—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় কামাদি শত্রু-ভয়ে যেন আমাকে ভীত হইতে হয় না।)॥ (১কা—১অ—২সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে জ্যাকে। কুৎসিতা জ্যা জ্যাকা॥ কুৎসিতে ইতি কুৎসায়াং কপ্রত্যয়ঃ॥ স্বস্য উপদ্রবহেতুত্বাৎ জ্যাং কুৎসিতত্বেন নির্দ্দিশতি। যদ্বা অজ্ঞাতা জ্যা জ্যাকা॥ অজ্ঞাতার্থে কপ্রত্যয়ঃ। শত্রুহস্তগতত্বেন তস্যা অজ্ঞাতত্বং। আমন্ত্রিতস্য চ ইতি ষাষ্ঠিকং আদ্যুদাত্তত্বং॥ হে ঈদৃশি মৌর্ব্বি নঃ অস্মান্ পরি ণম পরিহৃত্য প্রহ্বীভব। আজ্যসক্তু হোমাদিভিঃ ইন্দ্রপ্রসাদবিশিষ্টে ময়ি ত্বদীয়স্য শরসংসাধনার্থং নমনস্য নিষ্ফলত্বাৎ মাং বিহায় অন্যত্র শরং প্রেরয়েত্যর্থঃ॥ অস্য সূক্তস্য ইন্দ্রদেবতাকত্বাৎ জয়কর্ম্মণঃ ইন্দ্রায়ত্তত্বাচ্চ অত্র অপ্রক্তোহপি

ইন্দ্র এব সম্বোধ্যঃ। হে ইন্দ্র তন্বং তনুং। তন্বাদীনাং ছন্দসি বহুলমিতি যণ্। উদাত্তস্বরি-তয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য ইতি বিভক্তেঃ স্বরিতত্বং। অস্মাকং শরীরং অশ্মানং অশ্মবদ্দৃঢ়াবয়বং শস্ত্রাভেদ্যং কৃধি কুরু॥

যদ্যপি অত্র সামানাধিকরণ্যেন শরীরস্য অশ্মকরণপ্রার্থনা প্রতীয়তে তথাপি ষাট্‌কৌশিকস্য শরীরস্য অত্যন্তবিরুদ্ধপাষাণাত্মকত্বানুপপত্ত্যা "যজমানঃ প্রস্তরঃ" (ঐ০ ব্রা০ ২।৩) ইতিবৎ তৎসম্বন্ধগুণলক্ষণা আশ্রীয়তে। তথা হি "যজমানঃ প্রস্তরঃ" ইত্যস্মিন বাক্যে উদ্ভিদা যজেত ইতিবৎ সামানাধিকরণ্যাদস্তরস্য অন্যৎ নাম ইত্যেকঃ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। গুণবিধিরেষ ইত্যপরঃ। তত্রাপি যজমানকার্য্যে জপাদৌ প্রস্তরস্য অচেতনস্য সামর্থ্যাভাবাৎ প্রস্তরকার্য্যেতু স্রুগ্ধারণাদৌ যজমানস্য শক্তত্বাদ্ যজমানরূপো গুণো বিধীয়তে। এবং সতি পশ্চাচ্ছ্রুতস্য প্রস্তরশব্দস্য কার্য্যলক্ষকত্বেঽপি প্রথমশ্রুতো যজমানশব্দো মুখ্যবৃত্তির্ভবিষ্যতি। ন চাত্র "পূর্ব্ববন্তো বিধানার্থাস্তৎসামর্থ্যং সমাম্নায়ে" (জৈ০ ১।৪।২৭) ইতি দ্বাদশকপালন্যায়েন স্তুতিঃ সম্ভবতি। অষ্টাকপালদ্বাদশকপালয়োরিব প্রস্তরযজমানয়োঃ অংশাংশিত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাৎ নামগুণয়োরন্যতরত্বং ইতি প্রাপ্তে অভিধীয়তে। উদ্ভিদাদিশব্দানাং হি অপ্রসিদ্ধার্থত্বাদ্ যজিসামানাধিকরণ্যেন নামত্বং নির্ণীতং। অত্র তু গোমাহিষয়োরিব যজমানপ্রস্তরশব্দয়োঃ অর্থভেদস্য অত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বাৎ নামত্বং ন যুক্তং। গুণবিধিপক্ষে তু সূক্তবাকেন প্রস্তরং প্রহরতি ইত্যাদৌ প্রকরণস্যাপি প্রস্তরকার্য্যত্বাদ্ যজমানে প্রহৃতে সতি কর্ম্মলোপঃ স্যাৎ। তস্মাদ্ বিধেয়ঃ প্রস্তরো যজমানশব্দেন স্তূয়তে। যথা সিংহো দেবদত্ত ইত্যত্র সিংহগুণেন শৌর্য্যাদিনা উপেতো দেবদত্তঃ সিংহশব্দেন স্তূয়তে তথা যজমানঃ প্রস্তর ইত্যত্রাপি যজমানগুণেন যাগসাধকত্বেন যুক্তঃ প্রস্তরো যজমানশব্দেন লক্ষণয়া প্রতিপাদ্যতে। এবং প্রকৃতে অশ্মশব্দোঽপি স্বার্থসহচরিতান্ দৃঢ়াবয়বত্বশস্ত্রাভেদ্যত্বাদিগুণান্ লক্ষয়িত্বা প্রার্থ্যমানতদ্গুণযোগিনি শরীরে বর্ত্তত ইতি বোদ্ধব্যং॥

ময়ি ত্বদীয়ং নিরবধিকং অনুগ্রহং অজানানঃ শত্রুরস্মান্ উদ্দিশ্য যদ্যপি শরং প্রক্ষিপেৎ তথাপি স শরঃ অস্মচ্ছরীরং। যথা ন বিদারয়তি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। ডুকৃঞ্ করণে। অস্মাল্লোটি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি ইতি হের্ধিরাদেশঃ। তস্য অপিত্ত্বেন গুণাভাবঃ॥ কিঞ্চ হে ইন্দ্র বীড়ুঃ সেনায়াঃ সংস্তম্ভকস্ত্বং॥ বীড়য়তিশ্চ ব্রীড়য়তিশ্চ সংস্তম্ভকর্ম্মাণৌ ইতি হি যাস্কঃ। (নি০ ৫।১৬)॥ অরাতীঃ অরাতীন্ অস্মচ্ছত্রূন্ দ্বেষাংসি॥ দ্বিষ অপ্রীতৌ, ভাবে অসুন্॥ তৎকৃতান্যপ্রিয়াণি চ বরীয়ঃ। ক্রিয়াবিশেষণং এতৎ। উরুতরঃ অপাকৃধি অপাকুরু অপগময়। যথা পুনঃপুনরাগত্য অস্মান্ নাপকুর্ব্বন্তি তথা প্রক্ষীণবলান্ কুর্ব্বিত্যর্থঃ। বরীয় ইতি। উরুশব্দাদ্ ঈয়সুনি প্রিয়স্থিরেত্যাদিনা উরুশব্দস্য বরাদেশঃ। ক্রিয়াবিশেষণানাং কর্ম্মত্বং নপুংসকত্বং চোক্তং নপুংসকলিঙ্গতা। অরাতীরিতি। রা দানে। ক্তিচ্‌ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং ইতি ক্তিচ্ প্রত্যয়ঃ। ন রাতয়ঃ অরাতয়ঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তস্মাচ্ছসো নঃ পুংসি ইতি নত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। (১কা—১অ ২ব ২ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:•:—

এই মন্ত্রে প্রকৃতির ও পুরুষের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথম পদদ্বয়—'জ্যাকে পরি'। 'জ্যাকে' এই পদটী 'জ্যাকা' শব্দের সম্বোধনে নিষ্পন্ন। 'জ্যা' শব্দে সাধারণতঃ ধনুকের ছিলাকে বুঝায়; 'কুৎসিত জ্যা' এই অর্থে 'জ্যাকা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; এইরূপ অর্থই ভাষ্যে লিখিত আছে। কিন্তু আমরা বলি,—'যাহাতে চরাচর জীর্ণ হয়' এই ব্যুৎপত্তি হইতে 'জ্যা' শব্দে প্রকৃতিকে পাইতেছি; এবং ঐ 'জ্যা' শব্দের উত্তর বিহিত 'কন্' (ক) প্রত্যয়ে, 'সেই প্রকৃতির স্বভাব অতি দুর্ব্বোধ' এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ভগবৎ-শক্তিরূপা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে সমস্ত চরাচর জীর্ণ বা বিলীন হইয়া থাকে; এবং কোন্ সময়ে কি ভাবে সেই ভগবৎ-শক্তিতে প্রকৃত চলিতেছে, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারে না। ইহাই 'জ্যাকা' শব্দের তাৎপর্য্য। 'পরিণম' এই ক্রিয়া-পদটী দ্বারা সাধক আপনার সম্বন্ধে প্রকৃতির পরিণতি অর্থাৎ স্থিতি প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতির পরিণাম বা স্থিতি কি ভাব প্রকাশ করে? এই চরাচরের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়, যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয় দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে; এবং এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধিত হয়। সত্ত্বভাবই স্থিতি বা পরিণাম। 'প্রকৃতি সত্ত্বগুণময়ী হউক' ইহাই এখানে সাধকের প্রার্থনা।

দ্বিতীয় প্রার্থনার বিষয়—'তন্বং অশ্মানং' (তনুং অশ্মসদৃশীং) অর্থাৎ আমার শরীরকে পাষাণের ন্যায় কঠিন কর। ভাবিয়া দেখুন ইহার ভাবার্থ কি? সাধনার পথে অনেক অন্তরায় বহু বিঘ্ন। মায়া, মমতা, স্নেহ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি বহু উপসর্গ আসিয়া মনকে বিচলিত করিয়া লইয়া যায়, এবং শরীরকে নানারূপ ক্লেশ দান করিয়া বিপথে বিভ্রান্ত করে। সেই আশঙ্কায় সাধক, প্রকৃতি-দেবীর সমীপে শরীরের (স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের) প্রস্তরের ন্যায় কঠিনতা প্রার্থনা করিতেছেন। পাষাণ যেরূপ শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম সকলই অবহেলায় সহ্য করে; সেইরূপ, দেহ বা মন দৃঢ় না হইলে, সাধনার পথে জীব অগ্রসর হইতে পারে না। অপিচ, ভগবৎ-শক্তি ব্যতীত, শরীরকে পাষাণ করিতেই বা কে পারিবে? প্রকৃতিই ভগবৎ-শক্তিস্বরূপা। সাধক তাই শক্তির জন্য—দৃঢ়তার জন্য—প্রকৃতিরই শরণাপন্ন হইয়াছেন।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের বিষয় আলোচনা করিতেছি। দ্বিতীয় অংশ একটী বিশিষ্ট পদ—'বীড়ু বরীয়ঃ'। এই অংশে 'বরীয়ঃ' এই পদটী 'বরীয়স্' শব্দের সম্বোধনে নিষ্পন্ন। ঐ পদ দ্বারা কোনও শ্রেষ্ঠ পুরুষকে সম্বোধন করা হইয়াছে বুঝা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মীয়—সে কে তিনি? বুঝা যায়, এখানে সেই পরম পুরুষকেই আহ্বান করা হইয়াছে। 'বীড়ু' পদের অর্থ যিনি লজ্জিত করেন। কিন্তু ভাষ্যে 'স্তম্ভন-কারী' এইরূপ অর্থ দেখিতে পাই। যে সহসা লজ্জা প্রাপ্ত হয়, সেই স্তম্ভিত হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এখানে ঐ পদে কামাদি রিপুগণের স্তম্ভনের ভাবই অধ্যাহৃত

হইতেছে। 'অরাতীঃ' ও দ্বেষাংসি' এই দুইটী পদের অর্থ সাধারণতঃ 'শত্রু ও তৎকৃত অপকার'; কিন্তু ইহা কেবল বহিঃশত্রুকে ও বাহিরের অপকারকে বুঝাইতেছে না। এতদ্দ্বারা অন্তঃশত্রু কামক্রোধ প্রভৃতি এবং তাহাদের কৃত অনিষ্ট—এই উভয়কেও বুঝাইতেছে। এইরূপ আলোচনায়, মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে, 'হে মায়ামোহাদিরহিত অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন দেব! আপনি আমার কামাদি অন্তঃশত্রুদিগকে এবং তাহাদের সহচর মায়ামোহ প্রভৃতিকে স্তম্ভিত করুন। আমার অন্তঃশত্রু কামাদি ও নানাবিধ বহিঃশত্রুসকলকে এবং তাহাদের কৃত অপকারকে (অনিষ্টকে) আপনি নাশ করুন। তাহারা আমার যেন কোনও অনিষ্ট না করিতে পারে। হে দেব! আমার দেহ যেন দৃঢ় হয়, আমার অন্তর যেন পবিত্র হয়। আমি যেন সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া আপনাকে প্রাপ্ত হই,—ইহাই আমার প্রার্থনা।' (১কা—১অ—২সূ—২ম)।

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

বৃক্ষং যদ্গাবঃ পরিষস্বজানা অনুস্ফুরং শরমর্চন্ত্যৃভুং।

শরুমস্মদ্‌যাবয় দিদ্যুমিন্দ্র ॥ ৩॥

পদ-পাঠঃ।

বৃক্ষং। যৎ। গাবঃ। পরিঽসস্বজানাঃ। অনুঽস্ফুরং।

শরং। অর্চন্তি। ঋভুং।

শরুং। অস্মৎ। যবয়। দিদ্যুং। ইন্দ্র ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যথা) 'গাবঃ' (মৌর্ব্ব্যঃ, ধনুর্গুণাঃ) 'পরিষস্বজানাঃ' (ধনুর্দণ্ডং আশ্লিষ্য ধনুষ্কোট্যা আরোপিতাঃ সত্য ইত্যর্থঃ) 'বৃক্ষং' (ধনুর্দণ্ডং) 'অনুস্ফুরং' (প্রতিস্ফুরণং, অনুসন্ধানং কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'ঋভুং' (শাণিতং) 'শরং' (বাণং) 'অর্চন্তি' (প্রেরয়ন্তি শত্রূন্ আক্রমন্তীতি যাবৎ), তথা 'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'দিদ্যুং' (বজ্রবদ্ ভাসমানং) 'শরুং' (হিংসকং, শত্রূণাং শরং ইতি যাবৎ) 'যাবয়' (অস্মত্তঃ পৃথক্ কুরু, অস্মান

অপসারয়)। মৌর্ব্বী যথা প্রক্ষেপকবলেন সংশ্লিষ্টং বাণমন্যত্র প্রেরয়তি, অহমপি তথা তব বলপ্রভাবেন রিপুশত্রূন্ দমিতুং সমর্থো ভবামি ইতি ভাবঃ। (১কা ১অ—২সূ - ৩ম)।

অথবা

'গাবঃ' (অস্মাকং জ্ঞানানি) 'পরিসম্বজানাঃ' (সদ্ভাবসংশ্লিষ্টানি সন্তি) 'বৃক্ষং' (মূলস্বরূপং দেবং) অনুস্ফুরং' (স্বপ্রকাশং জ্ঞাত্বা) 'ঋভুং' (তীব্রং, অনাবিলং) 'শরং' (যোগং, ভগবৎসান্নিধ্যং) 'যং' (যস্মাৎ) 'অর্চ্চন্তি' (প্রাপ্নুবন্তি) তদেব কুর্ব্বিতি শেষঃ। অপিচ, 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্) 'দিদ্যুং' (বজ্রবদ্ দ্যোতমানং) 'শত্রুং' (হিংসকং ক্রোধাদিশত্রুং ('যাবয়' (অস্মত্তঃ পৃথক্ কুরু)। অস্মাকং জ্ঞানানি ভগবৎসম্বন্ধযুতানি ভবন্তু; হে দেব! অস্মাকং রিপুশত্রূন বিমর্দ্দয়েতি ভাবঃ (১কা—১অ—২সূ—৩ম)।

বঙ্গানুবাদ।

মৌর্ব্বী (ধনুর্গুণ) যেমন ধনুষ্কোটিতে আরোপিত হইয়া ধনুর্দ্দণ্ডকে অনুসঞ্চালন-পূর্ব্বক শাণিত শরকে (শত্রুর অভিমুখে) প্রেরণ করে, সেইরূপ হে ইন্দ্রদেব! বজ্রবৎ প্রকাশমান্ হিংসাকারী শত্রুশরকে আমাদিগের নিকট হইতে (সঞ্চালিত করিয়া) দূরে অপসারিত করুন। (ভাবার্থ,—প্রক্ষেপ-বলের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত স্বসংশ্লিষ্ট বাণ ধনুর্গুণ যেমন অন্যত্র প্রেরণ করিয়া থাকে; তেমনি, হে ভগবন্, আপনার শক্তি প্রভাবে আমি আমার অন্তর স্থিত রিপুশত্রুদিগকে দমন করিতে বা দূরে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইব।)॥ (১কা—১অ—২সূ—৩ম)।

অথবা

আমাদিগের জ্ঞানসমূহ, সদ্ভাবসংশ্লিষ্ট হইয়া, মূলস্বরূপ দেবকে স্বপ্রকাশ জ্ঞানে, যাহাতে অনাবিল যোগ-সাধনা (ভগবৎসান্নিধ্য) প্রাপ্ত হয়, তাহা করুন; আরও, হে ভগবন্! বজ্রবৎ কঠোর হিংস্র কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রুগণকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে অপসারিত করুন। (ভাবার্থ,—আমাদিগের জ্ঞান ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হউক। হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের রিপুশত্রু বিমর্দ্দিত করুন।)॥ (১কা—১অ—২সূ—৩ম)।

মন্ত্রভাষ্যং। (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

বৃক্ষং। বিকারে প্রকৃতিশব্দঃ। বৃক্ষবিকারং ধনুর্দ্দণ্ডং। বৃশ্চ্যত ইতি বৃক্ষঃ। ওব্রশ্চূ ছেদনে ইত্যস্মাৎ ব্রাশ্চকৃতীত্যাদিনা (উ০ ৩।৬৬) কস্‌প্রত্যয়ঃ। কিত্বাৎ গ্রহিজ্যাদিনা সংপ্রসারণং। স্কোঃ সংযোগাদ্যোরিতি উপধাসকারলোপঃ। ব্রশ্চভ্রস্‌জেত্যাদিনা ষত্বে ষঢোঃ কঃ সি ইতি কত্বং। গাবঃ। গোবিকারত্বাদ্ বা গময়ন্তি ইষূনিতি বা

গাবো মৌর্ব্ব্যঃ। আম্রে তদ্ধিতস্য লুক্। তদ্ উক্তং যাস্কেন। জ্যাপি গৌরুচ্যতে গব্যা চেৎ তাদ্ধিতং অথ চেন্ন গব্যা গময়তীষূনিতি। বৃক্ষেবৃক্ষে নিয়তা মীময়দ্গৌঃ। বৃক্ষেবৃক্ষে ধনুর্ধধনুষীতি (নি০ ২।৬)॥ পরিষস্বজানাঃ ধনুর্দ্দণ্ডং আশ্লিষ্য ধনুষ্কোটৌ আরোপিতাঃ সত্য ইত্যর্থঃ। ষস্ত্র পরিষ্বঙ্গে অস্মাৎ ছন্দসি লিট্ ইতি লিট্। লিটঃ কানজ্বা ইতি কানজাদেশঃ। উপধানকারলোপে দ্বির্ব্বচনং। চিতঃ ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অত্র পরিষ্বঙ্গকথনেন স্ত্রীপুংসয়োরিব জ্যাধনুর্দ্দণ্ডয়োরপি অন্যোন্যসংসক্তয়োরেব যথোচিতকার্য্যকরত্বং সূচিতং ইতি মন্তব্যং। ঈদৃশ্যো জ্যা যদ্ যদা অনুস্ফুরণং প্রতিস্ফুরণং। স্ফুর সঞ্চলনে। অস্মাদ্ ঘঞর্থে ক-বিধানং। স্থাস্নাপাব্যধিহনিযুধ্যর্থং ইতি পরিগণনস্য উপলক্ষণার্থত্বাৎ কপ্রত্যয়ঃ। ঋভুং উরু ভাসমানং। শাণোল্লীঢত্বাৎ নিশিতমিত্যর্থঃ। ঈদৃশং শরুং হিংসকং শরং অর্চ্চন্তি। অর্চ্চতিঃ অত্র গতিকর্ম্মা। অস্মান অভিলক্ষ্য প্রেরয়ন্তি। শৄ হিংসায়াং। শৄস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবসিহনিক্লিদিবন্ধিমনিভ্যশ্চ (উ০ ১।১০) ইতি উপ্রত্যয়ঃ। তদা হে ইন্দ্র অস্মাভির্দ্দত্তেন হবিষা প্রতীয়ং দিদ্যুং দ্যোতমানং শরুং শরং অস্মান্নিকটং উপসর্পন্তং অস্মৎ অস্মত্তঃ সকাশাৎ যাবয় পৃথক্ কুরু। যথা স শরো মাং ন স্পৃশতি তথা অন্যত্র অপসারয়েত্যর্থঃ। যদ্বা শরুং হিংসকং দিদ্যুং। বজ্রমেতৎ। বজ্রবদ্ভাসমানং শস্ত্রজাতং। অস্মৎ পূর্ব্ববৎ। যাবয়েতি। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ। অস্মাৎ ণিচি বৃদ্ধিঃ। পদকারাস্তু সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য ইতি বৃদ্ধেরনিত্যত্বাদ্ যবয়েতি পদং ছিন্দন্তি। বিদ্যুমিতি। দ্যুত দীপ্তৌ। অস্মাদ্ দ্যুতিগমিজুহোতীনাং দ্বে চেতি বক্তব্যং ইতি ক্বিপ প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন দ্বির্ব্বচনং। দ্যুতিস্বাপ্যোঃ সম্প্রসারণং ইতি অভ্যাসস্য সম্প্রসারণং। অন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ॥ ইন্দ্রেতি। ইদি পরমৈশ্বর্য্যে। ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্রেত্যাদিনা (উ০ ২।২৮) ইন্দ্রশব্দোরনপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। নিত্বাদ্ আদ্যুদাত্তত্বে প্রাপ্তে আমন্ত্রিতত্বাদ্ আষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। যাস্কস্তু বহুধা ইন্দ্রশব্দং নিরবোচৎ। ইন্দ্র ইরাং দৃণাতীতি বা ইরাং দদাতীতি বা ইরাং দধাতীতি বা ইরাং দারয়তীতি বা ইরাং ধারয়তীতি বা ইন্দবে দ্রবতি ইতি বা ইন্দৌ রমত ইতি বা ইন্ধে ভূতানীতি বা তদ্যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্ধংস্তদিন্দ্রস্যেন্দ্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে ইদংকরণাদিত্যাগ্রায়ণঃ ইদন্দর্শনাদিত্যৌপমন্যবঃ ইন্দতের্বা ঐশ্বর্য্যকর্ম্মণঃ (নি০ ১০।৮) ইত্যাদি। যদ্বা বৃক্ষং বহুচ্ছায়ং বটাদিকং গাবঃ নিদাঘপীড়িতাঃ পশবঃ যদ্ যথা আশ্লিষ্যন্তি তথা তত্তদুচিতজীবিকাপ্রদানেন উপকারকং শক্রং পরিষস্বজানাঃ পরিতঃ সেবমানাঃ তদীয়া ভটাঃ অনুস্ফুরং স্বামিনঃ হস্তনেত্রাদিব্যাপারমাত্রং অনুলক্ষ্য। শরুং অর্চ্চন্তীত্যাদি পূর্ব্ববৎ। (১কা-১অ ২সূ—৩ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

— •:‡:‡:• —

এই মন্ত্রের আমরা দ্বিবিধ অর্থ নিষ্কাষিত করিলাম। এক প্রকার অর্থ প্রায়শই ভাষ্যের অনুসারী; অন্য অর্থ—ভাবমূলক। ভাষ্যকারও মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নানারূপ অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। কখনও মন্ত্রের 'বৃক্ষ' পদ ধনুর্দ্দণ্ডরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; কখনও

যা বহুচ্ছায়াবিশিষ্ট বটাদিবৃক্ষ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 'গাবঃ' পদে কখনও তিনি 'মৌর্ব্বী' অর্থাৎ ধনুগুর্ণ অর্থ করিয়াছেন; কখনও বা ঐ শব্দে 'নিদাঘপীড়িত পশুসমূহ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক দিকের এক প্রকার অর্থে ধনুকে জ্যা যোজনা, অন্যপ্রকার অর্থে গবাদির বৃক্ষতলে অবস্থান,—পরস্পর কি বিপরীত ভাবার্থই সংসূচিত দেখি!

আমরা মন্ত্রের প্রথম যে অর্থ নিষ্কাষণ করিলাম, দ্বিতীয় অর্থের সহিত তাহার ভাবসঙ্গতি রক্ষার পক্ষে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছি দেখিতে পাইবেন। আমাদের দুই দিকের দুই অর্থই একই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। অথচ, শব্দার্থ দুই দিকেই বিভিন্ন প্রকার। প্রথম ব্যাখ্যায়, শব্দার্থ বিষয়ে সায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছি। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায়, শব্দের ভাব মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রথম ব্যাখ্যায়, আমরা মনে করি, একটী উপমা প্রকাশ পাইয়াছে। উভয়ত্রই, উভয় প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যেই, এক জন কর্ত্তার প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে। ধনুকে জ্যা যোজনা করিলে শর যেমন ধনুর্দ্দণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অপরের (শত্রুর) প্রতি ধাবমান হয়, অর্থাৎ ধনুকের সহিত যেমন শরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; হে ভগবন্! আমার সহিত শত্রুর সম্বন্ধ সেইরূপভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও। আমার দেহরূপ ধনুষ্কোটিতে কামক্রোধাদিরূপ হিংস্র শর সংলগ্ন হইয়া আছে; সে শর যাহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে, তাহারই মর্ম্মস্থান ভেদ করিবে। আমার তাই প্রার্থনা,—'আমা হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত করুন। আমার সঙ্গে তাহাদের সংযোগ থাকিলে, তাহারা কাহারও-না-কাহারও কোনও-না-কোনও অনিষ্টসাধন করিবেই করিবে।' এই হইল স্থূলতঃ প্রার্থনা।

এখানে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে উপমার একটা সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়। শর শত্রুর প্রতি সাধারণতঃ নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। আমার সহিত সম্বন্ধযুত শরকে আমা হইতে অপসৃত করুন; অথবা, আমার শত্রুর প্রতি তাহা বিক্ষিপ্ত হউক,—এবম্বিধ উক্তিতে কি ভাব মনে আসিতে পারে? কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গকে যদি একবার শর ও একবার শত্রু পর্য্যায়ে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বরূপ উক্তির সার্থকতা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হয়। ঐ যে রিপুশত্রুগণ, উহারা আবার পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধাচারী। এ ক্ষেত্রে 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং' নীতির অনুসরণে, আমার এক অসদ্বৃত্তি দ্বারা অন্য অসদ্বৃত্তিকে পর্য্যুদস্ত করুন—ইহাই এ পক্ষে এ মন্ত্রের প্রার্থনা বলা যাইতে পারে। দুই ব্যাখ্যাতেই এই একই ভাব আসে। জ্ঞান যদি সদ্ভাবসংশ্লিষ্ট হয়, চিত্তবৃত্তি যদি মূলাধার ভগবানকে স্বপ্রকাশ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলেই ভগবানের সহিত সাধকের মিলন-রূপ যোগসাধন আরম্ভ হয়। আর, সে যোগ-সাধনার ফলে, কামক্রোধাদি রিপুগণকে ভগবান্ দূরে অপসারিত করেন। এ মন্ত্রের এইরূপ মর্ম্ম আমরা পরিগ্রহ করিলাম * (১কা ১অ—২সূ ৩ম)।

---

* এমন যে ভাবমূলক মন্ত্র পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যায় ইহার কি ভাব দাঁড়াইয়াছে, অনুধাবন করুন: "When the kine embracing the tree, sing the quivering dexterous (S. rbhu) reed, keep away from us, O Indra, the shaft the missile."

চতুর্থো-মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

যথা দ্যাং চ পৃথিবীং চান্তস্তিষ্ঠতি তেজনং।

এবা রোগং চাস্রাবং চান্তস্তিষ্ঠতু মুঞ্জ ইৎ ॥ ৪ ॥

পদ-পাঠঃ।

যথা। দ্যাং। চ। পৃথিবীং। চ। অন্তঃ তিষ্ঠতি। তেজনং।

এব। রোগং। চ। আঽস্রাবং। চ। অন্তঃ। তিষ্ঠতু। মুঞ্জঃ। ইৎ ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'দ্যাং চ' (দ্যুলোকস্য চ) 'পৃথিবীং চ' (পৃথ্বীলোকস্য চ) 'অন্তঃ' (মধ্যে) 'তেজনং' (বেণুং, বংশদণ্ডঃ) 'তিষ্ঠতি' (বিদ্যতে); 'এবা' (এবং, তথৈব) 'রোগং চ' (রোগস্য চ) 'আস্রাবং চ' (মূত্রাতিসারস্য চ) 'অন্তঃ' (মধ্যে) 'মুঞ্জ ইৎ' (শরপত্রনির্ম্মিতরজ্জুবিশেষ এব) 'তিষ্ঠতু' (অবস্থানং করোতু)। অনেন মন্ত্রেণ মুঞ্জমেখলাবন্ধনে মূত্রাতিসারাদবহুবিধরোগশান্তির্ভবতীতি দ্যোত্যতে।

অথবা

'দ্যাং চ' (দিবশ্চ) 'পৃথিবীং চ' (পৃথিব্যাশ্চ) 'অন্তঃ' (মধ্যে) 'যথা' (যাদৃশঃ) 'তেজনং' (তেজঃস্বরূপো ভগবান্) 'তিষ্ঠতি' (অবস্থানং করোতি); 'এবা' (তদ্বৎ) 'রোগং চ' (ব্যাধিবিপত্তেশ্চ) 'আস্রাবং চ' (হৃৎনাশস্য চ) 'অন্তঃ' (মধ্যে) 'মুঞ্জ ইৎ' (যোগস্য বন্ধনরূপা মেখলা এব) 'তিষ্ঠতু' (স্থিতিশীলো ভবতু)। ভগবান্ যথা দ্যাবাপৃথিব্যোঃ নানারূপপ্রলোভনাৎ সাধকং রক্ষতি, তদ্বৎ যোগ এব নরং ঐহিকামুষ্মিকবিপত্তেঃ রক্ষতু ইতি ভাবঃ। (১কা—১অ—২সূ—৪ম)।

বঙ্গানুবাদ।

যে প্রকারে দ্যুলোকের ও পৃথ্বীলোকের মধ্যে (উন্নত হইয়া, অর্থাৎ—দ্যুলোককে ও পৃথ্বীলোককে অধোদেশে রাখিয়া) বংশদণ্ড

অবস্থান করে; সেইরূপ, সাধারণ রোগের ও মূত্রাতিসারের (প্রকোপের) মধ্যে মুঞ্জমেখলা অবস্থান করুক। (এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মুঞ্জ মেখলা প্রভৃতি ধারণ করিলে মূত্রাতিসারাদি বহুবিধ রোগের শান্তি হয়—মন্ত্র এই ভাব দ্যোতনা করে।)॥

অথবা

স্বর্গলোকের এবং পৃথিবীর (প্রলোভন-সমূহের) মধ্যে যে প্রকারে ভগবান্ তেজোরূপে অবস্থান করিতেছেন, অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান-রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; সেইরূপ, এই পার্থিব ব্যাধি-বিপত্তির মধ্যে এবং পারলৌকিক ইষ্টনাশের মধ্যে, মুঞ্জমেখলার ন্যায় যোগ-সাধনা অবস্থান করুক; অর্থাৎ, যোগ-সাধনা দ্বারা মনুষ্য ঐহিক-পারত্রিক বিঘ্ন ও বিপত্তি হইতে উদ্ধার লাভ করুক। (ভাব এই যে,—দ্যাবাপৃথিবী সম্বন্ধি বিবিধ প্রলোভন হইতে ভগবান্ যেমন সাধককে রক্ষা করেন, সেইরূপ যোগ মানুষকে ঐহিকামুষ্মিক বিবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার করুক)॥ (১কা—১অ—২সূ—৪ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

যথা যেন প্রকারেণ দ্যাং দিবং আকাশং পৃথিবীং ভুবং। পরস্পরসমুচ্চয়ার্থৌ চকারৌ। উভয়ত্রাপি ব্যত্যয়েন দ্বিতীয়া। দিবশ্চ পৃথিব্যাশ্চ অন্তঃ মধ্যে অবস্থিতং তেজনং তেজনো বেণুঃ। লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। বেণুমস্করতেজনা ইত্যভিধানাৎ। তিষ্ঠতি স্বকীয়েন ঔন্নত্যেন তে উভে অপি অধঃকৃত্বা বর্ত্ততে এব এবং॥ অন্তালোপশ্ছান্দস। নিপাতস্য চ ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ॥ রোগং রুজাতে ভজ্যতে পুরুষঃ অনেনেতি রোগঃ জ্বরাতীসারাদিরূপঃ। রুজশ্চ ইতি করণে ঘঞ্। চজোঃ কু ঘিণ্ণ্যতোঃ ইতি কুত্বং। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং ইত্যাদিরুদাত্তঃ। তং আস্রাবং আ সমন্তাৎ স্রবতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গেভ্য ইত্যাস্রাবো মূত্রাতীসারঃ। স্রু গতৌ হতীত্যাদ্ আঙ্পূর্ব্বাৎ শ্যাদ্ব্যধাস্রুসংস্রুইত্যাদিনা ণ-প্রত্যয়ঃ। অচো ঞ্ণিতি ইতি বৃদ্ধিঃ। পূর্ব্ববৎ ষষ্ঠ্যর্থে দ্বিতীয়া। অত্রাপি পরস্পরসমুচ্চয়ার্থৌ চকারৌ॥ জ্বরাতীসারাদিরোগস্য আস্রাবস্য চ অন্তঃ মধ্যে মুঞ্জ ইৎ মুঞ্জ এব। মুঞ্জেষীকা-নির্ম্মিতা রজ্জুরিত্যর্থঃ। তিষ্ঠতু। তৌ উভাবপি রোগৌ অধঃকৃত্য বর্ত্ততামিত্যর্থঃ॥ যদ্যপি অত্র রোগশব্দেন ব্যাধিসামান্যবাচিনা আস্রাবোঽপি গৃহীতঃ তথাপি এতন্মন্ত্রসাধ্যা ক্রিয়া আস্রাবস্য বিশেষতো নিবর্ত্তিকেতি দর্শয়িতুং আস্রাবস্য পৃথগভিধানং। (১কা—১অ ২সূ—৪ম)।

ইতি প্রথমকাণ্ডে প্রথমেঽনুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রেরও আমরা দ্বিবিধ অর্থই প্রকাশ করিলাম। আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা' এবং 'বঙ্গানুবাদ' দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। প্রথম ব্যাখ্যা ভাষ্যের অনুসারী; দ্বিতীয় ব্যাখ্যা - ভাবার্থমূলক। ভাষ্যে প্রকাশ - দ্বিতীয় সূক্তের চারিটি মন্ত্র শত্রু বিঘ্ন দূরীকরণে এবং রোগনাশপক্ষে প্রযুক্ত হয়। তন্মধ্যে এই চতুর্থ মন্ত্রটী মূত্রাতিসাররোগ-নাশপক্ষে অমোঘ অস্ত্র-স্বরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে। মুঞ্জমেখলাধারণে এবং এই মন্ত্র উচ্চারণে, মূত্র-নিঃসারণ হয়, ব্যাধি দূরে পলায়ন করে। কিন্তু তৎপক্ষে কি ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, এবং কি ভাবে মুঞ্জ-মেখলা ধারণ করার বিধি আছে, ভাষ্যানুসরণে তাহা বোধগম্য হয় না। অপিচ, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পারদর্শী কোনও ভিষকের বা সাধকের সন্ধানও এখন কচিৎ পাওয়া যায়। অতএব, তৎসংক্রান্ত কোনরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিষয় প্রকাশ-পক্ষে আপাততঃ আমরা নিরস্ত রহিলাম। যদি কোনও মহাপুরুষের অনুকম্পায় সে তত্ত্ব অবগত হইবার সৌভাগ্য সংঘটিত হয়, তখন সে তত্ত্ব প্রকাশ-পক্ষে প্রযত্নপর হইব, আশা করি। আপাততঃ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ মাত্রই প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে নিরস্ত হইতে হইবে।

আমরা মনে করি, এ মন্ত্রে পরম যোগতত্ত্বের আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। কি দ্যুলোক, কি ভূলোক - সর্ব্ব লোকই সেই জ্ঞানস্বরূপ জগদীশ্বরের জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। তিনি তেজোরূপে সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিস্তৃত রহিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধ না থাকিলে, কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তাঁহার সেই সম্বন্ধেরই নামান্তর যোগ। সে যোগ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, সৃষ্টির অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইজন্যই তাঁহার এক নাম—অমৃত।

সৃষ্টির মধ্যে সমষ্টিভাবে যেমন তাঁহার সংযোগ রহিয়াছে, সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানরূপে তাঁহার সেইরূপ প্রতিষ্ঠা আছে। সাধক যে আধিব্যাধি শোকতাপে বিজড়িত নহেন, তাঁহার হৃদয় যে সদা আনন্দময়, তাহার কারণই এই যে, তাঁহার অন্তরে ভগবানের ধারণা প্রস্ফুট রহিয়াছে। সেই ধারণাই যোগ-সাধনা। ইহসংসারে ব্যাধিবিপত্তিতে মানুষ জর্জ্জরীভূত, পারলৌকিক চিন্তায় মানুষের চিত্ত আদৌ সন্নিবিষ্ট হয় না। এ মন্ত্রের প্রার্থনা,—'ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল ইষ্টানিষ্টের মধ্যে ভগবানের সম্বন্ধ স্থাপিত হউক।' তাহা হইলে, কি ইহলোকের কি পরলোকের কোনরূপ বিঘ্ন-বিপত্তি মানুষকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। রোগ-শোকের কোনও যন্ত্রণায় অভিভূত হইতে হইবে না।

ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, মন্ত্রের তাহাই শিক্ষা। মন্ত্র বলিতেছেন,—'রোগ হউক শোক হউক, ইষ্টনাশের শত আশঙ্কার মধ্যেও, মুঞ্জমেখলার বন্ধনরূপ যোগের দ্বারা, ভগবানকে চিত্তের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখ। তাহাই যোগ-সাধন।' (১কা০—,অ—২সূ—৪ম)।

তৃতীয় সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

বিদ্মা শরস্যেতি তৃতীয়সূক্তেন মূত্রপুরীষনিরোধে প্রমেহণসাধনহরীতকীকর্পূরবন্ধনং। মূষিকামৃত্তিকাপূতীকতৃণদধিমথিতজরৎপ্রমন্দদারুতক্ষণশকলানাং অন্যতমস্য পায়নং হস্ত্যশ্বাদিযানারোহণং শরবিসর্জনং শরেণ মূত্রনালাবিদারণং লোহশকলস্য মূত্রদ্বারে প্রবেশনং ইত্যেবমাদীন্যপি সূত্রোক্তপ্রকারেণ ব্যাধিতস্য কুর্য্যাৎ। "বিষিতং তে বস্তিবিলং" ইতি ঋচেন মূষিকামৃত্তিকাদ্যুক্তদ্রব্যেষু নিরুদ্ধমূত্রপুরীষং পুরুষং আস্থাপয়েৎ। "বিদ্মা শরস্যেতি প্রমেহণং বধ্নাতি" ইত্যাদি "ফাণ্টং পায়য়তীত্যাদ্যাবৃত্তিনে চ ইত্যেতদন্তং সূত্রং দ্রষ্টব্যং (কৌ০ ৪১)।

• • •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

বিদ্মা শরস্য পিতরং পর্জ্জন্যং শতবৃষ্ণ্যং।
তেনা তে তন্বে শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি॥ ১॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

বিদ্ম। শরস্য। পিতরং। পর্জ্জন্যং। শতবৃষ্ণ্যং।
তেন। তে। তন্বে। শং। করং। পৃথিব্যাং। তে। নিঃসেচনং।
বহিঃ। তে। অস্তু। বাল্। ইতি॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শরস্য' (যোগস্য) 'পিতরং' (জনকং) 'শতবৃষ্ণ্যং' (অশেষকামনাপূরকং) 'পর্জ্জন্যং' (অভীষ্টবর্ষিণং দেবং) 'বিদ্ম' (জানীমঃ, তৎস্বরূপবিজ্ঞানং অবশ্যকর্ত্তব্যং ইতি শেষঃ); 'তেন' (শরেণ, যোগেন) 'তে' (তব) 'তন্বে' (দেহস্য) 'শং' (মঙ্গলং) 'করং' (কর্ত্তব্যং); 'তে' (তব) 'বাজিতি' (শক্তিপ্রাণনিমিত্তং ইতি যাবৎ) 'তে' (তব) 'নিষেচনং' (অন্তরস্থক্লেদরাশিঃ) 'পৃথিব্যাং' (ইহলোকাৎ) 'বহিঃ' (বহির্গতঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। ভগবানেব যোগস্য জনকঃ; যোগপ্রভাবেন তব ক্লেদরাশিঃ দূরীভবতু; তেন তে কল্যাণমস্তু ইতি ভাবঃ। (১কা ১অ ৩সূ ১ম)।

বঙ্গানুবাদ

যোগসাধনার জনকস্থানীয়, অশেষ-কামনা-পূর্ণকারী, অভীষ্টবর্ষী পর্জ্জন্যদেবকে জানা একান্ত কর্ত্তব্য; যোগপ্রভাবে (যোগজনক দেবতার সহিত মিলনের দ্বারা) তোমার দেহের মঙ্গলবিধান কর্ত্তব্য; তোমার শক্তি এবং প্রাণের নিমিত্ত তোমার অন্তরাস্থিত ক্লেদরাশি ইহসংসার হইতে অপসারিত হউক। (ভাবার্থ,—ভগবানই যোগের জনক বা উৎপত্তি-স্থান। যোগপ্রভাবে তোমার ক্লেদরাশি দূরীভূত হউক; এবং তাহাতে তোমার অশেষ মঙ্গল সাধন হউক।)। (১কা—১অ—৩সূ—১ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

শরস্য হিংসকস্য বাণস্য পিতরং পালকং উৎপাদকং বা বিদ্ম যথাবজ্জানীমঃ। কীদৃশং। শতবৃষ্ণ্যং অপরিমিতবীর্য্যোপেতং। বিচিত্রস্য তরুগুল্মাদিরূপস্য স্থাবরস্য পশুমৃগনরাদি-রূপস্য জঙ্গমস্য চ উৎপাদনে পোষণে চ সমর্থং ইত্যর্থঃ। ঈদৃশং পর্জ্জন্যং বৃষ্টিপ্রদং দেবং। পিতৃত্বেন জানীম ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ বর্ষতীতি বৃষ। বৃষ সেচনে। কনিন যুবৃষি-তক্ষীত্যাদিনা (উ০ ১।১।৫৪) কনিন প্রত্যয়ঃ। বৃষ্ণি ভবং বৃষ্ণ্যং ভবে ছন্দসি ইতি যৎ। অল্লোপোহনঃ ইত্যুপধালোপঃ। যে চাভাবকর্ম্মণোঃ ইতি প্রকৃতিভাবস্য বাতায়েন। ন প্রবর্ত্ততে। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তেন উক্তলক্ষণেন শরেণ॥ অন্যেষামপি দৃশ্যতে ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ॥ হে মৃত্রনিরোধাদিব্যাধিগ্রস্ত তে তব তন্বে॥ আঙ-ভাবশ্ছান্দসঃ। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। তনুশব্দাৎ উঙ উতঃ ইত্যাঙ। উদাত্তয়ণো হল্পূর্ব্বাৎ ইতি বিভক্ত্যুদাত্তত্বস্য নোঙ্ধাত্বোঃ ইতি প্রতিষেধে উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য ইতি বিভক্তিঃ স্বর্য্যতে॥ তস্যাঃ শরীরস্য শং রোগাণাং উপশমনং॥ আহ চ যাস্কঃ। শমনং চ রোগাণাং যাবনং চ ভয়ানামিতি (নি০ ৪।২১)। করং করোমি। শমিতি। শমু উপশমনে। অস্মাৎ ভাবে বিচ্। করং। ডুকৃঞ্ করণে। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ ইতি বর্ত্তমানে লুঙ্। কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দসি ইতি চ্লেরঙাদেশঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি ইতি অডভাবঃ। আশংসায়াং ভূতবচ্চ ইতি প্রার্থনায়াং বা লুঙ্॥

শমনপ্রকারমেব দর্শয়তি। তে তব মূত্ররোগার্ত্তস্য পৃথিব্যাং ভূমৌ॥ পৃথিবীশব্দো ঙীষন্তঃ অন্তোদাত্তঃ। উদাত্তযণো হলপূর্ব্বাৎ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ নিষেচনং নিতরাং সেকঃ প্রস্রাবঃ। অস্তি ইতি সম্বন্ধঃ। নিপূর্ব্বাৎ সিঞ্চতের্ভাবে ল্যুট্। উপসর্গাৎ সুনোতীত্যাদিনা ষত্বং। লিতি ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্য উদাত্তত্বং। সমাসেঽপি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব অবশিষ্যতে। নিষেচনপ্রকারং আহ। তে তব শরীরান্তনিরুদ্ধং মূত্রং বাল্। অনুকরণ শব্দোঽয়ং। ইতি অনেন প্রকারেণ শব্দং কুর্ব্বৎ বহিরস্তু বাহ্যপ্রদেশে ভবতু। মন্ত্রসামর্থ্যাদ্ বিবিধং শব্দং কুর্ব্বৎ ত্বরয়া শরীরাৎ নির্গচ্ছতু ইত্যর্থঃ। যদ্বা বাল্॥ বল প্রাণনে। অস্মাৎ ণ্যন্তাৎ কিপ॥ ইতিহেতৌ। অস্য রোগার্ত্তস্য জীবনহেতোঃ মূত্রং বহিরস্তিতি। (১কা—১অ ৩সূ—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:•:—

মন্ত্রে তৃণ-জাতীয় শরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ভাষ্যানুসারে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পর্জ্জন্য (মেঘ) হইতে বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টির দ্বারা তৃণ-পর্য্যায়ভুক্ত শর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যই পর্জ্জন্যকে শরের পিতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'শতবৃষ্ণ্যং' এই যে বিশেষণ, ইহার সার্থকতা-স্বরূপ ভাষ্যকার প্রদর্শিত করিয়াছেন যে, পর্জ্জন্য-প্রেরিত বৃষ্টি হইতে তরু-গুল্মাদি বৃদ্ধি পায়; মনুষ্যাদি প্রাণিগণও উপকৃত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে,-'অপরিমিত বীর্য্যশালী (বৃষ্টিপ্রদ) যে পর্জ্জন্যদেব, তিনি শরের পিতা, তাঁহাকে আমরা জানি।' ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের যে অর্থ অধ্যাহৃত হয়, অতঃপর তাহার একটু আভাষ দিতেছি:—'সেই যে শর, যাহার পিতাকে আমরা জানি, সে মূত্রনিরোধাদি ব্যাধিগ্রস্ত জনের শরীরের রোগ নাশ করে।' কি প্রকারে রোগ নাশ হয়? 'নিষেচনং' ও 'বহিষ্টে' পদে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ শরের প্রভাবে মূত্র নিঃসারণ হইয়া থাকে। সেই জন্যই ঐ দুই পদের সার্থকতা। প্রসঙ্গতঃ একটী শব্দ উচ্চারণের বিষয়ও উহাতে খ্যাপিত হয়; বলা হইয়া থাকে যে, 'বালিতি' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে রোগীর শরীর হইতে বদ্ধমূত্র পৃথিবীতে পতিত হয়। মন্ত্র কি ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহার ক্রিয়াপদ্ধতির বিষয় অভিজ্ঞ জনই বলিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তি অধুনা বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তার পর, এই সূক্তের অনুক্রমণিকায় কতকগুলি দ্রব্য ব্যবহারের বিষয় লিখিত আছে। ঐ অনুক্রমণিকায় আরও দেখিতে পাই,—মূত্র-পুরীষ-নিরোধের অবস্থায় এই সূক্তের মন্ত্র কয়েকটী উচ্চারণ পূর্ব্বক রোগীর শরীরে হরিতকী ও কর্পূর বন্ধন করা হইয়া থাকে। এইরূপ, বিবিধ দ্রব্যের ব্যবহার-বিষয় ঐ অনুক্রমণিকায় দেখিতে পাই। কিন্তু তৎসমুদায়ের বিশেষরূপ ব্যবহারবিধি ভাষ্যের মধ্যে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। সে তত্ত্ব 'যে আঁধারে সেই আঁধারেই' আবৃত হইয়া আছে। জানি-না, কোন্ মহাত্মার দ্বারা কোন্ সময় সে তত্ত্ব পুনরাবিষ্কৃত হইবে।

ভাষ্যে যে অর্থই প্রকাশ থাকুক না কেন, আমরা কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে এক সার্ব্বজনীন অর্থ লক্ষ্য করিলাম। আমাদের মনে হয়, এ মন্ত্রও যোগসাধনার নিমিত্ত জীবকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। ব্যাধিপ্রতিষেধের বিষয় ভাবিতে গেলেও বলিতে পারি,—যোগসাধনাই ব্যাধিনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়। তোমার ঔষধ-পথ্যে কতটুকু কি করিতে পারে? যদি যোগপ্রভাবে ভগবানের সহিত মিলিত হইতে পার, ব্যাধি-বিপত্তি তখন আপনিই দূরে পলায়ন করিবে। যোগসাধনার লক্ষ্য কি? দেহের—হৃদয়ের ক্লেদরাশি দূরীকরণ। কি ভাবে কোন দৃষ্টিতে ভগবানের প্রতি চিত্ত ন্যস্ত করিলে, সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায়, এই সূক্তের মন্ত্র-কয়টী একে একে তাহাই খ্যাপন করিতেছে। বলা হইয়াছে,—যিনি 'যোগের জনক', তিনি 'শতবৃষ্ণ্য' (অশেষ কামনাপূরক); তাঁহার নাম—পর্জ্জন্যদেব। বারিবর্ষণে তিনি ধরণীতে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করেন; তাঁহার স্নেহাভিষেচনে শুষ্ক বীজ স্নেহভাব প্রাপ্ত হয়। প্রথমেই পর্জ্জন্য দেবতার—সেই স্নেহ-ভাবের সম্বন্ধ সূচনা করা হইল; তাৎপর্য্য এই যে,—তোমার নীরস শুষ্ক হৃদয়ে যদি শুদ্ধসত্ত্বীজের অঙ্কুরোদ্গম আশা কর, তাঁহাকে অভীষ্টবর্ষণকারী পর্জ্জন্যদেব বলিয়া হৃদয়ে ধারণা করিতে অভ্যস্ত হও। সেই তো এক যোগ! 'সেই যোগের দ্বারা' মন্ত্র বলিতেছেন,—'দেহের মঙ্গলসাধন হইবে, সেই যোগের দ্বারা তোমার শক্তি-প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অন্তরায়ভূত অন্তরস্থিত ক্লেদরাশি ইহলোক হইতে অপসারিত হইবে।' অন্তরে বাহিরে, কত ময়লা—কত ক্লেদ! বর্ষার বারিনিষেকের সাহায্যে প্রথমে তাহাদিগকে বিধৌত করিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে উষর অনুর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে বিশুষ্ক শুদ্ধসত্ত্বভাবকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইবে। সেই জন্যই প্রথমে পর্জ্জন্যভাবে ভগবানকে অনুধ্যান করার প্রয়োজন এ মন্ত্রে এই আধ্যাত্মিক ভাব আমরা পরিস্ফুট দেখিতে পাই। (১কা—১অ—৩সূ—১ম)।

—•—

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ঃ সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

বিদ্মা শরস্য পিতরং মিত্রং শতবৃষ্ণ্যং।
তেনা তে তন্বে ৩ শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি॥ ২॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

বিদ্ম। শরস্য। পিতরং। মিত্রং। শতবৃষ্ণ্যং।

তেন। তে। তন্বে। শং। করং। পৃথিব্যাং। তে।

নিঃসেচনং। বহিঃ। তে। অস্তু। বাল্। ইতি॥২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শরস্য' (যোগস্য) 'পিতরং' (জনকং) 'শতবৃষ্ণ্যং' (অশেষকামনাপূরকং) 'মিত্রং' (মিত্রবৎ স্নিগ্ধতেজঃসম্পন্নং দেবং) 'বিদ্ম' (জানীমঃ, তৎস্বরূপবিজ্ঞানং অবশ্যকর্ত্তব্যং ইতি শেষঃ); 'তেন' (শরেণ, যোগেন) 'তে' (তব) 'তন্বে' (দেহস্য) 'শং' (মঙ্গলং) 'করং' (কর্ত্তব্যং); 'তে' (তব) 'বালিতি' (শক্তিপ্রাণনিমিত্তং ইতি যাবৎ) 'তে' (তব) 'নিষেচনং' (অন্তরস্থক্লেদরাশিঃ) 'পৃথিব্যাং' (ইহলোকাৎ) 'বহিঃ' (বহির্গতঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। ভগবানেব যোগস্য জনকঃ; তব যোগপ্রভাবেন স ভগবান্ মিত্রবৎ স্নিগ্ধতেজঃসম্পন্নো ভবতু; তেন তে কল্যাণমস্তু ইতি ভাবঃ। (১কা—১অ—৩সূ—২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যোগসাধনার জনকস্থানীয়, অশেষ-কামনা-পূর্ণকারী, মিত্রবৎ স্নিগ্ধ-তেজঃসম্পন্ন মিত্রদেবকে জানা একান্ত কর্ত্তব্য; যোগপ্রভাবে (যোগজনক দেবতার সহিত মিলনের দ্বারা) তোমার দেহের মঙ্গলবিধান কর্ত্তব্য; তোমার শক্তি এবং প্রাণের নিমিত্ত তোমার অন্তরস্থিত ক্লেদরাশি ইহসংসার হইতে অপসারিত হউক। (১কা—১অ—৩সূ—২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অহরভিমানী দেবো মিত্রঃ। স চ সর্বেষাং প্রাণিনাং হি মিত্রবৎ হিতকারিত্বাৎ মিত্র ইত্যুচ্যতে। তৈত্তিরীয়কে মিত্রস্য বাক্যং "সর্বস্য বা অহং মিত্রমস্মি" (তৈ০ সং ৬,৪,৮,১) ইতি। যাস্কস্তু অন্যথা নিরবোচৎ। মিত্রঃ প্রমীতেস্ত্রায়তে ইতি (নি০ ১০।২১)।

সোঽপি বৃষ্টিহেতুত্বেন শস্যস্য উৎপাদয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। শ্রূয়তে হি। "মৈত্রং বা অহঃ। বারুণী রাত্রিঃ" (তৈ॰ ব্রা॰ ১।৭।১০।১)। "অহোরাত্রাভ্যাং খলু বৈ পর্জ্জন্যো বর্ষতি মিত্রাবরুণাবেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মা অহোরাত্রাভ্যাং পর্জ্জন্যং বর্ষয়তঃ।" (তৈ॰ স॰ ২।৪।১০।২) ইতি। শেষং পূর্ব্ববদ্ যোজ্যং ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—‡•‡—

সূক্তের প্রথম মন্ত্রের সহিত এই দ্বিতীয় মন্ত্রের পার্থক্য—কেবল একটী মাত্র পদের প্রয়োগ-বিষয়ে। প্রথম মন্ত্রে 'পিতরং' পদের পর 'পর্জ্জন্যং' পদ ছিল; এখানে তৎপরিবর্ত্তে 'মিত্রং' পদ প্রযুক্ত দেখিতে পাই। এইরূপ পর পর পাঁচটি মন্ত্র একই ছন্দে একইরূপ শব্দসমষ্টিতে সংগ্রথিত; কেবল, এক একটী মাত্র পদের পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। কেন এইরূপ ঘটিল? কোনও ভাষ্যকার কেহই এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। আমরা মনে করি, যদিও শব্দের পার্থক্য একটী পদ-মাত্র; কিন্তু ভাবের পার্থক্য—নিগূঢ় তত্ত্বমূলক। শব্দের একটী মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতে ভাবের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া আছে।

সূক্ষ্ম-বিষয় ধারণা করিবার পক্ষে অনেক সময় স্থূল দৃষ্টান্তের অবতারণা আবশ্যক হয়। মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গেও জড়পদার্থের উপমা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লক্ষ্য—যোগপ্রভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রস্ফুরণ করিতে হইবে। শুদ্ধসত্ত্বভাবের পরিস্ফুর্ত্তি ঘটিলেই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সে কেমন? উপমার ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়,—কোকনদ প্রস্ফুটিত হইলে যেমন ভ্রমর আসিয়া তৎসহ আনন্দে সম্মিলিত হয়।

প্রথম মন্ত্রে দেখিলাম—যোগসাধনার ক্ষেত্রে পর্জ্জন্যদেব আসিয়া জলসেচন করিলেন। বীজ অভিষিক্ত হইল। কিন্তু কেবল জলাভিষেকে বীজে অঙ্কুর উদ্গত হয় না তো! সুতরাং স্নিগ্ধরশ্মিসম্পাতের প্রয়োজন হইল। তখন মিত্র-ভাবে মিত্রদেব আসিয়া সহায় হইলেন। প্রথম মন্ত্রে পর্জ্জন্যদেবকে আহ্বানের পর, দ্বিতীয় মন্ত্রে তাই মিত্রদেবের আহ্বান হইল। এ পক্ষে এ মন্ত্র যোগ-সাধনার দ্বিতীয় স্তর। পর্য্যায়ক্রমে দুই মন্ত্রে ভগবানকে হৃদয়ে দুইভাবে ধারণা করা হইল॥ (১কা—১অ—৩সূ ২ম)॥ *

---

* সায়ণভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা, মুক্তিনিরোধাদি ব্যাধিগ্রস্তের মূত্রনিঃসারণ সম্বন্ধসূচক। এ পক্ষে, এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা ৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, এ মন্ত্রেও সেই ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। কেবল, 'পর্জ্জন্য' স্থলে 'মিত্র' (মিত্রালোকরশ্মি) প্রভৃতিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে।

তৃতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

বিদ্মা শরস্য পিতরং বরুণং শতবৃষ্ণ্যং।

তেনা তে তন্বে৩ শং করং পৃথিব্যাং তে

নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

বিদ্ম। শরস্য। পিতরং। বরুণং। শতঽবৃষ্ণ্যং।

তেন। তে। তন্বে। শং। করং। পৃথিব্যাং। তে।

নিঽসেচনং। বহিঃ। তে। অস্তু। বাল্। ইতি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শরস্য' (যোগস্য) 'পিতরং' (জনকং) 'শতবৃষ্ণ্যং' (অশেষকামনাপূরকং) 'বরুণং' (ছায়াদানেন পরিবৃদ্ধিকারকং দেবং), 'বিদ্মা' (জানীমঃ, তৎস্বরূপবিজ্ঞানং অবশ্যকর্ত্তব্যং ইতি শেষঃ) ; 'তেন' (শরেণ, যোগেন) 'তে' (তব) 'তন্বে' (দেহস্য) 'শং' (মঙ্গলং) 'করং' (কর্ত্তব্যং) ; 'তে' (তব) 'বালিতি' (শক্তিপ্রাণনিমিত্তং ইতি যাবৎ) 'তে' (তব) 'নিষেচনং' (অন্তরস্থক্লেদরাশিঃ) 'পৃথিব্যাং' (ইহলোকাৎ) 'বহিঃ' (বহির্গতঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। ভগবানের যোগস্য জনকঃ; তব যোগপ্রভাবেন স ভগবান্ স্নিগ্ধচ্ছায়য়া তব পরিপোষকো ভবতু ; তেন তে কল্যাণমস্তু ইতি ভাবঃ। (১কা—১অ—৩সূ ৩ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যোগসাধনার জনকস্থানীয়, অশেষ-কামনা-পূর্ণকারী, ছায়াদানে পরিবৃদ্ধিকারক বরুণদেবকে জানা একান্ত কর্ত্তব্য; যোগপ্রভাবে (যোগ-জনক দেবতার সহিত মিলনের দ্বারা) তোমার দেহের মঙ্গলবিধান কর্ত্তব্য; তোমার শক্তি এবং প্রাণের নিমিত্ত তোমার অন্তরস্থিত ক্লেদরাশি ইহসংসার হইতে অপসারিত হউক। (১কা—১অ—৩সূ—৩ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

বরুণো রাত্র্যভিমানী দেবঃ। বৃণোতি তমসা সর্ব্বং বা প্রাণিজাতং ইতি বরুণঃ। বরুণো বৃণোতীতি সত ইতি যাস্কঃ। (নি০ ১০।৩)। বৃঞ্ বরণে ইত্যস্মাৎ কৃশ্বৃদারিভ্য উনন (উ০ ৩৫৩)। ইতি উনন্ প্রত্যয়ঃ। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং ইতি আদিরুদাত্তঃ। শেষং পূর্ব্ববদ্ ব্যাখ্যেয়ং। (১কা—১অ—৩সূ—৩ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রে পুনরায় 'মিত্রং' পদের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করুন। এখানে তৎপরিবর্ত্তে "বরুণং" পদ দৃষ্ট হইবে। ইহা যেন অঙ্কুরোদ্গমের তৃতীয় স্তর। বর্ষণের পর কেবল স্নিগ্ধ উত্তাপ পাইলেও অঙ্কুর উদ্গত হয় না। তৎপক্ষে স্নিগ্ধচ্ছায়ার প্রয়োজন। মৃদুমধুর শিশির-সম্পাত আবশ্যক। তাই, মিত্রদেবতার পর বরুণদেবতার অর্চ্চনার আবশ্যক হইল। বীজ উপ্ত হওয়ার পর জলসেক হইয়াছিল; তাহার পর স্নিগ্ধ কিরণ-সম্পাত ঘটিয়াছিল; এখন আবার মৃদুমধুর ছায়ার সম্পাত ঘটিল।

হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিকাশ পক্ষে তিনটী মন্ত্রে পর পর তিনটী স্তরের বিষয় বিবৃত রহিয়াছে। যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সাধক, প্রথমে ভগবানের পর্জ্জন্যদেব-রূপ বিভূতি প্রত্যক্ষ করিলেন। তার পর তাঁহার মিত্রদেব-রূপ বিভূতি হৃদয়ঙ্গম হইল। তদনন্তর তিনি আবার স্নিগ্ধ বরুণদেব-রূপ বিভূতিতে সাধকের হৃদয়ে প্রতিভাত হইলেন। বীজ, অঙ্কুরোদ্গমের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। (১কা—১অ—৩সূ—৩ম)। *

---

* সায়ণভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা, মূত্রানরোধাদি ব্যাধিগ্রস্তের মূত্রনিঃসারণ সম্বন্ধ-সূচক। এ পক্ষে, এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা ৩৮পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, এ মন্ত্রেও সেই ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। কেবল, 'পর্জ্জন্য' স্থলে 'বরুণ' (স্নিগ্ধছায়াদানকারী) প্রভৃতি-রূপ পরিবর্ত্তন হইবে।

চতুর্থঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। চতুর্থঃ মন্ত্রঃ।)

বিদ্মা শরস্য পিতরং চন্দ্রং শতবৃষ্ণ্যং।

তেনা তে তন্বেত শং করং পৃথিব্যাং তে

নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি॥ ৪ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

বিদ্ম। শরস্য। পিতরং। চন্দ্রং। শতঽবৃষ্ণ্যং।

তেন। তে। তন্বে। শং। করং। পৃথিব্যাং। তে।

নিঽসেচনং। বহিঃ। তে। অস্তু। বাল্। ইতি। ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শরস্য' (যোগস্য) 'পিতরং' (জনকং) 'শতবৃষ্ণ্যং' (অশেষকামনাপূরকং) 'চন্দ্রং' (স্ফুরণোন্মেষকং দেবং) 'বিদ্মা' (জানীমঃ, তৎস্বরূপপরিজ্ঞানং অবশ্যকর্ত্তব্যং ইতি শেষঃ); 'তেন' (শরেণ, যোগেন) 'তে' (তব) 'তন্বে' (দেহস্য) 'শং' (মঙ্গলং) 'করং' (কর্ত্তব্যং); 'তে' (তব) 'বালিতি' (শক্তিপ্রাণনিমিত্তং ইতি যাবৎ) 'তে' (তব) 'নিষেচনং' (অন্তরস্থ'ক্লেদরাশিঃ) 'পৃথিব্যাং' (ইহলোকাৎ) 'বহিঃ' (বহির্গতঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। ভগবানেব যোগস্য জনকঃ তব যোগপ্রভাবেন স ভগবান শুদ্ধসত্ত্বভাবোন্মেষকো ভবতু; তেন তে কল্যাণমস্তু ইতি ভাবঃ। (১কা-১অ-৩সূ—৪ম)।

• • *

বঙ্গানুবাদ।

যোগসাধনার জনকস্থানীয়, অশেষ-কামনা-পূর্ণকারী, বিকাশ-উন্মেষক চন্দ্রদেবকে জানা একান্ত কর্ত্তব্য; যোগপ্রভাবে (যোগজনক দেবতার সহিত মিলনের দ্বারা) তোমার দেহের মঙ্গলবিধান কর্ত্তব্য; তোমার শক্তি এবং প্রাণের নিমিত্ত তোমার অন্তরস্থিত ক্লেদরাশি ইহসংসার হইতে অপসারিত হউক। (১কা—১অ—৩সূ—৪ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

চন্দ্রঃ॥ চদি আহ্লাদনে। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা (উ° ২।১৩) রক্‌প্রত্যয়ঃ॥ আহ্লাদকারী দেবঃ॥ আহ চ যাস্কঃ। চন্দ্রশ্চন্দতেঃ কান্তিকর্ম্মণ ইতি (নি° ১১।৫) অস্য ওষধীশত্বাৎ শরস্য পিতৃত্বেন ব্যপদেশঃ ॥ (১কা—১অ—৩সূ—৪ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— ‡ * ‡ ——

এই মন্ত্র অঙ্কুরের উদ্গম-ভাব-দ্যোতক। এই মন্ত্রে পুনরায় পদ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখানে 'বরুণং' পদ, 'চন্দ্রং' পদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। চন্দ্রদেবই অঙ্কুরের উন্মেষক। প্রকৃতি যে মুকুল-মুঞ্জরায় বিভূষিত হয়, তাহাতে চন্দ্রদেবেরই প্রভাব প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রথম মন্ত্রে বীজে জলসেক, দ্বিতীয় মন্ত্রে স্নিগ্ধ উত্তাপ, তৃতীয় মন্ত্রে মৃদুমন্দ ছায়া, তৎপরে এই চতুর্থ মন্ত্রে বীজে অঙ্কুরোদ্গাম-ক্রিয়া।

ভগবান, চন্দ্রদেব-রূপ হ্লাদিনীমূর্ত্তিতে, সাধকের হৃদয়ক্ষেত্রে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বীজকে অঙ্কুরিত ও মুকুলিত করিলেন। চন্দ্রদেবরূপ ভগবদ্বিভূতির ধারণায় সেই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। এ মন্ত্রকে তৎপক্ষে যোগ-সাধনার চতুর্থ স্তর বলিয়া মনে করিতে পারি। এই চারি মন্ত্রে চারি স্তরে সাধকের হৃদয় কন্দর হইতে প্রতিধ্বনি উঠিতেছে—'এস দেব!—এস! তুমি পর্জ্জন্য-রূপে এস! আমার এ বিশুষ্ক হৃদয়-মরুভূমি তোমার করুণারূপ সুধাধারায় অভিষিঞ্চিত হউক। শুদ্ধসত্ত্বভাবের যে বীজটুকু এই হৃদয় মরুভূমির একপ্রান্তে শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাকে আর্দ্র কর। এস দেব!—এস সখে! স্নিগ্ধকিরণরূপে মিত্রদেব হইয়া এস! সে আর্দ্রবীজ, একটু জীবনী-শক্তি প্রাপ্ত হউক। এস দেব!—এস তুমি! স্নিগ্ধচ্ছায়ারূপে বরুণদেব হইয়া এস; বীজ নবভাব প্রাপ্ত হউক। অবশেষে, এস দেব! এস তুমি, চন্দ্ররূপে এসে সে বীজ মুকুলিত মুঞ্জরিত করিয়া দেও।' পর পর মন্ত্র-চতুষ্টয়ে এই চারি স্তরের প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। (১কা—১অ—৩সূ—৪ম)। *

* সায়ণভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা, মূত্রনিরোধাদি ব্যাধিগ্রস্তের মূত্রনিঃসারণ-সম্বন্ধ-সূচক। এ পক্ষে, এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা ৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, এ মন্ত্রের সেই ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। কেবল, 'পর্জ্জন্য' স্থলে 'চন্দ্র' (বিকাশ-উন্মেষক) প্রভৃতি-রূপ পরিবর্ত্তন হইবে।

পঞ্চমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমো মন্ত্রঃ।

বিদ্মা শরস্য পিতরং সূর্য্যং শতবৃষ্ণ্যং।
তেনা তে তন্বে৩ শং করং পৃথিব্যাং তে
নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ৫ ॥

* . *

পদ-পাঠঃ।

বিদ্ম। শরস্য। পিতরং। সূর্য্যং। শতঽবৃষ্ণ্যং।
তেন। তে। তন্বে। শং। করং। পৃথিব্যাং। তে।
নিঽসেচনং। বহিঃ। তে। অস্তু। বাল্। ইতি ॥ ৫ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা

'শরস্য' (যোগস্য) 'পিতরং' (জনকং) 'শতবৃষ্ণ্যং' (অশেষকামনাপূরকং) 'সূর্য্যং' (পূর্ণপ্রকাশকং দেবং) 'বিদ্ম' (জানীমঃ, তৎস্বরূপপরিজ্ঞানং অবশ্যকর্ত্তব্যং ইতি শেষঃ); 'তেন' (শরেণ, যোগেন) 'তে' (তব) 'তন্বে' (দেহস্য) 'শং' (মঙ্গলং) 'করং' (কর্ত্তব্যং); 'তে' (তব) 'বালিতি' (শক্তিপ্রাপ্তিনিমিত্তং ইতি যাবৎ) 'তে' (তব) 'নিষেচনং' (অন্তরস্থক্লেদরাশিঃ) 'পৃথিব্যাং' (ইহলোকাৎ) 'বহিঃ' (বহির্গতঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। ভগবানেব যোগস্য জনকঃ; তব যোগপ্রভাবেন স ভগবান শুদ্ধসত্ত্বভাবস্য পূর্ণস্রোতঃকো ভবতু; তেন তে কল্যাণমস্তু ইতি ভাবঃ। (১কা-১অ-৩সূ-৫ম)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

যোগসাধনায় জনকস্থানীয়, অশেষ-কামনা-পূর্ণকারী, পূর্ণরূপে প্রকাশক সূর্য্যদেবকে জানা একান্ত কর্ত্তব্য; যোগপ্রভাবে (যোগজনক দেবতার সহিত মিলনের দ্বারা) তোমার দেহের মঙ্গলবিধান কর্ত্তব্য; তোমার শক্তি এবং প্রাণের নিমিত্ত তোমার অন্তরস্থিত ক্লেদরাশি ইহসংসার হইতে অপসারিত হউক। (১কা—১অ—৩সূ—৫ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

সূর্য্যঃ। সরতি গচ্ছতীতি বা সুবতি প্রেরয়তি তত্তদ্ব্যাপারেষু কৃৎস্নং জগৎ ইতি বা সূর্য্যঃ। যদ্বা সুষ্ঠু ঈর্য্যতে প্রকাশ প্রবর্ষণাদিব্যাপারেষু জগদ্ বিধাত্রা পরমেশ্বরেণ প্রের্য্যতে ইতি সূর্য্যঃ। শ্রূয়তে হি। "ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ" (ব্রহ্ম বি০ উ০ ৮) ইতি। তদেতৎ সর্ব্বং যাস্কেনোক্তং। সূর্য্যঃ সর্ত্তের্ব্বা সুবতের্ব্বা স্বীর্য্যতের্ব্বা ইতি (নি০ ১২।১৪)। অথ বা শোভনং বীর্য্যং অস্যেতি সূর্য্যঃ। তথা চ তৈত্তিরীয়কং। "সুবীর্য্যো মর্য্যা যথা গোপায়ত ইতি। তৎ সূর্য্যস্য সূর্য্যত্বং" (তৈ০ ব্রা০ ২।২।১০।৪) ইতি। পাণিনিনা তু রাজসূয়সূর্য্যেত্যাদিনা ক্যবন্তো নিপাতিতঃ। ক্যপঃ পিত্ত্বাৎ অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণ আদ্যুদাত্তত্বং॥ অয়মপি বৃষ্টিদ্বারা সর্ব্বেষাং পোষকত্বাৎ পিতা। শ্রূয়তে হি। "যদা খলু বা অসাবাদিত্যো ন্যঙ্ রশ্মিভিঃ পর্য্যাবর্ত্ততেঽথ বর্ষতি" (তৈ০ স০ ২।৪।১০।২) ইতি॥

অনেন সূক্তেন ক্রিয়মাণেষু কর্ম্মসু পর্জ্জন্যমিত্রাদয়ো দেবতাত্বেন মন্ত্রবর্ণাৎ অবগন্তব্যাঃ। যদাহ,—

"তদ্ধিতেন চতুর্থ্যা বা মন্ত্রলিঙ্গেন বেদ্যতে।
দেবতাসঙ্গতিস্তত্র দুর্ব্বলং তু পরং পরং ইতি।"

যদি ইহ কর্ম্মসু বিনিযুজ্যমানা মন্ত্রা উচ্চারণমাত্রেণ অদৃষ্টজনকাঃ স্যুঃ তদা অনুষ্ঠেয়ার্থ-পরত্বাভাবাদ্ দেবতানাং অনিষ্পত্তির্ভবেৎ। ন চ তথা। মন্ত্রাণাং অনুষ্ঠেয়ার্থপ্রকাশকত্বস্য প্রমাণলক্ষণে "তদর্থশাস্ত্রাৎ" (জৈ০ ১।২।৩১) ইত্যধিকরণে নির্ণীতত্বাৎ। তথা হি। "উরু প্রথস্ব" (তৈ০ সং ১।১।৮।১) ইত্যাদিমন্ত্রোচ্চারণস্য কিং অদৃষ্টং প্রয়োজনং উত অনুষ্ঠেয়ার্থপ্রতিপত্তিরিতি। অদৃষ্টমেবেতি তাবৎ প্রাপ্তং ন তু প্রথনাদিলক্ষণস্যার্থস্য অবগতিঃ। তস্য ব্রাহ্মণবাক্যেনাপি ভাসমানত্বাৎ। "উরু প্রথস্বেতি পুরোডাশং প্রথয়তি" ইতি হি ব্রাহ্মণবাক্যং।

নৈতদ্ যুক্তং। অর্থপ্রত্যায়নস্য দৃষ্টপ্রয়োজনস্য সম্ভবে সতি কেবলাদৃষ্টস্য কল্পয়িতুং অশক্যত্বাৎ। তস্মাদ্দৃষ্টং অর্থানুস্মরণমেব যাগপ্রয়োগে মন্ত্রোচ্চারণস্য প্রয়োজনং। ব্রাহ্মণবাক্যেনাপি অর্থানুস্মরণসম্ভবে মন্ত্রেণৈব অনুস্মরণীয়ং ইতি যো নিয়মঃ তস্য দৃষ্টাসম্ভবাৎ অদৃষ্টং প্রয়োজনং অস্তু। যদাহুঃ—

মন্ত্রা উক্ত প্রথমেতি কিমদৃষ্টৈকহেতবঃ।
যাগেষ্বৃত পুরোডাশপ্রথনাঙ্গসম্পাদকাঃ॥
ব্রাহ্মণেনাপি তত্তানাম্মন্ত্রাঃ পুষ্টৌকহেতবঃ।
ন তত্তানস্ত দৃষ্টত্বাদ্ দৃষ্টং বরমদৃষ্টতঃ। ইতি॥৫॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ * §—

আবার পদ-পরিবর্ত্তন। ছিল 'চন্দ্রং' এবার হইল 'সূর্য্যং'। বীজ অঙ্কুরিত মুকুলিত হইয়াছিল; এবার প্রস্ফুটিত ফুলফলসমন্বিত পরিপক্ক হইল। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে বীজের উন্মেষ-অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিধাতা বিধান করিয়া রাখিয়াছেন; সাধনা-ক্ষেত্রে ভক্তের হৃদয়-মধ্যেও সেই প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অব্যাহত রহিয়াছে। পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর বিধিবিধানের উপমার দ্বারাই সাধনধারণার সামগ্রীকে আয়ত্তীকৃত করিবার প্রয়াস হইয়াছে। জলসেচন না হইলে, ক্ষেত্র উর্ব্বর হয় না। তোমার হৃদয়-মরুভূমি ঊষর অনুর্ব্বর পড়িয়া আছে; জলসেচনের কিছু ব্যবস্থা করিয়াছ কি? কৈ—সে সত্ত্বগুণাদির স্নিগ্ধভাব? কোথায় সে প্রেম-ভক্তির পবিত্র নির্ঝর? কোথায়—সে দয়া-দাক্ষিণ্যাদির করুণা-বরিষণ? যদি বা বরিষণ হইল; কিন্তু সে স্নিগ্ধতাপ কোথায়? দয়ার প্রস্রবণ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলে; কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র বিচার করিলে কৈ? যদি ততটুকু অগ্রসর হইতেও সমর্থ হও; পরবর্ত্তী স্তরের বিষয় অনুধাবন করিতে পারিলে না তো! তাপে পুড়াইয়া মারিতে চলিলে বটে; কিন্তু স্নিগ্ধ ছায়াদানে রক্ষা করিলে কৈ? পরিতপ্ত পাপীকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না তো! আশ্রয় দাও, তাহার পক্ষেও সদ্বৃত্তি উদ্মেষপক্ষে প্রযত্নপর হও; তবে তো তোমার তৃতীয় স্তরে কার্য্য সম্পাদিত হইবে। একবৃত্তির অনুশীলনে, মনুষ্যত্বের পূর্ণস্ফূর্ত্তি হয় না। করুণা চাই—করুণার পাত্রাপাত্র-জ্ঞান চাই, আবার অপাত্রকে সুপাত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা চাই। তবেই তো সদ্ভাবের বীজ অঙ্কুরিত মুকুলিত হইবে! পরিশেষে—মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ—হৃদয়ে জ্ঞানালোকের দিব্যস্ফূর্ত্তি! যদি জ্ঞানলাভের অভিলাষী হও, স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে আরম্ভ কর। তখন, সেই পূর্ণ জ্যোতিষ্মান্, ভগবান, সূর্য্যরূপে প্রকাশমান হইয়া, তোমার চির অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশ আলোকিত পুলকিত করিবেন। পর পর পাঁচটী মন্ত্র, যোগসাধনার এই পরম পন্থা প্রদর্শন করিতেছে। (১কা—১অ—৩সূ—৫ম)। *

---

* সায়ণভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা, মূত্রনিরোধাদি ব্যাধিগ্রস্তের মূত্রনিঃসারণ সম্বন্ধসূচক। এ পক্ষে, এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা ৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, এ মন্ত্রেও সেই ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। কেবল, 'পর্জ্জন্য' স্থলে 'সূর্য্য' (পূর্ণ-প্রকাশক) প্রভৃতিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে।

ষষ্ঠঃ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠো মন্ত্রঃ।)

যদান্ত্রেষু গবীন্যোর্যদ্বস্তাবধি সংশ্রিতং।

এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্ব্বকং॥ ৬॥*

পদ-পাঠঃ।

যৎ। আন্ত্রেষু। গবীন্যোঃ। যৎ। বস্তৌ। অধি। সংশ্রিতং।

এব। তে। মূত্রং। মুচ্যতাং। বহিঃ। বাল্ ইতি। সর্ব্বকং। ৬।

* * *

সায়ণানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তে' (তব) 'শক্তিঃ' (শক্তিপ্রাণনিমিত্তং) 'আন্ত্রেষু' (অন্ত্রমধ্যেষু) 'যৎ' (পাপং) তথা 'বস্তৌ' (নিবাসভূতে দেহে) 'যৎ' (পাপং) 'অধি সংশ্রিতং' (সম্যক্ অবস্থিতং) তৎ 'সর্ব্বকং' (সর্ব্বং পাপং) 'গবীন্যোঃ' (মূত্রাশয়স্থনাড়ীভ্যাং) 'মূত্রং' (প্রস্রাবনিঃসরণং) 'এব' (ইব) 'বহিঃ' (বহির্দ্দেশং) 'মুচ্যতাং' (নির্গচ্ছতু)। আত্মশোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। যদি যোগসাধনয়া শুদ্ধসত্ত্বভাবমধিকর্ত্তুং সমর্থো ভবসি, তদা ত্বয্যাশ্রিতাঃ সর্ব্বে পাপাঃ বিদূরিতা ভবন্তু। ইতি ভাবঃ। (১কা ১অ—৩সূ ৬ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

তোমার শক্তি ও প্রাণের নিমিত্ত, (তোমার) অন্ত্রমধ্যগত যে পাপ, এবং (তোমার) দেহাশ্রিত যে পাপ,—তোমাতে সংশ্রিত হইয়া আছে, সেই সমস্ত পাপ, মূত্রাশয়স্থ নাড়ীদ্বয় হইতে মূত্র নিঃসরণের ন্যায়, বহির্দ্দেশে বিনির্গত হউক। (১কা—১অ—৩সূ—৬ম)।

---

* "সংশ্রিতং" স্থলে "স শ্রুতং" পাঠ দৃষ্ট হয়। সায়ণ-ভাষ্যে "সংশ্রিতং" পাঠেরই পোষকতা দেখা যায়। আমরা সেই পাঠই গ্রহণ করিলাম।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

আন্ত্রেষু উদরান্তর্গতেষু পুরীতৎসু। অধিঃ সপ্তম্যর্থানুবাদী। যৎ মূত্রং সংশ্রিতং সমবস্থিতং রোগবশাৎ যথাকালং বহিরনির্গচ্ছৎ নিরুদ্ধং অভূৎ তথা গবিন্যোঃ। আন্ত্রেভ্যো বিনির্গতস্য মূত্রস্য মূত্রাশয়প্রাপ্তিসাধনে পার্শ্বদ্বয়স্থে নাড্যৌ গবীন্যৌ ইত্যুচ্যেতে। তয়োরপি মূত্রং সংশ্রিতং তথা বস্তৌ। ধনুরাকারো মূত্রাশয়ো বস্তিরুচ্যতে। তত্রাপি যৎ মূত্রং সংশ্রিতং অস্তি তে তব উক্ত স্থানেষু নিরুদ্ধং তৎ মূত্রং এব এবং। অস্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। নিপাতস্য চ ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ। এবমাদীনামন্তঃ (ফি° ৪।,৪) ইত্যাদ্যোদাত্তত্বং॥ যথাপূর্ব্বং মুচ্যতাং নির্গচ্ছতু। নির্গমনপ্রকারমেব আহ। সর্ব্বকং সর্ব্বং তৎ মূত্রং। অব্যয়সর্ব্বনাম্নাং অকচ্ প্রাক্টেঃ ইতি অকচ্। চিতঃ স প্রকৃতের্ব্বহ্বক ষর্থং ইতি সপ্রকৃতিকস্য প্রত্যয়স্য চিতঃ ইত্যাদ্যোদাত্ততা। তৎ মূত্রং বাল্। অনুকরণশব্দোহয়ং। ইতি এবমাত্মকং শব্দং কুর্ব্বৎ বহিঃশরীরাৎ বাহ্যপ্রদেশে। মুচ্যতাং ইতি সম্বন্ধঃ। ৬।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:•:—

এ মন্ত্রটী বিষম সমস্যাপূর্ণ। সূক্তানুক্রমণিকা এবং মন্ত্রভাষ্য অনুসরণ করিলে প্রতীত হয়, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীর মূত্রনিঃসারণবিষয়ে সহায়তা-জন্য এই মন্ত্রটী—কেবল এই মন্ত্রটী বলি কেন—এ সূক্তের সকল মন্ত্রগুলিই—প্রযুক্ত হয়। তবে কোন পদ্ধতি-প্রক্রিয়া-অনুসারে মন্ত্র প্রয়োগ করিলে সেই ভীষণ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। মুঞ্জমেখলা-ধারণ এবং বিশুদ্ধচিত্তে এই সূক্তের মন্ত্র কয়েকটী উচ্চারণ,—ইহাই কি সেই ভীষণ ব্যাধি-বিপত্তির প্রতিকারের উপায়?

এই মন্ত্রটীর মধ্যে আন্ত্র, গবিনী, বস্তি প্রভৃতি যে সকল শব্দ পরিদৃষ্ট হয়; তদ্দ্বারা শারীর-তত্ত্বাভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূত্রাশয়ের সঙ্গে উদরান্তর্গত 'পুরীতৎসু'র (নাড়ী-ভুঁড়ির) ও 'গবিনী' নাড়ীদ্বয়ের কি সম্বন্ধ, শারীরতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক ভিন্ন অন্যে তাহা অবগত নহেন। মূত্রের মূত্রাশয়-প্রাপ্তির সাধন-পক্ষে 'গবিনী' নাড়ীদ্বয় অবস্থিত থাকে। বস্তি বলিতে ধনুরাকারে অবস্থিত মূত্রাশয়কে বুঝাইয়া থাকে। মূত্রনিঃসরণের শব্দকে 'বালিতি' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এবং পরবর্ত্তী মন্ত্রগুলির সহিত এ মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয় ঐ দৃষ্টিতে লক্ষীভূত হইলে, সেই কঠিন মূত্রকৃচ্ছ্রব্যাধির প্রতিকার উপায়ই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

পক্ষান্তরে দেখিতে পাই, এ মন্ত্রে যোগ সাধনায় সাফল্যের বিষয়ই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। পরন্তু, মূত্রকৃচ্ছ্রব্যাধি-শান্তির উপমায়—অতি সমীচীনতাই প্রতিপন্ন হয়। মূত্রকৃচ্ছ্রব্যাধি—মহাপাতকের ফল। মূত্রাবরোধজনিত এই ব্যাধির যন্ত্রণা—অতীব অসহনীয়। অগ্নিতে জলসেচন করিলে তৎক্ষণাৎই অগ্নি যেমন নির্ব্বাপিত হয়, মূত্রনিঃসৃত হইবা মাত্র সেই মর্ম্মন্তুদ ব্যাধিরও তদ্রূপ শান্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশপ্রদ এই ব্যাধি এবং ইহার দুরিত

উপশমের উপমা, অশেষপাপতাপক্লিষ্ট জনকে ভগবদারাধনায় যোগসাধনায় প্রবুদ্ধ করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,- 'তোমার যত প্রকার পাপ আছে; তোমার অন্তরের পাপ, বাহিরের পাপ সকল প্রকার পাপ, যোগসাধনার প্রভাবে বিধৌত হইয়া যাইবে। ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইলে-তাঁহার প্রতি একান্তে অভ্যাসচিত্ত হইতে পারিলে, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীর মূত্র-নিঃসরণের ন্যায়, তোমার সর্ব্ববিধ পাপ ঝটিতি দূরীভূত হইবে। রোগী যেমন শান্তিলাভ করে তখন তুমিও সেইরূপ শান্তি লাভ করিবে।' মন্ত্রটীতে উপমার ছলে পরম তত্ত্বে মনকে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিতে চাহেন, তিনি সেই দৃষ্টিতেই মন্ত্রার্থের অনুসরণ করুন। যে পথেই হউক, বিশ্বেশ্বরের পদাশ্রয় লাভ করিতে পারিলেই দেহ-মন চিরশান্তি-নিকেতনে উপনীত হইবে। যে জন মূত্রকৃচ্ছ্ররোগাক্রান্ত, সে জন, তাহার রোগশান্তির জন্য মন্ত্রনির্দিষ্ট মুঞ্জমেখলা-ধারণ-পূর্ব্বক মন্ত্রের অনুধ্যান করুক। আর, যে জন ভীষণ ভবব্যাধিগ্রস্ত, সে জন, মন্ত্র-কথিত আধ্যাত্মিক ভাব আপনার হৃদয়-প্রদেশে স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখুক। মন্ত্রে দুই দিকে দুই ভাবই প্রকটিত আছে। (১কা—১অ—৩সূ—৭ম)।

— —:•:——

সপ্তমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। সপ্তমো মন্ত্রঃ)।

প্র তে ভিনদ্মি মেহনং বর্ত্তং বেশন্ত্যা ইব।

এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্ব্বকং ॥৭॥ *

পদ-পাঠঃ।

প্র। তে। ভিনদ্মি। মেহনং। বর্ত্তং। বেশন্ত্যাঃঽইব।

এব। তে। মূত্রং। মুচ্যতাং। বহিঃ। বাল্। ইতি। সর্ব্বকং ॥ ৭ ॥

---

* "বর্ত্ত" স্থলে "বর্ত্রং" পাঠ প্রচলিত। কিন্তু সায়ণ-ভাষ্যে "বর্ত্তং" পাঠেরই পোষকতা দেখি। আমরা তদনুসরণেই ব্যাখ্যা করিলাম।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বালিতি' (শক্তিপ্রাণপ্রাপণার্থং) 'বেশন্ত্যা ইব' (পল্বলস্থজলবৎ) 'মেহনং' (ক্লেদপূর্ণং) 'তে' (তব) 'বস্তিং' (পাপাধারং) 'প্রভিনদ্মি' (সম্যক্ বিদারয়ামি) ; 'তে' (তব) 'সর্ব্বকং' (সর্ব্বং পাপং) 'মূত্রং' (প্রস্রাবং) 'এব' (ইব) 'বহিঃ' (বহির্দ্দেশং) 'মুচ্যতাং' (নির্গচ্ছতু)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মশক্তিদ্যোতকঃ। স্বকীয়বলেন সাধকঃ পাপাপনোদনায় উদ্বুদ্ধো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১কা—১অ—৩সূ—৭ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(তোমার) শক্তি ও প্রাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত, পল্বলস্থিত জলের ন্যায় ক্লেদপূরিত তোমার পাপের আধারকে সম্যক্‌রূপে বিদীর্ণ করিতেছি; তোমার পাপসমূহ, মূত্র-নিঃসরণের ন্যায়, বহির্দ্দেশে বিনির্গত হউক। (১কা—১অ—৩সূ—৭ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়নাচার্য্য-কৃতং)।

হে মূত্রশ্যাধিপীড়িত তে তব মেহনং। মিহ্যতি সিঞ্চতি অনেনেতি মেহনং মূত্রনালং। করণে ল্যুট্। লিতি ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্য উদাত্তঃ। তৎ মেহনং প্র ভিনদ্মি লৌহশলাকয়া মূত্রনির্গমনার্থং বিদারয়ামি। বাবতিতাশ্চ ইতি গোপদর্গস্য ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধঃ॥ তত্র দৃষ্টান্তঃ। বর্ত্তং। বর্ত্তান্তে প্রবহতি জলং অত্রেতি বর্ত্তো মার্গঃ। বৃতু বর্ত্তনে। অস্মাৎ অধিকরণে ঘঞ্। তং বেশন্ত্যা ইব। বিশন্তি তিষ্ঠন্তি অস্মিন্ আপ ইতি বেশন্তঃ পল্বলং। বিশ প্রবেশনে। ভূবিশিভ্যাং ঝচ্ (উ০ ৩।১২৬) ইতি ঝচ্ প্রত্যয়ঃ। ঝোন্তঃ ইতি অন্তাদেশঃ। তত্র ভবা আপো বেশন্ত্যাঃ॥ ভবে ছন্দসি ইতি যৎ। তা যথা স্বনির্গমনমার্গং বিদারয়ন্তি তদ্বৎ তদর্থঃ। এব এবং ইত্থং মূত্রনিরুদ্ধনিঃসরণায় মার্গস্য কৃতত্বাৎ তে মূত্রং মুচ্যতাং ইত্যাদি পূর্ব্ববদ্ ব্যাখ্যেয়ং॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———:•:———

এই মন্ত্র ও ইহার ভাষ্য পাঠ করিলে, মনে হয়, যেন কোনও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীর মূত্রনালীতে লৌহশলাকা প্রবেশ করান হইতেছে। আর, ঋত্বিক বা ভিষক্ অস্ত্রপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। 'মেহনং' প্রভৃতি কয়েকটী পদ, ঐ প্রকার অর্থের দ্যোতনা করে।

আমরা মনে করি, এ মন্ত্রের উচ্চারণ-কালে সাধক, যোগ-সাধনায় একটু উন্নতস্তরে আরূঢ় হইয়াছেন। এখন তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারিতেছেন,—'এইবার আমি আমার

পাপের আধারকে উন্মুক্ত করিতেছি।' অন্তরের মধ্যে পাপের যে ক্লেদরাশি সঞ্চিত হয়, তৎসমুদয়কে নিঃসারিত করার ক্ষমতা যখন আসে, তখনই মানুষ এই কথা বলিতে পারে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য—ইহারা হৃদয় পূর্ণ করিয়া বিদ্যমান ছিল। যখন তাহাদের এক একটীকে বিদায় দিতে সমর্থ হওয়া যায়; যখন কাম আর কামনার বস্তুর প্রতি আসক্ত হয় না; যখন ক্রোধ আর ক্রোধের বিষয়ীভূত দ্রব্যের সহিত সংস্রবযুক্ত হইতে চাহে না; যখন লোভ আর লোভনীয় সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টিপাতই করে না; যখন মোহ-মদ-মাৎসর্য্য স্ব স্ব আধিপত্য-বিস্তারে বিরত হয়; তখনই, সেই সময়ই, সাধক বলিতে পারেন,—'হে পাপ! তব বর্ত্তিং প্রভিনদ্মি।' ইহাই এ মন্ত্রের সার শিক্ষা। (১কা—১অ—৩সূ—৭ম)।

—:•:—

অষ্টমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। অষ্টমো মন্ত্রঃ।)

বিষিতং তে বস্তিবিলং সমুদ্রস্যোদধেরিব।

এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্ব্বকং॥ ৮॥

পদ পাঠ।

বিঽসিতং। তে। বস্তিঽবিলং। সমুদ্রস্য। উদধেঃঽইব।

এব। তে। মূত্রং। মুচ্যতাং। বহিঃ। বাল্। ইতি। সর্ব্বকং॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বালিতি' (শক্তিপ্রাণপ্রাপণার্থং) 'তে' (তব) 'বস্তিবিলং' (দেহাভ্যন্তরস্থমিপ্রস্রাবং) 'সমুদ্রস্য' (অনন্তস্য, ভগবতঃ) 'উদধেরিব' (সিন্ধোঃ, বিভূত্যা ইব) 'বিষিতং' (বিমুক্তং প্রসারিতং কুরু); 'তে' (তব) 'সর্ব্বকং' (সর্ব্বং পাপং) 'মূত্রং' (প্রস্রাবং) 'এব' (ইব) 'বহিঃ' (বহির্দ্দেশং) 'মুচ্যতাং' (নির্গচ্ছতু)। অয়মপি পূর্ব্বমন্ত্রার্থপোষকঃ। অনেন মন্ত্রেণ সদ্ভাবস্য বিস্তৃতিঃ তথা অসৎপরিত্যাগশ্চ সূচ্যতে। (১কা—১অ—৩সূ—৮ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তি ও প্রাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত, তোমার দেহাভ্যন্তরস্থ স্নিগ্ধ-ভাবকে অনন্ত সিন্ধুর ন্যায় (ভগবদ্বিভূতির ন্যায়) বিমুক্ত (সম্প্রসারিত) কর ; তোমার পাপসমূহ, মূত্র-নিঃসরণের (প্রস্রাবের) ন্যায় বহির্দ্দেশে নির্গত হউক। (১কা—১অ— সূ—৮ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে মূত্ররোগার্ত্ত তে তব বস্তিবিলং বস্তিদ্বারং ব্যাধিবশাৎ নিরুদ্ধং মূত্রবর্ত্ম-বিষিতং বিমুক্তং মূত্রনিঃসরণযোগ্যং অস্তু। ষো অন্তকর্ম্মণি। অস্মাদ্ বিপূর্ব্বাৎ নিষ্ঠা। দ্যতিস্যতিমাস্থামিত্তিকিতি ইতি ইত্বং। 'উপসর্গাৎ সুনোতীত্যাদিনা ষত্বং। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সমুদ্রস্য। সমুনত্তি স্বকীয়েন জলেন কৃৎস্নং জগৎ ক্লেদয়তীতি সমুদ্রঃ। উন্দী ক্লেদনে। স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চিশকিক্ষিপিক্ষুদিসৃপিতৃপিদৃপিবন্দ্যুন্দীত্যাদিনা (উ০ ২।১৩) রক্ প্রত্যয়ঃ। সমুদ্রং যাস্কস্য বচনা নিরবোচৎ। সমুদ্রঃ কস্মাৎ। সমুদ্দ্রবন্ত্যস্মাদাপঃ সমভিদ্রবন্ত্যেনমাপঃ সম্মোদন্তেঽস্মিন ভূতানি সমুদকো ভবতি সমুনত্তীতি বেতি (নি০ ২।১০)। উদধেঃ। উদকানি ধীয়ন্তে ধার্য্যন্তেঽস্মিন্নিতি উদধিঃ। অনেন বিলবদবস্থিতেষু নদীমুখেষু সমুদ্রজলস্য নিঃসরণযোগ্যতা উক্তা। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। অস্মাৎ কর্ম্মণ্যধিকরণে চ ইতি কিপ্রত্যয়ঃ। আতো লোপ ইটি চ ইত্যাকারলোপঃ। পেষংবাস-বাহনধিষু চ ইত্যুদকশব্দস্য উদভাবঃ। গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ ইতি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতি-স্বরত্বেন অন্তোদাত্ততা। উদকপূর্ণসমুদ্রস্য নদীমুখপলক্ষণং জলনিঃসরণদ্বারং যথা বিবৃতং ভবতি এবং ত্বদীয়বস্তিবিলমপি বিবৃতং ভবত্বিত্যর্থঃ। এব এবং। উক্তপ্রকারেণ। বস্তি-বিলে বিষক্তে সতীত্যর্থঃ ॥ শেষং পূর্ব্ববদ্ ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৮ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:§ * §:—

এ মন্ত্রকে পূর্ব্বমন্ত্রেরই পরিপোষক বলিয়া মনে করিতে পারি। দুই দিকের দুই প্রকার অর্থেই সে পরিপোষণের ভাব প্রকাশ পায়। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীর পক্ষে মূত্রবর্ত্ম-বিমুক্তির ভাব আসে। আধ্যাত্মিক-পক্ষে অন্তরস্থ সদ্ভাবসমূহের বিস্তৃতিকরণ অর্থ প্রতিভাত হয়।

এস্থলে আধ্যাত্মিক অর্থেও উপমান-উপমেয় সম্যক্ শোভনীয় হইয়াছে। 'সমুদ্রস্য উদধেরিব' বাক্য অনন্তভাবজ্ঞাপক। উহাতে ভগবানের অনন্তত্বের বিষয় মনে আসে। 'সমুদ্রস্য' পদের সহিত 'উদধেঃ' পদের উপমা-ব্যপদেশে যে সংযোগ, উহার বিশেষ সার্থকতা দেখিতে পাই উদক লইয়া যেমন উদধি; সম্যক্‌রূপে বিস্তৃত জলরাশি লইয়াই যেমন

সমুদ্র; জ্ঞানাদি ষড়ৈশ্বর্য্য লইয়া যেমনই ভগবানের ভগবত্ব। ভগবানের ভগবত্ব বলাও যাহা, সমুদ্রের উদধি বলাও তাহাই। অন্যপক্ষে ইহার সাদৃশ্য 'বস্তিবিলং' শব্দে প্রত্যক্ষ করুন। দেহাভ্যন্তরে মনুষ্যজীবনে স্নেহভাবই সার-সম্পৎ নহে কি? দয়াদাক্ষিণ্য-সত্য-সরলতা-ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণগ্রামে যে হৃদয় পূর্ণ না হইল, সে হৃদয় মনুষ্যের হৃদয়ই নহে। মনুষ্যে আর পশুতে প্রভেদ কি? মনুষ্যের হৃদয়ের সদ্‌গুণরাশিই মনুষ্যকে পশু হইতে পৃথক করিয়াছে। দেহের বিল—সেই স্নিগ্ধসত্বভাবের দ্যোতনা করিতেছে। সেই বিল যখন বিমুক্ত হয় সত্বভাবসমূহ যখন বিস্তৃতি লাভ করে, তখন অনন্তের সহিতই তাহার সাদৃশ্য আসিয়া পড়ে। অবরুদ্ধ নদীর স্রোত যখন অবরোধ-মুক্ত হয়, তখন তাহার স্নেহ-প্লাবনে জনপদ অভিষিক্ত করিয়া কত অনুর্ব্বর উষর-ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সম্পাদন করে। ফল—সত্বভাবের পরিবৃদ্ধি। বিস্ফুলিঙ্গ দিব্যজ্যোতিতে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র লতা বহুবিস্তার লাভ করে। (১কা-১অ-৩সূ-৮ম)।

নবমো মন্ত্রঃ

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। নবমো মন্ত্রঃ।)

যথেষুকা পরাপতদবসৃষ্টাধি ধন্বনঃ।

এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্ব্বালিতি সর্ব্বকং ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

যথা। ইষুকা। পরাঽঅপতৎ। অবঽসৃষ্টা। অধি। ধন্বনঃ।

এব। তে। মূত্রং। মুচ্যতাং। বহিঃ। বাল্। ইতি। সর্ব্বকং ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'ইষুকা' (সহসা হস্তস্খলিতো বাণঃ) 'অধিধন্বনঃ' (ধনুষঃ সকাশাৎ) 'অবসৃষ্টা' (বিমুক্তঃ সন্) 'পরাপতৎ' (নির্গচ্ছতি), 'এব' (অপিচ) 'মূত্রং' (স্রাবঃ যথা মূত্রনালাৎ নির্গচ্ছতীতি শেষঃ), তথা 'তে' (তব) 'বালিতি' (সক্তিপ্রাণ-

প্রাণশক্তেঃ) 'সর্ব্বকং' (সর্ব্বং পাপং) 'বহিঃ' (বহির্দ্দেশং) 'মুচ্যতাং' (নির্গচ্ছতু)। ত্বদ্ব্যাশ্রিতঃ পাপো লক্ষ্যহীনঃ সন্ নির্গচ্ছতু ইতি ভাবঃ। (১কা—১অ-৩সূ—৯ম।)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যেমন, উৎক্ষিপ্ত বাণ, ধনুর নিকট হইতে স্বতঃ বিমুক্ত হইয়া যায়, এবং মূত্র যেমন মূত্রনাল হইতে নির্গত হয়; সেইরূপ, তোমার শক্তি ও প্রাণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত, (তোমার) পাপসমূহ বহির্দ্দেশে নির্গত হউক। (তোমাতে যেন পাপের সম্বন্ধমাত্র না থাকে)। (১কা—১অ—৩সূ—৯ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতঃ)।

অজ্ঞাতা ইষুঃ ইষুকা। প্রাগিবাৎ কঃ ইতি অজ্ঞাতার্থে কপ্রত্যয়ঃ। অধি ধন্বনঃ। অধিঃ পঞ্চম্যর্থানুবাদী। আনতজ্যাদ্ ধনুষঃ সকাশাৎ অবসৃষ্টা বিমুক্তা সতী যথা যেন প্রকারেণ পরাপতৎ পরাপততি অনিরুদ্ধবেগা শীঘ্রং লক্ষ্যোদ্দেশং গচ্ছতি। পত গতৌ। ছন্দসি লুঙ-লঙ্-লিটঃ ইতি বর্ত্তমানে লঙ্। অবসৃষ্টেতি অব পূর্ব্বাৎ সৃজ বিসর্গে ইত্যস্মাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। ব্রশ্চভ্রস্জসৃজমৃজযজরাজভ্রাজচ্ছশাং ষঃ ইতি ষত্বে ষ্টুত্বম্। পতিরনন্তরঃ ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বম। এব এবম। শেষং পূর্ব্ববৎ। ৯।

ইতি প্রথমকাণ্ডে প্রথমেঽনুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:*:—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইষুকা' পদটী বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। বাণার্থক 'ইষু' শব্দের উত্তর অজ্ঞাতার্থে 'ক' প্রত্যয় করিয়া উক্ত 'ইষুকা' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে অর্থ হয়, -'অজ্ঞাত বাণ'। কিন্তু 'অজ্ঞাত বাণ' বলিতে কি ভাব প্রকাশ পায়? আমরা মনে করি, উহা দ্বারা 'লক্ষ্যহীন' অর্থ সূচিত হইয়াছে। ধনুষ্মান্ যখন বাণ পরিত্যাগ করে, তখন কোনও প্রাণীর বা পদার্থের প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকে। বাণ, সেই প্রাণীকে বা পদার্থকে বিদ্ধ করে। ইহাতে ধানুষ্কির হিংসার ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু এখানে 'ইষুকা' বলিতে লক্ষ্যহীন—অর্থাৎ কাহাকেও হিংসা করা উদ্দেশ্য নহে—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আমার দেহ হইতে পাপক্লেদ নিদূরিত হউক; কিন্তু তদ্দ্বারা অপর কেহ যেন কলুষিত না হয়। মন্ত্রে এতাদৃশ মহান্ অভিপ্রায় পরিস্ফুট দেখি।

সে পাপ, আর কেমন ভাবে নির্গত হইবে? না মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীর মূত্রনিঃসারণের ন্যায়। চারিটী মন্ত্রে পর পর পাপনির্গমন-পক্ষে এই একই উপমা বিনিযুক্ত হইয়াছে।

এ উপমার একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রথম লক্ষ্য—পরম শান্তিলাভ। মূত্র-রূপ ক্লেদ দেহে অবরুদ্ধ থাকিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীর যন্ত্রণার অবধি থাকে না। সেই মূত্র বহির্দ্দেশে নির্গত হইলেই রোগী শান্তি লাভ করে। এখানেও সেই ভাব পরিব্যক্ত। শরীরের মধ্যে পাপ অবরুদ্ধ হইলে, কষ্টের অবধি থাকে না। সে পাপ নির্গত হইয়া গেলে, পাপের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্যুত হইলে পরম শান্তি লাভ করা যায়। এক পক্ষে, উপমায় এই ভাব প্রকাশ করে। অন্য পক্ষে, ত্যাগের পর মূত্র যেমন হেয় অপরিগ্রহণীয় হয়, পাপও যেন তদ্রূপ হেয় ও অগ্রহণীয় হয়, ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। মন্ত্রের প্রথম পাদের সার্থকতা এ দৃষ্টিতে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সে পাপ এমনভাবে পরিত্যক্ত উপেক্ষিত হউক—সে যেন কাহাকেও আর স্পর্শ না করে, কাহারও সহিত সে পাপ যেন কখনও আর সম্বন্ধ বিশিষ্ট না হয়—ইহাই মর্ম্মার্থ। (১কা—১অ—৪সূ—৯ম)।

চতুর্থসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

অম্বয়ো যন্তীত্যাদি সূক্তত্রয়েণ প্রাতরম্বাকানন্তরং হোতানুচ্যমানং অপোনপ্ত্রীয়ং ব্রহ্মা অনুজপতি। তদুক্তং বৈতানে। "অম্বয়ো যন্তীতি ত্রীণ্যপোনপ্ত্রীয়ং" ইতি (বৈ০ ৩।৬)। তত্র অম্বয়ো যন্তীত্যাদ্যং সূক্তং বৃহদ্গণে পঠিতং॥ তথা চ সূত্রং। "অম্বয়ো যন্তি (১।৪) শন্তুমায়োভূঃ (১।৫।৬) হিরণ্যবর্ণাঃ (১।৩৩) নিঃ সালাং (২।১৪) যে অগ্নয়ো (৩।২১) ব্রহ্মজজ্ঞানং ইয়ং ত্বোকা (৪।১।১) উদ দেবাঃ (৪।১৩) মৃগারস্কুক্তানি (৪।২৩।২৯) উত্তমং সর্জ্জিয়িদা অপ নঃ শোশুচদঘং (৪।৩৩) পুনস্তু মা (৬।১৯) সস্রুষীঃ (৬।২৩) হিমবতঃ প্রস্রবন্তি (৬।২৪) বায়োঃ পূতঃ পবিত্রেণ (৬।৫১) শং চ নো ময়শ্চ নঃ (৬।৫৭।৩) অনডুদ্ভ্যস্ত্বং প্রথমং (৬।৫৯) মহ্যমাপো (৬।৬১) বৈশ্বানরো রশ্মিভিঃ (৬।৬২) যমো মৃত্যুঃ (৬।৯৩) বিশ্বজিৎ (৬।১০৭) সংজ্ঞানং নো (৭।৫২) যত্ত্বা রক্ষ (৭।৭৮) পুনর্মৈত্বিন্দ্রিয়ং (৭।৬৯) শিবা নঃ (৭।৭১) শং নো বাতো বাতু (৭।৭২) অগ্নিং ক্রমো বনস্পতীন্ (১১।৬) ইতি (কৌ০ ১।৯)। লঘুগণেঽপি এতৎ সূক্তং পঠিতং। সূত্রিতং হি। "অম্বয়ো যন্তি (১।৪) শন্তুমায়োভূঃ (১।৫।৬) হিরণ্যবর্ণাঃ (১।৩৩) শন্তাতীয়ং (৪।১৩) যত্ত্বা রক্ষে (৭।৬৮) পুনর্মৈত্বিন্দ্রিয়ং (৭।৬৯) শিবা নঃ (৭।৭১) শং নো বাতো বাতু (৭।৭২) অগ্নিং ক্রমো বনস্পতীন (১১।৬) ইতি (কৌ০ ১।৯)। তত্র শন্তাতীয়মিতি আ ত্বা গমং শন্তাতিভিরিতি শন্তাতিশব্দযুক্তত্বাৎ উত দেবা (৪।১৩) ইতি। অয়মেব বৃহদ্গণাপেক্ষয়া লঘুত্বাৎ লঘুগণ ইত্যুচ্যতে। অতঃ পরিভাষায়াং "শন্তাতীয়েন তিলান্ জুহোতি" (প০ ৮।১) ইত্যত্র অয়মেবগণঃ প্রত্যেতব্যঃ॥ অপাং সূক্তেষু চ এতৎ সূক্তং পঠিতং। অম্বয়ো যন্তি (১।৪) শন্তুমায়োভূঃ (১।৫।৬) হিরণ্যবর্ণাঃ (১।৩৩)

যদদঃ (৩।১৩) পুনন্তু মা (৬।১৯) সস্রুষীঃ (৬ ২৩) ইত্যাদীনি অপাং সূক্তানি। অতঃ তেষাং গণানাং যত্র যত্র বিনিয়োগঃ তত্র সর্ব্বত্র অস্য বিনিয়োগো দ্রষ্টব্যঃ।

তথা গবাং রোগোপশমনপুষ্টিপ্রজননকর্ম্মসু অনেনৈব সূক্তেন অভিমন্ত্রিতং লবণং কেবলং বা উদকং গাঃ পায়য়েৎ। তদুক্তং কৌশিকসূত্রে। "অম্বয়ো যন্তি" ইতি প্রক্রম্য "গো লবণং পায়য়ত্যুপতাপিনীঃ প্রজননকামাঃ প্রপাং অনক্রুণদ্ধি" ইতি (কৌ॰ ৩।২)।

তথা সর্ব্বরোগভৈষজ্যকর্ম্মণি অনেনৈব সূক্তেন আজ্যহোমং পলাশোডুম্বরাদিশান্তবৃক্ষসমিদাধানং চ কুর্য্যাৎ। সূত্রিতঞ্চ। "অম্বয়ো যন্তি (১'৪) বায়োঃ পূতঃ (৬।৫১) ইতি চ শান্তাঃ" ইতি (কৌ॰ ৪।১)।

তথা সাংগ্রামিকজয়পরাজয়াস্মভিলষিতকর্ম্মণাং সিদ্ধ্যসিদ্ধিবিজ্ঞানার্থং অনেনৈব সূক্তেন পচ্যমানক্ষীরৌদনে শ্যামাকুশস্তম্বপাঠ্যা অনুগমনয়েৎ। তন্নৌদনাদীনাং ক্রমেণ পাকে প্রসারণে সম্যসংখ্যায়াং বিকাসে স্বকার্য্যসিদ্ধিং জানীয়াৎ ইতরথা তু অসিদ্ধিং। তদ্বদেব জয়পরিজ্ঞানে সংগ্রামভূমিবেদিকাপরীক্ষণং চ অনেনৈব কুর্য্যাৎ। সূত্রিতঞ্চ। "অম্বয়ো যন্তীতি ক্ষীরৌদনোৎকুচস্তম্বপাঠ্যাবিজ্ঞানানি সাংগ্রামিকং বেদি বিজ্ঞানং" ইতি (কৌ॰ ৫।১)।

তথা অর্শোখ্যাপনবিঘ্নশমনকামঃ অনেন সূক্তেন মরুদ্ভ্যো মান্ত্রবর্ণিকীভ্যো দেবতাভ্যঃ ক্ষীরৌদনহোমঃ আজ্যহোমঃ কাশদর্ভবধুবকবেতসাখ্যা ওষধীরেকস্মিন পাত্রে কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য জলমধ্যে অধোমুখং নিনয়নং তাসামেব কাশাদীনাং সম্পাতিতাভিমন্ত্রিতানাং অপ্সু প্লাবনং খশিরসো মেষশিরসশ্চ অভিমন্ত্রিতস্য অপ্সু প্রক্ষেপণং মানুষকেশজরত্তূপানহাং বংশাগ্রে বন্ধনং তুষসহিতং আমপাত্রং অভিমন্ত্রিতোদকেন সম্প্রোক্ষ্য ত্রিপদে শিক্যে নিধায় অপ্সু প্রক্ষেপণঞ্চ ইত্যেতানি অভিবর্ষণকর্ম্মাণি সম্পাতিতাভিমন্ত্রিতঘটোদকেন আপ্লাবনং অবসেচনং চ কুর্য্যাৎ। অত্র "অর্থং উত্থাপয়ন্" ইতি প্রক্রম্য 'অম্বয়ো যন্তি শম্ভুময়োভূরিত্যাদি অভিবর্ষণাবসেচনানাং ইত্যেতদস্তং সূত্রং দ্রষ্টব্যং (কৌ॰ ৫।৫)। অত্র অমূর্যা ইত্যনয়া পরিচরণানন্তরং আগ্নীধ্রীয়ে উপসাদ্যমানা বসতীবরীঃ অনুমন্ত্রয়তে। তদুক্তং বৈতানে। "বসতীবরীঃ পরিহ্রিয়মাণাঃ" ইত্যুপক্রম্য "আগ্নীধ্রীয়েঽপসাদ্যমানা উত্তরয়া অমূর্যা ইতি চ" ইতি (বৈ॰ ৩।৬)।

—— • ——

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ)।

অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভির্জ্জাময়ো অধ্বরীয়তাং।

পৃঞ্চতীমধুনা পয়ঃ ॥ ১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

অম্বয়ঃ। যন্তি। অধ্বঽভিঃ। জাময়ঃ। অধ্বরিঽয়তাম্।

পৃঞ্চতীঃ মধুনা। পয়ঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বরীয়তাং' (দেবযজনং কর্তুমিচ্ছতাং অস্মাকং) 'জাময়ঃ' (হিতকারিণাঃ) 'অম্বয়ঃ' (মাতৃস্থানীয়া আপঃ) 'মধুনা' (মাধুর্য্যরসেন) 'পয়ঃ' (দুগ্ধং অমৃতং, প্রাণশক্তিং) 'পৃঞ্চতীঃ' (যোজয়ন্ত্যঃ, সঞ্চারয়ন্ত্যঃ) 'অধ্বভিঃ' (দেবযজনমার্গৈঃ) 'যন্তি' (গচ্ছন্তি ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি)। জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হি অস্মাকং প্রাণশক্তিপ্রদাত্রী। মাতৃস্থানীয়ায়াস্তস্যা অনুগ্রহেণ অস্মাকং পূর্ণা ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১কা—১অ—৪সূ—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবারাধনায় ইচ্ছুক আমাদিগের হিতকারী মাতৃস্থানীয় জল (জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা), মাধুর্য্যরসের দ্বারা অমৃত (প্রাণশক্তি) সঞ্চার করিতে করিতে, দেবযজন-পথ বাহিয়া (দেবকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে) ভগবৎসমীপে উপস্থিত হয়। (১কা—১অ—৪সূ—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অম্বয়ঃ। অম্বাশব্দবৎ অম্বিশব্দোঽপি মাতৃবাচিত্বেন বেদে প্রসিদ্ধঃ। যথা "অম্বিতমে নদীতমে" (ঋ০ ২।৪১।১৬) ইতি "অম্বে অম্বাল্যম্বিকে" (তৈ০ স০ ৭।৪।১৯।১) ইতি চ কৃৎস্নস্য জগতো মাতৃভূতা আপঃ। "অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিরিত্যাপো বা অম্বয়ঃ" ইতি হি কৌষীতকিব্রাহ্মণং। "ইন্দ্রায় ষট্ সংস্রাপাপোনুং প্রজাপতিঃ প্রাযচ্ছদ্বা অম্বয়ঃ" ইতি শাট্যায়নকং। তা আপঃ। অধ্বরীয়তাং। ধ্বরো হিংসা ন বিদ্যতেঽস্মিন্নিতি অধ্বরঃ জ্যোতিষ্টোমাদির্যাগঃ। তং আত্মন ইচ্ছতাং॥

নন্ জ্যোতিষ্টোমাদৌ অগ্নীষোমীয়সবনীয়ানুবন্ধ্যাঃ পশব আলভ্যন্তে কথং তত্র হিংসাভাব ইতি চেৎ নৈবং। নাত্র হিংসায়া অভাবং ব্রূমঃ। কিন্তু তজ্জনিতপ্রত্যবায়াভাবং। তথা হি। "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" ইতি সামান্যশাস্ত্রং বিশেষশাস্ত্রক্রোড়ীকৃতবিষয়পরিহারেণৈব প্রবর্ত্তত ইতি হি পরীক্ষকপ্রসিদ্ধঃ। "পঞ্চদশ সামিধেনীরন্বাহ" (তৈ০ স০ ২।৫।৮।২) ইতি সামান্যবিহিতস্য সামিধেনীপঞ্চদশস্য "সপ্তদশান্বব্রূয়াদ্বৈশ্যস্য" (তৈ০ স০ ২।৫।১০।২) ইত্যেবং বিশেষবিহিতসামিধেনী সাপ্তদশ্যবিষয়ানুপ্রবেশঃ

নৈব প্রবৃত্তেঃ শাস্ত্রে নির্ণীতত্বাৎ। তথা চ "অগ্নীষোমীয়ং পশুং আলভেত" ইতি বিশেষ-শাস্ত্রবিহিতবিষয়পরিহারেণ "ন হিংস্যাৎ" ইতি সামান্যশাস্ত্রং বাধাহিংসামেব অবলম্বত ইতি বৈধহিংসায়া নিষিদ্ধত্বাভাবাৎ নানর্থহেতুত্বং। এতদেবাভিপ্রেত্য উক্তং অধ্বরে ইতি। ননু "অগ্নীষোমীয়ং পশুং আলভেত" ইত্যাদিবৎ "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" ইত্যাদৌ অভিচারস্যাপি বিহিতত্বাৎ নানর্থহেতুত্বং ইতি চেৎ নৈবং। শ্যেনাদিযাগস্য বিহিতত্বেঽপি তৎসাধ্যহিংসায়াঃ অগ্নীষোমীয়পশুহিংসাবৎ বিধিবিষয়ত্বাভাবেন নিষেধ-শাস্ত্রানুপ্রবেশাৎ অনর্থত্বাৎ। তথা চ তৎসাধনভূতঃ শ্যেনযাগোঽপি তদ্দ্বারা অনর্থ ইতি। গুরুমতে তু শ্যেনাদেরবিধেয়ত্বং। তত্র রাগত এব প্রবৃত্তত্বাৎ। তথা চ শ্যেন-বাক্যস্য অয়মর্থঃ। অভিচারেণ শত্রুং যদি জিঘাংসসি তর্হি তব বৈদিকোপায়ঃ শ্যেন ইতি রাগপ্রাপ্তায়াঃ শত্রুহিংসায়াঃ সাধনমাত্রং বোধ্যতে ন তু যাগে পুরুষঃ প্রবর্ত্যতে শ্যেনং কুর্ব্বিতি। তথা চোক্তং। "সাধ্যসাধনভাবপ্রতীতিমাত্রপর্যবসিতো হি বিধিব্যাপারো ন প্রয়োগপর্যবসিতঃ" ইতি। অতঃ শ্যেনযাগে বিধিতঃ প্রবৃত্ত্যভাবেন "ন হিংস্যাৎ সর্ব্ব-ভূতানি" ইতি নিষেধশাস্ত্রস্য তত্রানুপ্রবেশাৎ শ্যেনস্য অনর্থত্বং। এতদ্ব্যুদাসার্থমেব "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" (জৈ০ ১।১।২) ইত্যত্র ভগবতা জৈমিনিনা অর্থপদেন দর্শিতো বিশেষতঃ। নন্বেবং শ্যেনাঙ্গভূতাগ্নীষোমীয়পশুহিংসায়াং অপি অনর্থতা প্রসজ্যেতেতি। নৈতৎ। বৈষম্যাৎ। নহি শ্যেনস্য যাগবৎ তদিতিকর্ত্তব্যতায়াং রাগতঃ প্রবর্ত্যতে পুরুষঃ কিন্তু বিধিত এব। তথা চোক্তং। কামাধিকারে করণাংশে রাগতঃ প্রবৃত্তিঃ অঙ্গেষু তু বৈধী ইতি। তদলং অতিপ্রসঙ্গেন। প্রকৃতং অনুসরামঃ।

অধ্বরীয়তাং অধ্বরং সোমযাগং আত্মন ইচ্ছতাং যজমানানাং জাময়ো ভগিন্যঃ ক্রিয়-মাণে ব্যাপারে ভগিনীবৎ সহায়ভূতা ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতা আপঃ অধ্বভিঃ মার্গৈঃ চাত্বা-লোৎকরমধ্যদেশরূপৈঃ প্রাদক্ষিণ্যৈর্বা মার্গৈঃ যন্তি আগচ্ছন্তি। যাগভূমিং ইত্যর্থঃ। যন্তীতি ইণ্ গতৌ অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। "ইণো যণ্" ইতি যণাদেশঃ। "তিঙ্ঙতিঙঃ" ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। অধ্বরীয়তামিতি। অধ্বরশব্দাৎ "সুপ আত্মনঃ ক্যচ্"। "ন ছন্দস্যপুত্রস্য" ইত্যত্র "অপুত্রাদীনাং ইতি বক্তব্যং" ইতি স্মরণাৎ ঈত্বনিষেধাভাবাৎ "ক্যচি চ" ইতি ঈত্বং। "ক্যধ্বরপৃতনস্যর্চি লোপঃ" ইতি তু ব্যত্যয়েন ন প্রবর্ত্ততে। ক্যজন্তাৎ লটঃ শত্রাদেশঃ। তত্র শপঃ। পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। "অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকং" ইতি শতু-রনুদাত্তত্বং। ক্যজকারেণ সহ একাদেশে "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" ইতি শতুরুদাত্তত্বাৎ শতুরনুমঃ আম উদাত্তত্বং। কিং কুর্ব্বত্যঃ। মধুনা স্বকীয়েন মাধুর্য্যরসেন পয়ঃ সোমরসাদিকং হোমদ্রব্যং পয়োবিকারভূতং আজ্যং বা। বিকারে প্রকৃতিশব্দঃ। পৃঞ্চতীঃ পৃঞ্চত্যঃ সংযোজয়ন্ত্যঃ। পৃচী সম্পর্কে। অস্মাৎ লট্। "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" ইতি হেতৌ শতৃপ্রত্যয়ঃ। রুধাদিত্বাৎ শ্নম্। "শ্নসোরল্লোপঃ"। "উগিতশ্চ" ইতি ঙীপ্। "বা ছন্দসি" ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। "শতুরনুমো নদ্যজাদী" ইতি ঙীপ উদাত্তত্বং। সম্পর্কাদ্ধেতোঃ যন্ত্যর্থঃ। (১অ ১কা ৪সূ—১ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:•:—

এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটীর প্রয়োগ-সম্বন্ধে ভাষ্যকার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রতি স্বতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এ সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটীর প্রয়োগে সর্ব্বপ্রকার রোগে শক্তি-লাভ, লাভালাভ ও জয়-পরাজয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা, অর্থপ্রাপ্তি, বিঘ্ননাশ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। গো-জাতির রোগ উপশমন ও পুষ্টি-সংজনন পক্ষে এ সূক্তের মন্ত্র-কয়টী অশেষ ফলোপধায়ক বলিয়া অভিহিত হয়। 'অম্বয়ো যন্তি' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সলবণ জল বা কেবলমাত্র জল গোজাতিকে পান করাইলে, তাহাদের সর্ব্ববিধ ব্যাধিনাশ ও পুষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে। জলপড়া দ্বারা এবং মন্ত্র দ্বারা রোগনাশের চেষ্টা—অধুনাও অস্মদ্দেশে পরিদৃষ্ট হয়। আমরা মনে করি, সে সকল মন্ত্র অথর্ব্ববেদেরই অন্তর্ভুক্ত, এখন বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা প্রচলিত মন্ত্রও কখনও কখনও ফলপ্রদ হইতে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে, অথর্ব্ববেদের মন্ত্র যদি যথাপ্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে, কি সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা তত্ত্বানুসন্ধায়ী পাঠককে ধীরভাবে অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসমূহে লক্ষ্যপ্রবেশ করিতে অনুরোধ করি।

এই মন্ত্রে এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী মন্ত্রে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপাসনা আছে। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে, যাঁহারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, জলদেবতা তাঁহাদের মাতৃস্থানীয়া এবং পরমহিতকারিণী। জননী যেমন স্তন্যদানে সন্তানের শক্তি-বর্দ্ধন করিয়া সন্তানকে জীবন-পথে পরিচালিত করেন, মাতৃস্বরূপিণী জলদেবতাও সেইরূপ অমৃতবৎ প্রাণশক্তিদানে সৎকর্ম্মকর্ত্তাকে ভগবৎসমীপে সংবাহিত করিয়া লইয়া যান। এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে, সেই মাতৃস্বরূপিণী জলদেবতা আমাদিগকে জীবনী শক্তি দানে ভগবৎসমীপে লইয়া চলুন। দেবতার অনুকম্পা না হইলে, মানুষের সামর্থ্যই নাই যে, ভগবৎসন্নিধানে পৌঁছিতে পারে। এখানে কর্ম্মকারী তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং তদনুসারে দেবদ্বারে প্রার্থী হইয়াছেন।

এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'অম্বয়ঃ', 'মধুনা' ও 'পয়ঃ'—এই তিনটী শব্দ উপমার বহুভাব প্রকাশ করিতেছে। জলের স্নেহভাব, দেবতার মাতৃত্বের সূচনা করিয়াছে। 'পয়ঃ' শব্দে দুগ্ধ ও অমৃত—দুই ভাবই আনয়ন করে। জননী যেমন দুগ্ধদানে সন্তানকে পালন করেন, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী সেইরূপ জননীর স্নেহে সন্তানকে জ্ঞানামৃত দান করেন। এখানে উপমায় সেই উদার উচ্চ ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে।

এই মন্ত্রের আলোচনায় আর একটী অতি গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। ভাষ্যকার, মন্ত্রস্থিত 'অধ্বর' পদের অর্থে লিখিয়াছেন—'যাহাতে হিংসা নাই, তাহাই অধ্বর।' কিন্তু শ্রুতিবাক্য যখন আছে—"অগ্নীষোমীয়ং পশুং আলভেত" অর্থাৎ যজ্ঞে পশু-হনন করিবে; তখন, যজ্ঞকে কি করিয়া হিংসারহিত বলিতে পারি'? তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন,—'সাধারণ-বিধি বিশেষ-বিধি দ্বারা বাধিত হয়।' কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার ও ভাবিবার আছে। সায়ণ বলেন,—এস্থলে হিংসার অভাব বলিতেছি না,

প্রত্যবায়ের অভাব বলিতেছি।' অর্থাৎ, তাঁহার মতে, যজ্ঞে পশুবলিতে হিংসা হয় বটে; কিন্তু পাপ হয় না। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য অন্যরূপ। আমরা বলি, যজ্ঞক্ষেত্রে যে পশু-বলি প্রদত্ত হয়, সে পশু হননে হিংসার সংশ্রব আসে না। কেন-না, সে বলিদান—নিষ্কাম কর্ম্ম। যজ্ঞে ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে; কিন্তু পশুহনন-রূপ কার্য্যের প্রতি কামনা আরোপ করা যায় না। কারণ, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞকারী যজ্ঞকার্য্যে পশু হননে বাধ্য হইতেছে। সে যদি কেবল আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় পশু হনন করিত, তাহা হইলে তাহাতে তাহার হিংসা-ভাব প্রকাশ পাইত। যাজ্ঞিক হিংসার ভাব লইয়া যজ্ঞ করেন না; সুতরাং, যজ্ঞ হিংসারহিত 'অধ্বর' বলিয়া অভিহিত হয়।

এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। ফলসম্বন্ধ লইয়াই তো কার্য্যের বিচার? ফলে যখন পশু নিহত হইল তখন হিংসা হইবে না কেন? তাহার উত্তর এই যে, হনন আর হিংসা স্বতন্ত্র ব্যাপার। হিংসা অন্তরের ভাব; হনন—দৈহিক কার্য্য। অন্তরে হিংসারূপ পাপ-প্রবৃত্তির অস্তিত্ব না থাকিলেও হনন-কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে। আমার অঙ্গসঞ্চালনের ফলে প্রতি মুহূর্ত্তে কত প্রাণী নিহত হয়। কিন্তু সেখানে আমার হিংসাসংশ্রব নাই। এইরূপ, যজ্ঞকার্য্যে যে পশুহনন, আমি তো তাহা হিংসা-প্রণোদিত হইয়া করি না! সুতরাং তাহা হিংসা-মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। উদ্দেশ্য লইয়াই বিধেয়ের বিচার হয়।

এ বিচারে কর্ম্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়; কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। শাস্ত্রবিহিত দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম—কর্ম্ম; শাস্ত্রনিষিদ্ধ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম বিকর্ম্ম; এবং যাহা কর্ম্মও নহে, বিকর্ম্মও নহে, তাহাই অকর্ম্ম। যজ্ঞার্থ পশুহিংসা, শাস্ত্রবিহিত বলিয়া কর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত; এই যে হিংসা-কর্ম্ম—ইহা তো বিকর্ম্ম নহেই; পরন্তু, ইহাই আবার অকর্ম্মে (নৈষ্কর্ম্মে) পরিণত হইতে পারে,—যদি সম্পূর্ণরূপ কামনা-বিবর্জ্জিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। (১কা—১অ—৪সূ—১ম)।

—:০:—

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

অমূর্যা উপ সূর্য্যে যাভির্বা সূর্য্যঃ সহ।

তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরং ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

অমূঃ। যাঃ। উপ। সূর্য্যে। যাভিঃ। বা। সূর্য্যঃ। সহ।

তাঃ। নঃ। হিন্বন্তু। অধ্বরং ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যাঃ' (পূর্ব্বোক্তাঃ দেবতাঃ) 'অমূঃ' (এতা আপঃ) 'সূর্য্যে' (জ্ঞানস্বরূপে ভগবতি সূর্য্যদেবে) 'উপ' (সমীপে অবস্থিতা ইতি যাবৎ) 'বা' (অথবা) 'সূর্য্যঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ সূর্য্যদেবঃ) 'যাভিঃ' (পূর্ব্বোক্তাভিঃ অদ্ভিঃ) 'সহ' (অভিন্নভাবেন বর্ত্ততে) 'তাঃ' (তাদৃশ্যঃ আপঃ) 'নঃ' (অস্মদীয়ং) 'অধ্বরং' (যাগাদি কর্ম্ম) 'হিন্বন্তু' (প্রীণয়ন্তু, সাধয়ন্তু)। এষা ঋক্ জলাধিষ্ঠাতৃদেবতয়া সহ জ্ঞানস্বরূপস্য সূর্য্যদেবস্য সর্ব্বথা অভিন্নত্বং সূচয়তি। সা দেবতা অস্মাকং কর্ম্ম সুসিদ্ধং করোতু ইতি ভাবঃ। (১কা-১অ-৪সূ-২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই যে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, তাঁহারা জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবের সহিত সামীপ্য-সম্বন্ধ-যুক্ত অথবা জ্ঞানময় সূর্য্যদেবই তাঁহাদের সহিত ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত। সেই জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ আমাদের যাগাদি সৎকর্ম্মনিবহ সর্ব্বতোভাবে সুসিদ্ধ করুন। (১কা—১অ—৪সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অমূঃ বৃষ্টিরূপেণ দ্যুলোকাৎ আগচ্ছন্ত্যো যাঃ জগৎকারণত্বেন প্রসিদ্ধা আপঃ সূর্য্যে সূর্য্যমণ্ডলে উপ॥ যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ॥ উপলক্ষ্যন্তে। "আপঃ সূর্য্যে সমাহিতাঃ" (তৈ০ আ০ ১।৮।১°) ইতি হি শ্রুতিঃ। অপাং প্রাধান্যাভিপ্রায়েণোক্তং। সূর্য্যস্যাপি তৎ আহ। যাভিঃ মণ্ডলসমীপস্থাভিরদ্ভিঃ সহ। উক্ত বৈপরীত্যদ্যোতনার্থো বাশব্দঃ। সূর্য্যো বর্ত্ততে॥ "সহযুক্তেঽপ্রধানে" ইতি বিহিতয়া তৃতীয়য়া অপাং অপ্রাধান্যং গম্যতে॥ তা উক্তলক্ষণা আপঃ নঃ অস্মাকং অধ্বরং যজ্ঞং ক্রিয়মাণং কর্ম্ম হিন্বন্তু প্রীণয়ন্তু ফলদান-সমর্থং কুর্ব্বন্তু। অধ্বরমিতি। ধ্বৃ হূর্চ্ছনে। "পুংসি সংজ্ঞায়াং" ইতি ঘঃ। ন বিদ্যতে ধ্বরো যস্মিন্নিতি বহুব্রীহৌ "নঞো সুভ্যাং" ইতি উত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। ধ্বরতির্হিংসাকর্ম্মা। তৎপ্রতিষেধঃ (নি০ ১৮) ইতি হি যাস্কঃ। শ্রুতিস্ত্বেবং নিরূক্তে। "অধ্বর্ত্তব্যা বা ইমে দেবা অভূবন্নিতি তদধ্বরস্যাধ্বরত্বং" (তৈ০ স০ ৩২,২৩) ইতি হিন্বন্তিতি। হিবিঃ প্রীণনার্থঃ। ইদিত্বাৎ নুম্॥ ২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রে ভগবানের সহিত দেবতার—ব্যষ্টিগত দেববিভূতির সহিত সমষ্টিগত দেবতার সম্বন্ধ সূক্তের আভাষ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে এক দেবতার সহিত অন্য দেবতার সম্বন্ধের বিবরণও এ মন্ত্রে খচিত হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে।

সূর্য্যদেব বলিতে জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানাধার ভগবানকেও বুঝাইতে পারে, আবার ভগবদ্বিভূতি জ্ঞানদাতাকে লক্ষ্য হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারি। ভগবদ্ভাবে সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিলে, ভগবানের সহিত জলদেবতার কি সম্বন্ধ, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কি ভাবে ভগবৎ-সমীপে অবস্থিত আছেন, তাহা বুঝা যায়। আবার উভয়কে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া মনে করিলে, উভয়ের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছিন্ন, তাহাও প্রতীত হয়। ফলতঃ, ভগবান্ হইতে ভগবদ্বিভূতি যে পৃথক নহে, অপিচ দেববিভূতিগণের পরস্পরের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,—এ মন্ত্রের তাহাই মুখ্য লক্ষ্য।

মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে, 'হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, জ্ঞানের সহিত আপনার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। আপনি আমাদের যজ্ঞাদি-কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া দিন। স্নেহ-কারুণ্যাদি স্নিগ্ধভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্যে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক। আমরা যেন স্বরূপ অবগত হই।' (১কা—১অ—৪সূ ২ম)।

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

অপো দেবীরুপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ।
সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ।

অপঃ। দেবীঃ। উপ। হ্বয়ে। যত্র। গাবঃ। পিবন্তি। নঃ।

সিন্ধুঽভ্যঃ। কর্ত্বং। হবিঃ। ৩।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অপঃ' (জলানি, জলাধিষ্ঠাত্রীঃ) 'দেবীঃ' (দেবতাঃ) 'উপ' (সমীপে) 'হ্বয়ে' (আহ্বয়ামি) ; 'যত্র' (যাসু অপ্সু) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গাবঃ' (জ্ঞানানি) 'পিবন্তি' (পানং কুর্ব্বন্তি অমৃতমিতি শেষঃ). যদ্বা 'যত্র' (অপ্সু সমীপবর্ত্তিষু) 'গাবঃ' (জ্ঞানানি) 'নঃ' (অস্মান্) 'পিবন্তি' (অধিকুর্ব্বন্তি) ; 'সিন্ধুভ্যঃ' (অদ্ভ্যো, দেবতাভ্যঃ) 'হবিঃ' (হবনীয়ং, অর্চ্চনং) 'কর্ত্তং' (কর্ত্তব্যং)। জ্ঞানসাহায্যেন জলদেবতায়াঃ স্বরূপং বয়ং জানীমঃ। তত্র অমৃতং প্রাপ্নুয়ামঃ। অতঃ তাসাং পূজনং কর্ত্তব্যং॥ (১কা - ১অ ৪সূ—৩ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জলাধিষ্ঠাত্রী (সেই) দেবতাকে সমীপে আহ্বান করিতেছি। যে জলদেবতার অভ্যন্তরে আমাদিগের জ্ঞানসমূহ, (অমৃত) পান করিয়া থাকে ; অথবা, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমীপবর্ত্তিনী হইলে জ্ঞান-সমূহ আমাদিগকে অধিকার করে (অর্থাৎ, আমাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়) ; সেই জলদেবতার উদ্দেশে পূজা-অর্চ্চনা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। (১ক— অ—৪সূ—৩ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

দেবীঃ দ্যোতমানাঃ দেবতারূপা বা অপঃ উদকানি উপহ্বয়ে সমীপং আহ্বয়ামি। ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণঃ পরিপূর্ত্ত্যর্থং ইত্যর্থঃ। যত্র সরঃসু নদীতটাকাদিষু নঃ অস্মাকং গাবঃ পিবন্তি। অপ ইতি শেষঃ। তা অপ উপহ্বয়াম ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। অপ ইতি। "উডিদম্পদাদ্যপ্‌পুম্রৈদ্যুভ্যঃ" ইতি শস উদাত্তত্বং। পিবন্তি। পা পানে। পিব "পাঘ্রা" ইত্যাদিনা পিবাদেশঃ। "নপাতৈহ্যদুপধিতস্থ" ইতি প্রতিষেধাৎ "অডুডিডঃ" ইতি নিঘাতাভাবঃ। আহ্বানস্য প্রয়োজনমাহ। সিন্ধুভ্যঃ স্যন্দনশীলাভ্যঃ তাভ্যঃ অব্দেবতাভ্যঃ হবিঃ আজ্যাদিরূপং কর্ত্তং কর্ত্তব্যং। "কৃত্যার্থে তবৈকেন কেন্যত্বনঃ" ইতি কবোতেস্ত্বন প্রত্যয়ঃ। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং। (১কা ১অ ৪স—৩য়)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ * §—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ" বাক্যের অর্থ লইয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। প্রধানত সকলেই অর্থ করিয়া গিয়াছেন, 'আমাদিগের গরু-সকল যে

জল পান করে।' তদনুসারে মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে—'আমাদের গাভীরা যে জল পান করে—সেই জলদেবীকে আমরা আহ্বান করি। প্রবহমানা নদীকে আমাদের হবির্দান করা কর্ত্তব্য।'

গরুতে জল পান করে অতএব তিনি দেবী এবং আরাধ্যা,—এরূপ অর্থ কল্পনা করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। অল্প-মাত্র চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় এ মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই ব্যক্ত আছে। বেদের যে যে স্থলে 'গো' শব্দের ব্যবহার আছে, সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, 'গো' শব্দে 'গরু' না বুঝাইয়া, কিরণ, জ্যোতিঃ, জ্ঞান প্রভৃতি অর্থই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বহুবার বহু ক্ষেত্রে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এখানে এ মন্ত্রে, 'গাবঃ' শব্দে জ্ঞান-সমূহকেই বুঝাইতেছে। বিষয়-বিশেষের জ্ঞানকে পূর্ণ-জ্ঞান বলা যায় না। নানা বিষয়ে নানারূপ জ্ঞান সঞ্জাত হইলে, জ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হয়। এখানে 'গাবঃ' পদ, সেই বহুবিষয়ক জ্ঞানের ভাব ব্যক্ত করিতেছে। আমাদের বিবিধ-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা আমরা যে অমৃত পান করিতে সমর্থ হই, এখানে সেই কথাই বলা হইয়াছে। জলদেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইলে, আমাদের অমৃত-পান সম্ভবপর হয়। পক্ষান্তরে, জলদেবতার স্বরূপ অবগত হইলে, জ্ঞান আসিয়া আমাদিগকে অধিকার করে। দুইরূপ অর্থেই একই ভাব অধ্যাহৃত হয়। ফলতঃ গরুর জলপানের কোনই সম্বন্ধ নাই ; জ্ঞান-সাহায্যে দেবতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, অমৃতত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটে,—ইহাই এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১কা—১অ—৪সূ—৩ম)।

—:০:—

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

অপ্‌স্ব১ন্তরমৃতমপ্সু ভেষজং।

অপামুত প্রশস্তিভিরশ্বা ভবথ বাজিনো

গাবো ভবথ বাজিনীঃ ॥ ৪ ॥

পদ-পাঠঃ।

অপ্ৎসু। অন্তঃ। অমৃতং। অপ্ৎসু। ভেষজং।

অপাং। উত। প্রশস্তিহভিঃ। অশ্বাঃ। ভবথ। বাজিনঃ।

গাবঃ। ভবথ। বাজিনীঃ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপ্‌সু' (জলাধিষ্ঠাতৃদেবতাসু) 'অন্তঃ' (মধ্যে) 'অমৃতং' (সুধা) তথা 'অপ্‌সু' (দেবতাসু 'ভেষজং' (ঔষধং) বর্ত্তত ইতি শেষঃ; 'উত' (অতএব) 'অপাং' (জলদেবতানাং) 'প্রশস্তিভিঃ' (প্রশংসাবিষয়ে) 'অশ্বাঃ' (ব্যাপকা হে দেবভাবাঃ যূয়ং) 'বাজিনঃ' (ত্বরাবন্তঃ) 'ভবথ' (ভবত), 'গাবঃ' (হে শুদ্ধজ্ঞানানিবহাঃ যূয়মপি) 'বাজিনীঃ' (ত্বরাবন্তঃ) 'ভবথ' (ভবত)। দেবতা এব সুধাভেষজনিদানং। অতস্তল্লাভায় চেষ্টধ্বমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ (১ক্‌—১অ ৪২—৪ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে সুধা এবং ঔষধ বর্ত্তমান আছে (অর্থাৎ, জলদেবতার অনুগ্রহে আমরা ব্যাধিশূন্য ও অমর হইতে পারি)। অতএব (তাহা লাভ করিবার জন্য) হে আমার সর্ব্বনিহিত দেবভাব ও জ্ঞাননিবহ, তোমরা জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের স্তোত্রবিষয়ে (উপাসনায়) ত্বরান্বিত হও॥ (১ক—১অ—৩সূ—৪ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

অপ্সু উদকেষু অন্তঃ মধ্যে অমৃতং অমরণসাধনং দেবোপভোগ্যং পীযূষং। অস্তীতি শেষঃ। সমুদ্রমথনেন অমৃতস্য উৎপন্নত্বাৎ। যদ্বা অমৃতং অমরণসাধনং অন্নং। শ্রূয়তে হি "অদ্ভ্যো বা অন্নং জায়তে" (তৈ০ ব্রা০ ৩।৮।১৭।২) ইতি। অথবা মূর্চ্ছিতস্য উদকাবসেকেন উৎক্রান্তানামপি প্রাণানাং পুনঃ শরীরে প্রবেশদর্শনাৎ অপ্সু অমৃতং অমরণসাধনং অস্তীতি গম্যতে। অনেনৈবাভিপ্রায়েণ তৈত্তিরীয়কে সমাম্নায়তে। "অমৃতং বা আপস্তস্মাদদ্ভিরবতান্তমভিষিঞ্চন্তি নার্তিমার্চ্ছতি সর্ব্বং আয়ুরেতি" ইতি (তৈ০ স০ ৫।১।২২)॥ "উড়িদম্পদাত্রপ্সু মেহ্যভ্যঃ" ইতি অপ্‌শব্দাৎ উত্তরস্যা বিভক্তেরুদাত্তত্বং।

অম্বুঃ শব্দঃ স্বরাদিষু অন্তোদাত্তঃ পঠিতঃ। সংহিতায়াং "উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য" ইতি। অন্তরশব্দাকারস্য স্বরিতত্বং। ন বিদ্যতে মৃতং মরণং যেনেতি বহুব্রীহৌ। "নঞো গুণপ্রতিষেধে" ইত্যুত্তরপদাদ্যোদাত্তত্বে প্রাপ্তে "নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ" ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। তথা অপ্সু উদকেষু মধ্যে ভেষজং সর্ব্বরোগনিবারকং ঔষধং। অস্তীতি শেষঃ। উদকরসেন প্রবৃদ্ধানাং ওষধীনাং রসস্যৈব রোগনিবারকত্বাৎ ঈদৃশীনাং অপাং উপজীবনেন হে জনাঃ যূয়ং সর্ব্বে অমৃতা অরোগাশ্চ ভবতেত্যর্থঃ। উত অপি চ হে অশ্বাঃ অস্মদীয়াস্তুরগাঃ যূয়ং অপাং উদীরিত প্রভাবোপেতানাং পশাস্তিভিঃ প্রভাবিশেষৈঃ বাজিনঃ। বাজ ইতি বল নাম তদ্বন্তো ভবথঃ। বাজশব্দাৎ ভূম্নিমতুর্থীয় ইনি প্রত্যয়ঃ। যদ্বা। বাজী বেজনবান্‌ ইতি (নি০ ২২৮) যাস্কোনাক্তত্বাৎ। বেগযুক্তা ভবথেত্যর্থঃ। তথা হে গাবঃ যূয়মপি পীতানাং অপাং প্রভাবেন বাজিনীঃ বাজিন্যঃ বলযুক্তা ভবথ। যদ্বা বাজঃ অন্নং ক্ষীররূপং। "অন্নং বৈ বাজং" (তৈ০ স০ ১।৭।৪।২) ইতি শ্রুতেঃ। তদ্‌যুক্তা ভবথঃ। প্রভূতক্ষীরা ভবথেত্যর্থঃ। বাজিন্‌শব্দাৎ "ঋন্নেভ্যঃ" ইতি ঙীপ। জসি "বা ছন্দসি" ইতি পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘঃ। ৫।

ইতি প্রথমকাণ্ডে প্রথমেঽনুবাকে চতুর্থং সূক্তং॥ ৪।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—‡•‡—

এ মন্ত্রে সাধারণ দৃষ্টিতে জলের এবং সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার অর্চ্চনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। জল যে অমৃতস্বরূপ, ব্যাধিনাশক, অলপক্ষেও তাহা প্রতিপন্ন হয়। আবার, জলদেবতার উপাসনার মধ্য দিয়া যে পরম-জ্ঞান লাভ হয়, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এখানে দুই দিকে দুই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে, মনে করিতে পারি। যাঁহারা যে স্তরের উপাসক, তাঁহারা সেই ভাবই উপলব্ধি করিবেন। একপক্ষে, জলকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতে করিতে, জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি লক্ষ্য পড়িবে; অন্যপক্ষে, যাঁহারা সাধনার একটু উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জলের মধ্যেই নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

জলদেবতার স্বরূপ-জ্ঞানে, আমরা যে নীরোগ ব্যাধিশূন্য হইতে পারি, এবং ক্রমশঃ অমরত্ব-লাভে সমর্থ হই,—এ মন্ত্রে সেই দুই তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। এখানে, জল-চিকিৎসার বিষয় (Hydropathy) ব্যক্ত আছে মনে করা যায়; আবার, জলরূপে ভগবান, জীবনের শান্তিবিধান করিতেছেন—প্রতীত হয়। এবম্বিধ ভাব যাঁহাদের উপলব্ধ হয়, তাঁহারাই আপনাদের অন্তরস্থিত দেবভাবকে এবং জ্ঞানকে এবং জলদেবতার অর্চ্চনায় ত্বরান্বিত হইবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন।

কেন-না, সেই জলপানে তাহাদের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। ভাষ্যভাবে বুঝা যায়, মন্ত্রে যেন অশ্বকে এবং গরুকে মন্ত্রপূত জল-পান জন্য সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা সে

ভাব আদৌ সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। অন্তরস্থ দেবভাব-সমূহকে ও জ্ঞানকে সাধক এখানে 'অশ্বাঃ' এবং 'গাবঃ' পক্ষে সম্বোধন করিতেছেন। তিনি যখন দেবতত্ত্ব—জলদেবতার মাহাত্ম্য—অবগত হইতে পারিয়াছেন; তখনই তিনি আপনার অন্তরস্থিত দেবভাব-সমূহকে এবং শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানকে জাগ্রৎ করিয়া তুলিতেছেন। দেবতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেই, দেবতা-বিষয়ে সত্যজ্ঞান সঞ্জাত হইলেই, দেবারাধনায় মানুষের প্রবৃত্তি আসে। এ মন্ত্রে সেই সনাতন সত্য-তত্ত্ব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। (১কা—১অ—৪সূ—৪ম)।

— —:•: —

পঞ্চমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

"আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি সূক্তত্রয়স্য ঐন্দ্রায়ণশৌ সপাত্তোমানন্তরং মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। উক্তং বৈতানে। "শন্তুময়োভূয়্যাং চাত্বালে মার্জ্জয়ন্তি" (বৈ• ২।৬) ইতি।

অত্র "আপো হি ষ্ঠা" ইতি সূক্তং অগ্নিচয়নে উখার্থং আহৃতস্য মৃৎপিণ্ডস্য পলাশ-কষায়োদকেন সংসৃজ্যমানস্য অনুমন্ত্রণে বিনিযুক্তং। উক্তং বৈতানে। "আপো হি ষ্ঠেতি পলাশকাণ্টেনাভিষিচ্যমানং" ইতি (বৈ• ৫১)।

এতদেব বৃহদ্গণে লঘুগণে অপাং সূক্তেষু চ পঠিতং। তেষাং যত্র যত্র বিনিয়োগঃ তত্র সর্ব্বত্র অস্য বিনিয়োগঃ অনুসন্ধেয়ঃ। সলিলগণে চ এতৎ সূক্তং পঠিতং। সূত্রিতং হি। "শন্তুময়া ভূম্যাং (১।৫৬) ব্রহ্মজজ্ঞানং (৪১) অস্য বামস্য (৯৯) যো রোহিতঃ (১৩১) উদস্য কেতবঃ (১৩।২) মূর্দ্ধাহং (১৬।৩) বিষাসহিং" (১৭।১) ইতি (কৌ• ৩১)। অয়ং সলিলগণঃ। অতঃ "সলিলৈঃ ক্ষীরোদনং অশ্নাতি" (কৌ• ৩১) "সলিলৈঃ সর্ব্বকামঃ" (কৌ• ৩৭) ইত্যাদৌ অস্য বিনিয়োগঃ। তথা পশূনাং রোগোপশমনপুষ্টিপ্রজননকর্ম্মসু অর্থোত্থাপনাবঘ্নশমনকর্ম্মণি চ পূর্ব্বসূক্তবদ্ বিনিয়োগঃ। বাস্তুসংস্কারকর্ম্মণি চ অনেন সূক্তেন উদকুম্ভেন গৃহভূমিং আসিঞ্চেৎ। তথা চ সূত্রং। "নিবেশমানুচরণানি" ইতি প্রক্রম্য শন্তুময়োভূম্যাং নিষ্যাদয়তি" ইতি (কৌ• ৫।৭) তথা "আদিত্যাং শ্রীতেজোধনায়ুষ্কামস্য" ইতি (ন• ক• ১৭) বিহিতায়াং আদিত্যাখ্যায়াং মহাশান্তৌ অস্য বিনিয়োগঃ। তদ্ উক্তং নক্ষত্রকল্পে। "তে সলিলগণ আদিত্যায়াং" ইতি (ন• ক• ১৮)।

——•——

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন।

মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

আপঃ। হি। স্থ। ময়ঃ৺ভুবঃ। তাঃ। নঃ। উর্জে। দধাতন।

মহে। রণায়। চক্ষসে ॥ ১ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আপঃ' (হে জলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ) 'হি' (যস্মাৎ কারণাৎ, নিশ্চিতং) যূয়ং 'ময়োভুবঃ' (সুখদায়িন্যঃ) 'স্থ' (স্থ, ভবথ); 'তা' (তস্মাৎ) 'নঃ' (অস্মান) 'উর্জে' (বলপ্রাণ-প্রাপণায়) 'দধাতন' (দধ, স্থাপয়ত) কিঞ্চ 'মহে' (মহতে) 'রণায়' (রমণীয়ায় পরব্রহ্মণে) 'চক্ষসে' (দর্শনায়) দধাতন স্থাপয়ত ইতি শেষঃ। হে দেবতা, যূয়ং হি সুখস্বরূপাঃ। অস্মান্ পরমসুখং পরব্রহ্মসম্বন্ধং প্রাপয়ত। (১কা—১অ—৫সূ—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ! আপনারা স্বতঃই সুখদায়িনী (প্রার্থনা করি) আমাদিগের বলপ্রাণের অধিকারী করুন; এবং আমরা যাহাতে সেই মহৎ পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারি, সেই অবস্থায় আমাদিগকে উপনীত করুন। (১কা—১অ—৫সূ—১ম)।

* *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে আপঃ যূয়ং হি যস্মাৎ কারণাৎ ময়োভুবঃ। ময় ইতি সুখনাম। সুখস্য ভাবয়িত্র্যঃ স্থ ভবথ। "আপোময়ঃ প্রাণঃ" (ছা০ ৬।৫।৪) ইতি শ্রুতেঃ। অপাং উপভোগেন প্রাণস্থৈর্য্যহেতুত্বাৎ সুখসাধনভূত বিবিধান্নাদ্যুপভোগ্য পদার্থজনকত্বেন চ সুখহেতুত্বং। "অস্তেল্ টি মধ্যমপুরুষ বহুবচনে অপঃ" ইতি অকারলোপঃ। "হি চ" ইতি নিঘাত-প্রতিষেধঃ। ময়োভুব ইতি। ময়ঃ শব্দোপপদাৎ ভবতেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কিপ্। "ওঃ সুপি" ইতি প্রাপ্তস্য যণো "ন ভূসুধিয়োঃ" ইতি প্রতিষেধঃ। "গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ" ইতি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তস্মাৎ তাঃ তথাবিধা যূয়ং নঃ অস্মান অস্মাদি-জনিত সুখকামান ঊর্জে বলকরায় অন্নায়। তদুপভোগজনিত সুখায়েত্যর্থঃ। উর্জ্জ বলপ্রাণনয়োঃ। অস্মাৎ "কিপ্ চ ইতি কিপ্" তাদর্থ্যে চতুর্থী। "সাবেকাচস্তৃতীয়া-দির্বিভক্তিঃ" ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। দধাতন দত্ত। সুখকরান্নপ্রদানেন অস্মান্ পোষ-য়তেত্যর্থঃ। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। অস্মাল্লোটি "তপ্তনপ্তনথনাশ্চ" ইতি তস্য

তনবাদেশঃ। তস্য পিত্বেন ত্তিত্বাভাবাৎ "প্রাভ্যস্তয়োরাতঃ" ইতি তস্য আলোপাভাবঃ। "তিঙ্ঙঃতিঙঃ" ইতি নিঘাতঃ॥ অপি চ মহে মহতে॥ অচ্ছন্দলোপশ্ছান্দসঃ॥ যদ্বা॥ মহ পূজায়াং ইত্যস্মাৎ ক্বিপ্॥ মহনীয়ায় পূজনীয়ায় রণায় রমণায়। বিবিধোপভোগ্য-পদার্থেষু ক্রীড়নায়েত্যর্থঃ॥ রমতের্ভাবে ল্যুট্। অন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ॥ তথা চক্ষসে দর্শনায়। চিরকালজীবনাভিমতফলসাক্ষাৎকারায়েত্যর্থঃ॥ চষ্টি পশ্যতিকর্ম্মা। চক্ষের্ব্বহুলং শিচ্চেতি (উ০ ৪।২৩২) ভাবে অসুন। শিত্বেন সার্ব্বধাতুকত্বাৎ "চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্" ইতি খ্যাঞা-দেশাভাবঃ। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা মহতে রণায় রমণীয়ায় চক্ষসে। ইতি সামানাধিকরণ্যেন সম্বন্ধঃ। অথবা রণায় রমণীয়ায় শব্দনীয়ায় উপনিষদেকসমধিগম্যায় চক্ষসে। স্বাত্মনো নিরতিশয়ানন্দব্রহ্মত্বসাক্ষাৎকারায়েত্যর্থঃ॥ অণ রণ বণ শব্দার্থাঃ। "বশিরণ্যোরুপসংখ্যানং" ইতি অপ্। তস্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। সর্ব্বত্র তাদর্থ্যে চতুর্থী॥ দধাতনেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ (১কা—১অ—৫সূ—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ • §——

এ মন্ত্রের প্রার্থনা, সাধারণ সরলভাবে প্রযুক্ত। জলদেবতা স্বতঃই সুখদায়িকা। তিনি শক্তি ও প্রাণ দান করুন, তাঁহার মধ্য দিয়া পরব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টি ন্যস্ত হউক, তাঁহার মধ্য দিয়াই যেন পরব্রহ্মের সম্বন্ধ-লাভে সমর্থ হই। ইহাই এ প্রার্থনার তাৎপর্য্য।

জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণকে সম্বোধন করিয়া এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটী প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে দ্বিবিধ নিগূঢ় ভাব পরিলক্ষিত হয়। জল—স্নেহভাবাপন্ন। তাই ভগবদ্বিভূতি সেখানে দেবীরূপে পরিকল্পিত। স্নেহের ভাব দেবীর মধ্যে সর্ব্বতঃ অভিব্যক্ত হয়। যেখানে যত স্নেহভাবের আধিক্য, সেখানে সেইরূপ ভাবে ভগিনী জননী প্রভৃতি রূপে দেবীকে উপাসনা করা হয়। স্নেহভাব নানা দিক দিয়া প্রাণে শান্তিশীতলতা সিঞ্চন করে। তাই বহুবচনান্ত 'অপ্' শব্দে দেবীকে আহ্বান করা হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান্ পদার্থের মধ্যে জলের ন্যায় আর্দ্রভাবাপন্ন আর দ্বিতীয় নাই; জলরূপে স্নিগ্ধমধুর ভাবে আসিয়া দেবীগণ কৃপাকণা বিতরণ করুন,—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের 'ঊর্জ্জে' পদে সায়ণ 'বলকরায় অন্নায়' অর্থ লিখিয়াছেন। ভাব এই যে,—জল-সেচনের ফলে অন্নমূল ধান্যাদি পরিপুষ্ট হয় এবং তদুদ্ভূত অন্নাদি দ্বারা জীব পরিপুষ্টি-লাভ করে। কিন্তু 'ঊর্জ্জে' পদে বল ও প্রাণ দুই-ই বুঝায়। জলকে সাধারণ জলভাবে দেখিলে, হৃদয়ে স্নেহকারুণ্য-রূপ সলিল-সেচনে সত্ত্বভাবপরিবৃদ্ধিকর অন্নবল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ শব্দে দুই দৃষ্টিতে দুই ভাবই প্রকাশ পায়। 'মহে রণায় চক্ষসে" বাক্যে সায়ণ বিবিধ প্রকার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। 'পূজনীয় রমণীয় বস্তুকে দেখিবার' প্রার্থনা তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। অপিচ, ঋগ্বেদের ভাষ্যে তিনি এই মন্ত্রের যে অর্থ লিখিয়াছেন, অথর্ব্ব-

বেদের ভাষ্যে সে অর্থের কিছু ব্যত্যয় দেখা যায়। সেখানকার ভাব যেন জলকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—"হে জল, তুমি অতি-চমৎকার বৃষ্টি দান কর।" কিন্তু 'রণায়' পদে রমণীয় পূজনীয় হইতে পরব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। সায়ণ, অথর্ববেদের ভাষ্যে, উপসংহারে, সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ, ভগবদ্বিভূতি দেবীরূপে স্নেহ-কারুণ্যাদিগুণোপেত হইয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন এবং তাহার ফলে আত্মদর্শন-লাভ হউক, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ ঘটুক,—এ মন্ত্র এবম্বিধ প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত করিতেছে। (১কা—১অ—৫সূ—১ম)।

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাক। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥ ২॥

পদ-পাঠঃ।

যঃ। বঃ। শিবঽতমঃ। রসঃ। তস্য। ভাজয়ত। ইহ। নঃ।
উশতীঃঽইব। মাতরঃ॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে আপঃ (জলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ!) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'যঃ শিবতমঃ' (যঃ অশেষকল্যাণস্বরূপঃ) 'রসঃ' (সারভূতাংশঃ, পরমার্থতত্ত্বমিতি যাবৎ) অস্তি, 'উশতী' (কল্যাণমভিলষন্ত্যঃ) 'মাতরঃ ইব' (জনন্যঃ যথা, স্নেহময়ী মাতৃবৎ) "তস্য" (রসস্য) 'ইহ' (অস্মিন্ লোকে) 'নঃ' (অস্মান্ পুত্রস্থানীয়ান্) 'ভাজয়ত' (ভাগিনঃ কুরুত)। মাতরঃ যথা স্তন্যদানেন পুত্রং পোষয়ন্তি, তথা হে জলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ, অস্মান্ অশেষকল্যাণপ্রদং পরমার্থতত্ত্বং প্রযচ্ছত। (১কা—১অ—৫সূ—২ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ! আপনাদের মধ্যে অশেষকল্যাণ-স্বরূপ যে সারভূত রস (পরমার্থতত্ত্ব) বিদ্যমান আছে, কল্যাণকামী স্নেহময়ী জননীর (স্তন্যদানের) ন্যায়, সেই রস ইহলোকে আমাদিগকে প্রদান করিয়া পোষণ করুন। (১কা—১অ—৫সূ—২ম)।

মন্ত্রভাষ্য (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে আপঃ বঃ যুষ্মাকং শিবতমঃ কল্যাণতমঃ প্রসিদ্ধো (যো) রসঃ সারভূতঃ অংশোঽস্তি। সর্ব্বপ্রাণিভিঃ অবিসম্বাদেন উপভোগ্যত্বাৎ অপাং রসস্য শিবতমত্বং। শ্রূয়তে হি। "নানামনসঃ খলু বৈ পশবো নানাব্রতাস্তেঽপ এবাভি সমনসঃ" (তৈ০ সং ৫।৩।১।৩) ইতি। তস্য॥ "ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং" ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী॥ তং রসং। যদ্বা॥ ভাগব্যতিরেকজনিতা ষষ্ঠী॥ তস্য রসস্য ভাগং ইত্যর্থঃ। ইহ অস্মিন্ লোকে হে আপঃ যূয়ং নঃ অস্মান্ পুত্রস্থানীয়ান্ ভাজয়ত সেবয়ত। যুষ্মদীয় রসপ্রসাদেন অস্মান্ পোষয়তেত্যর্থঃ॥ ভজ সেবায়াং। "হেতুমতি চ" ইতি ণিচ্। প্রার্থনায়াং লোট্। শপঃ পিত্ত্বাদ্ অনুদাত্তত্বং। "তাস্যনুদাত্তেন্ঙিদদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকং" অনুদাত্তত্বং ইতি তিঙোঽপি অনুদাত্তত্বং। তথাচ ণিচশ্চিত্ত্বাৎ তৎস্বরেণ মধ্যোদাত্তত্বে প্রাপ্তেঽপি "তিঙ্ঙতিঙঃ" ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং॥ তত্র দৃষ্টান্তঃ। উশতীরিব উশত্যঃ কাময়মানাঃ॥ বশ কান্তৌ। কান্তিরভিলাষঃ। অস্মাৎ লটঃ শত্রাদেশঃ। অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। "সার্ব্বধাতুকমপিৎ" ইতি শতুর্ঙিত্ত্বাৎ "গ্রহিজ্যা০" আদিনা সম্প্রসারণং। "উগিতশ্চ" ইতি ঙীপ। শত্রন্তস্য প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বাৎ "শতুরনুমো নদ্যজাদি" ইতি ঙীপ্ উদাত্তত্বং। জসি "বা ছন্দসি" ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। "ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ বক্তব্যং" ইতি সমাসঃ॥ কাময়মানা মাতরঃ যথা স্বকীয়ং পুত্রং স্তন্যরসপ্রদানেন পোষয়ন্তি। তথেত্যর্থঃ॥ (১কা—১অ—৫সূ—২ম)।

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—§:•:•:§—

পূর্ব্ব মন্ত্রে বল-প্রাণ-প্রাপ্তির জন্য এবং পরব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। এখানে আর একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত হইল। এখানে, সন্তান হইয়া জননীর স্নেহ-করুণা পাইবার জন্য প্রার্থনা জানান হইয়াছে। যাঁহারা জলকে সাধারণ জল বলিয়া মনে করিবেন, মন্ত্র তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষাও পরিতৃপ্ত করিতেছে; আবার যাঁহারা তাহার মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছেন, মন্ত্র তাঁহাদিগকে সেই শিবতম রসেরই সন্ধান প্রদান করিতেছে।

জননী যেমন স্তন্যদানে সন্তানকে পোষণ করেন, স্নেহকরুণার আধার হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, আপনারা আমাদিগকে পরমার্থতত্ত্ব-রূপ সুধারস প্রদান করিয়া আমাদের পরম

মঙ্গল সাধন করুন।' সম্বন্ধ যখন ঘনিষ্ঠ হয়, যখন জননীর ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় আশ্রয় লইবার অধিকার জন্মে, তখনই এইরূপ প্রার্থনা করিবার সামর্থ্য আসে,—তখনই সাধক মাতৃ-সম্বোধনে তাঁহাকে সম্বুদ্ধ করেন। (১কা—১অ—৫সূ—২ম)।

—— ০ ——

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।

আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

তস্মৈ। অরং। গমাম। বঃ। যস্য। ক্ষয়ায়। জিন্বথ।

আপঃ। জনয়থ। চ। নঃ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আপঃ' (হে জলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ) 'তস্মৈ' (ব্রহ্মতত্ত্বরূপরসপ্রাপ্ত্যর্থং) 'অরং' (অলং, পর্য্যাপ্তং) 'গমাম' (গচ্ছামঃ, অস্মাকং তৃপ্তিং সাধয়ামঃ); 'বঃ' (যুষ্মদীয়ং) 'যস্য' (রসস্য, রসেন ইত্যর্থঃ) 'ক্ষয়ায়' (ক্ষয়শীলায়, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তস্য জগতঃ ইত্যর্থঃ) 'জিন্বথ' (প্রীণয়থ, তৃপ্তিং সাধয়থ), 'নঃ' (অস্মাকং) 'চ' (অপি) 'জনয়থ' (পরিবৃদ্ধি-সাধনং কুরুথ, শ্রেষ্ঠসম্পদ্দানরূপং মঙ্গলং প্রযচ্ছথ)। হে দেবতাঃ যুষ্মাকং যেন স্নেহরসেন জগৎ প্রাণেন প্রীণয়থ, তদমৃতং অস্মান্ প্রযচ্ছন্তাং। (১কা—১অ—৫সূ—৩ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ! সেই ব্রহ্মতত্ত্বরূপ পরমরস দান করিয়া আপনারা আমাদিগের তৃপ্তি-সাধন করুন। আপনারা যে রসের দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণশক্তিসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই রস আমাদিগের সম্বন্ধে পরিবৃদ্ধি হউক। (১কা—১অ—৫সূ—৩ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

তস্মৈ॥ তাদর্থ্যে চতুর্থী॥ উপভোগ্যত্বেন প্রসিদ্ধস্য অন্নস্য প্রাপ্ত্যর্থং হে আপঃ বঃ যুষ্মান্ অরং অলং পর্য্যাপ্তং গমাম গচ্ছাম প্রাপ্নুয়াম॥ অরং ইতি। "বালমূললঘ্বলমঙ্গুলীনাং বা লো রত্বং আপদ্যত ইতি বক্তব্যং" ইতি লত্ববিকল্পঃ। গমামেতি। গম্লৃ সৃপ্লৃ গতৌ। অস্মাৎ প্রার্থনায়াং লোট্। "আডুত্তমস্য পিচ্চ" ইতি আডাগমঃ। "বহুলং ছন্দসি" ইতি শপো লুক্। যদ্বা "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" ইতি লোডর্থে লুঙ্। লৃদিত্বাৎ চ্লেঃ অঙাদেশঃ। "বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি" ইতি অডভাবঃ। ব ইতি। "বহুবচনস্য বস্নসৌ" ইতি দ্বিতীয়ান্তস্য যুষ্মদো বসাদেশঃ। স চ "অনুদাত্তং সর্ব্বং অপাদাদৌ" ইত্যনুবৃত্তেঃ সর্ব্বানুদাত্তঃ॥ যস্য অন্নস্য ক্ষয়ায় নিবাসায়। অভিবৃদ্ধয় ইত্যর্থঃ॥ ক্ষি নিবাস-গত্যোঃ। "এরচ্" ইতি ভাবে অচ্। "চিতঃ" ইতি অন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে "ক্ষয়ো নিবাসে" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং॥ হে আপঃ যূয়ং জিন্বথ তর্পযথ। ব্রীহ্যাদিসস্যবিশেষান্ ইতি শেষঃ। যূয়ং বৃষ্টিরূপেণ আগত্য সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং অন্নাদ্যুপভোগসমৃদ্ধয়ে ওষধীঃ প্রবর্দ্ধয়থেত্যর্থঃ। শ্রূয়তে হি। "তে দিবো বৃষ্টিং অসৃজন্ত। যাবন্তঃ স্তোকা অবাপদ্যন্ত তাবতীরোষধযোঽজায়ন্ত" (তৈ০ ব্রা০ ২।১।১।১) ইতি। তস্মৈ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ জিবি ধিবি দিবি (জিবি) প্রীণনার্থাঃ। ইদিত্বাৎ নুম্। শপঃ পিত্বাদ্ অনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরস্য অবশেষাৎ পদং আদ্যুদাত্তং। "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ অপিচ হে আপঃ যূয়ং নঃ অস্মান্ জনয়থ পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ উৎপাদয়থ। আত্মন এব পুত্রাদিরূপেণ উৎপত্তেঃ এবং উক্তং। তথা চ ঐতরেয়কে সমাম্নাতং। "পতির্জ্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বা স মাতরং। অস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে। তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ" (ঐ০ ব্রা০ ৭।১৩) ইতি॥ জনী প্রাদুর্ভাবে। অস্মাৎ "হেতুমতি চ" ইতি ণিচ্। "জনীজৄষক্নসুরঞ্জোঽমন্তাশ্চ" ইতি মিৎসংজ্ঞকত্বাৎ "মিতাং হ্রস্বঃ" ইতি উপধাহ্রস্বত্বং। শপস্তিঙশ্চ পূর্ব্ববৎ অনুদাত্তত্বে ণিৎস্বরঃ শিষ্যতে। তেন ণিজকারস্য উদাত্তত্বং। আপ ইতি পূর্ব্বামন্ত্রিতস্য "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বং অবিদ্যমানবৎ" ইতি অবিদ্যমানবদ্ভাবেন অতিঙ উত্তরত্বাভাবাৎ "তিঙ্ঙতিঙঃ" ইতি নিঘাতাভাবঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যতে" ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ॥ (১কা—১অ—৫সূ—৩ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—— § • § ——

এই মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। 'ক্ষয়ায়', 'জিন্বথ', 'জনয়থ' আর 'গমাম' —মন্ত্রের এই পদ-কয়েকটীর বিশ্লেষণ উপলক্ষে সেই অর্থান্তর সংসূচিত হইয়া থাকে। 'ক্ষয়ায়' পদের, কেহ অর্থ করিয়াছেন,—'পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত', কেহ অর্থ করিয়াছেন,— 'অভিবৃদ্ধির নিমিত্ত'; আমরা অর্থ করিলাম,—'এই ক্ষয়শীল ধ্বংসশীল জগতের নিমিত্ত।' 'গমাম' পদের, কেহ অর্থ করিয়াছেন,—'প্রস্তুত আছি', কেহ অর্থ করিয়াছেন,—'প্রাপ্ত হও'; আমরা অর্থ করিলাম,—'তৃপ্ত করিতেছ।' 'জিন্বথ' পদের অর্থ কেহ বলিয়াছেন,—

'জলদানে শস্যাদির পুষ্টিসাধন কর'; কেহ কহিয়াছেন,—'মস্তকে জল নিক্ষেপ কর'; আমরা অর্থ করিলাম,—'প্রাণশক্তিদানে পরিতৃপ্ত কর।' 'জনয়থ' পদের অর্থ কেহ করিলেন,—'বংশবৃদ্ধি কর', কেহ অর্থ করিলেন,—'আমাদিগকে পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন কর।' আমরা অর্থ করিলাম,—'পরমার্থতত্ত্বদানে পরিবৃদ্ধ কর।' ইহাতে, বিভিন্ন দিক হইতে মন্ত্রের অর্থ বিভিন্ন প্রকার দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এক অর্থে যেন জলকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে জল! পাপক্ষয়ের জন্য তোমাকে মস্তকের উপর ছিটাইতেছি। তোমরা আমাদের বংশবৃদ্ধি কর।' আর এক মতে অর্থ দাঁড়াইতেছে,—'হে জল! তোমরা অন্নের পরিবৃদ্ধিকারক; তোমাদের বর্ষণে শস্য উৎপন্ন হয়; আমাদের বংশবৃদ্ধি হউক।' এইরূপ নানাদিক হইতে মন্ত্রের নানা অর্থ পরিকল্পিত হয়।

এই মন্ত্রটী এবং ইহার পূর্ব্বের দুইটী মন্ত্র ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যায় নিত্য-ব্যবহার্য্য। অথচ, ইহার অর্থ-সম্বন্ধে এইরূপ মতান্তর দেখা যায়। আমরা বলি, বিভিন্ন শ্রেণীর উপাসকের পক্ষে এ মন্ত্র এইরূপ বিভিন্ন অর্থই দ্যোতনা করে বটে। যে জন অন্নের জন্য লালায়িত, তাহার অভীষ্ট-পূরণ-পক্ষে এ মন্ত্রে অন্ন-বৃদ্ধিরই প্রার্থনা প্রকাশ পাইতেছে। যাহার পুত্র-পৌত্রাদির কামনা, তাহার পক্ষে এ মন্ত্রের অর্থে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইতেছে। আবার যাঁহারা পরব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনকেই চরম প্রার্থনা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের প্রার্থনাও ঐ মন্ত্রে প্রকাশমান্ রহিয়াছে। আমরা সেই অর্থই সম্যক্ সমীচীন বলিয়া মনে করি। কেন-না, ধনজনপুত্রবিত্ত—সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনাই যখন মন্ত্রের মধ্যে পাইতেছি; তখন আর এক এক করিয়া প্রার্থনা করিবার কি প্রয়োজন? আমায় 'ইহা দেও, উহা দেও' ইত্যাদি-রূপ না বলিয়া, যদি বলি,—'আমায় সব দেও'; তাহাতে যে ভাব প্রকাশ পায়, মন্ত্র সেই ভাবই হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে। তুমি পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানের আধার; আমার পরমার্থতত্ত্ব-জ্ঞান বৃদ্ধি পাউক;—ইহার অধিক প্রার্থনা আর কি হইতে পারে? যে রস 'শিবতম' অর্থাৎ পরম শ্রেষ্ঠ মঙ্গল যে রসের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে কি আর তোমার ঐ তুচ্ছ ধন-জন-ঐশ্বর্য্য-রূপ রস? কখনই না! যে রসে পরম-তৃপ্তি আসে, যে রসে সম্ভোগের পরিসমাপ্তি ঘটে,—এ রস, সেই রস। এই রসেই সংসার পরিপ্লুত, এ রসেই ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান। এই রসই আনন্দ-স্বরূপ,—এ রসই আনন্দময়! (১কা—১অ—৫সূ—৩ম)।

—— • ——

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ)।

ঈশানা বার্য্যানাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং। ।

আপো যাচামি ভেষজং॥ ৪॥

পদ-পাঠঃ।

ঈশানাঃ। বার্য্যাণাং। ক্ষয়ন্তীঃ। চর্ষণীনাং।

অপঃ। যাচামি। ভেষজং॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বার্য্যাণাং' (শ্রেষ্ঠধনানং) 'ঈশানাঃ' (নিয়ন্ত্রীঃ, অধিকারিণ্যঃ, হে আপঃ) যূযং 'চর্ষণীনাং' (মনুষ্যাণাং, আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্নজনানাং) 'ক্ষয়ন্তীঃ' (নিবাসয়ন্ত্র্যঃ, আশ্রয়ভূতা ভবন্তি ইতি শেষং) ; "ভেষজং' (ব্যাধিনিবারকং শান্তিপ্রদং) 'অপঃ' (অমৃতং) যাচামি (প্রার্থয়ামি—যুষ্মভ্যমিতি শেষঃ)। পরমধনপ্রদাত্রী হে দেবী মাং অমৃতং দেহি ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১কা—১অ—৫সূ—৪ম।

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠ-ধনের নিয়ন্ত্রী হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ। আপনারা মনুষ্যদিগের (আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্ন জনগণের) আশ্রয়স্থানভূতা। আমি আপনাদের নিকট শান্তিপ্রদ অমৃতের প্রার্থনা করিতেছি। (১কা—১অ—৫সূ—৪ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

বার্য্যাণাং বরণীয়ানাং ধনানাং ঈশানাঃ ঈশ্বরাঃ স্বামিত্বেন নিয়ন্ত্রীঃ সর্ব্বধনমূলভূতস্য হিরণ্যস্য মাতৃভূতাভ্যঃ অদ্ভ্যঃ উৎপত্তেঃ শ্রবণাদপাং আধিপতিত্বং। তথা হি "আপো বরুণস্য পত্নয় আসন্। [তা] অগ্নিরভ্যধ্যায়ৎ। তাঃ সমভবন্। তস্য রেতঃ পরাপতৎ। তদ্ধিরণ্যং অভবৎ" (তৈ০ ব্রা০ ১।১।৩।৮) ইতি॥ ঈশ ঐশ্বর্য্যে। অস্মাৎ "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" ইতি হেতৌ শানচ্ প্রত্যয়ঃ। অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। অস্য ধাতোঃ অনুদাত্তেত্ত্বাৎ "তাস্যনুদাত্তেন্ঙিদদুপদেশাদ্০" ইতি শানচঃ অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণ আদিরুদাত্তঃ। বার্য্যাণাং ইতি। বৃঙ্ সম্ভক্তৌ। ক্যব্বিধৌ হি বৃঞো গ্রহণং ন বৃঙঃ ইত্যুক্তেঃ অস্মাদ্ধাতোঃ 'ঋহলোর্ণ্যৎ' ইতি কর্ম্মণি ণ্যৎ। "কৃতকর্ম্মণোঃ কৃতি" ইতি প্রাপ্তায়াঃ কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যা "ন লোকাব্যয়০" ইতি প্রতিষেধেঽপি "অধীগর্থদয়েশাং কর্ম্মণি" ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। "তিৎ স্বরিতং" ইতি স্বরিতত্বে প্রাপ্তে ঈডবন্দবৃশংসদুহাং ণ্যতঃ" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং॥ যতঃ ঈশানা অতো হেতোঃ চর্ষণীনাং। মনুষ্যনামৈতৎ। মনুষ্যাণাং ক্ষয়ন্তীঃ নিবাসয়িত্রীঃ। অভিমতধনপ্রদানেন স্বস্থানে নিবেশয়ন্তীরিত্যর্থঃ॥ ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। অস্মাৎ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ লটঃ শত্রাদেশঃ। ব্যত্যয়েন শপ্। "উগিতশ্চ" ইতি ঙীপ। "শপ্ শ্যনোর্নিত্যং"

ইতি নিত্যং নুমাগমঃ। শপশ্চ ঙীপশ্চ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। "অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকং" ইতি শতুরনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণ আদিরুদাত্তঃ। চর্ষণীনাং ইতি। "ন লোকাব্যয়•" ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠীপ্রতিষেধাভাবশ্ছান্দসঃ॥ যদ্বা॥ "চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি" ইতি তাদর্থ্যে ষষ্ঠী॥ মনুষ্যার্থং নিবসন্তীরিত্যর্থঃ॥ "নামন্যতরস্যাং" ইতি নাম উদাত্তত্বং॥ এবম্ভূতা অপঃ ভেষজং ব্যাধ্যাদিনিবর্ত্তকং ঔষধং যাচামি প্রার্থয়ে। উক্তং হি "অপ্সু অন্তরমৃতমপ্সু ভেষজং" (১।৪।৪) ইতি॥ "অকথিতং চ" ইতি কর্ম্মসংজ্ঞায়াং অপ্ শব্দাৎ দ্বিতীয়া। "উড়িদং" ইত্যাদিনা অপ্ শব্দাৎ উত্তরস্য শস উদাত্তত্বং। যাচামি। যাচৃ যাচ্ঞায়াং। "তিঙ্ঙতিঙঃ" ইতি নিঘাতঃ॥ ৪॥ (১কা—১অ—৫সূ—৪ম)॥

ইতি প্রথমকাণ্ডে প্রথমেঽনুবাকে পঞ্চমং সূক্তং॥

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—— § • § ——

এই মন্ত্রটীর তিন প্রকার অর্থ আমনন করা যাইতে পারে। দুই প্রকার অর্থ প্রচলিত দেখি। শেষোক্ত প্রকারের আধ্যাত্মিক-ভাবমূলক অর্থই আমরা পরিগ্রহ করিলাম।

প্রথম প্রকার অর্থে, 'চর্ষণীনাং' পদ দৃষ্টে, কৃষকগণের ইষ্টসাধন-পক্ষে মন্ত্রটির প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা হয়। ভাব এই যে, কৃষকেরা যেন বৃষ্টির প্রার্থনা করিতেছে। তাহাতে "বার্য্যাণাং ঈশানাঃ" পদদ্বয়ে বারিরাশির—সলিলসমূহের অধিকারিণী-রূপ ভাব পরিগৃহীত হয়। হে দেবীগণ! আপনারা সেই কৃষকগণের 'ক্ষয়ন্তীঃ' অর্থাৎ আশ্রয়স্থান-স্বরূপ হয়েন। বৃষ্টি না হইলে, কৃষকগণকে আশ্রয় (দেশ) পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হয়—এই জন্যই বৃষ্টিকে আশ্রয়-স্থান বলা যাইতে পারে। অন্য পক্ষে,—"অভিলষিত বস্তুর অধীশ্বর জলেরাই আছেন। মনুষ্যদিগকে তাঁহারাই বাস করাইয়া থাকেন; সেই জলদিগকে আমি ঔষধের জন্য প্রার্থনা করি।"—এইরূপে মন্ত্রের অনুবাদ করা হয়। ফলতঃ, বৃষ্টি এবং তজ্জনিত উপকার-প্রাপ্তি (শস্যাদি-লাভ) মন্ত্রের লক্ষ্য, মন্ত্রের এইরূপ অর্থই এখন প্রচলিত আছে।

অতঃপর আমরা যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। 'চর্ষণীনাং' পদে আমরা 'আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্নজনদিগের' অর্থ গ্রহণ করি। 'ঈশানাঃ' ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী দেবতারা যে সাধকের আশ্রয়-স্থান হন, সাধনা-প্রভাবে মনুষ্য যে মুক্তির পর্য্যন্ত অধিকারী হয়, এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। 'ক্ষয়ন্তীঃ' পদের সার্থকতা সেই অর্থেই অধিক সঙ্গত হয়। 'ক্ষী' ধাতু ক্ষীণ হওয়ার বা ক্ষয়প্রাপ্তির ভাব প্রকাশ করে। অতএব 'ক্ষয়ন্তীঃ' পদে যে নিবাস-স্থানকে বুঝায়, তাহাকে কর্ম্মক্ষয়মূলক মোক্ষরূপ নিবাস-স্থানই বলিতে পারি। 'আমায় অমৃতত্ব দেও,—আমি যেন মোক্ষলাভে সমর্থ হই';—ইহাই এ মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। যাঁহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহারা মোক্ষলাভের অধিকারী হন। যে দেবীগণের (ভগবদ্বিভূতিসমূহের) দ্বারা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, মন্ত্রের প্রথম

চরণে (ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং) তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রের শেষাংশের (অপো যাচামি ভেষজং) প্রার্থনা,—'আমার এই আধি-ব্যাধি-শোক-তাপমূলক জীবন-রূপ যন্ত্রণার শান্তিপ্রদ ভেষজ—অমৃত আমায় প্রদান করুন।' (১কা—১অ—৫সূ—৪ম)।

—— ০ ——

ষষ্ঠসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

"শং নো দেবীঃ" ইতি সূক্তস্য "শম্ভুময়োভূব্যাং" ইতি সহৈব সূত্রকৃতা নির্দ্দিষ্টত্বাৎ "আপো হি ষ্ঠা" ইতি সূক্তবৎ সর্ব্বত্র বিনিয়োগঃ অনুসন্ধেয়ঃ। লঘুগণে বৃহদ্‌গণে চ আম্ভস্তয়োঃ "শং নো দেবীঃ" ইতি প্রথমা ঋক্ প্রযোক্তব্যা। "উভয়তঃ সাবিক্র্যাভয়তঃ শং নো দেবীঃ" (কৌ০ ১।৯) ইতি সূত্রাৎ॥

ইন্দ্রমহাখ্যকর্ম্মণি আচমনেঽপি এষা বিনিযুক্তা। সূত্রিতং হি। "শং নো দেব্যাঃ পাদৈরর্দ্ধর্চ্চাভ্যাম ঋচা ষট্‌কৃত্ব উদকং আচামতঃ" ইতি (কৌ০ ১।৪।৪)॥ রাজ্ঞঃ পুষ্পাভিষেকে কলসাভিমন্ত্রণেঽপি এষা। তথা চ পরিশিষ্টে॥

"হেমরত্নৌষধীবিল্বপুষ্পগন্ধাধিবাসিতান্।
আচ্ছাদিতান্ সিতৈর্ব্বস্ত্রৈরভিমন্ত্র্য পুরোহিতঃ।
সাবিক্র্যাভয়তঃ কুর্য্যাচ্ছন্নোদেবী তথৈব চ।" ইতি (পা০ ৫।২)॥

—— • ——

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

শং নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে।

শং যোরভি স্রবন্তু নঃ॥ ১॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

শং। নঃ। দেবীঃ। অভিষ্টয়ে। আপঃ। ভবন্তু। পীতয়ে।

শং। যোঃ। অভি। স্রবন্তু। নঃ॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবীঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টাঃ) 'আপঃ' (হে জলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ, স্নেহকরুণারূপিণাঃ) যূয়ং 'নঃ'(অস্মাকং) 'অভিষ্টয়ে' (অভীষ্টসিদ্ধায়) 'পীতয়ে' (পানায়, তৃষ্ণানিবারণায়) 'শং' (সুখং, মঙ্গলং) 'ভবন্তু' (বিধদ্ধ্বং) ; 'শং যোঃ' (সুখসম্বন্ধযুতাঃ হে আপঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অভি' (প্রতি) 'স্রবন্তু' (করুণাধারাং বর্ষন্তু)। ভাবঃ—হে জলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ, অস্মাকং মঙ্গলং বিধত্ত ; অস্মৎপ্রতি করুণাধারাবর্ষণং কুরুত। (১কা—১অ—৬সূ—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টা স্নেহকরুণারূপা জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, আমাদের অভীষ্টসাধনের জন্য এবং তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য, আমাদের মঙ্গল-বিধান করুন। সুখসম্বন্ধযুতা হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, আমাদের প্রতি আপনাদের করুণাধারা বর্ষিত হউক। (১কা—১অ—৬সূ—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

দেবীঃ দেব্য দ্যোতনাদিগুণযুক্তাঃ॥ দিবু ক্রীড়াবিজিগীষাব্যবহারদ্যুতিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। ইগুপধলক্ষণে কে প্রাপ্তে "দেবসেনমেষাদয়ঃ পচাদিষু দ্রষ্টব্যাঃ" ইতি বচনাৎ "নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যঃ" ইত্যচ্। দেবট্ ইতি টিত্বেন পাঠাৎ টিড্ঢানঞ্" ইতি ঙীপ্। "যস্য" ইতি লোপে "অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ" ইতি ঙীপ উদাত্তত্বং। জসি "বা ছন্দসি" ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। যাস্কস্তু দেবশব্দং বহুধা নিরবোচাৎ। যজ্ঞশ্চ। দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা ইতি (নি০ ৭।১৫)॥ এবমাত্মিকা আপঃ নঃ অস্মাকং অভিষ্টয়ে অভিযজনায়॥ যজ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু। অস্মাৎ অভিপূর্ব্বাৎ ভাবে ক্তিন্। "গ্রহিজ্যা" আদিনা সম্প্রসারণং। "ব্রশ্চ" আদিনা ষত্বে ষ্টুত্বং। "শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বক্তব্যং" ইতি পররূপত্বে সবর্ণদীর্ঘাভাবঃ। "তাদৌ চ নিতি কৃত্যতৌ" ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বে একাদেশস্য উদাত্তত্বং। তাদর্থ্যে চতুর্থী॥ অভিতঃ সর্ব্বতো যাগার্থং শং সুখং ভবন্তু। সুখকারিণ্যো ভবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা পীতয়ে পানায় চ শং ভবন্তু পীয়মানা আপঃ স্বাদুতমাঃ সুখায় ভবন্তু ইত্যর্থঃ॥ পা পানে। অস্মাৎ ভাবে ক্তিন্। "ঘুমাস্থা" ইত্যাদিনা ইত্বং। অপি চ নঃ অস্মাকং শং প্রাপ্তানাং রোগানাং শমনায় যোঃ অপ্রাপ্তানাং রোগাণাং পৃথক্করণায় চ তা আপঃ অভি স্রবন্তু অস্মদাভিমুখ্যেন গচ্ছন্তু। যদ্বা শং যোরিতি রোগাণাং শমনং চোর ব্যাঘ্রাদি জনিতভয়ানাং পৃথকরণং চ যথা ভবতি তথেত্যর্থঃ॥ তদুক্তং যাস্কেন। শমনং চ। রোগাণাং যাবনং চ ভয়ানাং ইতি (নি০ ৪।২১)। শমু উপশমনে। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ। "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে" ইত্যত্র দৃশিগ্রহণস্য বিধ্যন্তরোপসংগ্রহার্থত্বাৎ আভ্যাং ধাতুভ্যাং ভাবে বিচ্। যোরিত্যত্র সলোভাবশ্ছন্দসঃ। যদ্বা যৌতেরসুনি অবাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ॥ (১কা—১অ—৬সূ—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রে পানার্থ জল-প্রার্থনা অথবা যজ্ঞকার্য্যের জন্য সুখবিধানের আকাঙ্ক্ষা,—ভাষ্য-ভাবে প্রকাশ পায়। "যজ্ঞের জন্য সুখের বিধান করুন—পানের উপযোগী হউন, মঙ্গল-বিধান ও অমঙ্গল নিবারণ করুন, আমাদিগের মস্তকে ক্ষরিত হউন",—মন্ত্রের এইরূপ অর্থই প্রধানতঃ প্রচলিত আছে।

আমরা বুঝিতেছি, এখানে 'আপঃ' সম্বোধনে মাত্র জলকে আহ্বান করা হয় নাই। 'দেবীঃ' পদ দ্বারা—জলের-অতীত ধারণার-বিষয়ীভূত সামগ্রীকেই বুঝাইতেছে। 'অভিষ্টয়ে' ও 'পীতয়ে' পদদ্বয় সে পক্ষে এক গভীর ভাব প্রকাশ করে। 'অভিষ্টয়ে' পদে 'যজ্ঞের জন্য' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, ঐ শব্দে যজ্ঞফল অভীষ্টসিদ্ধিরূপ কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতে, 'অভীষ্টসিদ্ধির জন্য' বলিতে, নানা ভাব মনে আসে। কেবল যদি জলপান উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে 'পীতয়ে' পদেই সে ভাব ব্যক্ত হইত; যদি কেবল বারিবর্ষণের ভাবই ব্যক্ত করার অভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে 'স্রবন্তু' পদে সে ভাব প্রকাশ পাইত। কিন্তু ঐ দুই পদের উপরও 'অভিষ্টয়ে' পদ রহিয়াছে। সুতরাং কেবল জলের প্রার্থনা ভিন্ন উহার মধ্যে অন্য প্রার্থনা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়—পরমার্থ-লাভে। ঐ শব্দে সেই চরম আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইতেছে। 'পীতয়ে' পদ সে পক্ষে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। তৃষ্ণার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিবার সময় পানীয়ের প্রার্থনা আবশ্যক হয়। সংসারের পাপের জ্বালায় মানুষ যখন জ্বলিয়া মরে, তখনও সে পুণ্যসমুদ্ভূত শান্তিবারির প্রার্থনা জ্ঞাপন করে। 'আমার অভীষ্ট পূরণ কর, আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর',—এবম্বিধ উক্তিতে 'অশান্তি দূর করিয়া আমাকে শান্তিধামে লইয়া যাও', এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। 'আমার সুখের বা আমার মঙ্গলের বিধান কর, আমার প্রতি করুণাধারা বর্ষণ কর, আমি শান্তি-শীতলতা প্রাপ্ত হই',—এখানে মন্ত্রের তাৎপর্য্য ঐরূপ প্রার্থনা-মূলক বলিয়াই মনে করি। (১কা—১অ—৬সূ—১ম)।

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

অপ্‌সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্ব্বিশ্বানি ভেষজা।

অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবং ॥ ২ ॥

পদ-পাঠঃ।

অপ্‌ঽসু। মে। সোমঃ। অব্রবীৎ। অন্তঃ। বিশ্বানি। ভেষজা।

অগ্নিং। চ। বিশ্বঽশম্ভুবং ॥ ২ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপ্‌সু' (জলদেবতাসু) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'ভেষজা' (ভেষজানি, ঔষধানি) সন্তি ইতি শেষঃ ; 'চ' (তথা অপ্‌সু) 'বিশ্বশম্ভুবং' (সর্ব্বস্য সুখকরং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং, জ্ঞান-স্বরূপং) বর্ত্তমানং ইতি যাবৎ ; 'সোমঃ' (মম অন্তর্নিহিতঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ, ভক্তিভাবঃ, পরং জ্ঞানং) 'মে' (মহ্যং) 'অব্রবীৎ' (কথিতবান্)। অন্তরস্থাঃ সদ্‌বৃত্তিনিচয়া এব জলদেবতায়াঃ স্বরূপং জানন্তি। তত্র সুখারোগ্যাদিসম্পদো বিদ্যতে ইতি ভাবঃ। (১কা—১অ—৬সূ—২ম)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

জলদেবতার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভেষজ এবং সর্ব্বসুখকর জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিদ্যমান আছেন। সোম (অন্তরস্থ শুদ্ধ-সত্ত্ব-ভাব, ভক্তিভাব, পরাজ্ঞান) আমাদিগকে তাহা বলিয়াছেন। (১কা—১অ—৬সূ—২ম)।

* • *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

মন্ত্রদ্রষ্টা ব্রূতে। অপ্‌সু উদকেষু অন্তঃ মধ্যে বিশ্বানি সর্ব্বাণি (ভেষজা) ভেষজানি ॥ "শেশ্ছন্দসি বহুলং" ইতি শের্লোপঃ ॥ সর্ব্বরোগনিবর্ত্তকানি ঔষধানি সন্তীতি সোমঃ এতন্নামা দেবঃ মে মহ্যং মন্ত্রদর্শিনে অব্রবীৎ উপদিষ্টবান্। তথা বিশ্বশম্ভুবং বিশ্বস্য জগতঃ সুখকরং। যদ্বা বিশ্বে সর্ব্বে ব্যাপারাঃ শম্ভুবঃ সুখস্য ভাবয়িতারঃ উৎপাদকা যস্য স তথোক্তঃ ॥ শং শব্দোপপদাৎ ভবতেরন্তর্ণীতণ্যর্থাৎ "কিপ্ চ" ইতি কিপ্। "ওঃ সুপি" ইতি প্রাপ্তস্য যণঃ "ন ভূসুধিয়োঃ" ইতি প্রতিষেধে উবঙ্। তৎপুরুষপক্ষে ব্যত্যয়েন পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। বহুব্রীহিপক্ষে তু অগ্নিবিশেষস্য ইয়ং সংজ্ঞা। তথা চ "বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং" ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং ॥ এতন্নামানং অগ্নিং অঙ্গনাদি-গুণযুক্তং দেবং চ। অপ্‌সু অন্তর্ব্বর্ত্তমানং সোমঃ অব্রবীদিত্যর্থঃ। উদকমধ্যে অগ্নেঃ প্রবেশস্তৈত্তিরীয়কে সমাম্নাতঃ। "অগ্নেস্ত্রয়ো জ্যায়াংস" ইতি প্রক্রম্য "স নিলায়ত সোঽপঃ প্রাবিশৎ" (তৈ০ স০ ২।৬।৬।১) ইতি। যদ্বা। ঔর্ব্ববৈদ্যুতরূপেণ অগ্নে অপ্‌সু অবস্থানং দ্রষ্টব্যং। অনেন অতিশয়িতবীর্য্যবত্ত্বস্য প্রখ্যাপিতত্বাৎ অপাং সর্ব্বার্থসাধনসামর্থ্যং অভীষ্টং ভবতি ॥ ২ ॥ (কা—১অ—৬সূ—২ম) ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রে অনেকগুলি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সাধারণ জলের বিশ্লেষণ-মূলক উক্তি এ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। জল ভেষজাদিগুণসম্পন্ন, জল সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক ইত্যাদি উক্তিতে, বর্ত্তমান কালের জল-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব ইহার অন্তর্নিহিত আছে, বুঝিতে পারা যায়। জলের মধ্যেও যে অগ্নি বিদ্যমান্,—এ মন্ত্রে সে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবগত হইবেন; আবার, অন্যপক্ষে, সকল মঙ্গলনিলয় জ্ঞানের এবং সর্ব্বব্যাধি-শান্তিকারক ভেষজের সন্ধান—জলদেবতার অর্চ্চনায় যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও জানিতে পারিবেন।

এ মন্ত্রে আর একটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়—'সোমঃ' শব্দ। বেদের সোম যে সোমলতা নহে,—এ মন্ত্রে তাহা সপ্রমাণ হয়। "সোমঃ অব্রবীৎ" অর্থাৎ 'সোম বলিয়াছিল'—ইহাতেই সোমের লতা-ভাব দূর হইতেছে। সোমলতা, সোমলতার রস, মাদকদ্রব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা উচ্চ চীৎকার করেন, যাঁহাদের গবেষণা-প্রভাবে পূতিকা পর্য্যন্ত ঐ সোম-পর্য্যায়ে গণ্য হয়, তাঁহারা এইবার বুঝুন—সোম কি! 'সোম বলিয়াছিল' বলিতে, 'পুঁই গাছ বলিয়াছিল'—বলিবে কি? এখানেই বুঝা যায়,—'সোম' শব্দে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, সোম শব্দে আমরা যে 'শুদ্ধসত্ত্বভাব' 'ভক্তিভাব' রূপ অর্থ আমনন করিয়া আসিয়াছি, এখানে সে অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে।' 'আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব আমাকে বলিয়াছিল', 'আমার সদ্‌বৃত্তি সমূহের সাহায্যে আমি জানিয়াছিলাম', 'আমার বিবেক-বুদ্ধি আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল,'—"সোমঃ অব্রবীৎ" বাক্যে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, অন্তর আপনিই বলিয়া দেয়,—'দেবতা কেমন বা কি ভাবে অবস্থিত আছেন!' এখানে এ মন্ত্রে, সেই বিষয়ই ব্যক্ত রহিয়াছে। সায়ণকেও এখানে 'সোম' শব্দে 'সোমলতা' অর্থ পরিহার করিতে হইয়াছে। "অন্তর্বির্ত্তমানঃ সোমঃ"—এই বাক্য তাঁহার ভাষ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে।

জলদেবতা যে সর্ব্বপ্রকার ভেষজগুণসম্পন্ন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে যে আধি-ব্যাধি-শোক-সন্তাপ দূরীভূত হয়, আবার তাঁহারই মধ্যে যে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিদ্যমান্ রহিয়াছেন,—অন্তর ভক্তিযুত হইলে, হৃদয় সদ্ভাবপূর্ণ হইলে, আপনা-আপনিই মানুষ তাহা জানিতে পারে,—সোমরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবই সে তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করে। যাঁহারা সে তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, জলদেবতা তাঁহাদেরই নিকট সকলমঙ্গলালয়। প্রার্থনা-পক্ষে এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—'সোমস্বরূপ আমার অন্তর্নিহিত হে সদ্‌বৃত্তিসম্ভাব, আমাকে জল-দেবতার স্বরূপ তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন। সে তত্ত্ব অবগত হইয়া, আমি যেন সর্ব্ববিধ ব্যাধিশূন্য হই এবং সর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হইয়া পরম-মঙ্গল লাভ করি।' (১কা—১অ—৬সূ—২ম)।

—— • ——

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বেঽ মম।

জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে ॥ ৩ ॥

* . *

পদ-পাঠঃ।

আপঃ। পৃণীত। ভেষজং। বরূথং। তন্বে। মম।

জ্যোক্। চ। সূর্য্যং। দৃশে ॥ ৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আপঃ' (হে জলাধিষ্ঠাত্রি দেবতে, স্নেহকারুণ্যরূপিণে)। ত্বং 'মম' (প্রার্থনাকারিণো মে) 'তন্বে' (শরীর-নিমিত্তং) 'বরূথং' (রোগনাশকং) 'ভেষজং' (ঔষধং) 'পৃণীত' (পূরয়ত, অর্পয়ত); 'চ' (অপিচ, এবং সতী নীরোগা বয়ং) 'জ্যোক' (চিরায়) 'সূর্য্যং' (সূর্য্য-দেবং, তেজোময়ং জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং সমর্থা ভবাম ইতি শেষঃ)। হে জলাভিমানিদেবতে! যেন কর্ম্মণা বয়ং নীরোগাঃ সন্তশ্চিরং সংস্বরূপং জ্ঞানং বিন্দামস্তদেব বিধেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ॥ (১কা—১অ—৬সূ—৩ম)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা! প্রার্থনাকারী আমার শরীরের নিমিত্ত আপনি রোগনাশক ঔষধ প্রেরণ (পূরণ) করুন। তাহাতে আমরা নীরোগ হইয়া চিরকাল জ্ঞান-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় আপনাকে (সর্ব্বত্র) দর্শন করিতে সমর্থ হই। (১কা—১অ—৬সূ—৩ম)।

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে আপঃ যূয়ং মম তন্বে মদীয়স্য শরীরস্য॥ "ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বক্তব্যা" ইতি চতুর্থী। "উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য" ইতি বিভক্তিঃ স্বর্য্যতে। "যুষ্মদস্মদোঙসি" ইতি সমশব্দ আদ্যুদাত্তঃ॥ বরূথং বারকং জ্বরাদিসর্ব্বরোগনিবর্ত্তকং ভেষজং ঔষধং পৃণীত পূরয়ত। যথা মম শরীরং ব্যাধয়ো ন স্পৃশন্তি তথা ঔষধং প্রযচ্ছতেত্যর্থঃ॥ পৄ পালনপূরণয়োঃ। অস্মাৎ লোটি ক্র্যাদিত্বাৎ শ্নাপ্রত্যয়ঃ। "ঈ হল্যঘোঃ" ইতি ঈত্বং। "প্বাদীনাং হ্রস্বঃ" ইতি ধাতোর্হ্রস্বত্বং। "সতিশিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বং অন্যত্র বিকরণেভ্যঃ" ইতি পরিভাষয়া সতিশিষ্টস্যাপি শ্না প্রত্যয়স্বরস্য দুর্ব্বলত্বাৎ তিঙ এব উদাত্তত্বং। "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বং অবিদ্যমানবৎ" ইতি আপ ইত্যস্য অবিদ্যমানবত্ত্বাৎ "তিঙঙঃ তিঙঃ" ইতি নিঘাতাভাবঃ। বরূথং ইতি। বৃঞ্ বরণে। জৄবৃঞ্ভ্যামূথন্ (উ০ ২।৬) ইতি ঔণাদিক উথন্ প্রত্যয়ঃ। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" ইত্যাদ্যুদাত্তঃ॥ কিমর্থং। জ্যোক্ চিরকালং সূর্য্যং সর্ব্বেষাং প্রাণপ্রদত্বেন প্রেরকং আদিত্যং দৃশে দ্রষ্টুং। চিরকালং জীবিতুং ইত্যর্থঃ। অনুক্তসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। ব্যাধ্যাদিজনিতক্লেশাপনোদনার্থং চ ইতি॥ দৃশির্ প্রেক্ষণে। "দৃশে বিখ্যে চ" ইতি তুমর্থে কেপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। সূর্য্যং ইতি। ষূ প্রেরণে। "রাজসূয়সূর্য্য" ইতি ক্যবন্তো নিপাতিতঃ। ক্যপঃ পিত্ত্বাদ্ অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণ আদ্যুদাত্তত্বং। "কৃন্মেজন্তঃ" ইতি দৃশে ইত্যস্য এজন্তত্বেন অব্যয়ত্বাৎ "ন লোকাব্যয়" ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যাঃ প্রতিষেধঃ॥ ৩॥ (৪কা—১অ—৬সূ—৩ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রের অর্থ সরল ও সুবোধ্য। দেহ ব্যাধিগ্রস্ত থাকিলে ভগবদারাধনায় বিঘ্ন ঘটে। এখানকার প্রার্থনা তাই—'হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা! আপনি রোগ-নিবারক ঔষধ প্রদান করুন; আমি যেন তদ্দ্বারা সুস্থ ও নীরোগ থাকিয়া একাগ্রচিত্তে আপনার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হই। অর্থাৎ, যে কর্ম্ম-প্রভাবে নীরোগ ও সুস্থদেহ হইয়া সৎস্বরূপ জ্ঞান-লাভের অধিকারী হই, হে দেবতা, আপনি আমার পক্ষে তাহাই বিহিত করুন।'

এ মন্ত্রের অন্তর্গত "সূর্য্যং" শব্দে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানময় ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই' বাক্যের অর্থ—'জ্ঞানরূপে তিনি যেন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন।' এ ঋকের অন্তর্গত 'বরূথং' পদে এক নূতন ভাব পরিগ্রহ করা যায়। শত্রু হইতে দূরে গুপ্ত-স্থানে অবস্থিতি-রূপ নিরাপদ অবস্থা 'বরূথং' পদের দ্যোতক হয়। তদ্দ্বারা শারীরিক ব্যাধি ভিন্ন অন্য শত্রু (রিপু প্রভৃতি) হইতেও দূরে থাকার অর্থাৎ সর্ব্বথা আত্মরক্ষা-মূলক প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পায়। (১কা—১অ—৬সূ—৩ম)।

—— • ——

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। প্রথমোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ)।

শং ন আপো ধন্বন্যাঃ শমু সন্ত্বনূপ্যাঃ।
শং নঃ খনিত্রিমা আপঃ শমু যাঃ কুম্ভ আভৃতাঃ
শিবা নঃ সন্তু বার্ষিকীঃ ॥ ৪ ॥

পদ-পাঠঃ।

শং। নঃ। আপঃ। ধন্বন্যাঃ। শং। উং ইতি।
সন্তু। অনুপ্যাঃ।
শং। নঃ। খনিত্রিমাঃ। আপঃ। শং। উং ইতি। যাঃ।
কুম্ভে। আঽভৃতাঃ। শিবাঃ। নঃ। সন্তু। বার্ষিকীঃ ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধন্বন্যাঃ' (মরুদেশসম্ভূতাঃ, মরুসদৃশহৃদ্দেশে ক্ষীণাকারেণাবস্থিতাঃ) 'আপঃ' ((স্নেহকারুণ্যরূপিণ্যো দেব্যঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'শং' (সুখকারিণ্যঃ, মঙ্গলপ্রদাঃ) ভবন্তু 'অনূপ্যাঃ' চ (প্রভূতজলপ্রদেশস্থা আপশ্চ, প্রবলস্নেহকরুণাপূর্ণহৃদয়স্থা ভগবদ্বিভূতয়শ্চ 'উ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'নঃ' (অস্মাকং) 'শং' (সুখকারিণ্যঃ, মঙ্গলপ্রদাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু) 'খনিত্রিমাঃ' (খননেন বিনির্গতাঃ, অতিপ্রয়াসেন অধিগতাঃ) 'আপঃ' (হে দেব্যঃ, দে ভাবাবলয়ঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'শং' (সুখকারিণ্যঃ) ভবন্তু; 'কুম্ভে' (ঘটে, ঘটান্তরাৎ 'আভৃতাঃ' (আনীতাঃ, সংগৃহীতাঃ) 'যাঃ' (আপঃ) তথা 'বার্ষিকীঃ' (বর্ষণহেতুভূতাঃ

ভগবৎকৃপয়া প্রাপ্তাঃ, যাঃ আপঃ সর্বৈব ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'শিবাঃ' সুখকারিণ্যঃ, মঙ্গলপ্রদাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু)। সর্বরূপেণ প্রাপ্তাঃ স্নেহ-কারুণ্যাদি দেববিভূতয়ঃ অস্মাকং মঙ্গলপ্রদাঃ সুখহেতুভূতা ভবন্তু ইতি ভাবঃ। (১কা—১অ—৬সূ—৫ম)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

মরুদেশসম্ভূতা হে জলসকল (অথবা আমার মরুসদৃশ হৃদ্দেশে ক্ষীণাকারে বিদ্যমানা স্নেহকারুণ্যরূপিণী জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ)! আপনারা আমাদের মঙ্গলপ্রদায়িনী হউন; হে প্রভূতজলপ্রদেশস্থা আপ (অথবা প্রবলস্নেহ-কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়স্থিত ভগবদ্বিভূতিনিচয়)! আপনারা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের মঙ্গলপ্রদায়িনী হউন; খননোদ্ভূতা জল (অথবা অতীব প্রয়াস দ্বারা অধিগতা হে দেবভাবাবলি), আপনারা আমাদিগের সুখকারী হউন; কুম্ভে (অথবা ঘটান্তর হইতে) সংগৃহীত যে জল (অথবা স্নেহভাবাবলি) এবং বর্ষণহেতুভূত যে জল (অথবা ভগবৎকৃপায় প্রাপ্ত যে স্নেহভাবাবলি) আপনারা আমাদের মঙ্গলপ্রদ হউন। (১কা—১অ—৬সূ—৪ম)।

* • *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

পূর্ব্বং সামান্যেনৈব অপাং প্রার্থনা কৃতা। অধুনা স্থানবিশেষিতা আপঃ প্রার্থ্যন্তে। ... অস্মাকং ধন্বন্যাঃ ধন্বনি মরুভূমৌ ভবা আপঃ শং সন্তু সুখকারিণ্যো ভবন্তু॥ ধন্ব রবি ধবি গত্যর্থাঃ। ইদিত্বাৎ নুম্। কনিন্ যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ (উ০ ১।১৫৪) ইতি কনিন্ প্রত্যয়ঃ। "ভবে ছন্দসি" ইতি যৎ। "যে চাভাবকর্ম্মণোঃ" ইতি প্রকৃতিভাবাৎ "নস্তদ্ধিতে" ইতি টিলোপাভাবঃ॥ তথা অনূপ্যাঃ অনুগতা আপো যস্মিন্ দেশে সঃ অনূপো দেশঃ॥ "ঋক্ পূরব্ধূঃ" ইত্যাকারঃ সমাসান্তঃ। "ঊদ্ অনোর্দ্দেশে" ইতি অপ্‌শব্দাকারস্য ঊকারঃ॥ তত্র ভবা আপঃ অনূপ্যাঃ॥ পূর্ব্ববদ্ যৎ॥ উশব্দঃ চার্থে। প্রভূতজলপ্রদেশস্থা আপশ্চ শং সন্তু সুখহেতবো ভবন্তু। তথা খনিত্রিমা খননেন নির্বৃত্তাঃ কূপোদ্ভূতা আপঃ নঃ অস্মাকং শং ভবন্তু॥ খনু অবদারণে। অস্মাচ্ছান্দসঃ ত্রিপ্রত্যয়ঃ। "আর্দ্ধধাতুকস্যেড্‌বলাদেঃ" ইতি ইডাগমঃ। "ক্ত্রের্ম্মপ্‌নিত্যং" ইতি মপ্॥ কুম্ভে ঘটে আভৃতাঃ নদীতটাকাদিভ্য কুম্ভেন আনীতাঃ॥ হৃঞ্ হরণে। অস্মাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। "হৃগ্রহোর্ভঃ" ইতি ভত্বং। "গতিরনন্তরঃ" ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ ঈদৃশ্যো যাঃ প্রতিগৃহং বর্ত্তমানাঃ প্রসিদ্ধা আপঃ তাশ্চ শং ভবন্তু। তথা বার্ষিকীঃ বার্ষিকাঃ বর্ষতৌ ভবাঃ॥ "ছন্দসি ঊঞ্ ইতি বর্ষাশব্দাৎ ঠঞ্ প্রত্যয়ঃ। "টিড্‌ঢাণঞ্" ইতি

ঙীপ্। "ঋন্নেভ্যো ঙীপ্" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং॥ বৃষ্টিসম্ভূতা আপশ্চ নঃ অস্মাকং শিবাঃ সুখকারিণ্যঃ সন্তু ভবন্তু। অস ভুবি। অস্মাৎ লোটি অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। "শ্নসোরল্লোপঃ" ইত্যাকারলোপঃ॥ (১কা—১অ—৬সূ—৪ম)॥ ইতি ষষ্ঠ সূক্তং।

ইতি অথর্ব্বসংহিতায়াং প্রথম কাণ্ডে প্রথমোঽনুবাকঃ।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দুই ভাবে এ মন্ত্রের দুই রূপ অর্থ অধ্যাহার করা যায়। এক অর্থে, নানাপ্রকার জলকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে বলিতে পারি; অন্য প্রকার অর্থে, ভগবানের স্নেহ-কারুণ্যাদি বিভূতিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস দেখিতে পাই। বলা বাহুল্য, প্রথম প্রকারের অর্থই সাধারণে প্রচারিত আছে; শেষোক্ত প্রকারের অর্থ মন্ত্রের অভ্যন্তরে চিরলুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রথম প্রকার অর্থে মনে হয়, প্রার্থনাকারী যেন বলিতেছেন,—'হে মরুদেশের জল, তোমরা আমাদের মঙ্গল কর; হে জলপূর্ণদেশের জল তোমরা আমাদিগকে সুখী কর; হে খনন হইতে উৎপন্ন জল অর্থাৎ কূপোদক প্রভৃতি, তোমরা আমাদিগের সুখবিধান কর; হে কুম্ভস্থিত জল অথবা হে বৃষ্টির জল, তোমরা আমাদিগের পক্ষে সুখকারী হও।' বলা বাহুল্য, এ অর্থে বুঝিতে পারা যায় না যে, কোনও জলশূন্য-দেশের প্রার্থী, জলের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন। মরুদেশের অধিবাসীরা, মরুভূমির জল তাহাদের পক্ষে সুখকারী হউক বলিয়াই প্রার্থনা জানাইতে পারে; অথবা যে দেশ যে জনপদ প্লবমান, সে দেশ সে জনপদের অধিবাসীরা সে দেশের জলকে আপনাদের সুখকারী হইবার জন্য সম্বোধন করিতে পারে। কূপোদক ভিন্ন যাহাদের গত্যন্তর নাই, তাহারা কূপোদকের উদ্দেশেই প্রার্থনা জানাইতে পারে। কুম্ভে সংগৃহীত জলমাত্র, অথবা কোন্ কালে বৃষ্টি পতিত হইবে সেই জলমাত্র লক্ষ্য করিয়া যাহাদিগকে জীবনযাপন করিতে হয়, তাহারা মন্ত্রের শেষ পংক্তি উচ্চারণ করিয়া প্রার্থনা জানাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কি ইষ্ট সাধিত হয়, তাহা বোধগম্য হয় না। পরন্তু এই প্রার্থনার মধ্যে যদি সার্ব্বজনীন ভাব লক্ষ্য করিবার প্রয়াস পাই, তাহা হইলে বুঝিতে পারি,—এ মন্ত্র সকল দেশের সকল লোকের সকল অবস্থার উপযোগী। বুঝিতে পারি,—এ মন্ত্র এক পরম পবিত্র প্রার্থনা বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

মন্ত্রের এক একটী শব্দের বিষয় অনুধ্যান করুন, সে মর্ম্মার্থ আপনিই হৃদ্গত হইবে। "ধন্বন্যাঃ আপঃ" বলিতে কি ভাব মনে আসে? আমাদের মরুসদৃশ এই হৃদয় কখনও স্নেহ-করুণার সুধাভিষেকে আর্দ্র হইল না! কখনও লোকহিতকর কোনও বৃত্তি তাহার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিল না! ভগবৎ-প্রেরিতা যে ক্ষীণা স্রোতঃস্বতী (দয়াদাক্ষিণ্যাদি) অন্তঃশীলা বহিতেছে, সংসারের বিষম পাপ-তাপের মধ্যে পড়িয়া সেটুকুও বিশুষ্ক হইতে চলিল! তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'আমার মরুসদৃশ হৃদয়-মধ্যে ক্ষীণাকারে যে স্নেহ-করুণার ধারা

প্রবাহিত হইতেছিল, তাহারা আবার জাগিয়া উঠুক,—প্রবলভাবে বর্ষার প্লাবনের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া বিশুষ্ক হৃদয়-ভূমিকে রসগুণে আর্দ্র করুক। সংসারে সুখকর সামগ্রী আর কি আছে? মরু-হৃদয়ে স্নেহ-ভাবের ধারা প্রবাহিত হইলেই যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—মন্ত্রের প্রথমাংশ (শং নো আপো ধন্বন্যাঃ) সেই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ (শমুসন্তনূপ্যাঃ) এক পক্ষে সাবধানতা-সূচক, অন্য পক্ষে প্রাচুর্য্য-ভাবজ্ঞাপক। প্রবল করুণা-স্নেহের বশে বিভ্রান্ত হইয়া মানুষ অনেক সময় অনেক অপকর্ম্ম করিয়া বসে। এক পক্ষে এ মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় তাই মনে হয়,—'হে আমার হৃদয়স্থ প্রবল স্নেহ করুণা, তোমরা আমাদের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হও; অর্থাৎ, যেখানে যে ভাবে স্নেহ-কারুণ্য বিতরণ করা কর্ত্তব্য, আমরা যেন সেখানে সেইভাবে তোমাদিগকে বিতরণ করিতে সমর্থ হই।' অন্য পক্ষে, ভগবদ্বিভূতি-রূপে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রচুর সদ্গুণাবলি যেন প্রাচুর্য্য লাভ করিয়া আমাদের মঙ্গল-বিধানে সমর্থ হয়।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির বিবিধ ব্যবহার-বিষয় অনুধ্যান করুন। প্রথম—'খনিত্রিমা।' খননের দ্বারা—কষ্টের দ্বারা অতি প্রয়াস-সহকারে যে দেবভাব হৃদয়ে সঞ্জাত হয়, ঐ পদে তাহারই প্রতি লক্ষ্য দেখি। হৃদয়ে সহসা সদ্ভাবের উদয় হয় না। অনেক কষ্ট করিয়া সদ্ভাবের সঞ্চয় করিতে গিয়াও অনেক সময় বিভ্রান্ত হইতে হয়। এখানে, সেই সদ্ভাব-সঞ্চয়ের পথে যেন কোনও বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, মন্ত্রে তাহারই কামনা করা হইয়াছে। অতঃপর 'কুম্ভে' ও 'বার্ষিকীঃ' পদদ্বয়ের সার্থকতা উপলব্ধি করুন। কোনও প্রকারে, অপরের দৃষ্টান্ত অনুসারে, হৃদয়ে যে একটু সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, অথবা ভগবানের কৃপায় যে একটু সত্ত্বভাবের অধিকারী হওয়া যায়, উপসংহারে সেই দুই ভাবের প্রতিষ্ঠা-কল্পে—পরিবৃদ্ধি বিষয়ে, প্রার্থনা করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—যদি কোনও রকমে হৃদয়ে একটু সত্ত্বভাবের উদয় হয়, যদি কচিৎ ভগবানের অনুকম্পায় একটু সত্ত্বভাবের অধিকারী হই, হে দেবীগণ! সেই ভাবের বিকাশ-পক্ষে আপনারা আমায় অনুগ্রহ করুন। সর্ব্বরূপে প্রাপ্ত স্নেহ-কারুণ্যাদি দেব-বিভূতি-সমূহ আমাদের মঙ্গলপ্রদ ও সুখ হেতুভূত হউক।' মূলতঃ, ইহাই এ মন্ত্রের প্রার্থনা। (১কা—১অ—৬সূ—৪ম)।

এই ষষ্ঠ সূক্তে অথর্ব্ব-সংহিতার প্রথম কাণ্ডের প্রথম অনুবাক্ শেষ হইল।

সপ্তমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

দ্বিতীয়েঽনুবাকে পঞ্চসূক্তানি। তত্র "স্তুবানং" "ইদং হবিঃ" ইতি প্রথমদ্বিতীয়ে সূক্তে চাতনগণে পঠিতে। তথাচ কৌশিকঃ। "স্তুবানং (১।৭) ইদং হবিঃ (১৮) নিঃসালাং (২।১৪) অরায়ক্ষয়ণং (১১৮।৩৫) শং নো দেবী পৃশ্নিপর্ণী (২।২৫) আ পশ্যতি (৪।২০) তান্ সত্যৌজাঃ (৪।৩১) ত্বয়া পূর্ব্বং (৪।৩৭) পুরস্তাদ্যুক্তঃ (৫।২৯) রক্ষোহণং ইত্যনুবাকঃ (৮।৩।৪) চাতনানি' ইতি (কৌ০ ১।৮) অতঃ অস্য "চাতনানাং অপনোদনেন ব্যাখ্যাতং।" (কৌ০ ৪।১) "চাতনৈর্যাতুনামভির্জুহুয়াৎ"

(শাং কং ১৬) ইত্যাদি সূত্রেণ যত্র যত্র বিনিয়োগঃ ক্রিয়তে তত্র তত্র সর্ব্বত্র অনয়োঃ সূক্তয়োরপি বিনিয়োগো দ্রষ্টব্যঃ॥ "অপনোদনেন ব্যাখ্যাতং" ইতি। আবিষ্টভূতপিশাচাদ্যুচ্চাটনার্থং ফলীকরণতুষাবতক্ষণহোমাদীনি "আরেসৌ" (১।২৬) ইত্যপনোদনসূক্তকর্ত্তব্যানি অপনোদনানি কর্ম্মাণি অনেন গণেন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥

* * *

প্রথমো মন্ত্রঃ।

[প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।]

স্তুবানমগ্ন আ বহ যাতুধানং কিমীদিনং।
ত্বং হি দেব বন্দিতো হন্তা দস্যোর্ব্বভূবিথ॥ ১॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

স্তুবানং। অগ্নে। আ। বহ। যাতুঽধানং। কিমীদিনং।
ত্বং। হি। দেব। বন্দিতঃ। হন্তা। দস্যোঃ। বভূবিথ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) 'স্তবানং' (দেবার্চ্চনাপরায়ণতাং, দেবভাবং) 'আ বহ' (আনয়, অস্মান্ প্রাপয়) অস্মাকং হৃদি (দেবভাবমানয় ইতি যাবৎ); 'কিমীদিনং' (ইতস্ততোবিস্তারশীলং, প্রচ্ছন্নচারিণং) 'যাতুধানং' (শত্রুং) অপসারয় ইতি শেষঃ। 'দেব' (হে দ্যোতমান) 'হি' (যস্মাৎ) 'দস্যোঃ' (শত্রোঃ) 'হন্তা' (নাশকারী) 'বভূবিথ' (ভবসি) তস্মাৎ 'ত্বং' 'বন্দিতঃ' (সর্ব্বৈর্ব্বন্দনীয়ঃ) ত্বমিতি শেষঃ। হে দেব! অস্মাকং হৃদ্দেশে দেবভাবং প্রতিষ্ঠাপয়, শত্রুংশ্চ নাশয়। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১কা—২অ—৭সূ—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আমাদিগকে দেবার্চ্চনাপরায়ণতা প্রদান করুন (আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাব আনয়ন করুন); ইতস্ততঃ প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণশীল শত্রুকে আপনি অপসারিত করুন। হে দ্যোতমান্

দেবতা। যেহেতু আপনি শত্রুর নাশকারী হয়েন, সেই হেতু আপনি সকলের বন্দনীয় হন। (১কা—২অ—৭সূ—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অঙ্গতি গচ্ছতি সর্ব্বজাঠরবৈদ্যুতাদিরূপেণ কৃৎস্নং জগদ্ ব্যাপ্নোতি ইতি অগ্নিঃ॥ অগি রগি লগি গত্যর্থাঃ। অঙ্গের্নলোপশ্চ (উ० ৪।৫০) ইতি নিপ্রত্যয়ঃ তৎসন্নিয়োগেন নলোপশ্চ॥ যদ্বা। অগ্রণীত্বাদি গুণযোগাদ্ অগ্নিঃ॥ আহ চ যাস্কঃ। অগ্নিঃ কস্মাৎ। অগ্রণীর্ভবতি অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে অঙ্গং নয়তি সংনমমানঃ। অক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ। ন ক্নোপয়তি ন স্নেহয়তি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জায়ত ইতি শাকপূণিঃ। স খলু এতেঃ অকারং আদত্তে গকারং অনক্তের্ব্বা দহতের্ব্বা নীঃ পর ইতি (নি० ৭।১৪)॥ ঈদৃশ হে অগ্নে স্তবানং ময়া দত্তং হবিঃ প্রশংসন্তং অস্মাভিঃ স্তূয়মানং বা দেবং আ বহ আনয়। মদীয়ং কর্ম্ম প্রাপয়॥ বহ প্রাপণে। অস্মাৎ লোটি "অতো হেঃ" ইতি হের্লুক্। স্তবানং ইতি। ষ্টুঞ স্তুতৌ। কর্ত্তরি লটঃ শানচ্ আদেশঃ। কর্ম্মণি লটো বা শানচি যগভাবশ্ছান্দসঃ। "অচি শ্নুধাতু" ইত্যাদিনা উবঙ্॥ অগ্নেঃ আবহনকর্তৃত্বং অন্যত্রাপি আম্নাতং। "অগ্নেঃ দেবাঁ ইহা বহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে" (ঋ० ১।১২।৩) ইতি। "অগ্নিং অগ্ন আবহ" (তৈ० ব্রা० ৩।৫।৩।২) ইতি চ। কিমীদিনং কিং কিং ইদানীং বর্ত্তত ইতি চরন্তং॥ কিমীদিনে কিং ইদানীমিতি চরতে ইতি যাস্কঃ (নি० ৬।১১)॥ জিবাংসয়া প্রচ্ছন্নচারিণং যাতুধানং রাক্ষসং। অপসারয় ইতি যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ॥ যদ্বা হে অগ্নে স্তবানং। বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। স্তূয়মানঃ ত্বং কিমীদিনং যাতুধানং রাক্ষসং আ বহ প্রতিকারার্থং অস্মিন্ জনে আবেশয়। অথবা নিগ্রহার্থং স্বসমীপং আনয়েত্যর্থঃ॥ যদ্বা হে অগ্নে ত্বৎসকাশাদ্ ভীত্যা ত্বাং স্তুবন্তং তং যাতুধানং ইতি সমানাধিকরণ্যেন সম্বন্ধঃ॥ অপিচ হে দেব দানাদিগুণযুক্ত ত্বং বন্দিতঃ অস্মাভির্নমস্কারাদিনা প্রার্থিতঃ সন্ দস্যোঃ উপক্ষয়কারিণো রাক্ষসাদেঃ॥ দসু উপক্ষয়ে। অস্মাদ্ ঔণাদিকোহপ্রত্যয়ঃ॥ তস্য হন্তা ঘাতয়িতা হি যস্মাৎ কারণাৎ বভূবিথ ভবতি তস্মাৎ আ বহেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ ভূ সত্তায়াং। "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" ইতি বর্তমানেঽর্থে লিট্। "হি চ" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ ১॥ (১কা—২অ—৭সূ—১ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—+ ∘ +—

এ মন্ত্রের স্থূলভাব আমরা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। প্রতি পদের আলোচনা করিলে মন্ত্রের নানা প্রকার অর্থ আমনন করা যাইতে পারে। সায়ণের ভাষ্যেও বিবিধ অর্থের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। মন্ত্রের 'স্তবানং' পদ

উপলক্ষে তিনি তিন প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। প্রথম, 'আমার প্রদত্ত হবিকে প্রশংসা-পূর্ব্বক'—এই অর্থ আনিয়াছেন; দ্বিতীয়, 'আমাদিগের দ্বারা স্তূয়মান দেবগণকে' এই অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন; তৃতীয়, বিভক্তি-ব্যত্যয়ে 'স্তবানং' স্থলে স্তবানঃ (স্তূয়মানঃ) ইত্যাদি কল্পনা করিয়া, অগ্নিদেব-সম্বন্ধে, ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। 'অগ্নি' পদও, তাঁহার ব্যাখ্যায়, নানা অর্থ নানা ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যাপ্তি অর্থে, জগৎব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়া তাঁহার নাম অগ্নি। 'অগ্রণী' গুণ-হেতু তাঁহার নাম অগ্নি। তাঁহাতে স্নেহভাব নাই বলিয়া তাঁহার নাম—অগ্নি ইত্যাদি। 'যাতুধানং' পদে সায়ণ 'রাক্ষসং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। ভাব এই যে, যে রাক্ষসগণ যজ্ঞ নষ্ট করিত, ঐ পদে তাহাদেরই প্রতি লক্ষ্য আছে। 'আবহ' ক্রিয়াপদ উপলক্ষে এক অর্থে 'যজ্ঞক্ষেত্রে দেবগণকে আনয়ন'—ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; অন্য অর্থে 'হিংসক রাক্ষসগণকে দণ্ডপ্রদানের জন্য আনয়ন করুন' ভাব আনা হইয়াছে।

আমরা মনে করি, এখানে 'যাতুধানং' বলিতে মন্ত্রে অন্তরস্থিত শত্রুগণের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। তাহারা যেন বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে, তাহারা যেন দূরীভূত হয়, হৃদয় যেন দেবভাবে পরিপূর্ণ হইয়া আসে,—ইহাই এ মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। (১কা—২অ—৭সূ—১ম)॥

—— ০ ——

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

[প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ]।

আজ্যস্য পরমেষ্ঠিন্ জাতবেদস্তনূবশিন্।

অগ্নে তৌলস্য প্রাশান যাতুধানান্ বি লাপয় ॥ ২ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

আজ্যস্য। পরমেঽস্থিন্। জাতঽবেদঃ। তনূঽবশিন্।

অগ্নে। তৌলস্য। প্র। অশান্। যাতুঽধানান্। বি। লাপয় ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পরমেষ্ঠিন্' (শ্রেষ্ঠস্থাননিবাসিন্, শুদ্ধসত্ত্বভাবান্তর্ব্বর্ত্তিন্) 'জাতবেদঃ' (জ্ঞানাধারঃ) 'তনূবশিন্' (সকলপ্রাণিশরীরনিবাসিন্) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) 'তোলস্য' (তুলনয়া উত্তমস্য শ্রেষ্ঠস্য) 'আজ্যস্য' (হবনীয়রূপস্য) 'ভাগং' (বিশুদ্ধা ভক্তিঃ ইতি যাবৎ) 'প্রঅশান্' (প্রকৃষ্টরূপেণ সর্ব্বথা অদ্ধি গৃহাণ বা ইতি যাবৎ); অপিচ, 'জাতুধানান্' (শত্রূন্) 'বিলাপয়' (বিশেষেণ নাশয়)। হে দেব! অস্মাকং সদ্ভাবনিবহান্ গৃহাণ, শত্রূংশ্চ বিনাশয়। ইত্যেব্যং প্রার্থনাঃ। ইতি ভাবঃ। (১কা—২অ—৭সূ—২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠস্থাননিবাসিন্ (শুদ্ধসত্ত্বভাবান্তর্ব্বর্ত্তিন্), জ্ঞানাধার, সকল-প্রাণিশরীরনিবাসিন্, হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদিগের শ্রেষ্ঠ হবনীয়াংশ (বিশুদ্ধা ভক্তিকে) সর্ব্বথা গ্রহণ করুন, আর আমাদিগের শত্রুগণকে বিশেষরূপে বিনাশ করুন। (১কা—২অ—৭সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

পরমে উৎকৃষ্টস্থানে তিষ্ঠতীতি পরমেষ্ঠী। স্বর্গাদ্যুৎকৃষ্টস্থাননিবাসিন্॥ তিষ্ঠতেঃ ঔণাদিকঃ কিনিপ্রত্যয়ঃ। "তৎপুরুষে কৃতি বহুলং" ইতি সপ্তম্যা অলুক্। "অম্বাম্ব-গোভূমি০" ইত্যাদিনা ষত্বং। "আমন্ত্রিতস্য চ" ইতি আষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং॥ হে জাতবেদঃ জাতানাং বেদিতঃ॥ জাতশব্দোপপদাৎ বিদ্ জ্ঞানে ইত্যস্মাৎ গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ (উ০ ৪২২৬) ইতি অসুন্। অস্য পাদাদিত্বাদ্ আষ্টমিক-নিঘাতাভাবে "আমন্ত্রিতস্য চ" ইতি ষাষ্ঠিকং আদ্যুদাত্তত্বং॥ যাস্কস্তু বহুধা নিরবোচৎ। জাতবেদাঃ কস্মাৎ। জাতানি বেদ জাতানি বৈনং বিদুঃ জাতেজাতে বিদ্যত ইতি ব জাতবিত্তো বা জাতধনো বা জাতবিদ্যো বা জাতপ্রজ্ঞো বা যত্তজ্জাতঃ পশূন্ অবিন্দতেতি তজ্জাতবেদসো জাতবেদস্ত্বমিতি হি ব্রাহ্মণং ইতি (নি০ ৭।১৯)॥ হে তনূবশিন্ তনূনাং সকলপ্রাণীশরীরাণাং জাঠরাগ্নিরূপেণ বশয়িতঃ ঈদৃশমহিমোপেত হে অগ্নে তোলস্য। তুলাবৎ হূয়মানদ্রব্যস্য পরিচ্ছেদকত্বাৎ স্রুক্স্রুবাদিকং অত্র তুলাশব্দেন উচ্যতে। তত্র স্রুবাদৌ স্থিতং আজ্যং তোলং॥ "তস্যেদং" ইতি অণ্। যদ্বা॥ তুল উন্মানে। অস্মাৎ কর্ম্মণি ঘঞ্। তোল্যতে উন্মীয়তে স্রুবাদিনা অবদীয়ত ইতি তোলং। স্বার্থিকস্তদ্ধিতঃ রাক্ষসবায়সাদিবৎ॥ অবদীয়মানস্য আজ্যস্য॥ "ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং" ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাৎ চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী॥ আজ্যং প্রাশান অদ্ধি। আজ্যস্য ভাগং ইতি ভাগপদাধ্যা-হারেণ বা সম্বন্ধঃ॥ অশ্ ভোজনে। লোণ্মধ্যমৈকবচনে 'হল শ্নঃ শানজ্ঝৌ', ইতি শ্নাপ্রত্যয়স্য শানজাদেশঃ। "অতো হেঃ" ইতি হের্লুক্॥ অস্মাভির্দ্দত্তং হবিঃ স্বীকৃত্য

প্রাপ্তবলঃ সন্ যাতুধানান্ উপদ্রবকারিণো রাক্ষসান্ বি লাপয় বিনাশয়॥ লীঙ্ শ্লেষণে। অস্মাৎ "হেতুমতি চ" ইতি ণিচ। "বিভাষা লীয়তেঃ" ইতি আত্বং। "অর্ত্তিহ্রী•" ইত্যাদিনা পুগাগমঃ। যদ্বা রপ লপ ব্যক্তায়াং বাচি। অস্মাৎ ণিচ্। "অত উপধায়াঃ" ইতি বৃদ্ধিঃ। বীত্যুপসর্গবশাদ্ অত্র ধাতুঃ বচনবিশেষং পরিদেবনং আহ। তদ্ উক্তং। "ধাত্বর্থং বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিৎ তং অনুবর্ত্ততে। তমেব বিশিনষ্ট্যোক উপসর্গগতিস্ত্রিধা।" ইতি॥ আর্ত্তিম্বান্ কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ২॥ (১কা—২অ—৭সূ—২ম)।

* ° °

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের 'পরমেষ্ঠিন্' পদে 'স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট স্থানের অধিবাসী' অর্থ ভাষ্যকার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। 'আজ্যস্য' পদে 'ঘৃতের ভাগ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'জাতবেদঃ' ও 'তনূবশিন্' পদদ্বয়ে যিনি বেদ জানেন এবং যিনি সকল দেহের মধ্যে অবস্থিত আছেন, তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে। 'তৌলস্য' পদে সায়ণ স্রুক-স্রুবাদি অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তুলাবং তুল্যমান-দ্রব্যের পরিচ্ছেদকারক বলিয়া স্রুক-স্রুবাদি ঐ পদে সূচিত হয়। তাহাতে ভাব আসে এই যে,—স্রুগাদি হইতে ঘৃত অগ্নিতে পতিত হয়, অগ্নিদেব তাহা পান করেন। সেই ঘৃত পান করিয়া, প্রাপ্তবল হইয়া, অগ্নিদেব শত্রুকে বিনাশ করেন। সায়ণের মতে, ইহাই এ মন্ত্রের অর্থ।

কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এ ঋকের মধ্যে স্থূল-বস্তুর সহিত সম্বন্ধ আদৌ নাই। যিনি সকলের দেহের মধ্যে বিদ্যমান্ আছেন, যিনি জাতবেদ অর্থাৎ সকল জ্ঞানের আধার-স্থান, স্থূল ঘৃত দ্বারা তাঁহার কি উপাসনা করিবে? 'আজ্যস্য' পদের সহিত 'তৌলস্য' পদের সম্বন্ধের বিষয় বিচার করিলে সূক্ষ্মবিষয়ের সম্বন্ধই সংসূচিত হয়। আমরা তুলনার্থক 'তুল' ধাতু হইতে 'তৌলস্য' পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করি। তাহাতে বুঝা যায়, যে হবনীয় তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সেই হবনীয়ের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। অন্তরের মধ্যে নানা ভাব আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। সদ্ভাবের মধ্যেও তর তম দৃষ্ট হয়। এখানে তাই বলা হইতেছে,—'তুলনায় হৃদয়ের যে ভাব শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়, হে দেব, আপনি আমার সেই ভাবটী মাত্র গ্রহণ করুন; হৃদয়ের আর যে আমার অন্যভাব আছে—অসদ্ভাবসমূহ আছে—তাহাদিগকে আপনি দূর করিয়া দেন। ভাব এই যে, আমার বিশুদ্ধা ভক্তিটুকু আপনাতে ন্যস্ত হউক। 'যাতুধান-দিগকে' নাশ করুন,—এ বাক্যে বুঝা যায়, হৃদয়ের শত্রুদিগকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেন। তাহারা দূরীভূত হইলে হৃদয় শুদ্ধ-সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইবে; ভগবান্ আসিয়া হৃদয়-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।' ইহাই এ মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য।(১কা—২অ—৭সূ—২ম)॥

—•—

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথম কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ)।

বি লপন্তু যাতুধানা অত্রিণো যে কিমীদিনঃ।

অথেদমগ্নে নো হবিরিন্দ্রশ্চ প্রতি হর্য্যতং ॥ ৩॥

পদ-পাঠঃ।

বি। লপন্তু। যাতুঽধানাঃ। অত্রিণঃ। যে। কিমীদিনঃ।

অথ। ইদং। অগ্নে। নঃ। হবিঃ। ইন্দ্রঃ। চ। প্রতি। হর্য্যতং ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব)! 'অত্রিণঃ' (সর্ব্বভক্ষকাঃ, সর্ব্বনাশকাঃ) 'কিমীদিনঃ' (ভক্ষদ্রব্যং অন্বিষ্য ইতস্ততশ্চরন্তঃ) 'যে' (রক্তশোষকাঃ প্রসিদ্ধাঃ) 'যাতুধানা' (শত্রবঃ, রিপবঃ) সন্তি, তে 'বি লপন্তু' (বিনশ্যন্তু, ত্বয়েতি শেষঃ); অথ (শত্রূণাং বিনাশানন্তরং) 'ইদং' (বিশুদ্ধং, শ্রেষ্ঠং) 'হবিঃ' (আহবনীয়ং, অস্মাকং হৃৎস্থং শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'প্রতি' লক্ষীকৃত্য ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রশ্চ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নো দেবঃ, ত্বদীয় ঐশ্বর্য্যবিভূতয়শ্চ) 'হর্য্যতং' (আগচ্ছতং, অস্মান্ প্রাপয়তং)। হে দেব! অস্মাভিঃ সহ সদাবিদ্যমানান্ শত্রূন্ বিদূরয়, অস্মাকং পূজাং পরিপূর্ণাং কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১কা—২অ—৭সূ—৩ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সেই সর্ব্বভুক্, ভক্ষদ্রব্য অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণশীল, শত্রুগণ (রিপুগণ) আপনার দ্বারা বিনাশ-প্রাপ্ত হউক; শত্রুবিনাশানন্তর আমাদিগের হৃদয়স্থিত শ্রেষ্ঠ শুদ্ধসত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া, আপনি এবং আপনার ঐশ্বর্য্য-বিভূতি-সমূহ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। (১কা—২অ—৭সূ—৩ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অত্রিণঃ অদনশীলাঃ সর্ব্বেষাং ভক্ষকাঃ॥ অদ ভক্ষণে। অদেস্ত্রিনিশ্চ (উ০ ৪।৬৮) ইতি ঔণাদিকস্ত্রিনিপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং॥ কিমীদিনঃ কিম্ (কিং) ইদানীং বর্ত্তত ইতি স্বপ্রবৃত্তয়ে কালান্বেষণং কুর্ব্বন্তঃ। অথবা কিং ইদং কিং ইদং ইতি স্বোচিতং পদার্থং অন্বিষ্য চরন্তো যে প্রসিদ্ধা যাতুধানাঃ রাক্ষসাঃ সন্তি তে বিলপন্তু পরিদেবনং কুর্ব্বন্তু॥ হে অগ্নে ত্বয়া পীড়িতাঃ সন্তঃ বিনশ্যন্তু ইত্যর্থঃ॥ অথ ক্রিয়মাণযাগাদ্যন্তরায়কারি-রক্ষোবিনাশানন্তরং হে অগ্নে ত্বং ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্যযুক্তো দেবশ্চ নঃ অস্মদীয়ং ইদং আজ্যাদি-রূপং হবিঃ প্রতি লক্ষীকৃত্য হর্য্যতং আগচ্ছতং কাময়েথাং বা। স্বীকুরুতং ইত্যর্থঃ॥ হর্য্য গতিকান্ত্যোঃ। ইন্দ্র ইতি। ইদি পরমৈশ্বর্য্যে। ঋজ্রেন্দ্রাগ্রেত্যাদিনা (উ০ ২।২৮) রন্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ ৩॥ (১কা—২অ—১সূ—৩ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ঃ০ ০ঃ§——

মনুষ্যখাদক রাক্ষসেরা যজ্ঞকারীদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিত। ভগবান্ অগ্নিদেব, তাহাদিগকে সংহার করুন এবং তিনি ও ইন্দ্রদেব উভয়ে মিলিয়া আমাদের প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করুন—ভাষ্যানুসারে ইহাই মন্ত্রের অর্থ হয়।

শব্দানুসারে মন্ত্রের অর্থ ঐরূপই হয় বটে; কিন্তু ভাব অন্যরূপ। সাধারণ অজ্ঞজনকে বুঝাইতে হইলে, ঐরূপ উপকথার বা রূপকের সাহায্যেই কঠিন বিষয়-সকল বোধগম্য করাইতে হয়। কিন্তু মন্ত্রের মুখ্য অর্থ আধ্যাত্মিক-ভাবমূলক। 'কিমীদিনঃ' অর্থাৎ ইতস্ততঃ সকলের হৃদয়ে, 'অত্রিণঃ' অর্থাৎ সকল সদ্বৃত্তি-ভক্ষণকারী যে 'যাতুধানাঃ' অর্থাৎ শত্রুরা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদিগকে হনন না করিলে, বিশুদ্ধ হবির (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবের) উন্মেষ হয় না। আবার, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব জাগরূক না হইলে, ভগবান্ এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য-বিভূতি-সমূহ মানুষকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। শুদ্ধসত্ত্বভাব-সমূহই ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ। এক একটী অসদ্ভাব দূরীভূত হইয়া যেমন এক একটী শুদ্ধসত্ত্বভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করিবে, অমনি হৃদয়ে ভগবানের এক এক বিভূতির অধিষ্ঠান হইবে। মন্ত্রে সেই সত্য-তত্ত্বই বিবৃত রহিয়াছে।

ভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমার হৃদয়ের শত্রুগণকে একে একে নিঃশেষিত করুন। একে একে অসদ্বৃত্তি-সমূহ আমার হৃদয় হইতে দূরীভূত হউক। হৃদয়ে সত্ত্বভাব জাগিয়া উঠুক; আর, সেই সত্ত্বভাবের মধ্যে সকল ঐশ্বর্য্য সহ আপনি বিরাজমান্ হউন।' (১কা—১অ—৭সূ—৩ম)।

—— • ——

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ড। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

অগ্নিঃ পূর্ব্ব আ রভতাং প্রেন্দ্রো নুদতু বাহুমান্।

ব্রবীতু সর্ব্বো যাতুমান্ অয়মস্মীত্যেত্য ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

অগ্নিঃ। পূর্ব্বঃ। আ। রভতাং। প্র। ইন্দ্রঃ। নুদতু। বাহুঽমান্।

ব্রবীতু। সর্ব্বঃ। যাতুঽমান্। অয়ং। অস্মি। ইতি। আঽইত্য ॥ ৪।

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'পূর্ব্বঃ' (সর্ব্বদেবানাং অগ্রগামী সন্) 'আ রভতাং' (শত্রুসংহারপ্রবৃত্তো ভবতু); এবং 'বাহুমান্' (প্রচণ্ডবলশালী) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ, দেবরাজঃ, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠঃ) 'প্র নুদতু' (সর্ব্বতোভাবেন শত্রূন্ দূরীকরোতু); দেবপ্রভাবেন বিধ্বস্তঃ সন্, 'যাতুমান্' (শত্রুসেনানায়কঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরিতি যাবৎ) 'সর্ব্বঃ' (নিখিলশত্রুসেনা সহ) 'এত্য' (দেবসমীপং আগত্য) 'অয়ং অস্মি' (অহং এতন্নামকঃ শত্রু ইতি) 'ব্রবীতু' (কথয়তু, পরাজয়স্বীকারপূর্ব্বকং পলায়তু ইতি শেষঃ)। জ্ঞানোদয়েন শক্তিসঞ্চয়ো ভবতি। তদা শত্রব বিধ্বস্তাঃ অপমানিতাঃ সন্তঃ পলায়ন্তি। (১কা—২অ—৭সূ—৪ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, সর্ব্বদেবগণের অগ্রণী হইয়া, শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হউন; আর, প্রচণ্ডবলশালী দেবরাজ ইন্দ্রদেব, শত্রুগণকে দূরীভূত করুন। দেবতার প্রভাবে বিধ্বস্ত হইয়া, শত্রুসেনানায়ক (দুর্ব্বুদ্ধি ইত্যাদি) সকল শত্রুসেনা-সহ দেবসমীপে আসিয়া, 'আমি এই হই' বলিয়া (অর্থাৎ পরাজয়-স্বীকার-পূর্ব্বক) পলায়ন করুক। (১কা—২অ—৭সূ—৪ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অগ্নিঃ অঙ্গনাদিগুণযুক্তো দেবঃ পূর্ব্বঃ সর্ব্বদেবানাং পুরোগামী সন্ আ রভতাং যাতুধানান্ নিগ্রহীতুং উপক্রমতাং॥ রভ রাভস্যে॥ রাভস্যং কার্য্যোপক্রমঃ। "অগ্নিঃ খলু বৈ রক্ষোহা" (তৈ০ স০ ৬।১।৪।৬) ইতি হি তৈত্তিরীয়কং। অগ্নেঃ প্রাথম্যমপি তত্রৈব আম্নাতং। "অগ্নিরগ্রেপ্রথমো দেবতানাং" (তৈ০ ব্রা০ ২।৪।৩।৩) ইতি॥ তদনন্তরং বাহুমান বলবত্বেন প্রশস্তবাহুযুক্তঃ॥ ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু ইতি প্রশংসায়াং বাহুশব্দাৎ মতুপ্। "হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুপ্" ইতি মতুপ্ উদাত্তত্বং॥ ঈদৃশ (ইন্দ্রঃ) প্র নুদতু যাতুধানান্ প্রেরয়তু অপসারয়তু॥ নুদ প্রেরণে। তুদাদিত্বাৎ শঃ। শস্য ঙিত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। তিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্য প্রত্যয়স্বরেণ উদাত্তত্বে প্রাপ্তে "তিঙ্ ঙঃতিঙঃ" ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি উপসর্গস্য ব্যবহিতপ্রয়োগঃ॥ ইন্দ্রেণ প্রণুদ্যমানো যাতুমান্॥ যাতুনি রক্ষাংসি বিদ্যন্তে অস্মিন্নিতি যাতুমান্ রাক্ষসাধিপতিঃ। যদ্বা যাতবো যাতনাঃ॥ যত নিকারোপস্করয়োঃ ইত্যস্মাৎ ঔণাদিক উণ্॥ তা অস্মিন্ বিদ্যন্ত ইতি যাতুমান্ তাদৃশঃ সর্ব্বঃ নিখিলো যাতুধানঃ এত্য ইমং দেশং আগত্য অয়ং অয়ং অস্মি এতন্নামকোঽহং ভবামি ইতি ব্রবীতু কথয়তু। আত্মানং প্রকাশ্য নির্গচ্ছতু ইত্যর্থঃ॥ এত্যেতি। আঙ্‌পূর্ব্বাদিণ্ গতৌ ইত্যস্মাৎ "সমাসেঽনঞ্‌পূর্ব্বে ক্ত্বো ল্যপ্" ইতি ক্ত্বাপ্রত্যয়স্য ল্যবাদেশঃ। তস্য পিত্ত্বাৎ "হ্রস্বস্য পিতি কৃতি" ইতি তুক্। ব্রবীত্বিতি। ব্রূঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। 'ব্রুব ঈট্' ইতি ঈডাগমঃ॥ ৪॥ (১কা—২অ—৭সূ—৪ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

পদাবলি যে ভাবেই বিন্যস্ত থাকুক, এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য সহজেই হৃদয়ে ধারণা করা যায়। 'অগ্নিদেব সর্ব্বদেবগণের অগ্রণী হইয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হউন'—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম কি? মর্ম্ম কি এই নয়,—জ্ঞানই সর্ব্ব-অপকর্ম্ম-নিবারণে অগ্রণী—জ্ঞানই সকল-পাপ-দূরীকরণে প্রথম সহায়! জ্ঞানোন্মেষ না হইলে, কে শত্রু—কে মিত্র বুঝিতে না পারিলে, কি প্রকারে শত্রু দমিত ও মিত্র সংবৰ্দ্ধিত হইবে? তাই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে 'সকল দেবগণের অগ্রণী' বলিয়া অভিহিত করা হয়। জ্ঞানোদয়ের পরই শক্তিসঞ্চয়। শক্তির রাজা—ইন্দ্রদেব। দেবভাবের নায়ক তিনি; তাই তিনি দেবরাজ। জ্ঞানোদয়েই দেবভাব প্রবল হয়। তখন, শত্রুসেনার নায়ক দুর্ব্বুদ্ধিই বল, আর মায়ামোহই বল, বিধ্বস্ত হইতে থাকে। সে অবস্থায়, শত্রুদলের প্রত্যেকের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হয়। তখন, কে কাম, কে ক্রোধ, কে লোভ, কে মোহ, কে মদ, কে মাৎসর্য্য—একে একে সকলকেই চিনিতে পারা যায়। জ্ঞানোদয়ে, দেবভাবের প্রাবল্য-সহ তাহারা তখন একে একে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। কোন্ রিপুর কোন্ কার্য্য, মানুষ তখন তাহা বুঝিতে পারিয়া একে একে এক এক শত্রুকে তাড়াইয়া দেয়। আমরা মনে করি, প্রার্থনার ছলে, সেই নিগূঢ় তত্ত্বই এই মন্ত্রের মধ্যে বিবৃত রহিয়াছে। (১কা—১অ—৭সূ—৪ম)।

পঞ্চমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। পঞ্চমো মন্ত্রঃ।)

পশ্যাম তে বীর্য্যং জাতবেদঃ

প্র ণো ব্রূহি যাতুধানান্ নৃচক্ষঃ।

ত্বয়া সর্ব্বে পরিতপ্তাঃ পুরস্তাৎ

ত আ যন্তু প্রব্রুবাণা উপেদং ॥ ৫ ॥

• . •

পদ-পাঠঃ।

পশ্যাম। তে। বীর্য্যং। জাতঽবেদঃ।

প্র। নঃ। ব্রূহি। যাতুধানান্। নৃঽচক্ষঃ।

ত্বয়া। সর্ব্বে। পরিঽতপ্তাঃ। পুরস্তাৎ।

তে। আ। যন্তু। প্রঽব্রুবাণাঃ। উপ। ইদং ॥ ৫ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জাতবেদঃ' (জ্ঞানাধার হে দেব) 'তে' (তব) 'বীর্য্যং' (শত্রুদমনসামর্থ্যং) 'পশ্যামঃ' (অবলোকয়ামঃ); তব সামর্থ্যঃ নিত্যপ্রত্যক্ষীভূতঃ ইতি ভাবঃ; 'নৃচক্ষঃ' (হে সকলকর্ম্ম-প্রত্যক্ষকর্ত্তা) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যাতুধানান্' (সর্ব্বান্ শত্রূন্) 'প্র ব্রূহি' (আজ্ঞাপয়—দূরীকরণায় ইতি যাবৎ); অস্মৎসম্বন্ধত্যাগায় শত্রূন্ বাধ্যান কুরু ইতি ভাবঃ। 'ত্বয়া' (তব প্রভাবেন) 'পুরস্তাৎ' (সর্ব্বথা) 'পরিতপ্তাঃ' (পরিতাপযুক্তাঃ দগ্ধীভূতাঃ) 'তে সর্ব্বে' (শত্রবঃ)

'প্রক্রুবাণা' (স্ব স্ব কৃতং দুষ্কৃতং কথয়ন্তঃ, আত্মপরাধং স্বীকুর্ব্বন্তঃ) 'ইদং' (সৎকর্ম্মসমীপং, জ্ঞানসান্নিধ্যং) 'আ যন্তু' (আগত্য বিনশ্যন্তু)। যদা মনুষ্যাঃ জ্ঞানস্বরূপস্য ভগবতঃ প্রভাবং বিজানন্তি, তদা শত্রুতাড়নসামর্থ্যং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১কা—২অ—৭সূ—৫ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানাধার হে দেব! আপনার শত্রুদমনসামর্থ্য আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি; হে সকল কর্ম্মের দ্রষ্টা! আমাদিগের শত্রুগণকে দূরীভূত হইবার জন্য আপনি আদেশ করুন; আপনার প্রভাবে সর্ব্বথা পরিতপ্ত সেই শত্রুগণ, আপন আপন অপরাধ-স্বীকার-পূর্ব্বক, এই সৎকর্ম্ম-সমীপে বা সদ্‌জ্ঞান-সান্নিধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হউক। (১কা—২অ—৭সূ—৫ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে জাতবেদঃ জাতানাং উৎপন্নানাং বেদিতরগ্নে! তে তব বীর্য্যং সামর্থ্যং পশ্যাম দ্রক্ষ্যামঃ। দৃশির্ প্রেক্ষণে। অস্মাৎ লোটি উত্তম বহুবচনে "আডুত্তমস্য পিচ্চ" ইতি আডাগমঃ। "পাঘ্রাধ্মা" ইত্যাদিনা ধাতোঃ পশ্যাদেশঃ। মসঃ পিদ্বত্ত্বাৎ শপশ্চ পিত্ত্বাৎ অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণ আদ্যুদাত্তত্বং। বীর্য্যং ইতি। বিভ্বভক্ষ্যবীর্য্যাণি ছন্দসি (ফি° ৪।৯) ইতি অন্তস্বরিতত্বং॥ হে নৃচক্ষঃ নৄন্ মনুষ্যান্ চষ্টে পশ্যতীতি নৃচক্ষাঃ। অতিরোহিতজ্ঞানতয়া সর্ব্বং সাক্ষাৎ কর্ত্তুং শক্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা নৃভির্মনুষ্যৈঃ খ্যায়তে দৃশ্যতে উপাস্যত্বেন সাক্ষাৎ ক্রিয়ত ইতি নৃচক্ষাঃ॥ চষ্টিঃ পশ্যতিকর্ম্মেতি যাস্কঃ (নিঘ° ৩।১১)। চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াং বাচি। নৃশব্দোপপদাৎ অস্মাৎ কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা অসুন্। "অসনয়োশ্চ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ" ইতি খ্যাঞাদেশাভাবঃ॥ হে তথাবিধ অগ্নে নঃ অস্মাকং বাধকান্ যাতুধানান্ রক্ষসান্ প্র ব্রূহি প্রকথয়। যথা অস্মান্ পুনঃপুনর্ন বাধন্তে তথা যাতুধানান্ আজ্ঞাপয়েত্যর্থঃ॥ ব্রূহি। ব্রূঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি। অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। "সের্হ্যপিচ্চ" ইতি হেঃ অপিত্ত্বেন ঙিত্ত্বাৎ "ক্ঙিতি চ" ইতি গুণপ্রতিষেধঃ॥ অপি চ ত্বয়া এবং আজ্ঞাপয়তা পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্মিন্ কালে পরিতপ্তাঃ পরিতঃ সমন্তাদ্ দগ্ধাঃ তে সর্ব্বে যাতুধানাঃ প্রক্রুবাণাঃ স্বস্বনামাদিকং কথয়ন্তঃ প্রলপন্তো বা ইদং ক্রিয়মাণং কর্ম্ম উপ আ যন্তু উপ সমীপং আয়ন্তু আগচ্ছন্তু। আগত্য বিনশ্যন্তু ইত্যর্থঃ॥ পুরস্তাদিতি। "পূর্ব্বাধরাবরাণামসি পুরধবশ্চৈষাং" "অস্তাতি" চ ইতি পূর্ব্বশব্দাৎ অস্তাতিপ্রত্যয়ঃ তৎসন্নিযোগেন পুরাদেশশ্চ। প্রক্রুবাণা ইতি। প্রপূর্ব্বাৎ ব্রূঞঃ লটঃ শানচ্। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেনাপি স এব শিষ্যতে॥ ৫॥ (১কা—২অ—৭সূ—৫ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ঃ•○•ঃ§—

এ মন্ত্রে পূর্ব্ব-মন্ত্রের প্রার্থনাই দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইতে সাধক দেখিতে পান—জানিতে পারেন—ভগবানের কি অপার মহিমা! তখনই তিনি বলিতে পারেন,—'হে ভগবন্! আপনার বীর্য্য-সামর্থ্য এইবার আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।' তার পর বলিতে পারেন,—'হে ভগবন্! আপনি যখন আমাদের সদসৎ সকল কর্ম্মের দ্রষ্টা, আমাদের কোনও কর্ম্মই যখন আপনার অ-দৃষ্ট নাই; তখন কাজেই বলিতে হয়, শত্রুদিগকে দূর করিবার আজ্ঞা দেন। আপনার আজ্ঞা প্রচারিত না হইলে, জ্ঞানবার্ত্তা বিঘোষিত না হইলে, তাহারা স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে কেন? আপনার আদেশেই জ্ঞানের প্রভাব। জ্ঞানের প্রভাব বিস্তার হইলেই শত্রুগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে।"

মন্ত্রের শেষাংশ—পূর্ব্ব-মন্ত্রেরই শেষাংশের দৃঢ় প্রতিধ্বনি। শত্রুগণ পরিতপ্ত হউক; আত্মদোষ খ্যাপন করুক; আপনাদের অপকর্ম্মের ফল আপনারা উপভোগ করিয়া আপনা-আপনি ধ্বংস-প্রাপ্ত হউক। 'ইদং উপ' এই যে দুই পদ, ইহাদের বিশেষ সার্থকতা দেখি। পাপ ভস্মীভূত হয়—কোথায়? পুণ্যের প্রভায়! দুষ্কৃত বিনাশ-প্রাপ্ত হয়—কোথায়? সুকৃতের শাণিত খড়্গাঘাতে! দুর্ব্বুদ্ধি অপসারিত হয়—কোন্ সময়? সদ্‌বুদ্ধি আসিয়া যখন হৃদয় অধিকার করে। ঐ দুই পদ সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে। এইরূপে বুঝা যায়, এ মন্ত্র সত্ত্বভাবের উদ্বোধক হইয়া তোমাকে শত্রু-নাশের সন্ধান প্রদান করিতেছে। (১কা—২অ—৭সূ—৫ম)।

—•—

ষষ্ঠো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। ষষ্ঠো মন্ত্রঃ।)

আ রভস্ব জাতবেদোঽস্মাকার্থায় জজ্ঞিষে।

দূতো নো অগ্নে ভূত্বা যাতুধানান্ বি লাপয়॥ ৬॥

আ। রভস্ব। জাতঽবেদঃ। অস্মাক। অর্থায়। জজ্ঞিষে।

দূতঃ। নঃ। অগ্নে। ভূত্বা। যাতুঽধানান্। বি। লাপয়॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জাতবেদঃ' (হে জ্ঞানাধার দেব!) 'আ রভস্ব' (শত্রুসংহারকার্য্যে ব্রতী ভূত্বা) 'অস্মাক' (অস্মাকং) 'অর্থায়' (ইষ্টসাধনায়) 'জজ্ঞিষে' (প্রাদুর্ভবসি); অগ্নে (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দূতঃ ভূত্বা' (সুহৃৎ ভূত্বা) 'যাতুধানান্' (শত্রূন্) 'বি লাপয়' (বিনাশয়)। জ্ঞানোদয়ঃ শত্রুসংহারকর্ম্ম চ যুগপৎ ভবতুঃ। তদা দূতস্বরূপং যজ্জ্ঞানং তৎ হি শত্রূণ্ নিপাতয়তীতিভাবঃ। (১কা—১অ—৭সূ—৬ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানাধার দেব! শত্রুসংহার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া আমাদিগের ইষ্টসাধনের জন্য আপনি প্রাদুর্ভূত হয়েন। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমাদের দূতস্বরূপ (সুহৃৎ) হইয়া, আপনি শত্রুদিগকে বিনাশ করুন। (১কা—১অ—৭সূ—৬ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে জাতবেদঃ জাতানাং বেদিতরগ্নে আ রভস্ব রাক্ষসাপনোদনকর্ম্ম কর্তুং উপক্রমস্ব॥ তত্র কারণং আহ। অস্মাক॥. অস্মদঃ ষষ্ঠীবহুবচনস্য "সাম আকং" ইতি আকং আদেশঃ। শেষে লোপে অন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। যদা হি শেষে লোপষ্টিলোপ ইষ্যতে তদা "অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ" ইতি আকং আদেরুদাত্তত্বং। যদা তু। অন্ত্যলোপঃ (তদা) "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" ইতি উদাত্তত্বং। গ্রহরোগাদিপীড়িতানাং অস্মাকং অর্থায় প্রয়োজনায়। প্রেপ্সিতং প্রয়োজনং সম্পাদয়িতুমিত্যর্থঃ॥ যদ্বা অর্থশব্দো নিবৃত্তিবচনঃ। অনর্থনিবৃত্তয়ে যতস্ত্বং জজ্ঞিষে জাতবানসি॥ জনী প্রাদুর্ভাবে। অস্মাৎ লিটি "অসংযোগাল্লিট্ কিৎ" ইতি লিটঃ কিত্বে "গমহন" ইত্যুপধালোপঃ। তস্য "দ্বির্ব্বচনেঽচি" ইতি স্থানিবদ্ভাবাৎ সাচ্কস্য দ্বির্ব্বচনং। "আর্দ্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ" ইতি ইডাগমঃ॥ ততঃ হে অগ্নে নঃ অস্মাকং দূতঃ যথোক্ত কর্ম্মকরো ভূত্বা। অভূততদ্ভাবদ্যোতকেন ভূত্বা ইত্যনেন স্বয়ং অদূতঃ সন্নপি দূতবৎ সন্নিহিতো ভূত্বা মদভিলষিতং কুরু ইত্যুক্তং ভবতি। যাতুধানান্ রাক্ষসান্ বিলাপয় বিনাশয়॥ ৬॥ (১কা—২অ—৭সূ—৬ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এখানে এ মন্ত্রে দুইটী তত্ত্ব অনুধাবন করিবার আছে। প্রথমতঃ, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে শত্রুহনন কার্য্য আরম্ভ হয়, মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই তত্ত্ব পরিব্যক্ত। শত্রুদমনের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিদেব জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ বাক্যের মর্ম্মার্থই এই যে, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানতা-মোহান্ধকার দূরীভূত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের শব্দগত অর্থ এই যে,—'হে দেব! আমার পক্ষের দূত হইয়া গিয়া তুমি শত্রুকে সংহার করিয়া এস।' এখানকার অর্থে, এক পক্ষে এই ভাব প্রকাশ পায়, এখানে যেন বলা হইতেছে,—'আপনি দূতরূপে বিপক্ষের শিবিরে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে শত্রুকে সংহার করিয়া আসুন। যাঁহারা অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে মনুষ্য-রূপে কল্পনা করেন, তাঁহাদের মতে এই অর্থই সমীচীন বলিয়া পরিগৃহীত হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে এখানকার মর্ম্ম অন্যরূপ। এখানে বলা হইতেছে যে, জ্ঞানের সহিত পরিচিত হইবামাত্রই অজ্ঞানতা বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হত্যাকার্য্য-সাধনোদ্দেশে 'দূত' শব্দ প্রয়োগের একটু বিশেষ সার্থকতা আছে। দূত নিরপেক্ষভাবে শত্রুর সন্নিহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিনাযুদ্ধে শত্রুর বিনাশসাধনে সমর্থ হয়। সেইরূপ, দ্বন্দ্ব উপস্থিতির পূর্ব্বেই জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতা প্রতিহত হইয়া থাকে। আলোক ও আঁধারের দৃষ্টান্তই এ ক্ষেত্রে সম্যক্ সমীচীন। আলোকের উপস্থিতি-মাত্রই অন্ধকার দূরে যায়। আলোক ও আঁধার কখনও একত্র যুগপৎ থাকিতে পারে না। ইহাই ভাবার্থ। (১কা—২অ—১সূ—৬ম)॥

সপ্তমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমো মন্ত্রঃ।)

ত্বমগ্নে যাতুধানান্ উপবদ্ধাঁ ইহাবহ।

অথৈষামিন্দ্রো বজ্রেণাপি শীর্ষাণি বৃশ্চতু ॥ ৭ ॥

পদ-পাঠঃ।

ত্বং। অগ্নে। যাতুঽধানান্। উপঽবদ্ধান্। ইহ। আ। বহ।

অথ। এষাং। ইন্দ্রঃ। বজ্রেণ। অপি। শীর্ষাণি। বৃশ্চতু॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) 'ত্বং' 'যাতুধানান্' (শত্রূন্, রিপূন্) 'উপবদ্ধান্' (সংযতান্ কৃত্বা) 'ইহ' (অস্মিন্ যজ্ঞে বা কর্ম্মণি) 'আ বহ' (আনয়) ; 'অথ' (অনন্তরং) 'ইন্দ্রঃ' (দেবাধিপতিঃ) 'এষাং' (যাতুধানানাং) 'শীর্ষাণি' (শিরাংশি) 'বজ্রেণ' (তীক্ষ্ণাস্ত্রেণ) 'বৃশ্চতু' (ছিনত্তু)। জ্ঞানসাহায্যেন রিপুশত্রূন্ সংযতান্ কুরু; এবং কৃত্বা তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মণি নিয়োজয়; তেন শত্রবো নাশপ্রাপ্তা ভবন্তি। (১ক—২অ—১সূ—৭ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! আপনি আমার শত্রুদিগকে (রিপুশত্রুগণকে) আবদ্ধ (সংযত) করিয়া, এই যজ্ঞে আনয়ন করুন (এই কর্ম্মে নিয়োগ করুন); আর, সেই দেবাধিপতি ইন্দ্র, তীক্ষ্ণ বজ্রের দ্বারা উহাদিগের মস্তক ছেদন করুন (পরে কর্ম্ম-শক্তি দ্বারা তাহারা নাশ-প্রাপ্ত হউক)। (১কা—২অ—১সূ—৭ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে অগ্নে ত্বং যাতুধানান্ রাক্ষসান্ উপবদ্ধান্ রজ্জ্বাদিবদ্ধহস্তপাদাদ্যবয়বান কৃত্বা ইহ অস্মিন্ দেশে আবহ আনয়॥ অথ অনন্তরমেব ইন্দ্রো দেবানাং অধিপতিঃ এষাং যাতুধানানাং শীর্ষাণি শিরাংস্যপি বজ্রেণ কুলিশেন বৃশ্চতু ছিনত্তু। ওব্রশ্চূ ছেদনে। তুদাদিত্বাৎ শঃ। তস্য "সার্ব্বধাতুকমপিৎ" ইতি ঙিত্বাৎ "গ্রহিজ্যা" আদিনা সম্প্রসারণং॥ ৭॥

(ইতি) দ্বিতীয়েঽনুবাকে প্রথমং সূক্তং।

মান্ত্রর্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে এ শ্লোকের মর্ম্ম এই যে,—'হে অগ্নি! আপনি রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা রাক্ষসদিগের হস্তপদাদি অবয়ব বন্ধন করিয়া এই দেশে লইয়া আসুন; দেবতাদিগের অধিপতি ইন্দ্রদেব, সেই রাক্ষসদিগের মস্তক বজ্র-দ্বারা ছেদন করুন।' এতদনুসারে নানা

উপাখ্যানের ও প্রত্নতত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। রাক্ষসেরা ঋষিদিগের যজ্ঞ নষ্ট করিত; সেইজন্য ঋষিরা যেন অগ্নিকে বা রাজসেনাপতিকে বলিতেছেন,—'আপনি ঐ রাক্ষসদিগকে বাঁধিয়া আনুন; পরিশেষে রাজা তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিবেন। শত্রু নিপাত হইলে, আমরা সুখস্বচ্ছন্দে যজ্ঞকার্য্যে সমর্থ হইব।' প্রত্নতত্ত্বের পক্ষে এ মন্ত্রের অর্থ হয়,—অনার্য্যের বা দস্যুর উৎপীড়নে ভারতবর্ষে নবাগত আর্য্যগণ বড় বিপন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহারা তখন ঐ মর্ম্মের বাক্যে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন।

আমরা কিন্তু মন্ত্রটীকে সাধারণ দৃষ্টিতে দর্শন করি। এখানে প্রথমে জ্ঞান-দ্বারা রিপু-শত্রুগণকে দমন করাইবার বিষয় বলা হইয়াছে। রিপুগণকে দমিত সংযত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে পারিলে, ভগবান্ আপনিই তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন,—তাহারা আপনা-আপনিই তখন আত্ম-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎমার্গে সৎকর্ম্মে প্রধাবিত হয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।—কাম (কামনা) একটা প্রবল রিপু। উহার দ্বারা যে কত অপকর্ম্ম সাধিত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ঐ কামকে যদি জ্ঞানের দ্বারা রজ্জুবদ্ধ অর্থাৎ সংযত করিয়া কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারি, তাহাতে অশেষ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনে করুন—কামনা যদি পরসেবায় আসে, মনে করুন—কামনা যদি বিপন্নের বিপদুদ্ধারে বিনিযুক্ত হয়, মনে করুন কামনা যদি ভগবানের প্রতি অচলা থাকে,—তাহাতে কিরূপ শ্রেয়ঃ সাধিত হইতে পারে! তাহারই পরবর্ত্তী অবস্থার বিষয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বিবৃত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপ কামনার বা কামনামূলক কর্ম্মের ফলে নিষ্কাম কর্ম্মের সূচনা হয়। নিষ্কাম-কর্ম্মই সে ক্ষেত্রে মুক্তির প্রকৃষ্ট সোপান হইয়া দাঁড়ায়।

রিপুগণকে সংযত করিয়া ক্রমশঃ সৎকার্য্যে বিনিযুক্ত কর। তোমার শ্রেয়োলাভ আপনিই সাধিত হইবে। ইহাই মন্ত্রের উপদেশের মর্ম্মার্থ। (১কা—২অ—১সূ—১ম)।

দ্বিতীয়সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

"ইদং হবিঃ" ইতি সূক্তস্য পূর্ব্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ। সূত্রমপি তত্রৈব উদাহৃতং॥

• • •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্র।)

ইদং হবির্যাতুধানান্ নদী ফেনমিবাবহৎ।

য ইদং স্ত্রীপুমানকরিহ স স্তুবতাং জনঃ॥ ১॥

পদ-পাঠঃ।

ইদং। হবিঃ। যাতুঽধানান্। নদী। ফেনংঽইব। আ। বহৎ।

যঃ। ইদং। স্ত্রী। পুমান্। অকঃ। ইহ। সঃ। স্তুবতাং। জনঃ॥ ১ ॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইদং' (মদনুষ্ঠিতং, বক্ষ্যমাণং) 'হবিঃ' (আহবনীয়ঃ, পূজা) 'নদীফেনমিব' (নদীফেনবৎ, তরঙ্গিণী যথা স্বকীয়েন প্রবাহেন ফেনপুঞ্জং মহাসমুদ্রং প্রাপয়তি তদ্বৎ) 'যাতুধানান্' (রিপুশত্রূন্) 'আবহৎ' (সম্যক্‌প্রকারেণ ভগবৎসমীপে সংনয়তু); 'স্ত্রী বা পুমান্' (নারী বা নরঃ) 'যঃ' (জনঃ) 'ইদং' (এবম্প্রকারং হবিঃ) 'অকঃ' (অকার্ষীৎ, সঞ্চয়সমর্থো ভবতি ইতি যাবৎ) 'সঃ জনঃ' (স এব) 'স্তুবতাং' (প্রকৃতো ভগবৎ পূজাপরায়ণো ভবতু)। যো জনো ভগবদুদ্দেশ্যে রিপুশত্রূণাং বলিদানসমর্থো ভবতি, স হি প্রকৃতো ভগবদ্ভক্তঃ সাধুরেব ন সংশয়ঃ। (১কা—২অ—২সূ—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের অনুষ্ঠিত এই পূজা (হবিঃ), তরঙ্গিণী যেমন স্বকীয় প্রবাহের দ্বারা ফেনপুঞ্জকে মহাসমুদ্রে বহন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ আমাদিগের রিপুশত্রুগণকে সম্যক্‌প্রকারে ভগবৎ সমীপে লইয়া যাউক (অর্থাৎ ভগবৎকার্য্যে সৎকার্য্যে নিযুক্ত করুক); স্ত্রী বা পুরুষ, যে জন এই প্রকার হবনীয় (পূজা) করে (করিতে পারে), সেই জনই প্রকৃত ভগবৎপূজাপরায়ণ হইয়া থাকে (১কা—২অ—২সূ—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

ইদং ময়া অগ্ন্যাদিদেবেভ্যো দীয়মানং হবিঃ আজ্যাদিরূপং যাতুধানান্ রক্ষঃ-পিশাচাদিন্ আ বহৎ আ সমন্তাদ্ গময়তু। অস্মাৎ স্থানাৎ প্রচ্যাবয়তু ইত্যর্থঃ॥ বহ প্রাপণে। "ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ" ইতি প্রার্থনায়াং লঙ্॥ তত্র দৃষ্টান্তঃ। নদী তরঙ্গিণী ফেনমিব। সা যথা স্বকীয়েন প্রবাহেন ফেনং দেশাদ্ দেশান্তরং প্রাপয়তি। তদ্বৎ ইত্যর্থঃ॥ নদ ধ্বন শব্দে। নদতি ধ্বনতীতি নদী। পচাদ্যচ্। তত্র নদট ইতি টিত্বে পাঠাৎ "টিড্‌ঢাণঞ" ইতি ঙীপ "যস্য" ইতি লোপ উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ

ঙীপ উদাত্তত্বং।' নদনাম্নস্ত ইতি যাস্কঃ (নি॰ ২।২৪)। মন্ত্রবর্ণশ্চ "যদদ সম্প্রয়তীরহা বনদতা হতে। তস্মাদা নদ্যো নাম স্থঃ" (৬।১৩।১) ইতি॥ তদনন্তরং ইদং অভিচার-কর্ম্ম যো জনঃ স্ত্রী বা পুমান্ বা অকঃ অকার্ষীৎ॥ ডুকৃঞ্ করণে। অস্মাৎ লুঙি 'মন্ত্রে ঘস' ইতি চ্লের্লুক্। গুণে "হলঙ্‌্যাব্ভ্যঃ" ইতি তিলোপঃ। "যদ্‌বৃত্তান্নিত্যং" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ স জনঃ স্বকীয়স্য অভিচারকর্ম্মণো নিষ্ফলত্বেন অনাপ্তকামঃ সন্ ইহ অস্মিন্ দেশে মৎসমীপে স্থিত্বা স্তুবতাং স্তুতিং করোতু। মামেব শরণং প্রাপ্য সেবতাং ইত্যর্থঃ॥ যদ্বা যঃ স্ত্রী বা পুমান্ বা জনঃ ইদং উক্তং হবিঃ পরকৃতোপদ্রবনিবৃত্তয়ে অকঃ অকার্ষীৎ হে অগ্ন্যাদিদেব স জনঃ নিবৃত্তোপদ্রব সন্ স্তুবতাং। ত্বাং স্তুত্যাদিনা পরিচরত্ব ইত্যর্থঃ॥ ষ্টুঞ্ স্তুতৌ। অস্মাৎ লোটি ব্যত্যয়েন শঃ। "তিঙঙতিঙঃ" ইতি নিঘাতঃ॥ (১কা—২অ—২সূ—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§:০:§—

ভাষ্য-ভাবে বুঝা যায়, এ মন্ত্রে যেন অভিচার কর্ম্মের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। প্রথমে বলা হইতেছে,—'হে আজ্য (মন্ত্রঃপূত ঘৃত)! এই রাক্ষস পিশাচাদিকে তুমি দূরীকৃত কর। তরঙ্গিণী যেমন ফেনাকে দেশ-দেশান্তরে লইয়া যায়, এই শত্রুদিগকেও সেইরূপ অন্যত্র লইয়া যাও।' তার পর বলা হইয়াছে,—'যে পুরুষ বা যে স্ত্রী এইরূপ আভিচারিক হবিঃ শত্রুকৃত উপদ্রব-নিবারণ উদ্দেশে বিহিত করেন, অগ্ন্যাদি দেবের কৃপায় তাঁহারা নিরুপদ্রব হইয়া তাঁহাদের সেবাপরায়ণ থাকেন।' শত্রুনাশ-কামনায় আভি-চারিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া, যে সুফল লাভ করা যায়,—এক পক্ষে ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। এখন, আমরা যে দিক দিয়া যে অর্থের অধ্যাহার করিলাম, তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি। মন্ত্রে আছে,—'নদীফেনমিব।' ইহাতে 'ফেনকে নদী যেমন দেশদেশান্তরে লইয়া যায়'—এই অর্থ প্রকাশ করে। আমরা কিন্তু 'দেশদেশান্তর' না বলিয়া 'মহাসমুদ্রে' লইয়া যায়—এইরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম। তাহাতে উপমার উপযোগিতাই প্রতিপন্ন হয়। আমার হবিঃ বা পূজা, ভগবানের নিকট যেন আমার রিপুশত্রুগণকে পৌঁছাইয়া দেয়, কামাদি-রিপু ভগবৎ-কার্য্যে নিযুক্ত হউক,—ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম্ম। যদি তাই হয়, যদি আমার পূজাদি অনুষ্ঠেয় কার্য্যের দ্বারা আমার রিপুগণ ভগবৎ-পন্থানুসারী হয়, তাহা হইলেই সফলতা আসে,—তাহা হইলেই আমি প্রকৃত ভগবৎসেবা-পরায়ণ হইতে পারি। ফলতঃ, মনোবৃত্তিসমূহ, কামাদি রিপুগণ, সৎপথে পরিচালিত হউক।' তাহারাই আমার শ্রেয়ঃ লাভ করাইবে,—তাহাদের দ্বারাই আমার মুক্তিপথের সকল আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১কা—২অ—২সূ—১ম)॥

—•—

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

অয়ং স্তুবান আগমদিমং স্ম প্রতি হর্য্যত।

বৃহস্পতে বশে লব্ধ্বাগ্নীষোমা বি বিধ্যতং ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

অয়ং। স্তুবানঃ। আ। অগমৎ। ইমং। স্ম। প্রতি। হর্য্যত।

বৃহস্পতে। বশে। লব্ধ্বা। অগ্নীষোমা। বি। বিধ্যতং ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'অয়ং' (শত্রুপীড়িতঃ, রিপুনির্য্যাতনগ্রস্তো জনঃ) 'স্তুবানঃ' (পূজাপরায়ণঃ সন্) 'আগমৎ' (আগতবান, দ্বারি উপস্থিতবান্), যুষ্মাকং অনুগ্রহপ্রাপ্ত্যর্থং অগ্রসরোঽভবৎ ইতি ভাবঃ; 'ইমং' (অর্চ্চনাপরায়ণং জনং) 'প্রতি' (অভিতঃ) 'হর্য্যত স্ম' (কাময়ধ্বং, স্বকীয়ত্বেন পরিগৃহ্ণীতেত্যর্থঃ)। 'বৃহস্পতে' (হে দেবশ্রেষ্ঠ)! 'বশে লব্ধ্বা' (ত্বদীয়ার্চ্চনপরায়ণস্য জনস্য উপদ্রবকারিণাঃ সর্ব্বান্ শত্রূন্ আয়ত্তাধীনান্ কৃত্বা) অর্চ্চকান সংরক্ষ ইতি শেষঃ। 'অগ্নীষোমা' (একাধারেণ কঠোরকোমলভাবাপন্নৌ হে অগ্নীষোমৌ দেবৌ) যুবাং 'বি' (বিপরীতমার্গগামিনাং, উপদ্রবকারিণাং বৈরিণাঃ) 'বিধ্যতং' (তাড়য়তং মারয়তং) অত্র ত্রিবিধাঃ প্রার্থনা বিন্যস্তে। প্রাক্ সর্ব্বান্ দেবান্ সম্বোধ্য অর্চ্চকঃ প্রার্থয়তে,—'হে দেবাঃ, যূয়ং তান্ পূজাপরায়ণজনান্ প্রতি কৃপাপরায়ণা ভবন্তু, তেভ্যঃ আশ্রয়দানং কুর্ব্বন্তু। পুনরপি, দেবানাং পালকো যো দেবঃ তং সম্বোধ্য সংভাষতে,—'হে দেব! শত্রূন্ সর্ব্বান্ বশীভূতান্ কৃত্বা মাং সংরক্ষ।' উপসংহারেঽপি কঠোরকোমলভাবাপন্নৌ যুগ্মদেবৌ অগ্নীষোমৌ সম্বোধ্য সান্ত্বনয়ং নিবেদয়তি,—'হে দেবৌ! শত্রূন্ নিপাতয়তং।' (১কা—২অ—২সূ—২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! এই শত্রুপীড়িত রিপুনির্য্যাতনগ্রস্ত জন আপনাদিগের পূজাপরায়ণ হইয়া অনুগ্রহ-প্রাপ্তির জন্য অগ্রসর হইয়াছে; সেই অর্চ্চনা-পরায়ণ জনকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করুন। হে দেবশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি! আপনার অর্চ্চনাপরায়ণ জনের প্রতি উপদ্রবকারী শত্রু-দিগকে আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া অর্চ্চনাকারীকে রক্ষা করুন। হে একাধারে কঠোর-কোমল-ভাবাপন্ন অগ্নি ও সোম নামক যুগ্ম দেবদ্বয়! আপনারা বিপরীত-মার্গগামী উপদ্রবকারী বৈরিগণকে বিতাড়িত করুন। (১কা—২অ—২সূ—২ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

বৃহস্পত্যাদয়ো বক্ষ্যমাণা হে দেবাঃ অয়ং রাক্ষসপীড়িতো জনঃ স্তবানঃ যুষ্মদ্ বিষয়াং স্তুতিং কুর্ব্বাণঃ আগমৎ আগতবান্। বহুবিধোপদ্রবনিবৃত্তয়ে সংরক্ষকান্ যুষ্মানেব প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ॥ গমৢ সৃপৢ গতৌ। লুঙি "পুষাদিদ্যুতাদ্যৢদিতঃ পরস্মৈপদেষু" ইতি চ্লেঃ অঙাদেশঃ। স্তবান ইতি। লটঃ শানচ্। অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। শানচো ঙিদ্বদ্ভাবাদ্ গুণাভাবে উবঙ্। 'চিতঃ' ইতি অন্তোদাত্তত্বং॥ যত এ আগমৎ অতো হেতোঃ 'ইমং যুষ্মৎসমীপং প্রাপ্তং জনং হে দেবাঃ প্রতি হর্য্যত স্ম প্রতি কাময়ধ্বং— স্বকীয়ত্বেন পরিগৃহ্ণীতেত্যর্থঃ॥ হর্য্য গতিকান্ত্যোঃ 'স্মে লোট্'। অধীষ্টে 'চ' ইতি লোট্॥ হে বৃহস্পতে বৃহতাং মহতাং দেবানাং পালয়িতর্দ্দেব॥ 'তদ্‌বৃহতোঃ করপত্যোশ্চোরদেবতয়োঃ" ইতি সুট্‌তলোপৌ। 'আমন্ত্রিতস্য চ' ইতি ষাষ্ঠিকং আদ্যুদাত্তত্বং॥ ত্বৎসমীপং প্রাপ্তস্য অস্য উপদ্রবকারিণঃ সর্ব্বান বশে লব্ধ্বা স্বাধীনান্ কৃত্বা তিষ্ঠ। তে যথা ইমং জনং নোপসর্পান্তি তথা নিরুদ্ধ্য বর্ত্তস্বেত্যর্থঃ। অপিচ হে অগ্নীষোম, অগ্নীষোমৌ॥ অগ্নিশ্চ সোমশ্চেতি দ্বন্দ্বে "ঈদগ্নেঃ সোমবরুণয়োঃ" ইতি পূর্ব্বপদস্য ঈত্বং। 'অগ্নেঃ স্তুৎস্তোমসোমাঃ' ইতি ষত্বং। "সুপাং সুলুক্" ইতি পূর্ব্বসবর্ণ-দীর্ঘঃ। পাদাদিত্বাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবে ষাষ্ঠিকং আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং॥ যুবাং বি বিধ্যতং তান্ উপদ্রবকারিণো বিবিধং তাড়য়তং। মারয়তং ইত্যর্থঃ। অগ্নীষোমৌ হি রাজত্বাৎ শিক্ষাধিকারিণৌ ইতি তয়োরেবাত্র প্রার্থনং রাজত্বং চ তয়োস্তৈত্তিরীয়কে সমাম্নায়তে। 'রাজানৌ বা এতৌ দেবতানাং যদগ্নীষোমৌ" (তৈ॰ স॰ ২।৬।২।১) ইতি॥ ব্যধ তাড়নে। অস্মাদ বিপূর্ব্বাৎ লোটি দিবাদিত্বাৎ শ্যন্। অস্য ঙিদ্বদ্ভাবাৎ "গ্রহিজ্যা" আদিনা সম্প্রসারণং। যদ্বা অয়ং যাতুধানঃ যুষ্মত্তঃ অত্যর্থং ভীতঃ সন্ স্তবানঃ যুষ্মন্ স্তবন্ আগমৎ যুষ্মন্নিকটং প্রাপ্তবান্। ইমং আগতং যূয়ং প্রতি হর্য্যত স্ম অস্মাকং প্রতিকূলমবগচ্ছত। হে বৃহস্পতে ইমং বশে লব্ধ্বা ইত্যাদি পূর্ব্ববদ্‌যোজ্যং॥ ২॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রে তিন রূপ প্রার্থনা আছে। সে প্রার্থনা তিন শ্রেণীর দেবতার নিকট তিন প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম—সমস্ত দেবগণকে সম্বোধন হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'হে দেবগণ! আপনাদের অর্চ্চনাকারী এই আমাদের মধ্যে আপনাদের সকল প্রকার বিভূতির সমাবেশ হউক। আপনাদের দ্বারে আমরা করুণাপ্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান্। আমাদিগকে করুণা বিতরণ করুন,—আপনার বলিয়া চরণে স্থান দেন।' মর্ম্ম এই যে,—সকল দেবভাবের আমরা যেন অধিকারী হই; দেবগণের অঙ্কে আমাদের যেন স্থান হয়। শত্রুনিপীড়িত নির্য্যাতনগ্রস্ত জনের এইরূপ প্রার্থনা হওয়াই সঙ্গত।

দ্বিতীয় প্রার্থনা—বৃহস্পতি দেবতার নিকট। বৃহস্পতি দেবতার পরিচয়ে ভাষ্যকারই বলিতেছেন—'বৃহতাং মহতাং দেবতানাং পালয়িতর্দ্দেব বৃহস্পতে। অর্থাৎ, সকল দেবতার (সকল দেবভাবের) রক্ষাকর্ত্তাই এখানে বৃহস্পতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। এখন দেখুন—তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানান হইল কি? প্রার্থনা জানান হইল—'হে সকল দেবের সংরক্ষক! আমার শত্রুদিগকে আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' এইখানে একটু সূক্ষ্ম কথা ভাবিবার আছে। এস্থলে শত্রুদিগকে একেবারে মারিয়া ফেলিবার প্রার্থনা জানান হইল না। পরন্তু বলা হইল,—তাহাদিগকে বশে রাখিয়া আমাদিগের শ্রেয়ঃ সাধন করুন।' এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে,—ইহসংসারে কামাদি রিপুর একেবারে বিসর্জ্জন—দূরের (উচ্চ স্তরের) বিষয়। প্রথমে, তাহারা যাহাতে ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হয়, তাহারই চেষ্টা পাইতে হইবে। তাহার পর, তাহারা ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হইবে।' প্রথম সূক্তের সপ্তম মন্ত্রে এ প্রসঙ্গের আভাষ দিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মাত্র)। তাহারা যেন বিপথগামী না হইয়া ভগবানের অনুসারী হয়—ইহাই এখানকার মর্ম্মার্থ।

উপসংহারে মন্ত্রের তৃতীয় প্রার্থনা,—'অগ্নীষোম' দেবদ্বয়ের নিকট। ঐ যুগ্ম দুই দেবতায় দুই ভাবের দ্যোতনা করে। অগ্নি—জ্ঞানমূর্ত্তি—তীব্রতেজঃসম্পন্ন—দীপ্তিমন্ত। সোম—স্নিগ্ধমূর্ত্তি—আবরক—স্নেহভাব-দ্যোতক। এক পক্ষে জ্বালামালার ভাব; পক্ষান্তরে স্নিগ্ধতা-দানের ভাব। এ পক্ষে নিগূঢ় আলোচনায় বুঝা যায়, এখানে যেন বলা হইতেছে—'হে কঠোর-কোমল-ভাবাপন্ন দেবদ্বয়! আপনারা কঠোর-শাসনে আমার রিপুশত্রুগণকে সন্ত্রস্ত করুন। তাহারা দমিত বা বিমর্দ্দিত হইলে, স্নেহ-ভাবের পোষণে যেন কার্য্য করে,—ইহাই প্রার্থনার ভাব। রিপুগণ দুর্দ্দান্ত; সদা অসৎকার্য্যে বিনিযুক্ত; তাহারা অগ্নি-শক্তি দ্বারা স্থির হউক; সোম-শক্তি তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করুন;—স্থিরচিত্তে দেখিলে প্রতীত হয়—এখানকার ইহাই তাৎপর্য্য।

কেহ কেহ এ মন্ত্রে আর্য্যানার্য্যের যুদ্ধের সংস্রব আনিতে পারেন। সে দিকের অর্থে, দেবগণ কর্তৃক শত্রু হইতে আর্য্যদিগকে রক্ষার কথা, সেনাপতি বৃহস্পতি কর্তৃক শত্রুদের আয়ত্তাধীন করা এবং অগ্নীষোম কর্তৃক শত্রুদিগের বিতাড়ন,—প্রভৃতি অর্থই অধ্যাহৃত হয়। (১ক—২অ—২সূ—২ম)॥

—— • ——

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

যাতুধানস্য সোমপ জহি প্রজাং নয়স্ব চ।

নি স্তবানস্য পাতয় পরমক্ষ্যুতাবরং॥ ৩॥

পদ-পাঠঃ।

যাতুঽধানস্য। সোমঽপ। জহি। প্রঽজাং। নয়স্ব। চ।

নিঃ। স্তবানস্য। পাতয়। পরং। অক্ষি। উত। অবরং॥ ৩॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমপ' (হে শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রাহক দেব!) 'যাতুধানস্য' (রিপুশত্রূণাং উৎপন্নং অসদ্ভাবং, রিপুশত্রুং বা) 'জহি' (বিনাশয়); 'প্রজাং' (তবানুগতং মাং) 'নয়স্ব চ' (অভিমতফলং প্রাপয় চ, ইষ্টং সাধয় চ); 'স্তবানস্য' (স্তবপরায়ণস্য তবার্চ্চনাকারিণং মাং ইতি যাবৎ) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং) 'অক্ষি' (দর্শনং) বিধেহি ইতি শেষঃ; 'অবরম্' (নিকৃষ্টং, শত্রুং) 'নিষ্পাতয়' (নিঃশেষেণ নাশয়)। হে সত্ত্বভাবগ্রাহিণ দেব! সাধূনাং পরিত্রাণং কুরু, শত্রূণ বিনাশয় ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ক—২অ—২সূ—৩ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে সোমপ (শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রহণশীল দেব)! আপনি রিপুশত্রুদিগকে (অথবা তৎসংক্রান্ত অসদ্ভাব-পরম্পরাকে) নাশ করুন; আপনার অনুগত-জনকে (আমাকে) অভিমত ফল দান করুন (আমার ইষ্ট সাধিত

হউক); স্তবপরায়ণের (আমার) শ্রেষ্ঠ দর্শন লাভ হউক (আপনার অর্চ্চনাকারীকে পরম পদার্থের দর্শনশক্তি প্রদান করুন); আর, নিকৃষ্ট শত্রুকে নিঃশেষে বিনাশ করুন। (১কা—২অ—২সূ—৩ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে সোমপ সোমরসস্য পাতরগ্নে ॥ "আতোনুপসর্গে কঃ" ইতি কর্ম্মণি উপপদে পিবতেঃ কপ্রত্যয়ঃ ॥ যাতুধানস্য রাক্ষসস্য প্রজাং পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণাং সন্ততিং জহি নাশয় ॥ হন হিংসাগত্যোঃ। অস্মাৎ লোটি "সেহ্যপিচ্চ" ইতি হিরাদেশঃ। "হন্তের্জঃ" ইতি ধাতোর্জ্জাদেশঃ। তস্য "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ" ইতি অসিদ্ধত্বাৎ "অতোহেঃ" ইতি লুগভাবঃ ॥ যদ্বা যাতুধানস্য ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ যাতুধানং অস্মদুপদ্রবকারিণং রাক্ষসং জহি। প্রজামস্মদীয়ং নয়স্ব চ অভিমতফলং প্রাপয় চ। অনিষ্টপরিহারমিষ্টপ্রাপ্তিঞ্চ কুরু ইত্যর্থঃ ॥ অপিচ স্তুবানস্য ভীত্যা ত্বদ্বিষয়াং স্তুতিং কুর্ব্বতঃ শত্রোঃ পরমুৎকৃষ্টং দক্ষিণমক্ষি ॥ উপশব্দঃ অপার্থে। অবরং নিকৃষ্টং বামাক্ষ্যপি। উভে অপি চক্ষুষী নিষ্পাতয় স্বস্থানাৎ প্রচ্যাবয়। বিনাশয়েত্যর্থঃ। "তস্মাদ্ দক্ষিণোর্দ্ধ আত্মনো বীর্য্যাবত্তরঃ" (তৈ০ স০ ১৭।৬।৩) ইতি শ্রুত্যা পুরুষশরীরে দক্ষিণভাগস্য অতিশয়িতবীর্য্যবত্ত্বপ্রতিপাদনাৎ তদ্ভাগবর্ত্তিনশ্চক্ষুষঃ পরত্বমুক্তং। তদপেক্ষয়া চ ইতরস্য অবরত্বমুন্নেয়ম্ ॥ (১কা—২অ—২সূ—৩ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ এই যে,—'হে সোমরসপানশীল অগ্নিদেব! আপনি রাক্ষসগণের পুত্রপৌত্রাদি সন্ততি নাশ করুন; অথবা, আমাদের প্রতি উপদ্রবকারী রাক্ষসকে হনন করুন। আর আমাদিগকে অভিমত ফল প্রদান করুন, আমাদিগের অনিষ্ট দূর করিয়া আমাদিগের ইষ্ট-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করুন।' তদনুসারে দ্বিতীয় অংশের অর্থ হয়,—'আর, ভীত হইয়া যে শত্রু আপনার স্তুতিপরায়ণ হইয়াছে, সেই শত্রুর উৎকৃষ্ট দক্ষিণ চক্ষুঃ এবং নিকৃষ্ট বাম চক্ষুঃ স্বস্থানচ্যুত অর্থাৎ উৎপাটিত করুন। শত্রু বিনষ্ট হউক।' ইত্যাদি।

আমাদের অর্থ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা 'যাতুধানদিগের প্রজা' বলিতে, 'রিপুগণ হইতে উৎপন্ন অসদ্ভাবসমূহ' অর্থ গ্রহণ করিলাম। রিপুগণ এবং তাহাদের সম্বন্ধীয় অসদ্ভাব বা কুকার্য্য-পরম্পরা নাশ প্রাপ্ত হউক—আমরা মনে করি, ইহাই এক প্রার্থনা। দ্বিতীয় প্রার্থনা,—'আপনার অনুগত আমার ইষ্টদান করুন।' মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির 'স্তুবানস্য' পদে 'রাক্ষসদের মধ্যে যাহারা আপনার স্তুতিপরায়ণ হয়'—এ অর্থ না ধরিয়া, আমরা 'আপনার স্তবপর অর্চ্চনাকারী' অর্থ গ্রহণ করিলাম।

'স্তবানস্থ' অর্থাৎ স্তবকারীর দক্ষিণ ও বাম দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া লও—এ অর্থও আমরা সঙ্গত মনে করি না। মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে আমরা দুইটী প্রার্থনা দেখি। প্রথম, অর্চ্চনাকারীকে (আমাকে) পরমার্থ-দর্শনশক্তি দেন; দ্বিতীয়, নিকৃষ্ট যে শত্রু, তাহাকে বিনষ্ট করুন। অথবা, আপনার কৃপায় সাধু পরিত্রাণ পাউক; অসাধুর সংহার সাধিত হউক। (১কা—২অ—২সূ—৩ম)।

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

যত্রৈষামগ্নে জনিমানি বেত্থ গুহা সতামত্রিণাং জাতবেদঃ।

তাংস্ত্বং ব্রহ্মণা বাবৃধানো জহ্যেষাং শততর্হমগ্নে ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ।

যত্র। এষাং। অগ্নে। জনিমানি। বেত্থ। গুহা।

সতাং। অত্রিনাং। জাতঽবেদঃ।

তান্। ত্বং। ব্রহ্মণা। বাবৃধানঃ। জহি। এষাং।

শতঽতর্হং। অগ্নে ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জাতবেদ' (জ্ঞানোৎপন্ন, সর্ব্বজ্ঞ) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে দেব) 'গুহাসতাং' (নিভৃত-হৃদয়কন্দরে নিবসতাং) 'অত্রিণাং' (অদনশীলানাং, শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রাসকারিণাং) 'এষাং' (রিপুশত্রূণাং) 'যত্র' (যস্মিন্ স্থানে অবস্থিতানি) 'জনিমানি' (জন্মানি, বৃদ্ধিপ্রাপ্তানি চ)

'বেত্থ' (ত্বং জানাসি) ; 'অগ্নে' (হে দেব)! 'ত্বং' 'ব্রহ্মণা' (মন্ত্রশক্তিপ্রভাবেন) 'বাবৃধানঃ' (বর্দ্ধমানঃ, প্রকাশমানঃ সন্) 'তান্' (শত্রূন্) 'জহি' (নাশয়) ; তথা 'শততর্হং' (শতপ্রকারং অশেষং হিংসনং চ নিবর্ত্তয়, শত্রুকৃতোপদ্রবজাতং নাশয়)। জ্ঞানসাহায্যেন বয়ং শত্রূণাং নিভৃতবাসস্থানং জানীমঃ ; শত্রুসংহারসমর্থাশ্চ ভবামঃ। (১কা—২অ—২সূ—৪ম)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোৎপন্ন জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! নিভৃত-হৃদয়কন্দরে আশ্রয়-প্রাপ্ত শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রাসকারী এই রিপুশত্রুগণ যে স্থানে অবস্থিতি করে এবং যেরূপে উৎপন্ন (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হয়, আপনি তাহা অবগত আছেন। হে অগ্নিদেব! মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে আপনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া (আমাদের অর্চ্চনায় প্রকাশমান হইয়া), আপনি সেই শত্রুদিগকে সংহার করুন এবং সেই শত্রুকৃত অশেষপ্রকার হিংসা নাশ করুন। (১কা—২অ—২সূ—৪ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে জাতবেদঃ জাতানাং বেদিতরগ্নে গুহা সতাং গুহায়াং নিবসতাং অত্রিণাং অদনশীলানাং এষাং রক্ষসাং যত্র যস্মিন্ স্থানবিশেষে বিদ্যমানানি জনিমানি জন্মানি বেত্থ জানাসি; যত্রেতি। "সপ্তম্যাস্ত্রল্"। "প্রাগ্দিশো বিভক্তিঃ" ইতি বিভক্তিসংজ্ঞায়াং "ত্যদাদীনামঃ ইতি অত্বং। "লিতি" ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্য উদাত্তত্বং। জনিমানীতি। জনী প্রাদুর্ভাবে। অস্মাদ্ ভাবে ঔণাদিক ইমনিন্প্রত্যয়ঃ। বেত্থেতি। বিদ্ জ্ঞানে। "বিদো লটো বা" ইতি সিপস্থলাদেশঃ। লিৎস্বরেণ আদ্যুদাত্তত্বং। "নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সতাং ইতি। অস্তের্লটঃ শত্রাদেশঃ। অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। "শ্নসোরল্লোপঃ" ইত্যকারলোপঃ। অত্রিণাং ইতি। "অদেস্ত্রিনিশ্চ" [উ॰ ৪।৬৮] ইতি ত্রিনিপ্রত্যয়ঃ॥ অতো হেতোঃ হে অগ্নে ত্বং ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ বাবৃধানঃ বর্দ্ধমানঃ সন্॥ বৃধু বৃদ্ধৌ। অস্মাৎ লিটঃ কানচ। তাংস্তত্র স্বস্থানে বর্ত্তমানান্ রাক্ষসান্ জহি নাশয়। তথা এষাং যাতুধানানাং শততর্হং শতপ্রকারং বহুবিধং হিংসনং চ নিবর্ত্তয় তৎকৃতোপদ্রব-জাতমপি নাশয়েত্যর্থঃ॥ যদ্বা ব্রহ্মণা পরিবৃঢ়েন অস্মাভির্দত্তেন হবিষা বাবৃধানঃ বর্দ্ধমানঃ প্রবৃদ্ধবলস্ত্বং তান্ অত্রিণো রাক্ষসান্ এষাং রক্ষসাং ত্বয়া জাতানি পুত্রপৌত্রাদিরূপাণি জন্মানি চ শততর্হং। ক্রিয়াবিশেষণমেতৎ। শতশো বহুশস্তর্হণং হিংসনং যথা ভবতি তথা জহি। নিরবশেষং নাশয়েত্যর্থঃ। তৃহ হিংস হিংসায়াং। অস্মাদ্ভাবে ঘঞ্॥ ৪॥

ইতি প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়েঽনুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে, 'নরভুক্ রাক্ষসেরা যে নিভৃত-গিরিগুহায় লুক্কায়িত থাকিত, অগ্নিদেব তাহা অবগত ছিলেন। তাই, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে,—'আপনি মন্ত্রের দ্বারা (আভিচারিক শক্তির দ্বারা) বর্দ্ধিত-বল হইয়া, স্বস্থানে অধিষ্ঠিত সেই রাক্ষসগণকে নাশ করুন এবং তাহারা আমাদিগের প্রতি যে শতপ্রকার হিংসা করে, তাহা নিবৃত্ত করুন।' এরূপ ভাষ্যাভাবে আর্য্যানার্য্যের দ্বন্দ্বের বিষয় অথবা ঋষিগণের যজ্ঞনাশকারী রাক্ষসগণের দমনের প্রসঙ্গই মনে আসে। তৎপক্ষে, অগ্নিকে সেনাপতি অথবা আভিচারিক ক্রিয়াপরায়ণ বলিয়া মনে করা যায়।

আমরা যে পথ অনুসরণে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া যাইতেছি, তাহাতে আধ্যাত্মিক পক্ষে সুষ্ঠু-সঙ্গত ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'গুহা সতাং' পদে পর্ব্বতের গুহায় লুক্কায়িত থাকার ভাব গ্রহণ না করিয়া, আমরা 'হৃদয়-রূপ গুপ্ত-গুহাভ্যন্তরে অবস্থিত' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এই মন্ত্রের একটী পদ—'অত্রিণাং'। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, সায়ণ এখানে অত্রি ঋষির সম্বন্ধ-সূচনা করেন নাই। তিনি ঐ পদের 'নরভুক্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'অত্রিণাং' পদে 'নরভুক্' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, আমরা 'শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রাসকারী' অর্থেরই সমীচীনতা দেখি। রিপুশত্রুগণ হৃদয়ের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে—হৃদয়-কন্দরই তাহাদের বাসস্থান। নিভৃত-হৃদয়-গুহাতে উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হইয়া শুদ্ধসত্ত্বভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এমন কি, তাহাদের ধর্ম্মই এই—তাহারা সদ্ভাবনিচয়কে গ্রাস করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে। আমরা যখন তাহা জানিতে সমর্থ হই, তখনই কাতরভাবে জ্ঞান-স্বরূপ দেবতার শরণাপন্ন হইয়া থাকি। পরে, সাধন-প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান অধিকৃত হইলে—জ্ঞানাগ্নির জ্যোতিতে আমরা শত্রুর প্রকৃত অবস্থা ও শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় দেখিতে পাই ও জানিতে পারি।

তাহারা হৃদয়ের যেখানেই থাকুক বা যে ভাবেই পরিবর্দ্ধিত হউক, জ্ঞান সকলই পরিজ্ঞাত থাকে। জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা শত্রুদিগের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া থাকি এবং শত্রুদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে সমর্থ হই। মন্ত্র-শক্তির প্রভাবে, ভগবদর্চ্চনার ফলে, জ্ঞান প্রকাশ পায়; তাহাতে শত্রু নাশপ্রাপ্ত হয়, শত্রুকৃত শত-সহস্র প্রকার উপদ্রব বিদূরিত হইয়া থাকে। এই যে সরল সত্য দার্শনিক তত্ত্ব—মন্ত্রের মধ্যে ইহাই বিবৃত রহিয়াছে। প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে,—'হে জ্ঞানাধার ভগবন্! আমাকে জ্ঞান দেও; আমি যেন শত্রুদিগকে চিনিতে পারি। আমায় শক্তি দেও; আমি যেন তাহাদিগকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হই,—আমার নিকট তাহাদের প্রভাব যেন আদৌ কার্য্যকরী না হয়।' (১ম—২অ—২সূ—৪ম)।

তৃতীয়সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

"অস্মিন্ বসু" ইতি সূক্তেন সর্ব্বসম্পৎকর্ম্মসু বাসিতযুগ্মকৃষ্ণলমণিবন্ধনং সারূপবৎসৌদনে পুরুষাকৃতিং আলিখ্যঃ তৎপ্রাশনঞ্চ কুর্য্যাৎ। তথা চ সূত্রং। "অস্মিন্ বসু ইতি যুগ্ম-কৃষ্ণলং বাসিতং বধ্নাতি সারূপবৎসং পুরুষলাক্রং" ইত্যাদি (কৌ০ ২।২)॥ অত্র বাসিতং ইত্যস্য অয়মর্থঃ। "ত্রয়োদশ্যাদয়স্তিস্রো দধিমধুনি বাসয়িত্বা বধ্নাত্যাশয়তি" ইতি (কৌ০ ১।৭) পারিভাষণাৎ ত্রয়োদশ্যাদিষু দিবসেষু দধিমধুপূর্ণে পাত্রে মণিং প্রক্ষিপ্য চতুর্থেঽহনি তন্মণিবন্ধনং তদ্দধিমধুপ্রাশনং চ কুর্য্যাদিতি॥

তথা শত্রুণা রাষ্ট্রাৎ প্রচ্যাবিতস্য রাজ্ঞঃ পুনঃ স্বরাষ্ট্রপ্রবেশার্থং ছেদনপ্রদেশাৎ পুনঃ প্ররূঢ়ৈঃ কাম্পীলকাষ্ঠৈঃ শৃতং লূনপুনরুত্থিতব্রীহিজং ওদনং অনেনৈব সূক্তেন প্রাশয়েৎ। তথা চ সংহিতাবিধৌ। "অস্মিন্ বস্বিতি রাষ্ট্রাবগমনঃ আস্থশূকানাং ব্রীহিনাং আব্রস্কজৈঃ কাম্পীলৈঃ শৃতং সারূপবৎসং আশয়তি" ইতি (কৌ০ ২।৭)॥

তথায়ুস্কামঃ যুগ্মকৃষ্ণলমণিং স্থালীপাকে প্রক্ষিপ্য তন্মণিবন্ধনং তদোদনপ্রাশনঞ্চ অনেনৈব সূক্তেন কুর্য্যাৎ। তথাচ কৌশিকঃ। "অস্মিন্ বসু ইতি যুগ্মকৃষ্ণলং আদিষ্টানাং স্থালীপাক আধায় বধ্নাত্যাশয়তি" ইতি (কৌ০ ৭।৩)।

তথা উপনয়নকর্ম্মণি মানবকানুমন্ত্রেণেঽপি এতৎ সূক্তং বিনিযুক্তং। "উপনয়নং" প্রক্রম্য সূত্রিতং। "প্রাঞ্চং অবস্থাপ্য দক্ষিণেন পাণিনা নাভিদেশে সংস্তভ্য জপতি অস্মিন্ বসু বসবো ধারয়ন্তু (১।৯) বিশ্বে দেবা বসবঃ (১।৩০) আয়াতু মিত্রঃ (৩।৮) অমুত্র ভূয়াৎ (৭।৫৪) অন্তকায় মৃত্যবে। (৮।১) আরভস্ব (৮।২) প্রাণায় নমঃ (১১।৪) 'বিষাসহিং (১৭।১) ইত্যনুমন্ত্রয়তে' ইতি (কৌ০ ৭।৬)॥

এতেষামেব আয়ুষ্যগণত্বাৎ 'আয়ুষ্যস্বস্ত্যয়নৈরাজ্যং জুহুয়াৎ' ইতি (কৌ০ ১৪।৩) সূত্রাদুপাকর্ম্মাদিষ্বপি এতৎ সূক্তং দ্রষ্টব্যং॥

তথা "ঐরাবতীং গজক্ষয়ে" ইতি (ন০ ক০ ১৭) বিহিতায়াং ঐরাবত্যাখ্যায়াং মহাশান্তাবপি অস্য বিনিয়োগঃ। তথা চ নক্ষত্রকল্পে। "আয়ুষ্যশান্তিস্বস্তিগণ ঐরাবত্যাং" ইতি (ন০ ক০ ১।৮)॥ তথা 'বার্হস্পত্যাং রাজ্যশ্রীব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য" (ন০ ক০ ১।৭) ইত্যুক্তায়াং "অস্মিন্ বস্বিতি যুগ্মকৃষ্ণলং বার্হস্পত্যায়াং" (ন০ ক০ ১৯) ইত্যুক্ত-ত্বাদ্ বার্হস্পত্যাখ্যায়াং মহাশান্তৌ যুগ্মকৃষ্ণলমণিবন্ধনেঽপি এতৎ সূক্তং দ্রষ্টব্যং॥

পুষ্পাভিষেককর্ম্মণি এতৎ সূক্তং। তথা চ পরিশিষ্টে ঃ—

'শর্ম্মবর্ম্মগণশ্চৈব তথা স্যাদপরাজিতঃ। আয়ুষ্যশ্চাভয়শ্চৈব তথা স্বস্ত্যয়নো গণঃ॥ এতান পঞ্চগণান হুত্বা বাচয়েত দ্বিজোত্তমান্।" ইতি (পা০ ৫।৩)॥

—:•:—

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ)।

অস্মিন্ বসু বসবো ধারয়ন্ত্বিন্দ্রঃ পূষা

বরুণো মিত্রো অগ্নি।

ইমমাদিত্যা উত বিশ্বে চ দেবা উত্তরস্মিন্

জ্যোতিষি ধারয়ন্ত্ব ॥ ১ ॥

• . •

পদ-পাঠঃ।

অস্মিন্। বসু। বসবঃ। ধারয়ন্ত্ব। ইন্দ্রঃ। পূষা।

বরুণঃ। মিত্রঃ। অগ্নিঃ।

ইমং। আদিত্যাঃ। উত। বিশ্বে। চ। দেবাঃ। উৎঽতরস্মিন্।

জ্যোতিষি। ধারয়ন্ত্ব ॥ ১ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসবঃ' (নিবাসহেতুভূতা দেবঃ) 'ইন্দ্র' (পরমেশ্বরঃ) 'পূষা' (পোষকো দেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টপ্রদো দেবঃ) 'মিত্রঃ' (আপত্রাতা দেবঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবশ্চ) 'অস্মিন্' (প্রার্থনাকারিণি ময়ি) 'বসু' (পরমার্থং ধনং) 'ধারয়ন্ত্ব' (স্থাপয়ন্ত্ব, মহ্যং পরমার্থং প্রযচ্ছন্ত্ব ইত্যর্থঃ) ; 'উত' (অপিচ) 'আদিত্যাঃ' (অনন্তাংশভূতা অনন্ত-স্বরূপা আদিত্যনামকা দেবাঃ) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'দেবাশ্চ' (দ্যোতমানা ভগবদ্বিভূতয়শ্চ)

'ইমং' (প্রার্থনাকরিণং মাং) 'উত্তরস্মিন্' (উৎকৃষ্টতরে) 'জ্যোতিষি' (তেজসি, পরব্রহ্মণি) 'ধারয়ন্তু' (স্থাপয়ন্তু, শরণাগতং মাং পরংব্রহ্ম প্রাপয়ন্তু)। (১কা—২অ—৩সূ—১ম)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

নিবাসহেতুভূত দেবগণ, পরমৈশ্বর্য্যশালী দেব, পোষণকারী দেবতা, অভীষ্টবর্ষী দেবতা এবং বিপদুদ্ধারকারী দেব, প্রার্থনাকারী এই আমাতে (আমাকে) ধন (পরমার্থ) স্থাপন (প্রদান) করুন। অপিচ, অনন্তের অংশভূত অনন্তস্বরূপ আদিত্য-নামক দেবগণ এবং দ্যোতমান্ দেব-বিভূতি-সকল, প্রার্থনাকারী এই আমাকে অতিশয় উৎকৃষ্ট জ্যোতিতে (পরব্রহ্মে) স্থাপিত করুন। (অর্থাৎ আমি যেন দেবানুগ্রহে পরব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হই)। (১কা—২অ—৩সূ—১ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অস্মিন্ জনে সর্ব্বসম্পদাদিফলকামে বসবঃ নিবাসহেতুভূতা এতৎসংজ্ঞা দেবাঃ বসু অভিলষিতং ধনং ধারয়ন্তু স্থাপয়ন্তু॥ ধৃঞ্ ধারণে। অস্মাৎ ণিচ্। বসব ইতি। বস নিবাসে। শৃস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিহনিক্লিদিবন্ধিমনিভ্যশ্চ (উ০ ১।১০) ইতি উপ্রত্যয়ঃ। তত্র ধান্তে নিৎ (উ০ ১।৯) ইত্যনুবৃত্তেঃ "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং॥ ন কেবলং বসবঃ অপি তু ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্যযুক্তো দেবানামধিপতির্দ্দেবঃ॥ যদি পরমৈশ্বর্য্যে। ঋজ্রেন্দ্রাগ্রেত্যাদিনা (উঃ ২।২৮) রন্‌প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা ইদং কারাস্পদং বিশ্বং কারণভূতব্রহ্মাত্মনা অদ্রাক্ষীদিতি ইন্দ্রঃ। শ্রূয়তে হি ঐতরেয়কে। "স এতমেব পুরুষং ব্রহ্মততমং অপশ্যদিদং অদর্শমিতীং ৩ তস্মাদিদন্দ্রো নাম ইদন্দ্রো হ বৈ নাম তামিদন্দ্রং সন্ত'মন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ" (ঐ০ আ০ ২।৪।৩) ইতি॥ পূষা পোষকঃ এতন্নামা দেবঃ। "পূষ্ণঃ পোষণে পোষণমহ্যং" (তৈ০ ব্রা০ ১ ২।১ ৭৯) "পূষা পোষয়ৎ" (তৈ০ ব্রা০ ১।৬।২।২) ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥ পুষ পুষ্টৌ। শ্বন্নুক্ষন্নিত্যাদিনা (উ০ ১।১৫৬) কনিন্-প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং। বরুণঃ বৃণোতি সর্ব্বং জগৎ নিগ্রহীতুং পাশজালেন ব্যাপ্নোতীতি বরুণো রাত্র্যভিমানী দেবঃ। তথাচ শ্রূয়তে। "যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং অজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততাঃ পুরুত্রা"। "উদুত্তমং বরুণপাশা অস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়"। (ঋ০ ১।২৪।১৫) ইতি চ॥ বৃঞ্ বরণে। কৃপৃবৃদারিভ্য উনন্ (উ০ ৩।৫৩) ইতি উননপ্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ মিত্রঃ অহরভিমানী দেবঃ। "অহোরাত্রে বৈ মিত্রাবরুণৌ" (তৈ০ স০ ২।৪ ১০।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। সর্ব্বস্য মরণত্রায়কত্বেন সর্ব্বজনমিত্রত্বাৎ মিত্র ইত্যুচ্যতে। "সর্ব্বস্য বা অহং মিত্রং অস্মি" (তৈ০ স০ ৬ ৪।৮।১) ইতি হি তৈত্তিরীয়কং॥ মিত্রঃ প্রমীতেস্ত্রায়তে (নি০ ১০।২১) ইতি যাস্কঃ॥ অগ্নিঃ এতেষাং

ইন্দ্রাদীনাং অগ্রণীঃ যূথ্যভূতো বা দেবঃ। "অগ্নিরগ্রে প্রথমো দেবতানাং" (তৈ° ব্রা° ২।৪।৩৩) "অগ্নিমু'খং প্রথমো দেবতানাং" (ঐ° ব্রা° ১।৪) ইতি চ শ্রুতেঃ। এতেঽপি অস্মিন্ বসু ধারয়ন্তু ইতি সম্বন্ধঃ॥ উত অপিচ আদিত্যাঃ। অদিতিঃ অদীনা দেবমাতা তস্যাঃ পুত্রাঃ আদিত্যা ধাত্রর্য্যমাদয়ো দেবাঃ। শ্রূয়তে হি তৈত্তিরীয়কে। "অদিতিঃ পুত্রকামাঃ" ইত্যারভ্য "তস্যৈ ধাতা চার্য্যমা চাজায়েতাং" (তৈ° ব্রা° ১।১।৯।১) ইত্যাদি॥ "দিত্যাদিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদাণ্যঃ" ইতি অদিতিশব্দাৎ ষষ্ঠীসমর্থাদপত্যোর্থে প্রাগ্দীব্য-তীয়ো ণ্যপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং॥ বিশ্বে সর্ব্বে অন্যে দেবাশ্চ। যদ্বা বিশ্বে দেবাঃ এতৎসংজ্ঞকা গণদেবাঃ ইমং পুরুষং উত্তরস্মিন্ উৎকৃষ্টতরে জ্যোতিষি তেজসি ধারয়ন্তু স্থাপয়ন্তু। তেজসা সর্ব্বোৎকৃষ্টং কুর্ব্বন্তু ইত্যর্থঃ॥ (১কা—২অ—৩সূ—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ঃ॰ꟷ॰ঃ§—

উপক্রমণিকায় দেখিতে পাওয়া যায়,—'অস্মিন্ বসু' ইত্যাদি মন্ত্রবিশিষ্ট সূক্ত, নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ সম্পত্তিকামেচ্ছু ব্যক্তি বাসিত কৃষ্ণলমণিদ্বয় (নীলা) ধারণ করিবে এবং অন্নমধ্যে পুরুষের আকৃতি লিখিয়া সেই অন্ন ভোজন করিবে। এস্থলে 'বাসিত' শব্দের অর্থ—ত্রয়োদশ্যাদি তিথিত্রয়ে দধি ও মধু পূর্ণ পাত্রে মণি (নীলা) প্রক্ষেপ করিয়া রাখিয়া তৎপর দিবস অর্থাৎ চতুর্থ দিনে সেই মণিবন্ধন। শত্রুকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত রাজার পুনরায় স্বরাজ্যে প্রবেশ নিমিত্ত এই সূক্তমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত অন্ন ভোজন আবশ্যক। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি যুগ্মকৃষ্ণল-মণি স্থালীপাকে প্রক্ষেপ করিয়া এই সূক্তমন্ত্র দ্বারা সেই মণিবন্ধন ও স্থালীপাকোদ্ভব অন্ন ভোজন করিবেন। উপনয়ন-কর্ম্মে মাণবকের অনুমন্ত্রণ বিষয়েও এই সূক্ত বিনিযুক্ত হয়। ঐরাবতী নামক মহাশান্তিতে, বার্হস্পত্যাখ্য মহাশান্তিতে এবং পুষ্পাভিষেক কর্ম্মে এই সূক্তের বিনিয়োগ হইয়া থাকে।

সূক্তান্তর্গত এই প্রথম মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেন,—'এই সর্ব্বসম্পদাদি কামী ব্যক্তিতে, নিবাসহেতুভূত বসুদেবগণ অভিলষিত ধন স্থাপন করুন। কেবল যে বসুগণই ধন স্থাপন করিবেন, তাহা নহে; পরন্তু, পরৈশ্বর্য্যযুক্ত দেবগণের অধিপতি ইন্দ্রদেব, পোষণকারী পূষাদেব, সকল জগৎকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত পাশজালের দ্বারা যিনি ব্যাপ্ত করেন—সেই রাত্রির অধিষ্ঠাতা বরুণদেব সকলকে, মরণ হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া মিত্রনামক দিবসের অধিষ্ঠাতা দেব এবং ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের অগ্রণী অগ্নি-দেবও এই পুরুষে ধন স্থাপন করুন। 'অপিচ, অদীনা দেবমাতা, তাহার পুত্র—ধাতা অর্য্যমাদি আদিত্যদেবগণ এবং অন্য সমস্ত দেবগণ, এই পুরুষকে উৎকৃষ্টতর তেজের মধ্যে স্থাপন করুন।' ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে এই সূক্তের এবং সূক্তান্তর্গত এই প্রথম মন্ত্রের এইরূপ অর্থই অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে, আমরা এ মন্ত্রের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

আমরা ইন্দ্রাদি দেব-নামের পূর্ব্বাপর যেরূপে অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আসিতেছি, পাঠক, লক্ষ্য করিবেন—ভাষ্যকার এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সেই সমস্ত দেব-নামের অর্থ সেইরূপই গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ণ-ভাষ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই দেবগণে ব্যক্তিত্ব আরোপিত দেখি। কোনও কোনও দেবতা-বিষয়ে, তাঁহাদের মাতা-পিতা পর্য্যন্ত তিনি কল্পনা করিয়াছেন। পুরাণে রূপকের মধ্যে ঐ সকল বিষয় বিবৃত আছে। সে সকল স্থলে ভাষ্যকারকে তাহারই অনুসরণকারী বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। বেদের কদর্থকারিগণ তদ্দৃষ্টে দেবতার ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া বেদ-বাক্যের নিত্যত্বাদিতে বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন।

এক একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত ভগবানের এক একটী বিভূতির বিকাশ। ইহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি। এখানে দেখিতেছি, ভাষ্যকার প্রত্যেক ভগবদ্বিভূতির—এক একটীর কার্য্যকারণাদি, শাস্ত্রান্তর হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাহাতে বুঝিতেছি, পূর্ব্বাপর আমাদের ব্যাখ্যারই সঙ্গতি থাকিতেছে। 'বসবঃ' পদের 'নিবাসহেতুভূতদেবাঃ' অর্থ আমরা পূর্ব্বাপরই আমনন করিয়া আসিতেছি। এইরূপ, ইন্দ্রদেবের পরমেশ্বরের পূর্ণবিভূতি, পূষাদেবকে পোষণকারী দেব, বরুণদেবকে অভীষ্টবর্ষী দেব, মিত্রদেবকে বিপদুদ্ধারক দেব এবং অগ্নিদেবকে জ্ঞানস্বরূপ দেব বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখানে, এ মন্ত্রের ভাষ্য-দৃষ্টে, প্রায়ই তাহার সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

মন্ত্রের প্রথমেই 'অস্মিন্' একটী পদ দৃষ্ট হয়। 'অস্মিন্' বলিতে অন্য একটী বিশেষ পদকে আকাঙ্ক্ষা করে। মন্ত্রে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ভাষ্যকার, 'সর্ব্বসম্পদাদি-ফলকামে জনে' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা এ মন্ত্রটী, সাধকের নিজের প্রার্থনার বোধক বলিয়া, ঐ পদে "প্রার্থনাকারিণি ময়ি" পদ উহ্য করিয়াছি। তাহাতে প্রার্থনার ভাবে মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ হয়,—"নিবাসহেতুভূত দেবগণ, পরমৈশ্বর্য্যশালী দেব, পোষণকারী দেবতা, অভীষ্টবর্ষী দেবতা এবং বিপদুদ্ধারকারী দেবতা, প্রার্থনাকারী আমাকে পরমার্থ ধন প্রদান করুন।' এ অপেক্ষা দেবতার নিকট উচ্চ প্রার্থনা আর কি হইতে পারে? অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশে উক্ত প্রার্থনার কিরূপ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করুন। প্রথমাংশের প্রার্থনায় সাধক, দেবগণের নিকট পরমার্থধন কামনা করিয়াছেন। এ অংশে তিনি মুক্তি—ভগবৎসাযুজ্য প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনা—এখানে সমস্ত দেবতাদের নিকট। পূর্ব্বার্দ্ধের প্রার্থনা—মাত্র এক একটি দেবতার নিকট প্রার্থিত হইয়াছে। এখানে কিন্তু তাঁহার দেবতাতে ভেদজ্ঞান অপসৃত হইয়াছে। তিনি জানিয়াছেন—সকল দেবতাই তো ভগবানের বিভূতি! তাই, সকল দেবতার নিকট কামনা করিতেছেন,—'হে দেবগণ! হে অনন্তাংশসম্ভূত অনন্তস্বরূপ আদিত্যগণ! প্রার্থনাকারী আমাকে পরব্রহ্মে মিশ্রিত করুন। আপনাদের অনুগ্রহে আমি যেন পরব্রহ্মে মিলিত হই।' আমরা এ মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনাই লক্ষ্য করিতেছি। (১কা—২অ—৩সূ—১ম)।

—— • ——

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

অস্য দেবাঃ প্রদিশি জ্যোতিরস্তু সূর্য্যো

অগ্নিরুত বা হিরণ্যং।

সপত্না অস্মদধরে ভবন্তুত্তমং নাকমধি

রোহয়েমং ॥ ২ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

অস্য। দেবাঃ। প্রঽদিশি। জ্যোতিঃ। অস্তু। সূর্য্যঃ।

অগ্নিঃ। উত। বা। হিরণ্যং।

সঽপত্নাঃ। অস্মৎ। অধরে। ভবন্তু। উৎঽতমং। নাকং।

অধি। রোহয়। ইমং ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব্যাঃ' (হে সর্ব্বা ভগবদ্বিভূতয়ঃ) যুষ্মাকং 'প্রদিশি' (প্রশাসনে, আজ্ঞায়াং) 'অস্য' (প্রার্থনাকারিণঃ হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'জ্যোতিঃ' (দেবভাবসঞ্চারঃ, জ্ঞানোন্মেষং) 'অস্তু' (ভবতু); 'সূর্য্যঃ' (সর্ব্বস্ত প্রকাশকঃ) 'অগ্নিঃ' (অজ্ঞনাদিগুণযুক্তঃ, সর্ব্বত্রপরিব্যাপ্তঃ) 'উত' (অপিচ, এবং) 'হিরণ্যং' (সুবর্ণাদিকং ঐশ্বর্য্যং, স্নিগ্ধজ্যোতিং) প্রার্থিনং সুখয়তু ইতি শেষঃ; 'অস্মৎ' (অস্মাকং, প্রার্থনাকারিণাং) 'সপত্নাঃ' (শত্রবঃ) 'অধরে' (নিকৃষ্টাঃ, উপক্ষীণাঃ)

'ভবন্তু' (সন্তু) 'ইমং' (অর্চ্চনাকারিণং) 'উত্তমং' (উৎকৃষ্টতমং) 'নাকং' (সুখং) 'অধিরোহয়' (অধিরোহয়ত প্রাপয়ত)। সকলভগবদ্বিভূতিপ্রভাবেন অস্মাকং শত্রুনাশঃ পরাগতিনাশশ্চ ভবতু ইতি ভাবঃ। (১কা-২অ—৩সূ—২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বদেবগণ (ভগবদ্বিভূতিনিবহ!) আপনাদের অনুজ্ঞা-প্রভাবে এই প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার (জ্ঞানোন্মেষ) হউক;— সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য, অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত অগ্নি এবং সুবর্ণাদি ঐশ্বর্য্য (স্নিগ্ধদ্যুতি), এই প্রার্থীকে সুখ প্রদান করুন; শত্রুগণ এই অর্চ্চনাকারীর নিকট নিকৃষ্ট (উপক্ষীণ) হউক; এই প্রার্থনাকারীকে শ্রেষ্ঠ-সুখ-স্থানে অধিরোহণ করাইয়া দেন (সে যেন, পরম সুখ প্রাপ্ত হয়)। (১কা—২অ—৩সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ যুষ্মদাজ্ঞয়া অস্য গ্রামাদিফলকামস্য পুরুষস্য॥ কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা ষষ্ঠী॥ প্রদিশি প্রদেশনে প্রশাসনে। আজ্ঞায়াং ইত্যর্থঃ। জ্যোতিরস্তু ভবতু। কিং তজ্জ্যোতিরিতি তদাহ। সূর্য্যঃ মার্ত্তণ্ডঃ সর্ব্বস্য প্রকাশকো দেবঃ। অগ্নি ঔর্ব্বজাঠর-বৈদ্যুতাদিরূপঃ অঙ্গনাদিগুণযুক্তো দেবঃ। এতৎ চন্দ্রাদীনামপি উপলক্ষণং। উতশব্দঃ। অপার্থে। বা শব্দঃ চার্থে। অপি চ হিরণ্যং সুবর্ণং। অস্য সিতভাস্বররূপত্বাৎ জ্যোতিষ্ট্বং। শ্রুতং চ "জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং জ্যোতিষৈব তমোপহতে" (তৈ০ স০ ৫।৭।৫।২) ইতি। সূর্য্যাদিকং জ্যোতিঃ প্রকাশপ্রবর্ষণাদিনা অস্য উপকরোতু। নিখিলসম্পন্মূলভূতং ধনমপি অস্য বশে বর্ত্ততাং ইত্যর্থঃ॥ প্রদিশীতি। দিশ অতিসর্জ্জনে। অস্মাৎ প্রপূর্ব্বাৎ সংপদাদি-লক্ষণো ভাবে কিপ্॥ যত এবং অতঃ সপত্নাঃ শত্রবঃ। সপত্নশব্দঃ শত্রুপর্য্যায়ঃ অব্যুৎপন্নং প্রাতিপদিকং। যদ্বা সপত্নীব সপত্নঃ॥ "বান্তসপত্নে" ইতি নিপাতনাৎ সপত্নীশব্দা-দিবার্থে অকারপ্রত্যয়ঃ॥ অস্মৎ অস্মদীয়াৎ পুরুষাৎ। যদ্বা। অস্মৎ, অস্মাৎ॥ ছান্দসং হ্রস্বত্বং॥ অধরে নিকৃষ্টা ভবন্তু। উপক্ষীণা ভবন্তু ইত্যর্থঃ। অপি চ ন কেবলং ঐহিক-মেব আমুষ্মিকমপি সুখং প্রার্থয়তে। উত্তমং উৎকৃষ্টতমং॥ উপসৃষ্টাৎ উচ্ছব্দক্রিয়াবচনাৎ আতিশায়নিকস্তমপ্। "উত্তমশশ্বত্তমৌ সর্ব্বত্র" ইতি উঞ্ছাদিষু পাঠাৎ "উঞ্ছাদীনাঞ্চ" ইতি অন্তোদাত্তত্বং॥ তাদৃশং নাকং। কং সুখং অকং দুঃখং। ন বিদ্যতেঽস্মিন্ অকং ইতি নাকঃ স্বর্গঃ। শ্রূয়তে হি। "সুবর্গো বৈ লোকো নাকো যস্মৈতা উপধীয়ন্তে নাস্মা অকং "বতি" (তৈ০ স০ ৫।৩।৭।১) ইতি। "নভ্রাণ্নপাৎ" ইত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতিভাবাৎ অলোপাভাবঃ। "বহুব্রীহৌ" প্রকৃত্যা ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। "নঞ্ সুভ্যাং" ইতি

বাত্যয়েন ন প্রবর্ত্ততে; দুঃখলেশেনাপি অসংস্পৃষ্টং লোকং ইমং পুরুষং অধি রোহয়। ব্যত্যয়েন একবচনং। হে দেবাঃ অধিরোহয়ত প্রাপয়ত। ঐহিকং আমুষ্মিকং চ সুখং প্রযচ্ছতেত্যর্থঃ॥ (১কা—২প্র—৩সূ—২ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§·§—

এই মন্ত্রটী গ্রামাদি ফল-কামনায় ইন্দ্রাদিদেব-সকলের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল, ভাষ্যভাষে তাহাই প্রকাশ আছে। তদনুসারে এই মন্ত্রের সহিত পুরাবৃত্তের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করা যায়।

আমরা কিন্তু মন্ত্রটীকে নিত্যপ্রার্থনামূলক বলিয়াই মনে করি। আমরা দেখিতেছি, মন্ত্রে ত্রিবিধ প্রার্থনা বিদ্যমান্ রহিয়াছে। প্রথম—প্রার্থী দেবভাবের যাচ্ঞা করিতেছেন; কহিতেছেন,—'হে দেববিভূতিনিবহ! আপনাদের জ্যোতিঃ আমার মধ্যে বিচ্ছুরিত হউক; আমি যেন দেবভাবের অধিকারী হইতে পারি।' জ্ঞানোন্মেষই দেবভাবের বিকাশ। প্রকারান্তরে জ্ঞানোন্মেষের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, সেই জ্যোতিঃ বা জ্ঞানোন্মেষ যে কিরূপভাবে সংঘটিত হইবে, প্রার্থীর আকাঙ্ক্ষাটা যে কত উচ্চ, তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। প্রার্থী কহিতেছেন,—'সূর্য্যের, অগ্নির এবং হিরণ্যের জ্যোতিঃ যেন আমাতে সমাবেশ হয়।' এখানে, তিনটী শব্দে ত্রিবিধ ভাব জ্ঞাপন করিতেছে। 'সূর্য্যের জ্যোতিঃ আমায় দেও,—এ প্রকার প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'আমি যেন আত্মজ্ঞানে পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হই, আর আমার জ্ঞানে যেন পারিপার্শ্বিক সকলেই জ্ঞানী হয়।' সাধনার উচ্চ-স্তরে উপনীত হইতে পারিলে, এইরূপই ঘটিয়া থাকে। সাধক আপনিও উদ্ধার পান, অপরকেও উদ্ধার করেন। 'আমায় সূর্য্যের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ কর'—এরূপ প্রার্থনার ইহাই তাৎপর্য্য। 'অগ্নির জ্যোতিঃ আমায় দেও'—এবম্প্রকার প্রার্থনার মর্ম্ম—আর এক অভিনব ভাব-প্রকাশক। উহার মর্ম্ম এই যে,—আমাতে বিস্তৃত হইয়া সে জ্ঞান—সে দেব-ভাবনিবহ—সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিস্তৃত হউক। এখানে উদার বিশ্বজনীন প্রেমের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আমার হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ হউক, আমার পারিপার্শ্বিক জন সে দেবভাবের (বা জ্ঞানের) অধিকারী হউক;—এ প্রার্থনায়ও যেন তৃপ্তি আসিল না! পুনরায় প্রার্থনা জানান হইল,—'যেন অগ্নির জ্যোতিরূপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলের মধ্যে সে দেবভাব (সে জ্ঞান) বিস্তৃত হইয়া পড়ে।' অবশেষে লক্ষ্য করুন,—'হিরণ্যং' পদ। ঐ পদে প্রধানতঃ স্নিগ্ধতার ভাব মনে আসে। জ্যোতির—দীপ্তির ঔজ্জ্বল্যে, যেন নয়ন ঝলসিয়া না যায়,—যেন হৃদয় প্রপীড়িত না হয়। স্নিগ্ধতার সহিত—তৃপ্তির সহিত, দেবভাবের দীপ্তি যেন হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। যেন সহনীয় মনোমদভাবে হৃদয় দেবত্বে আকৃষ্ট হইতে পারে। ইহাই এই প্রার্থনার মর্ম্ম। 'হিরণ্যং' বলিতে, সুবর্ণাদির দ্যুতি বুঝাইলেও, প্রলোভনের ভাব আসে; সম্পদের ঐশ্বর্য্যের মত্ততা উপস্থিত হয়। যেন স্নিগ্ধতা দেখিয়া প্রলুব্ধ

হইয়া, দেবভাবের প্রতি আকৃষ্ট হই,—সে পক্ষের ইহাই তাৎপর্য্য। এরূপে বুঝা যায়, প্রার্থনায় স্থূল মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবভাবনিবহ। আপনাদের হিরণ্ময় দ্যুতিতে আকৃষ্ট করিয়া, আমার জ্ঞানগুণে বিভূষিত করুন,—আমার জ্ঞানগুণে জগৎ জ্ঞানী ও গুণী হউক।'

মন্ত্রের শেষাংশ—শত্রু-দমনের এবং ঐহিক ও পারত্রিক পরম সুখ-লাভের প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমার রিপুকুল হীনবীর্য্য হউক, পরম সুখ মোক্ষধন আমার অধিগত হউক;—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। (১কা—২অ—৩সূ—২ম)।

—— • ——

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ)।

যেনেন্দ্রায় সমভরঃ পয়াংস্যুত্তমেন ব্রহ্মণা জাতবেদঃ

তেন ত্বমগ্ন ইহ বর্দ্ধয়েমং সজাতানাং শ্রৈষ্ঠ্য

আ ধেহ্যেনং ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

যেন। ইন্দ্রায়। সমঽভরঃ। পয়াংসি। উৎঽতমেন।

ব্রহ্মণা। জাতঽবেদঃ।

তেন। ত্বং। অগ্নে। ইহ। বর্দ্ধয়। ইমং। সাঽজাতানাং। শ্রৈষ্ঠ্যে।

আ। ধেহি। এনং ॥৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জাতবেদঃ' (জ্ঞানোৎপন্ন, সর্ব্বজ্ঞ) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব) 'যেন' (প্রসিদ্ধেন) 'উত্তমেন' (উৎকৃষ্টতমেন) 'ব্রহ্মণা' (মন্ত্রেণ, জ্ঞানেন) 'পয়াংসি' (হবীংষি, সত্ত্বভাবান্বিতহবনীয়ানি) 'ইন্দ্রায়' (দেবাধিপতয়ে, ভগবতে) 'সমভরঃ' (সম্যক্ প্রাপিতবান্

অসি); 'ত্বং' (ভবান্) 'তেন' (তথাবিধেন মন্ত্রেণ) 'ইমং' (অর্চ্চনাকারিণং) 'ইহ' (অস্মিন্ লোকে) 'বর্দ্ধয়' (সমৃদ্ধিযুক্তং কুরু), অপিচ 'এনং' (প্রার্থিনং) 'সজাতানাং' (সমানজাতানাং, দেবভাবানাং মধ্যে) 'শ্রৈষ্ঠ্যে' (শ্রেষ্ঠত্বে) 'আ ধেহি' (নিধেহি, স্থাপয়)। হে দেব! যেন মন্ত্রশক্তিপ্রভাবেন সাধকানাং পূজা ভগবন্তং প্রাপ্নোতি, তম্মন্ত্রং অস্মভ্যং দেহি; তেন বয়ং সফলকামা ভবামঃ। (১কা—২অ—৩সূ—৩ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোৎপন্ন (সর্ব্বজ্ঞ) জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! যে প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্টতম মন্ত্রশক্তির দ্বারা (জ্ঞানের দ্বারা—আহৃত হইয়া) হবনীয় দ্রব্যাদি (সত্ত্বভাবাদি) ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, আপনি তথাবিধ মন্ত্রের (জ্ঞানের) দ্বারা এই অর্চ্চনাকারীকে ইহলোকে সমৃদ্ধিযুক্ত করুন, এবং এই প্রার্থীকে সমানজাতদিগের (দেবগণের) মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। (১কা—২অ—৩সূ—৩ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে জাতবেদঃ জাতানাং বেদিতরগ্নে যেন অতিশয়িতবীর্য্যবতা উত্তমেন উৎকৃষ্টতমেন ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ করণভূতেন পয়াংসি ক্ষীরাজ্যাদিরূপাণি হবীংষি ইন্দ্রায় দেবানাং অধিপতয়ে সমভরঃ সমহরঃ প্রাপিতবান্ অসি॥ হৃঞ্ হরণে অস্মাৎ লঙি সিপ্। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি ইতি ভত্বং। "লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বডুদাত্তঃ" ইতি অডাগম উদাত্তঃ। "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" ইতি নিঘাত-প্রতিষেধঃ। "তিঙি চোদাত্তবতি" ইতি গতেরনুদাত্তত্বং॥ হে অগ্নে ত্বং তেন তথাবিধেন ব্রহ্মণা ইমং সম্পদাদিফলকামং পুরুষং ইহ অস্মিন্ লোকে স্বকীয়ে অবস্থানে বর্দ্ধয়-সমর্দ্ধয়। অস্য অভিমতফলসমৃদ্ধিং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ অপি চ। সজাতানাং সমানজন্মনাং পুরুষাণাং মধ্যে শ্রৈষ্ঠ্যে শ্রেষ্ঠত্বে এনং পুরুষং আধেহি নিধেহি স্থাপয়। জাতীনাং মধ্যে এনং উৎকৃষ্টতমং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। অস্মাৎ লোট্। "সেৰ্হ্যপিচ্চ" ইতি হিরাদেশঃ। "ধ্বসোরেদ্ধাবভ্যাসলোপশ্চ" ইতি এত্বাভ্যাসলোপৌ শ্রৈষ্ঠ্য ইতি। প্রশস্তশব্দাৎ আতিশায়নিক ইষ্ঠন্ প্রত্যয়ঃ। "প্রশস্যস্য শ্রঃ" ইতি প্রশস্তশব্দস্য শ্রাদেশঃ। অস্মাদেব আদেশবিধান-সামর্থ্যাৎ "অজাদী গুণবচনাদেব" ইতি নিয়মস্য বাধিতত্বাৎ অগুণবচনাদপি ইষ্ঠন্ প্রত্যয়ঃ। "প্রকৃত্যৈকাচ্" ইতি প্রকৃতিভাবাৎ টিলোপযণ্স্থিতিচলোপয়োরভাবঃ। শ্রেষ্ঠস্য ভাবঃ শ্রৈষ্ঠ্যং। ব্রাহ্মণাদেরাকৃতিগণত্বাদ্ "গুণবচনব্রহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ" ইতি ষ্যঞ্। "ঞ্নিত্যাদিনিত্যং" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং॥ (১কা—২অ—৩সূ—৩ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:•○•:§——

এই মন্ত্রের চারিটী পদের বিষয় প্রথমে অনুধাবন করা আবশ্যক। প্রথম 'জাতবেদ,' দ্বিতীয়—'ব্রহ্মণা,' তৃতীয়—'পয়াংসি,' চতুর্থ—'সজাতানাং'। 'জাতবেদঃ' পদের আমরা জ্ঞানোৎপন্ন ('বেদ' অর্থাৎ 'জ্ঞান,' তাহা হইতে 'জাত' অর্থাৎ 'উৎপন্ন') অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম। জ্ঞান যে জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়, অগ্নি যে অগ্নি হইতেই সঞ্জাত হয়, তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। 'জাতবেদঃ' সেই জন্যই অগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। দ্বিতীয় পদ—'ব্রহ্মণা'। এই 'ব্রহ্মণা' পদে 'মন্ত্রশক্তিপ্রভাবেন' বা 'জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ব্রহ্ম' পদ—জ্ঞানবোধক। জ্ঞানই ব্রহ্ম—শ্রুতিতে আছে। তাহাতে 'ব্রহ্মণা' পদের অর্থ হয়—মন্ত্রশক্তি দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা। ভাব এই যে, জ্ঞানের বা মন্ত্রশক্তির সাহায্যে। তৃতীয় পদ—'পয়াংসি'। এখানে ভাষ্যকার—'ক্ষীরাজ্যাদিরূপিণী হবীংষি' লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহারই অর্থানুসরণে 'পয়স্'—শব্দের অর্থ 'দ্রব্য' গ্রহণ করিলাম। এখানে দ্রব্যও হইতে পারে; শুদ্ধ-সত্ত্বভাব বা ভক্তি অর্থও আসিতে পারে। তাহাতে ভাব দাঁড়ায় এই যে,—মন্ত্রপূত বা জ্ঞানসংযুক্ত যে পয়ঃ (শুদ্ধ-সত্ত্বভাব, ভক্তি আদি হবনীয়)। মন্ত্রের আলোচ্য চতুর্থ পদ—'সজাতানাং'। এখানে ভাষ্যকার, ভাবে 'জ্ঞাতিদিগের' অর্থ আনিয়াছেন। তাহাতে প্রার্থনা দাঁড়াইয়াছে,—'আপনারা, এই উপাসককে তাহার জ্ঞাতিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ প্রদান করুন।' এ ভাবের এরূপ অর্থ, রাজার নিকট বা কোনও প্রধান ব্যক্তির নিকট প্রার্থনায় প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু ভগবানের দ্বারে দণ্ডায়মান্ সাধকের প্রার্থনায়, এরূপ উক্তি কদাচ সঙ্গত নহে। সাধনাক্ষেত্রে জ্ঞাতির মধ্যে বড় হইবার কামনা কে করে? আমরা সে অর্থ সে ভাব গ্রহণ করিলাম না। 'সজাতানাং' পদকে আমরা এখানে দেব-ভাবের দ্যোতক বলিয়া মনে করি। আমরা বলি, এখানকার ভাব এই যে, অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'আপনার সহজাতদিগের মধ্যে।' অগ্নির (জ্ঞানের) সহজাত বলিতে দেবভাবকেই বুঝাইয়া থাকে। এখানে 'সজাতানাং' বলিতে তাই 'দেবগণের' বা 'দেবভাবসমূহের' অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আহবনীয় বস্তু জ্ঞান-সংযোগে যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানের সাহায্যে আমাকে ইহলোকে প্রতিষ্ঠান্বিত করুন এবং পরলোকে শ্রেষ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। অর্থাৎ, আমায় জ্ঞানসংযুত কর্ম্মের দ্বারা আমায় ইহলোকে ও পরলোকে উভয়লোকে সুখী করুন। ইহলোকে যেন সৎকর্ম্মশীল হই; পরলোকে যেন পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইতে পারি।' ইহাই প্রার্থনা। (১কা—২অ—৩সূ—৩ম)॥

—— ০ ——

চতুর্থো মন্ত্রঃ

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতয়োঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

এষাং যজ্ঞমুত বর্চ্চো দদেহং রায়স্পোষমুত চিত্তান্যগ্নে।

সপত্না অস্মদধরে ভবন্তূত্তমং

নাকমধি রোহয়েমং ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-পাঠ।

আ। এষাং। যজ্ঞং। উত। বর্চ্চঃ। দদে। অহং। রায়ঃ।

পোষং। উত। চিত্তানি। অগ্নে।

সঽপত্নাঃ। অস্মৎ। অধরে। ভবন্তু। উৎঽতমং।

নাকং। অধি। রোহয়। ইমং ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) 'এষাং' (বিঘ্ননাশেষ্টপ্রাপ্তি-সম্বন্ধিনং) 'যজ্ঞং' (সদনুষ্ঠানং) 'অহং' (ভবানুগ্রহপ্রার্থী) 'আ দদে' (স্বীকরোমি, তত্র ব্রতী ভবামি) ; 'উত' (তদা) 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ) তথা 'রায়ঃ' (ধনস্য) 'পোষং' (পুষ্টিং) 'উত' (অপিচ) 'চিত্তানি' (সুমনাংসি, সদ্ভাবাদীনি) মহ্যং বিধেহি ইতি শেষঃ ; 'সপত্নাঃ' (শত্রবঃ) 'অস্মৎ' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'অধরে' (নিকৃষ্টাঃ উপক্ষীণাঃ) 'ভবন্তু' (সন্তু) ; ইমং' (অর্চ্চনাকারিণং) 'উত্তমং' (উৎকৃষ্টতমং) 'নাকং' (সুখং) 'অধিরোহয়' (প্রাপয়ত)। ভগবৎসম্বন্ধযুতে কল্যাণ প্রার্থী সর্ব্ববিধং মঙ্গলং কাময়তে। (১ক—২অ—৩সূ—৪ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! বিঘ্ননাশ-ইষ্টপ্রাপ্তি-সম্বন্ধীয় সদনুষ্ঠানে আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী আমি, ব্রতী হইয়াছি; আমার তেজের এবং ধনের (পরমার্থের) পুষ্টি এবং চিত্তের সদ্ভাববিধান আপনি করুন; শত্রুগণ এই অর্চ্চনাকারীর নিকট নিকৃষ্ট (উপক্ষীণ) হউক; এই প্রার্থনাকারীকে শ্রেষ্ঠ সুখস্থানে অধিরোহণ করাইয়া দেন (আপনার কৃপায় সে যেন পরম সুখ প্রাপ্ত হয়)। (১কা—২অ—৩সূ—৪ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে অগ্নে ত্বৎপ্রসাদাৎ এষাং শত্রূণাং সম্বন্ধিনং যজ্ঞং স্বর্গাদিসাধনং পুণ্যকর্ম্ম অহং ত্বদুপাসকঃ আ দদে স্বীকরোমি। অপহরামিত্যর্থঃ॥ "আঙো দোনাস্যবিহরণে" ইতি আত্মনেপদং। "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি আঙো ব্যবহিতপ্রয়োগঃ॥ উত অপি চ বর্চ্চঃ রাজ্যাদিনিমিত্তং শত্রুসম্বন্ধিতেজঃ। তথা রায়ঃ ধনস্য পোষং পুষ্টিং। শত্রূণাং সম্বন্ধি সমৃদ্ধং ধনং ইত্যর্থঃ। উত চিত্তানি মনাংস্যপি। আ দদে ইতি প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ। শত্রুসম্বন্ধি ঐহিকামুষ্মিকসুখোপায়ভূতং যজ্ঞধনাদিকং তন্নির্ব্বর্ত্তিকাং বুদ্ধিং চ স্বাত্মসাৎ-করোমীত্যর্থঃ। রায়স্পোষং ইতি। "উড়িদং পদাদি" ইতি বৈশব্দাৎ পরস্যাঃ ষষ্ঠ্যা উদাত্তত্বং। "ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র" ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং॥ যত এবং অতঃ সপত্না অস্মদধরে ভবন্তু ইত্যাদি পূর্ব্ববদ্ যোজ্যং॥ (১কা—২অ—৩সূ—৪ম)॥

ইতি প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়েঽনুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রটিকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে ("অগ্নে" হইতে "আ দদে" অংশে) অর্চ্চনাকারী আপনাকে সৎকর্ম্ম-সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতেছেন; সৎকর্ম্ম-সাধন জন্য তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব আসিয়াছে; তিনি সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। দ্বিতীয় অংশে ("উত" হইতে "চিত্তানি মহ্যং বিধেহি" অংশে) একটা প্রার্থনার ভাব প্রস্ফুট হইয়াছে। তিনি চাহিতেছেন—তেজের পুষ্টি; তিনি চাহিতেছেন—তাঁহার সম্বন্ধে পরমার্থ ধনের পুষ্টি; তিনি চাহিতেছেন—চিত্তে সদ্ভাবের সমাবেশ হউক। তার পরের প্রার্থনা—পূর্ব্বের (দ্বিতীয় মন্ত্রের) ন্যায়। শত্রুদমন এবং শ্রেষ্ঠ সুখ প্রাপ্তির কামনা সেখানে প্রকাশ পাইয়াছে। (১কা—২অ—৩সূ—৪ম)।

চতুর্থসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

"অয়ং দেবানাং" ইতি সূক্তেন জলোদররোগনিবৃত্তয়ে গৃহতৃণদর্ভপিঞ্জূলীযুক্তঘটজলেন অভিষেকং কুর্য্যাৎ। সূত্রিতং [illegible] "অয়ং দেবানাং ইতি একবিংশত্যা দর্ভপিঞ্জূলীভির্ন-লীকৈঃ সার্দ্ধং অধিশিরোঽবসিঞ্চতি" ইতি (কৌ০ ৪।১)॥

• • •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

অয়ং দেবানামসুরো বি রাজতি বশা

হি সত্যা বরুণস্য রাজ্ঞঃ

ততস্পরি ব্রহ্মণা শাশদান উগ্রস্য

মন্যোরুদিমং নয়ামি॥ ১॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

অয়ং। দেবানাং। অসুরঃ। বি। রাজতি। বশা।

হি। সত্যা। বরুণস্য। রাজ্ঞঃ।

ততঃ। পরি। ব্রহ্মণা। শাশদানঃ। উগ্রস্য।

মন্যোঃ। উৎ। ইমং। নয়ামি॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবানাং' (ইন্দ্রাদীনাং মধ্যে, দেবভাবানাং মধ্যে) 'অসুরঃ' (পাপিনাং নিগ্রহীতা, দণ্ডদাতা) 'অয়ং' (বরুণঃ) 'বি রাজতি' (বিশেষেণ দীপ্যতে); 'হি' (যস্মাৎ) 'রাজ্ঞঃ' (নৃপস্য) 'বরুণস্য' (বরুণদেবস্য, পাপিনাং দণ্ডপ্রদায়কস্য) 'সত্যা' (সত্যানি) 'বশা' (বশানি, স্বাধীনানি) ভবন্তীতি শেষঃ; 'ততঃ' (তস্মাৎ কারণাৎ) 'পরি' (পরিতঃ, সর্ব্বতঃ) 'ব্রহ্মণা' (মন্ত্রেণ, সত্যজ্ঞানেন) 'শাশদানঃ' (প্রাপ্তবলঃ সন্) অহং 'উগ্রস্য' (কঠোরশাসকস্য বরুণস্য) 'মন্যোঃ' (ক্রোধাৎ) 'ইমং' (জীবনং, ব্যাধিং বা) 'উৎ নয়ামি' (উন্নয়ামি, উদ্গময়ামি, পরিত্রাণং করোমি)। সত্যস্বরূপো দেবঃ পাপিনাং কঠোরশাসকো ভবতি; সত্যেন তৎপ্রীতিসাধনং সম্ভবতি; তস্মাদহং সত্যপরো ভবামি। তেন মম পরিত্রাণং ভবিষ্যতি। ইত্যেবং ভাবঃ অত্র বিদ্যতে। (১কা—২অ—৪সূ—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণের মধ্যে পাপীর (অসতের) দণ্ডদাতা এই বরুণদেব, বিশেষভাবে প্রকাশমান্ আছেন; কেন-না, সত্যভাব রাজা বরুণেরই বশে আছে। সেই কারণে, সর্ব্বতোভাবে সত্যজ্ঞানের দ্বারা বলীয়ান হইয়া, আমি সেই কঠোরশাসক বরুণদেবের ক্রোধ হইতে এই জীবনকে পরিত্রাণ করিতেছি। (১কা—২অ—৪সূ—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

দেবানাং ইন্দ্রাদীনাং মধ্যে অসুরঃ ক্ষেপ্তা পাপিনাং নিগ্রহীতা॥ অসু ক্ষেপণে। অসেরুরন্ (উ· ১।৪২) ইতি উরন্ প্রত্যয়ঃ। "ফ্রিত্যাদির্নিত্যং" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং॥ ঈদৃশঃ অয়ং বরুণো বিরাজতি বিশেষেণ দীপ্যতে। সর্ব্বানয়ন্তৃত্বাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়া বর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥ রাজৃ দীপ্তৌ॥ তত্র হেতুং আহ। হি যস্মাৎ কারণাৎ সত্যা সত্যানি সদ্রূপং প্রাপ্তানি পদার্থজাতানি॥ "শেশ্ছন্দসি বহুলং" ইতি শের্লোপঃ॥ রাজ্ঞঃ রাজমানস্য বরুণস্য দেবস্য বশা বশানি স্ববশেন স্বাধীনানি। নিয়মাত্রেন স্বাধীনানি ভবন্তীত্যর্থঃ॥ যদ্বা রাজ্ঞঃ বরুণস্য সত্যানি যথার্থভাষণানি স্ববশানি ভবন্তি। সর্ব্বদা সত্যভাষণশীল ইত্যর্থঃ। আম্নায়তে হি "রাজ্ঞস্ত্বাসত্যধর্ম্মণঃ" (১।১০।৩) ইতি॥ ততঃ তস্মাৎ কারণাৎ পরি পরিতঃ সর্ব্বতঃ ব্রহ্মণ মন্ত্রেণা বরুণবিষয়স্তুতিরূপেণ হবিষা বা শাশদানঃ অত্যর্থং তীক্ষ্ণঃ স্তোত্রাদিনা তোষিতস্য বরুণস্য অনুগ্রহেণ প্রাপ্তবলঃ॥ শদ্লৃ শাতনে। অস্মাৎ যঙ্লুগন্তাদ্ ব্যত্যয়েন লটঃ শনচ্। "অভ্যস্তানামাদিঃ" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং॥ ঈদৃশোঽহং উগ্রস্য উদ্গূর্ণবলস্য দুষ্প্রধর্ষস্য বরুণস্য মন্যোঃ ক্রোধাৎ অনৃতভাষণাদিপাপজনিতাৎ জলোদররোগহেতুভূতাৎ ইমং জলোদররোগার্ত্তং পুরুষং উন্নয়ামি, উদ্গময়ামি। রোগাদ্ উন্মোচয়ামীত্যর্থ॥ (১কা—২অ—৪সূ—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ ০ §—

এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটীর যে প্রয়োগ-বিধি আছে, তাহাতে বুঝা যায়, জলোদর-রোগ-নিবৃত্তির পক্ষে এই মন্ত্র-কয়েকটী অব্যর্থ ফল প্রদান করে। এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক ঘটস্থিত জলকে গৃহতৃণদর্ভপিঞ্জলী দ্বারা (শান্তিজল) রোগীর গাত্রে প্রক্ষেপ করিতে হয়। তাহাতেই রোগমুক্ত হওয়া যায়।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটীর যে অর্থ প্রচলিত আছে, আমরা প্রায়ই তাহার অনুসরণ করিয়াছি। কেবল আধ্যাত্মিক ভাব-সঙ্গত পক্ষে দুই একটী শব্দের অর্থান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি মাত্র। ভাষ্যে প্রকাশ, ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে বরুণদেবই কঠোর-শাসক (অসুর)। তিনি সত্যভাষণশীল এবং সত্যবস্তু হইতেই তাঁহার উৎপত্তি। অথবা, সত্য তাঁহার বশে আছে। বরুণ-বিষয়ক এই মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হন। তখন তাঁহার অনুগ্রহে শক্তি-সামর্থ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর, তাঁহার ফলে, পরম উগ্র সেই বরুণদেবের ক্রোধ হইতে মুক্তিলাভ হয়। জলোদরগ্রস্ত রোগী, জলোদর রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে। আমি জলোদরগ্রস্ত রোগী, আমি রোগশান্তির জন্য, এই মন্ত্রে বরুণদেবের উপাসনা করিতেছি। ভাষ্যে মন্ত্রের ঐরূপ মর্ম্মই প্রকাশমান আছে।

আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিতেছি, তাহাতে বলি,—মন্ত্রার্থে কেবল যে জলোদরগ্রস্ত রোগীর রোগ-শান্তির প্রার্থনা মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে। পরন্তু এ মন্ত্রে সংসার-তাপগ্রস্ত জন, শান্তিধামে উপনীত হইবার প্রার্থনা করিতেছে,—সাধারণতঃ এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইমং' আর 'উন্নয়ামি' পদদ্বয়ের নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করিতে পারিলেই এ ভাব বোধগম্য হয়। 'ইমং' পদে কেন 'জলোদররোগার্ত্তং' অর্থ আনিব? 'উন্নয়ামি' পদেই বা কেন 'রোগাৎ উন্মোচয়ামি' অর্থ অধ্যাহার করিব? আমরা বলি, 'ইমং' পদ 'এই জীবনকে' বুঝাইতেছে; এবং 'উন্নয়ামি' পদে 'উদ্গমনের ভাব' আসিতেছে। বরুণদেবের উপাসনায়, তাঁহার আদর্শে সত্যপর হইয়া, আমরা যেন আমাদিগের জীবনকে ঊর্দ্ধদেশে ভগবৎসকাশে লইয়া যাই—প্রার্থনায় এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। অসৎকে পাপীকে বরুণদেব দণ্ডদান করেন,—বরুণের পাশে আবদ্ধ হইয়া পাপী নির্য্যাতনগ্রস্ত হয়। আমরা যেন সৎ হই, তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি আসিবে, আমরা শান্তিধামে উপনীত হইব। ইহাই এ প্রার্থনার সাধারণ মর্ম্মার্থ। জলোদররোগগ্রস্তের রোগশান্তির পক্ষেও এ মন্ত্রের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়; পরন্তু, ভবব্যাধি-নাশ-পক্ষেও এ মন্ত্রের উপযোগিতা উপলব্ধ হয়। (১কা—২অ—৪সূ—১ম)।

* লক্ষ্য করিবেন, এখানে 'অসুর' পদ পাপীদের শাসনকর্ত্তা—প্রকারান্তরে দেবতা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদেও আমরা দেখাইয়াছি, 'অসুর' শব্দ কোথাও দেবতা অর্থে এবং কোথাও বা দৈত্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

নমস্তে রাজন্ বরুণাস্তু মন্যবে বিশ্বং

হ্যুগ্র নিচিকেষি দ্রুগ্ধং।

সহস্রমন্যান্ প্র সুবামি সাকং শতং জীবাতি

শরদস্তবায়ং। ২ ॥

• • •

পদপাঠঃ।

নমঃ। তে। রাজন। বরুণ। অস্তু। মন্যবে। বিশ্বং।

হি। উগ্র। নিঽচিকেষি। দ্রুগ্ধং।

সহস্রং। অন্যান্। প্র। সুবামি। সাকং। শতং। জীবাতি।

শরদঃ। তব। অয়ং ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাজন্' (দ্যোতমান্) 'বরুণ' (পাপিনাং দণ্ডপ্রদ হে বরুণদেব) 'তে' (তব) 'মন্যবে' (কোপায়) 'নমঃ' (নমস্কার, শান্তিরিতি যাবৎ) 'অস্তু' (ভবতু); 'উগ্র' (হে কঠোরশাসক বরুণ) 'বিশ্বং' (কৃৎস্নং, সমস্তপ্রাণিকৃতং) 'দ্রুগ্ধং' (দ্রোহং, অপরাধং) 'নিচিকেষি' (জানাসি); তথাপি 'অন্যান' (সম্ভবতঃ তব অপরিজ্ঞাতান্ মৎকৃতান) 'সহস্রং' (সহস্রসংখ্যাকান্ অপরাধান্) 'সাকং' (সহ, যুগপৎ) 'প্র সুবামি' (প্রেরয়ামি, সর্ব্বন্তোভাবেন তব শরণাগতো ভবামি); 'অয়ং' (পাপনিপীড়িতো জনঃ) পাপক্ষালনার্থং

সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকরণায় 'তব' (ভবদীয়ানুগ্রহাৎ) 'শতং' (শতসংখ্যাকান্) 'শরদঃ' (সংবৎসরান্) 'জীবাতি' (জীবতু) ইতি প্রার্থনা। হে দেব! যদ্যপি ত্বং সর্ব্বেষাং সর্ব্ববিধং পাপং অনুজানাসি, তথাপি মদীয়স্য সকলপাপস্য সন্ধানং তব গোচরীভূতং ন অস্তি। জ্ঞাতো বা অজ্ঞাতো যোঽপরাধো ময়া কৃতবান্ তৎ সর্ব্বং ক্ষমস্ব ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১কা—২অ—৪সূ—২ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

পাপীদিগের দণ্ডদাতা হে দ্যোতমান্ বরুণদেব! (আমাদের পাপকর্ম্মজনিত) আপনার ক্রোধ শান্তি হউক। হে কঠোর-শাসক দেব! সকল প্রাণিকৃত অপরাধ আপনি অবগত আছেন। তথাপি, হয় তো আপনার অপরিজ্ঞাত আছে—আমার এমন সকল সহস্র সহস্র অপরাধ সহ, আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার শরণাগত হইতেছি। এই পাপনিপীড়িত জন, ভবদীয় অনুগ্রহে (পাপক্ষালনার্থ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত) শত সংবৎসর জীবিত থাকুক—এই প্রার্থনা। (১কা—২অ—৪সূ—২ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে রাজন্ দ্যোতমান বরুণ! তে তব মন্যবে ক্রোধায় নমঃ নমস্কারঃ অস্তু ভবতু। সর্ব্বত্র হিংসনস্য মন্যুপূর্ব্বকত্বাৎ অত্র মন্যোর্নমস্কার্য্যত্বেন নির্দ্দেশঃ। যথা "নমস্তে রুদ্র-মন্যবে" (তৈ০ স০ ৪।৫।১।১) ইতি। "নমঃ স্বস্তি স্বাহা" ইতি মন্যুশব্দাৎ চতুর্থী॥ তত্র হেতুং আহ। (হি যস্মাৎ কারণাৎ ত্বং) হে উগ্র উদ্গূর্ণবল বরুণ বিশ্বং কৃৎস্নং দ্রুগ্ধং দ্রোহং॥ ভাবে ক্তঃ॥ সমস্তপ্রাণিকৃতং অপরাধং নিচিকেষি জানাসি। অপরাধ-জ্ঞানাৎ হি মন্যুরুৎপদ্যতে অতঃ তদুৎপত্তির্মাভূৎ ইতি মন্যোঃ অত্র নমস্কারঃ কৃত ইতি দ্রষ্টব্যং। যদ্বা। উত্তরশেষোঽয়ং হে বরুণ দ্রুগ্ধং দ্রোহকর্ত্তৃ অপকারকং॥ দ্রুহ জিঘাংসায়াং। কর্ত্তরি ক্তঃ। রুধাদিত্বেন বিকল্পিতেট্ত্বাৎ "যস্য বিভাষা" ইতিঃ ইট্-প্রতিষেধঃ। "বা দ্রুহমুহষ্ণুহষ্ণিহাং" ইতি হকারস্য ঘত্বং "ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ" ইতি নিষ্ঠাতকারস্য ধত্বং। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্ততা॥ ঈদৃশং বিশ্বং প্রাণিজাতং চি যস্মাৎ নিচিকেষি জানাসি॥ কিত জ্ঞানে। অস্মাৎ লট্। জুহোত্যাদিত্বাৎ শপঃ শ্লুঃ॥ তস্মাৎ কারণাৎ সহস্রং সহস্রসংখ্যাকান্ অন্যান্ সাপরাধান্ দেষ্যান্ জনান্ সাকং সহ। যুগপদেব ইত্যর্থঃ। প্র সুবামি প্রেরয়ামি। অস্য প্রতিনিধিত্বেন প্রযচ্ছামীত্যর্থঃ। বরুণস্য সকাশাৎ প্রতিনিধিপ্রদানেন আত্মনো নিষ্ক্রয়ণং ঐতরেয়কে সমাম্নাতং। "ঋষেহং তে শতং দদাম্যহং এষাং একেনাত্মানং নিষ্ক্রীণৈ" (ঐ০ ব্রা০ ৭।১৫) ইতি॥ ষূ প্রেরণে। তুদাদিত্বাৎ শঃ। তস্য ঙিত্বাৎ গুণপ্রতিষেধে উবঙ্। "তিঙঙতিঙঃ"

ইতি নিপাতঃ॥ তস্মাৎ কারণাৎ অয়ং ব্যাধিপীড়িতো জনঃ তব অনুগ্রহাৎ শতং শরদঃ শতসংখ্যাকান্ সম্বৎসরান্ জীবাতি জীবতু। সাপরাধান্ অন্যান্ অপরিমিতান্ জনান্ স্বীকৃত্য এনং নীরোগং কৃত্বা শতসম্বৎসরং জীবয়েত্যর্থঃ॥ "কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে" ইতি দ্বিতীয়া। জীব প্রাণধারণে ইত্যস্মাৎ লেটি অডাগমঃ॥ (১কা—২অ—৪সূ—২ম)॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এই মন্ত্রের যে অর্থ ভাষ্যভাবে প্রকাশিত আছে, প্রথমে তাহার তাৎপর্য্য-খ্যাপন করিতেছি। তার পর, আমাদের যে সামান্য বক্তব্যটুকু আছে, তাহা বলিতেছি।

ভাষ্যভাবে বুঝা যায়, এই মন্ত্রটী যেন জলোদরগ্রস্ত রোগীর প্রতিনিধিস্বরূপ পুরোহিত উচ্চারণ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'হে দেব! আপনার ক্রোধকে নমস্কার। সকলের পাপের সমাচার আপনি অবগত আছেন। তাহা জানার কারণই সকলের প্রতি আপনার অশেষ ক্রোধ সঞ্জাত হয়। যাহা হউক, আপনার সেই ক্রোধের শান্তির জন্য সহস্র পাপকর্ম্মপরায়ণ জনগণের পক্ষ হইয়া, তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, এই ব্যাধি-পীড়িত জনকে নীরোগ করুন এবং শতবর্ষ পরমায়ু দান করুন।'

শান্তিস্বস্ত্যয়ন-কর্ম্মে জলোদরগ্রস্ত রোগীর রোগ-উপশমনার্থ যখন এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, তখন এই অর্থে এই ভাবেই ইহার প্রয়োগ সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু যখন মনে হয়, মন্ত্রটী কেবল জলোদরগ্রস্ত রোগীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হইয়া সাধারণ ভবব্যাধিগ্রস্তের পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে; তখন, মন্ত্রান্তর্গত দুই একটী পদের নিগূঢ় অর্থের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সেই দৃষ্টির ফলেই আমরা মন্ত্রার্থ-প্রকাশে দুই একটী পদের অধ্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। এ পক্ষে আমাদের অন্বয়বোধিনী-ব্যাখ্যায় মন্ত্রটিকে যে তিনটী অংশে বিভক্ত করিয়াছি, প্রথমে তৎপ্রতি লক্ষ্য করুন। তার পর, অর্থসঙ্গতির বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের ("রাজন্" হইতে "অস্তু" এবং "উগ্র" হইতে "নিচিকেষি"—এই দুই অংশের) অর্থ প্রায়ই ভাষ্যানুমত রাখিয়াছি। তৃতীয় অংশে ("তথাপি অন্যান্" হইতে "জীবাতি" অংশে) দুইটী ভাব আমনন করিয়া আনিয়াছি। অন্যান্ পদে 'অন্যান্য জনের' এরূপ অর্থের স্বার্থকতা উপলব্ধ হয় না। পুরোহিত যখন যজমানের শান্তিকামনায় মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন, তখন অন্যান্য জনের অবান্তর প্রসঙ্গ কেন আনিবেন? আমরা তাই মনে করি, এখানে 'অন্যান্' পদে প্রার্থীর মনে আত্মকৃত অপরের অপরিজ্ঞাত—নানা পাপকর্ম্মের বিষয় উদয় হইয়াছে। তিনি যেন আত্মগ্লানিতে জরজর হইয়া বলিতেছেন—'হে দেব! সকল পাপ আপনার জানা আছে সত্য; কিন্তু আমি এত পাপ করিয়াছি যে, তাহার অনেকগুলি হয় তো আপনার অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। আমার মনের অগোচর তো পাপ নাই। তাই অতি-সঙ্কোচে আমি আপনার শরণ লইতেছি। আপনার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত আমার যত পাপ আছে,

আমার সকল পাপ মোচনের আপনি উপায়-বিধান করুন।' এই উচ্চভাব মন্ত্রের মধ্যে আছে মনে করিয়াই আমরা 'অজ্ঞান' পদে 'সম্ভবতঃ তব অপরিজ্ঞাতান্ সংকৃতান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ 'অয়ং' পদের পর 'পাপক্ষালনার্থং সংকর্ম্মানুষ্ঠানকরণায়' বাক্যাংশও ঐ অর্থেরই সম্যক্ সঙ্গতি রক্ষা-পক্ষে অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। 'শত শরৎ অর্থাৎ শত বৎসর পরমায়ু দেও'—এ প্রার্থনা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর প্রার্থীর উপযোগী প্রার্থনা হইতে পারে। কিন্তু উচ্চস্তরের সাধক কেবল বাঁচিতে চাহেন না। তাঁহারা সংকর্ম্মানুষ্ঠানে পাপক্ষয়কারী জীবনেরই প্রার্থী হয়েন। এই জন্যই ঋগ্বেদের একটী প্রধান প্রার্থনা—'নব্যমায়ুঃ প্রস্তিব কৃধি সংস্রসাং ঋষিং'; অর্থাৎ,— আমায় সহস্রসৎকর্ম্মশীল অভিনব আয়ু প্রদান করুন, আমায় অশেষত্যাগশীল ঋষি করিয়া দেন।' আমরা মনে করি, এখানেও আয়ু-প্রার্থনার মধ্যেও ঐ ভাবই প্রচ্ছন্ন আছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমরা মনে করি, এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—'হে ভগবন্! যাহাতে আমার পাপের ক্ষয় হয়, চরমে আমি পরম আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হই, দয়া করিয়া তাহারই উপায়-বিধান করুন।' (১কা-২অ-৪সূ-২ম)।

—•—

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

যদুবক্থানৃতং জিহ্বয়া বৃজিনং বহু।

রাজ্ঞস্ত্বা সত্যধর্ম্মণো মুঞ্চামি বরুণাদহং ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

যৎ। উবকৃথ। অনৃতং। জিহ্বয়া। বৃজিনং। বহু।

রাজ্ঞঃ। ত্বা। সত্যঽধর্ম্মণঃ। মুঞ্চামি। বরুণাৎ। অহং ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জিহ্বয়া' (বাচা) 'যৎ' (যৎকিঞ্চিৎ) 'অনৃতং' (অসত্যং) 'উবকৃথ' (উবক্ত, উক্তবানসি), তৎ 'বহু' (অধিকং) 'বৃজিনং' (পাপং ইতি যাবৎ) সঞ্জায়তে; 'সত্যধর্ম্মণঃ' (সত্যধর্ম্মপালনশীলাৎ) 'রাজ্ঞঃ' (রাজমানাৎ, নিয়ামকাৎ, দণ্ডদানবিধানকর্ত্তুঃ ইত্যর্থঃ) 'বরুণাৎ' (বরুণদেবাৎ,

পাশবন্ধকারিণঃ) 'অহং' (অর্চনাকারী) 'ত্বা' (ত্বাং, হে মম জীবন ত্বাং) 'মুঞ্চামি' (মোচয়ামি, কর্ম্মপ্রভাবেন ইতি শেষঃ)। অনৃতং হি পাপমূলং। পাপাৎ অশেষক্লেশঃ সঞ্জায়তে। তৎপাপবিনাশার্থং অহং সত্যরক্ষকং দেবং অনুসরণং করোমি। (১কা ২অ—৪সূ—৩ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বাক্যের দ্বারা যে-কিছু অসত্য উক্ত হইয়া থাকে, তাহাতে অধিক পাপ সঞ্জাত হয়। সত্যধর্ম্মপালনশীল, (দণ্ডদানের) বিধানকর্তা পাপবন্ধকারী সেই বরুণদেব হইতে, হে আমার জীবন, তোমাকে আমি (আমার কর্ম্ম-প্রভাবে) মুক্ত করিতেছি। (ভাবার্থ,—অনৃতই পাপের মূলীভূত। পাপ হইতে অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন হয়। সেই পাপ বিনাশের নিমিত্ত আমি সত্য-রক্ষক ভগবানের অনুসরণ করিতেছি।)॥ (১কা—২অ—৪সূ—৩ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

হে জলোদররোগগ্রস্ত পুরুষ জিহ্বয়া অভিবদনসাধনেন ইন্দ্রিয়েণ তৎ রোগনিদানভূতং অনৃতং অসত্যং উবক্থ উবক্থ। অযথার্থকথনং কৃতবানসীত্যর্থঃ। ব্রূঞ ব্যক্তায়াং বাচি। "ব্রুবো বচিঃ" ইতি লিটি বচাদেশঃ। "লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষাং" ইতি অভ্যাসস্য সংপ্রসারণং ছান্দসো বর্ণলোপঃ। অনৃতস্য রোগহেতুত্বং উপপাদয়ন্ বিশিনষ্টি। অহ অধিকং বৃজিনং পাপং। হেতুহেতুমতোরভেদেন সামানাধিকরণ্যং। অস্মাৎ পাপকর্ম্মণঃ অধিকতরপাপহেতুঃ অনৃতবদনং ইত্যর্থঃ। বৃজী বর্জ্জনে। অস্মাৎ ঔণাদিক ইনচ্ প্রত্যয়ঃ। "চিতঃ" ইতি অন্তোদাত্তত্বং। অনৃতস্য বৃজিনরূপত্বং তৈত্তিরীয়কেঽপি আম্নাতং। "বৃজিনং অনৃতং দুশ্চরিতং। ঋজুকর্ম্ম সত্যং সুচরিতং" (তৈ০ ব্রা০ ৩.৩৭.১০) ইতি যস্মাদ্ অনৃতং পাপরূপং তস্মাদ্ রোগনিদানং ইত্যর্থঃ। উক্তং হি।

জন্মান্তরকৃতং পাপং ব্যাধিরূপেণ জায়তে।
তচ্ছান্তিরৌষধৈর্দ্দানৈর্জপহোমার্চ্চনাদিভিঃ। ইতি।

যদ্যপি অনৃতবদনরূপং পাপং কৃতবান্ অসি তথাপি সত্যধর্ম্মণঃ সত্যং ধর্ম্মো যস্যাসৌ সত্যধর্ম্মা। "ধর্ম্মাদ্ অনিচ্ কেবলাৎ" ইতি অনিচ্ প্রত্যয়ঃ সমাসান্তঃ। সত্যভাষণ-স্বভাবাৎ। বিবক্ষিতবিশেষণং এতৎ। যতোঽয়ং বরুণঃ সত্যধর্ম্মা অতঃ অসৌ অনৃত-ভাষণং ন সহত ইত্যর্থঃ। শ্রূয়তে হি "অনৃতে খলু বৈ ক্রিয়মাণে বরুণো গৃহ্ণাতি" (তৈ০ ব্রা০ .১৭.২.৬) ইতি। ঈদৃশাৎ রাজ্ঞঃ রাজমানাৎ নিয়ামকাৎ বরুণাৎ হে রোগগ্রস্ত (অহং ত্বা) ত্বাং মুঞ্চামি মোচয়ামি অস্মাদ্ অনৃতবদনসংভূতাৎ জলোদররূপাৎ বরুণপাশাৎ মন্ত্রপ্রভাবেন ত্বাং বিযোজয়ামীত্যর্থঃ। মুচ্‌লৃ মোক্ষণে। তুদাদিত্বাৎ শঃ। "শে মুচাদীনাং". ইতি নুম্। (১কা—২অ—৪সূ—৩ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। সাধক এখানে সঙ্কল্প করিতেছেন,—'জীবন! তুমি পাপের পাশে আবদ্ধ হইয়াছ; আমি তোমায় মুক্ত করিতেছি—এই সঙ্কল্প করিলাম।' কিরূপে মুক্ত করিব? বরুণদেবের আদর্শের অনুসরণ করিয়া। তিনি সত্য-সংরক্ষক; তিনি সত্যের পালক। আমি যদি সত্যপর হইতে পারি, তিনি অবশ্যই আমার রক্ষা করিবেন,—অবশ্যই আমার পাশ মোচন হইবে। আমি সত্যপর হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং আমার জীবনের বন্ধনমোচনেও আর সংশয়ের কারণ নাই।

মিথ্যাই পাপের প্রধান কারণ। আমরা প্রতিনিয়ত মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করিয়া পাপের পশরা আপনাদের মস্তকের উপর সঞ্চীকৃত করিতেছি। কিসে মিথ্যাভাষণ বন্ধ হয়, কিসে সদা সত্যপর হইতে পারি, ইহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। পাপের ভার লাঘব করিবার পক্ষে, পাপের পাশ ছিন্ন করিবার সম্বন্ধে, সত্যভাষণ—সত্যের অনুসরণ—একমাত্র উপায়। এই মন্ত্র সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। তোমাকে সৎকর্ম্মশীল সত্যপর হওয়ার জন্য উপদেশ দিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—'যত রোগের মূল—অসত্যকথন; অসত্য পরিবর্জ্জন কর, সত্যে একনিষ্ঠ হও, তোমার সকল সন্তাপ দূরীভূত হইবে।' আমরা মনে করি, এ মন্ত্র ঐ উদার শিক্ষা বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

তবে ভাষ্যের ভাব—একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। ভাষ্যকার বলেন,—'এ মন্ত্র জলোদর-গ্রস্ত রোগীকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হয়। তাহাতে পুরোহিত যেন বলেন 'তুমি মিথ্যা-কথনের ফলস্বরূপ জলোদর-রোগগ্রস্ত হইয়াছ। আমি বরুণদেবের প্রসাদে মন্ত্র-শক্তির দ্বারা তোমায় রোগমুক্ত করিতেছি।' মিথ্যাকথনের ফলে জলোদর রোগের সঞ্চার হয়। এই মন্ত্রোচ্চারণে, শান্ত-কর্ম্মের ফলে, সে রোগ নাশ পায়। ইহাই এ মন্ত্রের ভাষ্যের ভাব। (১কা। ২অ ৪সূ—৩ম)।

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

মুঞ্চামি ত্বা বৈশ্বানরাদর্ণবান্মহতস্পরি।

সজাতানুগ্রেহা বদ ব্রহ্ম চাপ চিকীহি নঃ॥ ৪॥

পদ-পাঠঃ।

মুঞ্চামি। ত্বা। বৈশ্বানরাৎ। অর্ণবাৎ। মহতঃ। পরি।

সজাতান্। উগ্র। ইহ। আ। বদ। ব্রহ্ম। চ। অপ।

চিকীহি। নঃ ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম জীবন! 'ত্বা' (ত্বাং) 'বৈশ্বানরাৎ' (অগ্নিদেবাৎ, জ্বলন্ত জ্বালায়াঃ যদ্বা—বিশ্বহিতসাধককর্ম্মপ্রভাবেন ইতি ভাবঃ) 'মহতঃ' (ভীষণাৎ, দুশ্চিকিৎসাৎ ইত্যর্থঃ) 'অর্ণবাৎ' চ (জলাধিপতয়ে, জলদেবতায়াঃ কোপাৎ জলসম্বন্ধিনো রোগাৎ, যদ্বা - সংসাররূপমহাসমুদ্রাৎ ইতি ভাবঃ) 'পরি' (পরিতঃ, সর্ব্বতঃ) 'মুঞ্চামি' (কর্ম্মপ্রভাবেন মোচয়ামি, উত্তীর্ণং করোমি ইতি যাবৎ); 'উগ্র' (হে দুর্দ্ধর্ষ, হে বিচক্ষণ) 'ইহ' (অস্মৈ কর্ম্মণে) ত্বং 'সজাতান্' (তব সহচারিণঃ, অসৎপ্রবৃত্তিদাতৄন্) 'অপ' (অপসারয়, বিনাশয়); 'ব্রহ্ম' (মন্ত্ররূপাং স্তুতিং) 'আ বদ' (সর্ব্বতোভাবেন উচ্চারয়) 'চ' (এবং) ব্রহ্ম 'চিকীহি' (জানীহি)। পাপক্ষালনার্থং আত্মোদ্বোধনমূলকং এতন্মন্ত্রং। অত্র পাপমোচন-সঙ্কল্প প্রকাশতে। ব্রহ্ম অনুধ্যানং কৃত্বা অসৎপ্রবৃত্তিং অপসারয়। তেন সকলযন্ত্রণা বিদূরিতা ভবতি। (১কা—২অ ৪সূ - ৪ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার জীবন! তোমাকে অগ্নিদেবের কোপ হইতে (জ্বলন-জ্বালা হইতে) এবং জলাধিপতির ভীষণ কোপ হইতে (জলসম্বন্ধি ভীষণ ব্যাধি হইতে) আমার কর্ম্মপ্রভাবের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করিতেছি। (অথবা,—হে আমার জীবন! বিশ্বহিতসাধক কর্ম্মের দ্বারা তোমাকে সেই ভীষণ সংসার-সমুদ্র হইতে সর্ব্বতোভাবে উত্তীর্ণ করিতেছি) হে দুর্দ্দমনীয় (বিচক্ষণ)! তুমি তোমার কর্ম্ম-সম্বন্ধ হইতে তোমার সহচর অসৎপ্রবৃত্তিদাতাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অপসারণ কর; মন্ত্ররূপ স্তুতি সর্ব্বতোভাবে উচ্চারণ কর এবং ব্রহ্মকে অবগত হও। মন্ত্রটীতে পাপক্ষালন জন্য উদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। পাপমোচনসঙ্কল্পও ইহাতে পরিদৃষ্ট হয়। ব্রহ্মকে অনুধ্যান করিয়া অসৎপ্রবৃত্তি বিনাশ কর এবং তদ্দ্বারা সকল যন্ত্রণা বিদূরিত হউক—মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করিতেছে।)। (১কা—২অ—৪সূ—৪ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে রোগগ্রস্ত ত্বা ত্বাং। "ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ" ইতি যুষ্মদস্ত্বাদেশঃ। "অনুদাত্তং সর্ব্বম্ অপাদাদৌ" ইতি অনুবৃত্তেঃ স চ অনুদাত্তঃ। বৈশ্বানরাৎ বিশ্বনরহিতাৎ মহতঃ প্রভূতাৎ অর্ণবাৎ॥ অর্ণ ইত্যুদকনাম। তদ্ অস্মিন্ বহুলং অস্তীত্যেতস্মিন্ অর্থে "অর্ণসো লোপশ্চ" ইতি ব প্রত্যয়ঃ তৎসান্নিয়োগেন সকারলোপশ্চ। তথাবিধাৎ সমুদ্রাৎ। অনেন চ তদভিমানী দেবো লক্ষ্যতে। সমুদ্রাভিমানিনো বরুণাৎ মুঞ্চামি। তৎকৃতাৎ জলোদর-রোগাদ্ মুঞ্চামীত্যর্থঃ॥ পারঃ পঞ্চম্যর্থানুবাদী। যদ্বা বৈশ্বানরঃ বিশ্বনরহিতো জাঠরাগ্নিঃ তস্য আবরকত্বেন সম্বন্ধী সোঽপি বৈশ্বানরঃ। "তস্যেদং" ইত্যণ্। তথাবিধাৎ মহতঃ অধিকাদ্ দুশ্চিকিৎস্যাদ্ অর্ণবাৎ উদকসহিতাৎ জলময়াদ্ রোগাৎ ত্বাং মুঞ্চামি। হে উগ্র উদ্গূর্ণবল বরুণ ত্বমপি সজাতান্ সহচারিণঃ শিক্ষকান্ ভটান্ ইহ অস্মিন্ পুরুষবিষয়ে আ বদ আসমন্তাৎ কথয়। যথা পুনঃপুনরাগত্য এনং পুরুষং ন নিঘ্নন্তি তথা কথয়েত্যর্থঃ। তত্র হেতুং আহ। নঃ অস্মদীয়ং ব্রহ্মণারূপং অন্নং। যদ্বা। ব্রহ্ম অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানং মন্ত্ররূপাং স্তুতিং অপ। যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ। অপহায়। অনৃতভাষণাদি-নিমিত্তং অপরাধং বিস্মৃত্যেত্যর্থঃ। চিকীহি জানীহি। অনুক্তসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। মদীয়য়া স্তুত্যা পরিতুষ্টঃ সন্ ভয়াদিনাশয়েত্যর্থঃ॥ চিকীহি। কিত জ্ঞানে অস্মাৎ লোটি জুহোত্যাদিত্বাৎ শপঃ শ্লুঃ। ছান্দসো দীর্ঘঃ। (১কা—২অ—৪৮—৪ম)।

ইতি প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়েঽনুবাকে চতুর্থং সূক্তং। ৪।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

জলোদরগ্রস্ত রোগীর রোগমুক্তির জন্য যে কয়টী মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, এই মন্ত্রটী তাহার চতুর্থ মন্ত্র। মিথ্যাকথনজনিত পাপে জলোদর রোগ উৎপন্ন হয়। মিথ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, সত্যের অনুসারী হইয়া, এই মন্ত্রের ক্রিয়া-দ্বারা সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। রক্তহীনতায় জলসঞ্চয়ে যে সকল রোগী নিত্য নিত্য কালকবলে পতিত হইতেছে, তাহারা বিধিপূর্ব্বক এই সূক্তের মন্ত্র-কয়টি প্রয়োগ করিয়া সাফল্য লাভ করুন। ভাষ্যের মত এই যে, মন্ত্রের প্রথমাংশে জলোদরগ্রস্ত রোগীকে এবং শেষাংশে বরুণদেবকে সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রথমাংশে রোগীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইতেছে,—'হে রোগগ্রস্ত, তোমাকে সেই বিশ্বনরহিতকারী ভীষণ সমুদ্র হইতে অর্থাৎ জলাভিমানী দেবতার কোপ হইতে (জলোদর রোগ হইতে) মুক্ত করিতেছি। দুশ্চিকিৎস্য যে জল-রোগ, এই মন্ত্র প্রভাবে, তাহা হইতে তুমি মুক্ত পাও।' এইরূপ, মন্ত্রের শেষাংশে বরুণ দেবতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলা হইতেছে,—'হে উগ্র! আপনিও আপনার সহকারীদিগকে এই পুরুষের বিষয়ে বলুন। তাঁহারা আসিয়া আর যেন এই পুরুষকে পীড়ন না করেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে বলিয়া দেন। আমাদের অন্নরূপ হবিঃ বা স্তুতি দ্বারা অপরাধ বিস্মৃত হউন এবং আমাদিগকে জানুন।'

মন্ত্রের প্রয়োগ-সম্বন্ধে এবং মন্ত্রের রোগনাশিকা শক্তি-বিষয়ে আমাদের কোনই মতান্তর থাকিতে পারে না। আমাদের বক্তব্য মন্ত্রের ভাব-বিষয়ে। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী সর্ব্বথা আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাষ্যকার কহিয়াছেন—মন্ত্রের প্রথমাংশে জরাগ্রস্তকে এবং শেষাংশে উগ্রমূর্ত্তি বরুণদেবকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, মন্ত্রের উভয়ত্রই আপনার জীবনকে সম্বোধন আছে। জীবন (মন বলিতেও পারা যায়) দুর্দ্দমনীয় বিচঞ্চল যথেচ্ছকর্ম্মকারী; তাই 'উগ্র' পদ প্রযুক্ত দেখি। জীবনের সহচর—অসৎপ্রবৃত্তিনিচয়। তাই 'সহজাতান্' পদের প্রয়োগ আছে। মন্ত্রের উপদেশ,—তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া, মন্ত্র দ্বারা—উপাসনার দ্বারা—ব্রহ্মকে অবগত হও। সেই তোমার প্রকৃত কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম-প্রভাবেই তুমি পাপের কবল হইতে মুক্তি পাইতে পার। মিথ্যার দরুণ রোগসঞ্চার হয়। সকল রোগের নিদান জন্ম-রোগ—রক্তশূন্যতা। সেই রোগ দূর হয় কিসে? সে রোগের সে যন্ত্রণার উপশম হয় কি প্রকারে? মন্ত্র সেই উপদেশ প্রদান করিতেছে। (১কা ২অ—৪সূ—৪ম)॥

— • —

পঞ্চমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

"বষট্ তে পূষন্" ইতি সূক্তেন গর্ভিণ্যাঃ শিরসি সম্পাতাভিহুতোষ্ণজলেন আপ্লাবনং শালাগ্রন্থিবিমোচনং যোক্ত্রবন্ধনং ইত্যেবমাদীনি সুখপ্রসবকর্ম্মাণি পুত্রজননবিজ্ঞান-কর্ম্মাস্থানি কুর্য্যাৎ। তত্র "বষট্ তে পূষন্নস্মিন্ চতুর উদপাত্রে সম্পাতান্ আনয়তি" ইত্যাদি "পুন্নামধেয়ে কুমারঃ।" ইত্যেতদন্তং সূত্রং (কৌ० ৪।৯) দ্রষ্টব্যং। ৫॥

• • •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ)।

বষট্ তে পূষন্নস্মিন্‌ৎসূতাবর্য্যমা হোতা

কৃণোতু বেধাঃ।

সিস্রতাং নার্য়ৃত প্রজাতা বি পর্ব্বাণি

জিহতাং সূতবা উ॥ ১॥

• • •

পদপাঠঃ।

বষট্। তে। পূষন্। অস্মিন্ সূতৌ। অর্যমা। হোতা।

কৃণোতু বেধাঃ।

সিস্রতাং। নারী। ঋতঽপ্রজাতা। বি। পর্ব্বাণি।

জিহতাং। সূতবৈ। উ ইতি॥ ১।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পূষন্' (হে প্রাণিজাতস্য পোষক দেব) 'তে' (তব প্রীত্যর্থং) 'হোতা' (দেবানাং আহ্বাতা অয়ং উপাসক অহমিতি ভাবঃ) 'অর্যমা' (প্রাণিজাতস্য প্রেরকো যো দেবঃ) 'বেধাঃ' চ (ধাতা, জগতো নির্ম্মাতা চ যো দেবঃ) তত্তদ্দেবেন সহ সঙ্গতচিত্তঃ সন্ 'অস্মিন' (ইহজগতি) 'সূতৌ' (জন্মকর্ম্মবিষয়ে, পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তৌ ইত্যর্থঃ) 'বষট্' (কল্যাণপ্রদ-বষট্মন্ত্রোচ্চারণেন আহুতিরূপহবিঃ) 'কৃণোতু' (প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ); 'উ' (যথা) 'নারী' (গর্ভিণী স্ত্রী) 'ঋতপ্রজাতা' (সত্যপ্রসবা জীবদপত্যা সন্তানবত্যা সতী) 'সিস্রতাং' (প্রসবজনতাক্লেশাদ্ বিমুক্তা ভবতি) তদ্বৎ 'সূতবৈ' (পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তিবিষয়ে) 'পর্ব্বাণি' (মায়ামোহরূপাণি বন্ধনানি) 'বি জিহতাং' (সর্ব্বে বিশ্লথা ভবন্তু, ভগবৎকৃপয়া সর্ব্বে মুক্তিং লভন্তু)। 'প্রার্থনাভাবপ্রকাশকং ইদং মন্ত্রং। একঞ্চ, ঋত্বিক্ ভগবৎর্চ্চনাপরায়ণঃ সন্ নার্য্যাঃ গর্ভযন্ত্রণমোচনস্য প্রার্থনাং করোতি। অপরন্তু, সাধকস্য জন্মগতিরোধনিমিত্তং ব্যাকুলতা প্রকাশতে। (১কা-২অ—৫সূ—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে প্রাণিসমূহের পোষণকারী (পুষা) দেবতা! আপনার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত দেবগণের আহ্বাতা এই উপাসক, সেই প্রাণিসমূহের প্রেরক (অর্য্যমাদেবতা) এবং জগতের নির্ম্মাতা বিধাতা (বেধাঃ দেবতা) যে দেবতা আছেন, তাঁহাদের প্রতি চিত্ত ন্যস্ত করিয়া, ইহজগতের পুনর্জ্জন্ম-নিবৃত্তিবিষয়ে, কল্যাণপ্রদ বষট্ মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা, আপনার উদ্দেশে

ভক্তিরূপ হবিঃ অর্পণ করিতেছে। গর্ভিণী নারী যেমন সন্তানবতী হইয়া প্রসবজনিত ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হয়েন, সেইরূপ পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তিবিষয়ে মায়া-মোহরূপ বন্ধনসমূহ হইতে (আপনার কৃপায়) সকলে মুক্তিলাভ করুন। (মন্ত্রে দ্বিবিধ ভাব প্রকটিত। একবিধ অর্থে ভগবদর্চ্চনাপরায়ণ হইয়া ঋত্বিক্ গর্ভযন্ত্রণামোচনের প্রার্থনা করিতেছেন; অন্য অর্থে, জন্মগতিরোধের নিমিত্ত সাধকের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে।)। (১কা—২অ—৫সূ—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)

হে পূষন্ সকলপ্রাণিজাতস্য পোষক দেব। "পূষাপোষয়ৎ" (তৈ• ব্রা• ১।৬।২।২) ইতি শ্রুতেঃ। তে তুভ্যং। "নমঃ স্বস্তিস্বাহাস্বধালংবষড়্যোগাচ্চ" ইতি চতুর্থী। "তেময়াবেকবচনস্য" ইতি যুষ্মদস্তে আদেশঃ। "অনুদাত্তং সর্ব্বং অপাদাদৌ" ইতি অনুবৃত্তেঃ স চ অনুদাত্তঃ॥ অস্মিন্ সূতৌ ইদানীং সম্প্রাপ্ত সুখপ্রসবকর্ম্মণি॥ ষূঙ্ প্রাণিপ্রসবে ইত্যস্মাৎ ভাবে ক্তিন। আম্মিন্ত। লিঙ্গোব্যত্যয়ঃ॥ হোতা দেবানাং আহ্বাতা ঋত্বিক অর্য্যমা প্রাণিজাতস্য প্রেরকো দেবঃ আদিত্যঃ তদাত্মকো ভূত্বা বষট্ কৃণোতু। বষট্কারেণ হবিঃ প্রযচ্ছতু॥ তথা বেধাঃ ধাতা সকল জগতো নির্ম্মাতা দেবঃ ধ্যানবিশেষেণ তদাত্মকশ্চ ভূত্বা বষট্ কৃণোতু। যদ্বা। অর্য্যমা বেধাশ্চ হোতা ভূত্বা তুভ্যং বষট্ কৃণোতু। দেবৈরেব ক্রিয়মাণং ইদং কর্ম্ম সুখপ্রসবলক্ষণং ফলং দাতুং শক্নোতীত্যর্থঃ॥ কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ইদিত্বাৎ নুম্। অস্মাৎ লোটি শপি প্রাপ্তে "ধিন্বি কৃণ্ব্যোর চ" ইতি উ প্রত্যয়ঃ তৎসন্নিয়োগেন ধাতুস্যস্য অকারাদেশশ্চ। "অতো লোপঃ" ইতি তস্য লোপে "অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ" ইতি স্থানিবদ্ভাবেন অকারস্য উপধাত্বাবিঘাতাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ॥ হবিঃ স্বীকারেণ তুষ্টস্য পূষ্ণঃ প্রসাদাৎ নারী গর্ভিণী স্ত্রী॥ "নৃনরয়োর্বৃদ্ধিশ্চ" ইতি শার্ঙ্গরবাদিষু পাঠাৎ ঙীন্ প্রত্যয়ঃ তৎসন্নিয়োগেন বৃদ্ধিশ্চ॥ ঋতপ্রজাত সত্যপ্রসবা জীবদপত্যা সতী বিস্রতাং প্রসবজনিতক্লেশাদ্ বিনিঃসৃতা ভবতু। অক্লেশেন প্রসূতা ভবতু ইত্যর্থঃ॥ সৃ গতৌ। অস্মাৎ লোটি ব্যত্যয়েন আত্মনেপদং। জুহোত্যাদিত্বাৎ শপঃ শ্লুঃ। "শ্লৌ" ইতি দ্বিবচনং। "অর্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ"। "বহুলং ছন্দসি" ইতি অভ্যাসস্য ইত্বং। "দ্বিবিকরণা অপিধাতবো ভবন্তি" ইতি পুনরপি বিকরণ শঃ। তস্য ঙিত্বাদ্ গুণাভাবে যণ্। "অভ্যস্তানাং আদিঃ" ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ উ অপিচ সূতবৈ সুখপ্রসবার্থং॥ ষুঙ প্রাণিগর্ভবিমোচনে। "কৃত্যার্থে তবৈকেন্ কেন্যত্বনঃ ইতি ভাবে তবৈপ্রত্যয়ঃ। যদ্বা সূতবে প্রসবিতুং॥ "তুমর্থে সেসেন্" ইতি তবৈ প্রত্যয়ঃ। "অন্তশ্চ তবৈ যুগপৎ" ইতি আদ্যন্তয়োর্যোগোপদত্বেন উদাত্তত্বং॥ পর্ব্বাণি প্রসবনিরোধকাঃ সন্ধিবন্ধাঃ বি জিহতাং বিগচ্ছন্তু। বিশ্লথা ভবন্তু ইত্যর্থঃ॥ ওহাক্ গতৌ। লোটি জুহোত্যাদিত্বাৎ শপঃ শ্লুঃ। শ্লৌ ইতি দ্বির্বচনং। "ভৃঞামিৎ" ইতি অভ্যাসস্য ইত্বং। "শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ" ইতি আকারলোপঃ। (১কা—২অ—৫সূ—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——•:‡ : ‡:•——

এই মন্ত্র এবং এই সূক্তের অন্তর্গত ইহার পরবর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্র—সুপ্রসব-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। গর্ভিণী গর্ভ যন্ত্রণায় দারুণ কষ্ট পাইতেছেন, সেই সময় যথাবিধি দেবপূজনানন্তর এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটী উচ্চারণ-পূর্ব্বক শান্তিজল গ্রহণ করিতে হইবে। গর্ভিণীর মস্তক হুতোক্ত শান্তিজলে সিক্ত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলে, তৎক্ষণাৎ সুপ্রসব—সুখে সন্তানজনন কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

এ পক্ষে এই মন্ত্রসম্বন্ধে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এইরূপ ; যথা,—'হে সকল প্রাণিজাতের পোষক দেব! দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্, প্রাণিসমূহের প্রেরক অর্য্যমা-নামক দেবতার (আদিত্যের) প্রতি একাত্ম হইয়া বষট্ মন্ত্রের দ্বারা হবিঃ অর্পণ করিতেছে এবং সকল জগতের নির্ম্মাতা 'বেধাঃ' দেবতার সহিত ধ্যান বিশেষ দ্বারা একাত্মভূত হইয়া বষট্ মন্ত্রে হবিঃ দান করিতেছে। সেই হবিঃ গ্রহণপূর্ব্বক তুমি তুষ্ট হও। তাহার পুণ্যফলে এই গর্ভিণী স্ত্রী সন্তান-প্রসব করিয়া প্রসবজনিত ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হউক,—অক্লেশে সে প্রসব করুক। আর তাহার সুখপ্রসবের জন্য তাহার প্রসব-নিরোধক সন্ধিবন্ধন সমূহ দূর হউক, অর্থাৎ বিশ্লথ—হইয়া আসুক'

ভাষ্যে যে অর্থ প্রকাশিত আছে, মন্ত্রের সেই অর্থই প্রচলিত ; এবং সে অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে, আমাদের মত এই যে, কেবল সুপ্রসবের জন্য কেন, এই মন্ত্র ভববন্ধন-মোচন জন্যও প্রযুক্ত হইতে পারে। কেবল নারীর সম্বন্ধেই বা কেন, নর-নারী সকলের সম্বন্ধেই এ মন্ত্রের সার্থকতা লক্ষ্য করি। মন্ত্রান্তর্গত দুই একটী পদের অর্থ-বিষয়ে একটু অনুধাবন করিলেই, উহাতে এক সদ্ভাবপূর্ণ বিশ্বজনীন ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূলের দুইটী প্রধান পদ—'সূতৌ' ও 'সূতবে'। ঐ দুই পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রের ভাব প্রস্ফুট হয়। ভাষ্যকার, 'সূতৌ' পদের প্রতিবাক্য লিখিয়াছেন—'সুখপ্রসব-কর্ম্মণি'। আমরা প্রতিবাক্য লিখিয়াছি 'জন্মকর্ম্মবিষয়ে, পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তৌ'। 'সূতবে' পদে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—'সুখপ্রসবার্থং' ; আমরা লিখিয়াছি 'পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তিবিষয়ে।' এই দুই প্রকার অর্থে, মন্ত্রের ভাব কি দাঁড়াইয়াছে তাহার সঙ্গতি-অসঙ্গতিই বিচার্য্য বিষয়। একটু স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে ইহার সমীচীনতা সহজেই উপলব্ধ হইবে এ পক্ষে মূলের বাক্যাংশ আলোচনা করা যাইতেছে। তাহাতেই ভাব বোধগম্য হইবে।

মূলের একটী বাক্য—হোতা বষট্ কৃণোতু। এক ভাবে তাহার অর্থ দাঁড়াইতেছে।—হোতা সুপ্রসবের জন্য বষট্ মন্ত্র উচ্চারণে হবিঃ অর্পণ করিতেছেন; অন্য ভাবে অর্থ দাঁড়াইতেছে—হোতা পুনর্জ্জন্ম-নিবৃত্তি-বিষয়ে বষট্ মন্ত্র উচ্চারণে হবিঃ অর্পণ করিতেছেন। এক ভাবে গর্ভিণী যাহাতে বিনাক্লেশে সন্তান প্রসব করে—এই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। অন্য ভাবে—আমার যেন জন্মগতি রোধ হয়। আর যেন আমার

গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়—এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইতেছে। যাঁহার যে প্রয়োজনে যিনি এ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে চাহেন, তিনি সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করুন ইহাই আমাদের বক্তব্য। তবে পুনঃপুনঃ গর্ভযন্ত্রণার দারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়াও, জীব সে যন্ত্রণা হইতে চিরমুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারিবে না? নারীর গর্ভ যন্ত্রণা দূর হউক, ভ্রূণের বন্ধন-যন্ত্রণা দূরে যাউক; সঙ্গে সঙ্গে জীব জন্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করুক,—মন্ত্রাংশ যুগপৎ এই ভাবসমষ্টি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। হোতা যখন অর্য্যমার ভাবে ভাবুক হইতে পারেন, হোতা যখন ধাতার (বেধাঃ) ধ্যানে আত্ম-সম্মিলনে সমর্থ হন, কল্যাণপ্রদ বষট্ মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভক্তিরূপ হবিঃ যখন প্রাণিসমূহের পোষণকারী দেবতার উদ্দেশে সমর্পিত হইয়া থাকে; তখনকার প্রার্থনায় সুপ্রসবের কামনা তুচ্ছাদপি তুচ্ছ কামনা; সে প্রার্থনায়, পরম ধনই জন্মগতি রোধরূপ মোক্ষধনই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তাই মনে করি, সেই ভাবই এখানে ব্যক্ত আছে।

সে পক্ষে, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে একটী উপমার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এ সংসারে গর্ভযন্ত্রণাকে একটী বিষম যন্ত্রণা বলিয়া প্রখ্যাত করা হয়। গ্রন্থিবন্ধন (পর্ব্বাণি) সে যন্ত্রণার প্রধান কারণ। সে বন্ধন বিশ্লথ হইলে, প্রসব সুখদ হইয়া আসে। গর্ভ যেমন ক্লেশের কারণ, জন্ম সেইরূপ দুঃখের নিদান। গর্ভের যেমন গ্রন্থিবন্ধন ক্লেশ-প্রদায়ক, পুনর্জ্জন্ম-নিবৃত্তি-বিষয়ে সেইরূপ মায়ামোহরূপ বন্ধন সকলই অশেষ ক্লেশের হেতুভূত। বুঝিতেছি—জন্ম-গ্রহণই ক্লেশের কারণ; বুঝিতেছি-জন্ম হইলেই জরা মৃত্যু আসিয়া কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে; বুঝিতেছি—এই জন্মই আমাকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের চক্রে নিষ্পেষিত করিবার জন্য আবদ্ধ করিতেছে। কিন্তু, পরিত্রাণের উপায় কি? স্নেহের বন্ধন, মমতার বন্ধন, মায়ার বন্ধন, মোহের বন্ধন—আমাকে অষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিতেছে; আমি পরিত্রাণ পাইব কি প্রকারে? এখানকার তাই প্রার্থনা হইতেছে,—'হে প্রাণি-সমূহের পোষণকারী পূষাদেবতা! আপনার তৃপ্তির জন্য হোতা আমি—দেবভাবের আহ্বানকর্ত্তা আমি, আপনার অর্চ্চনা করিতেছি। আপনাকে অর্চ্চনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে, আমি আমার প্রেরক দেবতার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমি আমার নির্ম্মাতা বা ধারক দেবতার শরণাপন্ন হইয়াছি। অর্থাৎ, এখন তাঁহাদিগকে জানাইতেছি,—তাঁহারা যেন আর আমাকে ইহসংসারে প্রেরণ না করেন, তাঁহারা যেন আর আমাকে নির্ম্মাণ বা ধারণ না করেন। তাঁহাদিগকে অনুধ্যান করার ইহাই আমার লক্ষ্য। আপনি পূষা-দেবতা, প্রাণিসমূহের পোষণকারী দেবভাব। ইহলোকে আমায় আর পোষণ করিবেন না। যদি পোষণ করেন, এমন ভাবে পোষণ করুন,—যেন আমি আমার জন্মগতি রোধ করিতে পারি।' আমরা মনে করি, মন্ত্রে সূক্ষ্মভাবে এই ভাব এই অর্থই প্রকটিত রহিয়াছে। মন্ত্র সুপ্রসবের জন্যও প্রযুক্ত হউক; আবার আপনার গতি মুক্তির জন্যও প্রযুক্ত হউক। মানুষ উভয় পক্ষেই এ মন্ত্রের সার্থকতা প্রত্যক্ষ করুক। মন্ত্রার্থ-প্রকাশে ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। (১কা ২অ—৫সূ ১ম)।

—— • ——

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

চতস্রো দিবঃ প্রদিশশ্চতস্রো ভূম্যা উত।

দেবা গর্ভং সমৈরয়ন্ তং ব্যূর্ণুবন্তু সূতবে ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ।

চতস্রঃ। দিবঃ। প্রঽদিশঃ। চতস্রঃ। ভূম্যাঃ। উত।

দেবাঃ। গর্ভম্। সম্। ঐরয়ন্। তম্। বি। ঊর্ণুবন্তু। সূতবে ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'উত' (অপিচ) 'ভূম্যাঃ' (ভূলোকস্য) যাঃ 'চতস্রঃ' (চতুঃসংখ্যাকা প্রাচ্যাদ্যা দিশঃ) যাশ্চ 'চতস্রঃ' (চতুঃসংখ্যাকাঃ) 'প্রদিশঃ' (অগ্ন্যাদ্যাঃ বিদিশঃ বিদ্যন্তে ইতি শেষঃ) তাসাং সম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'গর্ভং' (জন্মগ্রহণমূলং, জীবং) 'সং' (সংগতং, সংযতং) 'ঐরয়ন্' (অকুর্ব্বন), 'সূতবে' (পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তিবিষয়ে) 'তং' (গর্ভং, জীবং) 'ব্যূর্ণুবন্তু' (বিগতাচ্ছাদনং কুর্ব্বন্তু, বিমুঞ্চন্তু)। দিগ্বিদিক্‌স্থিতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ মুক্তিমার্গে সহায়া ভবন্তু, তে সর্ব্বে জন্মগতিরোধং কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ। (১কা—২অ—৫সূ—২ম)।

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকের এবং ভূলোকের যে চারিটী দিক্ এবং চারিটী বিদিক্ আছে, সেই সকল দিকের দেবগণ (দেবভাবসমূহ), জন্মগ্রহণ মূল গর্ভকে সঙ্গত (সংযত) করুন; পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তি-বিষয়ে সেই দেবগণ, গর্ভকে (জীবকে) বিমুক্ত করুন। (ভাবার্থ,—বিভিন্ন দিকে অবস্থিত দেবগণ মুক্তিমার্গে সহায় হউন। তাঁহারা সকলে জন্মগতিরোধ করিয়া দিউন।)॥ (১ক—২অ—৫সূ—২ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

দিবঃ দ্যুলোকস্য সম্বন্ধিন্যঃ যাশ্চতস্রঃ চতুঃসংখ্যাকাঃ প্রদিশঃ প্রকৃষ্টা দিশঃ প্রাচ্যাদ্যাঃ প্রধানদিশঃ সন্তি। উত অপিচ ভূম্যাঃ ভূলোকস্য যাশ্চতস্রঃ প্রদিশঃ সন্তি। চতুঃশব্দস্য জসি "ত্রিচতুরোঃ স্ত্রিয়াং তিসৃচতসৃ" ইতি চতস্রাদেশঃ। "অচি র ঋতঃ" ইতি রেফাদেশঃ। নুঃ সংখ্যায়াঃ (ফি· ২।৫) ইতি চতুঃশব্দ আদ্যুদাত্তঃ। স্থানিবদ্ভাবাৎ তদাদেশোঽপি আদ্যুদাত্ত এব। তাদিগ্দেবতাঃ দেবাঃ ইন্দ্রাদয়শ্চ গর্ভং পূর্ব্বং সমৈরয়ন সঙ্গতং অকুর্ব্বন। গর্ভং উদপাদয়ন্নিত্যর্থঃ। ইদানীন্তে দেবাঃ সূতবে প্রসবিতুং গর্ভশয়াদ্ বিনির্গন্তু (তম) উদরস্থং গর্ভং বৃণু্বন্তু বিগতাচ্ছাদনং কুর্ব্বন্তু। জরায়োঃ সকাশাৎ বিমুক্তং কুর্ব্বন্তু ইত্যর্থঃ। উর্ণুঞ্ আচ্ছাদনে লোটি অদাদিত্বাৎ শপো লুক। ছান্দসো গুণঃ। বিঃ উপসর্গঃ। উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জং (ফি· ৪।১) ইতি উদাত্তঃ। যনাদেশো "উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য" ইতি পর উকারঃ স্বর্যতে॥ (১কা—২অ ৫সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:*:—

ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের প্রচলিত ভাব এই যে, দ্যুলোক-সম্বন্ধী চারিটী (প্রাচ্যাদি) প্রধান দিক্ আছে, এবং ভূলোকেরও ঐরূপ চারিটী প্রধান দিক্ আছে সে সকল দিকের অধিপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ পূর্ব্বে যে গর্ভ সঙ্গত করিয়াছেন, অর্থাৎ যে গর্ভের উৎপত্তি তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, অধুনা সেই দেবগণ প্রসবের নিমিত্ত সেই গর্ভাশয়ের ভ্রূণকে বহির্গত করিয়া দেন,—গর্ভ বিগতাচ্ছাদন হউক,—জরায়ুর বাধা অপসারিত হউক ; সুপ্রসবের পক্ষে মন্ত্র এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

এ অর্থ এক পক্ষে অসঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে মন্ত্র হইতে মুক্তির কামনাও প্রকাশ পায়। তাহার মর্ম্ম এই যে, সকল দিকের সকল দেবভাব আসিয়া জন্মগ্রহণমূলকে সঙ্গত করুন ; আর, পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তি বিষয়ে বাধা অপসৃত হউক। হৃদয়ে দেবভাবসমূহ জাগরূক হইলে, পুনর্জ্জন্মগ্রহণের পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইতে থাকে ;—জন্মগতিরোধের পক্ষে যে সকল বাধা ছিল, তৎসমুদায় একে একে দূর হইতে থাকে। এপক্ষে, এখানে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

মন্ত্রের কয়েকটী পদের বিষয় আলোচনা করিতেছি। তাহাতে ভাব একটু পরিস্ফুট হইতে পারে। মূলে দুইবার 'চতস্রঃ' পদের প্রয়োগ আছে। তাহাতে ভাষ্যে দ্যুলোকের চারিদিক এবং ভূলোকের চারিদিক অর্থ করিয়াছেন। আমাদের অর্থ—কি দ্যুলোকের কি ভূলোকের সকল লোকের প্রাচ্যাদি চারিদিক্ অগ্ন্যাদি চারি বিদিক্ ঐ 'চতস্রঃ' পদে বুঝাইতেছে। 'দেবাঃ' বলিতে সকল দেবগণকে বুঝাইয়া থাকে। দ্যুলোকের চারিদিকের দেবগণ এবং ভূলোকের চারিদিকের দেবগণ বলিতেও যে ভাব আসে, দ্যুলোকের ও ভূলোকের আটদিকের দেবগণ বলিতেও সেই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া

যায়। মুখ্যার্থ সকল দেবতা বা সকল দেবভাব। তবে যে, দিক্ আর বিদিক্ অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার কারণ, অন্যত্র ঐরূপ ভাবেই বেদ ভূমণ্ডলের দিক্‌সমূহকে আট-ভাগেই বিভক্ত করিয়াছেন। পরন্তু, উহাতে একটু সূক্ষ্ম ভাবে সকল দেবতার (দেব-ভাবেরই) দ্যোতনা আসে।

এখন 'গর্ভং' আর 'সমৈরয়ন' পদদ্বয়ের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। 'সং' উপসর্গে 'সঙ্গত' ও 'সংযত' দুই অর্থই গ্রহণ করিতে পারি। গর্ভকে তাঁহারা জীব-বীজের দ্বারা সঙ্গত করেন—এ অর্থও আসিতে পারে; আবার তাঁহাদের দ্বারাই গর্ভ (উৎপত্তিমূল) সংযত হয়—এ ভাবও গ্রহণ করা যায়। যাঁহার যেরূপ ধারণা, তিনি সেই অর্থই গ্রহণ করিবেন। তবে সাধারণতঃ দেখিলে, দেবভাবসমূহই যে জন্মগতিরোধ-কারী—মুক্তির প্রাপক, তাহাই সিদ্ধান্তিত হয়। সে প্রার্থনার ভাব আসে,—'হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা আমার পুনঃ পুনঃ গতাগতির পথ রোধ করিয়া দেন, আমার যেন আর এ জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়।' 'সূতবে' পদের বিষয় পূর্ব্ব মন্ত্রেই আলোচনা করিয়াছি। 'বৃণু বন্তু' এ পক্ষে আও সুসঙ্গত ক্রিয়াপদ। 'পুনর্জ্জন্ম-নিবৃত্তি বিষয়ে আমার বিগতাচ্ছাদন করুন; অর্থাৎ, সে পক্ষে যেন আর কোনও বাধা না থাকে; এই অধম জীবকে বন্ধন হইতে বিমুক্ত করুন,—ইহাই এখানকার প্রার্থনার ভাব। যেখানে যে সকল দেবতা বা দেবভাব আছেন, সকলে আমার মুক্তিপথে সহায় হউন, আমার জন্মগতিরোধ করুন; একপক্ষে ইহাই এ মন্ত্রের মর্ম্ম। (১কা—২অ ৫সূ—২ম)।

—•—

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

সূষা ব্যূর্ণোতু বি যোনিং হাপয়ামসি।
শ্রথয়া সূষণে ত্বমব ত্বং বিষ্কলে সৃজ॥ ৩॥

পদ-পাঠঃ।

সূষা। বি। ঊর্ণোতু। বি। যোনিং। হাপয়ামসি।
শ্রথয়। সূষণে। ত্বং। অব। ত্বং। বিষ্কলে। সৃজ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূষা' (জ্ঞানদাত্রী দেবতা) 'ব্যূর্ণোতু' (বিগতাবরণং করোতু অজ্ঞানাবরণং অপসারয়তু); হে দেবতে! ত্বং 'যোনিং' (উৎপত্তিমূলং) 'বি হাপয়ামাস' (বিশেষেণ মুঞ্চাম); 'সূষণে' (হে উদ্ধারকারিণি দেবতে) 'ত্বং শ্রথয়' (মম সন্ধিবন্ধান্ বিমুঞ্চ); 'বিষ্কলে' (হে কালস্বরূপিণি দেবতে) 'ত্বং অব সৃজ' (ত্বং মাং ত্বয় লীনং কুরু)। একার্থঃ সুপ্রসবমূলকঃ; অপরশ্চ পরিত্রাণপ্রার্থনাজ্ঞাপকঃ। (১কা—২অ—৫সূ—৩ম)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদাত্রী (সূষা) দেবতা অজ্ঞানাবরণ অপসারণ করুন; হে দেবতে! আপনি (আমার) উৎপত্তিমূলক বিশেষ ভাবে মুক্ত করুন (প্রার্থনা—আমার কর্ম্ম দ্বারা আমার উৎপত্তিমূল যেন আর দৃষ্ট না হয়); হে উদ্ধারকারিণি (মুক্তিপ্রদায়িনি) দেবতে! আপনি, আমার সন্ধিবন্ধনসমূহকে বিমুক্ত করুন (যেন আমার বন্ধন দিন দিন শ্লথ হইয়া আসে); হে কালরূপিণি দেবতে! আপনি, আমাকে আপনাতে লীন করুন। (আমি যেন আপনার সহিত মিলিত হই)। (মন্ত্রের এক অর্থ সুপ্রসবমূলক। অপর অর্থে পরিত্রাণ লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে)॥ (১কা—২অ—৫সূ—৩ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)

সূষা সবিত্রী প্রজনয়িত্রী দেবতা। ষূঙ্ প্রাণিগর্ভবিমোচনে। অস্মাদৌণাদিকঃ কন্ প্রত্যয়ঃ॥ যদ্বা সূঃ সবনং উৎপত্তিঃ॥ সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্॥ সুবং সনোতি প্রযচ্ছতীতি সূষা। ষণুদানে। "জনসনখনক্রমগমোবিট্" ইতি বিট্ প্রত্যয়ঃ। "বিড্বনোরনুনাসিকস্যাৎ" ইতি আত্বং। ছান্দসঃ সু লোপঃ। যদ্বা শোভনা উষা সূষা। "সুপাং সুলুক্" ইতি সোর্ডাদেশঃ। ভসংজ্ঞাভাবেপি ডিৎকরণসামর্থ্যাৎ টিলোপঃ॥ এবম্ভূতা দেবতা ব্যূর্ণোতু গর্ভং বিগতাবরণং করোতু জরায়ুবন্ধনং বিশ্লেষয়তু ইত্যর্থঃ॥ উর্ণুঞ্ আচ্ছাদনে। অস্মাৎ লোটি অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। "উর্ণোতের্বিভাষা" ইতি বৃদ্ধিবিকল্পনাদ্ গুণঃ। বয়মপি সুখপ্রসবায় যোনিং গর্ভনির্গমমার্গং বিহাপয়ামাস বিহাপয়ামঃ। যথা গর্ভঃ সুখেন নিপততি তথা বিবৃতং কারয়াম ইত্যর্থঃ। ওহাঙ্ গতৌ। অস্মাৎ ণিচ্। "অর্ত্তিহ্রী" ইত্যাদিনা পুগাগমঃ। "ইদন্তোমসিঃ"। হে সূষণে। সুবং সনোতি প্রযচ্ছতীতি সূষণঃ সুখপ্রসবকারিণী দেবতা। "ছন্দসি বনসনরক্ষিমথাং" ইতি সনোতেঃ ইন্ প্রত্যয়ঃ। তস্যাঃ সম্বোধনং। ত্বমপি মদীয়েন অনেন সুখপ্রসবকর্ম্মণা প্রীতা সতি শ্রথয় যোনিং বিশ্লেষয়। যদ্বা। শ্রথয় গর্ভিণ্যাঃ সন্ধিবন্ধান্ বিমুঞ্চ। সারকপশ্রথদৌর্ব্বল্যে। চুরাদিত্বাৎ স্বার্থিকো ণিচ্। অদন্তত্বাদুপধাবৃদ্ধ্যভাবঃ॥

তথা হে বিষ্কলে। বিষ্ক ইত্যনুকরণশব্দঃ। তং লাতি আদত্তে করোতীতি বিষ্কলিঃ স্বস্ত্রিমারুতঃ॥ লা আদানে। অস্মাদৌণাদিকঃ কিপ্রত্যয়ঃ। "আতো লোপ ইটি চ" ইতি আকারলোপঃ॥ যদ্বা বিট্ ব্যাপ্তা সতী কালয়তি প্রেরয়তীতি বিষ্কলা। বিষ্‌ ব্যাপ্তৌ। "ক্বিপ্ চ" ইতি কর্ত্তরি ক্বিপ্ কিলগতৌ ইত্যস্মাৎ পচাদ্যচ্। বিট্‌চাসৌ কলা চেতি বিষ্কলা। হে তথাবিধে দেবতে ত্বং অব সৃজ গর্ভমবাঙ্মুখং প্রেরয়। সৃজ বিসর্গে তুদাদিত্বাৎ শঃ। (১কা—২অ-৫সূ—৩ম)॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এই মন্ত্রটী সুপ্রসব-সংক্রান্ত তৃতীয় মন্ত্র। গর্ভিণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, মন্ত্রে পূষা প্রভৃতি দেবতার নিকট সুপ্রসবের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে। এই লক্ষ্য রাখিয়া, ভাষ্যে যে অর্থ হয়, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—'পূষা দেবতা গর্ভের জরায়ুবন্ধন শ্লথ করুন, তাহার আবরণ বা বাধা দূর হউক। গর্ভিণীর সুপ্রসবের জন্য (গর্ভস্থ শিশু যাহাতে সুখে নির্গত হয় তদভিপ্রায়ে) আমরা গর্ভ-নির্গম-মার্গকে বিস্তৃত করি। হে সূষণে দেবতে! সুখপ্রসব নিমিত্তক আমাদের এই কর্ম্ম দ্বারা প্রীত হইয়া যোনিদ্বার বিশ্লথ কর,—গর্ভিণীর সন্ধিবন্ধন মোচন হউক। হে দেবি বিষ্কলে! আপনি গর্ভস্থ জীবকে অবাঙ্মুখ (অধোভাগে মুখ রাখিয়া) প্রেরণ করুন।'

কেবল গর্ভিণীর গর্ভযন্ত্রণা লাঘবের প্রতি বা সুপ্রসবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হইলে, ঐ অর্থই গৃহীত হয়—হউক। তাহাতে আপত্তির কারণ কিছুই নাই। তবে, এই সকল মন্ত্রের মধ্যে যে অপর তত্ত্বের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদের ব্যাখ্যায় তাহাই লক্ষ্য করুন। আমরা বলি, এ সকল মন্ত্রে যে কেবল সুপ্রসবের জন্যই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে—তাহা নহে; পরন্তু, সকলের পক্ষে সমভাবে এ মন্ত্রের প্রয়োগ হইতে পারে। গর্ভযন্ত্রণা কেবল যে গর্ভিণী নারীই ভোগ করিতেছে, তাহা নহে। জীব মাত্রকেই সে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। অপিচ, সেই যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে অশেষ অসহ্য যন্ত্রণা আসিয়া জীবকে কষ্ট প্রদান করিতেছে। আমরা মনে করি, সেই সকল-প্রকার যন্ত্রণা হইতে মুক্তির প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। কোন্ শব্দের কি অর্থে আমরা কি ভাব গ্রহণ করিয়াছি, সামান্য অভিনিবেশ করিলেই তাহার সার্থকতা উপলব্ধ হইবে।

প্রথম দেবতাকে 'পূষা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'সূষণে' ও 'বিষ্কলে' রূপে তাঁহার সম্বোধন আছে। 'পূষা', 'সূষণে' ও 'বিষ্কলে' পদত্রয়ের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকার বহু গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা 'পূষা' পদে 'জ্ঞানদাত্রী' অর্থ গ্রহণ করি। ষণু দানে'—এ পক্ষেও ঐ অর্থ আসে। আবার 'সু—উষা' এরূপ বিশ্লেষণেও

ঐ ভাবই অধ্যাহৃত হয়। উষা জ্ঞান-প্রকাশিকা দেবতা। এ বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বেও অনেক স্থলে করিয়াছি। 'সূষণে' সম্বোধন পদও ঐ ভাবই প্রকাশ করিতেছে জ্ঞানের দ্বারাই উদ্ধার প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানই উদ্ধারকারী জ্ঞানদাত্রী দেবীকে তাই উদ্ধারকারিণী বলা হইয়াছে। সুপ্রসব পক্ষেও উদ্ধার করার ভাব আসে; আবার মুক্তির পক্ষেও সেই ভাবই ব্যক্ত করে। 'বিষ্কলে' পদের ধাতুগত অর্থে ব্যাপ্তি ও কাল বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইতেই দেবতাকে 'কালস্বরূপিণী' বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছি। স্মৃতিতে দেখি— 'কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ' যিনি সকল প্রাণীর নিয়ন্তা তিনিই কালস্বরূপ। এইরূপে বুঝা যায়, দেবতা জ্ঞানদাত্রী, দেবতা—উদ্ধারকর্ত্রী, দেবতা - কালস্বরূপিণী। এখন বুঝিয়া দেখুন, সেই ত্রিগুণান্বিতা দেবতার কার্য্য কি? যখন তিনি জ্ঞানদাত্রী, তখন অজ্ঞানতার অপসারণ করাই তাঁহার কার্য্য নহে কি? 'বূর্ণোতু' ক্রিয়া পদ সেই ভাবই ব্যক্ত করে। অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে, জ্ঞানোদয়ে উৎপত্তিমূল ধ্বংস হয়— মুক্তি আসে। 'যোনিং বি হাপয়ামসি' এই বাক্যে সেইভাব প্রকাশ পাইতেছে। তার পর দেখুন, যখন আমি দেবতাকে আমার উদ্ধারকারিণী বলিয়া জানিতে পারি, তখন তাঁহার নিকট আমি কি প্রার্থনা করিব? তখনই কি বলিব না—'সূষণে শ্বং শ্রথয়'। সংসারের সন্ধিবন্ধনসমূহ হইতে বিমুক্ত হওয়াই উদ্ধার প্রাপ্তি নহে কি? উদ্ধারকারিণী দেবতার নিকটে তাই এইরূপ প্রার্থনাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তার পর তাঁহাকে যখন বলা হইল—'বিষ্কলে' -('কালস্বরূপিণী দেবতে'); তখনই বা তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

মূলে আছে 'ত্বং অব সৃজ'। ভাষ্যকার কহিলেন—'গর্ভং অবাঙ্মুখে প্রেরয়'— গর্ভকে নীচুমুখ করিয়া অবস্থিত কর। প্রত্নতত্ত্ব এখানে আর্য্যগণের এক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সন্ধান পাইবেন; অর্থাৎ প্রসবের সময় সন্তানের মুখ নিম্নভাগে অবস্থিত হইলে সুপ্রসব হয়—এ বিষয় তাঁহাদের জানা ছিল, বলিতে পারিবেন। 'অব' পদ রক্ষার্থ 'অব' ধাতু হইতে উৎপন্ন। সেই রক্ষার ভাব লইয়াই ভাষ্যকার 'অব সৃজ' বাক্যের অর্থে 'মুখ নীচু দিকে হউক' এই ভাব গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু, এখানেও মুখ্য লক্ষ্য সেই রক্ষা কেন-না, তাহা হইলেই সন্তান রক্ষা প্রাপ্ত হইবে। আমরা এখানে সেই রক্ষার অর্থ অন্যভাবে গ্রহণ করিলাম। দেবতাকে কালস্বরূপিণী বলা হইয়াছে। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে,—'অব সৃজ' অর্থাৎ আমায় এমন ভাবে সৃষ্টি করুন যেন আমি রক্ষা প্রাপ্ত হই। আমার 'রক্ষা' কি? কালস্বরূপ দেবতায় লীন হওয়াই ভগবানে আশ্রয় পাওয়াই কি আমার প্রধান রক্ষা নহে? আমরা তাই অর্থ করিয়াছি—'হে কালস্বরূপিণী দেবতে ত্বং মাং ত্বয়ি লীনং কুরু।' এই প্রার্থনাই রক্ষার প্রার্থনা। 'হে ভগবন! আপনি আমাকে আপনাতে লীন করিয়া লউন',— এবম্বিধ রক্ষার প্রার্থনাই চরম প্রার্থনা। আমরা মনে করি, এই প্রার্থনাই এখানে প্রকাশমান রহিয়াছে। (১কা—২অ—৫সূ—৩ম)।

—— • ——

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

নৈব মাংসে ন পীবসি নৈব মজ্জস্বাহতং।

অবৈতু পৃশ্নি শেবলং শুনে জরায়্বত্তবেঽব

জরায়ু পদ্যতাং ॥ ৪ ॥

পদ-পাঠঃ।

নঽইব। মাংসে। ন। পীবসি। নঽইব। মজ্জঽসু। আঽহতং।

অব। এতু। পৃশ্নি। শেবলং। শুনে। জরায়ু। অত্তবে। অব।

জরায়ু। পদ্যতাং ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে পরিত্রাণপ্রার্থিন! 'মাংসেন' (শরীরগতেন পিশিতেন) নৈব (কদাচিদপি ন) 'পিবসি' (কাঙ্ক্ষসি, আকাঙ্ক্ষিতো ভবসি); 'মজ্জসু' (মজ্জোপলক্ষিতেষু ধাতুষু, অস্থিমাংস-সংরক্ষকেষু স্নেহপদার্থেষু) 'আহতং' (আবদ্ধং) নৈব' (কদাচিদপি ন ভবসি); 'শেবলং' (জলস্রোপরিস্থিতশৈবালবৎ সংসারসম্বন্ধং ইতি মত্বা) 'পৃশ্নিং' (জ্ঞানাকিরণং) 'অবৈতু' (হৃদি ধারয়তু); 'শুনে' (হে গতাগতশীল!) 'জরায়ু' (জন্মসম্বন্ধম্) 'অত্তবে' (নাশায়) 'জরায়ু' (জীবসম্বন্ধং) 'অব পদ্যতাং' (রক্ষকসকাশে প্রেরয়তাং)। হে পরিত্রাণকামিন! ত্বং পুনর্জ্জন্মগ্রহণাকাঙ্ক্ষাং পরিহর; ভগবতি চ আত্মসমর্পণং কুরু। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়মন্ত্রঃ। (১কা ২অ ৫সূ—৪ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে পরিত্রাণপ্রার্থী! শরীরগত মাংসের প্রতি তুমি কদাচ পিপাসিত (আকাঙ্ক্ষাযুক্ত) হইও না; মজ্জার সহিতও তুমি কদাচ আবদ্ধ হইও না; (ভাব এই যে, অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জাযুক্ত দেহের প্রতি যেন তোমার

কামনা না থাকে)। জলের উপরিস্থিত শৈবালের ন্যায় এই সংসারের সম্বন্ধ মনে করিয়া, হৃদয়ে জ্ঞানকিরণ ধারণ কর; (ভাব এই যে,—নির্লিপ্তভাবে সংসারে বিচরণ করিয়া, ভগবানের কর্ম্ম করিয়া যাও)। হে গতাগতিশীল! তোমার জন্ম-সম্বন্ধ (গতাগতি) নাশের জন্য তোমার জীব-সম্বন্ধকে (জীবনকে) সেই রক্ষকসকাশে প্রেরণ কর (এ জীবন যাঁহা হইতে আসিয়াছে, তাঁহাতেই গিয়া পুনর্ম্মিলিত হউক—এরূপ ভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর)। (ভাবার্থ,—হে পরিত্রাণপ্রার্থী! পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পরিহার কর। ভগবানে আত্মসমর্পণ কর। মন্ত্রে এবম্বিধ আত্মোদ্বোধনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে)॥ (১কা—২অ—৫সূ—৪ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে প্রসবিত্রি ত্বং মাংসেন উদরগতেন নৈবপীবাস হব শব্দো ভিন্নক্রমঃ। মাংসেনৈব ন পীবসি। যথা মাংসেন শরীরগতেন স্থবীয়সী ভবসি ন তথা অনেন জরায়ুনা। কিন্তু তৎজরায়ুশতাকল্পং। পীবমীবনাব স্থৌল্যে ইতি ধাতুঃ॥ এতৎপতনে শরীরবাধো নাস্তি ইত্যাহ। মজ্জস্থ মজ্জোপলক্ষিতেষু ধাতুষু এতৎ জরায়ু আহতং আবদ্ধং স্নায়্বাদিকমিব ন ভবতি। কিন্তু তদসম্বদ্ধমেব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥ যদ্বা হে জরায়ু ত্বং মাংসেন শরীরগতেন সম্বদ্ধং সৎ নৈব আহতং নৈব সম্বদ্ধং অসি। তথাচ নিগমান্তরং। "যবিত্যবপত্যস্য মাংসেষু ন স্নায়ুষু ন বদ্ধং অসি মজ্জসু" ইতি॥ অতঃ কারণাৎ শেবলং জলস্যোপরিস্থিত-শৈবালবৎ অন্তরাবয়বা সম্বদ্ধ পৃশ্নিঃ শুভ্রবর্ণং তৎজরায়ুগর্ভবেষ্টনং অবৈতু। অবাক্ পততু॥ তত্র মলবস্ত্যাজ্ঞাতামাহ। শুনে অত্তবে। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী "শ্বযুবমঘোনাং অতদ্ধিতেঃ" ইতি সম্প্রসারণং। শুনো ভক্ষণায়। অব পততু ইতি সম্বন্ধঃ। অদ ভক্ষণে ইত্যস্মাৎ "তুমর্থে সেসেন্" ইতি তবেন প্রত্যয়ঃ॥ আদরার্থং পুনস্তদেবাহ। জরায়ু অব পদ্যতাং অবাগ্ ভূমৌ নিপততু। পদ গতৌ। দিবাদিত্বাৎ শ্যন্। নিত্যাদাহ্নাদান্তত্তে প্রাপ্তে "তিঙ্ঙ্তিঙঃ" ইতি নিঘাতঃ। (১কা—২অ—৫সূ—৪ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

সমস্তাপূর্ণ মন্ত্রের সমস্তাপূর্ণ অর্থ আমনন করা হইল। এ মন্ত্রটী সুপ্রসব-সংক্রান্ত চতুর্থ মন্ত্র। কিন্তু আমাদের অর্থে দাঁড়াইতেছে,—মন্ত্রটী ভগবানে আত্মলীন হওয়ার পক্ষে আত্মোদ্বোধন-মূলক।

ভাষ্যকারের অর্থের উপর কেন আমরা এরূপ অর্থান্তর-কল্পনার প্রয়াস পাইতেছি? তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বাপর খ্যাপন করিয়া আসিতেছি আমরা যখন দেখিতে পাই, একই মন্ত্র বিভিন্ন কর্ম্মে প্রযুক্ত হয়; তখন সেই মন্ত্রের এক সার্ব্বজনীন অর্থ আছে—

স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। বৃক্ষ ছেদনে যে মন্ত্র, পুষ্পচয়নেও আবার যদি সেই মন্ত্রের প্রয়োগ দেখি, তাহাতে বৃক্ষছেদন পক্ষে বা পুষ্পচয়নপক্ষে মন্ত্রের কোন্ অর্থ সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিব? সে ক্ষেত্রে মন্ত্রের এমন এক অর্থ আছে বলিয়া মনে হইবে না কি—যে অর্থে যুগপৎ সকল ভাবই প্রকাশ পাইতে পারে! আমরা তাই, এ ক্ষেত্রে মন্ত্রগুলিকে সুপ্রসব-বিষয়ক বলিয়া সূত্রিত দেখিলেও, মন্ত্রের অভ্যন্তরগত নিগূঢ় তাৎপর্য্য পরিগ্রহণ পক্ষে সচেষ্ট হইয়াছি। তাই সমস্যার উপর নূতন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এই যে চতুর্থ মন্ত্রটী, প্রচলিত ভাষ্যানুসারে ইহা প্রসবিত্রীকে বা জরায়ুকে সম্বোধন-পূর্ব্বক উচ্চারিত হইয়াছে—প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে ভাব হয় 'হে প্রসবিত্রি! উদরগত মাংসের দ্বারা তোমার স্থূলতা সাধিত হইবে না। অথবা,—হে জরায়ু! শরীরগত মাংস সম্বন্ধের দ্বারা তুমি সম্বদ্ধ নও।' তোমাদের সে সম্বন্ধ কেমন? না জলে যেমন (শৈবাল) থাকে, সেইরূপ। অতএব, শ্বেতবর্ণ যে জরায়ু, তুমি গর্ভ হইতে সত্বর পতিত হও। মল যেমন পরিত্যাজ্য, জরায়ুর ও প্রসবিত্রীর সম্বন্ধও সেইরূপ। তাহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক। অতএব হে জরায়ু! তুমি সত্বর পতিত হও।' এ মন্ত্রটীর এই ভাবেই অর্থ এখন প্রচলিত।

এখন আমরা ইহার যে অর্থ গ্রহণ করিলাম তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। আমরা মনে করি, পরিত্রাণকামী এখানে আপনি আপনাকে সম্বোধন করিয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হইবার জন্য আপনাকে আপনি প্রস্তুত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, 'হে আমার জীবন! যদি তুমি পরিত্রাণ কামনা কর, মাংসের প্রতি মমতাবান্ হইও না, মজ্জার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিও, দেহের অর্থাৎ জন্মের সম্বন্ধ যাহাতে পরিহার করিতে পার, তৎপক্ষে চেষ্টান্বিত হও। বন্ধন-মোচনে চেষ্টা কর; আনন্দের অধিকারী হইবে।'

ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে (আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দেখুন) আমরা এ মন্ত্রটীকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম দুই অংশে ("মাংসেন নৈব পিবাস" এবং "মজ্জসু আহতং নৈব" অংশদ্বয়ে) প্রায়ই ভাষ্যকারের অনুসরণ আছে। কেবল সম্বোধন-পদ অধ্যাহারে ও 'পিবাস' পদের অর্থ-বিষয়ে আমরা অন্যমত গ্রহণ করিয়াছি। পানার্থক 'পা' ধাতু হইতে ঐ 'পিবাস' পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিলে, ঐ অর্থই সিদ্ধ হয়। আমরা মনে করি, ঐ অর্থই এখানকার সঙ্গত ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ। মন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে শব্দার্থ সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু ভাবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। 'শেবলং' পদের প্রতিবাক্যের সহিত আমরা কেবল 'হাত মন্তা' বাক্যাংশ অধ্যাহার করিয়াছি। 'পৃশ্নি' পদে শ্বেত' সুতরাং 'জরায়ুকে' লক্ষ্য না করিয়া ঐ পদে 'জ্ঞানকিরণকে' লক্ষ্য করিতেছে—বুঝিতেছি। তাহাতে, মন্ত্রাংশের ভাব যাহা দাঁড়াইয়াছে, বঙ্গানুবাদেই তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে সংসারে অবস্থান করিয়া জ্ঞানের সেবাপরায়ণ হও—ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। চতুর্থ অংশের 'শুনে' পদের অর্থে ভাষ্যকার সমস্যা গণনা করিয়াছেন। আমরা, ঐ পদকে

গত্যর্থক 'শুন' ধাতু-নিষ্পন্ন শুন শব্দের সম্বোধনে রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে অর্থ আসে—গতাগতিশীল। যাহারা আত্মার উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা করিতে না পারিয়া কর্ম্ম-বন্ধনে কেবলই আবদ্ধ হইয়া সংসারে গতাগতি করে, ঐ পদে তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। 'শুন' শব্দে কুকুর' ও 'নীচ' প্রভৃতি অর্থ এই কারণেই আসে। এখানে প্রার্থনাকারী আপনাকেই আপান ঐ সম্বোধনে সম্বুদ্ধ করিতেছেন। তাহাতে, তাঁহার আত্মগ্লানির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। মূলে 'জরায়ু' পদ দুইবার প্রযুক্ত দেখি। আমরা তাহাতে দুই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এক অর্থে 'জন্ম-সম্বন্ধং' অন্য অর্থে 'জীবসম্বন্ধং' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে প্রথমকে নাশের জন্য এবং শেষকে ভগবানের সহিত স্থাপন করিবার জন্য ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অব পদ্যতাং' পদের,—আমরা মনে করি ইহাই যথাযোগ্য প্রতিবাক্য—'রক্ষকসকাশে বা ভগবৎ-সকাশে প্রেরয়তাং।' জন্ম-সম্বন্ধ যাহাতে ছিন্ন হয় এবং ভগবানের সহিত সম্বন্ধ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই এখানকার লক্ষ্য। সেরূপ হইলে, সে লক্ষ্য থাকিলে, কেবল গর্ভযন্ত্রণার কেন, সকল যন্ত্রণারই নিবৃত্তি হয়। 'হে পরিত্রাণকামিন্! তুমি পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণাকাঙ্ক্ষা বা তদনুরূপ কার্য্য পরিত্যাগ কর এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ কর।' ইহাই মন্ত্রের উপদেশ। (১ক'—২অ-৫সূ—৪ম)।

—•—

পঞ্চমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। পঞ্চমো মন্ত্রঃ)।

বি তে ভিনদ্মি মেহনং যোনিং বি গবীনিকে।
বি মাতরং চ পুত্রং চ বিকুমারং জরায়ুনাব
জরায়ু পদ্যতাং ॥ ৫ ॥

* . *

পদ-পাঠঃ।

বি। তে। ভিনদ্মি। মেহনং। বি। যোনিং। বি। গবীনিকে ইতি।
বি। মাতরং। চ। পুত্রং। চ। বিকুমারং। জরায়ুনা। অব।
জরায়ু। পদ্যতাং ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম জীবন! 'তে' (তব) 'মেহনং' (কর্ম্মক্লেদরূপং উৎপত্তিমূলং) 'যোনিং' (জন্মাধারস্থানং) 'বি ভিনদ্মি' (বিশেষেণ বিদারয়ামি, বিচ্ছিন্নং করোমি); 'গবীনিকে' (উৎপত্তিসম্বন্ধযুক্তো নাড্যৌ অপি) 'বি' (বিচ্ছিন্নং করোমি); 'মাতরং' (মাতৃস্নেহসম্বন্ধং) 'পুত্রং চ' (পুত্রস্নেহসম্বন্ধং চ) 'বি' (বিচ্ছিন্নং করোমি); 'জরায়ুনা' (জরায়ুসম্বন্ধবিশিষ্টেন সহ) 'কুমারং চ' (শৈশবাবস্থাং চ) 'বি' (বিচ্ছিন্নং করোমি); অং 'জরায়ু' (জীবসম্বন্ধং) 'অব পদ্যতাং' (রক্ষকসকাশে প্রেরয়তাং)। সাধকঃ স্নেহসম্বন্ধকামসম্বন্ধাদিসর্ব্ববিধসম্বন্ধবন্ধনং অত্র বিচ্ছিন্নং করোতীতি ভাবঃ। (১কা—২অ ৫সূ-৫ম)।

বঙ্গানুবাদ

হে আমার জীবন! তোমার কর্ম্মক্লেদরূপ উৎপত্তিমূল জন্মাধারস্থানকে আমি বিচ্ছিন্ন করিতেছি; তোমার উৎপত্তিসম্বন্ধযুত নাড়ীকেও আমি বিচ্ছিন্ন করিতেছি; তোমার মাতৃস্নেহ-সম্বন্ধকে ও পুত্রস্নেহ-সম্বন্ধকে আমি বিচ্ছিন্ন করিতেছি; এবং জরায়ুসম্বন্ধবিশিষ্টের সহিত তোমার কৌমার অবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করিতেছি। তোমার জরায়ুরূপ জন্মসম্বন্ধকে তুমি সেই রক্ষকসকাশে প্রেরণ কর। (সংসার-বন্ধনের হেতুভূত সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ—স্নেহসম্বন্ধ কাম-সম্বন্ধ প্রভৃতির বিচ্ছিন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা মাত্রে প্রকাশ পাইয়াছে)॥ (১কা—২অ—৫সূ—৫ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃত)।

হে গর্ভিণি তে তব মেহনং মূত্রাবসেকদ্বারং বি ভিনদ্মি বিদারয়ামি। ভিদির্ বিদারণে। রুধাদিত্বাৎ শ্নম্ প্রত্যয়ঃ। ন কেবলং মেহনং অপিতু তদাধারভূতাং যোনিং বি ভিনদ্মি শিশুনির্গমনযোগ্যাং করোমি। তথা গবীনিকে যোনেঃ পার্শ্ববর্তিন্যৌ নির্গমনপ্রতিবন্ধিকে নাড্যৌ বি ভিনদ্মি। মেহনাদিবিভেদনস্য প্রয়োজনং দর্শয়তি বিমাতরং ইতি। মাতরং জননীং পুত্রং। পুন্নাম্নো নরকাৎ ত্রায়ত ইতি পুত্রঃ। পুরু বহুলং ত্রায়ত ইতি [বা] পুত্রঃ। তদুক্তং যাস্কেন। পুত্রঃ পুরু ত্রায়তে নিপরণাদ্বা পুং নরকং ততস্ত্রায়ত ইতি বা (নি০ ২।১১) ইতি। পরস্পরসমুচ্চয়ার্থৌ চকারৌ॥ তৌ উভৌ বি ভিনদ্মি বিশ্লেষয়ামি। গর্ভাশয়াৎ পুত্রং নির্গময়ামীত্যর্থঃ। তথা জরায়ুনা উল্বেন কুমারং পুত্রং বি ভিনদ্মি। জরায়ুকুমারাবপি পরস্পরং বিশ্লিষ্টৌ করোমীত্যর্থঃ। অনন্তরং জরায়্বপি উদরস্থং উল্বং অব পদ্যতাং-অবপততু। (১ক ২অ-৫সূ—৫ম)।

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—:•:—

সুপ্রসব-পক্ষে এটী পঞ্চম মন্ত্র। তবে এ মন্ত্রটী পড়িয়া মনে হইতে পারে, যেন কোনও যন্ত্র-ব্যবহার দ্বারা সন্তান বাহির করা হইতেছে। প্রত্নতত্ত্বের পক্ষ হইতে এ মন্ত্রকে ধাত্রীবিজ্ঞানের পোষক মন্ত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভাষ্যের মতে, এই মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা সুখপ্রসব সাধিত হয়।

সে অর্থ অসঙ্গত বলিতেছি না। তবে আমরা মনে করি, মন্ত্রের মধ্যে ক্লেদকর্ম্মরূপ আত্মোৎপত্তি-সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছে। প্রকারান্তরে এক প্রকার যোগসাধন বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রোচ্চারণকারী আপনাকে আপনি মুক্তির পথে অগ্রসর করিতেছেন। কামসম্বন্ধই উৎপত্তির মূলীভূত। স্নেহ মায়া মমতা সকলই তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। সাধক, এখানে প্রথম সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতেছেন। স্নেহমমতাদি বন্ধনের মূল। কাম-সঙ্গ তিনি প্রথমেই ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প বদ্ধ হইলেন। তার পর মাতার স্নেহ, পুত্রের মমতা বা নির্ভরতা একে একে সমস্তই পরিত্যাগ পক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরিশেষে তাঁহার সঙ্কল্প হইল, জরায়ুর মধ্য দিয়া সংসারে আর পরিভ্রমণ করিবেন না; তাঁহার জীব-সম্বন্ধকে তিনি ভগবৎপাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন। যেখান হইতে আসিয়াছে, সেইখানে গিয়া আশ্রয় লউক, আর যেন জরায়ুরূপে সংসারে গতাগত করিতে না হয়, এই ভাব এখানে প্রকাশ পাইল। যিনি রক্ষক, তিনিই রক্ষা করিবেন, তাঁহাতেই নির্ভর-পরায়ণ হও, কামনার দাস হইয়া বৃথা আর ঘুরিয়া মরিও না, ইহাই এখানকার শিক্ষা। (১কা—২অ—৫সূ ৫ম)।

— • —

ষষ্ঠ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। ষষ্ঠো মন্ত্রঃ)

যথা বাতো যথা মনো যথা পতন্তি পক্ষিণঃ

এবা ত্বং দশমাস্য সাকং জরায়ুণা পতাব

জরায়ু পদ্যতাং ॥ ৬ ॥

পদ-পাঠঃ।

যথা। বাতঃ। যথা। মনঃ। যথা। পতন্তি। পক্ষিণঃ।

এব। ত্বং। দশমাস্য। সাকং। জরায়ুনা। পত। অব।

জরায়ু। পদ্যতাং ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দশমাস্য' (হে দশমমাসপ্রাপ্তগর্ভস্থশিশুবৎসংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ, যদ্বা—দশাবস্থামধ্যগত ইত্যর্থঃ) 'জরায়ুনা সাকং' (জ্রূণেন সহ গর্ভং যথা পততি তদ্বৎ, যদ্বা—জরায়োঃ) 'ত্বং এব' (ত্বমপি) 'আ পত' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎ-সকাশে নিপতিতো ভব); 'যথা' (অবাধগতিত্বাৎ যেন প্রকারেণ) 'বাতঃ' (বায়ুঃ ত্বরিতগতিশীলঃ ইতি ভাবঃ) 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'মনঃ' (জ্ঞানসম্বন্ধি অন্তঃকরণং অপ্রতিবন্ধং সৎ শীঘ্রতরং গচ্ছতি ইতি ভাবঃ) 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'পক্ষিণঃ' (বিহগাঃ সশরীরা অপি অপ্রতিবদ্ধগতয়ঃ সন্তঃ) 'পতন্তি' (আকাশে উড্ডীয়মানা ভবন্তি ইতি যাবৎ) তদ্বৎ, তব 'জরায়ু' (তব জীবসম্বন্ধং) 'অব পদ্যতাং' (রক্ষকসমীপে প্রেরয়তাং ইতি শেষঃ)। যদা সর্ব্বে প্রতিবন্ধকা অপসৃতা ভবন্তি, তদা মনুষ্যাঃ সত্বরং ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (১কা ২অ ৫সূ—৬ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে গর্ভস্থশিশুবৎ সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ (হে দশাবস্থামধ্যগত)! জরায়ু সহ (জরায়ু যেমন বন্ধন মুক্ত হইয়া ভূপতিত হয় তদ্বৎ, অথবা জরায়ু অবস্থা হইতেই) তুমি ভগবৎ সকাশে নিপতিত হও (তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ কর); অবাধগতিহেতু যে প্রকারে বায়ু ত্বরিতগমনশীল, যে প্রকারে অপ্রতিবন্ধ হইয়া মন শীঘ্রতর গতিবিশিষ্ট, পক্ষিগণ অপ্রতিহত-গতিনিবন্ধন যে প্রকারে আকাশমার্গে অবাধে উড্ডীয়মান হয়; তুমিও সেইরূপ তোমার জীব-সম্বন্ধকে (সকল বাধা হইতে মুক্ত করিয়া) রক্ষক সমীপে (ভগবৎ-সমীপে) প্রেরণ কর। ভাবার্থ এই যে,—প্রতিবন্ধক-সমূহ অপসৃত হইলে মানুষ সত্বরই ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥ (১কা—২অ—৫সূ—৬ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

গর্ভস্ত অবিলম্বেন নির্গমনং দৃষ্টান্তৈঃ সমর্থয়তে। যথা যেন প্রকারেণ বাতঃ বায়ুঃ শীঘ্রং গচ্ছতি। যথা বা মনঃ জ্ঞানসাধনং অন্তঃকরণং অপ্রতিবন্ধং সৎ শীঘ্রতরং গচ্ছতি। যথা বা পক্ষিণঃ বিহগাঃ সর্ব্বেহপি অপ্রতিবন্ধগতয়ঃ সন্তঃ (পতন্তি) আকাশ উড্ডীয়ন্তে। পত্লৃ গতৌ। শটি "কর্ত্তরি শপ্" ইতি শপ্। "তাস্যনুদাত্তেন্ঙিদদুপদেশাৎ" ইতি লসার্ব্বধাতুকস্ত অনুদাত্তত্বং। শপশ্চ পিত্বাদনুদাত্তত্বং ধাতুস্বরেণ আদিরুদাত্তঃ। "তিঙ্ঙতিঙ" ইতি নিঘাতস্ত "যাবদ্‌যথাভ্যাং" ইতি প্রতিষেধঃ॥ এব এবং। 'নিপাতস্ত চ" ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ॥ হে দশমাস্ত দশস্থ মাসেষু মাত্রা পোষিত শিশো॥ দশ মাসান্ ভূত ইতি বিগৃহ্য "তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ" ইতি তদ্ধিতার্থে বিষয়ভূতে সমাসঃ। "সংখ্যাপূর্ব্বো দ্বিগুঃ" ইতি দ্বিগুসংজ্ঞায়াং "দ্বিগোর্যপ্" ইতি ভরণার্থে যপ্। "আমন্ত্রিতস্ত চ" ইতি আষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। এবম্ভূত শিশো ত্বং জরায়ুনা গর্ভবেষ্টনেন সাকং সহ পত গর্ভাশয়াৎ শীঘ্রং নির্গচ্ছ॥ "সহযুক্তেহপ্রধানে" ইতি সহার্থেন সাকংশব্দেন যোগে জরায়ুনা ইতি অপ্রাধান্যেনোক্তং। জরায়ুপতনং প্রাধান্যেনাপি নির্দ্দিশতি অব জরায়ু পদ্যতামিতি ব্যাখ্যাতং। (১কা—২অ—৫সূ—৬ম)।

ইতি প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়েহনুবাকে পঞ্চমং সূক্তং। ৫॥

ইতি দ্বিতীয়োহনুবাকঃ সমাপ্তঃ। ২॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এই মন্ত্র সুপ্রসব-সংক্রান্ত ষষ্ঠ বা শেষ মন্ত্র। দ্বিতীয় অনুবাকেও এইটী শেষ মন্ত্র। ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'হে দশম-মাসীয় গর্ভস্থ শিশু! তুমি সত্বর গর্ভ হইতে পতিত হও। বায়ু যেমন অবাধে গমন করে, মনঃ যেমন যথেচ্ছ বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, পক্ষী সকল যেমন অবাধে আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া থাকে; তুমিও সেইরূপ অবাধে গর্ভ হইতে নির্গত হও। কোনরূপ বাধা যেন তোমাকে আটকাইয়া না রাখে।'

আমরা যে দিক দিয়া মন্ত্রগুলির অর্থ করিতেছি, তাহাতে প্রায় একই রূপ প্রতিবাক্যে মন্ত্রটীকে সংসারবন্ধন-মোচন-পক্ষে উদ্বোধনা-মূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 'দশমাস্ত' পদ, ভাষ্যকারের মতে 'দশমাস-কাল গর্ভে অবস্থিত শিশুর' সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা ঐ পদটিকে সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞ' অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছি। একটু দূর-কল্পনায় ঐ পদে দশ দশাপন্ন মনুষ্যমাত্রকেও বুঝাইতেছে বলিয়াও মনে করা যায়। যাহা হউক, ঐ দশমাস্ত' সম্বোধনে বলা হইয়াছে,-তুমি জরায়ু সহ পতিত হও। আমরা বলি,-সে পক্ষে উহার ভাব এই যে,-বন্ধনমুক্ত হইলে ভ্রূণ যেমন সংসারে পতিত হয়, তুমিও সেইরূপ ভগবৎ-পাদপদ্মে পতিত হও; সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তুমিও সেইরূপ তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর। পূর্ব্ব মন্ত্রে সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করার ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। এ মন্ত্রে তাহাই দৃঢ়তার সহিত প্রখ্যাপিত হইতেছে।

যে তিনটী উপমার বিষয় আছে, সে তিনটীতেই অবাধ গতির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। বায়ু যে সর্ব্বত্র গতিশীল, তাহাতে সকল বাধা অতিক্রমের ভাব প্রকাশ পায়। মন সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিশীল; মনের ন্যায় দ্রুতগতি, সংসারে আর কাহার আছে? এই যে দ্রুত অবাধগতি, এই উপমার মধ্যেই বন্ধনমুক্তির ভাব প্রকট হইয়া রহিয়াছে। পক্ষিগণের গতির উপমারও সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। বন্ধন-মুক্ত পক্ষিগণই আকাশে অবাধে বিচরণ করে। উপমাত্রয়ে সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিবার বিষয় বন্ধনমুক্তি। এই সকল উপমাই যেন বলিতেছে,—'এখানে সংসারী মায়ামোহবদ্ধ জীবের প্রতি বন্ধনমোচনের উপদেশ আছে।' এখানে মন্ত্র যেন তারস্বরে বলিতেছে, 'রে ভ্রান্ত জীব! কেন তুমি নিত্য নিত্য অভিনব বন্ধনের ডোরে আবদ্ধ হইতেছ? ভগবানের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ কর। তাঁহার চরণে শরণ লও। বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে। তাহাতেই পরমসুখ মোক্ষ তোমার অধিগত হইয়া আসিবে।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এই শিক্ষাই অন্তরে ধারণ করিয়া আছে। (১কা ২অ—৫সূ—৬ম)।

—*—

তৃতীয়োঽনুবাকঃ। *

—:•:—

প্রথমং সূক্তং।

(সূক্তানুক্রমণিকা—সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

তৃতীয়েঽনুবাকে পঞ্চসূক্তানি তত্র "জরায়ুজ" ইত্যেতৎ প্রথমং সূক্তং। তস্য বাতপিত্ত-শ্লেষ্মবিকারজেষু রোগেষু যথোচিতমেদো মধুসর্পিস্তৈলপায়নাদিকর্ম্মসু বিনিয়োগঃ। "জরায়ুজ ইতি মেদো মধুসর্পিস্তৈলং পায়য়তি" ইত্যাদি সূত্রং। (কৌ০ ৪।২)॥ তথা দুর্দ্দিননিবারণে অতিবৃষ্টিনিবারণে চ "জরায়ুজ ইতি দুর্দ্দিনং আয়ন প্রত্যাক্লিষ্ঠতাণ্ বৃচা" (কৌ০ ৫।২) ইত্যাদি-সূত্রোক্তানি সূর্য্যোপস্থানোদকপ্রক্ষেপাদীনি কর্ম্মাণি অনেন সূক্তেন কুর্য্যাৎ॥ অত্র "মুঞ্চ শীর্ষক্ত্যাঃ" ইতি তৃতীয়য়া ঋচা সর্ব্বেষু ব্যাধিষু সম্পাতাভিমন্ত্রেণ সংস্কৃতেন উদকঘটেন ব্যাধিতং অভিষিঞ্চেৎ। "মুঞ্চেত্যাপ্লাবয়তি" ইতি (কৌ০ ৪।৩) সূত্রাৎ।

---

* এই 'অথর্ব্ববেদের' ৮৮ পৃষ্ঠায় সায়ণভাষ্যে এবং ৮৯ পৃষ্ঠার মন্ত্রার্থ আলোচনায় প্রথম অনুবাক শেষ হয়। প্রথম অনুবাকে ছয়টী সূক্ত ছিল। ৮৯ পৃষ্ঠার শেষ হইতে "দ্বিতীয় অনুবাক" আরম্ভ হয়। সেখানে লিপিকর-প্রমাদে "সপ্তমসূক্তানুক্রমণিকা" শিরোনাম বসিয়াছে। পরন্তু, উহা দ্বিতীয় অনুবাকের প্রথম সূক্তের অনুক্রমণিকা। ঐ অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্ত ১০৫ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়াছে। তৃতীয় সূক্ত ১১৬ পৃষ্ঠায়, চতুর্থ সূক্ত ১২৯ পৃষ্ঠায়, পঞ্চম সূক্ত ১৫০ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়া ১৫৮ পৃষ্ঠায় শেষ হইল। তৎপরে এই তৃতীয় অনুবাক আরম্ভ হইল।

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথম মন্ত্রঃ।)

জরায়ুজঃ প্রথম উস্রিয়ো বৃষা বাতব্রজ

স্তনয়ন্নেতি বৃষ্ট্যা।

সনো মৃড়াতি তন্ব ঋজুগো রুজন্ যঃ

একমোজস্ত্রেধা বিচক্রমে ॥ ১ ॥

• . •

পদ-পাঠঃ।

জরায়ুঽজঃ। প্রথমঃ। উস্রিয়ো। বৃষা। বাতঽব্রজা।

স্তনয়ন্। এতি। বৃষ্ট্যা।

সঃ। নঃ। মৃড়াতি। তন্বে। ঋজুঽগঃ। রুজন্। যঃ

একং। ওজঃ। ত্রেধা। বিঽচক্রমে। ॥ ১ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জরায়ুজঃ' (জরায়োঃ সকাশাদুৎপন্নো জীবঃ মৎসদৃশ ইতি শেষঃ) 'তন্বে' (শরীরগ্রহণায়, জন্মহেতুভূতায় কর্ম্মণে ইত্যর্থঃ) 'মৃড়া ত' (সুখী ভবতি) ; 'বাতব্রজা' (বায়ুবৎ সর্ব্বত্র গতিশীলঃ) 'প্রথম উস্রিয়ঃ' (আদিজ্ঞানকিরণযুতঃ) 'যঃ বৃষা' (যোঽভীষ্টবর্ষণকারী দেবঃ) 'বৃষ্ট্যা' (মহত্তরেণ করুণাবিতরণেন সহ ইতি যাবৎ) 'স্তনয়ন্' (স্বসত্তাং জ্ঞাপয়ন) 'এতি' (জীবসকাশং আগচ্ছাত, অস্মাকং উদ্ধারার্থামাত যাবৎ), 'ঋজুগঃ' (অকুটিলগামী, সর্ব্বেষাং সমাশ্রয়প্রদ-পরায়ণঃ) 'সঃ' (অভীষ্টবর্ষী দেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'রুজন্' (দুঃখজ্বালং ইতি ভাবঃ) ,একং' (স্বকীয়ং অভিন্নং) 'ওজঃ' (তেজঃ) 'ত্রেধা' (ত্রিলোকে প্রকাশয়ন্) 'বিচক্রমে'

(বিশেষেণ ব্যাপ্য স্থিতবান ইতি শেষঃ)। বয়ং সদা জন্মহেতুভূতায় কর্ম্মণে আকাঙ্ক্ষিণঃ। করুণানিদানঃ স ভগবান জ্ঞানকিরণবিতরণেন অস্মাকং ত্রিবিধ-দুঃখনাশায় সদা প্রযত্নশীলো ভবতি। ইত্যেবং তাৎপর্য্যার্থঃ। (১কা—৩অ - ১সূ - ১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জরায়ু হইতে উৎপন্ন (আমার ন্যায়) জীব, শরীরগ্রহণনিমিত্ত (জন্মহেতুভূতকর্ম্মে আনন্দিত হইয়া থাকে; বায়ুবৎ সর্ব্বত্র গতিশীল আদিজ্ঞান-কিরণ-বিশিষ্ট অভীষ্টবর্ষণকারী যে দেবতা মহত্তর করুণা বিতরণের সহিত আপনার সত্তা স্থাপন করাইয়া (আমাদের ন্যায় জীবের উদ্ধারার্থ) জীব-সকাশে আগমন করেন, সেই অভীষ্টপ্রদ দেবতা আমাদিগের দুঃখত্রয়কে নিবৃত্ত করিয়া (আপনার) আত্ম তেজকে ত্রিলোকে প্রকাশপূর্ব্বক বিশেষরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। (ভাবার্থ,—আমরা সদাসর্ব্বদা জন্মহেতু-ভূত কর্ম্ম-সম্পাদনেই নিরত থাকি। কিন্তু করুণানিদান ভগবান জ্ঞানকিরণ বিতরণে আমাদিগের ত্রিবিধ দুঃখনাশের জন্য সর্ব্বদা প্রযত্নপর রহিয়াছেন, মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।)। (১কা—৩অ—১সূ—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

জরায়ুজঃ জরায়োঃ সকাশাদুৎপন্নঃ। অদিতিপুত্রত্বাদ্ জরায়ুজত্বং। শ্রূয়তে হি। "অদিতিঃ পুত্রকামা সাধ্যেভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মৌদনং অপচৎ। তস্যা উচ্ছেষণং অদদুঃ। তৎপ্রাশ্নাৎ। সা রেতোঽধত্ত তস্যৈ চত্বার আদিত্যা অজায়ন্ত" (তৈ০ সং ৬।৫।৬।১ ইতি। যদ্বা। দিবি জরায়ুস্থানীয়ানি নক্ষত্রাণি অভিভূয় উদ্ভূতত্বাৎ জরায়ুজঃ। আম্নায়তে হি। "দ্যৌরুলা অন্তরিক্ষং গর্ভো নক্ষত্রাণি জরায়ু সূর্য্যো বৎসো বৃষ্টিঃ পীযূষঃ" ইতি। জনী প্রাদুর্ভাবে। অস্মাৎ "পঞ্চম্যাং অজাতৌ" ইতি ডপ্রত্যয়ঃ "টেঃ" ইতি টিলোপঃ। প্রত্যয়-স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং। প্রথম সর্ব্বস্মাৎ জগতঃ পূর্ব্বভূতঃ। উস্রিয়ঃ উস্রাঃ কিরণাঃ। বসন্তি নিবসন্তি এভির্জনা ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। বস নিবাসে ইত্যস্মাৎ স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা (উ০ ২।১৩) রক্ প্রত্যয়ঃ। "বচিস্বপি" ইত্যাদিনা সম্প্রসারণং। তে তস্য সন্তীত্যুস্রিয়ঃ। বর্ষীয়ো ঘঃ। বৃষা বর্ষপ্রদঃ সূর্য্যঃ। বৃষ সেচনে। কনিন্ যুবৃষিতক্ষীত্যাদিনা (উ০ ১।১৫৩) কনিন্ প্রত্যয়ঃ। বাতব্রজাঃ বাতবৎ শীঘ্রং ব্রজতি গচ্ছতীতি বাতব্রজাঃ। ব্রজ গতৌ। অস্মাদসুন্প্রত্যয়ঃ। যদ্বা বাতানাং ব্রজঃ সমূহো যস্যাসৌ বাতব্রজাঃ। বৃষ্টিসময়ে বহুতরবায়ুযুক্তত্বাৎ। "সুপাংসুলুক্‌পূর্ব্বসবর্ণ" ... "সুপাংসুপো ভবন্তি" ইতি সোর্ড্ডাদেশঃ। ঈদৃশঃ সূর্য্যঃ স্তনয়ন মেঘান গর্জ্জয়ন বৃষ্ট্যা মহত্তরেণ প্রকর্ষেণ সহ এতি আগচ্ছতি। স্তনয়ন্ ইতি। স্তন দেবশব্দে। চুরাদিঃ অদন্তোঽয়ং। শ্রূয়তে হি। "যদা খলু বা অসাবাদিত্যো ন্যঙ্ রশ্মিভিঃ পর্য্যাবর্ত্ততেথ বর্ষতে" (তৈ০ সং ২।৪।১০।২) ইতি।

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ (ম০ স্মৃ০ ৩।৭৬)। ইতি স্মৃতেশ্চ।

সঃ আদিত্যঃ নঃ অস্মাকং তন্বে তনুং শরীরং। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাৎ চতুর্থী। মৃড়াতি মৃড়য়তু। মৃড়াতি। মৃড় সুখনে। অস্মাৎ লোটি আডাগমঃ॥ কিং কুর্ব্বন্। রুজন্ ত্রিদোষজনিতরোগাদিকং ভঞ্জননিবর্ত্তয়ন্। রুজো ভঙ্গে। তুদাদিত্বাৎ শঃ॥ তমেব আদিত্যং বিশিনষ্টি ঋজুগঃ ঋজু অকুটিলং গচ্ছতীতি ঋজুগঃ। "ডোন্যত্রাপি দৃশ্যতে" ইতি গমের্ডপ্রত্যয়ঃ। যঃ সূর্য্যঃ একং অদ্বিতীয়ং ওজঃ আত্মীয়ং তেজঃ ত্রেধা ত্রিপ্রকারেণ অগ্নিবায়ুসূর্য্যাত্মনা বিচক্রমে বিবিধং আক্রান্তবান্। পৃথিব্যাদিলোকত্রয়ং আক্রম্য অধিপতিত্বেন স্থিতবান্ ইত্যর্থঃ। স সূর্য্যঃ মৃড়াতীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধ॥ ক্রমু পাদবিক্ষেপে। "বেঃ পাদবিহরণে" ইতি আত্মনেপদং॥ যদ্বা। যঃ সূর্য্যঃ একমেব স্বকীয়ং ওজঃ তেজঃ ত্রেধা ত্রিপ্রকারেণ বায়্বগ্নিচন্দ্রাত্মনা বিচক্রমে কৃৎস্ন-শরীরাণি আক্রম্য বর্ত্ততে। বাতপিত্তশ্লেষ্মলক্ষণদোষত্রয়কারি দেবতাত্মনা সর্ব্বত্র অয়মেব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অতঃ সূর্য্যপ্রার্থনয়া দোষত্রয়োদ্ভূতস্য রোগজাতস্য নিবৃত্তিরূপপন্না। ১।

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

অনুক্রমণিকায় দেখিতে পাই, এই সূক্তের মন্ত্রগুলি বাতপিত্তশ্লেষ্মবিকারজনিত রোগ সমূহের প্রতিকারার্থ বিনিযুক্ত হয়। দুর্দ্দিন-নিবারণে এবং অতিবৃষ্টি-নিবারণেও এই সূক্তের মন্ত্র কয়েকটির প্রয়োগ বিহিত আছে। 'মুঞ্চশীর্ষক্ত্যা' ইত্যাদি তৃতীয় মন্ত্রটী সর্ব্বব্যাধিনাশক বলিয়া উক্ত আছে। এই সকল মন্ত্রের দ্বারা অভিষেক কার্য্য করিলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে প্রথম মন্ত্রের যে অর্থ ভাষ্যে প্রকাশিত আছে, তাহার একটু আভাষ প্রদান করিয়া পরিশেষে মন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেছি। ভাষ্যকার বলেন,—'জরায়ুজঃ' পদটী—'বৃষা' পদকে লক্ষ্য করিতেছে। 'বৃষা' শব্দের অর্থ সূর্য্য। তিনি অদিতির পুত্র, সুতরাং জরায়ুজ। এমতে, 'প্রথমঃ' 'উস্রিয়ঃ' ও 'বাতভ্রজা' এই তিনটী পদও সূর্য্যেরই বিশেষণ। এবম্ভূত সূর্য্য, তিনি মেঘ সকলকে গর্জ্জন করাইয়া মরুতের প্রকর্ষের সহিত আগমন করেন—ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের প্রথম পঙ্‌ক্তির ইহাই মর্ম্ম। সেই আদিত্য আমাদের দেহকে ত্রিদোষজনিত রোগনাশ করিয়া সুখী করুন। অকুটিলগতি সেই সূর্য্য আত্মীয় তেজকে তিন প্রকার অগ্নি বায়ু ও সূর্য্যরূপে পৃথিব্যাদি লোকত্রয় আক্রমণপূর্ব্বক অধিপতিরূপে স্থিত আছেন। ভাষ্যানুসারে ইহাই মন্ত্রের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মর্ম্ম।

আমরা মন্ত্রটীকে অন্যভাবে গ্রহণ করি। আমরা জীব, নিয়তই কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হইতেছি। জন্মের পর আবার জন্ম হউক,—আমাদের কর্ম্মের ইহাই যেন লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। উচ্চ গতি প্রাপ্তির আশা অতি অল্পই থাকিতেছে; পরন্তু, নীচগতির দিকেই আমা-দিগের কর্ম্ম আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে। এই মন্ত্র সেই কর্ম্মতত্ত্বের

বিষয় ব্যক্ত করিতেছে। একদিকে আমরা আমাদের বন্ধন-মূলক কর্ম্মের প্রতি ধাবমান হইতেছি; অন্যদিকে সেই করুণানিদান ভগবান আমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। সংসার-সমরাঙ্গনে যেন এক বিষম সংগ্রাম চলিয়াছে। আমরা বিপথে অগ্রসর হইতেছি; ভগবান আমাদিগকে ফিরাইবার চেষ্টা পাইতেছেন।

কি প্রকারে, কোন্ পদের কি অর্থে, আমরা মন্ত্রে ঐ ভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, সামান্য একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারিবে। আমরা মনে করি, 'জরায়ুজঃ' পদ 'বৃষা' পদের বিশেষণ নহে। আমরা বলি, দেবতা কখনই জরায়ুজ নহেন। এই 'জরায়ুজঃ' পদ জরায়ু হইতে উৎপন্ন জীবকে (আমাদিগকেই) বুঝাইতেছে। 'তম্বে' পদে ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু, 'জরায়ুজঃ' পদের জীব অর্থ গ্রহণ করিলে, সে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকারের কোনই আবশ্যক হয় না। সে পক্ষে 'মৃড়তি' ক্রিয়া পদ 'জরায়ুজঃ' পদের সহিতই অন্বিত বলিয়া স্বীকার করা যায়। তাহাতে মন্ত্রাংশে (জরায়ুজঃ তম্বে মৃড়াতি) কেমন সঙ্গত সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়! জীব নিয়তই দেহরক্ষার জন্য জন্মহেতুভূতকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। এই নিত্য সত্য তত্ত্বই এই মন্ত্রাংশে প্রকটিত দেখিতে পাই। আমরা মনে করি, ইহাই সঙ্গত অর্থ।

অতঃপর মন্ত্রের অপরাংশের সার্থকতা অনুধাবন করুন। মন্ত্রে একটী 'যঃ' ও একটী 'সঃ' পদ আছে। উহার দ্বারা একই কর্ত্তার দ্বিবিধ ক্রিয়া অন্বিত হইতেছে। প্রথম ক্রিয়া—'এতি'; দ্বিতীয় ক্রিয়া 'বিচক্রমে'। এই দুইটী ক্রিয়াপদের মধ্যেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকটিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। প্রথমে বুঝিয়া দেখুন—যে 'বৃষা' আসিতেছেন (এতি), তিনি কেমন? তিনি 'বাতভ্রজা' তিনি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র গমনশীল; তিনি 'প্রথম উস্রিয়ঃ' তিনি আদি-জ্ঞান-কিরণ-বিশিষ্ট। 'বৃষা' পদে, তাঁহাকে অভীষ্টবর্ষণশীল বলিয়া বুঝিতে পারি। যিনি অভীষ্টবর্ষণকারী, তাঁহার আছে জ্ঞানকিরণ। তিনি বায়ুবৎগতিশীল হইয়া, সর্ব্বত্র গমন করিয়া, সেই জ্ঞান-কিরণই মনুষ্যকে দান করিবেন; এই ভাবই ঐ মন্ত্রাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার, সেই জ্ঞান-কিরণ বিতরণ-ক্রিয়া কি প্রকারে সাধিত হয়? 'বৃষ্ট্যা' ও 'স্তনয়ন্' পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। বৃষ্ট্যা পদের অভ্যন্তরে বর্ষণের (বিতরণের) ভাব আছে। 'স্তনয়ন্' পদের অর্থে ভাষ্যকার 'মেঘান্ গর্জ্জয়ন্' এইরূপ প্রতিবাক্য লিখিয়াছেন। মেঘ গর্জ্জনের পরই বারিবর্ষণ—গর্জ্জন বর্ষণের সূচনা প্রকাশ করে। ভগবানের যে অপার করুণা, আগমনের পূর্ব্বেই তিনি যে স্বসত্তা জ্ঞাপন করেন, বিবেকাদির উদয়ে হৃদয়ে যে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়, এখানে সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। আমরা তাই, 'বৃষ্ট্যা' পদের প্রতিবাক্যে 'মহত্তরেণ করুণাবিতরণেন সহ, এবং 'স্তনয়ন্' পদের প্রতিবাক্যে 'স্বসত্তাং জ্ঞাপয়ন্' এইরূপ পদ গ্রহণ করিয়াছি। জীবের উদ্ধারের জন্য অশেষ-করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক সদ্ভাবাদিরূপে নানা প্রকারে ভগবান যে, জীব-সমীপে আগমন করেন 'বাতভ্রজা এতি' (আমাদের মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) অংশে এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

মন্ত্রের উপসংহারের সহিত আরম্ভের সামঞ্জস্য কেমন সুন্দররূপে পরিরক্ষিত হইয়াছে,

এইবার তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করুন। সেই দেবতা—'ঋজুগঃ' অর্থাৎ অকুটিলগামী, সকলের প্রতি সমান অনুগ্রহ-পরায়ণ। আমাদের (জীবের) দুঃখত্রয় নিবৃত্তি করিবার জন্য তিনি তাঁহার অভিন্ন তেজের সহিত ত্রিলোকে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার করুণার পার নাই; তিনি নিয়ত সকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। জীবের ত্রিবিধ দুঃখ যাহাতে দূর হয়, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিয়ত প্রধাবিত আছে কিন্তু, আমরা কর্ম্মঘোরে এতই বিভ্রান্ত যে, তাঁহার প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেছি না। যে কর্ম্মের দ্বারা শ্রেয়ঃসাধিত হয়, নিঃশ্রেয়স অধিগত হয়, তৎপ্রতি আমাদিগের আদৌ লক্ষ্য নাই। আমরা কেবলই কর্ম্মের বন্ধনে দিন দিন অষ্টে পৃষ্ঠে আবদ্ধ হইতেছি। এই মন্ত্র তৎপক্ষে আমাদিগকে সাবধান করিতেছে। (১কা—৩অ—১সূ ১ম)।

—•—

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

অঙ্গে অঙ্গে শোচিষা শিশ্রিয়াণং নমস্যন্তস্ত্বা

হবিষা বিধেম।

অঙ্কান্ৎসমঙ্কান্ হবিষা বিধেম যো অগ্রভীৎ

পর্ব্বাস্যা গ্রভীতা ॥ ২ ॥

* * *

পদপাঠঃ।

অঙ্গেঽঅঙ্গে। শোচিষা। শিশ্রিয়াণং। নমস্যন্তঃ। ত্বা।

হবিষা। বিধেম।

অঙ্কান্। সংঽঅঙ্কান্। হবিষা। বিধেম। যঃ। অগ্রভীৎ।

পর্ব্ব। অস্যা। গ্রভীতা ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে অগ্নে' (সর্ব্বজীবমধ্যগতে) 'শোচিষা' (দীপ্ত্যা) 'শিশ্রিয়াণং' (ব্যাপ্য বিদ্যমানং) হে দেব ঈদৃশং 'ত্বা' (ত্বাং) 'নমস্যন্তঃ' (স্তুতিনমস্কারাদিভিঃ পূজয়ন্তঃ) 'হবিষা' চ (হবনীয়দ্রব্যেণ চ) 'বিধেম' (পরিচরেম); 'অন্যান্' 'অস্মানৎসমন্যান্' (ভগবৎসম্বন্ধযুতান্ সর্ব্বান্ দেবভাবান ইতি ভাবঃ) 'হবিষা' (হবনীয়েন) 'বিধেম' (পরিচরেম); 'গ্রহীতা' (গ্রাহকঃ, আক্রমণকারী ইত্যর্থঃ) 'যঃ' (বন্ধনহেতুভূতো যোঽসদ্ভাবঃ) 'অস্য' (জীবস্য, লোকস্য) 'পর্ব্ব' (পর্ব্বাণি, কর্ম্মাণি ইতি যাবৎ) 'অগ্রভীৎ' (ব্যাপ্য অবস্থিতঃ) তস্য অসদ্ভাবস্য নিবৃত্তয়ে তন্নিবৃত্তিকারকং দেবং হবিষা পরিচরেম ইতি শেষঃ। ন কেবলং ভগবন্তং পূজয়াম, তৎসংযুতান্ সর্ব্বান দেবভাবানপি পরিচরেম, অসদ্ভাবদূরীকরণায় চ তন্নিবৃত্তিকারকং দেবং পরিচরেম॥ (১কা-৩অ-১সূ ২ম)।

বঙ্গানুবাদ।

সকল জীবের মধ্যে দীপ্তি (জ্যোতিঃ) রূপে বিদ্যমান আপনাকে, হে ভগবন্! স্তুতিনমস্কারাদির দ্বারা আমরা পূজা করি, এবং হবনীয়দ্রব্যের দ্বারা (ভক্তিভাবে) আপনার পরিচর্য্যা করিব (ঐরূপ পূজা ও পরিচর্য্যা করা আমাদের কর্ত্তব্য); ভগবৎসম্বন্ধযুত অন্য সকল দেবতাকেও (তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরূপ দেবভাবকেও) হবনীয় দ্বারা আমরা অবশ্য পরিচর্য্যা করিব (অর্থাৎ, তাঁহাদেরও পরিচর্য্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য); জীবের আক্রমণকারী, জীবের বন্ধনহেতুভূত যে অসদ্ভাব (অসত্য), জীবের কর্ম্মসমূহকে ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে, তাহার নিবৃত্তির জন্য তন্নিবৃত্তিকারক দেবতাকে (দেবভাবকে) আহবনীয়ের দ্বারা আমরা অবশ্য পরিচর্য্যা করিব (অর্থাৎ, তাঁহারও পরিচর্য্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য)। (ভাব এই যে,—কেবল যে ভগবানকেই পূজা করিব, তাহা নহে; পরন্তু ভগবৎসম্বন্ধি সকল দেবভাব সমূহেরই পরিচর্য্যা করিব। অসদ্ভাবদূরীকরণ জন্য অসদ্ভাবদূরীকরণসমর্থ দেবতাকে অর্চ্চনা করি।)। (১কা—৩অ—১সূ—২ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)

অগ্নে অগ্নে সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু। "নিত্যবীপ্সয়োঃ" ইতি দ্বির্ব্বচনং। "অঙ্গ ইত্যাদৌ চ" ইতি প্রকৃতিভাবাৎ "এঙঃ পদান্তাদতি" ইতি পূর্ব্বরূপত্বাভাবঃ। "তস্য পরমাম্রেড়িতং।" "অনুদাত্তঞ্চ" ইতি পরস্যাঙ্গশব্দস্যানুদাত্তত্বং। সর্ব্বপ্রাণিশরীরেষু শোচিষা দীপ্ত্যা শিশ্রিয়াণং ব্যাপ্য বর্ত্তমানং। প্রাণাত্মনা ব্যাপ্য বর্ত্তমানং ইত্যর্থঃ। শ্রূয়তে হি। "প্রাণঃ প্রজানাং উদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ" (প্র০ উ০ ।৮) ইতি। শ্রিঞ্ সেবায়াং। অস্মাৎ "ছন্দসি

লিট্" ইতি বর্ত্তমানে লিট্। "লিটঃ কানজ্বা" ইতি তস্য কানজাদেশঃ। "অচি শ্নু ধাতু" ইত্যাদিনা ইয়ঙাদেশঃ। "চিতঃ" ইতি অন্তোদাত্তত্বং। ন চ "অভ্যস্তানামাদিঃ" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং শঙ্কনীয়ং। তস্য সার্ব্বধাতুকবিষয়ত্বাৎ। হে সূর্য্য ঈদৃশং ত্বা ত্বাং নমস্যন্তঃ নমঃ কুর্ব্বন্তঃ। স্তোত্রনমস্কারাদিভিঃ পূজয়ন্ত ইত্যর্থঃ। হবিষা চর্ব্বাজ্যসমিদাদিনা বিধেম পরিচরেম। বিধতিঃ পরিচরণকর্ম্মা বিধবিধানে। তুদাদিত্বাৎ শঃ। শস্য ঙিত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। নমস্যন্ত ইতি। "নমোবরিবশ্চিত্রঙঃ ক্যচ্" ইত্যত্র "নমসঃ পূজায়াং" ইতি বিশেষণত্বাৎ পূজার্থে ক্যচ্। "নঃ ক্যে" ইতি পদসংজ্ঞায়া নিয়মিতত্বাৎ অত্র পদসংজ্ঞায়া অভাবেন রুত্বাদ্যভাবঃ। তদন্তাৎ লটঃ শত্রাদেশঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ। অতঃ চিৎস্বরেণ কণ্ডিতস্য আন্তোদাত্তত্বে শবকারেণ সহ একাদেশস্যাপি "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" ইতি উদাত্তত্বং। তথা অক্তান্ অক্তনশীলান্ গমনশীলান্ সূর্য্যস্য অনুচরান্ দমক্তান্ সমঞ্চনশীলান্ সমীপে বর্ত্তমানান্ অন্তরঙ্গানপি পরিবারভূতান্ দেবান্ হবিষা বিধেম পরিচরেম। অঞ্চু গতিপূজনয়োঃ। অস্মাৎ "হলশ্চ" ইতি কর্ত্তরি বাহুলকাদ্ ঘঞ্। "চজোঃ কুঘিণ্ণ্যতোঃ" ইতি কুত্বং। হবিঃ-প্রদানস্য প্রয়োজনং আহ যো অগ্রভীদিতি। গ্রভীতা গ্রহীতা গ্রাহকো যঃ জ্বরাদিরূপো রোগঃ অস্য পুরুষস্য সর্ব্বপর্ব্বাণি শরীরাবয়বসন্ধীন অগ্রভীৎ অগ্রহীৎ। ব্যাপ্য বাধত ইত্যর্থঃ। তস্য রোগজাতস্য নিবৃত্তয়ে হবিষা বিধেমেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ গ্রহ উপাদানে অস্মাৎ লুঙি "চ্লেঃ সিচ্"। "অতোহলাদেঃ" ইতি প্রাপ্তায়া বৃদ্ধেঃ "হ্ম্যন্তক্ষণং" ইতি প্রতিষেধঃ। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি" ইতি ভত্বং। "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—:*:—

এই মন্ত্রে তিনটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—সেই সর্ব্বেশ্বরের পূজা ও পরিচর্য্যার বিষয়। দ্বিতীয় তাঁহার যাঁহারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাঁহাদের পরিচর্য্যার বিষয়। তৃতীয়—তাঁহার সহিত মিলনের পথে যাহারা বাধাস্বরূপ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে যিনি অপসারিত করিতে পারেন, তাঁহার পরিচর্য্যার বিষয়।

প্রথম যাঁহার প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত, তাঁহার স্বরূপ কি—উপলব্ধি করুন। তিনি—'অঙ্গে অঙ্গে শোচিষা শিশ্রিয়াণং'। সকলেরই মধ্যে তিনি দীপ্তরূপে জ্যোতিঃরূপে আত্মরূপে ব্যাপিয়া আছেন। এখানেই বুঝা যায়,—কাহার প্রতি লক্ষ্য আছে। সেই যে 'তিনি' বলা হইতেছে, তাঁহাকে স্তোত্রনমস্কারাদির দ্বারা পূজা করিতে হইবে, আর হবনীয়ের দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে হইবে। পূজার ও পরিচর্য্যার প্রসঙ্গে, তদ্ভাবে ভাবিত ও তাঁহার সমীপস্থ হওয়ার ভাব আসে দ্বিতীয়ের ও তৃতীয়ের পরিচর্য্যার প্রসঙ্গে, তাঁহারই সমীপস্থ হওয়ার পথ কিরূপে পরিষ্কৃত হয়, তাহা বুঝান হইয়াছে। ভগবদ্বিভূতিসমূহকেই তাঁহার অনুচর-অন্তরঙ্গ অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। তাঁহারাই দেবতা বা দেবভাব। তাঁহাদের পরিচর্য্যা করা অর্থাৎ তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া—সামান্যার্থবাচক। দেবভাবের সেবা করিতে করিতে দেবত্বের অনুসরণ করিতে করিতে, মানুষ ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করে।

সাধনার প্রথম বা উন্নত স্তর—সেই সর্ব্বেশ্বরের পূজায় তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া। অন্য সকল স্তরের মধ্য দিয়া শেষ এই স্তরে উপনীত হইতে হয়। দ্বিতীয় স্তর দেবভাবের সেবা—দেবত্বের অনুসরণ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চারের চেষ্টা। এই প্রয়াসের ফলে—সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ের প্রভাবে প্রথম স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। এইজন্যই এই স্তরকে সাধনার দ্বিতীয় স্তর বলিয়াছি। তৃতীয় স্তরে অসদ্বৃত্তি বা অসদ্ভাব-পরিহারের প্রচেষ্টা। এ পক্ষে, যদ্দ্বারা অসদ্ভাব দমিত হয়, তদনুরূপ দেবভাবের সহায়তা আবশ্যক করে। সুতরাং এখানেও সেই দেবতার পরিচর্য্যারই উপদেশ বিহিত আছে। এইরূপে মন্ত্রের উপদেশ-অনুসারে বুঝিতে পারি,—যে দেবভাবের সহায়তায় অসতের বাধাকে দূরীভূত করিতে পারা যায়, হৃদয়ে সে দেবভাব পোষণ করিতে হইবে; ভগবৎ-বিভূতি-স্বরূপ যে সকল দেবভাব ভগবানের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিদ্যমান্ রহিয়াছে, তৎসমুদায়ের অধিকারী হইতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের পূজায় ও উপাসনায় তাঁহার সামীপ্য লাভ করিতে হইবে। সাধনার এই তিন স্তর—মুক্তিমার্গের এই ত্রিবিধ তত্ত্ব-এখানে প্রখ্যাত হইয়াছে। এ পক্ষে, পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত এ মন্ত্রের সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে যাঁহাকে বায়ুবৎ সর্ব্বত্রগতিশীল বলা হইয়াছিল, এখানে তাঁহাকেই 'অঙ্গে অঙ্গে দীপ্তিরূপে বিদ্যমান' বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সেখানে সাধারণভাবে বন্ধন-মোচনের প্রসঙ্গ প্রখ্যাত হইয়াছিল; জীবের স্বাভাবিক প্রকৃতির এবং তৎসম্পর্কে ভগবানের করুণার বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল; এখানে সে পক্ষে মানুষের কি প্রচেষ্টা প্রয়োজন, কি ভাবে স্তরে স্তরে মানুষকে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাই পরিব্যক্ত হইল। মন্ত্র যে কর্ম্ম-সাধনেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ হওয়াই সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি।

ভাষ্যে যে অর্থ প্রকাশিত আছে, তাহার সহিত আমাদের অর্থের যে অল্প প্রভেদ রহিয়াছে, উপসংহারে তদ্বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যের মত এই যে, সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'জ্বরাদিপোষক রোগ এই পুরুষের শরীরের সন্ধিস্থানসমূহ আক্রমণ করিয়া আছে, সেই রোগের নিবৃত্তির জন্য এই হবিঃ প্রদানে পূজা করা কর্ত্তব্য।' এখানে রোগকে (আক্রমণকারীকে) হবিঃ প্রদান করিতে হইবে,-এইরূপ ভাবই প্রধানতঃ প্রকাশ পায়। দেবতার সঙ্গে অপদেবতার পূজার প্রথা অস্মদ্দেশে যে প্রচলিত আছে, এই অর্থেই তাহার সঙ্গতি দেখা যায়। উপকারীরও পূজা করা, আবার অপকারীরও পূজা করা, জ্বরনাশক দেবতারও পূজা করা, আর জ্বরপ্রবর্দ্ধক জ্বরাসুরেরও পূজা করা—বোধ হয় এই কারণেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। সংসারে যুদ্ধজয়পক্ষে সাম-দান-ভেদ তিন নীতি অনুসরণ করা হয়। সে ভাবে বিচার করিলে, অসৎকে দূর করার জন্য, ঐ তিনের একতম পথ গ্রহণ করাই বিধেয়। তবে আমরা যে লক্ষ্য রাখিয়া অর্থ করিয়া যাইতেছি, তাহাতে সৎ ভিন্ন অসতের সেবা উপপন্ন হয় না, দেবভাব ভিন্ন অসুর-ভাবের সেবা সাধারণতঃ স্বীকার করা যায় না। এ পক্ষে, সুধিগণ নীরভাগ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীরভাগ গ্রহণ করিবেন ইহাই আকাঙ্ক্ষা। (১কা ৩অ—১সূ ২ম)।

—•—

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

মুঞ্চ শীর্ষক্ত্যা উত কাস এনং
পরুষ্পরুরাবিবেশা যো অস্য।
যো অভ্রজা বাতজা যশ্চ শুষ্মো
বনস্পতীন্‌ৎসচতাং পর্ব্বতাংশ্চ ॥ ৩ ॥

• . •

পদ-পাঠঃ।

মুঞ্চ। শীর্ষক্ত্যা। উত। কাসঃ। এনং।
পরুঃঽপরু। আঽবিবেশ। যঃ। অস্য।
যঃ। অভ্রঽজা। বাতঽজাঃ। যঃ। চ। শুষ্মঃ।
বনস্পতীন্। সচতাং। পর্ব্বতান্। চ। ৩ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'শীর্ষক্ত্যা' (শিররোগাৎ, মূর্দ্ধ্নঃ বন্ধনাৎ) 'এনং' (শরীরং) 'মুঞ্চ' (মুক্তং কুরু); 'উত' (অপিচ) 'যঃ কাসঃ' (যঃ ক্ষয়করো রোগঃ, সন্তানাশকো যঃ কর্ম্মপ্রভাবঃ ইত্যর্থঃ) 'অস্য' (দেহস্য) 'পরুঃ পরুঃ' (সর্ব্বান্ সন্ধিবন্ধান্) 'আবিবেশ' (অধিকৃতবান্) তস্মাৎ মোচয়েতি শেষঃ; 'যঃ' (ব্যাধিঃ, বন্ধনঃ) 'অভ্রজাঃ' (শ্লেষ্মবিকৃতিজঃ, তমোভাববিকৃতিজঃ ইতি ভাবঃ) 'বাতজাঃ' (বায়োবিকৃতিজঃ, রজোভাববিকৃতিজঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ চ' (যো ব্যাধির্ব্বা, যো বন্ধনঃ চ), 'শুষ্মঃ' (পিত্তবিকারজাতঃ, সত্ত্বভাববিকৃতিজঃ ইত্যর্থঃ) স সর্ব্বোঽপি 'বনস্পতীন্' (কাননস্থানান্ বৃক্ষান্) 'পর্ব্বতান্ চ' (মনুষ্যসম্বন্ধরহিতান্ পাষাণান্ ইতি যাবৎ) 'সচতাং' (সমবৈতু, সম্বন্ধবিশিষ্টো ভবতু)। অন্তর্ব্ব্যাধিঃ বহির্ব্ব্যাধিঃ

দ্বিবিধ ব্যাধিরেব চ বন্ধনহেতুভূতঃ। তস্মাৎ সর্ব্বব্যাধিনাশকামনয়া সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদনাকাঙ্ক্ষয়া চ এষা প্রার্থনা। (১ম ৩অ-১সূ ৩ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! শিরঃসম্বন্ধীয় রোগ হইতে (মস্তকের বন্ধন হইতে) এই দেহকে মুক্ত করুন; যে ক্ষয়কারক রোগ (অথবা সত্যনাশকারী যে কর্ম্মপ্রভাব) এই দেহের সকল সন্ধিবন্ধনকে অধিকার করিয়াছে, তাহা হইতেও মুক্তিদান করুন; যে ব্যাধি (অথবা—বন্ধন) শ্লেষ্মাবিকৃতিজাত (অথবা—তমোভাব হইতে উৎপন্ন), যে ব্যাধি (অথবা—বন্ধন) বায়ু-বিকৃতিজাত (অথবা—রজোভাববিকৃতিহেতু উৎপন্ন), যে ব্যাধি (অথবা —বন্ধন) পিত্তবিকারজনিত (অথবা—সত্ত্ববিকৃতিজ), তাহা বৃক্ষসমূহকে বা পর্ব্বতসমূহকে প্রাপ্ত হউক (অর্থাৎ, সেরূপ ব্যাধিতে বা বন্ধনে লোক-সমাজ যেন কদাচ আক্রান্ত না হয়)। (অন্তর্ব্যাধি বহির্ব্যাধি উভয় ব্যাধিই বন্ধনহেতুভূত। তাই মন্ত্রে সর্ব্বব্যাধি নাশের কামনা এবং সর্ব্ববন্ধন ছেদনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (১কা—৩অ—১সূ—৩ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে সূর্য্য শীর্ষক্ত্যাঃ শীর্ষং শিরঃ অক্তি গচ্ছতি ব্যাপ্য বাধত ইতি শীর্ষক্তি শিরোরোগঃ। তস্মাৎ সকাশাদ্ এনং পুরুষং মুঞ্চ মোচয়। শিরোরোগং নিবর্ত্তয়েত্যর্থঃ। উত অপি চ যঃ কাসঃ হৃৎকণ্ঠমধ্যবর্ত্তী প্রসিদ্ধঃ শ্লেষ্মরোগবিশেষঃ এনং পুরুষং আবিবেশ প্রবিষ্টবান্। প্রবেশনপ্রকারমেব আহ। অস্য পুরুষস্য পরুঃপরুঃ সর্ব্বান্ সন্ধিবন্ধান্ আবিবেশ॥ বিশ প্রবেশনে অস্মাৎ লিট্। তথাবিধাৎ কাসরোগাদ্ এনং মোচয়েতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ইদানীং বাতপিত্তশ্লেষ্মবিকারজনিতানাং সর্ব্বেষামপি ব্যাধীনাং অস্মাৎ পুরুষাদ্ অন্যত্রাবস্থানং প্রার্থয়তে। যো অভ্রজা ইতি। যো রোগঃ অভ্রজাঃ অপো বিভর্ত্তীত্যভ্রং প্রবর্ষকো মেঘসঙ্ঘঃ তস্মাৎ জায়তে প্রবর্ষণোদকসংসর্গেণ উৎপদ্যত ইতি অভ্রজাঃ শ্লেষ্মরোগঃ। "জনসনখনক্রমগমো বিট্" ইতি বিট্ প্রত্যয়ঃ। "বিড্বনোরনুনাসিকস্যাৎ" ইতি আত্বং। কৃত্তদ্ধিতসমাসস্বরেণ মধ্যোদাত্তত্বং। তথা যো বাতজাঃ বাতাৎ কোষ্ঠ্যাৎ বায়োর্জ্জাত উৎপন্নো রোগঃ যশ্চ শুষ্মঃ শোষকঃ পিত্তবিকারজনিতো জ্বরাদিরোগোঽস্তি দোষত্রয়োদ্ভূতঃ স সর্ব্বোঽপি রোগঃ এনং পুরুষং বিহায় বনস্পতীন্ কাননস্থান্ বৃক্ষান্ পর্ব্বতাংশ্চ মনুষ্যসঞ্চার-রহিতান্ শীলোচ্চয়াংশ্চ সচতাং সমবৈতু। আশ্রয়তু ইত্যর্থঃ। ষচ সমবায়ে। শুষ্ম ইতি। শুষ শোষণে। অস্মাৎ অবিসিবিসিশুষিভ্যঃ কিৎ (উ০ ১।১৪১) ইতি মন্ প্রত্যয়ঃ। তস্য কিত্ত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। নিত্ত্বস্বরেণ আদ্যুদাত্তত্বং। বনস্পতীন্ ইতি।

বনানাং পতিঃ বনস্পতিঃ। "পারস্করপ্রভৃতীনি চ সংজ্ঞায়াং" ইতি সুডাগমঃ। "উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ" ইতি উভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। (১কা—৩অ—১সূ—৩ম)।

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এ মন্ত্রে সাদাসিদাভাবে ব্যাধিমুক্তির প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'এই পুরুষকে শিরোরোগ হইতে মুক্ত করুন; এই পুরুষের দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে শ্লেষ্মা প্রবেশ করিয়াছে; এবং যে ক্ষয়কর কাশরোগে এই পুরুষ আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাকে রক্ষা করুন। বাতপিত্তকফজনিত যে ব্যাধি সে ব্যাধি বৃক্ষসমূহে এবং পর্ব্বতসমূহে সমাবিষ্ট হউক।' মন্ত্রার্থে, প্রথম দৃষ্টিতে এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাষ্যেও এই ভাবের অর্থই প্রকাশিত দেখি। কিন্তু পূর্ব্বাপর মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের অর্থসঙ্গতি-রক্ষা পক্ষে উদ্বুদ্ধ হইয়া, আমরা মন্ত্রের দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিলাম। এক অর্থ—ভাষ্যের অনুসারী রহিল। অন্য অর্থ—আমাদের ব্যাখ্যার পরিগৃহীত পন্থারই অনুগত হইল। তবে ভাব-পক্ষে আমাদের প্রকাশিত দুই প্রকার ব্যাখ্যাতেই সমান অর্থ পাওয়া যাইবে—ইহাই ভরসা করি।

প্রথমতঃ, মন্ত্রের কয়েকটী শব্দের বিষয় আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের একটী পদ—'শীর্ষক্ত্যাঃ'। ইহার প্রকৃত অর্থ—'শিরের (মস্তকের) সহিত যাহা ব্যাপ্য অবস্থিত অর্থাৎ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট।' ইহা হইতে 'শিরোরোগ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই যে, 'অসদ্ভাবের সমাবেশ-রূপ যে বন্ধন মস্তিষ্ককে ঘিরিয়া থাকে', 'শীর্ষক্ত্যাঃ' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। সেই বন্ধন হইতে দেহকে মুক্ত করাই প্রধান মুক্তি। যে ভগবান্ জ্যোতিঃ-রূপে অঙ্গে অঙ্গে বিরাজমান আছেন, তাঁহার নিকট কোন শিরোরোগ-মোচনের প্রার্থনা সঙ্গত? বিশেষতঃ, 'মুঞ্চ' পদ বন্ধন মোচন অর্থই প্রকাশ করে। এই জন্যই আমরা উক্ত পদে "মুঞ্চ বন্ধনাৎ" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। আলোচ্য দ্বিতীয় পদ—'কাসঃ'। সাধারণ অর্থ—ক্ষয়কর কাসরোগ। কিন্তু বলা হইয়াছে, যাহা সকল সন্ধিস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। ক্ষয়কারী কাস-রোগে শরীরের সকল অঙ্গ-গ্রন্থি শিথিল করে। এক পক্ষে এই ভাবই আসে। অন্য পক্ষে ক্ষয়রোগের ন্যায় ক্রমে ক্রমে আত্মধ্বংসকারী যে সকল সৎভাবনাশক অপকর্ম্ম নিত্য নিত্য অনুষ্ঠান করিয়া মানুষ আপনার সকল অঙ্গকে দিন দিন শিথিল করিতেছে এবং তৎকর্ম্ম দ্বারা সেই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দিন দিন দৃঢ়তর ও দৃঢ়তম বন্ধনপাশে আবদ্ধ করিতেছে, এখানে "যঃ কাসঃ অঙ্গ পরুঃপরুঃ আবিবেশ" বাক্যে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। 'হে ভগবন্! আমার আষ্টে-পৃষ্ঠের সেই বন্ধন হইতে আপনি আমায় মুক্ত করুন।'—এখানে এই ভাব পরিব্যক্ত আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। 'অভ্রজাঃ' 'বাতজাঃ' ও 'শুষ্ম' পদত্রয়ের নিগূঢ় অর্থ কি? যদি ঐ তিন পদে যথাক্রমে কফ-পিত্ত-বাত ঐ তিন ধাতুকেই বুঝাইতেছে মনে করি;

তাহাতেও ঐ তিন ধাতুর বিকৃতির ভাব আসে না কি? ত্রি-ধাতুর সাম্যই স্বাস্থ্যাবস্থা। ইহার মধ্যে একের বিকৃতিই তৎসম্পর্কিত অস্বাস্থ্য বা রোগ। এক্ষণে, বিবেচনা করুন,— সেই বিকৃতি বৃক্ষসমূহকে বা পাষাণসমূহকে প্রাপ্ত হউক,—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম কি? মর্ম্ম এই নয় কি,—বিকৃতি দূরে যাউক, সাম্যভাব দেহকে রক্ষা করুক। এই দিকের এই অর্থ হইতেই গুণসাম্যের ভাব আসিতে পারে। শ্লেষ্মা বা কফ তমোভাবের দ্যোতক। বায়ু দ্বারা রজোভাবের এবং পিত্ত দ্বারা সত্ত্বভাবের আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক এক ধাতুর বিকৃতিতে যেমন দেহকে পীড়িত ও রোগ দ্বারা আবদ্ধ করে, এক এক গুণের বিকৃতিতে সেইরূপ অন্তর পীড়িত ও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এক এক ধাতুগত বিকৃতিকে দূর করিতে পারিলে যেমন ধাতুগত সাম্যে স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেইরূপ এক এক গুণগত বৈষম্যকে দূর করিতে পারিলে, গুণসাম্যে বন্ধন-মুক্তি ঘটে। ব্যাধির ও রোগের উপমার মধ্য দিয়া, এখানে এই পরমার্থতত্ত্ব বিবৃত আছে, পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি-রক্ষায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবার্থ এইরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারি;—'হে ভগবন্! আমার মস্তিষ্ককে কলুষ-চিন্তার সংস্রব হইতে মুক্ত রাখুন। আমার দেহজাত কর্ম্মসমূহকে অসৎ সংস্রব হইতে পৃথক করিয়া দেন। আমার অন্তরাস্থিত সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের কোনও গুণে যেন বৈষম্য উপস্থিত না হয়। আমি যেন আমার সকল প্রকার বন্ধন-মোচনে আপনার করুণার স্রোত উন্মুক্ত দেখি।' (১কা ৩অ ১সূ—৩ম)।

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ)।

শং মে পরস্মৈ গাত্রায় শমস্ত্ববরায় মে।
শং মে চতুর্ভ্যো অঙ্গেভ্যঃ শমস্তু তন্বেত মম॥ ৪॥

পদ-পাঠঃ।

শং। মে। পরস্মৈ। গাত্রায়। শং। অস্তু। অবরায়। মে।
শং। মে। চতুঃর্ভ্যঃ। অঙ্গেভ্যঃ। শং। অস্তু। তন্বে। মম॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মে' (মম) 'পরস্মৈ' (শ্রেষ্ঠায়, সূক্ষ্মায়) 'গাত্রায়' (অঙ্গায়, শরীরায়) 'শং' (সুখং, মঙ্গলং অস্তু), 'মে' (মম) 'অবরায়' (নিকৃষ্টায় অঙ্গায়, মেদমাংসাস্থিময়ায়

অস্মৈ দেহায় ইতি ভাবঃ) 'শং' (সুখং, মঙ্গলং) 'অস্তু' (ভবতু); 'মে' (মম) 'চতুর্ভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ' (সর্ব্বাবয়বেভ্যঃ, কর্ম্মাকর্ম্মহেতুনা চতুর্ব্বিধায় দেহধারণায় ইত্যর্থঃ) 'শং' সুখং, মঙ্গলং অস্তু); 'মম তন্বে' (মদীয় শরীরে, স্থূলসূক্ষ্মাত্মকে সর্ব্বভাবাপন্নে দেহে ইতি যাবৎ) 'শং' (সুখং, মঙ্গলং) 'অস্তু' (ভবতু)। ভগবদনুকম্পয়া মম স্থূলসূক্ষ্মসর্ব্বশরীরং সর্ব্বস্মিন্‌-কালে সুখস্বরূপং ব্রহ্ম লভতাং ইতি ভাব। (১কা—৩অ ১সূ—৪ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমার শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহে সুখ (মঙ্গল) হউক; আমার নিকৃষ্ট দেহে অর্থাৎ মেদমাংসাবিশিষ্ট এই দেহে সুখ (মঙ্গল) হউক; আমার চতুরঙ্গে অর্থাৎ কর্ম্মাকর্ম্মহেতু চতুর্ব্বিধ দেহ-ধারণে সুখ (মঙ্গল) হউক; আমার স্থূলসূক্ষ্মাত্মক সকল প্রকার শরীরে সুখ (মঙ্গল) হউক (ভগবানের অনুকম্পায় আমার স্থূলসূক্ষ্ম সকল শরীর সর্ব্বকালে সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করুক—মন্ত্র এই ভাব প্রকাশ করিতেছে।)॥ (১কা—৩অ—১সূ—৪ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অধুনা রোগার্ত্তঃ স্বস্য আরোগ্যং স্বয়মেব আশাস্তে। মে মম পরস্মৈ পরস্তাদ্ উপরি বর্ত্তমানায় শিরোরূপায় গাত্রায় শরীরাবয়বায় শং তত্রত্য রোগশমনেন সুখং অস্তু ভবতু। তথা মে মম অবরায় অবস্তাদ্ বর্ত্তমানায় চরণলক্ষণায় অঙ্গায় শং সুখং অস্তু ভবতু। তথা মে মম চতুর্ভ্যঃ দ্বৌ পাদৌ দ্বৌ হস্তৌ ইতি চত্বারি। তেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ অবয়বেভ্যঃ শং সুখং অস্তু। "জত্ত্বাপোত্তমং" ইতি ভ্যসঃ পূর্ব্বস্য অচঃ উদাত্তত্বং। তথা মে মম তন্বে মধ্যশরীরায় সর্ব্বসমষ্টিরূপায় শরীরায় বা শং সুখং অস্তু ভবতু॥ তনুশব্দাৎ "উঙ্ উতঃ" ইতি উঙ্ প্রত্যয়ঃ। ততশ্চতুর্থ্যেকবচনে যণ্। "উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ" ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তত্বস্য "নোঙ্ ধাত্বোঃ" ইতি প্রতিষেধঃ। "উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য" ইতি বিভক্তেঃ স্বরিতত্বং। "যুষ্মদস্মদোঙসি" ইতি মমশব্দ আদ্যুদাত্তঃ॥ ৪॥

ইতি তৃতীয়েঽনুবাকে প্রথমং সূক্তং॥ ১॥

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—:•:—

বন্ধনই দুঃখ। বন্ধন-মোচনেই সুখ। বিবিধ কর্ম্মে বিভিন্ন অঙ্গকে বিবিধ প্রকারে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। কর্ম্মের দ্বারা যেমন শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তক আবদ্ধ হয়, কর্ম্মের দ্বারা সেইরূপ নিম্ন অঙ্গ হস্তপদাদি আবদ্ধ হইয়া থাকে। স্থূল-শরীর সম্বন্ধে যে ভাব, সূক্ষ্ম-

শরীর সম্বন্ধেও সেই ভাব। কর্ম্মের ফল-ভোগ করিবার জন্য প্রতি অঙ্গ কর্ম্মডোরে আবদ্ধ থাকে। এখানে তাই প্রতি অঙ্গের প্রতি অবস্থার সুখ-কামনা করা হইয়াছে; প্রতি শরীরের প্রতি অবস্থান্তরের মঙ্গল-প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এখানে ভাষ্যের অর্থে এবং আমাদের অর্থে ভাব-পক্ষে কি পার্থক্য হয়, মন্ত্রের পদ-কয়টির বিষয় আলোচনা করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ভাষ্যকার দৈহিক-ব্যাধি-নাশের দিক হইতে অর্থ করিয়াছেন; সে পক্ষে মন্ত্রটীকে দৈহিক ব্যাধিনাশমূলক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা আধ্যাত্মিক ব্যাধি-নাশ-পক্ষে প্রার্থনামূলক বলিয়া মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে দেহের ব্যাধি ও মনের ব্যাধি উভয় ব্যাধিরই শান্তিকামনা প্রকাশ পাইয়াছে। যে কয়টি শব্দে দুই পক্ষে দুই ভাবই আসিতে পারে, প্রথমে তাহার আভাষ দিতেছি।

মন্ত্রে 'পরস্মৈ' এবং 'অবরায়' পদ আছে। ভাষ্যকার, দেহের সম্বন্ধে ঐ দুই পদ প্রযুক্ত বলিয়া, 'পরস্মৈ' পদের অর্থে "পরস্তাৎ উপরি বর্ত্তমানায় শিরোরূপায়" প্রভৃতি বাক্য লিখিয়াছেন, এবং 'অবরায়' পদের প্রতিবাক্যে "অবস্তাদ্ বর্ত্তমানায় চরণলক্ষণায় অঙ্গায়" পদ গ্রহণ করিয়াছেন। একে মস্তক বুঝাইতেছে, অন্যে চরণাদি নিম্ন অঙ্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা 'পর' পদে 'শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে, 'পরস্মৈ' পদে সূক্ষ্ম-শরীরকে—প্রাণকে—আত্মাকে' বুঝাইতেছে। আমাদের মতে, 'অবরায়' পদে—'নিকৃষ্ট শরীরকে' অর্থাৎ 'মেদমজ্জামাংসভূত এই দেহকে' বুঝাইয়া থাকে। তদনুসারে ঐ দুই পদের মর্ম্ম হয় এই যে, 'আমার প্রাণ (আত্মা) শান্তিলাভ করুক,—আমার দেহ শান্তিলাভ করুক।' কেবল মস্তক আর নিম্ন-অঙ্গ ব্যাধিশূন্য হইলে, কেবল দেহের (বহিরঙ্গের) সুখ হইলে, প্রকৃত শান্তিলাভ হয় কি? প্রাণে অশান্তি থাকিলে, দেহে সুখ থাকে কি? দেহে ও প্রাণে—শান্তি উভয়ত্র চাই। আমরা মনে করি, ঐ দুই পদে সেই ভাব পরিব্যক্ত আছে।

তার পর "চতুর্ভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ" পদ-দ্বয় বিশেষ আলোচনার বিষয়ীভূত। ভাষ্যের অর্থ—'দ্বৌ পাদৌ দ্বৌ হস্তৌ ইতি চত্বারি তেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ।' দুই চরণ দুই হস্ত ইত্যাদি চারি অঙ্গ। ভাষ্যের এ অর্থ, এক পক্ষে, পূর্ব্বোক্ত 'পরস্মৈ' ও 'অবরায়' পদদ্বয়েরই ভাবের পুনরুক্তি বলিয়া মনে হয়। যখন উচ্চ-অঙ্গ ও নিম্ন-অঙ্গ বলা হইয়াছে, তখন হস্ত-পদ তাহার মধ্যেই রহিল না কি? বিশেষতঃ, "চারি অঙ্গ" (চতুর্ভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ) এমন ভাবে বিশেষ করিয়া বলা হইল কেন? তাহাও একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। উহার কোনও নিগূঢ় তাৎপর্য্য নাই কি? অবশ্যই আছে। কর্ম্মাকর্ম্মহেতু মানুষকে চতুর্ব্বিধ দেহ ধারণ করিতে হয়। দেহ যোনিজ ও অযোনিজ; যোনিজের মধ্যে জরায়ুজ ও অণ্ডজ দুই বিভাগ করা যায়; এবং অযোনিজের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ দুই বিভাগ দৃষ্ট হয়। এইরূপে চতুর্ব্বিধ দেহ বা জন্ম কর্ম্মাকর্ম্মের ফল বলিয়া জানা যায়। ঐ চতুর্ব্বিধ দেহে জীব কর্ম্মাকর্ম্মের ফলভোগ করে। এখানে বলা হইতেছে,—'কর্ম্মাকর্ম্মের ফলে যদি চতুর্ব্বিধ দেহের মধ্য দিয়া গতাগতি করিতে হয়, যন্ত্রণাভোগ করিতে বাধ্য হই, হে ভগবন্, সে অবস্থায়ও আমার

আস্বিদান করিও। আমি যেন স্তরে স্তরে উঠিয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারি।' এখানে প্রার্থনার মধ্যে এই ভাব প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া মনে করি।

তার পর "মম তবে" পদ। ভাষ্যের অর্থ—'মদ্যশরীরায় সর্ব্বসমষ্টিরূপায় শরীরায় বা।' আমরা অর্থ করিয়াছি—'স্থূলসূক্ষ্মাত্মকে সর্ব্বভাবাপন্নে দেহে।' এখানে কর্ম্মাকর্ম্ম ফলভোগের বিষয় মনে আসে। স্থূল-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর দুই দেহে জীবাত্মা কর্ম্মাকর্ম্মের সুখ-দুঃখ ভোগ করে। এখানে তাই প্রার্থনা করা হইতেছে, —'হে ভগবন! কিবা আমার স্থূল-শরীর কিবা আমার সূক্ষ্মশরীর আমার উভয় শরীরে আমি যেন শান্তি পাই।' ফলতঃ ক্রমে ক্রমে যেন আমার উৎকর্ষ সাধিত হয়,—আমি যেন ক্রমে ক্রমে ভগবানকে প্রাপ্ত হই। ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। (১কা—৩অ ১সূ—৪ম)।

—•—

দ্বিতীয় সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

"নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে" ইতি সূক্তং অশনিনিবারণকর্ম্মণি অশন্যুপস্থানাদৌ সোমদর্ভকুষ্ঠলোষ্ঠমঞ্জিষ্ঠাদিদ্রব্যাণাং গৃহক্ষেত্রাদিষু নিখননে চ বিনিযুক্তং। উক্তং সংহিতা-বিধৌ। "নমস্তে অস্তু (১।১৩) যন্তে পৃথু স্তনয়িত্নুঃ (৭।১১) ইত্যশনিযুক্তং উপাদায় প্রথমসা সোমদর্ভং" ইত্যাদি (কৌ০ ৫।২)। তথা উপাকর্ম্মণি অনেন সূক্তেন আজ্যং জুহুয়াৎ। সূত্রিতঞ্চ। "অভিজিতি শিষ্যান্" ইত্যুপক্রম্য "নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে (১।১৩) আরেসাবস্মদস্তু" (১২৬) ইতি (কৌ০ ১৪।৩)।

• • •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। প্রথম সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে।
নমস্তে অস্ত্বশ্মনে যেনা দূড়াশে অস্যসি॥ ১॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

নমঃ। তে। অস্তু। বিঽদ্যুতে। নমঃ। তে। স্তনয়িত্নবে।
নমঃ। তে। অস্তু। অশ্মনে। যেন। দুঃঽদাশে। অস্যসি॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তে' (তব) 'বিদ্যুতে' (দীপ্তয়ে, বিকাশরূপায় ইত্যর্থঃ) 'নমঃ' (নমস্কারঃ) 'অস্তু' (ভবতু); 'তে' (তব) 'স্তনয়িত্নবে' (অশনয়ে, শব্দরূপায় ইতি ভাবঃ) 'নমঃ' (নমস্কারঃ) 'অস্তু' (ভবতু); 'তে' (তব) 'অশ্মনে' (মেঘায়, ব্যাপকরূপায় ইতি যাবৎ) 'নমঃ' (নমস্কারঃ) 'অস্তু' (ভবতু); 'যেন' (যেন কারণেন) 'দূড়াশে' (দুঃখভাগিনি জনে ময়ি চ দুঃখং আপ্নোতি ইতি শেষঃ), 'আ' (সমন্তাৎ) 'অস্যসি' (ক্ষিপসি, তৎকারণং দূরীকুরুষ ইতি ভাবঃ)। জ্যোতীরূপেণ শব্দরূপেণ ব্যাপ্তিরূপেণ যঃ ভগবান সর্ব্বত্র বিদ্যতে, সর্ব্বেষাং দুঃখনিবৃত্তয়ে তং নমস্করোমি ইতি ভাবঃ। (১কা—৩অ—২সূ—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার জ্যোতীরূপ আমার নমস্কার প্রাপ্ত হউক, আপনার শব্দ-রূপ আমার নমস্কার প্রাপ্ত হউক, আপনার ব্যাপক-রূপ আমার নমস্কার প্রাপ্ত হউক। যে কারণে দুঃখভাগী জনে (আমাতে) দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সেই কারণকে আপনি সর্ব্বতোভাবে দূরে নিক্ষেপ করুন। ভাব এই যে,—ভগবান জ্যোতিঃরূপে, শব্দরূপে ব্যাপ্তিরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন। আমাদের সর্ব্ববিধ দুঃখনিবৃত্তির জন্য সর্ব্বব্যাপী সেই ভগবানকে নমস্কার করি।)॥ (১কা—৩অ—২সূ—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে পর্জ্জন্য তে তব সম্বন্ধিন্যৈ বিদ্যুতে বিদ্যোতমানায়ৈ সৌদামিন্যৈ নমঃ অস্তু ময়া ক্রিয়মাণো নমস্কারো ভবতু। যদ্বা। নম ইত্যন্ননাম। ময়া হূয়মানং হবির্লক্ষণং অন্নং ভবতু। "নমঃ স্বস্তিস্বাহাস্বধালম্বষড়্যোগাচ্চ" ইতি চতুর্থী। দ্যুত দীপ্তৌ। অস্মাদ্ বিপূর্ব্বাৎ "ক্বিপ্ চ" ইতি ক্বিপ্॥ তথা তে তব সম্বন্ধিনে স্তনয়িত্নবে স্তনিতং ধ্বনিং কুর্ব্বতে অশনয়ে নমঃ অস্তু॥ স্তন দেবশব্দে। অস্মাৎ চুরাদিত্বাৎ ণিচ্। অদন্তত্বাদ্ উপধাবৃদ্ধ্যভাবঃ। স্তনিহৃষিপুষিগদিমদিভ্যোণেরিত্নুচ্ (উ০ ৩।২৯) ইতি ণ্যন্তাদ্ধাতোঃ ইত্নুচ্ প্রত্যয়ঃ॥ "অযামন্তাল্বাযোত্ন্বিষ্ণুষু" ইতি ণেরয়াদেশঃ॥ তথা তে তব সম্বন্ধিনে অশ্মনে। মেঘনামৈতৎ। ব্যাপনশীলায় মেঘায় নমঃ অস্তু ভবতু॥ কুতো হেতোর্নমস্কার ইত্যত আহ যেনেতি। যেন কারণেন দূড়াশে দুঃখেন দম্ভতে দাপ্যতে ইতি দূড়াশো লুব্ধঃ। স্বাভনমস্কারহবিরাদীনাং অপ্রদাতেত্যর্থঃ॥ দাশৃ দানে। অস্মাদ্ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কর্ম্মণি ঘঞ্ "দুরো দাশনাশদভধ্যেষ্বিতি বক্তব্যং" ইতি দুরো রেফস্য উত্বং উত্তরপদাদেঃ ষ্টুত্বং চ॥ তাদৃশে পুরুষে অস্যসি ক্ষিপসি অশনিং প্রক্ষিপসি। অতো হেতোঃ অশনিতয়নিবৃত্তয়ে নমস্কারামীত্যর্থঃ॥ অসু ক্ষেপণে

"দিবাদিভ্যঃ শ্নন্" ইতি শ্নন্ প্রত্যয়ঃ। "ক্রুত্যাদিনিত্যং" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং। "মন্ত্রাদিভ্যঃ" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ ॥ (১কা—৩অ—২সূ—১ম)॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটীর প্রয়োগবিধির বিষয় এবং ভাষ্যানুগত অর্থের বিষয় প্রথমে একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। সূক্তানুক্রমণিকায় লিখিত আছে,—অশনিপাত-নিবারণের জন্য এই সূক্তের মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এবং এই মন্ত্রের সঙ্গে 'সোমদর্ভ-কুষ্ঠলোষ্ঠমঞ্জিষ্ঠাদি' দ্রব্য গৃহক্ষেত্রাদিতে নিখননে বিনিযুক্ত হয়। এই সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা দেবোদ্দেশে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে, অশনিপাতের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া থাকে,—গৃহে বজ্রপাত হয় না। ইহাই প্রসিদ্ধি।

ভাষ্যানুসারে, এই মন্ত্রটীতে যেন বিদ্যুৎকে, বজ্রধ্বনিকে এবং মেঘকে নমস্কার করা হইয়াছে। ভাষ্যমতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য 'পর্জ্জন্য'। পর্জ্জন্যকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে,—'হে পর্জ্জন্য! তোমার বিদ্যুৎকে নমস্কার করি, তোমার ধ্বনিকে (গর্জ্জনকে) নমস্কার করি, তোমার মেঘকে নমস্কার করি। সেই নমস্কারের জন্য, যে জন তোমাকে স্তুতি-নমস্কার-হবিঃ প্রদান করে না, তাহার প্রতি তুমি বজ্র ত্যাগ কর। অর্থাৎ, আমরা যখন তোমার বিদ্যুৎকে শব্দকে ও মেঘকে নমস্কার করিতেছি, তখন তুমি আমাদের প্রতি তুষ্ট হও; এবং যে জন তোমার পূজা করে না, তাহাকে বজ্রাঘাতে বধ কর।' ভাষ্যের এই অর্থ; পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণও এই অর্থই গ্রহণ করেন। বেদের সময় আদিম অসভ্য মনুষ্যগণ যে প্রকৃতির এক একটী ক্রিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহাদেরই পূজায় প্রবৃত্ত হইত, এই উপলক্ষে পণ্ডিতগণ তাহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান।

আমাদের অর্থ কিন্তু সে পথ দিয়াই যায় নাই; বরং বিপরীত ভাবই প্রকাশ করিয়াছে। অসভ্য অবস্থার নিদর্শন বলিব কি? এই মন্ত্রে দেখিতে পাই, অতি সভ্য সমুন্নত আধ্যাত্মিক জগতে লব্ধপ্রবেশ জনের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। অপিচ, অন্যান্য দর্শনের অতি গূঢ়তত্ত্ব এই মন্ত্রে ব্যক্ত দেখি। আমরা দেখিতেছি, এই মন্ত্রে প্রথমে ভগবানের স্বরূপ-শক্তির পরিচয় আছে। তিনি যে এই সংসারে তিন ভাবে তিন রূপে অবস্থিত আছেন, এই মন্ত্রে তাহার আভাষ প্রাপ্ত হই।

প্রথম—এই মন্ত্রের সম্বোধন। সম্বোধন পর্জ্জন্যকে কেন বলিব? পরন্তু পর্জ্জন্যকে সম্বোধন হইয়াছে মনে করিতে গেলে 'অস্মানে' পদের মেঘ-অর্থই বা কেমন করিয়া আনিতে পারি! পর্জ্জন্য ও মেঘ সমপর্যায়ভুক্ত। মেঘকে ডাকিয়া কি বলা সঙ্গত হয়,—'আমি তোমার এই বিদ্যুৎকে বজ্রকে আর মেঘকে নমস্কার করি?' যদি 'অস্মানে' পদের পরিবর্তে, 'তোমাকে' বুঝাইবার উপযোগী কোনও পদ থাকিত, বরং কতকটা অর্থ উদ্ধার করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা নাই। সুতরাং পর্জ্জন্যকে সম্বোধন—আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আমরা বলি—এখানকার সম্বোধ্য—'ভগবন্!'

প্রকাশ-রূপ, শব্দ-রূপ, আর ব্যাপ্তি-রূপ—এই তিন রূপে তিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তিনের মধ্যেই তাঁহাকে বিদ্যমান দেখি। এই তিন ভিন্ন অন্য রূপ থাকিতে পারে না। এই তিনের মধ্যেই সকল রূপের সকল প্রকার অভিব্যক্তির বীজ নিহিত রহিয়াছে। বিশ্বরূপে যে বিশ্বনাথ বিদ্যমান, এই তিনের দ্বারাই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম—জ্যোতিঃ। জ্যোতিঃই তাঁহার প্রকাশ-রূপ। বিদ্যুতে সেই জ্যোতির পরাকাষ্ঠা। তাই বলা হইয়াছে 'বিদ্যুতে আমার নমস্কার সমর্পিত হউক।' ভাব এই যে—'হে ভগবন্! তোমার যে প্রকাশ-রূপ, সেই রূপকে আমি নমস্কার করি,—সেই রূপে গিয়া আমার নমস্কার উপস্থিত হউক।' দ্বিতীয়—শব্দ। শব্দ তাঁহার এক অভিব্যক্তি। আবার শব্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শব্দ—অশনি। তাই প্রার্থনা করা হইল,—'হে ভগবন্! আপনার 'স্তনয়িত্নবে' (বজ্রনিনাদে শব্দরূপে) আমার নমস্কার সমর্পিত হউক।' তৃতীয়—ব্যাপ্তি। তাই প্রার্থনা তাঁহার ব্যাপক রূপ লক্ষ্য করিয়া। 'অশ্মনে' পদের অর্থ, ভাষ্যেরই মত, 'ব্যাপনশীলায়'। এ সংসারে মেঘের—মেঘের উপাদান বাষ্পের সর্ব্বব্যাপকতা প্রসিদ্ধ। অতএব প্রার্থনা করা হইল—'হে ভগবন্! আপনার ব্যাপক রূপে গিয়া আমার নমস্কার মিলিত হউক।' এই তিনটী প্রার্থনায়, ত্রিবিধ বিভূতির মধ্য দিয়া, বিশ্বনাথের সকল বিভূতিকে নমস্কার করা হইল। ইহাই মন্ত্রের এই অংশের তাৎপর্য্য।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের—"যেনা দূড়াশে অস্যসি" বাক্যের—মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। ভাষ্যের মতে, এখানে বলা হইয়াছে, 'হে ভগবন্! যাহারা তোমার পূজা করে না, তাহাদিগের প্রতি তোমার বজ্র (রোষ) নিক্ষিপ্ত হউক।' অর্থাৎ,—'আমরা তোমায় নমস্কার করিতেছি; আর, তাহার ফলে, যাহারা নমস্কার করে না, তাহারা নিহত হউক।' এ অর্থে, বড়ই স্বার্থপরতার, বড়ই নীচ অন্তঃকরণের, পরিচয় প্রকাশ পায়। বিশ্বপ্রেম বেদের মন্ত্রে এমন ভাব পরের অনিষ্টসাধনের প্রার্থনা—কোথাও দেখা যায় না। হৃদয়ের অসদ্বৃত্তিসমূহকে এবং কামক্রোধাদি রিপুবর্গকে, রূপকে রাক্ষসাদি-অভিধায়ে অভিহিত করিয়া, বধ করার প্রার্থনা অনেক স্থলেই আছে বটে; কিন্তু 'হে ভগবন্! উহারা তোমার উপাসনা করে না, সুতরাং উহাদিগের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ কর,'—এমন ভাবের প্রার্থনা, এ পর্য্যন্ত তো কোথাও দেখি নাই; এবং বেদমন্ত্রোচ্চারণকারী সাধুর মুখে এমন ভাবের প্রার্থনা কখনও প্রকাশ পাইতে পারে বলিয়াও মনে করি না। পরন্তু, এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই ব্যক্ত দেখি। এ পক্ষে, আমরা যে অন্বয় ও যে অর্থ করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় তাহা দৃষ্টি করুন। 'অপরের প্রতি বজ্র বর্ষিত হউক—অপরের অনিষ্ট হউক,' এরূপ প্রার্থনা তো দূরের কথা; পরন্তু আমাদের—জগতের সকলেরই—দুঃখের যে মূল কারণ, হে ভগবন্! আপনি সেই কারণকে দূর করুন'—এই প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

এখানে আর একটী ভাবের কথা অধ্যাহার করা যাইতে পারে। মন্ত্রের শেষাংশে দুঃখের যে কারণ নাশ করিবার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, সে কারণ কি প্রকারে নাশ পাইতে পারে? আমরা মনে করি, সে উপদেশ এই মন্ত্রের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

মন্ত্রের প্রথমাংশে যে কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ আছে, তাহাই সেই কারণ-দূরীকরণের উপায়। সেই যে নমস্কার, সেই যে ভগবানের পূজা,—তাহাই দুঃখনিবৃত্তির হেতুভূত। মন্ত্রের প্রথমাংশে তাই যেন উপদেশ দেওয়া হইয়াছে,—'তিনি যে জ্যোতীরূপে বিদ্যমান, তাহা জানিয়া তাঁহাকে নমস্কার কর। তিনি যে শব্দরূপে বিদ্যমান, তাহা জানিয়া তাঁহাকে নমস্কার কর। তিনি যে বাষ্পরূপে মেঘরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, তাহা বুঝিয়া তাঁহাকে নমস্কার কর। তাঁহার পূজায়—তাঁহার নমস্কারে—তাঁহার অর্চ্চনায়, তাঁহার ধ্যান-ধারণায়, সকল বিপদ দূরে যাইবে।' ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। (১কা-৩অ—২সূ—১ম।)

—•—

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

নমস্তে প্রবতো নপাদ্ যতস্তপঃ সমূহসি।

মৃড়য়া নস্তনূভ্যো ময়স্তোকেভ্যস্কৃধি ॥ ২ ॥

•.•

পদ-পাঠঃ।

নমঃ। তে। প্রঽবতঃ। নপাৎ। যতঃ। তপঃ। সমঽউহসি।

মৃড়য়। নঃ। তনূভ্যঃ। ময়ঃ। তোকেভ্যঃ। কৃধি ॥ ২ ॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রবতো নপাৎ' (বিপথগামিনাং ভয়প্রদাতঃ ইতি ভাবঃ) হে ভগবন্! 'তে' (তুভ্যং) 'নমঃ' (নমস্কারঃ ভবতু); 'যতঃ' (যস্মাৎ) 'তপঃ' (পাতকদাহকং তেজঃ) 'সমূহসি' (সংহতং করোষি); 'নঃ' (অস্মাকং) 'তনূভ্যঃ' (শরীরেভ্যঃ, জীবনেভ্যঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'মৃড়য়' (সুখং জনয়); তথা 'তোকেভ্যঃ' (অস্মাকং অপত্যেভ্যঃ, সুর্ব্বেভ্যো জনেভ্যঃ ইতি ভাবঃ) 'ময়ঃ' (মঙ্গলং) 'কৃধি' (কুরু)। হে ভগবন্! যদা বয়ং বিপথগামিনো ভবামঃ, তদা ত্বং অস্মান্ সাবধানং কুরুঃ; ন কেবলং অস্মাকং পরন্তু সর্ব্বেষাং লোকানাং মঙ্গলং বিধেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১কা—৩অ ২সূ-২ম)।

•.•

বঙ্গানুবাদ।

বিপথগামিগণের ভয়প্রদাতা হে ভগবন্! আমার নমস্কার আপনাকে প্রাপ্ত হউক; তাহাতে, পাতকদাহক আপনার তেজঃ সংহত করুন; সর্ব্বতোভাবে আমাদের এই দেহে (জীবনে) সুখ প্রদান করুন; আমাদের অপত্যগণের (সংসারের সকলের) মঙ্গল করুন; (অর্থাৎ এই নমস্কারের ফলে সংসারের মঙ্গল হউক)। হে ভগবন্! আমরা বিপথ-গামী হইলে আপনি আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিউন। কেবলমাত্র আমাদের নহে, পরন্তু নিখিল জনগণের মঙ্গল-বিধান করুন। মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।)। (১কা—৩অ—২সূ—২ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

ন কেবলং বিদ্যুদাদিভ্যো নমস্কারঃ অপিতু পর্জ্জন্যস্যাপি নমস্কারঃ ক্রিয়তে। হে প্রবতো নপাৎ প্রবতঃ প্রগতস্য স্বস্মাৎ প্রচ্যুতস্য স্ববিষয়স্তুতিনমস্কারাদ্যকর্ত্তুঃ পুরুষস্য নপাৎ ন পাতঃ ন পালকঃ। অসেবকস্য অশনিভয়প্রদাতরিত্যর্থঃ। "উপসর্গাচ্ছন্দসি ধাত্বর্থে" ইতি প্রশব্দাদ্ গমার্থে অভিধেয়ে বতিপ্রত্যয়ঃ। ননু "বত্যন্তাশ্চ" ইতি অব্যয়-সংজ্ঞায়াং কথং লিঙ্গসংখ্যাভ্যাং যোগঃ। উচ্যতে। উপসর্গাচ্ছন্দসি ধাতৌ ইত্যেব উচ্যমানেঽপি ধাতোঃ অভিধেয়ত্বাসম্ভবেন সামর্থ্যাৎ ধাত্বর্থঃ সেৎস্যতি। তথাপি ক্রিয়মাণং অর্থগ্রহণং এতৎ জ্ঞাপয়তি সসাধনে ধাত্বর্থে অভিধেয়ে উপসর্গাদ্ বতির্ভবতীতি। তথা চ সাধনস্য লিঙ্গসংখ্যাযোগিত্বাৎ তদভিধায়িনো বত্যন্তস্যাপি লিঙ্গসংখ্যাযোগিত্বেন অন-ব্যয়ত্বং। আহ চ মহাভাষ্যকারঃ। কঃ পুনর্ধাত্বর্থকৃতোঽর্থ ইতি। সাধনং। সাধনে ভবম্ লিঙ্গসংখ্যাভ্যাং যোক্ষ্যত ইতি। পা রক্ষণে। পাতীতি পাৎ। অস্মাৎ লটঃ শত্রাদেশঃ। নঞ্ সমাসে "নলোপো নঞঃ" ইতি নলোপে প্রাপ্তে "নভ্রাণ্ নপাৎ" ইতি নঞঃ প্রকৃতি-ভাবঃ। "সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে" ইতি ষষ্ঠ্যন্তস্য পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্য আষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। যদ্বা প্রবতঃ প্রগতস্য ভুবঃ সকাশাৎ প্রচণ্ডৈঃ সূর্য্যকিরণৈ-রুদ্ধৃতস্য উদকস্য নপাৎ ন পাতয়িতঃ। অকালে উদকং যথা অধো ন পততি তথা উপরিষ্টাৎ মেঘমণ্ডলে ধারয়িতরিত্যর্থঃ। পাতয়তেঃ ক্বিপ্। হে ঈদৃশ পর্জ্জন্য তে তুভ্যং নমঃ নমস্কারঃ ভবতু। তস্য নমস্কার্য্যত্বং আহ। যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ তপঃ পাতকদাহকং তেজঃ সমূহাস সংহৃতং করোষি। অশনিরূপেণ প্রক্ষিপসীত্যর্থঃ। উহ বিতর্কে। অত্র উপসর্গবশাৎ সং[illegible]করণং অর্থঃ। হে পর্জ্জন্য নঃ অস্মাকং তনূভ্যঃ শরীরেভ্যঃ। তাদর্থ্যে চতুর্থী। মৃড়য়। অশনিনিবারণেন শরীরস্য সুখং জনয়েত্যর্থঃ। তথা তোকেভ্যঃ। অপত্যনামৈতৎ। অস্মাকং অপত্যেভ্যঃ পুত্রপৌত্রাদিরূপেভ্যঃ ময়ঃ। সুখনামৈতৎ। সুখং কৃধি কুরু। নমস্কারাদিনা প্রীতঃ সন্ অশনিং অস্মদীয়েভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো নিবারয়েত্যর্থঃ। ঊহো উহৈলোটি "সেহ্যপিচ্চ" ইতি হিরাদেশঃ। "বহুলং ছন্দসি" ইতি বিকরণস্য লুক্।

"প্রবতো নপান্নম এবাস্তু তুভ্যম্" ইতি বৈদিকাদেশঃ। "কঃকয়ৎকরতিকৃধিকৃতেষ্বনদিতেঃ" ইতি বিসর্জনীয়স্য সত্বং। (১কা-৩অ-২সূ ৪ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকারের মত এই যে, এই মন্ত্রেও পর্জন্যকে সম্বোধন করা হইয়াছে। "প্রবতো নপাৎ" পদদ্বয়ের অর্থ তিনি দুই প্রকারে নিষ্পন্ন করিয়া, পরিশেষে ভাবে ঐ দুই পদে "পর্জন্য" অর্থ অধ্যাহার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রকার অর্থের ভাব এই যে,—'যাহারা স্তুতিনমস্কার হইতে বিরত আছে, তাহাদের যিনি পালন করেন না; অর্থাৎ, অসেবককে যিনি অপানিস্তর প্রদর্শন করেন।' তাঁহার অন্য অর্থ—'প্রগতের অর্থাৎ উপাসনাবিহীন জনের নিকট হইতে তিনি বৃষ্টির পতন রোধ করিয়া রাখেন; অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন তাহারা কষ্ট পায়।' এই প্রকার অর্থ হইতে দূর অন্বয়ে "প্রবতো নপাৎ" পদদ্বয়ে "পর্জন্য" প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

যে পথে ভাষ্যকার 'প্রবতো নপাৎ' শব্দে পর্জন্য অর্থ গ্রহণ করেন, সেই পথেই সাদাসিধাভাবে, বিপথগামীদিগের ভয়প্রদানকারী অর্থ ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানকেই লক্ষ্য করিয়া ঐ দুই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহারা বিপথগামী;—ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া, সদ্ভাবকে বিসর্জন দিয়া যাহারা বিপরীত পথে গমন করে অসৎকর্মে প্রবৃত্ত হয়;—ভগবান তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, নানাপ্রকার তাড়নার দ্বারা সে পথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা পান। সেই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত।

এখানে ঐরূপ সম্বোধনের একটু সার্থকতা আছে। মানুষের প্রবৃত্তি মানুষকে স্বতঃই বিপথে আকর্ষণ করিয়া লয়। আমরা মনুষ্য-মাত্রেই—সেই আকর্ষণ-প্রলোভনের দাস। সেই ভগবান, যিনি জ্যোতীরূপে বা প্রকাশরূপে, শব্দরূপে ও ব্যাপ্তিরূপে, সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, আমাদিগের অবস্থা দর্শন করিয়া তিনি আমাদিগকে সুপথে ফিরাইয়া লয়েন। ভীতিপ্রদর্শনে বিপথ হইতে ফিরাইয়া লওয়ায় তাঁহার মাহাত্ম্য। সেই জন্যই তাঁহার 'প্রবতো নপাৎ' বিশেষণের সার্থকতা। ফলতঃ, পাপীর পরিত্রাণপরায়ণ ভাব প্রকাশ-পক্ষেই ঐ পদের প্রয়োগ।

এখন, প্রার্থনার বিষয় লক্ষ্য করুন। প্রথম প্রার্থনা—'আপনার পাতকনাশক তেজঃ সম্বরণ করুন।' ভাব এই যে,—'আমরা পাপী; পাপের জ্বালায় অহর্নিশ দগ্ধীভূত হইতেছি, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। আপনি সে জ্বালা নিবারণ করুন।' দ্বিতীয় প্রার্থনা, 'আমাদের এই দেহে সর্বতোভাবে সুখ উৎপাদন করুন।' প্রথম মন্ত্রে দুঃখের কারণকে দূর করিতে বলা হইয়াছিল। এখানে সর্বতোভাবে সুখের প্রার্থনা প্রকাশ পাইল। সে সুখ—পরম সুখ—নিঃশ্রেয়স-রূপ সুখ। ইহাই আমরা মনে করি।

মন্ত্রের তৃতীয় প্রার্থনা (ভাষ্যের মতে)—আমাদের সন্তানসন্ততিদিগকে সুখী করুন।' আমরা ঐ স্থানে আর একটু প্রশস্ত ভাব গ্রহণ করি। মন্ত্রে 'তোকেভ্যঃ' পদ আছে। বৃদ্ধি বা বিভূতি-মূলক 'তু'-ধাতু ঐ পদের ব্যুৎপত্তিমূল। তাহাতে, ঐ পদে শিশু বা

ছেলেমেয়ে অর্থ বুঝাইলেও, কেবল আপন সন্তান-সন্ততি অর্থ কেন করিব? 'সার্ব্বজনীন' 'সকলের' ভাব, ঐ পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার পর 'শিশু' এই অর্থ আসায়, অজ্ঞজনমাত্রকে (জ্ঞানপক্ষে শিশু) মনে করিতে পারি। সে পক্ষে এ অংশের তাৎপর্য্য এই যে, 'আমাদের ন্যায় আর যাহারা অজ্ঞ আছে, জ্ঞানরাজ্যের শিশু আছে, তাহাদিগকেও মঙ্গলদান করুন। কুপথ হইতে ফিরাইয়া সংসারের সকলের প্রতি করুণাবর্ষী হউন।' আমরা মনে করি, এই সার্ব্বজনীন প্রীতির-ভাব এই মন্ত্রাংশে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। ইহাই এ অংশের মর্ম্ম। (১ম ৩অ—২সূ ২ম)।

• • •

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ড। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ)।

প্রবতো নপান্নম এবাস্তু তুভ্যং নমস্তে

হেতয়ে তপুষে চ কৃণ্মঃ।

বিদ্ম তে ধাম পরমং গুহা যৎ সমুদ্রে

অন্তর্নিহিতাসি নাভিঃ ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

প্রঽবতঃ। নপাৎ। নমঃ। এব। অস্তু। তুভ্যং। নমঃ। তে।

হেতয়ে। তপুষে। চ। কৃণ্মঃ।

বিদ্ম। তে। ধাম। পরমং। গুহা। যৎ। সমুদ্রে।

অন্তঃ। নিঽহিতা। অসি। নাভিঃ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রবতো নপাৎ' (সন্মার্গত্যাগিনোঽরক্ষক, অসন্মার্গগামিনাং সংহারক) হে ভগবন্! ত্বাং 'নমঃ' (নমঃ কুর্ম্মঃ); 'এব' (এবম্প্রকারেণ) 'তুভ্যং' (তে সর্ব্বস্মৈ বিভূতয়ে) 'নমঃ' (নমস্কারঃ) 'অস্তু' (ভবতু); 'তে' (তব সম্বন্ধিনে) 'হেতয়ে' (হননকারণায়, দুষ্কৃতনাশায়) 'তপুষে' (সন্তাপকারিণে আয়ুধায়) 'চ' (অপি) 'কৃণ্মঃ' (নমঃ কুর্ম্মঃ); 'তে' (তব) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং, পরমার্থপ্রদং ইত্যর্থঃ) 'ধাম' (নিবাসস্থানং) 'গুহা' (গুহাবৎ পরৈরনধিগম্যং ইতি যাবৎ) 'বিদ্ম' (বয়ং জানীমঃ); 'যৎ' (যস্মিন্নাসস্থানে, তত্র ইতি যাবৎ) 'সমুদ্রে' (অনন্তসলিলে, অন্তরীক্ষে, দেহমধ্যে) 'নাভিঃ' (নাভিপদ্মমিব, প্রাণবায়ুরিব, নাভিচক্রবৎ) ত্বং 'অন্তর্নিহিতাসি' (অদৃশ্যোঽবস্থিতো ভবসি ইতি শেষঃ)। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, পরন্তু সর্ব্বেষাং অপ্রত্যক্ষীভূতঃ। তস্য নিবাসস্থানং সাধকো বিজানাতি; অপরা ন জানন্তি। তস্মাৎ তং উদ্দিশ্য অর্চ্চনাকারী বিবিধপ্রকারেণ নমস্করোতি। ভরসৈকা যদি চেৎ স করুণানিদান করুণাপ্রকাশপূর্ব্বকং তত্ত্বং বিজ্ঞাপয়তি। ইতি মন্ত্রস্য লক্ষ্যঃ। (১কা-৩অ-২সূ-৩ম)।

বঙ্গানুবাদ।

সন্মার্গত্যাগীর অরক্ষক (অসৎমার্গগামীর সংহারক) হে ভগবন্! আপনাকে আমরা নমস্কার করিতেছি; এবম্প্রকারে আপনার সকল বিভূতিকেই আমাদের নমস্কার প্রাপ্ত হউক; হননকারণ (দুষ্কৃতের নাশের জন্য) সন্তাপদানকারী আপনার আয়ুধকেও আমরা নমস্কার করি; (পরমার্থপ্রদ) শ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ আপনার যে নিবাসস্থান, তাহা গুহাবৎ অপরের অনধিগম্য বলিয়া আমরা জানিতেছি; সেখানে, অন্তরিক্ষে প্রাণ-বায়ুর ন্যায় (দেহের মধ্যে নাভিচক্রের ন্যায়) অদৃশ্যভাবে আপনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। ভগবান সর্ব্বব্যাপী। কেবল সর্ব্বব্যাপী নহেন; পরন্তু সকলেরই অপ্রত্যক্ষীভূত। একমাত্র সাধকই তাঁহার নিবাস-স্থানের বিষয় অবগত আছেন। তদ্ভিন্ন অন্য কেহ অবগত নহেন। সেই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বিবিধ প্রকারে নমস্কার করিতেছেন। ভরসা, করুণাপ্রকাশপূর্ব্বক করুণানিদান ভগবান যদি তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করেন অর্থাৎ জানাইয়া দেন। মন্ত্রের ইহাই লক্ষ্য।)॥ (১কা—৩অ—২সূ—৩ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে প্রবতো নপাৎ। ব্যাখ্যাতং এতৎ। স্বরে তু বিশেষঃ। পাদাদিত্বাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিত-সমুদায়স্য "আমন্ত্রিতস্য চ" ইতি ষাষ্ঠিকং আদ্যুদাত্তত্বং। হে পর্জ্জন্য তুভ্যং নম এব

নমস্কার এব অস্তু ভবতু। তদতিরিক্তং পরিচরণং ন কর্তুং প্রভবাম ইত্যর্থঃ। তথা তে তব হেতয়ে হন্ত্যনেনেতি হেতিঃ আয়ুধং। "ঊতিযূতিজূতিসাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ" ইতি হন্তেঃ ক্তিনি অন্তোদাত্তো নিপাত্যতে। তামেব বিশিনষ্টি। তপুষে তাপকারিণ্যৈ॥ তপ সন্তাপে। অর্তিপৃবপিয়জিতনিধনিতপিভ্যো নিৎ (উ০ ২।১১৬) ইতি উস্‌ প্রত্যয়ঃ। তস্য নিত্ত্বাৎ আদ্যুদাত্তত্বং॥ সন্তাপকারিণে অশনিরূপায় আয়ুধায় চ নমঃ কৃণ্মঃ কুর্মঃ। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। অস্মাৎ লটি "ধিন্বিকৃণ্ব্যোর চ" ইতি উপ্রত্যয়ঃ অকারশ্চান্তাদেশঃ॥ তস্য "অতো লোপঃ" ইতি লোপে সতি "অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ" ইতি স্থানিবদ্ভাবাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। "লোপশ্চাস্যান্যতরস্যাং ম্বোঃ" ইতি অঙ্গান্তস্য উকারস্য লোপঃ। পর্জ্জন্যস্য নিবাসস্থানাপরিজ্ঞানে নমস্কারাযোগং আশঙ্ক্য তদপি জানীম ইত্যাহ। হে পর্জ্জন্য তে তব সম্বন্ধি গুহা গুহায়াং। "সুপাং সুলুক্" ইতি সপ্তম্যালুক্। গুহাবৎ পরৈরগম্যে প্রদেশবিশেষে পরমং উৎকৃষ্টং যৎ প্রসিদ্ধং ধাম নিবাসস্থানং তৎ বিদ্ম বয়ং জানীমঃ॥ বিদ্ জ্ঞানে। "বিদো লটো বা" ইতি মসো মাদেশঃ॥ কিং পুনস্তদ্ ইত্যাহ। সমুদ্রে অন্তরিক্ষনামৈতৎ। সমুদ্রবন্তি অস্মাদ্ উদকানি ইতি সমুদ্রঃ। আহ চ যাস্কঃ। সমুদ্রঃ কস্মাৎ। সমুদ্রবন্ত্যস্মাদাপঃ সমভিদ্রবন্ত্যেনমাপঃ সংমোদন্তেঽস্মিন্ ভূতানি সমুদকো ভবতি সমুনত্তীতি বা (নি০ ২।১০) ইতি॥ ঈদৃশে অন্তরিক্ষে অন্তঃ মধ্যে নাভিঃ যথা দেহমধ্যে নাভিচক্রে সর্ব্বা নাড্যো বদ্ধা ভবন্তি তথা পর্জ্জন্যে কৃৎস্নং মেঘমণ্ডলং বদ্ধং বর্ত্তত ইতি নাভিত্বব্যপদেশঃ। হে পর্জ্জন্য ত্বং তত্র নিহিতা স্থাপিতা নাভিঃ অসি ভবসি। নাভিচক্রবৎ কৃৎস্নস্য মেঘমণ্ডলস্য ধারকত্বেন অন্তরিক্ষমধ্যে অবস্থিতো ভবসীত্যর্থঃ॥ নিপূর্ব্বাৎ ধাঞঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। "দধাতের্হিঃ" ইতি হিরাদেশঃ। "গতিরনন্তরঃ" ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। নাভ্যপেক্ষয়া স্ত্রীলিঙ্গতা। ণহ বন্ধনে। নহো ভশ্চ (উ০ ৪।১২৫) ইতি ইঞ্ প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্ত নাভিশব্দঃ। ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—•: ‡ : ‡ :•—

এই মন্ত্রের শেষাংশের ভাব বড়ই জটিল। যাহা হউক, ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় কি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আভাষ দেওয়া যাউক; তার পর, আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহার আলোচনা করা যাইবে।

ভাষ্যকারের মতে, এই মন্ত্রেও পর্জ্জন্যকে সম্বোধন আছে। তদনুসারে পর্জ্জন্যকে দুইবার এবং তাঁহার সম্বন্ধী অশনিকে একবার নমস্কার করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথম পংক্তির ইহাই মর্ম্মার্থ। দ্বিতীয় পংক্তির "বিদ্ম তে ধাম পরমং গুহা" এতদংশের অর্থে, ভাষ্যকারের ও আমাদের ঐক্য আছে। এ পক্ষে আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি। ভাষ্যের শেষাংশ—"যৎ সমুদ্রে অন্তর্নিহিতাসি নাভীঃ"। এই অংশের অর্থ নিষ্কাশন-পক্ষে ভাষ্যকার নিম্নলিখিত ভাবের অধ্যাহার করিয়াছেন। 'সমুদ্রে' পদে তিনি 'অন্তরীক্ষে',

অর্থ গ্রহণ করেন। তাহাতে 'অন্তরীক্ষ মধ্যে নাভি' এইরূপ বাক্য দাঁড়ায়। তাহার ভাবে তিনি লিখিয়াছেন, 'যেমন দেহমধ্যে নাভিচক্রে সকল নাড়ী আবদ্ধ আছে, সেইরূপ পর্জ্জন্যে সমস্ত মেঘমণ্ডল বদ্ধ আছে।' তদনুসারে তিনি ঐ অংশের অর্থে লিখিয়াছেন, 'হে পর্জ্জন্য! তুমি সেখানে স্থাপিত নাভি হও; অর্থাৎ, সমগ্র মেঘমণ্ডলের ধারকত্বহেতু নাভিচক্রবৎ তুমি অন্তরীক্ষ মধ্যে অবস্থিত আছ।'

এখন, আমরা যে ভাবে অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি। 'প্রবতো নপাৎ' পদের মর্ম্ম পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ঐ পদে ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। তিন বার নমস্কারে, প্রথমে সমষ্টিভাবে তাঁহাকে নমস্কার করা হইয়াছে; তার পর, তাঁহার বিভূতিসমূহকে এবং পরিশেষে তাঁহার তীব্র শাসন-শক্তিকে নমস্কার প্রকাশ পাইয়াছে। গীতায় দেখি, ভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শনে, তাঁহাকে সমষ্টিভাবে এবং ব্যষ্টিভাবে নমস্কার আছে। এও সেই প্রকার। প্রথম নমস্কারে সমষ্টিভূত তিনি নমস্কৃত হইলেন। দ্বিতীয় নমস্কারে তাঁহার অঙ্গীভূত সত্ত্বভাব-রূপ বিভূতিসমূহে নমস্কার করা হইল। তৃতীয় নমস্কারে দুষ্কৃৎ-দমনকারী তাঁহার তীব্র তেজকে নমস্কার করা হইল। প্রার্থনা-পক্ষে ভাব প্রকাশ পাইল,—'হে অসন্মার্গগামীর প্রতি তীক্ষ্ণ দণ্ডধর! আপনার নিকট আমরা প্রণত হইতেছি। কুপথ পরিত্যাগ করিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। আমাদিগের প্রতি আর দণ্ড ধারণ করিবেন না। আপনার অঙ্গীভূত সত্ত্বভাবসমূহকে আমাদের দ্বিতীয় নমস্কার। তাঁহারা আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হউন। সৎপথানুবর্ত্তিতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব জাগিয়া উঠুক। শেষ নমস্কার আপনার উগ্রভাবকে। সে যেন আর আমাদের দহন না করে।' মন্ত্রের প্রথম পংক্তিতে আমরা এই ভাব এই অর্থই প্রাপ্ত হই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিটীকে, একই সম্বন্ধ সূত্রে, দুই অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথমাংশের মর্ম্ম,—'ভগবানের ধাম নিগূঢ় গুহার ন্যায়,—অর্থাৎ, সে ধাম যে কোথায়, কেহই সহজে তাহা জানিতে পারে না। তাঁহাকে পাইতে হইলে, তাঁহার সে ধামে পৌঁছিতে হইলে, বহু ধ্যান ধারণা সাধনার প্রয়োজন।' এই ভাব এই অংশে প্রকাশমান। শেষাংশের জটিলতার মধ্যে, একটী পদ পাই 'অন্তর্নিহিতাসি'। ইহাতে মন্ত্রের লক্ষ্য-স্থানীয় ভগবানের প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। তিনি যে সকলের অভ্যন্তরে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত আছেন, ঐ পদে সেই ভাব মনে আসে। অতঃপর "সমুদ্রে নাভীঃ" বলিতে কি ভাব ব্যক্ত হয়, বুঝিবার চেষ্টা করা যাইক। সেই যে তাঁহার সর্ব্বত্র অদৃশ্যভাবে অবস্থান, সে কিরূপ? ঐ দুই পদে উপমায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু "নাভীঃ" ও সমুদ্রে" এই দুই পদের সম্বন্ধ সন্ধান করিয়া পাওয়া বড়ই কঠিন। আমরা তিন প্রকারে একই লক্ষ্য রাখিয়া ঐ দুই পদের মর্ম্ম প্রকাশ-পক্ষে প্রয়াস পাইতেছি। পুরাণে রূপকে বিষ্ণুর নাভিপদ্মের বিষয় উল্লেখ আছে। অনন্ত-মহাসমুদ্রে অনন্ত-সলিলশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং তাঁহা হইতে সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সেই সৃষ্টিমূলীভূত নাভির এবং অনন্ত মহাসমুদ্রের বিষয় কি এখানে লক্ষ্য নাই? সে সমুদ্রের সে নাভিমূল

যেমন আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত—লক্ষ্যের অতীত, পুরাণের রূপক-মধ্যে পর্য্যবসিত, ভগবানের অবস্থিতি-স্থানও সেইরূপ নিগূঢ় তত্ত্বমূলক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাধক কেবল সে অবস্থা—সে সমুদ্রের সে নাভিপদ্ম দেখিতে পান। অন্যে তাহা দেখিতে পায় না। এই সকল ভাব এই অংশে ব্যক্ত আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। অপিচ, 'সমুদ্রে' পদে যদি 'অন্তরিক্ষে' অর্থ গ্রহণ করি, তাহাতে বলিতে পারি,—'প্রাণবায়ু এই অন্তরিক্ষেই বিদ্যমান আছে বা বিচরণ করে; কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই না; আমরা নিসর্গের অধীন বলিয়া আমাদের দৃষ্টি তদ্দর্শনে প্রতিহত হয়; কেবল যোগসিদ্ধ যোগিগণ তাহা দেখিতে পান,—তাঁহাদের অন্তর্দর্শনশক্তি তাঁহাদিগের নেত্রপথে সে দৃশ্য আনিয়া দেয়।' পক্ষান্তরে যদি 'সমুদ্রে' পদে ভাবে 'দেহকে' বুঝায় বলি, এবং 'নাভীঃ' পদে তদন্তর্গত 'নাড়ীচক্র' অর্থ গ্রহণ করি, তাহাতেও ঐ ভাব আসে। নাড়ীচক্রের ক্রিয়া কে দেখিতে পায়? যোগী সাধকই নাড়ীচক্রে নাভির স্থান অবগত হন। ফলতঃ, এই তিন রূপ অর্থের তিন প্রকার ভাবের মধ্যে একই লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়। যে প্রকার অর্থে যিনি যে ভাব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাব গ্রহণেই তিনি অগ্রসর হইতে পারেন।

মস্তকের উপর খড়্গ দোদুল্যমান রহিয়াছে, ঘনঘন অশনি-গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইতেছে। এ অবস্থাও মানুষ, তুমি সাবধান হইবে না কি? এখনও সময় আছে; এখনও ভগবচ্চরণে পতিত হইতে পার; এখনও তাঁহার শরণাপন্ন হও। বজ্র এখনও অন্যদিকে বিচালিত হইতে পারে; করুণাময়ের করুণার ধারা এখনও তোমার প্রতি ফিরিয়া আসিতে পারে। এ মন্ত্র সেই আশ্বাস ভরসার বাণীতে পরিপূর্ণ। আমরা এ মন্ত্রে এই ভাবই গ্রহণ করি। জীব! যদি বজ্রভয় দূর করিতে চাও, এই মন্ত্রের অনুধ্যান কর। জপ কর,—"প্রবতো নপাৎ নমঃ।" (১কা—৩অ—২সূ—৩ম)।

— • —

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ)।

যাং ত্বা দেবা অসৃজন্ত বিশ্ব ইষুং কৃণ্বানা

অসনায় ধৃষ্ণুং।

সা নো মৃড় বিদথে গৃণানা তস্যৈ তে

নমো অস্তু দেবি ॥ ৪ ॥

পদ-পাঠঃ।

যাং। ত্বা। দেবাঃ। অসৃজন্ত। বিশ্বে। ইষুং। কৃণ্বানাঃ।

অসনায়। ধৃষ্ণুং।

সা। নঃ। মৃড়। বিদথে। গৃণানা। তস্যৈ। তে।

নমঃ। অস্তু। দেবি॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবি' (সদ্বৃত্তিস্বরূপিণি হে দেবি!) 'যাং ত্বা' (যাং ত্বাং) 'বিশ্বে দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ, সত্ত্বসমষ্টিভূতো জগৎপাতা ইতি ভাবঃ) 'অসৃজন্ত' (সৃষ্টবন্তঃ, সাধূনাং রক্ষার্থং ইতি যাবৎ); এবং 'অসনায়' (পাপীনাং প্রতি প্রক্ষেপণায় ইত্যর্থঃ) 'ধৃষ্ণুং' (প্রগল্ভাং, স্বতঃবর্ষণশীলং ইতি যাবৎ) 'ইষুং' (হিংসকং শরং অসদ্বৃত্তিনাশকারকং ইতি ভাবঃ) 'কৃণ্বানাঃ' (কুর্ব্বাণাঃ, অসৃজন্তেত্যর্থঃ); 'সা' (দেবী) 'বিদথে' (ময়া ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি) 'গৃণানা' (স্তূয়মানা) 'নঃ' (অস্মান) 'মৃড়' (সুখয়); 'তস্যৈ' (তৎকারণায়) 'তে' (তুভ্যং) 'নমঃ' (নমস্কারঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। সাধূনাং পরিত্রাণার্থং দেবীস্বরূপিণীং সদ্বৃত্তিং পাপীনাং দণ্ডদানার্থং সংহাররূপিণীং অসদ্বৃত্তিঞ্চ দেবাঃ সৃষ্টবন্তঃ। বয়ং সদ্বৃত্তিং প্রার্থয়ামহে ইতি ভাবঃ। (১কা-৩অ ২সূ—৪ম)।

বঙ্গানুবাদ।

সদ্বৃত্তিস্বরূপিণি হে দেবি! সকল দেবগণ (সত্ত্বসমষ্টিভূত জগৎপাতা) সাধুগণের রক্ষার জন্য যে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পাপীদিগের প্রতি প্রক্ষেপণের জন্য স্বতঃবর্ষী হিংসক (অসদ্বৃত্তি-নাশকারী) শরকে সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই তুমি, আমাদিগের সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে স্তূয়মান্ হইয়া, আমাদিগকে সুখী কর; সেই কারণে, আমাদিগের নমস্কার তোমাকে প্রাপ্ত হউক। (ভাবার্থঃ—সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য দেবীস্বরূপিণী সদ্বৃত্তসমূহকে এবং পাপীদিগের দণ্ডদান-জন্য সংহাররূপিণী অসদ্বৃত্তিকে দেবগণ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা সদ্বৃত্তি-সমূহ প্রার্থনা করি।)॥ (১কা—৩অ—২সূ—৪ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

পূর্ব্বত্র পর্জ্জন্যস্য প্রাধান্যেন প্রার্থনা কৃতা। অধুনা অশনিমেব প্রাধান্যেন প্রার্থয়তে। হে অশনে (যাং) ত্বা ত্বাং বিশ্বে সর্ব্বে দেবাঃ দানাদিগুণযুক্তা ইন্দ্রাদয়ঃ অসৃজন্ত সৃষ্টবন্তঃ। কিমর্থং ইত্যত আহ। অসনায় ক্ষেপণায় অনভিমতেষু পুরুষেষু প্রক্ষেপ্তুং। অসু ক্ষেপণে। ভাবে ল্যুট্। ধৃষ্ণুং ধর্ষিকাং শত্রূণাং হিংসনে প্রগল্ভাং। ঞিধৃষা প্রাগল্ভ্যে। "ত্রসি-গৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ" ইতি ক্নু-প্রত্যয়ঃ। ইষুং শরং কৃণ্বানাঃ কুর্ব্বাণাঃ। ইষু করণাদ্ধেতোঃ অসৃজন্তেত্যর্থঃ। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" ইতি হেতৌ শানচ্। "ধিন্বিকৃণ্ব্যোর চ" ইতি উপ্রত্যয়ঃ অকারশ্চান্তাদেশঃ। সা তথাবিধা ত্বং বিদথে। যজ্ঞনামৈতৎ। বিন্দন্তি প্রাপ্নুবন্তি অনেন ফলং ইতি বিদথো যজ্ঞঃ। বিদ্‌ঌ লাভে। রুদিবিদিভ্যাং কিৎ (৩।১১৪) ইতি করণে অথপ্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। অধুনা ময়া ক্রিয়মাণে। কর্ম্মণীত্যর্থঃ। গৃণানা স্তূয়মানা। গৄ শব্দে। কর্ম্মণি লটঃ শানচ্। যকি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শ্নাপ্রত্যয়ঃ শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ ইত্যাল্লোপঃ। "চিতঃ" ইত্যন্তোদাত্তত্বং। যদ্বা। বিস্তন্তে জায়ন্তে নক্ষত্রাণি অস্মিন্ ইতি বিদথং অন্তরিক্ষং তস্মিন্ গৃণানা শব্দায়মানা। গর্জ্জন্তীত্যর্থঃ। নঃ অস্মান মৃড় মৃড়য়। তন্নিমিত্তভয়নিবারণেন সুখয়েত্যর্থঃ। তত্র হেতুং আহ। হে দেবি অন্তরিক্ষে বিদ্যোতমানে অশনে তস্যৈ তাদৃশ্যৈ উক্তমাহিমোপেতায়ৈ তে তুভ্যং নমঃ নমস্কারঃ অস্তু ভবতু। তস্যা ইতি। "সাবেকাচ" ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তত্বস্য "ন গোশ্বন্ৎসাববর্ণ" ইতি প্রতিষেধাৎ প্রাতিপদিকস্বরেণ আদ্যুদাত্তঃ। ৪।

ইতি তৃতীয়ানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং।

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এই মন্ত্রটী একটু জটিল-ভাবাপন্ন। পূর্ব্ব তিনটী মন্ত্রে পুরুষভাবে সম্বোধন ছিল। এখানে প্রকৃতিভাব আসিয়া পড়িল। অর্থ-নিষ্কাষণে, ভাষ্যকারও সমস্যায় পড়িলেন; আমাদেরও সমস্যা উপস্থিত হইল।

ভাষ্যকার কহিলেন,—'এবার অশনিকে সম্বোধন করা হইল। এতক্ষণ পর্জ্জন্যকে সম্বোধন ছিল; এবারের সম্বোধ্য-অশনি।' তিনি তদনুসারে অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন,—'হে অশনে। ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অনভিমত (বিরুদ্ধপক্ষীয়) পুরুষের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য ধৃষ্ণু ইষু (প্রগল্ভ শর) সৃষ্ট হইয়াছে। সেই যে তুমি অশনি, এই যজ্ঞে স্তূয়মান হইয়া, তুমি আমাদিগকে সুখী কর। হে দেবি! আমাদিগের নমস্কার তাদৃশ তোমাকে প্রাপ্ত হউক।' ভাষ্যে, মন্ত্রের এইরূপ মর্ম্মই প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা কিন্তু এখানে অশনিকে পূজার বা অশনির সম্বোধনের ভাব গ্রহণ করিলাম না। আমরা বুঝিলাম, এখানে সৃষ্টপদার্থ দুই প্রকারের আছে। ক্রিয়াবাচক 'অসৃজন্ত'

এবং 'কুর্ব্বানা' এই দুই পদের প্রয়োগে সেই দুইরূপ ভাব-ব্যক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। সুখপ্রাপ্তি জন্য মানুষ পূজা করে—সত্ত্বভাবকে—দেবভাবকে। ইহাই স্বাভাবিক। অসদ্ভাবের বা অপদেবতার পূজা, তাহাদের দূরীকরণ উদ্দেশ্যে বিহিত হইতে পারে। কিন্তু সুখ-প্রাপ্তির কামনা যেখানে, দেবভাবের বা দেবতার পূজাই সেখানে সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এখানে 'মৃড়' (সুখদ) পদ রহিয়াছে। সুতরাং সেইরূপ পূজার ভাবই অধ্যাহৃত হইতেছে। মন্ত্রে 'দেবি' এই সম্বোধন পদ আছে। 'দেবি'—এই সম্বোধনের সার্থকতা উক্ত অর্থেই উপপন্ন হয়। দেবী—দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্ট। এ অর্থে 'অশনি' কখনই দেবী পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। অতএব, আমরা মনে করি, এ মন্ত্রের সম্বোধন 'দেবি' পদ 'সদ্বৃত্তিস্বরূপিণী অন্তরস্থিতা দেবীকেই বুঝাইতেছে। ব্যাখ্যায় আমরা সেই সম্বোধনই গ্রহণ করিয়াছি।

দেবতার (দেবভাবের) কার্য্য দ্বিবিধ। সেই দুই কার্য্য,—সত্ত্বের (সতের) পোষণ ও অসতের বিনাশসাধন। সদ্বৃত্তির দ্বারাই সত্ত্বভাবের পোষণ হয়; অসদ্বৃত্তিই অসদ্ভাবের জনক। হৃদয়ে যখন সদ্বৃত্তির পরিপুষ্টি সাধিত হয়, আলোক-সান্নিধ্যে অন্ধকারের ন্যায়, তখন অসদ্বৃত্তিসমূহ আপনিই দূরে পলায়ন করে। তখন আর তাহাদের বিনাশ-কারণ অস্ত্র আয়ুধ-ত্যাগের আবশ্যক হয় না।

এ পক্ষে, এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে,—'সেই দেবীরূপিণী সদ্বৃত্তি আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করুক; পাপীর দণ্ডকারণে যে শরনিক্ষেপ আবশ্যক হয়, তখন আর তাহার প্রক্ষেপের প্রয়োজন হইবে না। দেবভাবের দ্বারা যে সদ্বৃত্তি সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সদ্বৃত্তি আমার নমস্কার গ্রহণ করুন,—আমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন।'

এখানে মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে 'দুই-ই (সদ্বৃত্তি ও শর দুই-ই) দেবগণ কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইল।' কিন্তু একের প্রতি অনুরাগ এবং অন্যের প্রতি বিরাগ ভাব কেন প্রকাশ পায়? তাহার উত্তর 'ঐ একের দ্বারাই দুইয়ের কার্য্য সাধিত হয়, সদ্বৃত্তির বিকাশেই অসদ্বৃত্তি লোপ পায়।' সুতরাং তাহাকে লোপ করার পক্ষে অন্য অস্ত্রের আর আবশ্যক কি? তার পর দেবীভাবে আহ্বানের আর এক তাৎপর্য্যের বিষয়ও মনে করা যাইতে পারে। দেবী—মাতৃভাবের দ্যোতক। সন্তানের হিতসাধনে প্রযত্নরূপ স্নেহধারা জননীর হৃদয় হইতে যেমন বিগলিত হয়, আর তাহাতে সন্তান যেমন স্নাত হইয়া থাকে, এমন আর অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। তাই সূক্তের প্রথমে পিতৃস্বরূপ ভগবানকে সম্বোধন করিয়া, উপসংহারে তাঁহারই অঙ্গীভূতা প্রকৃতিরূপা দেবীকে আহ্বান করা হইল।

'তিনি কেমন?' 'তাঁহার কোন্ বিভূতির অনুসরণ করিব?' এইরূপ ভাবনার পর ভাবনায় মানুষকে মুহ্যমান করিয়া আনে। সে অবস্থায় সে যদি বুঝিতে পারে-'কেন ঘুরিয়া মরি? এই তো পথ। আমার সদ্বৃত্তি-দেবীই তো তাঁহার নিকট আমায় পৌঁছাইয়া দিতে পারেন।' তখনই সে বলিতে পারে—'দেবি! তুভ্যং নমঃ' এ মন্ত্র সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। উপদেশ দিতেছে, 'আগে সদ্বৃত্তির পোষণ কর; ক্রমশঃ তাহার আদিভূত মূল-স্থানে পৌঁছিতে পারিবে।'

উপসংহারে, এই সূক্তের মন্ত্রগুলি কি উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, তৎপক্ষে আর একবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই মন্ত্র চতুষ্টয়ের দ্বারা শান্তিকর্ম করিলে, বজ্রভয় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, কদাচ দেবরোষে পতিত হইতে হয় না। তৎপক্ষে মন্ত্রের যথা-প্রয়োগ হউক, সুফল আসুক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। (১কা ৩অ ২সূ ৪ম)।

তৃতীয়সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

"ভগং অস্মা বর্চ্চঃ" ইতি সূক্তেন স্ত্রিয়াঃ পুরুষস্য বা দৌর্ভাগ্যকরণে তদুপভুক্তমালা-কন্দুকদন্তধাবনকেশানাং সূত্রোক্তপ্রকারেণ (নি) খননাদিকর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ। তথা চ কৌশিকঃ। "ভগং অস্যা বর্চ্চ ইতি মালানিস্রমন্দদন্তধাবনকেশান্ ঈশানহতায়াঃ" ইত্যাদি (কৌ০ ৪ ১২)॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

ভগমস্যা বর্চ্চ আদিষ্যধি বৃক্ষাদিব স্রজং।
মহাবুধ্ন ইব পর্ব্বতো জ্যোক্ পিতৃষাস্তাং॥ ১॥

পদ-পাঠঃ।

ভগং। অস্যাঃ। বর্চ্চঃ। আ। আদিষি। অধি। বৃক্ষাৎঽইব। স্রজং।
মহাবুধ্নঃঽইব। পর্ব্বতঃ। জ্যোক্। পিতৃষু। আস্তাং॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'বৃক্ষাৎ ইব স্রজং' (মালিনো যথা পুষ্পিতাৎ বৃক্ষাৎ পুষ্পানিকরং চিত্বা জনেভ্যো দদতি তদ্বৎ) 'অস্যাঃ' (পর্ব্বমন্ত্রোক্তায়াঃ সদ্বৃত্তিরূপায়াঃ দেব্যাঃ) 'ভগং' (ভাগ্যং, মঙ্গলং) 'বর্চ্চঃ' (তেজশ্চ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন গৃহীত্বা) ত্বং মহ্যং 'আদিষি' (দদাসি); 'মহাবুধ্ন ইব পর্ব্বতঃ' (দৃঢ়মূলঃ পর্ব্বতো যথা অচলঃ তদ্বৎ) 'পিতৃষু' (পিতৃলোকে,

পিতৃলোকসম্বন্ধিনঃ সত্ত্বভাবাদিষু ইতি ভাবঃ) মম চিত্তং 'জ্যোক্' (চিরকালং, অবিচলিতং ইত্যর্থঃ) 'আস্তাং' (নিবসতু)। হে ভগবন্! বয়ং যেন সত্ত্বভাবাধিকারিণঃ পিতৃপদাঙ্কানুসারিণো ভবামঃ, তদনুগ্রহং কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১কা - ৩অ—৩সূ - ১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! মালী যেমন পুষ্পিত বৃক্ষ হইতে পুষ্পসমূহ চয়ন করিয়া অন্যকে প্রদান করে, সেইরূপ সেই সদ্বৃত্তিরূপিণী দেবী হইতে ভাগ্য ও তেজঃ (গ্রহণ-পূর্ব্বক) সর্ব্বতোভাবে আপনি আমায় প্রদান করুন। আমার চিত্ত দৃঢ়মূল অচল পর্ব্বতবৎ পিতৃলোকসম্বন্ধী (ভগবৎ-সম্পর্কীয়) সত্ত্বভাবে চিরকাল (অবিচলিতভাবে) অবস্থিতি করুক। (ভাবার্থ,— হে ভগবন্! আমরা যেন আপনার অনুগ্রহে সত্ত্বভাবাধিকারী এবং পিতৃপদাঙ্কানুসারী হই।)॥ (১কা—৩অ—৩সূ—১ম)॥

• •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অস্যাঃ অনভিমতায়াঃ স্ত্রিয়াঃ ভগং ভাগ্যং বর্চ্চঃ তদেতদ্ভূতং শারীরং অসাধারণং তেজশ্চ আদিষি আদদে মন্ত্রপ্রভাবাৎ স্বীকরোমীত্যর্থঃ॥ ডুদাঞ্ দানে। "আঙো দোঽনাস্যবিহরণে" ইতি আত্মনেপদং। "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" ইতি লুঙ্। "স্থাঘ্বোরিচ্চ" ইতি সিচঃ কিত্বং তৎসন্নিয়োগেন ধাতোরিকারশ্চ ইত্বং। সিচঃ কিত্ত্বাদ্ গুণাভাবঃ। ভগং ইতি। ভজ সেবায়াং। "পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘ প্রায়েণ" ইতি করণে ঘঃ। "চজোঃ কু ঘিণ্ণ্যতোঃ" ইতি কুত্বং। বৃষাদেঃ আকৃতিগণত্বাদ্ আদ্যুদাত্তত্বং॥ বর্চ্চ ইতি। বর্চ্চ দীপ্তৌ ইত্যস্মাদ্ ভাবে অসুন্। তস্য নিত্ত্বাদ্ আদ্যুদাত্তত্বং। বর্চ্চস আদানে দৃষ্টান্তঃ। বৃক্ষাদিব মহীরুহাদিব। অধিঃ পঞ্চম্যর্থানুবাদী। পুষ্পিতাদ্ বৃক্ষাদ্ যথা স্রজং পুষ্পনিকরং জনা আদদতে তথেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ সৃজ বিসর্গে। "ঋত্বিগ্দধৃক্স্রগ্দিগুষ্ণিগঞ্চুযুজিক্রুঞ্চাং চ" ইতি কিন্নন্তো নিপাতিতঃ। বৃক্ষাদিবেতি। "ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ বক্তব্যং" ইতি সমাসঃ॥ এবং অপহৃতবর্চ্চস্কা সা স্ত্রী কিং করোতু ইত্যত আহ। মহাবুধ্ন ইব মহান দীর্ঘতরো বুধ্নো মূলং যস্য স মহাবুধ্নঃ। ভূম্যাং অধিকতরং নিখাত ইত্যর্থঃ॥ বন্ধ বন্ধনে। বন্ধের্ব্রধিবুধৌ চ (উ° ৩।৫) ইতি নক্প্রত্যয়ঃ তৎসন্নিয়োগেন ধাতোর্বুধাদেশশ্চ। "আন্মহতঃ সমানাধিকরণজাতীয়য়োঃ" ইতি মহচ্ছব্দস্য আকারঃ॥ তাদৃশঃ পর্ব্বতঃ পর্ব্ববান্ শিলোচ্চয়ঃ॥ পর্ব্ববান্ পর্ব্বত ইতি হি নিরুক্তং (নি° ১।২০)॥ স যথা স্বস্থানাৎ ন চলতি তথা ইয়মপি দুর্ভাগা স্ত্রী জ্যোক্ চিরকালং পিতৃষু বক্ষ্যমাণেষু পিতৃমাত্রাদিগৃহেষু আস্তাং নিবসতু। পিত্রাদিগৃহাৎ ন কদাচিৎ পত্যুর্মুখং অবলোকয়তু ইত্যর্থঃ॥ আস উপবেশনে। "অনুদাত্তেত আত্মনেপদং ইতি তঙ্। লোটি অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। তিঙ্ঙতিঙঃ" ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং॥ (১কা - ৩অ—৩সূ - ১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই সূক্তে চারিটি মন্ত্র। এই মন্ত্র-কয়টী স্ত্রীর বা পুরুষের দুর্ভাগ্য-নিবারণের জন্য বিহিত। যে স্ত্রী কখনও পতির গৃহে আশ্রয় পায় না, যে স্ত্রীর প্রতি তাহার পতি বিরূপ ও বিরক্ত, এই মন্ত্রানুগত ক্রিয়ার ফলে, সে স্ত্রী পতির সুনয়নে পতিত হইবে এবং পতিগৃহে আশ্রয় পাইবে। এইরূপ এই মন্ত্রের প্রভাবে পুরুষেরও সৌভাগ্যোদয় ঘটিবে। মন্ত্রের কার্য্য-প্রণালী কর্ম্মীর আয়ত্তাধীন। কর্ম্মী গুরু-পুরোহিতের দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করাইতে হইবে।

এক্ষণে মন্ত্রের অর্থের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যের মতে মন্ত্রের অর্থ এইরূপ:—'এই মন্ত্রপ্রভাবে এই অনভিমতা (অর্থাৎ পতি অমনোনীতা) স্ত্রীর ভাগ্য ও তদ্ধেতুভূত শারীরিক অসাধারণ তেজঃ প্রদত্ত হউক। পুষ্পিত বৃক্ষ হইতে মানুষেরা যেমন পুষ্পনিকর প্রদান করে, সেইরূপভাবে এই নারী ভাগ্য ও তেজঃ প্রাপ্ত হউক। দৃঢ়মূল পর্ব্বত যেমন স্বস্থান হইতে বিচলিত হয় না, সেইরূপ এই অতি দুর্ভাগা স্ত্রী চিরকাল পিতৃ-গৃহেই বাস করিতেছে; পিতৃগৃহ হইতে কখনও পতিগৃহে গিয়া পতির মুখ-দর্শনে ইহার সৌভাগ্য হইল না।' ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের এইরূপ অর্থ ও এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখন এই মন্ত্রের আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তদ্বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। মন্ত্রে একটী "অস্যাঃ" পদ আছে। তাহা হইতে ভাষ্যকার "অনভিমতয়াঃ স্ত্রীয়াঃ" অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, "অস্যাঃ" পদ পূর্ব্ব-সম্বন্ধ-দ্যোতক। উহার বাঙ্গালা ভাব—ইঁহার। অর্থাৎ, পূর্ব্বে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, যাঁহার প্রসঙ্গ চলিয়াছে, ঐ পদে তাঁহাকেই লক্ষ্য আছে। হঠাৎ এখানে পতি-পরিত্যক্তা স্ত্রীকে কেন সন্ধান করিয়া আনি? পূর্ব্ব-সূক্তের শেষ মন্ত্রে (এই মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বেই) দেবীর প্রসঙ্গ আছে। সেই দেবী যে সত্ত্বস্বরূপিণী দেবী, তাহা আমরা সেখানেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। আমরা বলি, এখানে "অস্যাঃ" পদে সেই দেবীকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। কাহাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছে, ভাষ্যে তাহার নির্দ্দেশ নাই। সে পক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"মন্ত্রপ্রভাবাৎ স্বীকরোমীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ, মন্ত্র-প্রভাবে ঐ নারীর সৌভাগ্য হউক—ইহাই তাঁহার ভাব। কিন্তু 'মন্ত্র-প্রভাবে' বলিতে গেলে, সে কোন মন্ত্র—এই মন্ত্র কি না, নানা সংশয় আসে। এই সকল কারণে, বিশেষতঃ "বৃক্ষাদিব স্রজং" এই উপমার অর্থানুসরণে, আমরা এই মন্ত্রের সম্বোধনে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে—মনে করি। 'পুষ্পিত বৃক্ষ হইতে পুষ্পনিকর গ্রহণ করিয়া মালী যেমন মানুষকে প্রদান করে'—এরূপ উপমায়, ভাগ্য ও তেজঃ দানের উপযোগী একজন দাতার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করার প্রয়োজন হয়। সে দাতা অন্য আর কে হইতে পারেন? তিনি সেই ভগবান্। আমরা সেই দৃষ্টিতেই সম্বোধনে 'ভগবন্' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। মন্ত্রপ্রভাবে কার্য্য হইলেও, তাহাতেও তাঁহারই করুণা প্রকাশ পায়।

আমরা মনে করি, মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। বৃক্ষ পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত আছে। তাহা হইতে পুষ্প আহরণ করিতে হয়। সকলে বৃক্ষ হইতে পুষ্প আহরণে সমর্থ হয় না। সকল বৃক্ষের পুষ্পাহরণে সকলে অধিকারীও নহে। বৃক্ষ যদি বৃহৎ হয়, অন্যের দ্বারা পুষ্প পাড়াইয়া লইতে হয়। বৃক্ষের অধিকারী যদি অন্য কেহ হন, তাহা হইলে পুষ্পচয়ন-পক্ষে তাঁহার অনুমতি-প্রাপ্তি আবশ্যক। ভাষ্যকার "বৃক্ষাৎ ইব স্রজং" বাক্যের যে অর্থ লিখিয়াছেন, তাহাতেই অন্যের নিকট পুষ্প-প্রাপ্তির ভাব আসে। এক্ষণে এ পক্ষে উপমার সার্থকতা দেখুন। সদ্বৃত্তিরূপিণী যে দেবী, তাঁহাতে ঐশ্বর্য্য আছে, সৌভাগ্য আছে, তেজঃ আছে, শক্তি আছে, তবকে তবকে পুষ্পসম্ভার সজ্জিত রহিয়াছে। সে ঐশ্বর্য্য, সে তেজঃ, সে পুষ্প লাভ করিতে হইবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি, আমার সে শক্তি নাই, পুষ্পিত তরু আমার অধিকারে নাই, সদ্বৃত্তিরূপিণী দেবী আজিও আমার আয়ত্তাধীন নহেন। সুতরাং তাঁহার তেজঃ ও ঐশ্বর্য্য পাইতে হইলে, পূর্ব্বকথিত পুষ্পিত তরু হইতে পুষ্প-সঞ্চয়ের ন্যায়, আমাকে অপরের সাহায্য লইতে হইবে। এ ক্ষেত্রে, সে অপর—সে সাহায্যদাতা—ভগবান ভিন্ন অন্য আর কে আছেন? তাই আহ্বান করা হইল,—'হে ভগবন! পুষ্পিত তরু হইতে পুষ্পসম্ভার চয়ন-পূর্ব্বক মালী যেমন অপরকে প্রদান করে, সদ্বৃত্তিরূপিণী দেবীর ঐশ্বর্য্য ও তেজঃ আপনি সেইরূপ আমায় প্রদান করুন।' পুষ্পিত তরুর পুষ্পসম্ভার দান-প্রাপ্তির প্রার্থনা—এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও সঙ্গত উপমাই হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশের (আমাদের মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন)—"হে ভগবন্ বৃক্ষাৎইব স্রজং অস্মাঃ ভগঃ বর্চ্চঃ আ আদদিষি" বাক্যের উহাই তাৎপর্য্য।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের ("মহাবৃক্ষ ইব পর্ব্বতঃ" ইত্যাদি অংশের) প্রার্থনার বিষয় অনুধাবন করুন। এই অংশের মর্ম্ম 'দৃঢ়মূল পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল হইয়া চিরকাল বাস করুক।' কোথায় বাস করিবে? উত্তর—'পিতৃষু'। এই 'পিতৃষু' পদে নানা ভাব আসে। প্রথমতঃ, 'পিতৃলোকে' অর্থ গ্রহণ করা যায়। তাহা হইতে 'পিতৃ-লোক-সম্বন্ধী সত্ত্বভাবাদিতে' ভাব আসে। পরিশেষে সেই সত্ত্বভাবাদির নিবাস-স্থান ভগবানের পাদপদ্ম অর্থ অধ্যাহার করা যায়। তাহাতে, সন্ধান করার প্রয়োজন হয়,—এখানে কাহাকে সেই স্থানে বাস করিতে বলা হইতেছে? আপনার অন্তরকে চিত্তকে মনকে ভিন্ন আর কাহাকে সেই স্থানে বাস করিতে বলা সঙ্গত হয়? অতএব, আমরা 'মম চিত্তং' পদ ঐ স্থানে অধ্যাহার করিয়াছি। এইরূপে ঐ মন্ত্রাংশের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'দৃঢ়-মূল পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল হইয়া আমার চিত্ত সেই ভগবৎপাদপদ্মে (সত্ত্বভাবের মহাসমুদ্রে) চিরকাল অবিচলিত-ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করুক।'

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, সেই অর্থই সঙ্গত হয়,—সেই প্রার্থনাই সমীচীন বলিয়া বুঝা যায়। সংক্ষেপতঃ মন্ত্রে এই প্রার্থনাই জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন! তোমার চরণে আমার চিত্ত চিরন্যস্ত হউক। আমায় পরম মঙ্গল ও দিব্য জ্যোতিঃ প্রদান কর।' (১কা-৩অ ৩সূ—১ম)।

—— • ——

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ)।

এষা তে রাজন্ কন্যা বধূর্নি ধূয়তাং যম।

সা মাতুর্ব্বধ্যতাং গৃহেথো

ভ্রাতুরথো পিতুঃ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

এষা। তে। রাজন্। কন্যা। বধূঃ। নি। ধূয়তাং। যম।

সা। মাতুঃ। বধ্যতাং। গৃহে। অথো ইতি।

ভ্রাতুঃ। অথো ইতি। পিতুঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যম' (সংযমমূল ইত্যর্থঃ) 'রাজন্' (দ্যোতমান হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তে' (তব) 'এষা' (সদ্বৃত্তিরূপা) 'কন্যা' (তনয়া) মনোরূপস্য বরস্য 'বধূঃ' (পরিণীতা পত্নী) ভবতি ইতি শেষঃ; 'সা' (বধূঃ) 'নি ধূয়তাং' (পতিগৃহাৎ নিঃসার্য্যতাং); এবং ভবতা পতিগৃহাৎ নিঃসারিতা সা 'মাতুঃ' (জনন্যাঃ) 'অথঃ' (অপিচ) 'ভ্রাতুঃ' (সোদরস্য) 'অথঃ' (অপিচ) 'পিতুঃ' (জনকস্য) 'গৃহে' (আলয়ে) 'বদ্ধতাং' (বদ্ধেব চিরবর্ত্ততাং)। শুদ্ধসত্ত্বভাবাৎ নিঃসারিতা যা সদ্বৃত্তি, মমান্তঃকরণে তস্য স্থানং নাস্তি। অন্তঃকরণাৎ বিতাড়িতা সা সাম্প্রতং উৎপত্তিমূলে (ভগবতি) প্রত্যাবৃত্তা ভবতু। (১কা—৩অ—৩সূ—২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সংযম মূল দ্যোতমান্ হে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব! সদ্বৃত্তিরূপা আপনার এই কন্যা মনোরূপ-বরের পরিণীতা পত্নী হন; সেই বধূ পতিগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন (অর্থাৎ, মন আর সদ্বৃত্তিকে পোষণ করিতে চাহে

ন, তাই তাহাকে দূরীভূত করিয়াছে) ; এইরূপে বিতাড়িত হইয়া, সেই বধূ এখন আপনার জননীর এবং ভ্রাতার এবং পিতার গৃহে (আশ্রয় লইয়া সেখানেই) চিরতরে আবদ্ধ রহিয়াছে। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বভাব হইতে নিঃসৃত যে সদ্‌বৃত্তি, সে আমার অন্তঃকরণে স্থান-লাভ করে নাই। অন্তঃকরণ হইতে বিতাড়িত হইয়া সেই সদ্‌বৃত্তি সম্প্রতি উৎপত্তি মূল ভগবানে বিলীন হইয়া আছে।)॥ (১কা—৩অ—৩সূ—২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে রাজন্ রাজমান সোম। প্রথমাতিথিত্বেন নিরামকত্বাৎ যমেতি তস্যৈব বিশেষণং। শ্রূয়তে হি। "সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ। তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতি-স্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ" (ঋ০ ১০।৮৫।৪০) ইতি। হে ঈদৃশ সোম এষা কন্যা স্ত্রী তে তব বধূঃ জায়া। প্রথমতস্ত্বয়া পরিগৃহীতত্বাদ্ ইত্যর্থঃ॥ সা বধূঃ নি ধূয়তাং। দৌর্ভাগ্যেন পতিগৃহাৎ নিঃসার্য্যতাং ইত্যর্থঃ। ধূঞ্ কম্পনে। কর্ম্মণি লোট্॥ এবং ভবতা পতি-গৃহাৎ নিঃসারিতা সা বধূঃ মাতুঃ জনন্যাঃ গৃহে বধ্যতাং। বন্ধনং তত্রৈব চিরং বর্ত্ততাং ইত্যর্থঃ॥ বন্ধ বন্ধনে। "অনিদিতাং" ইতি উপধালোপঃ॥ অথো অপি চ ভ্রাতুঃ সোদরস্য গৃহে বধ্যতাং ইতি সম্বন্ধঃ॥ অথো অপি চ পিতুঃ জনকস্য গৃহে বধ্যতাং। এষা বধূঃ দুর্ভগা সতী যাবজ্জীবং মাত্রাদিগৃহেষ্বেব যথেচ্ছং বর্ত্ততাং ন কদাচিৎ পতিগৃহং প্রবিশতু ইত্যর্থঃ॥ (১কা—৩অ—৩সূ ২ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——‡ * ‡——

মন্ত্রটী বিষম কুহেলিকা-পূর্ণ। পতিপরিত্যক্তা স্ত্রী যাহাতে পতিগৃহে পুনরায় আশ্রয় পায় এবং পতির প্রিয় হয়,—সেই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রটীর প্রয়োগ-বিধি আছে। তাহা থাকুক ; তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি তাহাই অনুধাবনার বিষয়।

ভাষ্যকার বলেন,—এখানে 'রাজন' পদে 'সোমকে' সম্বোধন করা হইয়াছে। 'যম' তাঁহার বিশেষণ। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'হে রাজমান সোম! এই কন্যা বা স্ত্রী তোমার বধূ (জায়া) ; প্রথমে তুমি ইহাকে পরিগ্রহণ করিয়াছিলে। কিন্তু এক্ষণে দুর্ভাগ্যবশতঃ পতিগৃহ হইতে (তোমার গৃহ হইতে) সে নিঃসারিতা হইয়াছে। এবম্প্রকারে নিঃসারিতা হইয়া, সে এখন আপনার জননীর গৃহে, আপনার ভ্রাতার গৃহে, এবং আপনার পিতার গৃহে চিরতরে আবদ্ধ রহিয়াছে। সে এমনই দুর্ভাগা যে, পিতৃমাতৃগৃহে তাহাকে যাবজ্জীবন বাস করিতে হইল, সে আর কখনও পতিগৃহে প্রবেশ করিতে পাইল না।'

আমাদের ব্যাখ্যা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যপথ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—'শুদ্ধসত্ত্বভাব'। 'রাজন্' পদ হইতে এবং ঐ পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যকার

যে 'সোম' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতে, আমরা ঐ সম্বোধন আমনন করিতে পারি। 'সোম' শব্দে যে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে (ভক্তি প্রভৃতিকে) বুঝায়, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। 'রাজন্' ও 'যম' এই দুই পদই শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃষ্ট দ্যোতক। সত্ত্বভাবের ন্যায় দীপ্যমান (রাজমান) সংসারে আর কি আছে? সংযমসাধনার পক্ষেও সত্ত্বভাবই শ্রেষ্ঠ উপাদান। সুতরাং ঐ দুই বিশেষণ সত্ত্বভাবকেই বুঝাইতেছে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'এষা' পদে পূর্ব্বমন্ত্রকথিতা সদ্বৃত্তিকেই লক্ষ্য করে। 'তে কন্যা' এই দুই পদে যে 'তোমার কন্যা' বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্যগ্রহণ-পক্ষেও অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। কেননা, সত্ত্বভাব হইতেই সদ্বৃত্তির উৎপত্তি হয়। সত্ত্বভাবকে সে পক্ষে সদ্বৃত্তির পিতৃস্থানীয় বলা যায়। এখন অবশিষ্ট রহিল—"বধূঃ" পদ। ঐ পদ কাহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট? এখানে "মনোরূপস্য বরস্য" বাক্য অধ্যাহার করিয়াছি। মন্ত্রের ঐ 'বধূঃ' পদ, ঐ বরের সঙ্গে ভিন্ন অন্য বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না। মনোরূপ বরের পত্নীর ন্যায়, সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, সদ্বৃত্তি অবস্থান করে। পতি যে পথে যে ভাবে চলিবে, স্ত্রী সেই পথের অনুগামিনী হইবে। পতি বিপথে যাইলে, পত্নী অবশ্য সে পথে চলিবেন না। তিনি পতিকে ফিরাইবার চেষ্টা পাইবেন। পতি-পত্নীর ইহাই সম্বন্ধ। 'বধূ' পদের তাৎপর্য্য এই যে, পত্নী যেরূপ পতির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়, সদ্বৃত্তি সেইরূপ প্রথম আসিয়া মনের সহিত মিলিত হয়। মানুষের প্রথম অবস্থায়, নবজীবনে, তরুণ মনে, প্রথমে সদ্বৃত্তরই স্বতঃবিকাশ হয়। পরে ক্রমে, পারিপার্শ্বিক পাপ-প্রলোভনের মোহে পড়িয়া, আপনার অন্তরস্থিত সদ্বৃত্তিকে মানুষ তাড়াইয়া দেয়। এ পক্ষে উপমাটি এখানে বড় সঙ্গত উপমা। প্রথম যখন পুরুষের পরিণয় হয়, তখন স্বাভাবিক প্রকৃতি-অনুসারে পরিণীতা পত্নীতেই পুরুষ আসক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরে ক্রমশঃ তাহার সে আসক্তি দূরীভূত হয়,—নানারূপ কুসঙ্গের প্রলোভন-প্ররোচনায় শেষে সে আপনার পত্নীকে পরিত্যাগ করে। এখানেও সেই ভাব। কোমল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সদ্বৃত্তি স্থান পায়। কিন্তু একটু পরিপক্ক হইয়া, একটু সংসারের সঙ্গে মিশিয়া মানুষ সে সদ্বৃত্তিকে পরিত্যাগ করে। এখানেই (মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) 'সা বধূঃ নি ধ্রুয়তাং' বাক্যের সার্থকতা দেখি।

মন্ত্রের শেষাংশের ভাব,—'পতি-পরিত্যক্তা বধূকে যেমন মাতৃগৃহে ভ্রাতৃগৃহে ও পিতৃগৃহে আশ্রয় লইয়া দিনযাপন করিতে হয়, সদ্বৃত্তিকেও তদ্রূপ আপনার উৎপত্তিস্থানে গিয়া আশ্রয় লইতে হয়।' এখানে মাতা ও ভ্রাতা ও পিতা তিনটী পদ আছে। তাহাতে তিন গৃহে আবদ্ধ থাকার প্রসঙ্গ উত্থাপিত। বধূ পক্ষে সংসারে এ ব্যাপার আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু সদ্বৃত্তি-সম্বন্ধে, পিতা মাতা ও ভ্রাতা পদত্রয়ের লক্ষ্য কি? সে ভাবও একটু প্রস্ফুট করার পক্ষে চেষ্টা করা যাইতে পারে। সদ্বৃত্তির পিতার পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বভাবই তাহার জনক। তাহার জননী-পর্য্যায়ে হৃদয়কে বা মস্তিষ্ককে নির্দ্দেশ করিতে পারি। শুদ্ধসত্ত্বভাবের সমাবেশে মস্তিষ্কে বা হৃদয়ে সদ্বৃত্তির জন্ম বা সঞ্চার হয়। তাহার ভ্রাতা বলিতে—সত্য, সরলতা, দয়া প্রভৃতি সদ্গুণা-

বলিকে নির্দ্দেশ করিতে পারি। তখন, পতিগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া, যেখানে শুদ্ধসত্ত্বভাব আছে সেইখানে গিয়া সে আশ্রয় লয়,—যেখানে দয়া সত্য সরলতা প্রভৃতি গুণের সমাবেশ আছে সেইখানে গিয়া বসতি করে, যে হৃদয়ে বা মস্তিষ্কে একটু জ্ঞান আছে -সেইখানে গিয়া সে আবদ্ধ থাকে। 'বদ্ধতাং' পদের সার্থকতা এই যে সেই হৃদয়ে বা সেই মস্তিষ্কেই সে বদ্ধ থাকিয়া যায়,-বাহিরে আসিয়া, পরিত্যাগকারীর নিকট আসিয়া, সে আর আপন কর্ম্মকারিতা প্রকাশ করে না।

মন্ত্র যে কার্য্যে যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের লক্ষ্য,-ভ্রমান্ধ মনকে সতর্ক করা। সে যেন ভ্রমে পড়িয়া আপনার সহধর্ম্মিণীরূপা সদ্বৃত্তিকে পরিত্যাগ না করে। ইহাই এখানকার এই মন্ত্রের উপদেশ। ১কা·৩অ·-৩সূ—২ম)।

—— :•: ——

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

এষা তে কুলপা রাজন্ তামু

তে পরি দদ্মসি।

জ্যোক্ পিতৃষ্বাসাতা আ শীর্ষ্ণঃ সমোপ্যাৎ ॥ ৩ ॥

• • •

পদ পাঠঃ।

এষা। তে। কুলঽপাঃ। রাজন্। তাং। উং ইতি।

তে। পরি। দদ্মসি।

জ্যোক্। পিতৃষু। আসাতৈ। আ। শীর্ষ্ণঃ। সমৃঽওপ্যাৎ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাজন' (জ্যোতমান্ হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'এষা' (সদ্বৃত্তিরূপা) 'তে' (তব কন্যা) 'কুলপা' (কুলপবিত্রকারিণী) অসি; 'উ' (অতঃ) 'তাং' (কন্যাং) 'তে' (তব আশ্রয়ে) 'পরিদদ্মসি' (পরিরক্ষাসি, আশ্রয়দানং করোমি ইত্যর্থঃ); সা 'জ্যোক' (চিরকালং) 'পিতৃষু' (পিতৃগৃহেষু, সত্ত্বসম্বন্ধেষু) 'আসাতৈ' (আস্তাং, নিবসতু); তেন তস্যা 'শীর্ষ্ণঃ' (শিরসা) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সমোপ্যাৎ' (ভূমৌ সংপতনাৎ, মরণপর্য্যন্তং পিত্রাদিগৃহেষেব

বর্ত্ততাং ইত্যর্থঃ)। মনসঃ পরিত্যক্তা সা সদ্বৃত্তি উপায়ান্তরবিহীনত্বাৎ উৎপত্তিকারণেন সত্ত্বভাবেন সহ লীনা ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১কা-৩অ ৩সূ-৩ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যোতমান্ শুদ্ধসত্ত্ব! সদ্বৃত্তিরূপা তোমার এই কন্যা কুলপবিত্র-কারিণী (অর্থাৎ, সে কখনও ব্যভিচারিণী বিপথগামিনী হয় না); অতএব, সদ্বৃত্তিরূপা তোমার সেই কন্যাকে তোমরাই আশ্রয়ে রক্ষা কর, সে চিরকাল পিতৃগৃহে (সত্ত্ব সম্বন্ধেই) বাস করুক; তাহাতেই তাহার মস্তক ভূলুণ্ঠিত হউক (অর্থাৎ, সেই অবস্থাতেই সে তোমাতে লীন হউক)। (ভাবার্থ,—মন হইতে পরিত্যক্ত সেই সদ্বৃত্তি উপায়ান্তর বিহীন হইয়া উৎপত্তিকারণ সত্ত্বভাবের সহিত লীন হইয়া আছে।)॥ (১কা—৩অ—৩সূ—৩ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

হে রাজন সোম এষা স্ত্রী তে তব কুলপা পাতিব্রত্যেন কুলস্য পালয়িত্রী যা। বিবাহকালে প্রথমতস্ত্বয়া পরিগৃহীতত্বাৎ। পা রক্ষণে। "আতোঽনুপসর্গে কঃ" ইতি কর্ম্মণ্যুপপদে কপ্রত্যয়। তাং স্ত্রিয়ং। উশব্দঃ অবধারণে স চ ভিন্নক্রমঃ। তে তুভ্যমেব পরি দদ্মসি পরিদদ্মঃ। রক্ষণার্থং দানং পরিদানং। এতাবন্তং কালং পতিসমীপে স্থিতাং এনাং রক্ষণার্থং পুনস্তুভ্যমেব দদামীত্যর্থঃ। ডুদাঞ্ দানে। জুহোত্যাদিত্বাৎ শপঃ শ্লুঃ। "শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ" ইতি আকারলোপঃ। "ইদন্তো মসিঃ" ইতি মস ইদন্তত্বাৎ॥ তস্যা নিবাসস্থানং আহ। জ্যোক্ চিরকালং পিতৃষু পিত্রাদিগৃহেষু উক্তেষু আসাতৈ আস্তাং নিবসতু। আস উপবেশনে। অস্মাৎ লেটি আডাগমঃ। টেঃ এত্বে "বৈতোঽন্যত্র" ইতি ঐকারঃ॥ পিতৃকুলবাসস্য অবধিং আহ। শীর্ষ্ণঃ শিরসঃ সমোপ্যাৎ সংবপনাৎ ভূমৌ সংপতনাৎ॥ আঙ অভিবিধৌ॥ শিরসো নিপাতাবধীতি যাবৎ। মরণপর্য্যন্তং পিত্রাদিগৃহেষ্বেব বর্ত্ততাং ইত্যর্থঃ। সমাঙ্পূর্ব্বাদ্ বপের্ভাবে ছান্দসঃ ক্যপ্। "শীর্ষংশ্ছন্দসি" ইতি শিরঃশব্দস্য শীর্ষন আদেশঃ। "অল্লোপোঽনঃ" ইতি অকারলোপে "অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ" ইতি ষষ্ঠ্যেকবচনস্য উদাত্তত্বং। "আঙ্ মর্য্যাদাবচনে" ইতি আঙ্ কর্ম্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা। "পঞ্চম্যপাঙ পরিভিঃ" ইতি সমোপ্যশব্দাৎ পঞ্চমী॥ ৩॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—‡ + ‡—

ভাষ্যে এ মন্ত্রেও সোমকে সম্বোধন আছে। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে;—'তোমার এই স্ত্রী পাতিব্রত্যের দ্বারা কুলের পালয়িত্রী। যেহেতু বিবাহকালে প্রথমতঃ তোমা

কর্তৃক এই স্ত্রী পরিগৃহীত হইয়াছিল। তুমি ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে বলিয়াই এই কন্যা তোমাকে দান করা হয়। তোমার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া এক্ষণে সে চিরকালের জন্য পিতৃগৃহে বাস করিতেছে। সেইখানেই তাহার মস্তক ভূপতিত হইতে চলিল, অর্থাৎ সেই অবস্থাতেই তাহার মরণ নিকট হইয়া আসিল।' এ মতে, পত্নী-পরিত্যাগকারী কোনও পতিকে সম্বোধন করিয়া যেন এই মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছিল, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্য-মতাবলম্বিগণ এই ব্যাখ্যারই অনুমোদন ও অনুসরণ করেন।

এখন আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি-রক্ষা-পক্ষে আমরা 'রাজন' ও 'এষা' পদদ্বয়ে যথাক্রমে 'সত্ত্বভাবকে' ও 'সদ্বৃত্তিকে' লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। মন যখন সদ্বৃত্তির সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, তখন সদ্বৃত্তি আর কোথায় যাইবে? সৎ তো কখনও অসৎ হয় না; যে সৎ হইতে আসিয়াছিল, সে তখন সেই সতেই গিয়া আশ্রয় লয়। এখানে সেই কথাই রূপকের আবরণে উপমার মধ্য দিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পতি যদি আপন পত্নীকে পরিত্যাগ করে, আর সে পত্নী যদি ব্যভিচারিণী না হয়; তাহা হইলে, তাহার পিতা তাহাকে আশ্রয় দেন,—পালন করেন; সে যদি আর স্বামিগৃহে আশ্রয় না পায়, তাহা হইলে পরিশেষে পিতৃগৃহেই তাহার আয়ুঃশেষ হয়। সাংসারিক এই নিত্যপরিদৃশ্যমান ব্যাপারের মধ্য দিয়া, এখানে মনস্তত্ত্বের এক নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করা হইয়াছে।

হে মন! যে সদ্বৃত্তি তোমার সহধর্ম্মিণী-রূপে সদাই তোমার সঙ্গে থাকিতে প্রয়াস পায়, তুমি পদে পদে বিপথগামী হইবার চেষ্টা পাইলে যে তোমায় ফিরাইবার জন্য ব্যাকুল হয়; অসদ্বৃত্তির প্রলোভনে পড়িয়া সেই সদ্বৃত্তিকে তুমি অনায়াসে তাড়াইয়া দেও। সতী স্ত্রীকে পদদলিত করিয়া মানুষ যেমন কুলটার প্রেমে পড়ে, এখানে সদ্বৃত্তি-ত্যাগে অসদ্বৃত্তির সেবায় সেই উপমা আসে। সে পদ-স্খলনে মানুষের যে পরিণাম, সংসারে তাহা নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। মনোরাজ্যেও সেই ব্যাপার। মন যখন সদ্বৃত্তি-সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া অসদ্বৃত্তির সংশ্রবে প্রমত্ত হয়, তখন তাহার পতন অনিবার্য। তখন তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ একেবারে রোধ হইয়া যায়। এ মন্ত্র ভঙ্গিতে সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে।

সদ্বৃত্তি সত্ত্বভাবসম্ভূতা। যেখানে সত্ত্বভাব, সে তো গিয়া সেইখানে বিলীন হইল। এই অর্থেই পিতৃগৃহ-বাসের উপমা। সংসারী লোকের চোক্ষে স্বামি-পরিত্যক্ত অবস্থায় পিতৃগৃহে নারীর জীবনযাপন—বিসদৃশ দৃশ্য। তাহাতে তাহার মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইল—ভাব আসে। প্রতিপন্ন হয়, সে কষ্টভোগ তাহার জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল মাত্র। কিন্তু, তাহা হইলেও, সে যখন আপন পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, পতির ধ্যানে, পরমেশ্বরের পূজায়, জীবন যাপন করে; তাহার পারলৌকিক মঙ্গল অবিসম্বাদী। এখানে সেই আভাষই পাওয়া যায়। যিনি তাহাকে ত্যাগ করিলেন পরিণাম তাঁহারই অমঙ্গলকর হইয়া রহিল। কিন্তু যে পরিত্যক্ত হইল, সৎপথানুবর্ত্তী রহিল বলিয়া, সে ভগবৎপাদ-পদ্মে আশ্রয় পাইবেই পাইবে।

এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে, 'মানুষ! তুমি সদ্বৃত্তিকে পরিত্যাগ করিও না। সে আশ্রয়বিহীন নহে। কিন্তু তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই শেষ নিরাশ্রয়

হইতে হইবে।' এই মন্ত্রের ভাব উপলব্ধি করিয়া, মানুষ যখন বলিতে পারিবে,—'হে দেবি! তুমি আমারই গৃহে থাক, পিতৃগৃহে তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নাই'—তখনই মন্ত্রের লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে। (১কা—৩অ—৩সূ—৩ম)।

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

অসিতস্য তে ব্রহ্মণা কশ্যপস্য গয়স্য চ।

অন্তঃকোশমিব জাময়োঽপি নহ্যামি তে ভগং॥ ৪ ॥

পদ-পাঠঃ।

অসিতস্য। তে। ব্রহ্মণা। কশ্যপস্য। গয়স্য। চ।

অন্তঃকোশম্ঽইব। জাময়ঃ। অপি। নহ্যামি। তে। ভগং॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'তে' (তব দুষ্কৃতিং ইতি যাবৎ) 'অসিতস্য' (এতন্নাম্ন ঋষেঃ প্রবর্ত্তিতস্য, পাপকালিমানাশকস্য) 'কশ্যপস্য' (এতন্নাম্ন ঋষেঃ প্রবর্ত্তিতস্য, দণ্ডনিবারণকারণেষু) 'গয়স্য চ' (এতন্নাম্ন ঋষেঃ প্রবর্ত্তিতস্য, উন্মার্গতাদোষপরিহারকস্য চ) 'ব্রহ্মণা' (মন্ত্রেণ) 'নহ্যামি' (অপনোদয়ামি); তেন মন্ত্রেণ 'তে' (তব) 'ভগং' (সৌভাগ্যং) 'জাময়ঃ অপি' (অপত্যমপি, নিত্যপরিবর্দ্ধনশীলং বিত্তমপি) 'অন্তঃকোশমিব' (নিগূঢ়স্থানে অবস্থিতং রত্নমিব) 'নহ্যামি' (প্রকটিতং করোমি)। মন্ত্রশক্তিঃ অব্যর্থফলপ্রদায়িনী। তচ্ছক্ত্যা হে মনঃ তব উৎকর্ষসাধনং করোমি। ইতি আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১কা—৩অ—৩সূ—৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! তোমার দুষ্কৃতকে, অসিত কশ্যপ ও গয় নামক মহর্ষি-ত্রয়ের প্রবর্তিত (অথবা—পাপকালিমা-নাশক, দণ্ড-নিবারণ-কারক এবং উন্মার্গতাজনিত দোষপরিহারক) মন্ত্রের দ্বারা অপনোদন করিতেছি; সেই মন্ত্রের দ্বারা, তোমার সৌভাগ্যকে নিত্যপরিবর্দ্ধনশীল বিত্তকে

(অথবা অপত্যাদিকে) নিগূঢ় স্থানে লুকায়িত রত্নের ন্যায় প্রকটিত করিতেছি। মন্ত্রশক্তি অব্যর্থফলপ্রদায়িনী। হে মন! সেই মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে তোমার উৎকর্ষসাধন করিতেছি। মন্ত্রটী এইরূপ আত্মোদ্বোধন-মূলক।)॥ (১কা—৩অ—৩সূ—৪ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং। (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে নারি তে তব ভগং ভাগ্যং অসিতস্য এতন্নাম্ন ঋষেঃ ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ অপি নহ্যামি। অপিনদ্ধং পিহিতং করোমি। ত্বৎ সকাশাদ্ নিবর্ত্তয়ামীত্যর্থঃ। তথা কশ্যপস্য ঋষেঃ গয়স্য চ। পরস্পরসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। এতয়োরপি সম্বন্ধিনা ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ তে তব ভগং ভাগ্যং অপি নহ্যামি॥ ণহ বন্ধনে। দিবাদিত্বাৎ শ্যন্ প্রত্যয়ঃ॥ তত্র দৃষ্টান্তঃ। জাময়ঃ। জায়ন্তে আসু অপত্যানীতি জাময়ঃ স্ত্রিয়ঃ ভগিন্যাদিরূপাঃ॥ তদ্ উক্তং যাস্কেন। ন জাময়ে ভগিন্যৈ জামিরন্যেহস্যাং জনয়ন্তি জাম্ অপত্যং ইতি (নি০ ৩।৬)। তাঃ অন্তঃ গৃহমধ্যে অবস্থিতং কোশমিব ধনবস্ত্রাদিস্থাপনার্থং আবৃতং স্থানমিব। তাদৃশং স্থানং যথা পিহিতং কুর্ব্বন্তি তদ্বদ্ ইত্যর্থঃ॥ "ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং চ বক্তব্যং" ইতি সমাসঃ॥ (১কা-৩অ-৩সূ ৪ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যে এ মন্ত্রে নারীকে সম্বোধন আছে। তাহাকে সম্বোধনে বলা হইতেছে,—'হে নারি! অসিত ঋষির, কশ্যপ ঋষির এবং গয় ঋষির মন্ত্রের দ্বারা, তোমার ভাগ্যের বাধা দূর করিতেছি; গৃহমধ্যে অবস্থিত ধনের ন্যায় তোমায় সৌভাগ্য ও অপত্যাদি প্রাপ্ত করিতেছি।' ভাষ্যে মন্ত্রার্থে সংক্ষেপতঃ এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

কেবল নারীকে কেন, ভাষ্যকারের অনুসরণেই আমরা বলিতে পারি, মনকে অথবা সদ্বৃত্তিকে (বরকে অথবা বধূকে) দুইয়ের যে কোনটির সম্বোধনে মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে—এরূপও বলা যাইতে পারে। এ মন্ত্রটী দুইয়ের একের সম্বোধনেই প্রয়োগ করা যায়। তাহাতে, দুইএর একের সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, উভয়ের যে-কেহকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা যায়, 'মন্ত্রের দ্বারা তোমার ভাগ্যপরিবর্ত্তন সাধিত করিতেছি।' আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্য, মনঃ সম্বোধনে মন্ত্রের প্রয়োগই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়। পিতৃগৃহে বাসের উপমায় (পূর্ব্বমন্ত্র দেখুন) যদি ধর্ম্মভাব—সৌভাগ্যহানির ভাব গ্রহণ করা যায়, তাহাতে মন্ত্রটী সদ্বৃত্তি পক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলেও মনে করিতে পারি। কিন্তু সে পক্ষে প্রথম 'তে' পদটীর সার্থকতা থাকে না। ভাষ্যকার ঐ 'তে' পদটী গণনায় আনেন নাই।

আমরা মনে করি, এখানে দ্বিবিধ বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। প্রথম—দুষ্কৃত-নাশ, দ্বিতীয়—

সৌভাগ্য-লাভ। দুষ্কৃতি-নাশ না পাইলে, সৌভাগ্য কিরূপে আসিবে?' উভয়েরু পারস্পারিক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাই দুইটী 'তে' পদের ব্যবহারে আমরা ঐ ভাব অধ্যাহার করিতেছি। মন্ত্রের প্রভাবে, তোমার দুষ্কৃত (পত্নীত্যাগ-রূপ সৎ-ত্তর সম্বন্ধ পরিত্যাগ রূপ) দূর হইবে; আর তুমি সৌভাগ্য (পরমৈশ্বর্য্য) প্রাপ্ত হইবে। হঠাৎ কোনও লুক্কায়িত ধন প্রাপ্ত হইলে মানুষের যে আনন্দ হয়, মন্ত্রের প্রভাবে, দুর্ভাগ্যের মধ্যে সৌভাগ্যোদয়ে তুমি সেই আনন্দ লাভ করিবে। "অন্তঃকোশ মব" উপমায় সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—'সৌভাগ্য বলিতে না হয় মুক্তি পর্য্যন্ত বুঝা গেল। কিন্তু 'আময়ঃ' (অপত্যাদি) বলিতে কি বুঝিব? তাহার উত্তরে বলা যায়; অপত্য বংশ যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে—এরূপ প্রার্থনায়, সুখ যেন চির-অক্ষুণ্ণ পরিবর্দ্ধমান হয় এই ভাব প্রকাশ পায়। একেবারে পরম চরম সুখ প্রাপ্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই বলা হইয়াছে,—'গুপ্তধন প্রাপ্তির মত ধন পাইয়াইব। বর্দ্ধমান চির অক্ষুণ্ণ সুখ পাইয়াইব।'

এই মন্ত্রটী—কর্ম্মীর সঙ্কল্প। কর্ম্মী এখানে সঙ্কল্প করিতেছেন,—'আমি এমন মন্ত্র উচ্চারণ করিব, আমি এমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, যদ্দ্বারা চক্র ঘুরিয়া যাইবে, দুঃখের দাবদাহের মধ্যে শান্তির স্নিগ্ধহিল্লোল প্রবাহিত হইবে।' এমনই তো চাই! শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, সুখের উচ্চতম সোপানে অধিষ্ঠিত হইতে কামনা করিলে, সঙ্কল্প এমনই তো চাই! মন্ত্র এইরূপ সঙ্কল্পে সঙ্কল্পবদ্ধ হইবার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। মন্ত্রের ইহাই নিগূঢ় শিক্ষা। মন্ত্র বলিতেছে,—'তোমার আপনার অবস্থা তোমার আপনার উদ্যমে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও।'

মন্ত্রে 'অসিত', 'কশ্যপ' এবং 'গয়' এই তিনটী পদ আছে। এতদ্দ্বারা ঐ তিন নামধেয় তিন জন ঋষির সংস্রব সূচিত হয়। এ পক্ষে আমরা উক্তরূপ অর্থ আমনন করিলাম। মনে করিতে হইবে ঐ সকল নামে অনন্ত-সম্বন্ধ আছে। কালচক্রনেমির বিন্দুরূপে ঐ সকল মহাত্মা পুনঃপুনঃ সংসারে আবির্ভূত হন এবং সংসার হইতে তিরোহিত হন। এ বিষয় অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।* এখানে পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। অন্যভাবে ধাতু হইতে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আলোচনায় তাহারও যৌক্তিকতা আছে।

মন্ত্রশক্তি অব্যর্থ ফলপ্রদ। মন্ত্রশক্তির অনুধ্যানে আত্মজয়ী হও। ইহাই এখানকার প্রার্থনার গূঢ় উপদেশ। (১ম—৩অ—৩সূ—৪ঋ)।

—•—

চতুর্থসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

"সং সং স্রবন্তু" ইতি সূক্তং সর্ব্বপুষ্টিকর্ম্মণি সংপাতাভিমন্ত্রিতমৈশ্রধান্যচরুপ্রাশনে দধিমধুমিশ্রসক্তুমন্থপ্রাশনে চ বিনিযুক্তং। সূত্রিতং হি। "সং সং স্রবন্ত্বিতি নাব্যাভ্যাং উদকং আহরতঃ সর্ব্বত উপাসিচ্য তস্মিন্ মৈশ্রধান্যং শৃতং অশ্নাতি" ইত্যাদি (কৌ০ ৩।২)।

* আমাদের ব্যাখ্যাত "ঋগ্বেদ-সংহিতার" ১৮৯১—৯৬ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয়ক আলোচনা দেখুন।

ব্রীহিযবাদীনি মিশ্রধান্যানি। "ব্রীহিযবগোধূমোপবাকতিলপ্রিয়ংগুশ্যামাকা ইতি মিশ্রধান্যানি" ইতি (কৌ০ ১।৮) পরিভাষাসূত্রাৎ ॥ তথা লক্ষ্মীকরণে চ এতৎ সূক্তং। সূত্রিতং হি "যস্য শ্রিয়ং কাময়তে ততো ব্রীহ্যাজ্যাপয় আহার্য্য ক্ষীরৌদনং অশ্নাতি" ইত্যাদি (কৌ০ ৩।২)। তত্র প্রথমামৃচমাহ।

— • —

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

সং সং স্রবন্তু সিন্ধবঃ সং বাতাঃ সং পতত্রিণঃ।

ইমং যজ্ঞং প্রদিবো মে জুষন্তাং সংস্রাব্যেণ

হবিষা জুহোমি ॥ ১ ॥

* . *

পদ-পাঠঃ।

সং। সং। স্রবন্তু। সিন্ধবঃ। সং। বাতাঃ। সং। পতত্রিণঃ।

ইমং। যজ্ঞং। প্রঽদিবঃ। মে। জুষন্তাং। সংঽস্রাব্যেণ

হবিষা। জুহোমি। ১ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সিন্ধবঃ' (জলাধিষ্ঠাত্রিণঃ, সর্ব্বাভীষ্টপূরকাঃ, স্নেহকারুণ্যরূপিণঃ, যদ্বা সিন্ধুবৎ সর্ব্ব-ধারণক্ষম ইতি যাবৎ) দেবাঃ 'সং সং' (প্রভূত মঙ্গলং) 'স্রবন্তু' (বিধত্তং) অস্মদর্থমিতি শেষঃ; 'বাতাঃ' (সর্ব্বত্রগামিনঃ বায়ুধিষ্ঠাত্রিণঃ দেবাঃ, যদ্বা ব্যাপ্তরূপা জ্ঞানদেবতা) 'সং' (মঙ্গলং, জ্ঞানকিরণমাত্ত যাবৎ) স্রবন্তু অস্মদর্থমিতি যাবৎ। 'পতত্রিণঃ' (পতিতোদ্ধার-কারিণঃ দেবাঃ) 'সং' (সুখং) স্রবন্তু ধারয়ন্তু বা অস্মভ্যং পতিতজনেভ্যমিত্যর্থঃ। তস্য ভগবতঃ সর্ব্বাঃ বিভূতয়ঃ অস্মাকমনুকূলাশ্চরন্তু সর্ব্বান্ শ্রেয়ান্ বর্ষন্তু; কিঞ্চ তেষামনুগ্রহেণ অস্মান্ সর্ব্বানি শ্রেয়াংসি সন্তু ইত্যর্থঃ।

অথবা

হে দেবাঃ। 'সিন্ধবঃ' (গমনশীলানাং, ভগবদভিমুখিনজনানাং, যদ্বা যুষ্মাকমনুগ্রহপ্রাপ্ত্যর্থং অগ্রগামিনাং জনানাং, অথবা সংসারসমুদ্রনিমজ্জিতানাং) 'সং সং' (অতিশয়মঙ্গলং) 'স্রবন্তু' (বিধদ্ধং ধারয়ন্তামিতি ভাবঃ) অনুকম্পয়া ত্বরয়া তান্ ভগবতঃ সম্মিলিতো কুর্ব্বন্তু। 'বাতাঃ' (বায়ুবৎগমনশীলানাং, চঞ্চলচিত্তানাং, উন্মার্গগামিনামিতি যাবৎ) 'সং' (মঙ্গলং, চিত্তস্থৈর্য্যামিতি শেষঃ) বিদধ্বং ; তেষাং চিত্তস্থৈর্য্যং সাধয়ন্তাং, ভগবন্তং প্রাপয়ন্তামিতি ভাবঃ। 'পতত্রিণঃ' (পতিতানাং, পতনোন্মুখানাঞ্চ) 'সং' (কল্যাণপ্রদাঃ) ভবন্তামিত্যর্থঃ। তেষাং দুষ্কৃতানি দূরীকৃত্য সৎকর্ম্মপরায়ণো কুরুত ইতি ভাবঃ।

অথবা

হে দেবভাবনিবহাঃ! 'সিন্ধবঃ' (জলচরজীবানাং) 'বাতাঃ' (অন্তরীক্ষচারিণাং) 'পতত্রিণঃ' (মর্ত্ত্যানাং) কিঞ্চ স্থাবর-জঙ্গমাত্মকানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং 'সং সং' (প্রভূত-মঙ্গলং, শ্রেয়াংসি চ) স্রবন্তু (সাধয়ন্তু) ? তেষাং সুখানি শ্রেয়াংসি চ সংপ্রযচ্ছন্তু ইত্যর্থঃ। 'প্রদিবঃ' (পুরাতনৈঃ ঈড়িতঃ স আদিদেবঃ অথবা প্রকর্ষেণ দীপ্তিমন্তঃ যদ্বা দীপ্তিদানাদি গুণযুক্তঃ স দেব ইত্যর্থঃ) 'ইমং' (প্রার্থনাকারিণমিতি যাবৎ) 'যজ্ঞং' (অস্মদপ্রদত্তহবিঃ, অস্মাকং সদনুষ্ঠানমিতি শেষঃ) 'জুষন্তাং' (সেবন্তাং, গৃহ্ণন্তামিত্যর্থঃ) ; 'সংস্রাব্যেণ' (পবিত্রেণ, ভগবৎসমীপেনয়নসমর্থেন) 'হবিষা' (সত্ত্বাদিনা) 'জুহোমি' (ত্বং সেবয়ামি, তৎসামীপ্যং প্রাপ্নোমি) অহমিতি শেষঃ। (১কা—৩অ—৪সূ—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জলাধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বাভীষ্টবর্ষণকারী স্নেহকারুণ্যরূপী (সর্ব্বধারণক্ষম) দেবতা, (আপনারা) আমাদিগের প্রভূতমঙ্গল সাধন করুন। হে বায়্বধিষ্ঠাত্রী (সর্ব্বত্রগমনশীল সর্ব্বব্যাপী) দেবতা! (আপনারা) আমাদিগের মঙ্গল (বিধান করুন); হে পতিতোদ্ধারকারী দেবতা! আপনারা আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। (অর্থাৎ ভগবানের সকল বিভূতি-সমূহের অনুগ্রহে আমাদের সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ সাধিত হউক)। (ভাবার্থ—ভগবানের বিভূতিসমূহ আমাদের অনুকূল হউক এবং সর্ব্বমঙ্গল বিধান করুক। অপিচ তাহাদের অনুগ্রহে আমাদের সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ সাধিত হউক।)॥ (১কা—৩অ—৪সূ—১ম)॥

অথবা

হে দেবভাবসমূহ! (আপনারা) সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত জনগণের উদ্ধার সাধন করেন (অথবা ভগবদভিমুখী কিম্বা আপনাদের অনুগ্রহপ্রার্থী জনগণকে ত্বরায় ভগবানের সহিত সম্মিলিত করেন); (আপনারা)

চঞ্চলচিত্ত জনের চিত্তস্থৈর্য্য বিধান করিয়া ভগবানে সম্মিলিত করেন; (আপনারা) পতিত ও পতনোন্মুখ জনগণের (দুষ্কৃত দূর করিয়া) তাহাদের মঙ্গল সাধন করেন (সৎকর্ম্মনিরত করিয়া উদ্ধার-সাধন করেন)। (ভাবার্থ—তাহাদের দুষ্কৃত দূর করিয়া সৎকর্ম্মপরায়ণ করুন।)॥ (১কা—৩অ—৮সূ—১ম)।

অথবা

হে দেববিভূতিসমূহ! আপনারা জলচর প্রাণীদিগের, অন্তরিক্ষচারী জীবগণের এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্ববিধ প্রাণীর সুখ ও মঙ্গল বিধায়ক হয়েন। (ভাব এই যে, ভগবান্ সকলেরই মঙ্গল বিধান করেন)। প্রাচীনগণের স্তুত্য দীপ্তিদানাদি গুণযুক্ত সেই আদিদেব (পূর্ব্বোক্ত বিভূতি-সমূহ পরিবৃত হইয়া) প্রার্থনাকারী আমাদের এই অনুষ্ঠান-সমূহ প্রাপ্ত হউন। আমরা পবিত্র (তৎসমীপে নয়নসমর্থ) সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছি (সত্ত্বাদি দ্বারা তাঁহাকে পাইবার প্রার্থনা করিতেছি।)॥ (১কা—৩অ—৮সূ—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

সিন্ধবঃ স্যন্দনশীলা নদ্যঃ সং সং স্রবন্তু। সম্যক্ অস্মদনুকূলাঃ প্রবহন্তু। স্রু গতৌ। লোটি শব্‌গুণাবাদেশাঃ। "প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে" ইতি সমো দ্বির্ব্বচনং। "তস্য পরং আম্রেড়িত" ইতি পরস্য আম্রেড়িতসংজ্ঞা। অনুদাত্তং চ' ইতি তস্য অনুদাত্তত্বং। তথা বাতাঃ গমনশীলা বায়বঃ॥ বা গতিগন্ধনয়োঃ। হসিমৃগ্রিণ্বামিদমিলূপূধূর্ব্বিভ্যস্তন্ (উ০ ৩।৮৬) ইতি তন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদ্ আদ্যুদাত্তত্বং॥ তেপি। উপসর্গবশাৎ স্রবন্তু ইতি সর্ব্বত্র অনুষজ্যতে। সং সং স্রবন্তু আনুকূল্যেন প্রবর্ত্তন্তাং॥ তথা পতত্রিণঃ। পতত্রাণি পক্ষা এষাং সন্তীতি পতত্রিণঃ॥ পৎলৃ গতৌ। পতেরত্রন্ (উ০ ৩।১০৪) ইতি পতত্রশব্দঃ অত্রনপ্রত্যয়ান্তঃ। "অত ইনিঠনৌ" ইতি মত্বর্থীয় ইনপ্রত্যয়ঃ। তদুপলক্ষিতাঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ সং সং স্রবন্তু সম্যাগ্ অনুকূলাশ্চরন্তু॥ যদ্বা এতে সিন্ধুপ্রভৃতয়ঃ সং স্রবন্তু অস্মদভিলষিতং ফলং সংপ্রযচ্ছন্তু। তথা প্রদিবঃ। পুরাণনামৈতৎ। পুরাতনা দেবাঃ মে মদীয়ং ইমং যজ্ঞং যাগং জুষন্তাং সেবন্তাং। অত্র সন্নিহিতা ভূত্বা হবিঃ স্বীকুর্ব্বন্তু ইত্যর্থঃ॥ জুষী প্রীতি-সেবনয়োঃ। তুদাদিত্বাৎ শপ্রত্যয়ঃ। তস্য ঙিত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। অত্র হবিষঃ সম্বাবং আহ সংস্রাব্যেণেতি। সম্যক্ স্রবণং সংস্রাবঃ। স্রু গতৌ। ভাবে ঘঞ্। সংস্রাবং অর্হতীতি সংস্রাব্যং আজ্যপয়ঃ প্রভৃতি। "তদ্ অর্হতি" ইতি যৎ প্রত্যয়ঃ। যদ্বা সংস্রাবণীয়েন। সংপূর্ব্বাৎ স্রবতের্ণ্যন্তাৎ "অচো যৎ" ইতি যৎ। তাদৃশেন হবিষা

আজ্যাদিনা জুহোমি। আজ্যাদিকং হবিঃ দেবান্ উদ্দিশ্য অগ্নৌ প্রক্ষিপামীত্যর্থঃ। "তৃতীয়া চ হোশ্ছন্দসি" ইতি হবিষা ইতি কর্ম্মণি তৃতীয়া। (১কা—৩অ—৪পা—১ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

নানা ভাবে এ মন্ত্রের নানারূপ অর্থ অধ্যাহার করা যাইতে পারে। তাহার প্রায় সকল অর্থই আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। এক অর্থে, মন্ত্রের প্রথমাংশে জলদেবতাকে, বায়ুদেবতাকে এবং বনদেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে; আর এক অর্থে, ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি সমূহকে আহ্বান করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হইয়াছে, বলিতে পারি। আর এক অর্থে, ভগবান বিভিন্ন বিভূতিরূপে প্রকটিত হইয়া, বিভিন্ন জনের যে উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন, মন্ত্রে তাহাই খ্যাপিত দেখি।

ভাষ্যানুসারে বুঝিতে পারি, সূক্তান্তর্গত এই মন্ত্র-সমূহ সস্যপুষ্টি-কর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, ভাষ্যকার মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ করিয়াছেন,—'স্যন্দনশীল নদী-সমূহ আমাদের অনুকূলে প্রবাহিত হউক; গমনশীল বায়ু আমাদের অনুকূল হউক। অর্থাৎ, জল, বায়ু ও বন সঞ্চারিকারী প্রাণিগণ আমাদের সহায় হউক।' মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ, তাঁহার মতে,—'পুরাতন দেবগণ আমাদের এই যজ্ঞের সমীপবর্ত্তী হইয়া হবিঃ স্বীকার করুন। আমরা সংস্রাবণীয় আজ্যাদি হবিঃ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছি।' মন্ত্রের এই ব্যাখ্যাই অধুনা সাধারণ্যে প্রচলিত। বহির্যাজ্ঞিকের পক্ষে এরূপ প্রার্থনা—এরূপ কামনা সঙ্গত হইলেও, অন্তর্যাজ্ঞিকের—মুক্তিপ্রার্থী জনের পক্ষে, এ মন্ত্রে অন্যভাব প্রতিভাত।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, স্থূল-বস্তুর সহিত এ মন্ত্রের আদৌ সম্বন্ধ নাই। ব্যষ্টিভাবে সমষ্টিভূত ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির সম্বোধনে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই এ মন্ত্রে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অসীমকে সসীম মনোমধ্যে ধারণা করা যায় না; তাই তাঁহার বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন আকৃতির কল্পনা করা হইয়া থাকে। অধিকারী অনুসারে বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিভূতির ধারণা করিয়া লয়।

মন্ত্রের প্রথম পংক্তির আমরা তিন প্রকার অন্বয় করিয়াছি। ঐ অংশের 'সিন্ধবঃ', 'বাতাঃ' ও 'পতত্রিণঃ' প্রভৃতি পদত্রয় এক বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ঐ পদত্রয়ের সাধারণ প্রচলিত অর্থ ভাষ্যাভাসেই প্রকটিত আছে। প্রথম ব্যাখ্যায় ঐ তিনটী পদে আমরা, তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার সম্বোধনের বিষয় আমনন করিয়াছি। সিন্ধু যেরূপ ক্ষরণশীল, তাহার জলধারা যেমন অবাধগতিতে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ ভগবানের করুণা-ধারা মুক্তিপ্রার্থী জনগণের প্রতি অনায়াসেই ক্ষরিত হইয়া থাকে; সিন্ধু যেমন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জলরাশি ধারণ করিয়া আছে, ভগবানে সেইরূপ অশেষ করুণাধারা বিদ্যমান; তাই ভগবানের করুণাবর্ষী বিভূতির নিকট মুক্তিপ্রার্থী জনের করুণা-লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'বাতাঃ' এবং 'পতত্রিণঃ' পদদ্বয়ে এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত রূপ ভাবই পরি-

থাকে। বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্রগমনশীল দেববিভূতি-সমুদায় এবং পতিতত্রাণসমর্থ দেবভাব-সমূহ (জ্ঞানকিরণাবলি) ঐ দুই পদের লক্ষীভূত। বায়ু যেমন অবাধগতিশীল, জ্ঞানকিরণও সেইরূপ অবাধগতিসম্পন্ন। বায়ুহীন হইলে, দেহ যেমন মৃত জড়বৎ প্রতীয়মান হয়, জ্ঞানকিরণে উদ্ভাসিত না হইলে হৃদয়ও সেইরূপ অজ্ঞানতামসে মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। সেইজন্য এস্থলে জ্ঞানদেবতার নিকট জ্ঞানকিরণ-লাভের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। জ্ঞান-তামসে হৃদয় সমাচ্ছন্ন হইলে, হৃদয়-রাজ্য নানা শত্রুর আক্রমণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়; দেবতার আসন, অসুরে অধিকার করিয়া বসে। তখন পাপের প্রাবল্যে পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসে। পতিতোদ্ধারকারী দেবভাবপোষয়িতা জ্ঞানদেবতার নিকট তাই দেবভাবলাভের এবং দুষ্কৃত-নাশের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এইরূপে বুঝা যায়, এস্থলে সিন্ধবঃ, বাতাঃ ও পতত্রিণঃ প্রভৃতি পদ সাধারণ জলবায়ু, ও পক্ষী বনস্পতি প্রভৃতির অতীত কামনার বিষয়ীভূত সামগ্রীকে বুঝাইতেছে। এখানে সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। একে একে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি-সমূহের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে বিভূতি ও ভগবান্ যে অভিন্ন, তদ্বিষয়ে ধারণা জন্মিয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি।

প্রথম পংক্তির মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। সেস্থলে আমরা 'সিন্ধবঃ', 'বাতাঃ' ও 'পতত্রিণঃ' পদত্রয়ের বিভক্তি-বাতায় করিতে বাধ্য হইয়াছি। 'সিন্ধবঃ' পদের আমরা দুইরূপ অর্থ আমনন করিয়াছি। প্রথম ভগবানের অনুগ্রহ-লাভে উৎকণ্ঠিত জন, দ্বিতীয়—সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তি। যাহারা ভগবানের আরাধনায় কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং যাহাদের উদ্ধারের আশা আদৌ নাই—এরূপ ব্যক্তি। উভয় অর্থই সঙ্গত, উভয় অর্থই মন্ত্রের উচ্চভাব প্রকাশ করে। নদী-সমূহ যেমন কলকল নাদে সাগর-তরঙ্গে মিশিতে চায়, সেইরূপ মুক্তিপ্রয়াসী জনগণ আত্মায় আত্মসম্মিলনের বাসনা করে। অন্যপক্ষে, সংসারমোহপঙ্কে নিমজ্জিত জনগণের কল্যাণ-সাধনের অর্থাৎ মোহাপ-সরণের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে প্রার্থী কাতরকণ্ঠে জানাইতেছেন,—'হে দেব! আমি সংসার-চক্রের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতেছি; জন্ম-জরা-মৃত্যু আসিয়া আমাকে কষ্ট প্রদান করিতেছে। জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় আমি মায়ামোহে নিমজ্জিত হইয়াছি; আমার আর উদ্ধারের আশা নাই। আপনি আমার উদ্ধার সাধন করুন।' মন্ত্রের 'বায়বঃ' পদে, এ অংশে, আমরা 'চঞ্চলচিত্তানাং, উন্মার্গগামিনাং' অর্থ আমনন করিয়াছি। বায়ু যেমন চঞ্চল, মন সেইরূপ চাঞ্চল্যপূর্ণ। মন চঞ্চল হইলেই সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়, অসৎ-কার্য্যের প্রতি আসক্তি আসে। মনের এই চাঞ্চল্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া অর্জ্জুন তাই শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং" ইত্যাদি। তাই এস্থলে চিত্তস্থৈর্য্য-সম্পাদনের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। চিত্ত চাঞ্চল্য-রহিত না হইলে, হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হওয়া সুকঠিন। তাই এস্থলে, 'সং বাতাঃ' অংশে, চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া সৎপথে পরিচালিত করিবার ভাব প্রস্ফুট হইয়াছে।

আবার ঐ অংশ বন্ধনমুক্তির ভাবও ব্যক্ত করিতেছে। মনের অবাধ-গতির বিষয়ই সেই বন্ধন মুক্তি ভাব-দ্যোতক। এ অংশের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'আমরা ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া, সত্ত্বভাবকেই বিসর্জ্জন দিয়া, বিপরীত পথে গমন করিয়াছি; হে দেব-ভাবসমূহ, আমাদিগকে সৎপথাবলম্বী করুন। আমরা ত্বরায় বন্ধনমুক্ত হই।' 'পতত্রিণঃ' পদেও অনেকাংশে সেই ভাবই প্রকাশ পায়। ঐ পদের আমরা 'পতিতানাং পতনোন্মুখানাং' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। পতিত আমরা, পাপপঙ্কে নিমজ্জিত আমরা, পাপের জ্বালায় অহর্নিশি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি; মায়ার বন্ধন, পুত্রকলত্রের বন্ধন, বিষয় বন্ধন—বিবিধ বন্ধনে নিষ্পেষিত হইতেছি হে দেব! আমাদের সকল বন্ধন মোচন করুন, আমাদিগের হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চার করুন, আমাদিগকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া আমাদের উদ্ধার সাধন করুন, 'সং পতত্রিণঃ' বাক্যে এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া মনে করি। এস্থলেও বন্ধন-মোচনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'আমরা নানা প্রলোভনের, নানা আকর্ষণের দাস; হে ভগবান, আপনি জ্যোতীরূপে, প্রকাশরূপে, ব্যাপ্তিরূপে, শব্দরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমরা ডুবিতে বসিয়াছি; আপনি আমাদিগের উদ্ধার সাধন করুন; আমাদিগকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করুন, আমাদের হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক। এইরূপে আপনার অনুগ্রহে, সদ্ভাবসম্পন্ন হইলে, হৃদয়ে দেবভাব সত্ত্বভাবের উদয় হইবে; আমরা অনায়াসে সংসার-সমুদ্র তরিয়া যাইব।' মন্ত্রের প্রথম পংক্তির মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশে যে ভাব পরিব্যক্ত, তাহার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। উহাতে সরল সাধারণ প্রার্থনা পরিব্যক্ত। ঐ অংশে এক বিশ্বজনীন উদার ভাবও পরিস্ফুট দেখি। 'কেবল আমার বলিয়া নহে; স্থাবরজঙ্গমচরাচর বিশ্বের সকল প্রাণীরই যাহাতে কল্যাণ সাধিত হয়, আপনারা তাহারই বিধান করুন,'—আমাদের মনে হয়, মন্ত্রের এ অংশে এ ভাবও প্রকট হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের 'প্রাদিবঃ' পদের মর্ম্মগ্রহণ একটু দুরূহ। সায়ণ ঐ শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—'পুরাতনা দেবাঃ'। আমরা এতদর্থের কোনও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। নূতন ও পুরাতন দেবতার এই পর্য্যায়-নির্দ্দেশ বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। বেদবাক্য নিত্য সত্য সনাতন বলিয়া স্বীকার করিলে, এরূপ স্তরনির্দ্দেশে তাহার অপৌরুষেয়ত্বে বিঘ্ন ঘটে। তাই আমরা ঐ পদের দুই বিভিন্ন অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম,—প্রথম, 'পুরাতনৈঃ ঈড়িত স আদিদেবঃ'; দ্বিতীয়, 'দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তঃ স জ্ঞানদেবঃ যদ্বা অগ্রগামিনঃ দেবাঃ।' প্রথম অর্থে, একরূপ ভাবের সঞ্চার হয়, দ্বিতীয় অর্থে আর এক ভাবের সমাবেশ দেখি। প্রথম অর্থে বুঝা যায়,—সেই দেবতাকে যে কেবল আমরাই আরাধনা করিতেছি, তাহা নহে; আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ—আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ—এইরূপে অনন্ত অতীত কালে, অনন্ত অতীত জনগণ, তাঁহার পূজা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও বলিয়াছেন পুরাতন; আমরাও বলিতেছি—পুরাতন, আমাদের পরবর্ত্তিগণও বলিবেন—পুরাতন। সুতরাং যিনি পুরাতনগণের স্তুত্য, সেই পুরাণ পুরুষ আদি-দেবকেই ঐ 'প্রাদিবঃ' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা

তাই এস্থলে 'পুরাতনৈঃ ঈড়িত' এক অর্থ আমনন করিলাম। এ হিসাবে অর্থ হয়—'বিভূতিগণ সহ সেই আদিদেব আমাদের এই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হউন।' দ্বিতীয় অর্থে বুঝা যায়—'আমাদের হৃদ্নিহিত দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত সেই জ্ঞানদেবতা আমাদের অনুষ্ঠানসমূহ—দেবভাবসমূহ—ভগবৎসকাশে সংবাহিত করুন।'

প্রার্থনাপক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে, 'হে দেববিভূতিনিবহ অথবা হে দেবভাবনিবহ! আপনারা আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। সদ্ভাব-সংযুত সৎকর্ম্মসমূহ আপনাদিগকে প্রদান করিতেছি। আপনারা তাহা গ্রহণ করুন,—আমাদের পরমার্থসম্পৎলাভে সহায় হউন, এবং আমাদিগকে ভগবানের সমীপে লইয়া যাউন।' (১কা—৩অ—৪সূ—১ম)।

—— * ——

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

ইহৈব হবমা যাত ম ইহ সংস্রাবণা

উতেমং বর্ধয়তা গিরঃ।

ইহৈতু সর্ব্বো যঃ পশুরস্মিন্ তিষ্ঠতু

যা রয়িঃ ॥ ২ ॥

পদ-পাঠঃ।

ইহ। এব। হবং। আ। যাত। মে। ইহ। সংঽস্রাবণাঃ।

উত। ইমং। বর্দ্ধয়ত। গিরঃ।

ইহ। আ। এতু। সর্ব্বঃ। যঃ। পশুঃ। অস্মিন্।

তিষ্ঠতু। যা। রয়িঃ। ২।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ 'মে' (মে, মম) 'হবং' (আহ্বানং, অস্মদুচ্চারিতস্তুতিমিত্যর্থঃ) শ্রুত্বা যদ্ বা ভক্তিভিঃ প্রসন্নো ভূত্বা 'ইহৈব' (অস্মিন্ কর্ম্মণি, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) 'আ যাত'

(আগচ্ছ, অধিতিষ্ঠ যদ্বা অধিষ্ঠিতো ভব); 'সংস্রাবণাঃ' (সংস্রাবণীয়াঃ, অভীষ্টবর্ষণশীলাঃ) অস্মাকং হৃদিনিহিতং শুদ্ধসত্ত্বাদিনা সংবর্দ্ধিতা সন্ত 'ইহ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি, যদ্বা অনুষ্ঠানকর্তুর্মম হৃদি ইতি যাবৎ) আগচ্ছন্তু ইতি পূর্ব্বত্রেণান্বয়ঃ; 'উত' (অপিচ, আগত্য চ) 'ইমং' (অস্মদোচ্চারিতাঃ) 'গিরঃ' (স্তুতিরূপা বাচঃ) 'বর্দ্ধয়ত' (বর্দ্ধয়ত, অসাধারণ্যেন বর্দ্ধয়ত সমৃদ্ধং কুরুত ইত্যর্থঃ)। মম বাক্যানি যথা পরমার্থং অনুসরন্তি তথা কুরুত ইতি ভাবঃ। হে দেবাঃ! যঃ 'পন্থাঃ' (ইহলৌকিকমঙ্গলং) অস্তি স 'সর্ব্বঃ' (সর্ব্বোঽপি ইহলোক-সম্বন্ধিযাবতীয় কল্যাণং) 'ইহ' (অস্মান্) 'এতু' (আগচ্ছতু, অস্মান্ প্রাপ্নোতু ইতি শেষঃ); অপিচ 'যা রয়িঃ' (ধনং, পারলৌকিকমঙ্গলং, পরমার্থমিতি যাবৎ) অস্তি, সাপি সর্ব্বাপি 'তিষ্ঠতু' (নিবসতু, অস্মান্ প্রাপয়তু ইত্যর্থঃ)। হে দেবাঃ! অস্মাকং হৃদি অধিষ্ঠিতঃ সন্ অস্মান্ ইহলৌকিক পারলৌকিক মঙ্গলানি চ বিধাস্যথ; অপিচ অস্মদাত্মবিত্তং মোক্ষফলং সম্প্রযচ্ছস্থাং ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ক—৩অ—৪সূ—২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবজ্ঞাননিবহ! আমাদের স্তুতি দ্বারা (প্রসন্ন হইয়া) আমাদের এই কার্য্যে (আমাদের হৃদ্‌প্রদেশে) আগমন করুন (অধিষ্ঠিত হউন)। স্রবণশীল (অভীষ্টবর্ষণশীল, আমাদের হৃদয়নিহিত শুদ্ধসত্ত্বাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া) আপনারা এই কার্য্যে (অনুষ্ঠানকারী আমাদের হৃদয়ে) আগমন করুন (প্রতিষ্ঠিত হউন)। আমাদের উচ্চারিত এই স্তুতিমন্ত্রসমূহকে (আমাদের প্রদত্ত এই হবিকে) প্রবৃদ্ধ করুন (অর্থাৎ, আমাদের স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া, আমাদিগকে সমৃদ্ধিশালী করুন); হে দেবগণ, আমাদের ইহলোকসম্বন্ধি সমস্ত মঙ্গল আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক, অপিচ পরলোক-সম্বন্ধি কল্যাণ আমাদিগের প্রতি বর্ষিত হউক। (ভাবার্থ—হে দেবগণ! আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। আপনাদের অনুগ্রহে আমাদের ইহ-লৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ মঙ্গল বিহিত হউক। অপিচ, আমাদিগকে মোক্ষফল প্রদান করুন। মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব দ্যোতিত হইতেছে।)। (১ক—৫অ—১সূ—২ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে দেবাঃ যে মম সম্বোধনং হবং আহ্বানং উদ্দিশ্য ইতৈব অস্মিন মৎসমীপদেশে এব আ যাত আগচ্ছত। অন্যান সর্ব্বান পরিত্যজ্য মৎসমীপমেব আগচ্ছতেত্যর্থঃ। যা প্রাপণে। লোটি অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। তত্র হেতুরুচ্যতে। ইহ অস্মিন্ কর্ম্মণি সংস্রাবণাঃ সংস্রাবণীয়াজ্যাদিসাধ্যা হোমাঃ। সন্তীতি শেষঃ। প্রবর্ত্তেণাস্বাৎ কর্ম্মণি লুট্। তর্দ্দিবঃ-

স্বীকরণার্থং আ যাতেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। উত অপিচ গিরঃ গীর্যন্তে স্তূয়ন্তে ইতি গিরঃ। কর্ম্মণি ক্বিপ্। "ঋত ইদ্ধাতোঃ" ইতি ইত্বং। হে দেবাঃ স্তূয়মানা যূয়ং ইমং হবিঃপ্রদং যজমানং বর্দ্ধয়ত প্রজাপশ্বাদিভিঃ সমৃদ্ধং কুরুত। বৃধু বৃদ্ধৌ। অস্মাৎ ণ্যন্তাৎ লোটি মধ্যমপুরুষবহুবচনস্য থস্য তাদেশঃ। "ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাং" ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ। যদ্বা হে দেবাঃ যূয়ং গিরঃ অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণাঃ স্তুতিরূপা বাচঃ। প্রাপ্নুত ইত্যধ্যাহৃত্য যোজ্যং। হে দেবাঃ যুষ্মৎ প্রসাদাৎ যঃ লোকে প্রসিদ্ধঃ গবাশ্বমহিষ্যাদিরূপঃ পশুরস্তি স সর্ব্বোঽপি ইহ অস্মদীয়ে সদনে এতু আগচ্ছতু। তথা যা প্রসিদ্ধা ধান্যকনকাদিরূপা রয়িঃ ধনং অস্তি সা সর্ব্বাপি অস্মিন্ মদীয়ে গৃহে তিষ্ঠতু নিবসতু। মম পশুধনাদিসর্ব্বসমৃদ্ধির্ভবতু ইত্যর্থঃ॥ (১কা-৩অ—৪সূ ২ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্র সরল প্রার্থনা-মূলক। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, দুই এক স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থলেই তাঁহার সহিত আমাদের মতানৈক্য নাই। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—'হে দেবগণ! আমাদের আহ্বান শ্রবণ করিয়া, আমাদের আহ্বানের উদ্দেশে, আপনারা আমাদের সমীপে আগমন করুন। অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার সমীপেই উপস্থিত থাকুন। আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা সংস্রাবণীয়াদি দ্বারা হোম নিষ্পন্ন করি। হে দেবগণ! আমাদের কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া হবিপ্রদানকারী আমাদিগকে প্রজাপশ্বাদি দ্বারা সমৃদ্ধশালী করুন। আমাদের অনুগ্রহে লোকপ্রসিদ্ধ গো-অশ্ব মহিষাদি এবং ধান্যকনকাদি আমাদের গৃহে আগমন করুক।' ইত্যাদি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'পশুঃ' এবং 'রয়িঃ' পদদ্বয় সংশয়-মূলক। 'পশুঃ' পদের অর্থ সায়ণ করিয়াছেন, 'গবাশ্বমহিষ্যাদিরূপঃ পশুঃ।' 'রয়িঃ' পদের তিনি অর্থ করিয়াছেন—'ধান্য-কনকাদিরূপাঃ রয়িঃ ধনং' ইত্যাদি। লৌকিক হিসাবে 'পশুঃ' ও 'রয়িঃ' পদদ্বয়ের এরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে; ইহলৌকিক সুখসমৃদ্ধিকামনাকারী জনগণের গোমহিষ ও ধান্য-কনকাদিলাভের প্রার্থনার সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইতে পারে; কিন্তু মোক্ষপ্রার্থী ভক্ত সাধক ঐহিক সুখলাভের কামনা করেন না। তাঁহাদের পশ্বাদিলাভের কামনা ইহলৌকিক মঙ্গলপ্রাপ্তি শুদ্ধসত্ত্বলাভে, সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সাধিত হইয়া থাকে। তাই এখানে 'পশুঃ' পদে আমরা ইহলৌকিক মঙ্গল অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। হৃদয়ে দেবভাব শুদ্ধসত্ত্বভাব জাগরিত হইলে ঐহিক সকল বন্ধনের অবসান হয়। বন্ধনই সকল দুঃখের আকর। পুত্র-কলত্র পশ্বাদি ধনরত্ন সংসারবন্ধনের হেতুভূত। সৎকর্ম্ম দ্বারা, সত্ত্বভাবের সঞ্চারে, সে বন্ধন টুটিয়া যায়। তখন প্রার্থনাকারী পরমার্থলাভের অধিকারী হন। মন্ত্রে যে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনের প্রার্থনা জানান হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবগণ, আপনারা ইহলোকের সুখকর সদ্ভাবনিবহ আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করুন, আমরা সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ হই; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পারত্রিক মঙ্গললাভের পথ সুগম হইয়া আসুক।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'পশু' এবং 'রয়িঃ' পদদ্বয় এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

প্রার্থনাপক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেবভাবনিবহ, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; আমাদের সঞ্চিত শুদ্ধসত্ত্বভাব দ্বারা সম্বৰ্দ্ধিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করুন আমাদের উচ্চারিত স্তোত্রমন্ত্রসমূহ যাহাতে ভগবদনুসারী হয়, আপনারা তাহার বিধান করুন। আর্‌ও, আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করিয়া আমাদিগের পরমার্থলাভে সহায় হউন। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হউক, আমরা সৎকর্ম্মসাধনে অনুপ্রাণীত হই, ফলে সংসারসমুদ্র তরিয়া যাই।' আমরা মনে করি, মন্ত্রে এই প্রার্থনাই প্রকটিত রহিয়াছে। (১কা ৩অ—৪সূ ২ম)।

—:•:—

তৃতীয়ে মন্ত্রঃ।

প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

যে নদীনাং সংস্রবন্ত্যুৎসাসঃ সদমক্ষিতাঃ।
তেভির্মে সর্ব্বৈঃ সংস্রাবৈর্ধনং সং স্রাবয়ামসি ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

যে। নদীনাং। সংঽস্রবন্তি। উৎসাসঃ। সদং। অক্ষিতাঃ।
তেভিঃ। মে। সর্ব্বৈঃ। সংঽস্রাবৈঃ। ধনং। সং। স্রাবয়ামসি ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'নদীনাং' (নদীপ্রবাহান্ জলানি) 'উৎসাসঃ' (গিরিকন্দরোৎপন্নানি জলপ্রবাহানি)। যথা 'অক্ষিতাঃ' (ক্ষয়রহিতাঃ সন্ অবিচ্ছেদেন ইতি যাবৎ) 'সদং' (সদা) সংস্রবন্তি' (প্রবহন্তি, যদ্বা নদ্যঃ উৎসাশ্চ স্ব স্ব জলানি যথা অবিচ্ছেদেন সমুদ্রং প্রাপয়ন্তি; তদ্বৎ হে দেবাঃ) 'তেভিঃ' (তৈঃ, অস্মাকং হৃন্নিহিতাঃ) 'সর্ব্বৈঃ' (নিখিলাঃ) 'সংস্রাবৈঃ' (সদ্ভাবনিবহাঃ) 'মে' (মম) 'ধনং' (সৎকর্ম্মনিবহং) 'সংস্রাবয়ামসি' (সম্প্রবহন্তাং, ভগবন্তং সংযোজয়ন্ত্বামিত্যর্থঃ) যদ্বা তৈঃ সর্ব্বৈঃ সদ্ভাবনিবহৈঃ প্রার্থনকারিণঃ বয়ং চতুর্ব্বর্গফলং প্রাপ্নুমঃ ইত্যর্থঃ। স ভগবান্ সর্ব্বসাধারণক্ষমঃ। স অস্মাকং ভক্তিপূতং সদ্ভাবসহযুতং সৎকর্ম্মনিবহং গৃহ্নাতু। ইত্যেবং প্রার্থনা হাত ভাবঃ। (১অ—৩অ—৪সূ ৩ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

নদীগর্ভস্থিত এবং উৎসোৎপন্ন সলিলরাশি যেমন অবিচ্ছিন্ন-গতিতে প্রবাহিত হয় (অথবা নদী ও উৎস সমূহ যেমন স্ব স্ব সলিলরাশি সাগরাভিমুখে সংবাহিত করে), সেইরূপ, হে দেবগণ, আমাদিগের সদ্ভাবসমযুক্ত সৎকর্মনিবহকে ভগবানে সংযোজিত করুন (অথবা ভগবানের সমীপে পৌঁছাইয়া দেন। (ভাব এই যে,—হে দেব! আমরা যেন সদ্ভাবসহযুক্ত সৎকর্মপ্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হই)॥ (১অ—৩অ—৪সূ—৩ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

নদীনাং নদনশীলানাং গঙ্গাদীনাং। নদনাম্নত্ত ইতি যাস্কঃ (নি॰ ২।২৪)। তথা চ অগ্রে নির্ব্বক্ষ্যতে। "যদদঃ সম্প্রযতীরহাবনদতা হতে। তস্মাদা নদ্যো নাম স্থ" (৭।১২।৩) ইতি। নদ অব্যক্তে শব্দে। অস্মাৎ পচাদ্যচ্। তত্র গণে নদট্ ইতি পাঠাৎ টিত্ত্বাৎ ঙীপ্ প্রত্যয়ঃ। "অনুদাত্তস্য স চ যত্রোদাত্তলোপঃ" ইতি ঙীপ উদাত্তত্বং। তাসাং সম্বন্ধিনো যে প্রসিদ্ধাঃ সদং সদা অবিচ্ছেদেন বর্ত্তমানা অক্ষিতাঃ ক্ষয়রহিতা অক্ষীয়মানা বা। যদ্বা সদং অক্ষিতাঃ সর্ব্বদা গ্রীষ্মদাবপি ক্ষয়রহিতাঃ॥ ক্ষি ক্ষয়ে। অস্মাদ্ ভাবে কর্ম্মণি বা ক্তঃ। "নিষ্ঠায়াং অণ্যদর্থে" ইতি ভাবকর্ম্মণোঃ পর্য্যুদস্তত্বাদ দীর্ঘাভাবঃ। অত "এব ক্ষিয়ো দীর্ঘাৎ" ইতি বিহিতস্য নিষ্ঠানত্বস্যাপি অভাবঃ। তথাবিধা উৎসাসঃ উৎসাঃ ভূমেরুদগচ্ছন্তো জলপ্রবাহাঃ। "আজ্জসেরসুক্"। সংস্রবন্তু সম্ভূয় প্রাপ্নুবন্তু। মহানদীনাং জলপ্রবাহাঃ সর্ব্বদা ক্ষয়রহিতাঃ প্রবহন্তীত্যর্থঃ। তেভিঃ তৈঃ॥ "বহুলং ছন্দসি" ইতি ভিসঃ ঐসভাবে "বহুবচনে ঝল্যেৎ" ইতি এত্বং। সর্ব্বৈঃ নিখিলৈঃ সংস্রাবৈঃ জলপ্রবাহৈঃ॥ স্রু স্রবণে। ভাবে ঘঞ্। "থাথঘঞ্ক্তাজবিত্রকাণাং" ইতি উত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। ধনং গোহিরণ্যাদিরূপং যে মম সংস্রাবয়াম স সংস্রাবয়ামঃ সম্প্রবাহয়ামঃ। অবিচ্ছিন্নৈর্নদীনাং প্রবাহৈঃ সন্তানভিবৃদ্ধিদ্বারা অভিলষিতং ধনং প্রাপ্নুয়ামেত্যর্থঃ। যথা নদীনাং অবিচ্ছিন্নপ্রবাহঃ এবং মমাপি ধনং অবিচ্ছেদেন সম্প্লুতং ভবত্বিত্যর্থঃ। স্রু স্রবণে। অস্মাৎ ণ্যন্তাৎ লটি "ইদন্তো মসিঃ" ইতি মস ইদন্তাত্বং। (১কা ৩অ ৪সূ—৩ম)॥ *

---

* এই ভাষ্যের একটী পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; যথা,—"নদীনাং নদনশীলানাং গঙ্গাদীনাং। নদনাম্নত্ত ইতি যাস্কঃ। অহাবনদতা হতে তস্মাদা নদ্যো নাম স্থেত্যগ্রে বক্ষ্যতে চ। নদ অব্যক্তে শব্দে। পচাদ্যচ্। নদট্ ইতি পাঠাৎ টিড্ঢাণঞ্ ইতি ঙীপ্। যে প্রসিদ্ধা দৃষ্টা উৎসাসঃ গিরিকুহরনির্গতা নির্ঝরাঃ। আজ্জসেরসুক্। সদং সদা অবিচ্ছেদেন অক্ষিতাঃ ক্ষয়রহিতাঃ অক্ষীয়মাণা বা। ক্ষি ক্ষয়ে। অস্মাদ্ ভাবে কর্ম্মণি বা ক্তঃ। নিষ্ঠায়াং অণ্যদর্থে ইতি অর্থবিশেষে দীর্ঘস্য পর্য্যুদস্তাৎ ক্ষিয়ো দীর্ঘাৎ ইতি বিহিতস্য

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একটু সমস্যা-মূলক। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়ই সে সমস্যার অবতারণা হইয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'গঙ্গাদি নদীপ্রবাহ এবং গিরিকন্দরোত্থিত নির্ঝর-সমূহ অবিরামগতিতে প্রবাহিত হয়; গ্রীষ্মকালেও তাহার ক্ষয় নাই। সেই জলপ্রবাহাদির দ্বারা আমরা গোহিরণ্যাদি ধন প্রাপ্ত হইব। অথবা জলপ্রবাহের অবিচ্ছিন্ন অবাধগতির ন্যায় আমরাও অবিচ্ছিন্নভাবে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইব।'

মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যাই সাধারণো প্রচলিত। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে যে এক অতি উচ্চ উদার ভাব চিরলুক্কায়িত আছে, তৎপ্রতি এ পর্য্যন্ত কেহই লক্ষ্য করেন নাই। 'জল-প্রবাহের দ্বারা আমাদের ধনবৃদ্ধি করিব'—এতদুক্তি বড়ই সমস্যাপূর্ণ। ইহা হইতে সাধারণ-দৃষ্টিতে দুই প্রকার অর্থ আমনন করা যাইতে পারে। নদী ও সমুদ্রগর্ভে বিবিধ ধনরত্ন লুক্কায়িত থাকে; সেই সকল ধনরত্নের আহরণে সমৃদ্ধ হইব—এই এক প্রকার ভাব আসিতে পারে। আর এক প্রকার ভাব এই যে—নদীর ও উৎসের জল অবিচ্ছেদে সংবাহিত করিয়া সিঞ্চন করিলে শস্যাদি বৃদ্ধি হইবে। আর তদ্দ্বারা আমাদের অভীষ্ট-পূরণ করিতে পারিব। বাহ্যার্থাত্মকের পক্ষে, ঐহিকসুখপ্রয়াসী জনগণের পক্ষে, সংসারী সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে, এরূপ ধনলাভের প্রার্থনা সঙ্গত বটে; তাঁহারা এরূপ প্রার্থনাই করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এ মন্ত্রে ধনরত্নাদি পার্থিব ধন-রত্নের কামনা ভিন্ন এক অতি উচ্চ প্রার্থনা—অতি উচ্চ-ভাব এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা মনে করি, এ মন্ত্র দেবভাবসমূহকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত হইতেছে। মন্ত্রের মধ্যে, আমাদের মতে যে কয়েকটী উপমা বিদ্যমান, তাহার বিশ্লেষণে মন্ত্রের নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে মন্ত্রে বলা হইতেছে,—নদী ও উৎস-সমূহ যেমন স্ব স্ব সলিলরাশি সাগরাভিমুখে সংবাহিত করে, সেইরূপ হে দেবভাবনিবহ, আপনারা আমাদের সদ্ভাব-সংযুত সৎকর্ম্মনিবহকে ভগবানের নিকট সংবাহিত করুন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের মধ্যে এই নিগূঢ় ভাবই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। (১কা—৩অ ৪ব—৩ম)।

পরস্যাপি অভাবঃ। সং স্রবন্তি সম্যক্ প্রবহন্তি। স্রু গতৌ। যদৃত্তাবাগামিত্যাং ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥

উভয় ভাষ্যে বেশ একটু পার্থক্য বিদ্যমান। টীকাকার অনুমান করেন,—এই ঋকের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে সায়ণ প্রথমতঃ ঋকের প্রথমাংশের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, তার পর অনেক দিন তিনি আর ঐ ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; ভাষ্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। পরে তিনি যখন পুনরায় ভাষ্য-রচনা আরম্ভ করেন, তখন আর তাঁহার পুনরাবৃত্তির অবসর হয় নাই। তাই মন্ত্রের ভাষ্যে এইরূপ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে।

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

যে সর্পিষঃ সংস্রবন্তি ক্ষীরস্য চোদকস্য চ।
তেভির্মে সর্ব্বৈঃ সংস্রাবৈর্দ্ধনং সং স্রাবয়ামসি ॥ ৪ ॥

পদ-পাঠ।

যে। সর্পিষঃ। সংঽস্রবন্তি। ক্ষীরস্য। চ। উদকস্য। চ।
তেভিঃ। মে। সর্ব্বৈঃ। সংঽস্রাবৈঃ। ধনং। সং। স্রাবয়ামসি ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সর্পিষঃ' (সর্পণশীলস্য জ্ঞানকিরণস্য) 'ক্ষীরস্য' (ক্ষরণশীলস্য সত্ত্বভাবাদেঃ) 'উদকস্য' (স্রবণশীলস্য সৎকর্ম্মণঃ ভক্ত্যাদেঃ শেষঃ) 'যে' (যো প্রাসঙ্গাঃ প্রভাবা ইতি যাবৎ) 'সংস্রবন্তি' (সম্যক্‌ প্রবর্ত্তন্তে, ভগবতাভিমুখমিত্যর্থঃ), 'তেভিঃ' (তৈঃ) 'সর্ব্বৈঃ' (নিখিলৈঃ) 'সংস্রাবৈঃ' (জ্ঞানকর্ম্মসত্ত্বাদিনাং প্রভাবৈঃ) 'মে' (মম) 'ধনং' (চতুর্ব্বর্গফলরূপমভীষ্টধনং) 'সংস্রবয়ামসি' (সংস্রবয়ামঃ, প্রাপ্নুয়ামঃ ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানস্য তথা সত্ত্বাদিনাং সৎকর্ম্মণাঞ্চ প্রভাবাঃ সর্ব্ববিদিতাঃ। অতঃ তেষাং আনুকূল্যেন অহং চতুর্ব্বর্গফলরূপমভীষ্টধনং প্রাপ্নোমীত্যর্থঃ। (১কা ৩অ—৪সূ—৪ম)।

বঙ্গানুবাদ।

সর্পণশীল জ্ঞানকিরণ, ক্ষরণশীল সত্ত্বভাবাদি এবং দ্রবণশীল সৎকর্ম্মনিবহ (ভক্তিভাবাদি) স্বতঃই ভগবদভিমুখী হয়। জ্ঞানকিরণ, সত্ত্বভাব এবং সৎকর্ম্মনিবহ বা ভক্তি প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের চতুর্ব্বর্গফললাভরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। (ভাবার্থ—জ্ঞানের সত্ত্বভাবাদির এবং সৎকর্ম্মের প্রভাব সর্ব্ববিদিত। অতএব তাহাদের আনুকূল্যে আমি যেন চতুর্ব্বর্গফলরূপ অভীষ্টধন প্রাপ্ত হই।)। (১কা—৩অ—৪সূ—৪ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

সর্পিষঃ সর্পণশীলস্য আজ্যস্য। "যদ্ অসর্পৎ তৎ সর্পিরভবৎ" (তৈ০ সং ২।৩।১০।১) ইতি হি তৈত্তিরীয়কং। যে অবয়বাঃ সংস্রবান্তু নদীরূপেণ প্রবহন্তি। যদ্বা পূর্ব্বমন্ত্রাৎ উৎসাস ইতি বিশেষ্যং অনুষজ্য যোজনীয়ং। সর্পিষোঽপি দ্রবণস্বভাবং দ্রব্যং উদাহরতি। ক্ষীরস্য ক্ষরণশীলস্য পয়সঃ ততোঽপি দ্রবণশীলস্য উদকস্য। উদননাৎ পূরিতো গমনাদ্ উদকং। তথা চ নিগমঃ। "উদানিষুর্ম্মহীরিতি তস্মাদ্ উদকমুচ্যতে (তৈ০ সং ৫।৬।১।৩) ইতি। পরস্পরসমুচ্চয়ার্থৌ চকারৌ॥ তয়োর্যে উৎসাঃ সংস্রবন্তি তেভিরিত্যাদি পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতং॥ ৪॥ (১কা ৩অ - ৪সূ ৪ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পূর্ব্ব-মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রটীও জটিলতাপূর্ণ। ভাষ্যে যে অর্থ প্রকাশিত, তাহা হইতে বুঝা যায়,—'সর্পি, ক্ষীর এবং উদক প্রভৃতি যে সকল আজ্য যজ্ঞকালে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারই অবয়ব (সারাংশ) নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া থাকে। নদীসমূহ যেমন অবিচ্ছেদে সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়, সেইরূপ আমরাও অবিচ্ছিন্নভাবে শস্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ হইতে থাকি।'

সাধারণভাবে মন্ত্রে এই অর্থই অধ্যাহৃত হয়। এক্ষণে, আমরা যে শব্দে যে অর্থ আমনন করিলাম, তাহার যৌক্তিকতা-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সর্পিষঃ' পদে আমরা 'সর্পণশীলস্য জ্ঞানকিরণস্য' অর্থ আমনন করিয়াছি। ধাত্বর্থের অনুসরণে ঐ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। গত্যর্থক 'সৃপ' ধাতু হইতে 'সর্পিষঃ' পদ নিষ্পন্ন। কিরণ বা রশ্মির দ্রুত-গতিত্ব সর্ব্ববিদিত। তাহা হইতে আমরা জ্ঞানকিরণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান-কিরণ অনায়াসে অবিচ্ছেদে ভগবানের নিকট পৌঁছাইতে পারে। তেমন দ্রুতগামী সংসারে আর কি আছে? হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলে ভগবানকে ধারণা করিবার সামর্থ্য আসে। যতদিন হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হয়, ততদিন তাহা অজ্ঞানতিমিরে সমাচ্ছন্ন থাকে, চিত্ত ভগবদনুসারী হইতে সমর্থ হয় না।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ক্ষীরস্য' পদে আমরা 'ক্ষরণশীলস্য সত্ত্বভাবাদেঃ' অর্থ আমনন করিলাম। জ্ঞানের সঙ্গে সত্ত্বভাবের নিত্য-সম্বন্ধ। জ্ঞান হইতেই সত্ত্বভাবের সদ্ভাবসমূহের উৎপত্তি। ক্ষীর যেমন দুগ্ধের সারভূত; সদ্ভাবাদিও সেইরূপ জ্ঞানের সারভূত। জ্ঞানের উদয় না হইলে সদসৎ বিচার-শক্তির উন্মেষ হয় না,—তাহাতে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হওয়াও সম্ভবপর নহে। সত্ত্বভাবে সৎ আকৃষ্ট হন,—ভগবদ্-প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসে। ধাত্বর্থের অনুসরণেও এতদর্থের সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। 'ক্ষী' ধাতু হইতে ক্ষীর শব্দের উৎপত্তি বলিয়া মনে করি। ক্ষী-ধাতু ক্ষয়ার্থমূলক; দুগ্ধের ক্ষয়ে যেমন ক্ষীরের উৎপত্তি, কামনা-বাসনাদি অসৎবৃত্তির ক্ষয়ে সেইরূপ সত্ত্বভাবের উৎপত্তি। জ্ঞান-সাহায্যে

বিবেক উদয়ে, সেই কামনা-বাসনাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়,—হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হইয়া থাকে। সত্ত্বেই সত্তের অধিষ্ঠান। সত্ত্বেই তিনি চিরবিদ্যমান।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'উদকস্য' পদের আমরা 'দ্রবণশীলস্য সৎকর্ম্মনিবহস্য ভক্তিরসস্য' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। উন্দ বা উৎ (উ) ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। উন্দ্ ধাতুর আর্দ্র হওয়া, আর উ ধাতুর অর্থ ঊর্দ্ধে লওয়া। সত্ত্বভাবের সঞ্চারে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে। সৎকর্ম্ম—ভগবৎকর্ম্ম করিতে করিতে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন,—ভগবান্ ভক্তির দাস। ভক্তিতেই ভগবানের অবস্থিতি। তিনি ভক্তেরই ভগবান্; ভক্তির ডোরে ভক্তের দ্বারে তিনি চির আবদ্ধ রহিয়াছেন।

সৎকর্ম্মনিবহের ন্যায় ঊর্দ্ধনয়নসমর্থ এবং ভক্তির ন্যায় অভিষিঞ্চনসমর্থ সংসারে আর কি আছে? তাই রূপকে 'উদকস্য' পদে আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই অধ্যাহার করিয়াছি। এইরূপ বিশ্লেষণে বুঝা যায়,—এ মন্ত্রে এক হিসাবে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতেও তিনেরই প্রভাবের বিষয় খ্যাপিত হইয়া থাকে। এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

প্রার্থনাপক্ষে, এ মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি হয়, নিম্নে তাহা প্রকটিত করিতেছি। জ্ঞান-কিরণ, সত্ত্বভাবাদি এবং ভক্তিসংযুক্ত সৎকর্ম্মনিবহ, মুক্তিপ্রার্থীজনগণকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। এ পক্ষে ঐ তিনের প্রভাব অপরিসীম। মুক্তিপ্রার্থীজন তাই আকুল কণ্ঠে কহিতেছেন,—'হে দেব! আমরা চতুর্ব্বর্গধনলাভের প্রয়াসী; আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানকিরণ বিচ্ছুরিত কর, হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া দেও, ভগবানের কার্য্য—সৎকার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্তি আসুক। জ্ঞানের উদয়ে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হউক, সৎকার্য্য-সম্পাদনে তৎপরতা লাভ করি। তাহা হইলেই আমাদের পরমার্থসিদ্ধি হইবে;—তাহা হইলেই আমরা আমাদের আরাধ্য-দেবতা-সকাশে গমন করিতে সমর্থ হইব।' আমরা মনে করি, মন্ত্রে এই ভাবই অভিব্যক্ত। (১কা ৩অ—৪সূ—৪ম)॥

পঞ্চমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

"যেমাবাস্যাং রাত্রিং" ইতি সূক্তেন যেক্ষমরণার্থং অভিমন্ত্রিতসীসচূর্ণমিশ্রান্নপ্রদানং তদ্গাত্রস্থাভরণসংস্পর্শনং স্বয়ংছিন্নবেণুযষ্ট্যা তাড়নং চ কুর্য্যাৎ। সূত্রং চ। "যেমাবাস্যাং রাত্রিং ইতি সন্নহ্ সীসচূর্ণানি" ইত্যাদ (কৌ০ ৬১)। অত্র সীসশব্দেন "সীসনদীসীসে অয়োরজাংসি কৃকলাসশিরঃ সীসানি' ইতি (কৌ০ ১৮) পরিভাষাসূত্রোক্তানি প্রত্যেতব্যানি॥ অত্র নদীসীসং ইতি নদীফেনং উচ্যতে॥

* * *

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

যে মাবাস্যাং৩ রাত্রিমুদস্থুর্ব্রাজমত্রিণঃ।

অগ্নিস্তুরীয়ো যাতুহা সো অস্মভ্যমধি ব্রবৎ॥ ১॥

পদ-পাঠঃ।

যে। অমাঽবাস্যাং। রাত্রিং। উৎঽঅস্থুঃ। ব্রাজং। অত্রিণঃ।

অগ্নিঃ। তুরীয়ঃ। যাতুঽহা। সঃ। অস্মভ্যং। অধি। ব্রবৎ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (যঃ প্রসিদ্ধাঃ) 'অত্রিণঃ' (সর্ব্বনাশকাঃ শত্রবঃ) 'অমাবাস্যাং রাত্রিং' (অমানিশাবৎ অন্ধতমসাচ্ছন্নহৃদয়ং) তথা 'ব্রাজং রাত্রিং' (দীপ্তবৎপ্রতীয়মানং ন তু সম্যক্ প্রদীপ্তান্তরং) 'উদস্থু' (উত্তিষ্ঠন্তি, হিংসিতুং সঞ্চরন্তি) 'তুরীয়ঃ' (অগ্রগামী পরমৈশ্বর্য্যশালী) হে 'অগ্নে' (জ্ঞানদেব) তান শত্রূন নাশয়েত্যর্থঃ। অপিচ, 'যাতুহা' (শত্রুহন্তাঃ) 'সঃ' (অগ্নিদেবঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং অস্মাকং পরিত্রাণায়) 'অধিব্রবৎ' (অধিব্রবীতু, শত্রূন বিদূরয়তু ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানকিরণস্য প্রভাবঃ সর্ব্ববিদিত। অস্মাৎ হে জ্ঞানদেব। অস্মাকং অজ্ঞানান্তিমরং বিনাশয়, মোহমপসারয়, মোক্ষঞ্চ বিধায়তু। (১কা-৩অ-৫সূ ১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

লোকপ্রসিদ্ধ সর্ব্বসংহারক যে শত্রুগণ অমানিশাবৎ অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে, অপিচ স্বল্প-প্রদীপ্ত-হৃদয় ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, দেবগণের অগ্রগামী পরমৈশ্বর্য্যশালী অগ্নিদেব (জ্ঞানদেবতা), সেই শত্রু-সমূহকে বিনাশ করেন। শত্রুহন্তা সেই অগ্নিদেব, আমাদের পরিত্রাণের জন্য, (আমাদের অন্তর হইতে) শত্রুদিগকে বিদূরিত করুন। (ভাব এই

যে,—জ্ঞানের প্রভাব সর্ব্ববিদিত। জ্ঞানপ্রভাবে আমাদের অন্তশত্রু বিনষ্ট হউক, আমাদের মায়ামোহ দূরে যাউক; আমরা পরমার্থসম্মিকর্ষলাভের অধিকারী হই)॥ (১কা—৩অ—৫সূ—১ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)॥

যে প্রসিদ্ধা অত্রিণঃ অদনশীলা রক্ষঃপিশাচাদয়ঃ। অদ ভক্ষণে ইত্যস্মাদ্ অদেস্ত্রিনিশ্চ (উ০ ৪।৬৮) ইতি ঔণাদিকস্ত্রিনিপ্রত্যয়ঃ। অমাবাস্যাং। অমা সহ বসতঃ অস্যাং তিথৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ইতি অমাবাস্যা। বস নিবাসে। অস্মাৎ ণ্যতি "অমাবস্যদ্ অন্যতরস্যাং' ইতি বৃদ্ধ্যভাবনিপাতনস্য পাক্ষিকত্বাদ্ অত্র বৃদ্ধিঃ। "তস্যেদং" অর্থে বিহিতস্য অণঃ ছান্দসো লুক্। "তিৎস্বরিতং' ইতি অন্তস্বরিতত্বং। অমাবাস্যাসম্বন্ধিনীং ইত্যর্থঃ। যদ্বা। "সুপাং সুপো ভবন্তি" ইতি ষষ্ঠ্যা অমাদেশঃ। অমাবাস্যায়া ইত্যর্থঃ। রাত্রিং রজনীং ভ্রাজং ভ্রাজমানাং তারকাভির্দীপ্যমানাং। ভ্রাজ্ দীপ্তৌ। "ভ্রাজভাসঃ" ইত্যাদিনা ক্বিপ্। রাত্রিং ইতি। "কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে" ইতি দ্বিতীয়া। সর্ব্বস্যাং রাত্রৌ উদস্থুঃ উত্তিষ্ঠন্তি। মনুষ্যান হিংসিতুং রাত্রৌ সঞ্চরন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা। ভ্রাজং ভ্রাজমানং রোগাদ্যভাবেন পুষ্টাঙ্গং হিংসিতুং উদস্থুঃ। অত এব অমাবাস্যাসম্বন্ধিন্যাং রাত্রৌ রক্ষসাং সঞ্চরণং নিমিত্তীকৃত্য রাক্ষোঘ্নেষ্টির্ব্বিহিতা। "অগ্নয়ে রক্ষোঘ্নে পুরোডাশং অষ্টাকপালং অমাবাস্যায়াং নিশায়াং নির্ব্বপেৎ" ইতি। তথৈব তেষাং সঞ্চরণমেব নিমিত্তীকৃত্য তস্যাং রাত্রৌ আত্মরক্ষা কর্ত্তব্যেতি তেনৈব আপস্তম্বেনোক্তং। "দিবাদিতাঃ সত্ত্বানি গোপায়ন্তি নক্তং চন্দ্রমাস্তস্মাদ্ অমাবাস্যায়াং নিশায়াং স্বাধীন আত্মনো গুপ্তিং ইচ্ছেৎ" ইতি (আপ০ ধ০ ১।৩১)। অস্থুরিতি। ষ্ঠা গতিনিবৃত্তৌ। "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" ইতি বর্ত্তমানে লুঙ। অত্র চ ঊর্দ্ধগমনস্য বিবক্ষিতত্বাৎ "উদোহনূর্দ্ধকর্ম্মণি" ইতি ঊর্দ্ধকর্ম্মণঃ পর্য্যুদস্তত্বাৎ আত্মনেপদাভাবঃ। "গাতিস্থা" ইতি সিচো লুক্। "আতঃ" হের্জ্জুস্। "উস্যপদান্তাৎ" পররূপত্বং॥ যত এবং রক্ষাংসি অস্যাং উত্তিষ্ঠন্তি অতঃ কারণাৎ তুরীয়ঃ চতুর্থঃ অগ্নিঃ। পূর্ব্বং দেবানাং হব্যবাহকাস্ত্রয়ঃ অগ্নয়ো স্মৃতাঃ। তদপেক্ষয়া অস্য বর্ত্তমানস্য অগ্নেস্তুরীয়ত্বং। শ্রূয়তে হি তৈত্তিরীয়কে। "অগ্নেস্ত্রয়ো জ্যায়াংসো ভ্রাতর আসন তে দেবেভ্যো হব্যং বহন্তঃ প্রামীয়ন্ত" (তৈত০ স০ ২।৬।৬।১) ইতি। যদ্বা বৈতানাগ্নয়স্ত্রয়ঃ। তদপেক্ষয়া গার্হ্যোগ্নিশ্চতুর্থঃ। অথ বা বৈতানিকঃ গার্হ্যঃ সাংগ্রামিকশ্চেতি ত্রয়ঃ অগ্নয়ঃ। তদপেক্ষয়া আঙ্গিরসোগ্নিশ্চতুর্থঃ। পূরণেহর্থে "চতুরশ্ছয়তাবাদ্যক্ষরলোপশ্চ" ইতি ছপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন চকারস্য লোপঃ। সোঽগ্নিঃ যাতুঘা যাতূনাং রক্ষসাং হন্তা। "অগ্নিঃ খলু বৈ রক্ষোহা" (তৈত০ স০ ৬।২।৪।৬) ইতি তৈত্তিরীয়কং॥ হন হিংসাগত্যোঃ অস্মাদ্ যাতুশব্দোপপদাৎ "বহুলং ছন্দসি" ইতি ক্বিপ্। স তথাবিধোঽগ্নিঃ অস্মভ্যং অস্মদর্থং অধি ব্রবৎ অধিব্রবীতু। অস্মান্ স্বকীয়ত্বেন স্বীকৃত্য তেভ্যো রক্ষঃপিশাচেভ্যঃ প্রাপ্তাং ভীতিং নিবর্ত্তয়তু ইত্যর্থঃ। ব্রূঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি। অস্মাৎ লেটি অডাগমঃ॥ (১কা—৩অ—৫সূ ১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রে প্রধানতঃ দুইটী ভাব উপলব্ধি করি। প্রথমতঃ—জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতারূপ শত্রুসকল বিধ্বস্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ—শত্রুদমনের—অজ্ঞানতা-নাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানদেব প্রকাশিত হন। ফলতঃ, জ্ঞানোদয়ই অজ্ঞানতা-নাশের মূলীভূত।

ভাষ্যের অর্থে মন্ত্রের ভাবগ্রহণ পক্ষে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হয়। এই পঞ্চম সূক্তের অনুক্রমণিকায় প্রকাশ, চেমমারণ বা হিংসানিবারণ জন্য সূক্তের মন্ত্রসমূহ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সূক্তান্তর্গত মন্ত্রসমূহ দ্বারা সীসচূর্ণমিশ্রিত অন্নসমূহ নিক্ষেপ করিবে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গাত্রস্পর্শ করিবে এবং স্বয়ংছিন্ন বেত্রযষ্টি দ্বারা তাহাকে তাড়ন করিতে হইবে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এতস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ভাষ্যের অর্থের সহিত আমাদের মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা ও তাহার বঙ্গানুবাদ মিলাইয়া দেখিলে, আমাদের অর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। অমাবস্যার রাত্রিতে যে সকল রক্ষঃপিশাচাদি নীরোগ হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিগণের হিংসার জন্য বিচরণ করে তাহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য আত্মরক্ষা-মূলক রাক্ষোঘ্ন ইষ্টির অনুষ্ঠান করিবে। অগ্নিদেব সেই সকল রক্ষঃপিশাচাদি নিহত করেন। সুতরাং সেই অগ্নিদেব রক্ষঃপিশাচাদিজনিত আমাদিগের ভয় নিবারণ করুন।' ইত্যাদি।

আমরা যে অর্থে মন্ত্রে যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিশ্লেষণে সে ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। মন্ত্রের অন্তর্বর্ত্তী কয়েকটী সমস্যামূলক পদ 'অমাবাস্যাং' 'রাত্রিং' ও 'ব্রাজং'। 'অমাবাস্যাং' শব্দের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'অমাবাস্যাতিথৌ, অমাবাস্যাসম্বন্ধিনীং রাত্রৌ; 'রাত্রিং' পদের তিনি অর্থ করিয়াছেন, 'রজনীং' এবং 'ব্রাজং' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'ভ্রাজমানাং' তারকাদিভির্দীপ্যমানাং'; শেষ বলিয়াছেন—'সর্বস্যাং রাত্রৌ' অর্থাৎ সকল রজনীতেই। 'ব্রাজং' (ভ্রাজং) পদের তিনি আর এক অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন,—'রোগাভাবেন পুষ্টাঙ্গং পুরুষং'। ইত্যাদি। ইহাতে মন্ত্রের ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে, অমাবস্যাদি সকল রজনীতে পুষ্টাঙ্গজনের হিংসার জন্য সঞ্চরণশীল।' 'রাত্রিকালে যে সকল রক্ষঃপিশাচাদি পুষ্টাঙ্গজনের সংহারের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, অগ্নিদেব তাহাদিগকে বিনাশ করেন'—এ অর্থে মন্ত্রের কি সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে? রাত্রিকালে বিচরণশীল অসুর-সংহারই কি কেবল অগ্নি-দেবতার কার্য্য? একরূপ অর্থে মন্ত্রে কোনও সদ্ভাবের কল্পনা নিতান্ত দুরূহ। 'অমাবাস্যাং রাত্রিং' শব্দদ্বয়ে আমরা 'অমানিশাবৎ অন্ধতমসাচ্ছন্নহৃদয়ং' অর্থ আমনন করিয়াছি। তাহাতে ভাব হয় এই যে,—'ঘোরান্ধকার রজনীর ন্যায় যাহাদের হৃদয় অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন।' অজ্ঞানতাই সকল অনর্থের মূল। অজ্ঞানতাই রিপুশত্রুর জনয়িতা। হৃদয় যখন অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন থাকে; সদসৎ বিচার-শক্তি যখন আদৌ বিকাশ প্রাপ্ত হয় না ...

তখনই কামক্রোধাদি রিপু হৃদয় অধিকার করে। তখনই সংসারের বিবিধ বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া ফেলে। অন্ধকার রজনীতে যেমন হিংস্রস্বভাব প্রাণিগণ অনায়াসে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, কামাদি অন্তঃশত্রুসমূহও সেইরূপ অজ্ঞান-হৃদয়ে অবাধে অবস্থিতি করে।

ব্রাজং রাত্রিং' পদদ্বয়ের সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, 'ভ্রাজমানাং তারকাদিভির্দীপ্যমানাং রজনীং'; আমরা অর্থ করিলাম, -'দীপ্তবৎপ্রতীয়মানং ন তু সম্যক্ প্রদীপ্তান্তরং' এস্থলেও অজ্ঞানের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানের জ্যোতিঃ এখানে সম্যক্ বিচ্ছুরিত হয় নাই। এখানে জ্ঞান-অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। উষার ক্ষীণ রশ্মির ন্যায়, এক একবার জ্ঞানকিরণ হৃদয়ে বিচ্ছুরিত হইতেছে; আর অমনি ঘনান্ধকার আসিয়া সে রশ্মি আবৃত করিয়া ফেলিতেছে। মেঘের কোলে বিজলীর ন্যায় এক একবার জ্ঞানরশ্মি বিকাশ পাইতেছে; আবার অমনি অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে। নক্ষত্র-তারকাদি সম্যক্ জ্যোতিশীল নহে; কিন্তু তথাপি তাহারা যেমন অন্ধকার রজনীতে অন্তরীক্ষে সঞ্চারিত হইয়া অন্ধকার-নাশের কথঞ্চিৎ প্রয়াস পায়, জ্ঞানাঙ্কুর-উদ্গমের প্রথম অবস্থায়ও সেই ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নক্ষত্র-তারকাদির ক্ষীণ-রশ্মি যেমন রজনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিতে পারে না; স্ফুরণোন্মুখ জ্ঞানজ্যোতিও সেইরূপ প্রথম অবস্থায় অজ্ঞানতিমির নাশ করিয়া হৃদয় আলোকিত করিতে সমর্থ হয় না। তখনও অন্তঃশত্রু-সমূহ সে হৃদয় আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস পায়। 'ব্রাজং রাত্রিং' পদদ্বয়ে আমরা মনে করি, সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং 'অমাবাস্যাং, রাত্রিং, ব্রাজং' পদত্রয়ে সকল প্রকার অজ্ঞান হৃদয়ের ভাবই প্রকাশ করিতেছে। যাহারা অজ্ঞানতিমিরে সম্যক্‌প্রকারে নিমজ্জিত, তাহারা এবং যাহাদের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষের চেষ্টা মাত্র চলিতেছে, তাহারা—এইরূপে সর্ব্ববিধ অজ্ঞজনের বিষয়ই ঐ তিন শব্দে বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'অগ্নিদেব নিশাচর রক্ষঃপিশাচাদিকে নিহত করেন'—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হৃদয়, শত্রুগণের লীলা-নিকেতন। জ্ঞানদেবতার অধিষ্ঠানে সে শত্রু বিতাড়িত নিঃশেষিত হয়। জ্ঞানই সকল অপকর্ম্ম-নিবারণের মূলীভূত; জ্ঞানই সকল পাপদূরীকরণের প্রধান সহায়। জ্ঞানোন্মেষ না হইলে কে শত্রু কে মিত্র বুঝিতে না পারিলে, কিরূপে শত্রু বিমর্দ্দিত হইবে? জ্ঞান-লাভেই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব জাগরিত হয়, শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যবিভূতি-সমূহ অধিগত হইয়া আসে। এই জন্যই জ্ঞানাগ্নি 'যাতুহা' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

মন্ত্রে অগ্নিদেবের একটী বিশেষণ আছে—'তুরীয়।' ঐ পদের নানা অর্থ কল্পিত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'চতুর্থঃ অগ্নিঃ।' এতৎপ্রসঙ্গে একটী পৌরাণিক উপাখ্যানের অবতারণা হইয়া থাকে। সে মতে অগ্নি চতুর্ব্বিধ—বৈতানিক, গার্হ্য, সংগ্রামিক ও আঙ্গিরস। ভাষ্যকারের মতে এস্থলে শেষোক্ত অগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আছে। ঐ হিসাবেও 'তুরীয়' পদে এক উচ্চ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে, বুঝিতে পারি। চতুর্থ অগ্নি অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান। জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারিলে, তখন আর শত্রুভয় থাকে না। 'তুরীয়' পদে এ ভাবও ব্যক্ত হইতে পারে। তবে সাধারণভাবে—তুরীয়ঃ অর্থাৎ চতুর্থ অগ্নি বা আঙ্গিরস অগ্নি বলিলে কোনও বিশেষ ভাব উপলব্ধ হয় না।

তাই আমরা 'তুরীয়ঃ' পদে 'অঙ্গনাদিগুণযুক্ত, পবিত্রাতা, পরমৈশ্বর্য্যশালী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নিতে হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হয়, অন্তর বিশুদ্ধতা লাভ করে। জ্ঞানের ন্যায় পরমৈশ্বর্য্যশালীও আর কিছুই নাই। জ্ঞান-প্রভাবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল ঐশ্বর্য্য অধিগত হয়। ইহলোকের ঐশ্বর্য্য যে শুদ্ধসত্ত্বভাব—সৎকর্ম্ম সাধন, আর পারলৌকিক ঐশ্বর্য্য যে ভগবৎ-সম্মিলন, জ্ঞান লাভেই তাহা অধিগত হয়।

মন্ত্রে আছে, 'অগ্নিদেব অজ্ঞান হৃদয়ের সকল শত্রু সংহার করেন; ভাব এই যে,—আমরা অজ্ঞান-তিমিরে ডুবিয়া আছি; কামক্রোধাদি রিপু শত্রুর ভীষণ আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছি, মায়ামোহ প্রভৃতি আসিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। পুত্র-কলত্রের বন্ধন, ঐশ্বর্য্যসম্পদের বন্ধন বিবিধ বন্ধন আমাদিগকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। তাই প্রার্থনা করিতেছি, হে জ্ঞানদেবতা আপনি 'যাতুহা' বলিয়া সর্ব্ববিদিত। আপনি আসিয়া আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; হৃদয় জ্ঞান-কিরণে প্রোদ্ভাসিত হউক। অজ্ঞানান্ধকার দূরে যাউক; মায়ামোহরূপ সংসার-বন্ধন টুটিয়া যাউক; সৎকর্ম্ম-প্রভাবে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক; সত্ত্বের প্রভাবে সৎ আসিয়া হৃদয়-মন্দিরে আসন গ্রহণ করুন; আমরা সংসার-সমুদ্র তরিয়া যাই; আত্মার আত্ম-সম্মিলনে সমর্থ হই।' (১কা—৩অ—৫সূ—১ম)

—*—

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

সীসায়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি।
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রাযচ্ছৎ তদঙ্গ যাতচাতনং ॥ ২ ॥

পদ-পাঠঃ।

সীসায়। অধি। আহ। বরুণঃ। সীসায়। অগ্নিঃ। উপ। অবতি।
সীসং। মে। ইন্দ্রঃ। প্র। অযচ্ছৎ। তৎ। অঙ্গ। যাতুহচাতনং। ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরুণঃ' (স্নেহকারুণ্যরূপো দেবঃ) 'সীসায়' (অস্মাকং স্নেহকারুণ্যাদিসত্ত্বদানায়) 'অধ্যাহ' (অধিব্রবীতি, অস্মাকং মঙ্গলং পোষয়তি ইত্যর্থঃ) ; 'অগ্নিঃ' (অঙ্গনাদিগুণযুক্তঃ জ্ঞানরূপো দেবঃ) 'সীসায়' (অভীষ্টসাধনায়, জ্ঞানকিরণসঞ্চরণায়) 'উপ' (সমীপে, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) 'অবতি' (রক্ষতি, জ্ঞানকিরণমিতি শেষঃ) ; 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যযুক্তো দেবানাং পতিঃ স আদিদেবঃ) 'মে' (মহ্যং) 'সীসং' (শত্রুনাশসামর্থ্যং) 'প্রাযচ্ছৎ' (প্রাদাৎ, প্রকর্ষেণ দদাতি) ; হে মনঃ ! 'তদঙ্গং' (তদ্দেবানাং অংশভূতং তত্তদৈশ্বর্য্যং) 'যাতুচাতনং' (শত্রুবিনাশকং) । অতঃ হে মন! তে বিভূতয়ঃ হৃদি নিধেহি ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ॥ (১কা—৩অ—৫সূ—২ম) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহকারুণ্যরূপী বরুণদেব, (আমাদের মঙ্গলার্থ) স্নেহকারুণ্যাদি সত্ত্ব-ভাব পোষণ করেন ; দীপ্তদানাদিগুণযুক্ত জ্ঞানরূপী অগ্নিদেব (আমাদের মঙ্গলের জন্য) আমাদের (হৃদয়ে জ্ঞানকিরণরূপ) অভীষ্টফল বর্ষণ করেন ; পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেব শত্রুনাশসামর্থ্য প্রদান করেন। হে মন ! তাঁহাদের অংশভূত সেই সকল বিভূতি শত্রুনাশ-সমর্থ। (অতএব হে মন ! শত্রুনাশের জন্য তাঁহাদের সেই বিভূতিসমূহ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত কর) ॥ (১কা—৩অ—৫সূ—২ম) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং) ।

অনয়া প্রয়োগসাধনং দ্রব্যং স্তূয়তে। সীসায় প্রাক্ সূত্রপরিভাষয়া প্রদর্শিতায় নদী-ফেনাদিরূপায় ॥ তাদর্থ্যে চতুর্থী ॥ তদর্থং বরুণঃ জলাধিপতির্দ্দেব অধ্যাহ অধিব্রবীতি। মদীয়ং এতদ্ ইত্যভিমন্যতে। অস্য সীসস্য রক্ষঃপিশাচাদ্যনভিমতনিবৃত্তিসাধনত্বেন ইতর-পদার্থেভ্যো বিশিষ্টত্বাং অত্রৈব অসাধারণেন পক্ষপাতং করোতীত্যর্থঃ ॥ আহেতি। ব্রূঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি "ব্রুবঃ পঞ্চানাং আদিত আহো ব্রুবঃ" ইতি তিপো ণলাদেশঃ তৎসন্নিয়োগেন প্রকৃতেঃ আহাদেশশ্চ ॥ তথা সীসায় উক্তদ্রব্যার্থং অগ্নিঃ অঙ্গনাদিগুণযুক্তো দেবঃ উপ অবতি উপরক্ষতি। নিরন্তরং এতৎ সীসং সমীপে স্থাপয়িত্বা রক্ষোনিবর্হণ-সামর্থ্যাধানেন পালয়তীত্যর্থঃ ॥ যদ্বা। সীসায়েতি "ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্য" ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাং চতুর্থী সীসং উক্তপ্রকারেণ রক্ষতীত্যর্থঃ। উদীরিতসামর্থ্যোপেতং সীসং মে মহ্যং দ্বেষাদানরসনকামায় ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্যযুক্তো দেবানাং পতিঃ প্রাযচ্ছৎ প্রাদাৎ। অনেন ত্বদাভিমতং সাধয়েতি প্রদত্তবান্ ইত্যর্থঃ। দাণ্ দানে। লঙি "পাঘ্রা" ইত্যাদিনা

যচ্ছাদেশঃ। সৎসু অন্যেষু উৎকৃষ্টেষু দ্রব্যেষু কিং অনেন নিকৃষ্টেন দ্রব্যেণেত্যাহ তদঙ্গেতি। অঙ্গ ইতি আভিমুখ্যকরণে। হে সাধক দেবদত্ত ত্বং খলু উক্তসামর্থ্যোপেতং সীসং যাতুচাতনং যাতুনাং রক্ষঃপিশাচাদীনাং নাশকং। চাতয়তির্নাশনে ইতি হি যাস্কঃ (নি০ ৬।৩০)।২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রে সরল প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির, স্নেহ-কারুণ্যরূপী বরুণদেবের এবং জ্ঞানরূপী অগ্নিদেবের, স্তুতি করিতে করিতে, শেষে সেই বিভূতি-সমূহের আধারভূত পরমৈশ্বর্য্যশালী আদিদেবতার প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে। ভেদ-ভাব দূরীভূত হইয়া অভেদভাবের সঞ্চার হইয়াছে। এই ভাবে অনুপ্রাণীত হইয়া ভক্ত-সাধক দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'আপনার অনুগ্রহে আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানোদয় হউক, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চারে স্নেহকারুণ্যাদি সদ্বৃত্তির উন্মেষ হউক; আমাদের রিপুশত্রু বিনষ্ট হউক, আমরা পরমার্থপ্রাপ্ত হই। জ্ঞানদেবতা জ্ঞান দান করুন; স্নেহ কারুণ্যরূপী-দেবতা হৃদয়ে স্নেহ-করুণার সঞ্চার করুন; পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন দেবতা শত্রুনাশ করিয়া হৃদয়ের মালিন্য দূর করুন।'

ভাষ্যকারের মতে, এ মন্ত্রে প্রয়োগসাধন-দ্রব্যের বিষয় উক্ত হইয়াছে। সূত্রপরিভাষার অনুসরণে 'সীসায়' পদের তাই তিনি অর্থ করিয়াছেন, 'নদীফেনরূপায়।' রক্ষঃপিশাচাদির হিংসানিবারণে মন্ত্রে সীস নামক পদার্থের বৈশিষ্ট্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। 'সীস'কে জল ও অগ্নির সম্মুখে স্থাপন করিয়া এই মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি নিবদ্ধ আছে। এই প্রকারে মন্ত্রপূত করিয়া সীস-ধারণের বিধি দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রের শেষাংশে সাধককে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—হে সাধক! দেবগণের প্রদত্ত, দোষাদি-নিরসনসমর্থ এই সীস রক্ষঃপিশাচাদিনাশ-সমর্থ।' কিন্তু আমরা এ মন্ত্রটীকে মনঃসম্বোধন-মূলক বলিয়া মনে করি। (১কা—৩অ—৫সূ—২ম)।

— • —

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

ইদং বিষ্কন্ধং সহত ইদং বাধতে অত্রিণঃ।

অনেন বিশ্বা সসহে যা জাতানি পিশাচ্যাঃ॥ ৩॥

পদ-পাঠঃ।

ইদং। বিহস্কন্ধং। সহতে। ইদং। বাধতে। অত্রিণঃ।

অনেন। বিশ্বা। সসহে। যা। জাতানি। পিশাচ্যাঃ॥ ৩॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইদং' (সীসং, কর্ম্মপ্রভাবমাত্ত যাবৎ) 'বিষ্কন্ধং' (শত্রুকৃতবিঘ্নং, জন্মকারণমিত্যর্থঃ) 'সহতে' (সহতে, নিঃসারয়তি, নিবারয়তীতি শেষঃ); 'ইদং' (সীসং কর্ম্মপ্রভাবমিতি যাবৎ। 'অত্রিণঃ' (শত্রুন, অন্তরস্থরিপুশত্রুনিত্যর্থঃ) 'বাধতে' (ছিনত্তি, দূরীকরোতি); ন কেবলং কার্যাং পরং চ কারণং নিবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ। 'অনেন' (তথাবিধেন জ্ঞানকর্ম্মণাঃ) 'পিশাচ্যাঃ' (শত্রুকৃতানি, পিশিতানসঞ্জাতানি, যদ্বা কর্ম্মক্লেদরূপানি) 'যা' (যানি) 'বিশ্বা' (নিখিলানি) 'জাতানি' (পীড়াকরাণি উপদ্রবজাতান দুঃখকারণানি ইতি যাবৎ) সর্ব্বাণি সর্ব্বান্ নিবর্ত্তয়ামি ইত্যর্থঃ। অজ্ঞানং চ সর্ব্ববিঘ্নোৎপাদকং সর্ব্ববিপত্তিমূলং। জ্ঞানসাহায্যেন তানপসরয়ামীত্যর্থঃ। যদা এবং কর্ত্তুং শক্নোমি, তদা মোক্ষ—পথং সুগমো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। (১কা-৩অ-৫সূ-৩ম)।

বঙ্গানুবাদ।

এই (পূর্ব্বোক্ত) সীস (জ্ঞানকর্ম্ম) শত্রুকৃত বিঘ্ন (জন্মকারণ) নিবারণ করে, শত্রুসমূহ (অন্তরস্থ রিপুশত্রু) বিমর্দ্দিত করে (অর্থাৎ; জ্ঞান-সাহায্যে জন্মগতি নিবারিত হয়)। (অতএব) জ্ঞান দ্বারা (আমি) শত্রুকৃত (পিশিতসঞ্জাত কর্ম্মক্লেদরূপ) নিখিল উপদ্রব (দুঃখকারণসমূহ) নিবারন (নিবর্ত্তিত) করিব। (ভাব এই যে—অজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। জ্ঞানপ্রভাবে তাহার মূলোচ্ছেদ হয়। জ্ঞানপ্রভাবে যখন আমরা শত্রু-দমনে সমর্থ হইব, তখনই মোক্ষপথ সুগম হইয়া আসিবে)। (১কা—৩অ—৫সূ—৩ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

অপি চ ইদং সীসং বিষ্কন্ধং গতিপ্রতিবন্ধকং। রক্ষঃপিশাচাদিকৃতং বিঘ্নজাতং ইত্যর্থঃ। সহতে অভিভবতি নিঃসারয়তি। ষহ অভিভবে ইতি ধাতুঃ। বিষ্কন্ধং ইতি। স্কন্দির্গতি-শোষণয়োঃ। ভাবে ঘঞ্। প্রাদিসমাসে "বেঃ স্কন্দেরনিষ্ঠায়াং" ইতি ষত্বং। ব্যত্যয়েন

ধকারঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ তথা ইদং সীসং অত্রিণঃ অদনশীলান্ রক্ষসান্ বাধতে হিনস্তি। ন কেবলং রক্ষঃপিশাচাদিকৃতং বিঘ্নং নিবর্ত্তয়তি অপি তু বিঘ্নোৎপাদকান্ রক্ষঃপ্রভৃতীনপি বিনাশয়তীত্যর্থঃ॥ যত এবং অতঃ অনেন উক্তপ্রভাবোপেতেন সীসেন বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণিঃ। "শেশ্ছন্দসি বহুলং" ইতি শেলোপঃ॥ সসহে অভিভবামি॥ সহ অভিভবে। লটি উত্তমৈকবচনে "বহুলং ছন্দসি" ইতি শপঃ শ্লুঃ। কানি পুনস্তানি ইত্যাহঃ॥ পিশাচ্যাঃ পিশিতাদিন্যা রাক্ষস্যাঃ অস্যাং সকাশাৎ জাতানি উৎপন্নানি যা যানি পীড়াকরাণি উপদ্রবজাতানি সন্তীতি শেষঃ। তানীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। "পিশিতং অশ্নাতীতি পিশিতাশঃ। "পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টং" ইত্যত্র গণে পিশাচশব্দস্য পাঠাৎ পিশিতাশ শব্দস্য পিশাচাদেশঃ। জাতিলক্ষণো ঙীষ্॥ (১কা—৩অ—৫সূ—৩ম)।

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— * ——

এ মন্ত্রটীও রক্ষপিশাচাদির হিংসা-নিবারণ মূলক। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ এই যে—'এই সীস রক্ষপিশাচাদিকৃত বিঘ্নজাত (গতিপ্রতিবন্ধক) নিবারণ করে। অপিতু এই সীস দ্বারা রক্ষপিশাচাদি শত্রু নিহত হয়। অর্থাৎ, কেবল যে রক্ষপিশাচাদির কৃত উপদ্রব নিবারিত হয়, তাহা নহে; পরন্তু বিঘ্নোৎপাদনকারী রক্ষপিশাচাদিও বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। অতএব, সেই রক্ষসমূহকৃত পীড়াকর উপদ্রবাদি এই সীস-সাহায্যে আমি বিদূরিত করিব।' সাধারণতঃ মন্ত্রের এই অর্থই প্রচলিত আছে।

আমাদের মতে মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ। এখন সাধকের হৃদয় জ্ঞানাকরণে প্রোত্ভাসিত হইয়াছে। তাই তিনি কহিতেছেন, জ্ঞানসাহায্যে আমি আমার অন্তঃশত্রুজনিত সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করিব, আমি আমার জন্মগতি রোধ করিব, জ্ঞানসাহায্যে ভগবানের সহিত মিলিত হইব। মনে এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া এই মন্ত্রের অবতারণা।

এ মন্ত্রে কর্ম্মের প্রভাব প্রখ্যাপিত বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে সাধক বলিতেছেন,—আমরা কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিব। আমরা এমন কর্ম্ম করিব, যদ্দ্বারা আমাদের জন্মগতি রোধ হয়। কর্ম্মই সকল বন্ধনের হেতুভূত; আবার কর্ম্মই সকল বন্ধন-ছেদনের মূল। সুতরাং এমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যাহাতে সে সকল বন্ধনই ছিন্ন হইয়া যায় যাহাতে জন্মগতি রোধ হয়।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিষ্কন্ধং' পদ আমরা জন্মকারণাদি অর্থে গ্রহণ করিয়াছি। শত্রুকৃত বিঘ্নই জন্মকারণ। মানুষ আপন আপন কর্ম্মানুসারে জন্ম জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করে। অন্তঃশত্রুগণের প্রভাব, মায়ামোহরূপ বন্ধনই তাহার কারণ। গর্ভের গ্রন্থিবন্ধন যেমন ক্লেশদায়ক; মায়ামোহরূপ বন্ধন-সমূহ পুনর্জ্জন্ম-নিবৃত্তি-বিষয়ে সেইরূপ অশেষ ক্লেশের হেতুভূত। জন্মগ্রহণই ক্লেশের কারণ; জন্ম হইলেই জরা-মৃত্যু আসিয়া কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং সেই উৎপত্তি কারণ নির্ম্মূল করিতে হইবে। কিরূপে জন্মকারণ নির্ম্মূলিত

হয়? সে কারণ নির্ম্মূল করিবার পক্ষে জ্ঞানই প্রধান সহায়। যখনই হৃদয়ে সঞ্জাত হইবে, তখনই কামনা-বাসনাদি ক্ষয় হইবে,—তখনই নিষ্কাম-কর্ম্মের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়িবে। নিষ্কাম-ভাবে অনুষ্ঠিত কি পাপ কি পুণ্য কিছুই জন্মহেতুভূত হয় না; নিষ্কাম-ভাবে অনুষ্ঠিত পাপ-পুণ্য হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই শ্রীভগবান গীতামুখে উপদেশ দিয়াছেন—'নিষ্কাম-কর্ম্মে প্রযত্নপর হও,—ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া নিষ্কাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে কি পাপ কি পুণ্য কোনও কর্ম্মই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। সেই তোমার মুক্ত অবস্থা।' সুতরাং জন্মকারণ নিবারণ করিতে হইলে জ্ঞানকিরণ সঞ্চয় করিতে হইবে। যখনই হৃদয়ে জ্ঞান সঞ্জাত হইবে, তখনই সাধক সেই মুক্ত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন, তখনই তাঁহার জন্মগতি নিরুদ্ধ হইবে। জ্ঞানদেব সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার হৃদয়ের সকল সকাম কর্ম্ম নিবৃত্ত করিবেন। কর্ম্মক্ষয়ই মুক্তির নিদান; বাসনাই কর্ম্মের প্রযোজক; সুতরাং বাসনাবিশিষ্ট কর্ম্মই জীবের জন্মহেতুভূত। কর্ম্মক্ষয়ভিন্ন মুক্তির উপায় নাই। অতএব কর্ম্মক্ষয়কারী, কর্ম্মমূল বাসনা-কামনার বিনাশক সেই জ্ঞানদেবতার সহায়তা লাভই প্রয়োজন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি,—'কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে।' প্রথম-দৃষ্টিতে এতদুক্তি প্রহেলিকাপূর্ণ বলিয়া মনে হইতে পারে। মনে হইতে পারে,—সে এমন কোন্ কর্ম্ম, যদ্দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়? সে কর্ম্ম আর কিছুই নহে; সে কর্ম্ম সৎকর্ম্ম, শোভন-কর্ম্ম। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। কিন্তু তাহার মুখীভূত সেই জ্ঞান। কোন্ কর্ম্ম শোভন-কর্ম্ম, আর কোন্ কর্ম্ম অশোভন-কর্ম্ম, জ্ঞান সাহায্যে তাহার বিচার করিয়া লইতে হয়। যাহা শোভন-কর্ম্ম—সৎকর্ম্ম, তাহাতেই সত্ত্বের অধিষ্ঠান। সুতরাং, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে ক্রমে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্জাত হয়। একে একে সত্ত্বভাব—দেবভাব-সমূহ আসিয়া যখন হৃদয় অধিকার করিতে থাকে তখনই জন্ম-গ্রহণ-মূল কামনা বাসনাদি রিপুবর্গ পলায়ন করিতে আরম্ভ করে,—পুনরাবৃত্তি বিষয়ক বাধা-সমূহ ক্রমশঃ অপসৃত হইতে থাকে। দেবভাব-সমূহই জন্মগতিরোধকারী,—দেবভাব-সমূহই মুক্তির প্রাপক, দেবভাবসমূহই গতাগতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। এখানে তাই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, সৎকর্ম্ম সদ্ভাবসমূহ শত্রুনাশকারী; আমরা সৎকর্ম্ম—নিষ্কাম কর্ম্মের সাহায্যে জন্মকারণভূত সকামকর্ম্ম পরিহার করিয়া, মোক্ষপথের পথিক হইব। দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে রিপুশত্রুর আক্রমণে অন্তর সর্ব্বদা সংক্ষুব্ধ রহিয়াছে। তাহারাই জন্মকারণভূত। সৎকর্ম্মপ্রভাবে, জ্ঞান-সাহায্যে আমরা তাহাদিগকে তাহাদিগকে অন্তর হইতে বিদূরিত করিতেছি।' অর্থাৎ, জ্ঞানোদয়ে কার্য্য ও কারণ উভয়ই নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইব।

এতৎপ্রসঙ্গে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে,—কোন্ কর্ম্ম বন্ধন-জনক, আর কোন কর্ম্ম বন্ধনমোচক? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—নিষ্কাম-কর্ম্মেই বন্ধন-মোচন হয়। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে পারিলেই সকল বন্ধন টুটিয়া যায়। মানব-জীবন কর্ম্মময়। কর্ম্ম ভিন্ন মানুষের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। কর্ম্মের বিবিধ পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে। সু, কু, সৎ, অসৎ

প্রভৃতি কর্ম্মের যে বিবিধ বিভাগ, মানুষকে তাহার একটী না একটীতে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবেই হইবে! যাহা সু বা সৎকর্ম্ম তাহাই শ্রেয়ঃসাধক; যাহা কু বা অসৎকর্ম্ম—সকাম-কর্ম্ম তাহাই বন্ধনের হেতুভূত। সুকর্ম্মের সুফল আর কুকর্ম্মের কুফল সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি, সুকর্ম্মের বা সৎকর্ম্মের প্রতি মানুষের হৃদয় সহজে আকৃষ্ট হয় না। অজ্ঞতাই তাহার কারণ। সে অজ্ঞতা কিসে দূর হয়? সৎকর্ম্মের প্রতি কিসে মানুষের প্রবৃত্তি আসিতে পারে? কর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধ হইলেই—সুকর্ম্মের ও কুকর্ম্মের পার্থক্য বুঝিতে পারিলেই—সে অজ্ঞতা দূর হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ।' যে কর্ম্মে ভগবানের তৃপ্তি সাধিত হয়, তাহাই কর্ম্ম—তাহাই সৎকর্ম্ম।' শাস্ত্রমতে,—তাহারই জন্মগতি রোধ হয়, যে সেই সৎকর্ম্মের—ভগবানের কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। যাহার কর্ম্ম ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুত, সেই ভগবানকে লাভ করিয়া থাকে।' শ্রীভগবান তাই অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্।" অর্থাৎ,—হে কৌন্তেয়, যে কোনও কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যে কোনও দ্রব্য ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, সে সকলই আমাতে সমর্পণ করিবে।' ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম, ইহাই বন্ধনমোচনের মূলীভূত, ইহাই জন্ম-গতিরোধের মূল সূত্র। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, সকাম-কর্ম্মই বন্ধনের হেতুভূত, আর নিষ্কাম-কর্ম্মই বন্ধনমোচনের মূল। অজ্ঞানতাই—সকাম-কর্ম্মের জনয়িতা; আর জ্ঞানই নিষ্কাম-কর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা। অজ্ঞানতা মায়া মোহের জনক; মায়া-মোহই সংসার-বন্ধনের কারণ। বন্ধনেই দুঃখ; বন্ধন-মোচনই সুখ। মন্ত্রে তাই সাধক বলিতেছেন,—অন্তরের যে রিপুশত্রুসমূহ জন্মগতির মূলীভূত, যাহাদের কর্ম্ম-প্রভাবে দুঃখকারণ সঞ্জাত হয়, জ্ঞানাগ্নি-সাহায্যে—সৎকর্ম্ম প্রভাবে সে শত্রু বিনষ্ট হয়। আমরা জ্ঞান-বলে শত্রু বিনাশ করিয়া জন্ম-গতি রোধ করিব ফলে, আমরা পরাগতি-লাভে সমর্থ হইব। (১কা—৩অ—৫সূ ৩ম)।

—*—

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষং।

ত্বং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোসো অবীরহা॥ ৪॥

পদ-পাঠঃ।

যদি। নঃ। গাং। হংসি। যদি। অশ্বং। যদি। পুরুষং।

তং। ত্বা। সীসেন। বিধ্যামঃ। যথা। নঃ। অসঃ। অবীরহা॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে রিপুশত্রবঃ! 'যদি' (যদা, কদাচিদপি; ত্রয়ঃ 'যদি'-শব্দাঃ অত্র সঙ্কল্পং তথা নিশ্চয়ার্থং বিজ্ঞাপয়ন্তি) 'নো' (নঃ, অস্মাকং যতচিত্তানামিতিশেষঃ) 'গাং' (শুদ্ধজ্ঞাননিবহং) 'অশ্বং' (ব্যাপ্তরূপং সত্ত্বভাবং) 'পুরুষং' (পুরুষসামর্থ্যোপেতং সৎকর্ম্মনিবহং) 'হংসি' (হিংসিতুমুদ্যতো ভবসি); 'যথা' (যেন) 'নো' (নঃ, অস্মাকং) 'অবীরহা' (হৃদিজাতস্য তেষাং বীর্য্যোপেতানাং শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানকর্ম্মাদিনাং হন্তারং ন ভবসি) তেন 'তং' (হিংস্রস্বভাবং) 'ত্বা' (ত্বাং অন্তঃশত্রুং) 'সীসেন' (হৃদ্যন্নিহিতেন দৃঢ়তরেন দেবভাবনিবহৈঃ) 'বিধ্যামো' (তাড়য়ামঃ দূরীকুর্ম্মইত্যর্থঃ)। অনেন সাধকস্য দৃঢ়সঙ্কল্পমুচ্যতে। রিপুশত্রবঃ সদা প্রচ্ছন্নঃ সন্তঃ হৃন্নিহিতান দেবভাবাদিন বিদূরয়িতুমুদ্যুক্তো ভবন্তি। অতঃ জ্ঞানাদিনা তেষাং তাড়নং যুক্তং। (১কা—৩অ—৫সূ—৪ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে রিপুশত্রুগণ! যদি তোমরা কখনও আমাদের (সংযতচিত্তজনের) শুদ্ধজ্ঞাননিবহকে, ব্যাপ্তরূপ সদ্ভাবসমূহকে এবং পুরুষসামর্থ্যোপেত সৎকর্ম্মনিবহকে হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হও; (তাহা হইলে), যাহাতে তোমরা আমাদের বীর্য্যসম্পন্ন জ্ঞানকর্ম্ম সত্ত্বভাবসমূহকে বিনাশ করিতে না পার, সেইরূপে আমরা আমাদের হৃন্নিহিত সুদৃঢ়দেবভাবসমূহের সাহায্যে তোমাদিগকে বিদ্ধিত করিব (অর্থাৎ,—রিপুশত্রুগণ হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সময় সময় হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞানকর্ম্মসমূহকে বিদূরিত করিবার অর্থাৎ অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস পায়; সেইজন্য শুদ্ধসত্ত্বাদির দৃঢ়তা-সম্পাদনে তাহাদের মূলোচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। এই মন্ত্রে সাধকের দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে)। ৪॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে শত্রো ত্বং নঃ অস্মাকং সম্বন্ধিনীং গাং গোজাতিং যদি হংসি মারয়সি। হন হিংসাগত্যোঃ। লটি শপি অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। তথা অশ্বং যদি হংসি। পুরুষং অস্মদীয়ং ভৃত্যাদিরূপং যদি হংসি। অত্র সর্ব্বত্র যদিশব্দপ্রয়োগাদ্ অপকর্ত্তুরেব হিংস্যত্বং ন অনপকর্ত্তুঃ ইতি দ্যোত্যতে। তং তথাবিধং মদীয়গবাশ্বাদিহননেন অপকর্ত্তারং ত্বা ত্বাং শত্রুভূতং॥ "ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ" ইতি যুষ্মদস্ত্বাদেশঃ। "অনুদাত্তং সর্ব্বং অপাদাদৌ" ইত্যনুবৃত্তেঃ অনুদাত্তত্বং॥ সীসেন উক্তমহিমোপেতেন বিধ্যামঃ তাড়য়ামঃ মারয়ামঃ॥ ব্যধ তাড়নে দিবাদিত্বাৎ শ্যন্। "গ্রহিজ্যাবয়িব্যধি" ইত্যাদিনা সম্প্রসারণং। শত্রুণা ঘাতিতানাং গবাদীনাং পুনরুদ্ভবাসম্ভবাৎ কিমতি শত্রোঃ হিংসা ক্রিয়ত ইতি আহ যথোক্ত। ইতঃ পরমপি যথা যেন প্রকারেণ হে শত্রো ত্বং নঃ অস্মাকং অবীরহা। বীর্য্যাজ্জায়ন্ত ইতি বীরাঃ পুত্রাঃ তেষাং হন্তা বীরহা। ন বীরহা অবীরহা অসঃ ভবসি॥ অস্তেলেটি অডাগমঃ। ইতঃ পরমপি অস্মদীয়ান্ পুত্রপশ্বাদীন যথা ন বাধসে তথা তাড়য়াম ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। (১কা—৩অ ৫সূ—৪ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— * ——

এ মন্ত্র সরল ভাবপূর্ণ। সাধক এখানে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন। পুনঃ পুনঃ অজ্ঞান-লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইয়া পুনঃ পুনঃ রিপুশত্রুর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া, তিনি বুঝিয়াছেন—অজ্ঞানতার ও রিপুশত্রুর নাশ ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। তাই তিনি কহিতেছেন,—'যাহা হইবার হইয়াছে; যে লাঞ্ছনা পাইবার পাইয়াছি; আর নহে! এখন দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হইলাম। আবার যদি কখনও তাহারা আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদিগের মূলোচ্ছেদ করিব।'

ভাষ্যকারের অর্থে যে ভাব প্রকাশিত, তাহা বড়ই সমস্যাপূর্ণ। ভাষ্যকারের মতেও এ মন্ত্র শত্রুগণের সম্বোধনমূলক। রক্ষঃপিশাচাদি শত্রুগণকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলা হইতেছে,—'যদি তোমরা আমাদিগের গো অশ্ব-ভৃত্যাদিকে নিহত করিতে উদ্যত হও; আমরা তোমাদিগকে এই সীসের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সংহার করিব আমরা এমনই ভাবে তোমাদিগকে বিদ্ধ করিব যে, তোমরা আর আমাদিগের পুত্রপশ্বাদিকে হিংসা করিতে না পার।' মন্ত্রের এই অর্থই—এই ভাবই সাধারণ্যে প্রচারিত। এই ভাবেই এ মন্ত্রোচ্চারণে রক্ষঃপিশাচাদিজনিত বিঘ্ন-নিবারণের উপদেশ আছে।

আমাদের অর্থ ভাষ্যকারের অর্থ হইতে একটু বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণে তাহা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটি সমস্যামূলক পদ আছে, 'গাং, অশ্বং ও পুরুষং।' ঐ তিন পদেই যত সংশয় আনয়ন করিয়াছে। 'গাং' পদের সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, 'গোজাতিং।' আমরা উহার অর্থ করিলাম,—'শুদ্ধ জ্ঞানিবহং।' বেদের সর্ব্বত্রই আমরা 'গাং' পদের ঐ অর্থই অধ্যাহার করিয়াছি। ঐ

অর্থই যে সমীচীন, তত্তৎস্থলে তাহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। হৃদয়ের শুদ্ধজ্ঞানই অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন হয়; আধ্যাত্মিক পক্ষে 'গাং' পদের ঐ অর্থই সঙ্গত। বিষয়-বিশেষের জ্ঞানকে পূর্ণজ্ঞান বলা যায় না। নানা বিষয়ে নানা জ্ঞান সঞ্জাত হইলে, জ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হয়। এখানে 'গাং' পদে সেই বহুবিষয়ক জ্ঞানের ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। বহুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা যে অমৃতত্ব লাভ হয়, এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। 'অশ্বং' পদে, ভাষ্যকারের মতে 'অশ্ব' নামধেয় পশু বুঝাইতেছে। কিন্তু আমরা উহার 'ব্যাপ্তরূপং সত্ত্বভাবং' অর্থ আমনন করিলাম। ব্যাপ্ত্যর্থক অশ্ ধাতু হইতে 'অশ্বং' পদ নিষ্পন্ন। শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের ন্যায় ব্যাপকতাগুণবিশিষ্ট কিছুই হইতে পারে না। শুদ্ধসত্ত্বভাবে ভগবান ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; আবার তাঁহাতেই শুদ্ধসত্ত্বভাব ব্যাপ্ত। এস্থলে সাধক সত্ত্বভাবকে এবং জ্ঞানকে 'অশ্বং' ও 'গাং' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মন্ত্রস্থিত 'পুরুষং' পদের অর্থে সায়ণ বলিয়াছেন,—'অস্মদীয়ং ভৃত্যাদিরূপং পুরুষং।' আমাদের মতে ঐ পদে 'পুরুষসামর্থ্যোপেতং সৎকর্ম্মনিবহং' বুঝাইতেছে। কর্ম্মেই পৌরুষ সঞ্জাত হয়, কর্ম্মী ব্যক্তিই পৌরুষসামর্থ্যসম্পন্ন। সৎকর্ম্মের প্রভাবেই পৌরুষ অধিগত হইয়া থাকে। পুরাণ-পুরুষ কর্ম্মে অধিষ্ঠিত। সৎকর্ম্ম দ্বারাই তাঁহাকে ধারণা করিবার সামর্থ্য আসে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—কর্ম্মই ধর্ম্ম কর্ম্মেই ভগবানকে পাইবার সামর্থ্য জন্মে। ফলমাত্রই কর্ম্মের অনুসারী; ফললাভকামনাই মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ। সুতরাং কর্ম্মের অনুগমন ভিন্ন শ্রেয়ঃলাভের উপায় নাই। নির্ব্বাণ, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স্, ভগবৎ সামীপ্যলাভ—কর্ম্ম দ্বারাই সকল পথ প্রশস্ত হয়। তাই সংসারী জীবকে কর্ম্ম করিয়া, ভগৎ-সামীপ্যলাভের উপযুক্ত করিবার প্রয়াস শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে পরিদৃষ্ট হয়। অনন্ত-কর্ম্মী তিনি; তাই তিনি জ্যোতির্ম্ময় তরুণ-অরুণ-জ্ঞান-রূপে হৃদয়ে বিকাশ পাইয়া সংসারীকে কর্ম্মশিক্ষা দান করিতেছেন। কর্ম্ম উৎকর্ষের অনুসারী। প্রকৃতির কর্ম্ম স্রষ্টার সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন। উৎকর্ষ-সম্পাদন জন্যই প্রকৃতি কর্ম্মনিরত রহিয়াছে। পূর্ণতা-সাধনই প্রকৃতির কর্ম্মের অন্তর্ভূত। সেই সূত্র ধরিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারিলেই, তাঁহার অনুবর্ত্তী হওয়া যায়। সেই কর্ম্ম-সূত্রে যাহাতে সরলসুগম হয়, শাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে নানা উপদেশ আছে। ভগবানের প্রতি অনুরাগী হইয়া মানুষ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতেই—সেই কর্ম্মেই তাহার পৌরুষসামর্থ্য আসিবে। কর্ম্ম পুরুষার্থ-সাধনসমর্থ—পৌরুষসম্পন্ন। কর্ম্মদ্বারা পুরুষ আকৃষ্ট হন,—কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাই আমরা 'পুরুষং' পদে 'পুরুষসামর্থ্যোপেতং সৎকর্ম্মনিবহং অর্থ আমনন করিয়াছি।

এ পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—কামক্রোধাদি রিপুশত্রু সময় সময় হৃদয়ের সদ্বৃত্তি সমূহকে বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস পায়। হৃদয়ে দেবভাব সঞ্জাত হউক, জ্ঞান-কিরণ বিচ্ছুরিত হউক, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ হই। তাহা হইলেই সে সকল শত্রুকে বিমর্দ্দিত করিতে সমর্থ হইব। আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। (১কা—৩অ ৫সূ—৪ম)।

—— • ——

প্রথমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্যাকৃতা)।

চতুর্থেঽনুবাকে পঞ্চসূক্তানি। তত্র "অমূর্য্যাঃ" ইতি প্রথমং সূক্তং। তেন শস্ত্রাঘাতাদিজরুধিরপ্রবাহস্য স্ত্রীরজসঃ অতিবর্ত্তনস্য চ নিবৃত্তয়ে পঞ্চপর্ব্বণা দণ্ডেন রুধিরবহনস্থানাভিমন্ত্রণং ব্রণমুখে রথ্যাপাংসুসিকতাপ্রক্ষেপণাদিকং অর্দ্ধকপালিকাবন্ধনং চ ইত্যেবমাদি কুর্য্যাৎ। সূত্রং চ—"অমূর্য্যা ইতি পঞ্চপর্ব্বাণা পাংসুসিকতাভিঃ পরিকিরত্যর্দ্ধকপালিকাং বধ্নাতি পায়য়তি" ইত্যাদি (কৌ॰ ৪।২)। অর্দ্ধকপালিক নাম শুষ্ক পঙ্কমৃত্তিকা কেদারমৃত্তিকা বা॥ (১কা—৪অ—১সূ।)

• • •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

অমূর্য্যা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিতবাসসঃ।

অভ্রাতর ইব জাময়স্তিষ্ঠন্তু হতবর্চ্চসঃ॥ ১॥

• • •

পদ-পাঠ।

অমূঃ। যাঃ। যন্তি। যোষিতঃ। হিরাঃ। লোহিতঽবাসসঃ।

অভ্রাতরঃঽইব। জাময়ঃ। তিষ্ঠন্তু। হতঽবর্চ্চসঃ॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যোষিতঃ' (সেবিকায়াঃ সম্বন্ধিন্যঃ, সেবকাধর্ম্মাবলম্বিনঃ, ভগবৎ-সেবাপরায়ণায়াঃ) 'অমূঃ' (পরিদৃশ্যমানাঃ, সর্ব্বজনবিদিতাঃ) 'লোহিতবাসসঃ' (রুধিরস্য আধারভূতাঃ, তেজঃপূর্ণাঃ) 'যাঃ' (প্রসিদ্ধাঃ) 'হিরাঃ' (শিরাঃ, কর্ম্মশক্তয়ঃ) 'অভ্রাতর ইব' (সহায়হীনবৎ, সহযোগিশূন্যা ইতি যাবৎ) 'হতবর্চ্চসঃ' (হততেজস্কাঃ) 'যন্তি' (বিদ্যন্তে) ; 'তাঃ' (আকাঙ্ক্ষণীয়াঃ কর্ম্মশক্তয়ঃ) 'জাময়ঃ' (সহযোগিবিশিষ্টাঃ, সৎসংযুতাঃ বলসমন্বিতাঃ) 'ভবন্তু' (সন্তু)। যাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ বা কর্ম্মশক্তয়ঃ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যহীনা ভবন্তি, তাঃ সত্ত্বসংযোগেন শক্তিসম্পন্না ভবন্তু। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১কা—৪অ—১সূ—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

সেবিকাধর্ম্মাবলম্বী (ভগবৎসেবাপরায়ণ) পরিদৃশ্যমান্ (সর্ব্বজন-বিদিত) তেজঃপূর্ণ যে প্রসিদ্ধ কর্ম্মশক্তিসমূহ, সহায়হীন (সহযোগিশূন্য) অবস্থায় হততেজস্ক হইয়া আছে; আকাঙ্ক্ষণীয় সেই কর্ম্মশক্তিসমূহ সহযোগিবিশিষ্ট (সৎসহযুত বল-সমন্বিত) হউক। (অর্থাৎ, যে সকল চিত্তবৃত্তি বা কর্ম্মশক্তি, সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্যহীন হইয়াছে; তাহারা সত্ত্বভাব-সহযোগে শক্তিসম্পন্ন হউক)। (১কা—৪অ—৬সূ—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

যোষিতঃ স্ত্রিয়াঃ সম্বন্ধিন্যঃ অমূঃ এতাঃ পুরতো দৃশ্যমানাঃ লোহিতবাসসঃ লোহিতবর্ণ-বস্ত্রাঃ লোহিতবর্ণা ইত্যর্থঃ। যদ্বা লোহিতস্য রুধিরস্য নিবাসভূতাঃ॥ বস আচ্ছাদনে। বস নিবাসে। ইত্যনয়োঃ অন্যতরস্মাদ্ বসের্ণিৎ (উ০ ৪।২১৭) ইতি ঔণাদিকঃ অসুন্-প্রত্যয়ঃ। তস্য নিত্বাত্তাবাদ্ উপধাবৃদ্ধিঃ॥ ঈদৃশ্যো যা হিরাঃ সিরাঃ রজোবহননাড্যঃ যন্তি গচ্ছন্তি। ব্যাধিবশাৎ সর্ব্বদা প্রবহন্তীত্যর্থঃ॥ ইন্ গতৌ। "ইণো যণ্" ইতি যণাদেশঃ। "যদ্ বৃত্তান্নিত্যং" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ তাঃ সিরাঃ ক্রিয়মাণেন অনেন ভৈষজ্যকর্ম্মণা হতবর্চ্চসঃ হততেজস্কাঃ প্রনষ্টরোগবীর্য্যাঃ সত্যঃ তিষ্ঠন্তু স্থেয়াসুঃ। মা প্রবাক্ষুরিত্যর্থঃ॥ তিষ্ঠন্তু। ষ্ঠা গতিনিবৃত্তৌ। লোটি "পাঘ্রা" ইত্যাদিনা তিষ্ঠাদেশঃ। স চ আদ্যুদাত্তো নিপাতিতঃ। অন্যথা ধাতুস্বরেণ অন্তোদাত্তত্বে সতি শপা সহ একাদেশে "অতো গুণে" (ইতি) পররূপে "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত" ইতি উদাত্তত্বে কৃতে তিষ্ঠন্তি ইতি মধ্যোদাত্তং পদং স্যাৎ। আদ্যুদাত্তং চেষ্যতে। তস্মাদ আদ্যুদাত্তো নিপাত্যতে। স নিপাতস্বরো ধাতুস্বরস্য বাধকো যথা স্যাৎ পাদাদিত্বাৎ। নিঘাতাভাবঃ॥ তত্র দৃষ্টান্তঃ। অভ্রাতর ইব। ন বিদ্যন্তে ভ্রাতরো যাসাং তা অভ্রাতর॥ "নদ্যৃতশ্চ" ইতি প্রাপ্তস্য কপঃ "ঋতশ্ছন্দসি" ইতি নিষেধঃ॥ যথা অভ্রাতৃকা জাময়ঃ ভগিন্যঃ॥ আহ চ যাস্কঃ। জাময়ে ভগিন্যৈ জামিরন্যেস্যাং জনয়ন্তি জাং অপত্যং ইতি (নি০ ৩।৬)॥ তা যত উৎপন্নাস্তত্রৈব পিতৃকুলে সন্তান-কর্ম্মণে পিণ্ডদানায় চ তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ॥ (১কা—৪অ—৬সূ—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটী চতুর্থ অনুবাকের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথম মন্ত্র। স্ত্রীলোকের রজোরক্তস্রাব বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ার বিধি আছে। মন্ত্রটি শান্তিকর্ম্মসূচক। তবে এই মন্ত্রে শান্তিকামনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতমুখে 'রথ্যাপাংসুসিকতা' প্রক্ষেপ করিতে হয়। 'অর্দ্ধকপালিকা' দ্বারা নাড়ী বন্ধন করিতে হয়। শেষোক্ত পদে 'শুষ্কপঙ্কমৃত্তিকা' বা 'কেদারমৃত্তিকা' বুঝায়—এই মাত্র ভাষ্যানুক্রমণিকায় লিখিত হইয়াছে।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, প্রথমে তাহার একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। ভাষ্যে প্রকাশ, এখানে এই মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'স্ত্রীলোকের সম্বন্ধীয় সম্মুখে দৃশ্যমান এই লোহিতবস্ত্র অথবা লোহিত রক্তের আশ্রয়ভূতা যে সিরায় অর্থাৎ রজোবহনকারী নাড়ীসমূহে ব্যাধিহেতু সর্ব্বদা রক্ত নিঃসরণ হইতেছে, সেই নাড়ীসকল এই ভৈষজ্যক্রিয়ার দ্বারা তেজোহীনা হউক, অর্থাৎ সেই সকল হইতে যেন আর রক্ত ক্ষরণ না হয়। এ বিষয়ে উদাহরণ ; যথা,—ভ্রাতৃহীনা ভগিনীর ন্যায়। অর্থাৎ, তাহারা যেমন পিতৃকুলে সন্তানোচিত কর্ম্মের জন্য—পিণ্ডদানাদির জন্য—অবস্থিতি করে, তদ্বৎ।'

মন্ত্রে ঐরূপ অর্থ যে গ্রহণ করা যায় না, তাহা আমরা বলি না। তবে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিতেছি, যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে সর্ব্বত্র সকল সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়,—যদি আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করা যায়। আমাদিগের ব্যাখ্যায় মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধনমূলক বলিয়া মনে হইবে। মন্ত্রোচ্চারণকারী এই মন্ত্রে আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে সত্ত্বভাব-সংযোগে শক্তিসমন্বিত হইবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন। মন্ত্রান্তর্গত এক একটী পদের মর্ম্ম অনুধাবন করুন ; বুঝিয়া দেখুন,—ঐ ভাব পরিগৃহীত হয় কি না ? প্রথম—'যোষিতঃ'। ঐ পদের সাধারণ অর্থ—স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয়। কিন্তু 'যোষিৎ' শব্দে যে স্ত্রীকে বুঝায়, তাহার মূলতত্ত্ব কি ? 'যুষ্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তাহার অর্থ—'সেবা করা।' স্ত্রী—পতির সেবাপরায়ণা হন, তাই তাঁহার সংজ্ঞা—'যোষিৎ'। স্ত্রী যেমন পতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন, সাধকগণও অনেক সময় সেইরূপ পতিভাবে ভগবানকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেবাপরায়ণ হন। এখানে 'যোষিতঃ' পদে, সেই 'সেবাধর্ম্ম-পরায়ণ-জনের ভাব গ্রহণ করা যায়। এখন বিবেচনা করুন—"অমূঃ লোহিতবাসসঃ" পদদ্বয়ে কি ভাব ব্যক্ত করে। 'অমূঃ' পদের প্রতিবাক্য 'পরিদৃশ্যমানাঃ সর্ব্বজনবিদিতাঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'লোহিতবাসসঃ' পদে 'তেজঃপূর্ণাঃ' ভাব পরিগ্রহণ করি। ভগবানের সেবায় যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের তেজঃশক্তি সর্ব্বজনবিদিত। "যোষিতঃ অমূঃ লোহিতবাসসঃ" বাক্যাংশে এই ভাব পরিব্যক্ত। রক্তই তেজের মূলীভূত ; রক্তহীন দেহে তেজঃ আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। তাই লোহিতবাসসঃ পদে 'তেজঃপূর্ণাঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম। 'যাঃ' পদে 'যাসকাঃ' এবং 'হিরাঃ' পদে 'শিরাঃ বা কর্ম্মশক্তয়ঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। রক্তপূর্ণ তেজঃপূর্ণ শিরাই কর্ম্মশক্তির প্রবর্ত্তক। ইহা হইতেই ঐ ভাব প্রাপ্ত হই। "অভ্রাতর ইব" পদদ্বয়ে উপমায় 'সহায়হীন সহযোগশূন্য অবস্থা' ব্যক্ত করে। এ ক্ষেত্রে সত্ত্বভাবের প্রতি লক্ষ্য আসে। সত্ত্বভাবসমূহ মানুষের জন্মসহচর হইয়া আসে। সুতরাং তাহাদিগকে ভ্রাতার ন্যায় সহায়স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। 'অভ্রাতর ইব'—সংযোগশূন্য অবস্থায় অর্থাৎ সত্ত্বভাবের সংশ্রব লোপপ্রাপ্তি ঘটিলে, 'হতবর্চ্চসঃ' তেজঃশূন্য দীপ্তিহীন হইতে হয়। সত্ত্বভাব—জ্যোতির হেতুভূত ; সত্ত্বভাবের সংশ্রবহীন হইলে, মানুষ হীনজ্যোতিঃ হয়। এখানে এই ভাব পরিস্ফুট বুঝি। এ পক্ষে "যোষিতঃ" হইতে "যন্তু" (আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) পর্য্যন্ত অংশের মর্ম্ম হয় যে,—'সেবাধর্ম্মের প্রভাবে যে কর্ম্মশক্তি তেজঃপূর্ণ হইতে পারিত, সত্ত্বভাবের

সংশ্রবহীনতায় সে শক্তি এখন হীনপ্রভ হইয়াছে।' এখন আকাঙ্ক্ষা তাই—'তাঃ অময়ঃ ভবন্তু'; সেই আকাঙ্ক্ষণীয় কর্ম্মশক্তিসমূহ সহযোগিবিশিষ্ট অর্থাৎ সৎসহযুত বলসমন্বিত হউক। এ পক্ষে সমগ্র মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'যে চিত্তবৃত্তিসমূহ বা কর্ম্মশক্তিসমূহ সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্যহীন হইয়াছে, তাহারা সত্ত্বভাবসহযোগে শক্তিসম্পন্ন হউক।' (১কা—৪অ—১সূ—১ম)।

—— ০ ——

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

তিষ্ঠাবরে তিষ্ঠ পর উত ত্বং তিষ্ঠ মধ্যমে।

কনিষ্ঠিকা চ তিষ্ঠতি তিষ্ঠাদিদ্ধমনির্ম্মহী ॥ ২ ॥

পদ-পাঠঃ।

তিষ্ঠ। অবরে। তিষ্ঠ। পরে। উত। ত্বং। তিষ্ঠ। মধ্যমে।

কনিষ্ঠিকা। চ। তিষ্ঠতি। তিষ্ঠাৎ। ইৎ। ধমনিঃ। মহী ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বং' মম 'অবরে' (নিকৃষ্টে কর্ম্মণি, শিশ্নোদরপরিরক্ষণরূপকার্য্যে, যদ্বা—তমোভাবে) 'তিষ্ঠ' (বিদ্যমান্ ভব), তথা 'পরে' (উৎকৃষ্টে কর্ম্মণি, ভগবৎসম্বন্ধিনঃ কর্ম্মণি, যদ্বা—সত্ত্বভাবে) 'তিষ্ঠ' (বিদ্যমান্ ভব), 'উত' (এবং) 'মধ্যমে' (সংসার-প্রতিপালনরূপে কর্ম্মণি, যদ্বা—রজোভাবে) 'তিষ্ঠ' (বিদ্যমান ভব); মম সর্ব্বকর্ম্মণা সহ সত্ত্বভাবস্য সম্বন্ধঃ অক্ষুণ্ণো ভবতু—ইতি ভাবঃ। 'চ' (অপিচ) 'কনিষ্ঠিকা' (ক্ষুদ্রা) যা 'ধমনিঃ' (শক্তিঃ) 'তিষ্ঠতি' (বিদ্যতে) সা 'মহী' (মহতী) 'ইৎ' (ইব) 'তিষ্ঠাৎ' (তিষ্ঠতু)। হে ভগবন্! তব কৃপয়া মম ক্ষুদ্রা শক্তিঃ মহৎকার্য্যসম্পাদনে সমর্থা ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১কা—৪অ—১সূ—২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমার নিকৃষ্টকর্ম্মে আপনি অবস্থান করুন; আমার শ্রেষ্ঠকর্ম্মে আপনি অবস্থান করুন; আমার মধ্যম কর্ম্মে অপনি অবস্থান করুন, (অর্থাৎ, আমার সর্ব্ববিধ কর্ম্মের সহিত সত্ত্বভাবের সংশ্রব অক্ষুণ্ণ থাকুক); আর, আমার যে ক্ষুদ্র শক্তিটুকু আছে, তাহা মহতী (মহৎকার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ) হউক। (১কা—৪অ—১সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচর্য্য-কৃতং)।

ইদানীং ধমনীঃ প্রার্থ্যতে। হে অবরে শরীরস্থ অধোভাগবর্ত্তিনি সিরে! ত্বং তিষ্ঠ শস্ত্রাস্ত্রাভিঘাতজনিতরুধিরস্রাবাদ্ নিবৃত্তা ভব॥ তথা হে পরে ঊর্দ্ধাঙ্গবর্ত্তিনি সিরে ত্বমপি তিষ্ঠ॥ অবরে ইত্যস্য আমন্ত্রিতস্য "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বং অবিদ্যমানবৎ" ইতি অবিদ্যমানবদ্ভাবেন অতিঙ উত্তরত্বাভাবাৎ তিষ্ঠেত্যস্য নিঘাতাভাবঃ॥ উত অপি চ হে মধ্যমে। মধ্যে ভবা মধ্যমা॥ "মধ্যান্ম" ইতি মপ্রত্যয়ঃ॥ শরীরস্থ মধ্যভাগবর্ত্তিনি সিরে ত্বমপি তিষ্ঠ॥ পূর্ব্বার্দ্ধে প্রত্যক্ষেণ ধমনীনাং স্থানভেদভিন্নানাং প্রার্থনা কৃতা। অধুনা পরিমাণতো ভিন্নানাং তাসামেব পারোক্ষ্যেণ প্রার্থনা ক্রিয়তে। কনিষ্ঠিকা॥ অতিশয়েন অল্পা কনিষ্ঠা। "যুবাল্পয়োঃ কন্ অন্যতরস্যাং" ইতি ইষ্ঠনি অল্পশব্দস্য কন্ আদেশঃ। স্বার্থিকঃ কপ্রত্যয়ঃ। "প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্বস্যাত ইদাপ্যসুপ" ইতি ইত্বং॥ সূক্ষ্মতরা চ নাড়ী তিষ্ঠতি। তত্র যত্নবিশেষো ন কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ পক্ষে চকারঃ ত্বর্থে। যদ্বা পঞ্চমলকারোঽয়ং। কনিষ্ঠিকা চ তিষ্ঠতু মহতী চেতি॥ পরস্পরসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। "চকযোগে প্রথমা" ইতি প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তির্ন নিহন্যতে॥ মহী মহতী স্থূলতরা ধমনিঃ সিরা তিষ্ঠাদিৎ তিষ্ঠত্বেব। অনেন প্রয়োগেণ নিবৃত্তরুধিরস্রাবা অবতিষ্ঠতাং॥ ষ্ঠা গতিনিবৃত্তৌ। "লেটোঽডাটৌ" ইত্যডাগমঃ। "ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু" ইতি ইকারলোপঃ। পাদাদিত্বাৎ নিঘাতাভাবঃ। মহীতি। মহতীশব্দে ছান্দসঃ অচ্ছব্দলোপঃ॥ (১কা—৪অ—১সূ—২ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—০:০—

ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, প্রথমে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। তার পর আমাদের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা বিবেচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যে প্রকাশ, এই মন্ত্রে ধমনীসমূহকে প্রার্থনা করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—'হে অবরে অর্থাৎ অধোভাগবর্ত্তিনি সিরে (নাড়ী)! তুমি 'তিষ্ঠ' অর্থাৎ অস্ত্রাঘাতজনিত রক্তস্রাব হইতে নিবৃত্ত হও। সেইরূপ, হে পরে অর্থাৎ ঊর্দ্ধাঙ্গবর্ত্তিনি সিরে! তুমিও 'তিষ্ঠ'। অপিচ, হে 'মধ্যমে' অর্থাৎ

মধ্যভাগবর্ত্তিনি সিরে! তুমিও 'তিষ্ঠ' (প্রকৃতিস্থ হও)। আর, 'কনিষ্ঠিকা' অর্থাৎ সূক্ষ্মতরা যে নাড়ী, এবং 'মহী' অর্থাৎ স্থূলতরা যে নাড়ী, তাহারাও নিবৃত্তরুধিরস্রাব হইয়া অবস্থিতি করুক।' ফলতঃ, পূর্ব্বমন্ত্রে স্ত্রীলোকের যে রক্তস্রাবের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে, এ মন্ত্রে নাড়ীসকলকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের রক্তস্রাব বন্ধ হউক—তাহারা প্রকৃতিস্থ হউক,—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই ভাষ্যের অভিমত।

এখন, আমাদের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করুন। স্মরণ রাখিবেন, আমাদের সাধারণ মত এই যে, যে কার্য্যেই মন্ত্রসকল প্রযুক্ত হউক, সকল মন্ত্রের মধ্যেই আধ্যাত্মিকবিধায়ক পরমার্থ-সম্বন্ধবিশিষ্ট ভাব বিদ্যমান্ রহিয়াছে। পূর্ব্বমন্ত্রে 'অভ্রাতর ইব' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় সত্ত্বভাব-সংশ্রব-শূন্যতার ভাব আমনন করিয়াছি। সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার আকাঙ্ক্ষা এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। সে পক্ষে এখানকার সম্বোধন -শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রোচ্চারণকারী এখানে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'অধম উত্তম মধ্যম আমার ত্রিবিধ কর্ম্মে যেন শুদ্ধ-সত্ত্বের সংশ্রব থাকে। অপিচ, আমার যে ক্ষুদ্রশক্তি, তাহা যেন সত্ত্বসংশ্রবযুত হইয়া মহৎ কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হয়।' আমরা মনে করি, ইহাই এ মন্ত্রের প্রার্থনা।

এখানে 'অবরে' পদকে ভাষ্যকার সম্বোধনের পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আমরা ঐ 'অবরে' পদকে সপ্তমীর পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। 'অবর' শব্দ হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। উহার অর্থ—নিকৃষ্ট। 'অবর' শব্দের সপ্তমীতে 'অবরে' পদই সিদ্ধ হয়। ঐ পদে আমরা বিবিধ ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি। প্রথম—'নিকৃষ্ট'। যদি বলা হয়,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমার নিকৃষ্টে অবস্থান করুন' তাহাতে কি ভাব আসে? 'আমার নিকৃষ্ট কর্ম্মের সহিত আপনার সম্বন্ধ হউক'—এই ভাব পাওয়া যায়। এখন বুঝুন—নিকৃষ্ট কর্ম্ম বলিতে কি ভাব মনে আসে? আপনার শিশ্নোদরপরিরক্ষণ মাত্র যে কর্ম্ম নিশ্চয়ই তাহা নিকৃষ্ট কর্ম্ম। পক্ষান্তরে তমোভাবের যে কর্ম্ম, তাহাও নিকৃষ্ট কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আমার সেরূপ কর্ম্মেও সত্ত্বভাব প্রতিষ্ঠিত থাকুক, অর্থাৎ কোনও কর্ম্মই যেন সত্ত্বসংশ্রবশূন্য না হয়—ইহাই এখানকার লক্ষ্য। মধ্যম ও উত্তম কর্ম্মাদি সম্বন্ধেও ঐ ভাব আসে। মধ্যম কর্ম্ম—রজোভাবের। 'পর' বা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম—সত্ত্বভাবের। এ পক্ষে, সকল কার্য্যেই সত্ত্বভাবের প্রভাব তথা ভগবানের সংশ্রব অক্ষুণ্ণ থাকুক—প্রার্থনার ইহাই ভাবার্থ। 'ধমনিঃ' পদে যে 'শক্তিকে' বুঝাইতে পারে, তাহা পূর্ব্ব-মন্ত্রে ব্যক্ত করিয়াছি। 'ক্ষুদ্র শক্তি মহতী হউক'—এরূপ প্রার্থনায়, 'মহৎ কর্ম্ম সৎকর্ম্ম সম্পাদনে আমার সামর্থ্য আসুক'—এই ভাবই ব্যক্ত হয়।

এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমার সকল কর্ম্মে যেন আপনার সম্বন্ধ রাখিতে পারি। আমার এই ক্ষুদ্র শক্তি যেন আপনার কর্ম্ম (শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম) সম্পাদনে সমর্থ হয়।' ভগবৎ-সম্বন্ধযুত কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। সেই কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। এখানে প্রকারান্তরে নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনেরই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। (১কা—৪অ—৬সূ—২ম)।

—— • ——

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

শতস্য ধমনীনাং সহস্রস্য হিরাণাং।

অস্থুরিন্মধ্যমা ইমা সাকমন্তা অরংসত ॥ ৩ ॥

পদ-পাঠঃ।

শতস্য। ধমনীনাং। সহস্রস্য। হিরাণাং।

অস্থুঃ। ইৎ। মধ্যমাঃ। ইমাঃ। সাকং। অন্তাঃ। অরংসত ॥ ৩ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতস্য' (শতসংখ্যাকানাং,) 'ধমনীনাং' (হৃদ্‌গতানাং প্রধাননাড়ীনাং) 'সহস্রস্য' (সহস্রসংখ্যাকানাং, সর্ব্বাসাং) 'হিরাণাং' (ক্ষুদ্রনাড়ীনাং) শক্তিঃ ইতি ভাবঃ, 'ইমাঃ' (মম ক্ষুদ্রাশক্তিঃ, ক্ষীণশক্তেঃ ইতি ভাবঃ) 'মধ্যমাঃ' (মধ্যে) 'ইৎ' (এব, অবিচ্ছিন্নভাবেন) 'অস্থুঃ' (অতিষ্ঠন্); অপিচ, 'সাকং' (সর্ব্বাসাং শক্তীনাং সহ) মম 'অন্তাঃ' (অন্তিমাঃ, ক্ষীণাঃ শক্তয়ঃ ইতি যাবৎ) 'অরংসত' (রমন্তে, সদৈব কর্ম্মশীলা ভবন্তু ইতি ভাবঃ)। শুদ্ধসত্ত্বস্য সম্বন্ধলাভাৎ মম ক্ষুদ্রা শক্তিঃ সৎকর্ম্মসম্পাদনে প্রবলা ভবন্তু। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ। (১কা—৪অ—৬সূ—৩ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

শতসংখ্যক ধমনীর এবং সহস্রসংখ্যক হিরার (নাড়ীর) শক্তি, আমার এই ক্ষীণশক্তির মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান্ হউক; আর, সকল শক্তির সহিত আমার এই ক্ষীণশক্তিসকল কর্ম্মশীল হউক; (শুদ্ধসত্ত্বভাবের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আমার এই ক্ষুদ্রশক্তি সৎকর্ম্মসম্পাদনে প্রবলা হউক—এই আকাঙ্ক্ষা)। (১কা—৪অ—৬সূ—৩ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

শতস্য শতসংখ্যাকানাং ধমনীনাং হৃদয়গতানাং প্রধাননাড়ীনাং। তথা চ মুণ্ডকোপনিষদি অগ্রে সমাম্নায়তে। "শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানং অভিনিঃসৃতৈকা।" (ক০ উ০ ৬।১৬) ইতি। তথা সহস্রস্য সহস্রসংখ্যাকানাং হিরানাং সিরাণাং শাখানাড়ীনাং। সহস্র-শব্দস্য অপরিমিতপর্য্যায়ত্বাৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধানাং সর্ব্বাসাং শাখানাড়ীনাং এতদ্ উপলক্ষণং। তথা চ প্রশ্নোপনিষদি বক্ষ্যতি। "অত্রৈতদ একশতং নাড়ীনাং তাসাং দ্বাসপ্ততিং দ্বাসপ্ততিং প্রতি শাখানাড়ীসহস্রাণ্যাসু ব্যানশ্চরতি" (প্র০ উ০ ৩।৬) ইতি। আচার্য্যৈরপি প্রাধান্য-বিবক্ষয়া কাশ্চন নাড্য পরিগণিতাঃ।

মধ্যস্থায়াঃ সুষুম্নায়া পর্ব্বপঞ্চকসম্ভবাঃ। শাখোপশাখতাং প্রাপ্তাঃ সিরালক্ষত্রয়াৎ পরং॥

অর্দ্ধলক্ষং ইতি প্রাহুঃ শরীরার্থবিচারকাঃ। ইতি॥

তাসাং উভয়বিধানাং নাড়ীনাং মধ্যমাঃ মধ্যে ভবাঃ ইমাঃ পূর্ব্বং ব্যাধিবশাৎ স্রবন্ত্যো নাড্যঃ অস্থুরৎ। ইচ্ছব্দঃ অবধারণে। অতিষ্ঠন্নেব। অধুনা মন্ত্রপ্রভাবাৎ নিবৃত্তরুধিরস্রাবা ভবন্তোবেত্যর্থঃ। অতঃপরং নিবৃত্তরুধিরস্রাবাভিনাড়ীভিঃ সাকং সার্দ্ধং অন্তাঃ অন্তিমা অবশিষ্টাঃ সর্ব্বা নাড্য অরংসত যথাপূর্ব্বং রমন্তে স্ম॥ রমু ক্রীড়ায়াং। অনুদাত্তেত্বাদ্ আত্মনেপদং। লুঙি "চ্লেঃ সিচ" ॥ (১কা—৪অ—১সূ—৩ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রখ্যাত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'শতসংখ্যক প্রধান নাড়ী এবং সহস্রসংখ্যক ক্ষুদ্র নাড়ীর মধ্যে এই যে সকল নাড়ী হইতে রক্তস্রাব হইতেছিল, মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে তাহাদিগের সে রক্তস্রাব নিবৃত্ত হইয়াছে। সেই সকল নাড়ীর রক্তস্রাব নিবৃত্ত হওয়ার পর যে সকল নাড়ী অবশিষ্ট ছিল, তাহারা পূর্ব্ববৎ ক্রিয়াশীল হইয়াছে।' এখানেও রোগিণীর প্রতি ভাষ্যকারের লক্ষ্য অব্যাহত রহিয়াছে। তাঁহার লক্ষ্য যে অসঙ্গত, মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধির স্মরণ করিলে, তাহা কখনই বলা যায় না।

তবে আমরা যে দৃষ্টিতে যে ভাবে মন্ত্রার্থ নিষ্কাষণ করিতেছি, তাহাও যে অযৌক্তিক, তাহা বলিতে পারা যায় না। মন্ত্রান্তর্গত "ইমাঃ" পদের লক্ষ্যস্থল নির্দ্দিষ্ট হইলেই আমাদিগের অর্থের সার্থকতা বুঝা যায়। পূর্ব্বমন্ত্রে যে শক্তির বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে, 'ইমাঃ' পদ সেই শক্তিসকলকে লক্ষ্য করিতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—'আমার শক্তি ক্ষীণ, আমার শক্তি ক্ষুদ্র।' এখন বলা হইতেছে, আমার এই ক্ষীণ শক্তির মধ্যে সহস্র প্রকারের শক্তি সন্নিবিষ্ট হউক। ভগবানের কৃপা হইলে, ক্ষুদ্রশক্তিই অনন্তশক্তির সহিত মিলিত ও অনন্তসামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত। 'অন্তাঃ' পদের অর্থে শক্তির শেষ (অবশিষ্ট) অর্থাৎ 'ক্ষীণশক্তিসমূহ' অর্থ গ্রহণ করি। ফলতঃ, এই মন্ত্রের প্রার্থনা বা আকাঙ্ক্ষা এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্বভাবের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আমার ক্ষুদ্রশক্তিসকল সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে প্রবল-সামর্থ্যযুক্ত হউক।' (১কা—৪অ—১সূ—৩ম)॥

চতুর্থো মন্ত্র ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ । চতুর্থোঽনুবাকঃ । প্রথমং সূক্তং । চতুর্থো মন্ত্রঃ ।)

পরি বঃ সিকতাবতী ধনূর্বৃহত্যক্রমীৎ ।

তিষ্ঠতেলয়তা সু কং ॥ ৪ ॥

পদ-পাঠঃ ।

পরি । বঃ । সিকতাঽবতী । ধনূঃ । বৃহতী । অক্রমীৎ ।

তিষ্ঠত । ইলয়ত । সু । কং ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে কর্ম্মশক্তয়ঃ ! 'ধনূঃ' (ধনুর্দ্ধারী, শত্রুঃ) 'ব' (যুষ্মান্) 'পরি অক্রমীৎ' (চতুর্দ্দিক্ষু ব্যাপ্নোৎ) ; যুয়ং 'বৃহতী' (মহতী) 'সিকতাবতী' (সত্ত্বভাবাদ্রীভূতা সত্যাঃ) 'তিষ্ঠত' (বিদ্যমানা ভবত) ; অপিচ, 'সু' (সুষ্ঠু) 'কং' (সুখং) 'ইলয়ত' (প্রেরয়ত) । সৎকর্ম্মপ্রভাবেন বয়ং শত্রোরাক্রমণং প্রতিহতকরণসমর্থা ভবামঃ, পরমং সুখঞ্চ লভামঃ । ইতি ভাবঃ । (১কা—৪অ—১সূ—৪ম) ॥

বঙ্গানুবাদ ।

হে কর্ম্মশক্তিসমূহ ! শত্রু তোমাদিগকে ব্যাপিয়া আছে ; তোমরা মহৎ সত্ত্বভাবে আর্দ্রীভূত হইয়া অবস্থান কর ; আর, আমাদিগকে সুষ্ঠু সুখ প্রেরণ কর । (কর্ম্ম সত্ত্বভাবসহযুত হইলে, শত্রুর ভয় কদাচ তিষ্ঠিতে পারে না—ইহাই ভাব) । (১কা—৪অ—৬সূ—৪ম) ॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে নাড্যঃ বঃ যুষ্মান্॥ "বহুবচনস্য বস্নসৌ" ইতি দ্বিতীয়ান্তস্য যুষ্মাদঃ বসাদেশঃ॥ সিকতাবতী সিকতাঃ রজাংসি তদ্বতী তদাধারভূতা নাড়ী। যদ্বা অশ্মর্য্যাখ্যো ব্যাধিবিশেষো যস্মাদ্ উৎপদ্যতে সা নাড়ী সিকতাবতী। ধনূঃ ধনুর্ব্বদ্ বক্রো মূত্রাশয়ো নাড়ীবিশেষঃ॥ ধন ধান্যে। কৃষিচমিতনিধমিসর্জ্জিখর্জ্জিভ্য উঃ (উ০ ১।৮১) ইতি উপ্রত্যয়ঃ॥ অর্য্যতে হি। মূত্রাশয়ো ধনুর্ব্বক্রো বস্তিরিত্যভিধীয়তে। ইতি॥ তথা বৃহতী মহতী॥ "বর্ত্তমানে পৃষদ্বৃহন্মহজ্জগচ্ছতৃবচ্চ" ইতি শতৃবদ্ভাবাদ্ "উগিতশ্চ" ইতি ঙীপ্। "বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং" ইতি ঙীপ উদাত্তত্বং॥ উক্তা সা নাড়ী পর্যাক্রমীৎ পরিতো ব্যাপ্নোৎ। সর্ব্বান্ রুধিরপ্রবহণ-মার্গান্ নিরুধ্য বর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥ ক্রমু পাদবিক্ষেপে। অস্মাৎ লুঙি সিচি "হ্ম্যন্তক্ষণশ্বসজাগৃণিশ্ব্যেদিতাং" ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ॥ অস্মাদ্ধেতোঃ হে নাড্য যূয়ং তিষ্ঠত নিবৃত্তস্রাবা ভবত॥ কং সুখং অস্য জনস্য সু সুষ্ঠু ইলয়ত প্রেরয়ত। স্রবব্যাধিবিনির্ম্মুক্তাঃ সুখং প্রযচ্ছতেত্যর্থঃ॥ ইল প্রেরণে ইতি ধাতুঃ॥ (১কা—৪অ—১সূ—৪ম)॥ (ইতি চতুর্থেঽনুবাকে প্রথমং সূক্তং)॥ *

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— §:০⊂০:§ ——

ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ দৃষ্ট হয়, তাহা তমসাচ্ছন্ন। তাহার ভাব এই যে,—'হে নাড়ী-সকল! তোমাদিগকে সিকতাবতী (রজঃস্রাববিশিষ্ট, রজঃসম্বন্ধীয় ব্যাধি-উৎপাদক নাড়ী) ও ধনু (ধনুবৎ বক্র, মূত্রাশয়স্থ নাড়ীবিশেষ) সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। তদ্দ্বারা তোমাদিগের রুধিরপ্রবাহের পথ বন্ধ হইয়াছে। এই হেতু হে নাড়ীসকল! তোমরা নিবৃত্তরক্তস্রাব হও। আর এই লোকের সুখ প্রেরণ কর। রক্তস্রাব-নিরোধ-হেতু ইহার সুখ হউক।' ভাষ্যের এই ভাব। সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটী যে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, এখানেও সেই ভাবেই ব্যাখ্যা হইয়াছে।

আমাদের ব্যাখ্যার লক্ষ্য অন্যরূপ। আমরা বলি, এই মন্ত্রের সম্বোধন—'কর্ম্মশক্তিসমূহ!' সে পক্ষে, এখানে আপন কর্ম্মশক্তি-সমূহকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'শত্রু অর্থাৎ কামক্রোধাদি রিপু তোমাদিগের চারিদিকে ঘেরিয়া আছে। তুমি সত্ত্বভাবকে আশ্রয় কর। সত্ত্বভাব-সংযুত হইলে, সে শত্রুরা তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। অতএব, তুমি সত্ত্বসংযুত হইয়া অবস্থান কর। তদ্দ্বারা আমরা পরমসুখে সুখী হইব।' কর্ম্ম যদি সত্ত্বসংযুত হয়, তাহা হইলে শত্রুর আক্রমণের বিভীষিকা থাকে না; পরন্তু পরম সুখ অধিগত হয়। আমরা মনে করি, এ মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১কা—৪অ—১সূ—৪ম)॥

---

* এ সূক্তের প্রথম মন্ত্র ২৩১ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে "চতুর্থ অনুবাক্" আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ঐ পৃষ্ঠার "তৃতীয়োঽনুবাকঃ" স্থলে "চতুর্থোঽনুবাকঃ" পাঠ হইবে। অপিচ, ঐ পৃষ্ঠার শীর্ষাঙ্ক প্রথম ছত্রটি "ষষ্ঠসূক্তানুক্রমণিকা" না হইয়া "প্রথমসূক্তানুক্রমণিকা" হইবে।

দ্বিতীয়সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

"নির্লক্ষ্ম্যং" ইতি সূক্তেন মুখহস্তপাদাঙ্গেষু সামুদ্রিকোক্তদুর্লক্ষণযুক্তায়াঃ স্ত্রিয়াস্তদ্দোষ-নিবৃত্তয়ে মুখপ্রক্ষালনং অভিষেকঃ ফলীকরণতুষাবতক্ষণানাং হোমো বা কার্য্যঃ। সূত্রিতং হি। "নির্লক্ষ্ম্যমিতি পাপলক্ষণায়া মুখং উক্ষতাম্রচং দক্ষিণাৎ কেশস্তুকাৎ" ইত্যাদি (কৌ০ ৫।৬)॥ তথা শান্তিকল্পেঽপি মহাশান্তৌ এতৎ সূক্তং॥ (৪অ--২সূ)॥

০ ০ ০

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ)।

নির্লক্ষ্ম্যং ললাম্যং ১ নিররাতিং সুবামসি।

অথ যা ভদ্রা তানি নঃ প্রজায়া

অরাতিং নয়ামসি॥ ১॥

• ০ ০

পদ-পাঠঃ।

নিঃ। লক্ষ্ম্যং। ললাম্যং। নিঃ। অরাতিং। সুবামসি।

অথ। যা। ভদ্রা। তানি। নঃ। প্রঽজায়ৈ।

অরাতিং। নয়ামসি॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! মম 'ললাম্যং' (ললাটস্থিতং, অদৃষ্টগতং, কর্ম্মফলজাতং) 'লক্ষ্ম্যং' (অসৌভাগ্যকরং চিহ্নং) 'নিঃ সুবামসি' (নিরবশেষং উৎসারয়ামঃ); যেন মম কর্ম্মফলং ক্ষয়ং যাতি, হে ভগবন্, তদ্বিধেহি; তদা 'অরাতিং' (অসদ্বৃত্তিনিবহং, নরকস্থ ভয়ং বা) 'নিঃ' (নিরবশেষং উৎসারয়ামঃ); অথঃ (শত্রুভয়দূরীকরণান্তরং) 'যাঃ' (যানি, প্রসিদ্ধানি,

স্বর্গাদিপ্রাপকরূপাণি) 'ভদ্রা' (ভদ্রাণি, কল্যাণানি) সন্তি, 'তানি' (কল্যাণানি) 'নঃ' (অস্মাকং) 'প্রজায়ৈ' (প্রজায়ৈ, পুত্রপৌত্রাদিরূপায়ৈ, পারিপার্শ্বিকসর্ব্বলোকায়ৈ) প্রাপ্নুবন্তু ইতি শেষঃ ; অপিচ, যানি পূর্ব্বনিঃসারিতানি অসৌভাগ্যকরাণি চিহ্নানি তানি সর্ব্বাণি 'অরাতিং' (শত্রুং, নরকং) 'নয়ামসি' (নয়ামঃ, প্রাপয়ামঃ)। হে ভগবন্! মম অসৌভাগ্যকরাণি অসদ্বৃত্ত্যাদীনি হৃদয়াৎ দূরীকরোতু। দমনার্থং চ নরকং প্রাপয়তু। (১কা-৪অ—২সূ—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্। আমার ললাটস্থিত অদৃষ্টগত অসৌভাগ্যকর চিহ্নকে সম্পূর্ণরূপে উৎসারণ করুন, (অর্থাৎ, যদ্দ্বারা আমার কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিউন); আমার অসদ্বৃত্তিনিবহকে (অথবা, শত্রুভয়কে, নরক-ভয়কে) আপনি বিদূরিত করুন। অতঃপর, স্বর্গাদি-প্রাপক-রূপ যে কল্যাণসমূহ আছে, তৎসমুদায় আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদি পরিপার্শ্বিক সকল লোককে প্রাপ্ত হউক ; আর, পূর্ব্বনিঃসারিত অসৌ-ভাগ্যকর চিহ্নসকল আমাদিগের শত্রুকে প্রদান করুন, (অর্থাৎ, অসৌ-ভাগ্যকর অসদ্বৃত্তিসমূহকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দণ্ডদানার্থ নরকে নিক্ষেপ করুন)। (১কা—৪অ—২সূ—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

ললাম্যং ললামে ভবং তিলকস্থানগতং॥ "শরীরাবয়বাচ্চ" ইতি ভবার্থে যৎ প্রত্যয়ঃ। "তিৎস্বরিতং" ইতি স্বরিতত্বং॥ লক্ষ্মীং লক্ষ্ম অসৌভাগ্যকরং চিহ্নং॥ লক্ষ দর্শনাঙ্কনয়োঃ। বাহুলকাদ্ ঔণাদিকো মক্‌প্রত্যয়ঃ॥ নিঃ সুবামসি নিঃসুবামঃ। অস্মাচ্ছরীরাদ্ নিরবশেষং উৎসারয়ামঃ। ষু প্রেরণে। তুদাদিত্বাৎ শপ্রত্যয়ঃ। "অচি শ্নু ধাতু" ইত্যাদিনা উবঙ্। "ইদন্তো মসিঃ" ইতি মস ইদন্তত্বং। "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি নিসো ব্যবহিতপ্রয়োগঃ। "তিঙ্ঙতিঙঃ" ইতি নিঘাতঃ॥ অরাতিং। রাতি দদাতি ইষ্টং বস্ত্বিতি রাতির্ম্মিত্রং ন রাতিঃ অরাতিঃ শত্রুঃ। অরাতিবদ্ অনিষ্টকরং অবয়বান্তরগতং দুর্লক্ষণং নিঃ সুবামঃ॥ রা দানে। "ক্তিচ্‌ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং" ইতি ক্তিচ। নঞ্‌সমাসে "তৎপুরুষে তুল্যার্থে তৃতীয়া-সপ্তম্যুপমানাব্যয়দ্বিতীয়াকৃত্যাঃ" ইত্যত্র "অব্যয়ে নঞ্‌কু নিপাতানাং ইতি বক্তব্যং" ইতি পরিগণনাদ্ অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ দুর্লক্ষণনিরসনরূপাং অনিষ্টনিবৃত্তিং অভিধায় সুলক্ষণস্থাপনরূপাং ইষ্টপ্রাপ্তিং আহ। অথ যেতি অথ দুর্লক্ষণনিরসনানন্তরং যা যানি সামুদ্রিক-শাস্ত্রপ্রসিদ্ধানি ভদ্রা ভদ্রাণি কল্যাণানি সৌভাগ্যকরাণি চিহ্নানি সন্তি॥ ভদি কল্যাণে সুখে চ। ইদিত্বাদ্ নুং। ভন্দের্নলোপশ্চ (উ০ ৩.১৩০) ইতি রক্‌-প্রত্যয় নলোপশ্চ। উভয়-ত্রাপি "শেশ্ছন্দসি বহুলং" ইতি শের্লোপঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন নুমি কৃতে "সর্ব্বনামস্থানে

চাসংবুদ্ধৌ” ইতি উপধাদীর্ঘঃ। “ন লোপঃ প্রতিপদিকান্তস্য” ইতি নলোপঃ॥ তানি উদীরিতানি চিহ্নানি নঃ অস্মাকং প্রজায়ৈ পুত্রপৌত্রাদিরূপায়ৈ। ভবন্তু ইতি শেষঃ॥ প্রকর্ষেণ জায়ত ইতি প্রজা। জনী প্রাদুর্ভাবে। “উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াং” ইতি জনের্ড-প্রত্যয়ঃ। ডিংকরণসামর্থ্যাৎ “টে” ইতি টিলোপঃ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং। ততো গতিসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব স্বরঃ শিষ্যতে। ততঽপি কৃতে “একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ” ইতি একাদেশ উদাত্তঃ॥ যানি পূর্ব্বা নিঃসারিতানি অসৌভাগ্যকরাণি চিহ্নানি সন্তি তেষাং আশ্রয়ং আহ। অরাতিং ইতি উক্তানি সৌভাগ্যকরাণি চিহ্নানি অরাতিং শত্রুং নয়ামসি নয়ামঃ প্রাপয়ামঃ। নীঞ প্রাপণে। পূর্ব্ববদ্ মস ইদন্তত্বং॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

সামুদ্রিক শাস্ত্রানুসারে হস্ত-পদ-মুখ প্রভৃতি অঙ্গে স্ত্রীলোকের কতকগুলি দুশ্চিহ্ন লক্ষিত হয়। সেই সকল দুশ্চিহ্ন-দূরীকরণের জন্য শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়ায় মুখপ্রক্ষালন ও হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক। দুর্লক্ষণ-নিবৃত্তি-বিষয়ক শান্তিকল্পে মহাশান্তির উদ্দেশ্যে এই সূক্তের মন্ত্র-গুলি উচ্চারিত হইবার বিধি আছে। এই সূক্তটী সেই দুর্লক্ষণ-নিবারক বলিয়া কথিত হয়।

মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থের লক্ষ্য—সাধারণতঃ দুর্লক্ষণ-দূরীকরণ। সেই ভাবেই মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়া আসিয়াছে। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাষণে আমরা প্রায়ই ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। তবে আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষত্ব এই যে, প্রার্থনাকারী এখানে আপনার জন্মগত কর্ম্মফল-নাশের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। ‘অসদ্বৃত্তিসমূহ দূরে অপসৃত হউক, আমার অন্তরে সৎকর্ম্ম-সাধন-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠুক, আর তাহার ফলে আমার কর্ম্মফল বিধ্বংস হউক, আমি পরমাগতি লাভ করি।’ আমাদের মতে, মন্ত্রের ইহাই লক্ষ্য। (১কা—৪অ—২সূ—১ম)।

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ড। চতুর্থোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ)।

নিররণিং সবিতা সাবিষক্ পদোর্নির্হস্তয়োর্ব্বরুণো মিত্রো অর্য্যমা।
নিরস্মভ্যং অনুমতী ররাণা প্রেমাং দেবা অসাবিষুঃ সৌভগায়॥ ২॥

পদ পাঠঃ।

নিঃ। অরণিং। সবিতা। সাবিষক্। পদোঃ। নিঃ। হস্তয়োঃ। বরুণঃ। মিত্রঃ। অর্যমা।

নিঃ। অস্মভ্যং। অনুঽমতিঃ।ররাণা। প্র। ইমাং। দেবাঃ। অসাবিষুঃ। সৌভগায় ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সবিতা' (জ্ঞানপ্রদাতা দেবতা) 'অরণীং' (অলক্ষ্মীং দৌর্ভাগ্যং, পাপং) 'নিঃ সাবিষক' (নিঃসারয়তু) ; তথা বরুণ (অভীষ্টবর্ষণকারী পাপবারকো দেবঃ) 'মিত্রঃ' (মিত্রভূতো দেবঃ) 'অর্য্যমা' (অভিমতফলপ্রদাতা গতিকারকো দেবঃ) তে সর্ব্বে দেবাঃ 'হস্তয়োঃ' (হস্তাভ্যাং কৃতং) 'পদোঃ' (পদ্ভ্যাং কৃতং—দুরিতং ইতি যাবৎ) 'নিঃ' (নিঃসারয়ন্তু)। তথা 'অনুমতিঃ' (অনুভবযোগ্যা দেবতা) 'ররাণা' (অস্মাভিঃ স্তূয়মানা সতী) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'নিঃ' (দুষ্কর্ম্ম দূরীকরোতু) ; 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ—অস্মাকং মধ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তু ইতি যাবৎ) 'ইমাং' (অস্মাকং অনুভবযোগ্যাং দেবতাং) 'সৌভগায়' (সৌভাগ্যং দাতুং, পরমার্থং প্রাপয়িতুং) 'প্র-অসাবিষুঃ' (প্রেরিতবন্তঃ, প্রেরয়ন্তি)। দেবভাবাৎ বয়ং দেবানুগ্রহলাভসমর্থা ভবাম ইতি ভাবঃ। (১কা—৪অ—২সূ—২ম)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানপ্রদাতা সবিতা দেবতা আমাদিগের দুর্ভাগ্য দূর করুন ; অভীষ্ট-বর্ষণকারী পাপবারক বরুণদেব, মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভিমত-ফল-প্রদাতা গতিকারক অর্য্যমা-দেব, আমাদিগের হস্তদ্বারা কৃত ও পদদ্বারা কৃত পাপকে দূর করুন ; এবং আমাদিগের অনুভবযোগ্যা (ধারণার অন্তর্গতা) দেবতা, আমাদিগের দ্বারা সম্পূজিত হইয়া, আমাদিগের জন্য, দুষ্কর্ম্মকে দূর করুন। দেবভাবসমূহ, আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আমাদিগের ধারণার অন্তর্ভুক্তা দেবতাকে, আমাদিগের পরমার্থ-প্রাপ্তি-রূপ সৌভাগ্য-দান জন্য, প্রেরণ করিয়া থাকেন। (দেবভাবের সাহায্যেই আমরা দেবানুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই)। (১কা—৪অ—২সূ—২ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

সবিতা সর্ব্বস্য প্রেরকো দেবঃ অরণীঃ অরমণী· অলক্ষ্মীং। দৌর্ভাগ্যকরং চিহ্নং ইত্যর্থঃ॥ মকারলোপশ্ছান্দসঃ॥ যদ্বা। অরণীং সর্ব্বদা পর্য্যটনকারিণীং আর্ত্তিকরীং বা অলক্ষ্মীং॥ অর্ত্তেঃ ঔণাদিকঃ অনিপ্রত্যয়ঃ। "কৃদিকারাদ্ অক্তিনঃ" ইতি ঙীষ্ প্রত্যয়ঃ॥ এবম্ভূতাং অলক্ষ্মীং পদোঃ পাদয়োঃ বর্ত্তমানাং ইতি শেষঃ॥ "পদ্দন্নোমাসং" ইত্যাদিনা পাদশব্দস্য পদ্ আদেশঃ। "উড়িদং পদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্যঃ" ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ নিঃ সাবিষৎ নিঃসুবতু নিঃসারয়তু॥ ষূ প্রেরণে। অস্মাৎ পঞ্চমলকারে "লেটোঽডাটৌ" ইতি অডাগমঃ। "সিব্বহুলং" ইতি সিপ্। "স চ ণিদ্ বক্তব্যঃ" ইতি বচনাৎ "অচো ঞ্ণিতি" ইতি বৃদ্ধিঃ। "আর্দ্ধধাতুকস্যেড্বলাদেঃ" ইতি সিপ ইডাগমঃ॥ তথা বরুণঃ বারকো দেবঃ। মিত্রঃ সর্ব্বেষাং মিত্রভূতো দেবঃ। অর্যমা অভিমতফলপ্রদাতা দেবঃ। "অর্য্যমেতি তং আহুর্যো দদাতি" (তৈ০ ব্রা০ ১।১।২৪) ইতি শ্রুতেঃ। এতে দেবাঃ প্রত্যেকং হস্তয়োর্ব্বর্ত্তমানাং অরণীং অলক্ষ্মীং নিঃসুবন্তু। হস্তপাদয়োর্ব্বর্ত্তমানং অসৌভাগ্যকরং লক্ষণাং এতে সর্ব্বে দেবা নির্গময়ন্তু ইত্যর্থঃ। তথা অনুমতিঃ সর্ব্বেষাং অনুমন্ত্রী দেবতা অস্মভ্যং অস্মদর্থং ররাণা মা মৈর্ষীরিতি শব্দায়মানা অস্মাভিঃ স্তূয়মানা বা॥ রৈ শব্দে। কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা লিট্। "লিটঃ কানজ্বা" ইতি কানজাদেশঃ। "চিতঃ" ইতি অন্তোদাত্তত্বং॥ যদ্বা॥ রা দানে। রাতি দদাতি অভিমতফলং ইতি ররাণা॥ পূর্ব্ববৎ কানজাদেশঃ। এবম্ভূতা সতী দেবী সর্ব্বেষু শরীরাবয়বেষু বর্ত্তমানং দুর্লক্ষণং নিঃসুবতু॥ নিসঃ শ্রবণাৎ তৎসহচরিত সাবিষৎ ইতি ক্রিয়াপদস্য অনুষঙ্গঃ॥ সতীষ্বপি অন্যাসু দেবতাসু অস্যা এব প্রার্থনায়াং হেতুং আহ প্রেমাং ইতি। দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ ইমাং উক্তাং অনুমতিং সৌভগায় সৌভাগ্যায় অস্মাকং সৌভাগ্যং দাতুং প্রাসাবিষুঃ প্রেরিতবন্তঃ। যত এবং অত ইতি পূর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ॥ ষূ প্রেরণে। অস্মাৎ লুঙি "সিচি বৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু" ইতি বৃদ্ধিঃ। "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি প্রোপসর্গস্য ব্যবহিতপ্রয়োগঃ। সৌভগায়েতি শোভনো ভগোঽস্য অস্তীতি সুভগঃ। তস্য ভাবঃ সৌভগং। উদ্গাত্রাদিগণে "সুভগমন্ত্রে" ইতি পাঠাৎ "প্রাণভৃজ্জাতিবয়োবচনোদ্গাত্রাদিভ্যোঽঞ্" ইতি অঞ্। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং॥ (১কা—৪অ—২সূ—২ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———০ঃ§ ০ §ঃ০———

ভাষ্যের অভিমত এই যে,—হস্তে এবং পদে মানুষের যে সকল দুর্লক্ষণ থাকে, এই মন্ত্রে সেই সকল দুর্লক্ষণ অপসরণ-পক্ষে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। সামুদ্রিক শাস্ত্রানুসারে, কতকগুলি ললাটের চিহ্ন যেমন দুর্লক্ষণ প্রকাশ করে; হস্ত-পদের কতকগুলি চিহ্নও সেইরূপ দুর্লক্ষণ প্রকাশক। এই মন্ত্রে দুর্লক্ষণ দূর করিবার জন্য প্রথমে সাধারণভাবে সবিতা-

দবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে; তার পর, বিশেষভাবে হস্তের ও পদের দুর্লক্ষণ দূর
ারিবার জন্য, বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা আছে। ইহাই মন্ত্রের প্রথম
াদের ভাষ্যানুমোদিত ভাব। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে 'অনুমতিঃ' দেবতার প্রসঙ্গ আছে।
দেবতার স্বরূপ-পরিচয়ে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—'সর্ব্বেষাং অনুমন্ত্রী দেবতা'। সেই দেবতা
ামাদিগের কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আমাদিগের সকল শরীরাবয়বের দুর্লক্ষণকে দূর করুন;—
হাই দ্বিতীয় পাদের প্রথমাংশের প্রার্থনা। ঐ পাদের দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে,
ন্দ্রাদি দেবগণ ঐ অনুমতি দেবতাকে আমাদিগের সৌভাগ্যের জন্য প্রেরণ করেন। ফলতঃ,
াহাবয়বের দুশ্চিহ্নসমূহকে দূর করাই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। ইহাই ভাষ্যের ভাব।

আমরা মন্ত্রার্থে প্রায়ই ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। তবে আমাদিগের বক্তব্য এই যে,
ই মন্ত্রের স্থূলমর্ম্ম—পাপ-সম্বন্ধ-পরিত্যাগের কামনা। মানুষের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যে
পস্থিত হয়, সে কেবল তাহার কর্ম্মের ফল মাত্র। কর্ম্মদ্বারা যে অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়, তাহাই
ৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য-রূপে প্রকাশ পায়। এখানে প্রধানতঃ তাই বলা হইয়াছে,—'দেবগণ
ামাদিগকে পাপকর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি দান করুন। আমরা যেন পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া
র্ভাগ্যের সঞ্চয় না করি।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'হস্তয়োঃ' এবং 'পদোঃ' পদদ্বয়ে ঐ ভাব প্রাপ্ত
ই। আমাদিগের সন্ধ্যার মন্ত্রে আচমন উপলক্ষে যে প্রার্থনা আছে,—"যদহ্না (যদ্রাত্র্যা বা)
াপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহ-(রাত্রি) স্তদবলুম্পতু";
ামরা মনে করি, এখানে এই ভাব পরিব্যক্ত। মানুষ হস্তের দ্বারা, পদের দ্বারা এবং
ান্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা নানা অপকর্ম্ম করিয়া থাকে। তাহাতে নানাপ্রকারে পাপ
প্রাত হয়। সেই সকল পাপ দূরীকরণের জন্য, আপনার পরম মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া,
ন্ত্রোচ্চারণকারী এখানে কহিতেছেন,—'হে দেবগণ! আপনারা আমার সর্ব্ববিধ পাপ-
ার্য্যে আমায় বিরত করুন।'

উপসংহারে "অনুমতিঃ" দেবতার বিষয় এবং দেবগণ কর্ত্তৃক আমাদিগের সৌভাগ্যের
ন্য আমাদিগের নিকট তাঁহাকে প্রেরণের বিষয় লিখিত হইয়াছে। উহার মর্ম্ম কি, তাহা
কটু বিবেচনা করিয়া দেখুন। অনেক দেবতাকে আমরা অনুভবে অন্তরে ধারণা করিতে
ারি। বিবেক-বাণী-রূপে দেবতারা অনেক সময় আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হন।
অনুমতিঃ' দেবতায় সেই ভাব প্রকাশ পায়। ভাষ্যের 'সর্ব্বেষাং অনুমন্ত্রী দেবতা'
াক্যেও এই আভাষ প্রাপ্ত হই। সেই দেবতা আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া
ামাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করেন—সৎকার্য্য-সাধনে সুমন্ত্রণা দেন—মনে হয়, এই
ন্যই তাঁহার নাম 'অনুমতিঃ' দেবতা। 'সেই অনুমতি দেবতা দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত
ন,'—এরূপ বাক্যের মর্ম্ম এই যে,—'দেবভাব হইতেই অনুমতি দেবতাকে প্রাপ্ত
ওয়া যায়, অর্থাৎ বিবেকবাণীরূপা অথবা অনুভবযোগ্যা যে দেবতার কৃপা, দেবভাবসমূহই
ামাদিগকে তাহা প্রদান করেন। দেবতার অনুগ্রহ, আমরা আমাদিগের সৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম
র্থাৎ দেবভাব হইতেই প্রাপ্ত হই।' (১কা—৪অ—২সূ—২ম)॥

—— • ——

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

যত্ত আত্মনি তন্বাং ঘোরং অস্তি যদ্বা

কেশেষু প্রতিচক্ষণে বা।

সর্ব্বং তদ্বাচাপ হন্মো বয়ং দেবস্ত্বা

সবিতা সূদয়তু ॥ ৩ ॥

পদ-পাঠঃ।

যৎ। তে। আত্মনি। তন্বাং। ঘোরং। অস্তি। যৎ। বা।

কেশেষু। প্রতিঽচক্ষণে। বা।

সর্ব্বং। তৎ। বাচা। অপ। হন্মঃ। বয়ং। দেবঃ। ত্বা।

সবিতা। সূদয়তু ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জীব (অহমিতি ভাবঃ) ! 'দেবঃ' (দ্যোতমান্) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রেরকো দেবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সূদয়তু' (শ্রেয়সে প্রেরয়তু) ; 'তে' (তব) 'আত্মনি' (হৃদি) 'তন্বাং' (শরীরে, দেহে) 'যৎ' (পরিদৃশ্যমানং বা অনুভূয়মানং) 'ঘোরং' (পাপং, অজ্ঞানতারূপং) 'অস্তি' (বিদ্যতে), 'বা' (অথবা) 'কেশেষু' (শিরোরুহেষু, মস্তিষ্কেষু) 'প্রতিচক্ষণে' (দর্শনসাধনে চক্ষুষি) 'যৎ' (পাপং) অস্তি, 'তৎ' (তাদৃশং) 'সর্ব্বং' (আভ্যন্তরং বাহ্যং চ সকলং পাপং) । 'বয়ং' (ভগবদনুগ্রহপ্রার্থনাকারিণঃ) 'বাচা' (মন্ত্ররূপয়া,

মন্ত্রশক্ত্যাঃ) 'অপহন্মঃ' (অপহিংস্মঃ, অপসারয়ামঃ, অপসারণসমর্থা ভবাম ইতি ভাবঃ) যদা সবিতৃদেবঃ কৃপাপরায়ণো ভবতি, মন্ত্রশক্তিসাহায্যেন বয়ং সর্ব্বপাপক্ষালনসমর্থা ভবামঃ। হে জীব! ত্বং দেবানুগ্রহং প্রার্থয় ; পাপমার্গং পরিত্যাগং কুরু। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধন-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১কা—৪অ—২সূ—৩ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জীব ! (আত্মোদ্বোধন) দ্যোতমান্ জ্ঞানপ্রেরক সবিতাদেব তোমাকে শ্রেয়োদান করুন ; তাহাতে, তোমার হৃদয়ে ও দেহে অনু-ভূয়মান বা পরিদৃশ্যমান্ যে পাপ (অজ্ঞানতা-রূপ যে ঘোর) বিদ্যমান্ রহিয়াছে, অথবা তোমার শিরোভাগে মস্তিষ্কে এবং দৃষ্টিসাধনভূত নেত্রে যে পাপ বিদ্যমান্ আছে ; বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সেই সকল পাপকে, ভগবদনুগ্রহপ্রার্থনাকারী আমরা, মন্ত্রশক্তি দ্বারা অপহত করি (দূরীভূত করিতে সমর্থ হইব। জ্ঞানপ্রেরক সবিতা দেবতা কৃপাপরায়ণ হইলে, মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে আমরা আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার পাপনাশে সমর্থ হইব—ইহাই ভাবার্থ)। (১কা—৪অ—২সূ—৩ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে দুর্লক্ষ্মোপেত পুরুষ! হে ... আত্মনি, আত্মীয়ায়াং তন্বাং শরীরে ঘোরং ভয়ঙ্করং দুর্লক্ষণং (যদ) অস্তি। যদ্বা আত্মনি শরীরোপলক্ষিতে পুরুষে ঘোরং ভয়ঙ্করং পাপং তন্বাং শরীরে দুর্লক্ষণং যদ্ আস্তি। বা অথবা কেশেষু শিরোরুহেষু অথবা প্রতিচক্ষণে দর্শনসাধনে চক্ষুষি যদ্ ঘোরং অস্তি॥ চক্ষিঃ পঞ্চাত্তিকর্ম্মা। করণে ল্যুট্। "অসনয়োশ্চ" ইতি খ্যাঞাদেশপ্রতিষেধঃ॥ তদ্ অভ্যন্তরং বাহ্যং চ সর্ব্বং ঘোরজাতং বয়ং প্রয়োগকুশলাঃ বাচা মন্ত্ররূপয়া অপহন্মঃ হিংস্মঃ॥ হন হিংসাগত্যোঃ। অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। 'সাবেকাচ-স্তৃতীয়াদির্বিভক্তিঃ" ইতি বাচ উত্তরস্যাস্তৃতীয়ায়া উদাত্তত্বং॥ অনিষ্টনিবৃত্তিং বিধায় ইষ্টপ্রাপ্তিং প্রার্থয়তে। দেবঃ দ্যোতনাত্মকঃ সবিতা প্রেরকো দেবঃ ত্বা ত্বাং সূদয়তু শ্রেয়সে প্রেরয়তু। দূরগতদুর্লক্ষণং ত্বাং শ্রেয়সা সংবর্দ্ধং করোতু ইত্যর্থঃ। ষূদ ক্ষরণে॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের ভাব বড়ই জটিল। মন্ত্রের সম্বোধ্যই বা কে, আর প্রার্থনাই বা কি,—ভাষ্যা-নুসরণে তাহা বোধগম্য হওয়া বড়ই কঠিন। ভাষ্যের ভাব এই যে,—এখানে দুর্লক্ষণাক্রান্ত পুরুষকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্ররূপ বাক্য যেন বলিতেছেন—হে দুর্লক্ষ্মোপেত পুরুষ!। তোমার

আত্মীয়স্থানীয় শরীরে যে ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণ (দুশ্চিহ্ন) বিদ্যমান্ আছে, অথবা তোমার শরীরোপহিত পুরুষে যে ভয়ঙ্কর পাপ (চিহ্ন) রহিয়াছে ; অথবা শিরঃস্থিত কেশে বা শিরোরূঢ় যে পাপ (দুশ্চিহ্ন) অথবা তোমার দর্শনসাধনভূত চক্ষুতে যে ঘোর (পাপ দুশ্চিহ্ন) আছে ; সেই আভ্যন্তর ও বাহ্য সর্ব্ববিধ পাপসমূহকে, আমরা প্রয়োগকুশল মন্ত্ররূপ বাক্য দ্বারা অপহনন করিতেছি।' এইরূপে অনিষ্ট-নিবৃত্তি করিয়া, পরিশেষে ইষ্ট প্রার্থনা করা হইতেছে,—"দ্যোতমানাত্মক সবিতা (প্রেরক) দেব তোমাকে শ্রেয়োমার্গে প্রেরণ করুন। দুর্লক্ষণ দূর করিয়া তিনি তোমার সহিত শ্রেয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া দিউন।' ভাষ্যে মন্ত্রের এইরূপ অর্থ প্রকটিত দেখি।

এখন আমাদের ব্যাখ্যার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে প্রার্থী প্রথমে আপনাকে আপনিই সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে জীব! হে 'অহং'! ভগবানের অনুগ্রহ-প্রার্থনাকারী আমরা, দেবতার পূজাপরায়ণ আমরা, দেবতার অনুগ্রহে, মন্ত্রশক্তির প্রভাবে, সকল প্রকার পাপকে অপসৃত করিব। সে পক্ষে প্রথমে তুমি জ্ঞানপ্রেরক সেই সবিতা-দেবতার দ্বারে অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হও; জ্ঞানদাতা সেই দেবতা তোমায় অনুগ্রহ করিবেন—তোমার শ্রেয়োবিধান করিবেন। তাঁহার সেই অনুগ্রহের ফলে, জ্ঞানোদয়ের প্রভাবে, তোমার সকল প্রকার পাপ দূরীভূত হইবে। তোমার অন্তরে পাপ আছে ; তুমি কত প্রকার কু-কল্পনার দ্বারা কত প্রকার পাপই সঞ্চয় করিতেছ। সেই যে পাপ, তাহাই তোমার 'আত্মনি ঘোরং' (অন্তঃস্থ পাপ)। তার পর, ভাবিয়া দেখ দেখি—তোমার দেহের দ্বারা তুমি কত প্রকার পাপই না করিতেছ! সেই পাপই তোমার 'তন্বাং ঘোরং' (শরীরকৃত পাপ)। উহার এক পাপ অনুভূয়মান ; অন্য পাপ পরিদৃশ্যমান। ('যৎ' পদ সেই ভাব প্রকাশ করে)। এই যে উভয়বিধ পাপ, অথবা তোমার মস্তিষ্ক যে পাপে ঘেরিয়া আছে, তোমার দর্শনে যে পাপ ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে, তোমার কলুষচিন্তার ফলে যে পাপ সঞ্জাত হইয়াছে, তোমার দর্শন বা কুদৃষ্টি দ্বারা যে যে পাপ সঞ্চয় করিতেছ, তোমার আভ্যন্তর ও বাহ্য সেই সকল প্রকার পাপই (ঘোর অন্ধতামস) অপসৃত হইবে;—দেবতার কৃপালাভে সমর্থ হইলে, এই মন্ত্রশক্তির প্রভাবে, আমরাই সকল পাপকে দূর করিতে সমর্থ হইব।' এইরূপ আত্মোদ্বোধনের ভাবই এই মন্ত্রে লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহার মন্ত্রের দুই তিনটী পদের অর্থ-বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখুন। 'আত্মনি' ও 'তন্বাং' ঐ দুই পদে 'আভ্যন্তরীণ' ও 'বাহ্য' এই দুই ভাব প্রকাশ করে। সেই লক্ষ্য-হেতুই 'আত্মনি' পদে 'আত্মীয়ানাং' প্রতিবাক্য আমরা গ্রহণ করি নাই। 'ঘোরং' পদে যে পাপকে বুঝায়, তাহা অজ্ঞানতা-নিবন্ধন। 'কেশেষু' পদে 'চুলের মধ্যে' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, আমরা 'মস্তিষ্কেষু' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যের 'শিরোরূঢ়েষু' পদেই সেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'প্রতিচক্ষণে' পদে 'আমাদিগের দৃষ্টিতে' এই ভাব আসে। 'সর্ব্বং' পদ বাহ্যাভ্যন্তর সকল পাপকে লক্ষ্য করিতেছে। "বয়ং বাচা হন্মঃ"—এই বাক্যাংশে মন্ত্র যে ইহা বলিতেছেন, এ ভাব আমরা গ্রহণ করি না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমরা

নির্দ্দেশ করি, মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'যদি সবিতা দেবতা কৃপাপরায়ণ হন, যদি জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হই, মন্ত্রশক্তি দ্বারা আমরা আপনারাই আমাদিগের সকল পাপকে দূরীভূত করিতে পারিব।' মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১কা—৪অ—২সূ—৩ম)।

—— • ——

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্র।)

রিশ্যপদীং বৃষদতীং গোষেধাং বিধমামুত।

বিলিঢ্যং ললাম্যং১ তা অস্মন্নাশয়ামসি ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-পাঠ।

রিশ্যঽপদীং। বৃষঽদতীং। গোঽসেধাং। বিঽধমাং। উত ॥

বিঽলীঢ্যং। ললাম্যং। তাঃ। অস্মৎ। নাশয়ামসি ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! অস্মাকং কর্ম্মশক্তিং 'রিশ্যপদীং' (বক্রগতিবিশিষ্টাং, হিংসাদ্বেষাদি-ক্রূরকর্ম্মান্বিতাং) 'বৃষদতীং' (স্থূলদন্তাং সদ্ভাবচর্ব্বণকারিণীং) 'গোসেধাং' (বিকৃতগমনাং, বিপথানুবর্ত্তিনীং) 'বিধমাং' (বিকৃতবিরুদ্ধস্বরবিশিষ্টাং, মিথ্যাভাষণশীলাং) মা কুরু; 'উত' (অপিচ) 'তাঃ' (সর্ব্বাঃ, অসদ্বৃত্তীঃ) 'অস্মৎ' (অস্মৎ সকাশাৎ) 'নাশয়ামসি' (বিনাশয়, বিদূরয়); তথা 'ললাম্যং (অদৃষ্টগতং) 'বিলীঢ্যং' (ভুক্ত শ্যং, কর্ম্মফলভোগং) নাশয় ইতি শেষঃ। হে ভগবন্! মম প্রবৃত্তিঞ্চ কর্ম্মশক্তিং অসন্মাগানুসারিণীং মা কুরু; পরন্তু কর্ম্মশক্তিপ্রভাবেন যেন অহং অদৃষ্টগতিপরিবর্ত্তনসামর্থ্যং লভামি, তৎ বিধেহি। (১কা—৪অ—২সূ—৪ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদিগের কর্ম্মশক্তিকে হিংসাদ্বেষাদি ক্রূরকর্ম্মান্বিতা, সদ্ভাবনাশকারিণী, বিপথানুবর্ত্তিনী ও মিথ্যাভাষণশীলা করিবেন না; অপিচ, ঐ সকল অসদ্বৃত্তিকে আমাদিগের নিকট হইতে বিদূরিত

করুন; আর, আমাদিগের অদৃষ্টগত কর্ম্মফলভোগকে (আমাদিগের কর্ম্ম দ্বারাই) নিঃশেষ করিয়া দেন। (১কা—৪অ—২সূ—৪ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

ঋশ্যপদীং ঋশ্যস্য সারঙ্গস্যেব পাদৌ যস্যাঃ সা ঋশ্যপদী ঈদৃশদুর্লক্ষণোপেতা স্ত্রী তাং॥ "সপ্তম্যুপমানপূর্ব্বপদস্য বহুব্রীহির্ব্বাচোত্তরপদলোপশ্চ" ইতি বহুব্রীহিসমাসে "পাদস্য লোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ" ইতি পাদশব্দস্য অন্ত্যলোপঃ। "পাদোঽন্যতরস্যাং" ইতি ঙীপ্। ভসংজ্ঞায়াং "পাদঃ পৎ" ইতি পদ্ভাবঃ॥ তথা বৃষদতীং। বৃষস্যেব দন্তা যস্যাঃ সা বৃষদতী স্থূলদন্তা নারী (তাং)॥ পূর্ব্ববদ্ বহুব্রীহৌ "অগ্রান্তশুদ্ধশুভ্রবৃষবরাহেভ্যশ্চ" ইতি দন্তশব্দস্য দতৃ আদেশঃ। "উগিতশ্চ" ইতি ঙীপ্॥ তথা গোসেধাং গৌরিব সেধতি গচ্ছতীতি গোসেধা স্ত্রী তাং॥ ষিধু গত্যাং। পথাদ্য॰॥ তথাবিধ মাং বিকৃতং ধমতি শব্দায়তে ইতি বিধমা (তাং)॥ ধ্মা শব্দাগ্নিবক্ত্রসংযোগয়োঃ। অস্মাৎ পাঘ্রা ধ্মাধেড্দৃশঃ শঃ" ইতি শপ্রত্যয়ঃ। "পাঘ্রাধ্মাস্থাম্নাদাণ্দৃশ্যর্ত্তি॰" ইত্যাদিনা ধমাদেশঃ॥ ফূৎকারাদিবিবিধশব্দ-কারিণীং ইত্যর্থঃ। যদ্বা॥ ধমতির্গতিকর্ম্মা ইতি যাস্কঃ (নি০ ৬।২)॥ বিকৃতগমনাং। উতশব্দঃ অপ্যর্থে। তাঃ সর্ব্বা ঋশ্যপদ্যাদ্যাঃ অস্মৎ অস্মত্ত সকাশাৎ নাশয়ামসি নাশয়ামঃ। অস্মৎ-সম্বন্ধীনাং স্ত্রীণাং ঋশ্যপদীত্বাদিরূপং যদ্দুর্লক্ষ্ম তদ্মন্ত্রপ্রভাবাৎ নিবর্ত্তয়াম ইত্যর্থঃ। ণশ অদর্শনে। "ইদন্তো মসি"॥ তথা ললাম্যং ললামস্থানে ললাটপ্রান্তে ভবং। "শরীরাবয়বাচ্চ" ইতি যৎ। "তিৎস্বরিতঃ" ইতি স্বরিতত্বং॥ তথাবিধং বিলীঢ়াং বিশেষেণ লীঢং বিলীঢং। লিহ আস্বাদনে। ■বে নিষ্ঠা। "হো ঢঃ" ইতি ঢত্বং। "ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ" ইতি ধত্বং। ততঃ ষ্টুত্বে কৃতে "ঢো ঢে লোপঃ" ইতি ঢলোপে "ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণঃ" ইতি দীর্ঘঃ॥ বিলীঢ় ভবং বিলীঢ্যং॥ "ভবে ছন্দসি" ইতি যৎ। পূর্ব্ববৎ স্বরিতত্বং॥ বিলীঢ়মিব স্থিতং কেশানাং প্রাতিলোম্যরূপং ললাটপ্রান্তে বর্ত্তমানং যদ্দুর্লক্ষ্ম তদপি নাশয়াম ইত্যর্থঃ। অত্র ঋশ্যপদীত্বাদীনি স্ত্রীণামেব দুর্লক্ষণানি ন পুরুষাণাং ইত্যভিপ্রায়েণ তত্র স্ত্রীলিঙ্গনির্দ্দেশঃ। (যদ্) বিলীঢ্যরূপং তদ্দুর্লক্ষণং স্ত্রীপুরুষোভয়সাধারণং ইতি ততঃ পার্থক্যেন নির্দ্দেশঃ॥ ৪॥

ইতি চতুর্থেঽনুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— §ঃ০○০ঃ§ ——

ভাষ্যানুসরণে এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাষণে বড়ই উদ্বেগ পাইতে হইল। ভাষ্যে প্রকাশ,—এই মন্ত্রের লক্ষ্য—দুর্লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীগণ। তদনুসারে প্রথম 'রিশ্যপদীং' (পাঠান্তরে 'ঋশ্য-পদীং') পদের অর্থ করা হয়—যে স্ত্রীর পদদ্বয় হরিণের শৃঙ্গের ন্যায় বক্র; এবং ঐ পদে সেইরূপ বক্রপদবিশিষ্ট স্ত্রীকে বুঝাইতেছে। দ্বিতীয়—'বৃষদতীং'। ভাষ্যানুসারে ঐ পদে 'বৃষের ন্যায় দন্তবিশিষ্ট 'স্থূলদন্ত' স্ত্রীকে বুঝায়। তৃতীয়—'গোসেধাং'। ভাষ্য-মতে ঐ পদের অর্থ—'গোরুর মত যে স্ত্রী গমন করে, অথবা যে স্ত্রীর শব্দ বিকৃত, যে স্ত্রী ফুৎকারাদি

বিবিধ বিকৃতশব্দকারিণী' অর্থাৎ যে স্ত্রী বিকৃতগমনশীলা।' তার পর, ভাষ্যকারের ভাব এই যে,—স্ত্রীগণই যেন প্রার্থনা করিতেছেন,—'ঐরূপ ঋশ্যপদাদিজনিত যে সকল দুর্লক্ষণ, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট হইতে আমরা নাশ করিতেছি; অর্থাৎ, মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেছি।' তার পর, 'ললাম্যং' পদে 'ললাটপ্রান্তে উৎপন্ন' এবং 'বিলীঢ্যং' পদে 'কেশসমূহের প্রতিলোম-রূপে ললাটপ্রান্তে বর্ত্তমান যে দুর্লক্ষণ—তাহাকে বুঝায়'। ভাষ্যে এই ভাব প্রকাশমান। 'ঋশ্যপদী' প্রভৃতি পদ ব্যবহারহেতু স্ত্রীগণ-সম্পর্কেই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, এই ভাবই সাধারণতঃ পরিগৃহীত হয়।' কিন্তু বিলীঢ্য-রূপ দুর্লক্ষণ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে—মনে করা যায়। *

এই তো ভাষ্যের ভাব। এখন আমরা যে পথে যে ভাবে যে অর্থ অধ্যাহার করিতেছি, তদ্বিষয়ে একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সম্বোধন এবং কর্ম্মশক্তির সহিত সেই সকল মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয় এই মন্ত্রার্থ-আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করা আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা বলি, এই মন্ত্রের সম্বোধন—ভগবানকে। তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'আমাদিগের কার্য্যশক্তি যেন বিপথগামিনী না হয়। আমাদিগের কর্ম্ম দ্বারা আমরা যেন আমাদিগের ভাগ্যরেখা ললাট-লিপি পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হই।' এখন, সে পক্ষে, মন্ত্রান্তর্গত এক একটী পদের মর্ম্ম উপলব্ধি করুন। প্রথম—'ঋশ্যপদীং'। ঐ পদের ভাব—'বক্রগতিবিশিষ্ট, ক্রূরভাবাপন্ন'। হিংসা-দ্বেষাদির প্রাবল্যে কর্ম্মশক্তিসমূহ 'ঋশ্যপদীং' অর্থাৎ বক্রগতিবিশিষ্টা হইয়া থাকে। এখানে ঐ পদে এই ভাবই পরিব্যক্ত। দ্বিতীয়—'বৃষদতীং'। মূল অর্থ এই যে,—'স্থূলদন্তে চর্ব্বণপরায়ণা'। 'বৃষ' পদে 'অভীষ্ট-বর্ষণের' ভাব আসে; সকভাবেই অভীষ্ট পূরণ হয়। যে দন্ত সেই অভীষ্টকে চর্ব্বণ করে, অভীষ্টপূরণের পথ রোধ করে, এখানে সেই ভাব আসে॥ তৃতীয়—'গোসেধাং'। ঐ পদের ভাব—'বিপথে গমনশীলা'। গো-শব্দের জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিলেও ঐ ভাব প্রাপ্ত হই। 'গো' অর্থাৎ জ্ঞান হইতে চলিয়া যাওয়ার ভাব ('ষিধু গত্যাং' এই ধাত্বর্থানুসারেই) পাওয়া যায়। জ্ঞান-পথ হইতে চলিয়া যাওয়াই—বিকৃত-গমন। 'গোসেধাং' পদ ঐ ভাব প্রকাশ করে। চতুর্থ—'বিধমাং।' বিকৃত বা বিরুদ্ধ স্বরই মিথ্যাভাষণ। যাহা সত্য, তাহা বিকৃত বা বিরুদ্ধ নহে; মিথ্যাই বিকৃত-স্বর। এ পক্ষে ঐ 'বিধমাং' পদে মিথ্যাভাষণ অর্থই প্রাপ্ত হই। 'এই সকল ভাব আমাদিগের কর্ম্মশক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হয়, আমাদিগের কর্ম্মশক্তিকে তাহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিবেন না';—মন্ত্রের প্রথমাংশে এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা অনুসরণ করুন; উহার 'হে ভগবন্!' হইতে 'মা কুরু' পর্য্যন্ত অংশে ঐ প্রার্থনাই প্রকাশমান।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ (আমাদিগের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা' দেখুন)—'তাঃ অস্মৎ

* স্ত্রীগণের পদ ও কেশ প্রভৃতিতে সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ বিদ্যমান্ আছে,—আমাদিগের দেশে আজ পর্য্যন্ত এ ভাব পোষিত হয়। বিবাহ-সম্বন্ধে স্থাপনে ঐ সকল লক্ষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায়। বোধ হয়, এই সকল মন্ত্রের অর্থই ঐরূপ পরীক্ষার ভাব মনে জাগরূক করিয়া রাখিয়াছে।

নাশয়ামসি'। উহার 'নাশয়ামসি' ক্রিয়াকে ভাষ্যকার প্রথম পুরুষের বহুবচনের ক্রিয়াপদ বলিয়া গণ্য করিতেছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদ মধ্যমপুরুষের একবচনের ক্রিয়াপদ। তাই ঐ পদের 'নাশয়ামঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ না করিয়া, আমরা 'বিনাশয়' 'বিদূরয়' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'নাশয়ামঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, 'মন্ত্রশক্তিরূপাঃ বয়ং' এই পদ অধ্যাহার করার প্রয়োজন হয়; এবং তাহাতে এ মন্ত্র কে যে উচ্চারণ করিতেছেন এবং কি উদ্দেশ্যেই যে উচ্চারিত হইতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। এই সকল বিষয় বিচার করিলে, এখানকার ভাব হয় এই যে,—'হে ভগবন! ঐ সকল অসৎ-সংশ্রবকে আমার কর্ম্মশক্তি হইতে দূরে অপসারণ করুন।' মন্ত্রের উপসংহার—'ললাম্যং বিলীঢ়াং নাশয়॥' সূক্তের শেষে, সকল প্রকার প্রার্থনার শেষে, এই প্রার্থনাই সমীচীন ও সঙ্গত হয়,—'হে ভগবন! আমার ললাট-লিপি পরিবর্তন করিয়া দিউন। কর্ম্মফলভোগজনিত কষ্ট আর যে সহ্য হয় না, দেব! হে ভগবন্। সে ক্লেশ দূর করুন। আমার কর্ম্ম দ্বারা আমার অদৃষ্টকে ফিরাইয়া লইবার সামর্থ্য আমাতে আসুক।' মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১কা—৪অ—২সূ—৪ম)।

———•———

তৃতীয়সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

মা নো বিদন্ (১।১৯) শংয়স্তৎ (১।২০) স্বস্তিদাঃ (১।২১) ইতি সূক্তত্রয়স্য অপরাজিতগণে পাঠাৎ তদ্গণসাধ্যেষু সংগ্রামিকাদিকর্ম্মসু বিদ্ম শরস্যেতি প্রথম (১।২) সূক্তবৎ বিনিয়োগোঽনুসন্ধেয়ঃ॥ অত্র "মা নো বিদন্" ইতি সূক্তস্য ব্রহ্মণায়ুধধারণদেবতা-প্রতিমানর্ত্তনহসনাঽদ্ভুতেষু আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। "অথ যত্রৈতদ্ ব্রহ্মণা আয়ুধিনো ভবন্তি" ইতি (কৌ০ ১৩।১২) প্রক্রম্য সূত্রিতং। "মা নো বিদন্ (১।১৯) নমো দেব-বধেভ্যঃ (৬।১৩) ইত্যেতাভ্যাং সূক্তাভ্যাং জুহুয়াৎ। সা তত্র প্রায়শ্চিত্তিঃ। অথ যত্রৈতৎ দৈবতানি নৃত্যন্তি" ইত্যাদি (কৌ০ ১৩।১৩)॥ তথা অনড়ান যদি ধেনোঃ স্তন্যং পিবেৎ তদা এতেন আজ্যং জুহুয়াৎ। তথা চ কৌশিকঃ। "অথ যত্রৈতদ্ অনড্বান্ ধেনুং ধয়তি ইতি প্রক্রম্য 'মা নো বিদন্ নমো দেববধেভ্যঃ ইত্যেতাভ্যাং জুহুয়াৎ' ইতি (কৌ০ ১৩।২১)॥

• • •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথম কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

মা নো বিদন্ বিব্যাধিনো মো অভিব্যাধিনো বিদন্।

আরাচ্ছরব্যা অস্মদ্বিষূচীরিন্দ্র পাতয়॥ ১॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

মা। নঃ। বিদন্। বিঽব্যাধিনঃ। মো। ইতি। অভিঽব্যাধিনঃ। বিদন্। আরাৎ। শরব্যাঃ। অস্মৎ। বিষূচীঃ। ইন্দ্র। পাতয় ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিব্যাধিনঃ' (বিশেষেণ অস্ত্রাদিভিঃ তাড়নশীলাঃ শত্রবঃ, বহির্দ্দেশাদাগতা রিপবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা বিদন্' (প্রাপ্নুবন্তু, আক্রমিতুং সমর্থা মা ভবন্তু); তথা 'অভিব্যাধিনঃ' (সন্নিহিতা ভটাঃ, অন্তরস্থাঃ শত্রবঃ, কামক্রোধাদয়া ইতি যাবৎ) 'মো বিদন্' (নৈব লভন্তাং, অস্মৎ দূরীভূতা ভবন্তু)। 'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন!) 'শরব্যাঃ' (শক্রভির্ব্বহুশো বিনির্মুক্তাঃ শরসংহতীঃ, চতুর্দ্দিক্ষু শত্রূণাং আক্রমণং ইতি যাবৎ) 'বিষূচীঃ' (বিষক্ নানামুখং গতিশীলাঃ সতী) 'অস্মৎ আরাৎ' (অস্মত্তো দূরদেশে) 'পাতয়' (প্রক্ষিপ, শত্রূণাং শরসন্ধানং সর্ব্বথা ব্যর্থং কুরু ইতি ভাবঃ)। হে ভগবন! অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রুঃ উভৌ চ অস্মান্ আক্রমণার্থং নিতরাং প্রধাবতঃ; তয়োরাক্রমণং প্রতিহতং কুরু; তৌ শত্রূ দূরে অপসারয়। ইতোবং প্রার্থনা। (১কা—৪অ—৩সূ—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশেষরূপে অস্ত্র দ্বারা তাড়নশীল শত্রুগণ (বহির্দ্দেশাগত পারিপার্শিক শত্রুগণ) আমাদিগকে আক্রমণ করিতে যেন সমর্থ না হয়; সন্নিহিত শত্রুগণ (অন্তরস্থিত কামক্রোধাদি রিপুশত্রুগণ) আমাদিগের নিকট হইতে দূরীভূত হউক। হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন (ভগবন্ ইন্দ্রদেব)! শত্রুগণ কর্তৃক বহু দিক হইতে নিক্ষিপ্ত শরসমূহ (শত্রুগণের সর্ব্বতোমুখী আক্রমণ), নানামুখে গতিশীলা হইয়া, আমাদিগের নিকট হইতে দূরদেশে পতিত হউক (প্রার্থনা,—আমাদিগের প্রতি শত্রুগণের শর-সন্ধান সর্ব্বথা ব্যর্থ হউক)। (১কা—৪অ—৩সূ—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

বিব্যাধিনঃ বিশেষেণ অস্ত্রাদিভিস্তাড়নশীলাঃ শত্রবঃ নঃ অস্মান্ যুধ্যমানান্ মা বিদন্ মা লভন্তাং মা প্রাপ্নুবন্তু॥ বিদ্লৃ লাভে। অস্মাৎ মাঙি লুঙ "পুষাদিদ্যুতাদ্লৃদিত পরস্মৈপদেষু" ইতি চ্লেঃ অঙ্ আদেশঃ। "ন মাঙ্‌যোগে" ইতি অভাবঃ। বিব্যাধিনা ইতি।

বাধ্ তাড়নে। অস্মাদ্ বিপূর্ব্বাৎ "সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে" ইতি ণিনিঃ॥ তথা অভি-ব্যাধিনঃ অভিমুখং আগতঃ বিধ্যন্তি হিংসন্তীত্যভিব্যাধিনঃ প্রত্যর্থিনঃ সন্নিহিতা ভটাঃ॥ পূর্ব্ববদ্ ণিনিঃ। তে পি মো বিদন্ মৈব লভন্তাং। দূরস্থাঃ সন্নিহিতাশ্চ ভটা ন অস্মান্ স্পৃশন্তু ইত্যর্থঃ॥ অধুনা শত্রুসম্বন্ধীনি শস্ত্রাণ্যপি ন অস্মৎসমীপদেশং প্রাপ্নুবন্তু ইতি প্রার্থয়তে। হে ইন্দ্র পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত দেব! শরব্যাঃ শত্রুভির্বহুশো বিনির্মুক্তাঃ শরসংহতীঃ বিষূচীঃ বিষক্ নানামুখং অঞ্চনশীলাঃ সতীঃ অস্মৎ আরাৎ অস্মত্তো দূরদেশে পাতয় প্রক্ষিপ॥ শরব্যা ইতি। শৄস্বৃস্নিহিত্রপ্যসীত্যাদিনা (উ০ ১।১০) ঔণাদিক উপ্রত্যয়ঃ। শরুশব্দাৎ "উগবাদিভ্যো যৎ" ইতি যৎ। "ওর্গুণঃ" ইতি গুণে "বান্তো যি প্রত্যয়ে" ইতি অব্ আদেশঃ। "তিৎস্বরিতঃ" ইতি স্বরিতত্বং। "অন্যারাদিতরর্ত্তে" বতি অস্মচ্ছব্দাৎ পঞ্চমী। বিষূচীরিতি। অঞ্চু গতিপূজনয়োঃ। অস্মাদ্ বিষুশব্দোপপদাৎ "ঋত্বিগ্দধৃক্স্রগ্দিগুষ্ণিগঞ্চুযুজিক্রুঞ্চাম ইতি কিন্। "অনিদিতাম্" ইতি নলোপঃ। "অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানং" ইতি ঙীপি ভসংজ্ঞায়াং "অচঃ" ইত্যকারলোপে "চৌ" ইতি দীর্ঘত্বং॥ (১কা—৪অ—৩সূ—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই নূতন সূক্তে আবার নূতন প্রকারের প্রার্থনা আরম্ভ হইল। সূক্তানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—এই সূক্তটি এবং ইহার পরবর্ত্তী আরও দুইটী সূক্ত সংগ্রামে বিজয়-শ্রী-লাভের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়। "বিদ্মা শরস্য" (১কা—২সূ) প্রভৃতি মন্ত্রের ন্যায় এই সূক্তের মন্ত্রাদির বিনিয়োগ-বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। আয়ুধ-ধারণ প্রভৃতি সংক্রান্ত আজ্যহোমে 'মা নো বিদন্' ইত্যাদি সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ হইবে। এ বিষয়ের আর আর বিধি, কর্ম্মীর নিকট অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

এক্ষণে মন্ত্রের ব্যাখ্যার বিষয় কথিত হইতেছে। আমাদের ব্যাখ্যা প্রায়ই মন্ত্রের অনুসারী আছে। তবে যুদ্ধজয়-ব্যাপারে মন্ত্রের প্রয়োগ আছে—এই মাত্র লক্ষ্য রাখিয়া, মন্ত্রের অর্থে ভাষ্যকার যে দূরস্থ ও নিকটস্থ যোদ্ধা-সৈনিকের শরনিক্ষেপ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রটী বিহিত হইয়াছে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা সে ভাব সম্পূর্ণ পরিগ্রহ করি নাই। আমাদের মত এই যে,—এই মন্ত্রে আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ সংগ্রাম-ক্ষেত্রের চিত্র চিত্রিত আছে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের বহিঃশত্রুকে আপনি দূরীভূত করুন; আমাদিগের অন্তরস্থ শত্রুও আপনার প্রভাবে বিনাশ-প্রাপ্ত হউক।' ইন্দ্র-সম্বোধনে এখানে দেবাসুরের যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে; আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের যুদ্ধের বিষয়ও খ্যাপন করা যায়। যে দৃষ্টিতে যিনি দেখিবেন, মন্ত্রে সেই ভাবই আমনন করিতে পারিবেন। তবে আমাদের লক্ষ্য—সেই এক। সে পক্ষে প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু উভয় শত্রু আমাদিগকে আক্রমণার্থ নিরত শর-সন্ধান করিয়া আছে; আপনি তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিহত করুন,—সেই দুই প্রকারের শত্রুকে দূরে অপসারণ করিয়া দেন। একদিকে কামাদি রিপুগণের প্রলোভন-

রূপ শর, অন্যদিকে অপকর্ম্মের ফলস্বরূপ পারিপার্শ্বিক বিপদ-পরম্পরা-রূপ শর,—দ্বিবিধ শত্রুর নিক্ষিপ্ত দুই প্রকার শর,—চারিদিক হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। হে ভগবন্! সেই সকল শত্রুর আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' ইহাই এখানকার প্রার্থনা। (১কা—৪অ—৩সূ—১ম)॥

—— • ——

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ)।

বিষ্বঞ্চো অস্মচ্ছরবঃ পতন্তু যে অস্তা যে চাস্যাঃ।

দৈবীর্ম্মনুষ্যেষবো মমামিত্রান্ বি বিধ্যত॥ ২॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

বিষ্বঞ্চঃ। অস্মৎ। শরবঃ। পতন্তু। যে। অস্তাঃ। যে। চ। আস্যাঃ।

দৈবীঃ। মনুষ্যঽইষবঃ। মম। অমিত্রান্। বি। বিধ্যত॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শরবঃ' (শরাঃ, হিংসকাঃ, শত্রবঃ) তে 'অস্মৎ' (অস্মত্তঃ সকাশাৎ) 'বিষ্বঞ্চঃ' (বিবিধগমনাঃ, বিপরীতমার্গগামিনঃ) 'পতন্তু' (নিপতন্তু, অস্মৎ পরিত্যজ্য অন্যত্র গচ্ছন্তু); 'যে' (শরাঃ, শত্রবঃ) 'অস্তাঃ' (শত্রুভিঃ ধনুর্যন্ত্রেন বিনির্ম্মুক্তাঃ, অস্মান্ আক্রমণার্থং অস্মাকং প্রতি প্রধাবিতাঃ) 'যে চ' (যে শরাশ্চ) 'আস্যাঃ' (ক্ষেপ্তব্যাঃ, তূণীরে সংগৃহীতাঃ, অস্মাকং অভিমুখেন প্রযুক্তাঃ) তে সর্ব্বে বিপরীতমার্গেণ নিপতন্তু ইতি শেষঃ। 'দৈবীঃ' (দেব-সম্বন্ধিন্যঃ অস্ত্রাণি, অস্মাকং হৃদিস্থিতাঃ সদ্ভাবাদয়ঃ) তথা 'মনুষ্যেষবঃ' (মনুষ্যাণাং সম্বন্ধিন্যঃ শস্ত্রাণি, অস্মদীয়ানাং মনুষ্যোচিতেন কর্ম্মণা সঞ্জাতাঃ আয়ুধাঃ) 'মম' (মদীয়ান্) 'অমিত্রান্' (শত্রূন্) 'বি বিধ্যত' (মারয়ন্তু)। হে ভগবন্! অস্মাকং সকলশত্রুভয়ং বিদূরয় শত্রুসংহারায় অস্মান্ সামর্থ্যঞ্চ দেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১কা—৪অ—৩সূ—২ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হিংসাকারী শত্রুগণ! আমাদিগের নিকট হইতে তোমরা বিপরীত পথে গমন কর (আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাও); যে শত্রু-

আমাদিগকে আক্রমণের জন্য আমাদিগের অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে, যে শত্রুগণ আমাদিগকে আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইতেছে, তাহারা সকলে বিপরীত পথে নিপতিত হউক। 'দৈবীঃ' অর্থাৎ দেব-সম্বন্ধীয় অস্ত্রাদি (আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবাদি) এবং 'মনুষ্যেষবঃ' (অর্থাৎ মনুষ্য-সম্বন্ধীয় অস্ত্রাদি) অর্থাৎ আমাদিগের মনুষ্যোচিত কর্ম্মদ্বারা সঞ্জাত আয়ুধাদি, আমাদিগের ঐ শত্রুদিগকে সংহার করুক। (১কা—৪অ—৩সূ—২ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

শরবঃ শরাঃ হিংসকাঃ॥ শৄ হিংসায়াং। শৄস্বৃস্নিহি (উ০ ১।১০) ইত্যৌণাদিক উপ্রত্যয়ঃ। তত্র ধান্যে নিৎ (উ০ ১।৯) ইত্যনুবৃত্তেঃ "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ তে অস্মৎ অস্মত্তঃ সকাশাৎ বিষ্বঞ্চঃ বিবিধগমনাঃ পতন্তু নিপতন্তু। অস্মান্ পরিত্যজ্য অন্যত্র গচ্ছন্তু ইত্যর্থঃ। তান্ শরান্ বিশিনষ্টি। যে শরাঃ অস্তাঃ শত্রুভির্ধনুর্যন্ত্রেণ বিনির্মুক্তাঃ॥ অসু ক্ষেপণে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। "যস্য বিভাষা" ইতি ইট্প্রতিষেধঃ॥ তথ যে চ শরাঃ অস্যাঃ ক্ষেপ্তব্যাঃ তূণীরে সংগৃহীতাঃ। তে সর্ব্বে নিপতন্তু ইতি যোজনা॥ অসু ক্ষেপণে ইত্যস্মাৎ "ঋহলোর্ণ্যৎ" ইতি ণ্যৎপ্রত্যয়ঃ॥ পূর্ব্বং শত্রুশরাণাং লক্ষ্যাবেধলক্ষণং বৈয়র্থ্যং প্রার্থ্য অধুনা স্বকীয়ানাং শত্রুরূপস্য (লক্ষ্যস্য) হিংসকত্বং প্রার্থয়তে। দৈবীঃ দেবসম্বন্ধিন্যঃ আগ্নেয়বারুণাদিরূপাণি অস্ত্রাণি॥ দেবশব্দাৎ "তস্যেদং" অর্থে "দেবাদ্ যঞঞৌ" ইতি অঞ্প্রত্যয়ঃ। "টিড্ঢাণঞ্০" ইত্যাদিনা ঙীপ্। "(বা)০ছন্দসি" ইতি জসি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং॥ তথা মনুষ্যেষবঃ মনুষ্যাণাং অস্মদীয়ানাং সম্বন্ধিন্য ইষবঃ শস্ত্রাণি উভয়বিধান্যা ইষবঃ অস্মদীয়ৈর্যোদ্ধৃভিঃ মনুষ্যৈর্বিমুচ্যমানাঃ মম মদীয়ান্ অমিত্রান্ ন বিদ্যতে মিত্রং এষাং ইতি অমিত্রাঃ শত্রবঃ॥ বহুব্রীহৌ "নঞসুভ্যাং" ইতি উত্তরপদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে "নঞো জরমরমিত্রমৃতা" ইতি উত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ তান্ শত্রূন্ বিবিধ্যন্ত মারয়ন্তু॥ ব্যধ তাড়নে॥ লোটি দিবাদিত্বাৎ শ্যন্। তস্য ঙিত্ত্বাৎ "গ্রহিজ্যাবয়িব্যধিবষ্টি০" ইত্যাদিনা সম্প্রসারণং। "তিঙাং তিঙো ভবন্তীতি বক্তব্যং" ইতি হেস্থিপ্। "তিঙ্ঙঃতিঙঃ" ইতি নিপাতঃ॥ (১কা—৪অ—৩সূ—২ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রে মানুষের সহিত মানুষের যুদ্ধের বিষয় প্রখ্যাপিত। তাহা হইতে দেবাসুরের যুদ্ধ অথবা আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের যুদ্ধ অধ্যাহার করা যায়। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের প্রথম পাদের অর্থ এই যে,—'শত্রুর যে শর ধনু হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছে, তাহারা অন্য পথে গমন করুক; আর যে শর তূণীরে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারও নিপতিত অর্থাৎ ব্যর্থ হউক।' শত্রুর শর-সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, পরিশেষে

আপনাদিগের শরের কার্য্যকারিতা-বিষয়ে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—আমাদিগের পক্ষে 'দৈবীঃ' অর্থাৎ আগ্নেয়বারুণাদিরূপ অস্ত্রসমূহ, আর 'মনুষ্যেষবঃ' এই মনুষ্য আমাদিগের প্রযুক্ত অস্ত্রাদি আমাদিগের শত্রুগণের সংহার সাধন করুক।' এখানে মানুষে মানুষে যুদ্ধে এক পক্ষে দেবতাগণের সহায়তা প্রার্থনা করা হইতেছে, অন্য পক্ষে আপনাদিগের কৃতিত্বেরও কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাষ্যকার যে পথে মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাষণে প্রয়াস পাইয়াছেন, আমরাও সেই পথেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। তবে সে ব্যাখ্যাতেও আমাদিগের ভাব ভাষ্যের ভাব হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা মনে করি, এ মন্ত্রের মুখ্য সম্বোধন—ভগবানকে। তাঁহার অনুগ্রহে আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার শত্রু বিনষ্ট হউক,—ইহাই প্রার্থনা। শত্রু বা শর বলিতে এখানে হৃদয়স্থিত কামক্রোধাদি রিপু-শত্রুকে লক্ষ্য আছে। শর—প্রলোভনাদি-রূপ তাহাদিগের কর্ম্ম। 'তাহাদিগের যে কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা আমাদিগের প্রতি যে শর পরিত্যাগ (নিক্ষেপ) করিয়াছে, সে শর বা সে কর্ম্ম অন্যদিকে বিপরীত-পথে গমন করুক';—এইরূপ প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'শত্রুশরের কার্য্য—হিংসাদি—আমাদিগের মধ্যে যেন আর কার্য্যকারী না হয়।' দ্বিতীয়তঃ, 'তাহাদিগের যে শর তূণীরে বিনিযুক্ত হইতেছে, তাহা নিপতিত (ব্যর্থ) হউক।' ইহার ভাব এই যে,—'শত্রুর প্রলোভনাদি যেন আমাদিগের প্রতি আদৌ কার্য্যকরী না হয়।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথম পাদের ইহাই মর্ম্মার্থ।

দ্বিতীয় পদের 'দৈবীঃ' পদের অর্থ 'আগ্নেয়াদি অস্ত্র' বলিয়া আমরা মনে করি না। রিপু দমন পক্ষে দেবভাব সত্ত্বভাবই প্রধান অস্ত্র। এখানে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে,—'দৈবী অস্ত্র অর্থাৎ আমার হৃদভ্যন্তরস্থিত সত্ত্বভাবসমূহই আমার শত্রুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হউক।' তার পর বলা হইয়াছে,—'আমার মনুষ্যোচিত কর্ম্ম—আমার সৎকর্ম্ম-সমূহ—তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করুক।' ফলতঃ, 'আমি আমার কর্ম্মের দ্বারা যেন আমার সকল অসদ্ভাবকে দূর করিতে সমর্থ হই, হে ভগবন্! আমায় সেই কর্ম্মশক্তি প্রদান কর।' ইহাই এই মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। (১কা—৪অ—৩সূ—২ম)।

—— ০ ——

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ)।

যো নঃ স্বো যো অরণঃ সজাত উত নিষ্ট্যো

যো অস্মাঁ অভিদাসতি।

রুদ্রঃ শরব্যয়ৈতান্ মমামিত্রান্ বি বিধ্যতু। ৩॥

পদ-পাঠঃ।

যঃ। নঃ। স্বঃ। যঃ। অরণঃ। সহজাতঃ। উত। নিষ্ট্যঃ।

যঃ। অস্মান্। অভিদাসতি।

রুদ্রঃ। শরব্যয়া। এতান্। মম। অমিত্রান্। বি। বিধ্যতু ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'নঃ' (অস্মাকং) যঃ (প্রসিদ্ধঃ) 'স্বঃ' (আত্মসম্বন্ধী অন্তঃশত্রুঃ, যদ্বা—অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ রিপুশত্রুঃ) 'অস্মাঁ' (অস্মান্) 'অভিদাসতি' (পীড়য়তি) ; 'নঃ' (অস্মাকং) 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সজাতঃ' (জন্মসহজাতঃ অসদ্বৃত্তিনিচয়ঃ) 'অস্মাঁ' (অস্মান্) 'অভিদাসতি' (পীড়য়তি) ; 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'অরণঃ' (অরণীয়ঃ, সন্তাবাঃ—বহিঃশত্রুরিত্যর্থঃ) 'অস্মা' (অস্মান) 'অভিদাসতি' (পীড়য়তি, হিনস্তি) ; 'উত' (অপি চ) 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'নিষ্ট্যঃ' (নিকৃষ্টবলঃ শত্রুঃ) 'অস্মাঁ' (অস্মান্) 'অভিদাসতি' (পীড়য়তি) ; 'রুদ্রঃ' (সংহর্ত্তা দেবঃ) 'এতান্' (পূর্ব্বোক্তান্) 'মম' (অস্মৎসম্বন্ধীঃ) 'অমিত্রান' (শত্রূন্) 'শরব্যয়া' (অস্মদীয়ানুষ্ঠিতেন সৎকর্ম্মরূপেণ আয়ুধেন) 'বি বিধ্যতু' (বিশেষেণ নাশয়তু)। হে দেব! অস্মাকং অন্তঃশত্রূন্ বহিঃশত্রূংশ্চ বিনাশয় ; অস্মান্ ভগবন্তং প্রাপয় ইত্যেবং প্রার্থনাঃ। ইতি ভাবঃ। (১কা—৪অ—৩সূ—৩ম) ॥

বঙ্গানুবাদ।

যে সকল প্রসিদ্ধ আত্মসম্বন্ধী অন্তঃশত্রু (হৃদয়স্থিত রিপুশত্রু) আমাদিগকে পীড়ন করে ; যে সকল প্রসিদ্ধ জন্মসহজাত শত্রু (অসদ্বৃত্তিনিচয়) আমাদিগকে নিপীড়িত করে ; যে সকল বহিঃশত্রু আমাদিগকে হিংসা করিতে উদ্যত হয় ; অপিচ, আর যে সকল নিকৃষ্টবল শত্রু আমাদিগের পীড়া উৎপাদন করে ; সংহর্ত্তা রুদ্রদেব আমাদিগের সেই সকল শত্রুকে আমাদিগের সৎকর্ম্ম-রূপ আয়ুধের দ্বারা বিনাশ (সংহার) করুন ॥ (১কা—৪অ—৩সূ—৩ম) ॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

নঃ অস্মাকং সম্বন্ধী যঃ স্বঃ জ্ঞাতিঃ অধিকবলঃ সন্ অস্মান্ অনপকর্তৃন্ অভিদাসতি উপক্ষপয়তি। ক্ষেত্রধনাদিকং অপহৃত্য পীড়য়তীত্যর্থঃ॥ দসু উপক্ষয়ে। অস্মাৎ ণ্যন্তাৎ লট্। শপঃ "ছন্দস্যুভয়থা" ইতি আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ "ণেরনিটি" ইতি ণিলোপঃ। শপ্তিপোঃ পিত্বাদ্ অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ তথা অরণঃ অরণীয়ঃ সম্ভাব্যো ন ভবতীত্যরণঃ শত্রুঃ॥ রণ শব্দার্থঃ ইত্যস্মাদ্ধাতোঃ "বশিরণ্যোরপ্যুপ-সংখ্যান্" ইতি কর্ম্মণি অপ্। ততো নঞ্সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ এবম্ভূতো যঃ শত্রুঃ অস্মান্ অভিদাসতি উপক্ষপয়তি। তথা অন্যোঽপি সজাতঃ সমানজন্মা সমবলঃ জ্ঞাতিঃ অরাতির্ব্বা। উত অপিচ নিষ্ট্যঃ নির্গতবীর্য্যো নিকৃষ্টবলো যঃ শত্রুঃ অস্মান্ অভি-দাসতি ক্ষুদ্রোপদ্রবৈঃ পীড়য়তি॥ সজাত ইতি। জনেঃ কর্ত্তরি নিষ্ঠা। 'শ্বীদতো নিষ্ঠায়াং' ইতি ইট্প্রতিষেধঃ। "জনসনখনাং সন্ঝলোঃ" ইতি আত্বং। ততঃ সমানশব্দেন সমাসে "সমানস্য ছন্দস্য মূর্দ্ধপ্রভৃত্যুদকেষু" ইতি সমানশব্দস্য সভাবঃ। নিষ্ট্য ইতি। "অব্যয়াৎ ত্যপ্" ইত্যত্র "নিসো গতে" ইতি বচনাৎ নিস্শব্দাৎ ত্যপ্প্রত্যয়ঃ। "হ্রস্বাৎ তাদৌ তদ্ধিতে" ইতি সকারস্য মূর্দ্ধণ্যাদেশঃ॥ এতান্ জ্ঞাতিপ্রভৃতীন্ মম মদীয়ান্ অমিত্রান শত্রূন্ রুদ্রঃ। রোদয়তি সর্ব্বং অন্তকালে ইতি রুদ্রঃ সংহর্ত্তা দেবঃ॥ রুদির্ অশ্রুবিমোচনে। অস্মাৎ ণ্যন্তাৎ "রোদের্ণিলুক্ চ" (উ০ ২।২২) ইতি রক প্রত্যয়ঃ॥ শরব্যয়া শরূণাং হিংসকানাং আয়ুধানাং সংহতিঃ শরব্যা॥ "পাশাদিভ্যো যঃ" ইতি সমূহেঽর্থে য-প্রত্যয়ঃ। "ওগুণঃ" ইতি গুণে "বন্তো যি প্রত্যয়" ইতি অব্ আদেশঃ॥ তয়া বি বিধ্যতু বিনিহন্তু॥ ব্যধ তাড়নে। শ্রুনি "গ্রহিজ্যা০" আদিনা সম্প্রসারণং॥ (১ক—৪অ—৩সূ—৩ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটীর ভাব-পরিগ্রহ করা একটু আয়াস-সাপেক্ষ। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞাতি সজাতি সমবলসম্পন্ন মানুষ-শত্রুর উপদ্রব নিবারণে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। ভাষ্যের অর্থে প্রকাশ,—'আমাদিগের যে জ্ঞাতিশত্রু অধিকবলসম্পন্ন হইয়া, আমাদিগের ক্ষেত্রধনাদি অপহরণে আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে, হে দেব, আপনি সেই সকল শত্রুর বিনাশ-সাধন করুন। আমাদের সম্ভাব্য যে সকল শত্রু, আমাদের সমানজন্মা সমবল সজাতি যে সকল শত্রু এবং অপরাপর হীনবল যে সকল শত্রু আমাদিগের প্রতি বিবিধ উপদ্রব করিতেছে, আমাদিগের সেই সকল শত্রুকে, বিবিধ আয়ুধ-সহকারে নিহত করুন।

আমাদের ব্যাখ্যা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের অন্বয়বোধিনী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েটী পদ বিশেষ সমস্যামূলক। প্রথম—'স্বঃ'। ঐ পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'জ্ঞাতিঃ।' আমরা ঐ পদের অর্থ

করিয়াছি,—'আত্মসম্বন্ধী অন্তঃশত্রুঃ যদ্বা অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ রিপুশত্রুঃ'। মন্ত্রের আর একটী সমস্যামূলক পদ—'সজাতঃ'। ঐ পদের অর্থে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—'সমানজন্মা সমবলঃ জ্ঞাতি অরাতির্বা।' আমরা ঐ পদের অর্থ অধ্যাহার করিলাম—'জন্মসহজাতঃ অসদ্বৃত্তিনিচয়ঃ'। ভাষ্যকার ঐ দুই পদের যে অর্থ আমনন করিয়াছেন, তাহাতে মানুষের সহিত মানুষের দ্বন্দ্বের—জ্ঞাতি সজাতির সহিত বিবাদ-বিসম্বাদের ভাব আসে। তদ্ভিন্ন অন্য কোনও ভাবই মন্ত্রে উপলব্ধ হয় না। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বেদমন্ত্র যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহের স্বজাতিদ্রোহের বা জ্ঞাতিনাশের বিষয় বর্ণনা করেন নাই, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। বেদমন্ত্র-সমূহ উচ্চশিক্ষামূলক; উহাতে ইহলৌকিক অনিত্য-সম্বন্ধের বিষয় প্রকটিত হয় নাই।

যাহা হউক, আমরা 'সজাতঃ' ও 'স্বঃ' পদদ্বয়ের যে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছি, তাহাতে মন্ত্রে কি ভাব উপলব্ধ হয়, তদ্বিষয় আলোচনা করা যাউক। 'স্বঃ' অর্থাৎ জ্ঞাতি যেমন অতি আপনার জন, সে যেমন স্বগৃহে থাকিয়াই অনিষ্টসাধনে প্রয়াস পায়; সেইরূপ, কামক্রোধাদি রিপুশত্রু, হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া, হৃদয়কে বিপথে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পায়,—আর তাহাতে বিষম অনর্থের সূত্রপাত ঘটে। সেইজন্য হৃদিস্থিত অন্তঃশত্রুসমূহকে জ্ঞাতির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 'সজাতঃ' পদে জন্মসহজাত অসদ্বৃত্তি প্রভৃতির বিষয় বুঝাইতেছে। মানুষের সদসৎ-বৃত্তিদ্বয় জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে সঞ্জাত হয়। জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্যানুসারে সেই বৃত্তিসমূহ পরিস্ফুট বা বিশুষ্ক হইয়া থাকে। 'সজাতঃ' পদে এখানে সহজাত সেই সকল অসদ্বৃত্তির ভাব মনে আসে। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে,—'আমাদের হৃদয়ের রিপুশত্রুদিগকে এবং জন্মসহজাত অসদ্বৃত্তিসমূহকে বিনাশ করুন।'

মন্ত্রের আর একটী পদ—'শরব্যয়া'। ঐ পদে আমরা 'অস্মদীয়ানুষ্ঠিতেন সৎকর্ম্ম-রূপের আয়ুধেন' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—'হে দেব! আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই। আর সেই সৎকর্ম্ম-প্রভাবে আমরা যেন আমাদের অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু সকল শত্রুকে নিহত করিতে পারি। আমাদের মনে হয়,—মন্ত্রে এই উচ্চ ভাব প্রকটিত হইয়াছে। আমাদের মতে, এ মন্ত্রে জ্ঞাতির ও স্বজাতিদ্রোহের কল্পনা আসিতে পারে না। (১কা—৪অ—৩সূ—৩ম)॥

চতুর্থো মন্ত্র।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

যঃ সপত্নো যোঽসপত্নো যশ্চ দ্বিষঞ্ছপাতি নঃ।

দেবাস্তং সর্ব্বে ধূর্ব্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম্ম মমান্তরং॥ ৪॥

পদ-পাঠঃ।

যঃ। সঽপত্নঃ। যঃ। অসপত্নঃ। যঃ। চ। দ্বিষন্। শপাতি। নঃ।

দেবাঃ। তং। সর্ব্বে। ধূর্ব্বন্তু। ব্রহ্ম। বর্ম্ম। মম। অন্তরং ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (শক্রঃ) 'সপত্নঃ' (সহাধিষ্ঠিতঃ, অন্তরস্থিতঃ) 'যঃ' (শক্রঃ) 'অসপত্নঃ' (বহিরাগতঃ, কর্ম্মণা সঞ্জাতঃ) 'যঃ চ' (যঃ শক্রঃ চ) 'নঃ' (অস্মান্) 'দ্বিষন্' (দ্বেষং কুর্ব্বন্) 'শপাতি' (অভিসম্পাতং করোতি, বাগ্‌ভিঃ অনিষ্টং সাধয়তি তং সর্ব্বং পূর্ব্বোক্তং শক্রং) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, ইন্দ্রাদয়ঃ পরমৈশ্বর্য্যশালিনো দেবাঃ) 'ধূর্ব্বন্তু' (হিংসন্তু, বিনাশয়ন্তু); অপিচ, 'মম ব্রহ্ম' (মৎপ্রযুজ্যমানং মন্ত্রজালং) অন্তরং' (ব্যবধায়কং) 'বর্ম্ম' (কবচং) ভবতু ইতি শেষঃ। অন্তঃশক্রঃ বহিঃশক্রঃ অথবা হিংসাপরায়ণোঽন্যো যঃ শক্রঃ বিদ্যতে, অস্মাকং দেবভাবেন সর্ব্বান্ শক্রন্ বয়ং বিনাশসমর্থাঃ ভবামঃ; অপিচ, বেদমন্ত্রোঽস্মাকং রক্ষকো ভবতু। ইতি ভাবঃ ॥ (১কা—৪অ—৩সূ—৪ম) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের অন্তরস্থিত যে শক্র, আমাদিগের কর্ম্মদ্বারা সঞ্জাত যে শক্র এবং যে শক্র আমাদিগের প্রতি দ্বেষপরায়ণ হইয়া আমাদিগকে অভিসম্পাত করে (বাক্যাদির দ্বারা আমাদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়); সেই সকল শক্রকে আমাদিগের দেবভাবসমূহ (পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবগণ) বিনাশ করুন; আর, মৎপ্রযুজ্যমান্ মন্ত্রজাল ব্যবধায়ক বর্ম্ম-স্বরূপ বিদ্যমান রহুক। (অর্থাৎ, মন্ত্ররূপ বর্ম্মের দ্বারা যেন আমরা শক্রর আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হই)। (১কা—৪অ—৩সূ—৪ম) ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

যঃ সপত্নঃ জ্ঞাতিরূপঃ শক্রঃ যঃ অসপত্নঃ জ্ঞাতিব্যতিরিক্তঃ শত্রঃ অস্মান্ বাধতে। তথা যশ্চ শক্রঃ দ্বিষন্ দ্বেষং কুর্ব্বন্ ॥ দ্বিষ অপ্রীতৌ। "দ্বিষোঽমিত্রে" ইতি শতৃপ্রত্যয়ঃ ॥ নঃ অস্মান্ অনাগসঃ শপাতি শপেৎ। নিগ্রহরূপয়া বাচা নাশয়েৎ ॥ শপ আক্রোশে। অস্মাৎ লেটি আডাগমঃ। "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ ॥ তং সর্ব্বং পূর্ব্বোক্তং শক্রং সর্ব্বে নিখিলাঃ দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ো ধূর্ব্বন্তু হিংসন্তু ॥ ধূর্বী হিংসায়াং ॥ শক্রকৃতশাপস্য অসংস্পর্শ-

নোপায়ং আহ ব্রহ্মেতি। মম মন্ত্রপ্রয়োক্তুঃ ব্রহ্ম প্রযুজ্যমানং মন্ত্রজালং অন্তরং ব্যবধায়কং বর্ম্ম কবচং ভবতু। যথা শত্রুকৃতা বাক্‌শস্ত্রাদয়ঃ অস্মান্ ন স্পৃশন্তি তথা অয়ং মন্ত্রঃ অস্মান্ ছাদয়তু ইত্যর্থঃ॥ (১কা - ৪অ—৩সূ—৪ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যে এই মন্ত্রের 'সপত্নঃ' পদে 'জ্ঞাতিরূপ শত্রুঃ' এবং 'অসপত্নঃ' পদে 'জ্ঞাতিব্যতিরিক্তঃ শত্রুঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এই দুই প্রকার শত্রু; আর এক প্রকার শত্রু—'যাহারা হিংসা করিয়া আমাদিগকে গালি দেয়'। এই তিন প্রকার শত্রুকে, ইন্দ্রাদি দেবগণ আসিয়া বধ করুন; আর, আমাদের উচ্চারিত মন্ত্র আমাদের বর্ম্ম-স্বরূপ হইয়া শত্রুর ও আমাদিগের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করুক। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত। প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে আবার বলা যায়, আর্য্যগণ যখন এদেশে আসেন (আমরা অবশ্য তাহা স্বীকার করি না); তখন এদেশের লোকের মধ্যে দুইটী দল হয়। এক দল আর্য্যগণের পক্ষ অবলম্বন করেন; আর এক দল, তাঁহাদিগের প্রতিযোগী হন। সেই প্রতিযোগী দলের মধ্যে, অনেকে অনেকের জ্ঞাতিশত্রু ছিলেন, অনেকে আবার বাহিরের লোক ছিলেন। অনেকে নিকটে আসিয়া প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন না; তাঁহারা দূরে থাকিয়াই নিন্দাবাদে অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা পাইতেন। এ পক্ষে প্রার্থনার অর্থ এই যে,—'সেই ইন্দ্রাদি দেবগণ আসিয়া, ঐ তিন প্রকার শত্রুকে বধ করুন; আর মন্ত্র, আমাদিগকে বর্ম্মরূপে রক্ষা করুক।' দেবাসুরের সংগ্রাম এবং আর্য্যানার্য্যের যুদ্ধের সহিত এই মন্ত্রের সংশ্রব রাখিতে গেলে, মন্ত্রে এইরূপ অর্থ ই—এইরূপ ভাবই নিষ্কাশন করা যায়।

কিন্তু সকল মন্ত্রের সহিত এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটীর সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, এবং আধ্যাত্মিক জগতের সহিত এই সকল মন্ত্রের সম্বন্ধ আছে বুঝিতে পারিলে, আমরা যে পথে যে ভাবে অর্থ নিষ্কাশন করিতেছি, তাহার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। আমরা মনে করি, হৃদয়-ক্ষেত্রে অহরহ যে সংগ্রাম চলিয়াছে, এখানে সেই সংগ্রামের বিষয়ই প্রখ্যাত আছে। কতকগুলি শত্রু আমাদিগের অন্তরের মধ্যে আমাদিগের জন্মসহচর হইয়া আছে। আর কতকগুলি শত্রুকে আমরা আমাদিগের কর্ম্ম দ্বারা আহ্বান করিয়া আনি। সেই দুই প্রকারের শত্রুকে 'সপত্নঃ' ও 'অসপত্নঃ' আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে। এক প্রকার শত্রু সঙ্গে সঙ্গেই থাকে; তাই 'সপত্নঃ'। অন্য শত্রুকে আমরা আমাদিগের কর্ম্ম দ্বারা আহ্বান করিয়া আনয়ন করি; তাই সে শত্রু—'বিপত্নঃ'। তদ্ব্যতীত তৃতীয় যে শত্রু—তাহারা অলক্ষ্যে থাকে; কিন্তু আমাদিগের অনিষ্ট সাধন করে। সে শত্রুকেও কর্ম্মজ শত্রু বলা যাইতে পারে। এমন অনেক অপকর্ম্ম আছে, যাহা আমাদিগের অজ্ঞাতে সাধিত হয়। সে সকল কর্ম্মের ফলাফল আমরা বুঝিতে পারি না, বুঝিবার চেষ্টাও করি না; অথচ, সে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকি। এখানে সেই সকল কর্ম্ম-কৃত শত্রুকে লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহারে মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় বিবেচনা করা যাউক। বলা হইয়াছে,—'দেবগণ সেই তিন প্রকার শত্রুকে নাশ করুন।' আমরা মনে করি, এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্, আমরা যেন আমাদিগের দেবভাব-সমূহের দ্বারা ত্রিবিধ প্রকারে উৎপন্ন ত্রিবিধ শত্রুকে সংহার করিতে পারি।' দেবভাবে—সত্ত্বভাবে—সকল অসদ্ভাব দূর হয়। আমাতে সেই দেবভাবসমূহ—সত্ত্বভাবসমূহ আসুক, আর তাহার প্রভাবে শত্রু বিমর্দ্দিত হউক। ইহাই প্রার্থনার ভাব।

'মন্ত্র আমার বর্ম্ম হউক', -এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে,—'মন্ত্রের অনুধ্যানে আমি যেন নিমগ্ন থাকি। তাহা হইলে অসদ্ভাব আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।' মন্ত্রে হৃদয়ে সদ্ভাব আনয়ন করে; অসদ্ভাবকে দূর করিয়া দেয়। তাই বলা হইল,—'মন্ত্র আমার বর্ম্ম হউক।' (১কা—৪অ-৩সূ-৪ম)॥

— ‡ —

চতুর্থসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যাকৃতা)।

"অদারসৃৎ" ইত্যস্য উক্তঃ পূর্ব্বসূক্তেন বিনিয়োগঃ। তত্র আম্নায়া দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পৃষহবিনিরীক্ষণে বিনিয়োগঃ। "অদারসৃ'দভাবেক্ষাতে" ইতি (কৌ০ ১২) হি সূত্রং॥

• . •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

অদারসৃদ্ ভবতু দেব সোমাস্মিন্ যজ্ঞে

মরুতো মৃড়তা নঃ।

মা নো বিদদভিভা মো অশস্তির্মা নো

বিদদ্ বৃজিনা দ্বেষ্যা যা ॥ ১ ॥

• . •

পদ-পাঠঃ।

অপারহস্যৎ। ভবতু। দেব। সোম। অস্মিন্। যজ্ঞে।

মরুতঃ। মৃড়ত। নঃ।

মা। নঃ। বিদৎ। অভিহভাঃ। মো ইতি। অশস্তিঃ। মা। নঃ।

বিদৎ। বৃজিনা। দ্বেষ্যা। যা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতনাত্মক, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তঃ) 'সোম' (শুদ্ধসত্ত্বাদিপোষক দেব) 'অপারস্যৎ' (স্বস্থানাৎ প্রচ্যুতঃ) 'ভবতু' (তব কৃপয়া অস্মদীয়ঃ শত্রুরিতি যাবৎ); কামাদি-রিপুশত্রুঃ অস্মাকং হৃদয়াৎ দূরীভবতু ইতি ভাবঃ। 'মরুতঃ' (বিবেকরূপা দেবাঃ), 'অস্মিন' (ময়া অনুষ্ঠীয়মানে) 'যজ্ঞে' (কর্ম্মণি, সদসদ্বৃত্তয়োর্দ্বন্দ্বে) 'নঃ' (অস্মান) 'মৃড়ত' (মৃড়য়ত, ইষ্টফলপ্রদানেন জয়প্রদানেন চ সুখয়তেত্যর্থঃ); অপিচ, 'অভিভাঃ' (অভিমুখেন প্রাবর্ত্তমানং শাত্রবং তেজঃ) 'নঃ' (অস্মান্) মা বিদৎ' (মা প্রাপ্নোতু, মা অভিভবতু); 'অশাস্তঃ' (অকীর্ত্তিরূপঃ শত্রুঃ) 'নঃ' (অস্মান) 'মো বিদৎ' (মৈব প্রাপ্নোতু); তথা 'দ্বেষ্যা' (দ্বেষণীয়ানি, হিংসাদিপাপসম্বন্ধযুতানি) 'যা' (যানি) 'বৃজিনা' (বৃজিনানি, অভীষ্টফল-প্রতিবন্ধকানি) তানি সর্ব্বাণি 'নঃ' (অস্মান) 'মা বিদৎ' (মা বিদন, মা প্রাপ্নুবন্তু, মৈব অভি-ভবন্তু)। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন দেবভাবসম্ভূতাঃ সন্তঃ বয়ং অস্মাকং অন্তঃশত্রূন্ বিনাশসমর্থা ভবামঃ। অস্মাকং সৎকর্ম্ম অস্মান্ রক্ষতু। ইতি ভাবঃ॥ (১কা—৪অ—৪সূ—১ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যোতমান্ শুদ্ধসত্ত্বপোষক দেব! আমাদের শত্রু স্বস্থান-চ্যুত হউক (আপনার কৃপায় আমাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হউক)। হে বিবেক-রূপী মরুদ্দেবগণ, আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে (হৃদয়ের সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্বে) আমাদিগকে ইষ্টফলপ্রদান যুক্ত করুন (জয়যুক্ত করিয়া সুখী করুন); অপিচ,

আমাদের অভিমুখে আগমনকারী শত্রুর তেজঃ যেন আমাদিগকে অভিভূত করিতে না পারে; আমাদের অকীর্ত্তিরূপ-শত্রু যেন আমাদিগকে প্রাপ্ত না হয়; (অপিচ) হিংসাদি-পাপসম্বন্ধযুক্ত আমাদের অভীষ্টফলনাশক যে সকল শত্রু আছে, তাহারা যেন আমাদিগকে অভিভূত করিতে না পারে। (অর্থাৎ, আমরা যেন আমাদের কর্ম্মের দ্বারা সম্ভাব-সহযুক্ত হইয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হই)। (১কা—৩অ—৪সূ—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে দেব দ্যোতনাত্মক সোম অস্মদীয়ঃ শত্রুঃ অদারসৃৎ ভবতু। দারয়ন্তি পুরুষস্কন্দয়ং বিদারয়ন্তীতি দারাঃ স্ত্রিয়ঃ। দৃ বিদারণে। "দারজারৌ কর্ত্তরি ণিলুক্ চ" ইতি ণ্যন্তাৎ কর্ত্তরি ঘঞ্। দারান্ সরতি গচ্ছতীতি দারসৃৎ। সৃ গতৌ। "ক্বিপ্ চ" ইতি ক্বিপ্। ন দারসৃৎ অদারসৃৎ ইতি নঞ্ সমাসে "অব্যয়ে নঞ্কুনিপাতানাং ইতি বক্তব্যং" ইতি অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। মদীয়ঃ শত্রুঃ স্বস্থানাৎ প্রচ্যুতঃ সন্ ন কদাচিদপি স্বস্ত্রীসমীপং প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ। হে মরুতঃ সপ্তগণাত্মকা একোনপঞ্চাশৎ-সংখ্যাকাঃ দেবাঃ। "আমন্ত্রিতস্য চ" ইতি আষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। অস্মিন্ ময়া অনুষ্ঠীয়মানে যজ্ঞে দর্শপূর্ণমাসাত্মকে সংগ্রামরূপে বা নঃ অস্মান্ মৃড়ত মৃড়য়ত। ইষ্টফলপ্রাপণেন জয়প্রদানেন চ সুখয়তেত্যর্থঃ। মৃড় সুখনে। তুদাদিত্বাৎ শপ্রত্যয়ঃ। অস্মিন্নিতি। ইদমঃ তাদাদ্যন্তে "হলি লোপঃ"। উড়িদং "পদাদ্যপ্ পুম্রৈদ্যুভ্যঃ" ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যজ্ঞ ইতি। যজ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু। যজযাচযতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো নঙ্ ইতি নঙ্ প্রত্যয়ঃ। চুঃত্বেন ঞকারঃ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং অপি চ অভিভাঃ আভিমুখ্যেন প্রবর্ত্তমানং শাত্রবং তেজঃ। যদ্বা আভিমুখ্যেন ভাতি রণরঙ্গে দীপ্যত ইতি অভিভাঃ শত্রুঃ। ভা দীপ্তৌ। অস্মাৎ "ক্বিপ্ চ" ইতি ক্বিপ্। স চ নঃ অস্মান্ মা বিদৎ মা লব্ধ। মা প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ। বিদ্লৃ লাভে। অস্মাৎ মাঙি লুঙি "পুষাদিদ্যুতাদ্যৢদিতঃ" ইতিঃ চ্লেঃ অঙ্ আদেশঃ। তথা অশস্তিঃ অকীর্ত্তিঃ। মো নৈন বিদৎ। শংসু স্তুতৌ। ভাবে ক্তিন্। "অনিদিতাং" ইতি নলোপঃ। "তিতুত্র" ইত্যাদিনা ইট্প্রতিষেধঃ। নঞ্সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তথা দ্বেষ্যা দ্বেষ্যাণি দ্বেষণীয়ানি। দ্বিষ অপ্রীতৌ। "ঋহলোর্ণ্যৎ" ইতি কর্ম্মণি ণ্যৎ। যা যানি বৃজিনা বৃজিনানি পাপানি পরাজয়নিমিত্তানি অভিমতফলপ্রতিবন্ধকানি সন্তি॥ সর্ব্বত্র "শেশ্ছন্দসি বহুলং" ইতি শেলোপঃ। তানি নঃ অস্মান্ মো বিদৎ। ব্যত্যয়েন একবচনং। মা বিদন্ মা প্রাপ্নুবন্তু। যদ্বা বৃজিনা বৃজিনং পাপং অস্যাং অস্তীতি বৃজিনা। অর্শআদিত্বাদ্ অচ্। হিংসাদিপাপোপেতা অতএব দ্বেষ্যা অস্মাভির্দ্বেষণীয়া (যা) শাত্রবী সেনাস্তি সাপি নঃ অস্মান্ মা বিদৎ॥ ২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা

—:§*§:—

এই সূক্তের মন্ত্রসমূহও শত্রুসমরে বিজয়লাভ-সূচক। শত্রুসংগ্রামে বিজয়-লাভের জন্ত এই সূক্তের মন্ত্র-সমূহে বিবিধ প্রার্থনার দ্যোতনা হইয়াছে।

মন্ত্রের আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা প্রায়ই ভাষ্যের অনুসারী হইয়াছে। মন্ত্রটীকে আমরা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে শুদ্ধসত্ত্বপোষক জ্ঞানদেবতার নিকট হৃদয়ের শত্রুসমূহকে—অজ্ঞানতা ও তৎসহচর কামনা-বাসনাদি রিপুশত্রুসমূহকে—বিনাশ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। হৃদয়ের শত্রু-সমূহই ইহলোকে পরলোকে বিষম অনিষ্টের সূত্রপাত করে। কামনা-বাসনাদি যতই আসিয়া মানুষকে অভিভূত করে, মানুষ যতই সংসার-পঙ্কে নিমগ্ন হইতে থাকে, কর্ম্মবন্ধন যতই তাহাকে অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলে, তাহার গতি-মুক্তির পথ ততই দূরে সরিয়া যায়,—তাহার জন্মগতি-রোধের পথ ততই সঙ্কট-সমাকুল হইয়া পড়ে। মন্ত্রের প্রথমাংশে তাই অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুনাশে হৃদয়ের নির্ম্মলতা-সাধনের বিষয়ে দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সাধক বলিতেছেন,—'আমাদের হৃদয়ের শত্রু বিনষ্ট হউক, হৃদয় নির্ম্মল হউক; আমরা সত্ত্বভাবের অধিকারী হই। আমরা যেন সত্ত্বভাবে সত্ত্বাবিষ্ট হইয়া আপনাতে মিলিত হই; আমাদের জন্মকারণ যেন নিবারিত হয়।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, সৎকর্ম্মের ফলে সৎস্বরূপের সামীপ্যলাভের প্রার্থনা প্রকটিত। ঐ অংশে দ্বিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়। বিবেকরূপী মরুদ্দেবতার নিকট শত্রুসমরে বিজয়-লাভের প্রার্থনা এবং সৎকর্ম্মের ফলে পরাগতি মুক্তিলাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে অহরহ সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। সেই দ্বন্দ্বে জয়লাভের বা অসদ্বৃত্তি-নাশের প্রার্থনা অথবা সৎকর্ম্মের ফলে সৎ-স্বরূপের সামীপ্য-লাভের কামনা দ্যোতিত হইতেছে।

মন্ত্রের শেষ তিন অংশে সর্ব্ব-শত্রু সংহারের প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথম—'অভিভাঃ' অর্থাৎ, দীপ্তিদ্বারা অভিভবকারী যে শত্রু। পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের দীপ্তি মোহকর। কামনা-বাসনাদিই তাহার জনয়িতা। পার্থিব ধনরত্ন-লাভাশায় আমরা মোহগ্রস্ত না হই, কামনা-বাসনাদি-রূপ শত্রু আসিয়া আমাদিগকে মোহনীয় লোভনীয় সামগ্রীর দীপ্তি দ্বারা অভিভূত না করে, এস্থলে সেই প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়—অকীর্ত্তি-রূপ শত্রু। আমরা যেন এমন কর্ম্মে লিপ্ত না হই, যাহাতে আমাদের প্রাক্তন নষ্ট হয়, যাহাতে আমাদের সৎকার্য্যের সুযশ লোপ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ,—আমরা যেন সৎকার্য্যের—শোভন কার্য্যের অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত হই। আমরা যেন সৎআদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, আর সংসার যেন সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। তৃতীয়—পাপ-রূপ শত্রু। পাপ-কর্ম্ম—অসৎ কর্ম্ম—মানুষের সকল সন্তাপের জনক। পাপেই সংসার ভস্মীভূত হয়;—পাপই মানুষকে নিরয়গামী করে। সেই পাপ-রূপ শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্ত দেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'পাপ অঙ্ক যুক্ত হিংসাদি-শত্রু মানুষকে নিরন্তর অভিভূত করিয়া থাকে। দেব! আপনি সেই শত্রুদিগকে বিদূরিত করুন। জ্ঞান-জ্যোতিঃ রূপে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। হৃদয় নির্ম্মল হউক,

চিত্ত সদ্‌ভাবে সচ্চিন্তায় প্রমোদিত হইতে থাকুক। আপনার অনুগ্রহে সত্ত্বভাবের অধিকারী হইয়া, আমরা যেন আপনাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই।' (১কা-৪অ ৪সূ—১ম)।

—:•:—

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

যো অদ্য সেন্যো বধোঽঘায়ূনামুদীরতে।

যুবং তং মিত্রাবরুণাবস্মদ্যাবয়তং পরি ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

যঃ। অদ্য। সেন্যঃ। বধঃ। অঘঽয়ূনাং। উৎঽঈরতে।

যুবং। তং। মিত্রাবরুণৌ। অস্মৎ। যবয়তং। পরি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্য' (ইদানীং, কর্ম্মপ্রারম্ভে ইতি যাবৎ) 'সেন্যঃ' (সেনাসমন্বিতানাং, দসকচরাণাং ইত্যর্থঃ) 'অঘায়ূনাং' (হিংসাদয়ঃ পাপশত্রূনাং) 'যঃ বধঃ' (যঃ হননসাধকঃ আয়ুধঃ) 'উদীরতে' (অস্মদভিমুখং উদ্‌গচ্ছতি, নিপততি) 'হে মিত্রাবরুণৌ' (সখাকারুণ্যরূপৌ দেবৌ) 'যুবং' (যুবাং) 'তং' (শক্তিভির্ব্বিনির্ম্মুক্তং বধং) 'অস্মৎ' (অস্মত্ত সকাশাৎ, অস্মত্ত হৃদয়াৎ ইতি যাবৎ) 'পরি' (পরিতঃ, সর্ব্বতোভাবেন) 'যাবয়তং' (বিয়োজয়তং, অস্মান্ যথা ন স্পৃশতি তথা কুরুতং, অস্মাৎ দূরীভূতো ভবতু ইত্যর্থঃ)। হে সখাকারুণ্যরূপৌ দেবৌ! যে অন্তঃশত্রবঃ অস্মাকমন্তরবহিরাক্রমমিতুং সদা প্রধাবন্তি, তেষামাক্রমণং প্রতিহতং কুরুতং; তান্ দূরমপসারতং। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১কা—৪অ—৪সূ-২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ইদানীং (কর্ম্মপ্রারম্ভে) সহচর হিংসাদিপাপশত্রুগণের হননসাধক যে আয়ুধ-জাল আমাদিগের অভিমুখে নিপতিত হয়, হে শত্রুকারুণ্যরূপী দেব! আপনারা আমাদিগের হইতে সেই সকল আয়ুধ বিযুক্ত করুন (শত্রুর আয়ুধ আমাদিগকে যাহাতে স্পর্শ করিতে না পারে, হে দেবদ্বয় আপনারা তাহার বিধান করুন)। (১কা—৪অ—৪সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অদ্য ইদানীং যুদ্ধকালে সেন্যঃ সেনায়াং ভবঃ। "ভবে ছন্দসি" ইতি সেনাশব্দাৎ যৎ প্রত্যয়ঃ। "যতোহনাবঃ" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং। তথাবিধঃ। অধায়ুনাং। অঘং হিংসালক্ষণং পাপং পরেষাং ইচ্ছন্তীতি অঘায়বঃ শত্রবঃ॥ "ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপি" ইতি অঘশব্দাৎ ক্যচ্। "অশ্বাঘস্যাৎ" ইতি আত্বং। "ক্যাচ্ছন্দসি" ইতি উপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বে "নাম অন্যতরস্যাং" ইতি নাম উদাত্তত্বং। তেষাং শত্রূণাং সম্বন্ধী যো বধঃ হননং তেন তৎসাধনং আয়ুধং লক্ষ্যতে। হন হিংসা গত্যোঃ। "হনশ্চ বধঃ" ইতি ভাবে অপ্ প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন হন্তের্বধাদেশশ্চ। স চ অন্তোদাত্তঃ। অতো লোপে "অনুদাত্তস্য চ যত্রো-দাত্তলোপঃ" ইতি অপ্ উদাত্তত্বং॥ তথাবিধং আয়ুধজালং উদীরতে উদগচ্ছতি অস্মদভিমুখং প্রাপ্নোতি। ঈর গতৌ। "বহুলং ছন্দসি" ইতি শপো লুগভাবঃ। "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" ইতি নিঘাত-প্রতিষেধঃ। শপঃ পিত্ত্বাদ্ অনুদাত্তত্বং। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুক" (ইতি) অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। "তিঙি চোদাত্তবতি" ইতি গতের্নিঘাতঃ। মিত্রাবরুণৌ মিত্রশ্চ বরুণশ্চ। দেবতাদ্বন্দ্বে চ" ইতি পূর্ব্বপদস্য আনঙ্ আদেশঃ। "দেবতাদ্বন্দ্বে" ইতি উভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে "আমন্ত্রিতস্য চ" ইতি আষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। হে দেবৌ যুবং যুবাং। "প্রথমায়াশ্চ দ্বিবচনে ভাষায়াং" ইতি আত্বস্য ভাষাবিষয়ত্বাদ্ অত্র অভাবঃ। তং শত্রুভির্বিনির্মুক্তং বধং অস্মৎ অস্মত্তঃ সকাশাৎ পরি পরিতঃ যাবয়তং বিযোজয়তং অস্মান যথা ন স্পৃশতি তথা কুরুতং ইত্যর্থঃ। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ। অস্মাৎ পঞ্চম্যাং লোটি রূপং। "ছন্দসি পরেপি" ইতি পরেঃ পরপ্রয়োগঃ। "তিঙ্ঙঃ তিঙঃ ইতি নিঘাতঃ। "উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জং" (ফিং ৪।১৩) ইতি পরেঃ আদ্যুদাত্তত্বং। (১কা—৪অ—৪সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ * §—

মন্ত্রটী শত্রু-শর-প্রতিষেধক। সাধারণতঃ মানুষের সহিত মানুষের দ্বন্দ্বের বিষয়ই প্রথম দৃষ্টিতে মন্ত্রে উপলব্ধ হয়। যুদ্ধ-জয়-ব্যাপারে মন্ত্রের প্রয়োগ আছে,—লক্ষ্য করিয়া, ভাষ্যকার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালের শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রের প্রয়োগ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা সে হিসাবে মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহ করি নাই।

আমাদের মতে, এ মন্ত্রে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। মন্ত্রে শত্রুকৃত 'বধ' নিবারণের প্রার্থনা আছে। এখানে শত্রু বলিতে অজ্ঞানতাকে বুঝাইতেছে; কামক্রোধাদি অজ্ঞানতার সহচর; হিংসা, পাপ, প্রলোভনাদি এবং কামনা-বাসনা প্রভৃতি তাহাদের অস্ত্র-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। শত্রুর অস্ত্রাদি অর্থাৎ কামনা-বাসনাদি বা প্রলোভন প্রভৃতি যেন আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, তাহাদিগের আয়ুধ-প্রহারে আমরা যেন বিচ্ছিন্ন না হই, তাহাদিগের ভয়ে আমরা যেন সৎপথ-ভ্রষ্ট না হই মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। শত্রু-সমূহকে আমাদিগের হইতে বিযুক্ত করুন অর্থাৎ আমাদের শরীরে যেন পাপ-সংশ্রব না থাকে, আমাদের হৃদয় যেন জ্ঞানজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়,—আমরা যেন সম্পূর্ণরূপে শত্রুর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হই, তাহাতে এই ভাব উপলব্ধ হয়।

হে ভগবন্! আমাদিগের সৎকর্ম্ম প্রভাবে আমরা যেন সকল অসন্তাপ দূর করিতে সমর্থ হই। হে ভগবন্! আমাদিগকে সেই কর্ম্ম-শক্তি প্রদান কর; আমাদিগকে সেই জ্ঞান দান কর; তোমার জ্ঞানে তোমার স্বরূপ বুঝিয়া যেন তোমার সহিত সম্মিলিত হই। হে ভগবন্! আমাদিগের সকল সন্তাপ দূরে যাউক। মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করে। (১কা—৪অ—৪সূ—২ম)।

—•—

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ চতুর্থোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

ইতশ্চ যদমুতশ্চ যদ্ বধং বরুণ যাবয়।

বি মহচ্ছর্ম্ম যচ্ছ বরীয়ো যাবয়া বধং।

* * *

পদ-পাঠঃ।

ইতঃ। চ। যৎ। অমুতঃ। চ। যৎ। বধং। বরুণ। যবয়।

বি। মহৎ। শর্ম্ম। যচ্ছ। বরীয়ঃ। যবয়। বধং॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরুণ' (হে অহঙ্কারনাশনকারী দেব) 'ইতশ্চ' (অস্মাৎ সন্নিহিতাৎ শত্রোঃ সকাশাৎ, যথা—অস্মাকং হৃদি বিদ্যমানাৎ শত্রোঃ সকাশাৎ ইতি ভাবঃ) 'যদ্ বধং' (যৎ হননসাধনম্ আয়ুধং) তথা 'অমুতশ্চ' (দূরে দৃশ্যমানাৎ, যথা—কর্ম্মণা সঞ্জাতঃ শত্রোঃ সকাশাৎ) 'যৎ'

(যদায়ুধং অস্মভ্যং প্রাপ্নোতি ইতি শেষঃ) তৎ সর্ব্বং বধং ত্বং 'যাবয়' (বিয়োজয়-অস্মত্তঃ ইতি যাবৎ); অপিচ, হে দেব! 'মহৎ' (শ্রেষ্ঠং) 'শর্ম্মং' (সুখং, আশ্রয়ং) 'বি যচ্ছ' (বিশেষণে-প্রযচ্ছ); 'বরীয়ঃ' (দুষ্পরিহরং) 'বধং' (হননসাধনং আয়ুধং) 'যাবয়া' (যাবয়, বিয়োজয়)। হে ভগবন্! অন্তঃশত্রুঃ বহিঃশত্রুঃ সর্ব্বে অস্মান্ আক্রমণার্থং নিতরাং প্রধাবন্তি; ত্বং শত্রোরাক্রমণং প্রতিহতং কুরু। তান্ অপসারয়; ভগবন্তং চ প্রাপয়। ইত্যেবং প্রার্থনাঃ। ইতি ভাবঃ। (১কা—৪অ—৪সূ—৩ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহকারুণ্যবর্ষণকারী হে বরুণদেব! আমাদের নিকটবর্ত্তী শত্রুর (হৃদয়ে বিদ্যমান অন্তঃশত্রুর) এবং আমাদিগের দূরবর্ত্তী (কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত) শত্রুর যে হনন-সাধন আয়ুধ আমাদিগকে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ আমাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়) সেই সমুদায় আয়ুধকে আপনি আমাদিগ হইতে বিযুক্ত করুন (শত্রুর সেই সকল অস্ত্র যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে)। অপিচ, হে দেব! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ সুখ (আশ্রয়) প্রদান করুন; এবং দুষ্পরিহর অস্ত্র শস্ত্রাদি (আমাদিগ হইতে) বিযুক্ত করুন অর্থাৎ দূরে নিক্ষেপ করুন। (১কা—৪অ—৪সূ—৩ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অনয়া বরুণং অবযুত্য প্রার্থয়তে॥ ইতঃ অস্মাৎ সন্নিহিতাৎ শত্রোঃ সকাশাৎ (যদ্ বধং) হননসাধনং আয়ুধং মাং উদ্দিশ্য প্রাপ্নোতি। ইদমঃ "পঞ্চম্যাস্তসিল্" ইতি তসিল্ প্রত্যয়ঃ। তসিলঃ "প্রাগ্দিশো বিভক্তিঃ" ইতি বিভক্তিসংজ্ঞা। "ইদম ইশ্" ইতি ইশ্ আদেশঃ। "লিতি" ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্য উদাত্তত্বে প্রাপ্তে "উড়িদং পদাদ্যপ্-পুম্রৈদ্যুভ্যঃ" ইতি বিভক্তিসংজ্ঞকত্বাৎ তসিল্ উদাত্তত্বং। তথা অমতঃ অমুষ্মাৎ দূরে দৃশ্যমানাৎ শত্রোঃ সকাশাদ্ যদ্ আয়ুধং প্রাপ্নোতি। "অদঃ শব্দাৎ পূর্ব্ববৎ তসিল্। তস্য বিভক্তিসংজ্ঞকত্বাৎ "ত্যদাদীনাং অঃ" ইতি অত্বং। "অদসোঽসের্দাদ্ উ দো মঃ" ইতি উত্বমত্বে। "লিতি" ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্য উদাত্তত্বং। তৎ সর্ব্বং বধং শত্রুভির্ব্বিনির্ম্মুক্তং হননসাধনং আয়ুধং॥ হন্তের্ব্বাতায়েন "হনশ্চ বধঃ" ইতি করণে অপ্। যস্তু করণাধিকরণয়োঃ স তু ত্রিলিঙ্গঃ ইতি ন্যায়াৎ নপুংসকত্বং। তদ্ আয়ুধং হে বরুণ ত্বং যাবয় অস্মত্তো বিয়োজয়। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ॥ ন কেবলং অনিষ্টনিবৃত্তিঃ ইষ্টপ্রাপ্তিরপি মে স্যাদ্ ইত্যাহ। হে বরুণ মহৎ অধিকং অস্মদ্দ্বেষ্যৈরলভ্যং শর্ম্ম সুখং বি যচ্ছ বিশেষেণ প্রযচ্ছ। দাণ দানে। পাপি "পাঘ্রা•"॥ ইত্যাদিনা যচ্ছাদেশঃ। "তিঙ্ঙঃ তিঙঃ" ইতি নিঘাতঃ। উপসর্গস্য "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি ব্যবহিতপ্রয়োগঃ॥ অপি চ বরীয়ঃ উরুতরং

মন্ত্রপ্রয়োগাদিনা প্রবৃদ্ধং দুষ্পরিহরং বধং হননসাধনং শস্ত্রাস্ত্রজালং হে বরুণ ত্বং যবয় বিযোজয়। বরীয় ইতি। উরুশব্দাৎ ঈয়সুনি "প্রিয়স্থিরস্ফিরোরু-" ইত্যাদিনা বর্ আদেশঃ। "জ্ঞিত্যাদির্নিত্যং" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং। যবয়া বধং ইতি। "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ॥ (১কা—৪অ—৪সূ—৩ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রে স্নেহ-করুণাধার ভগবানের বরুণ-রূপী বিভূতির নিকট শত্রুনাশের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই এ প্রার্থনা জানান যাইতে পারে। যে সকল শত্রু নিকটে বর্ত্তমান অর্থাৎ জ্ঞাতি প্রতিবেশী প্রভৃতির যে শত্রুতাচরণ, আর যে সকল শত্রু দূরে দৃশ্যমান অর্থাৎ ভিন্ন দেশীয় শত্রু উভয়বিধ শত্রুর আক্রমণ হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। এ হিসাবে, ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে, কেহ কেহ আর্য্য-অনার্য্যের যুদ্ধের সম্বন্ধও খ্যাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। যাহা হউক, লৌকিক হিসাবেও মন্ত্রে যে উচ্চভাবের সূচনা হইতে পারে, এস্থলে তাহার বিবৃতি করিতেছি। নিকটে অবস্থিত এবং দূরে অবস্থিত শত্রুর আক্রমণ হইতে বিযুক্ত করিবার প্রার্থনায় এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে, 'হে ভগবন্! আমাদিগকে এমন আদর্শ-কর্ম্মী কর, যেন আমাদের প্রতিবেশী বা জ্ঞাতি অথবা ভিন্ন-দেশবাসী বা গ্রামবাসী কেহই আমাদিগের সহিত শত্রুতাচরণে সমর্থ না হয়। অর্থাৎ আমাদের কর্ম্মগুণে যেন আমরা সকলকেই আপনার করিয়া লইতে পারি। সকলেই যেন আমাদের ব্যবহারে ও পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া আমাদের মিত্র মধ্যে পরিগণিত হয়। আমরা যেন এমনই উদারচেতা—এমনই লোকপ্রিয় হই, যেন এ পৃথিবীর সকলকেই স্বজাতি-স্বজন বলিয়া মনে করিতে পারি।' লৌকিক হিসাবে, এ অর্থও সঙ্গত হইতে পারে।

আধ্যাত্মিক হিসাবে, সন্নিকট শত্রু—'ইতশ্চ' পদে, হৃদয়ের অন্তঃশত্রুসমূহকে বুঝাইয়া থাকে; আর দূরবর্ত্তী শত্রু 'অমুতঃ' পদে, আমাদের কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত পাপাদি শত্রুকে বুঝায়। সময় সময় আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে এমন সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, যদ্দ্বারা পাপ সঞ্চিত হইয়া যায়। কর্ম্ম যদি সত্ত্ব সংযুত হয়, তাহা হইলে আর সে আশঙ্কা থাকে না। তাহা হইলে 'অমুতঃ' রূপ শত্রুর আক্রমণের বিভীষিকা দূরে পলায়ন করে। শত্রুর আয়ুধ অর্থে প্রলোভন ও কামনা বাসনাদি রূপ তাহাদের অস্ত্র শস্ত্রাদি। 'নিকটস্থিত ও দূরস্থিত শত্রুর আয়ুধ আমাদিগের হইতে বিযুক্ত করুন'। প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হিংসা, প্রলোভন, পাপ-কর্ম্ম, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি যেন আমাদিগের মধ্যে কার্য্যকারী না হয়। অর্থাৎ, আমরা যেন সর্ব্বতোভাবে হিংসা প্রভৃতি পরিশূন্য হই, শত্রুর প্রলোভনাদি যেন আমাদিগকে বিপথগামী করিতে সমর্থ না হয়, মায়ামোহ হিংসা-দ্বেষাদি যেন আমাদিগকে অভিভূত করিতে না পারে। ফলতঃ, সর্ব্বতোভাবে আমাদের হৃদয় নির্ম্মল হউক, কামক্রোধাদি দূরীভূত হউক।

মন্ত্রে শত্রু-সংহারে অনিষ্ট-নিবৃত্তিতে, ইষ্ট অর্থাৎ মোক্ষ-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। দেবতার নিকট প্রার্থনা হইয়াছে,—'আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ সুখ বা আশ্রয় দান করুন।' পরমাত্মায় আত্মলীন হওয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ আর কি থাকিতে পারে? ভগবানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ই বা আর কি আছে? যাঁহা হইতে ভূত-সমষ্টি উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে বিলীন হয়, তিনিই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়—তিনিই পরম শান্তি-নিকেতন। তাঁহাতে আত্মলীন হইবার প্রার্থনা—আত্মার আত্ম-সম্মিলনের কামনাই এখানে পরিব্যক্ত। ভক্ত সাধক কাতরকণ্ঠে ডাকিয়া কহিতেছেন,—'হে দেব! আপনি সুপ্রসন্ন হউন! শত্রুর আক্রমণে জরজর হইতেছি; আপনি সে সকল শত্রু নির্ম্মূল করিয়া দিউন। আমি আপনার শরণ লইতেছি—আত্মনিবেদন করিতেছি। ক্ষুদ্র হৃদয়-সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছি; ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রস্তুত রহিয়াছে। আসুন, গ্রহণ করুন। আমি পরমাশ্রয় প্রাপ্ত হই' (১কা-৪অ-৪সূ ৩ম)।

—•—

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

শাস ইত্থা মহাঁ অস্যমিত্রসাহো অস্তৃতঃ।

ন যস্য হন্যতে সখা ন জীয়তে কদা চন ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

শাসঃ। ইত্থা। মহান্। অসি। অমিত্রঽসহঃ। অস্তৃতঃ।

ন। যস্য। হন্যতে। সখা। ন। জীয়তে। কদা। চন। ৪।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'অস্তৃতঃ' (হিংসারহিতঃ অপিচ শত্রুভিরহিংসিতঃ) 'অমিত্রসাহঃ' (শত্রূণাং অভিভবিতা নাশকো বা) 'শাসঃ' (শাসকো নিয়ন্তা বা—বিশ্বস্য ইতি ভাবঃ), 'মহাঁ' (মহত্ত্বাদি-গুণোপেতঃ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ, পরমৈশ্বর্য্যশালী ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); 'ইত্থা' (অনেন হেতুনা) 'যস্য' (দেবস্য, তব ইতি ভাবঃ) 'সখা' (শরণাগতঃ, মিত্রত্বং প্রাপ্তো বা) 'ন হন্যতে' (ন হিংস্যতে—শত্রুভিরিতি শেষঃ); অপিচ, 'কদা চন' (কদাচিদপি);

'ন জীয়তে' (শত্রুভির্নাভিভূয়তে ইতি শেষঃ)। পরমৈশ্বর্য্যশালিনো ভগবতঃ প্রসাদাৎ বয়ং শত্রুনাশসমর্থা ভবাম মোক্ষঞ্চ লভেম। (১কা—৪অ ৪সূ—৪ম)।

• • •

মন্ত্রানুবাদ।

হে দেব! হিংসারহিত আপনি শত্রুগণ কর্তৃক অহিংসিত, শত্রুদিগের সংহার-কর্ত্তা, বিশ্বের নিয়ন্তা এবং মহত্ত্বাদিগুণোপেত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমৈশ্বর্য্য-শালী হয়েন; এই হেতু দেবতার (আপনার) শরণাগত (মিত্রভূত) জনকে শত্রুগণ হিংসা করিতে পারে না, এবং শত্রু কর্তৃক কখনও সে জন পরাজিত হয় না। (১কা—৪অ—৪সূ—৪ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

হে ইন্দ্র ত্বং শাসঃ শাসকো নিয়ন্তা॥ শাসু অনুশিষ্টৌ। পচাদ্যচ॥ (ইত্থা) ইত্থং অনেন প্রকারেণ মহান্ মহত্ত্বগুণোপেতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ অসি ভবসি ইদং শব্দাৎ "থা হেতৌ চ ছন্দসি" ইতি প্রকারেঽর্থে থা প্রত্যয়ঃ। "এতেতৌ রথোঃ" ইতি ইদং ইৎ আদেশঃ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্ততা॥ মহাঁ অসীত্যত্র সংহিতায়াং "দীর্ঘাদ্ অটি সমানপাদে" ইতি নকারস্য রুত্বং। "আতোঽটি নিত্যং" ইতি আকারস্য অনুনাসিকাদেশঃ। "ভোভগো অঘো অপূর্ব্বস্য যোঽশি" ইতি যোর্যত্বং। তস্য "লোপঃ শাকল্যস্য" ইতি লোপঃ। "পূর্ব্বত্রাসিদ্ধং" ইতি অসিদ্ধবত্ত্বাৎ সবর্ণদীর্ঘাভাবঃ। তমেব ইন্দ্রং বিশিনষ্টি। অমিত্রসাহঃ অমিত্রাণাং শত্রূণাং সোঢ়া অভিভবিতা॥ ষহ অভিভবে। পচাদ্যচ্। "চিতঃ" ইতি অন্তোদাত্তত্বং। সমাসেঽপি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে॥ তথা অস্তৃতঃ শত্রুভিরহিংসিতঃ॥ স্তৃঞ হিংসায়াং। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। নঞ্ সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ অহিংসিতত্বং। কৈমুতিকন্যায়েনাপি আহ ন যস্যেতি। যস্য উক্তমহিমোপেতস্য ইন্দ্রস্য সখা শরণাগতো মিত্রত্বং প্রাপ্ত পুরুষো ন হন্যতে শত্রুভির্ন হিংস্যতে। হিংস্যত্বং তস্য দূরাপাস্তং পরাজয়োঽপি নাস্তীত্যাহ। চন শব্দঃ অপ্যর্থে। কদা চন কদাচিদপি ন জীয়তে শত্রুভির্নাভিভূয়তে। ইন্দ্রস্য সখ্যুরপি এবং কিল কিমু বক্তব্যং ইন্দ্রস্য অস্তৃতত্বং ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। এবং অতিশয়িতমহিমোপেতস্য ইন্দ্রস্য প্রসাদাৎ বয়মপি শত্রূন্ জয়েম ইতি বাক্যশেষঃ॥ হন্যত ইতি। হন্ হিংসাগত্যোঃ। "সার্ব্ব-ধাতুকে যক্"। "অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকং" (ইতি) অনুদাত্তত্বে যক্স্বরঃ শিষ্যতে। "যদ্বৃত্তা-ন্নিত্যং" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। জীয়ত ইতি। জি জয়ে। পূর্ব্ববৎ যক্। অকৃৎসার্ব্ব-ধাতুকয়োঃ" ইতি দীর্ঘঃ। যচ্ছব্দস্য অত্রাপি সম্বন্ধাৎ পূর্ব্ববৎ নিঘাতাভাবঃ। কদেতি। কিং শব্দাৎ "সর্ব্বৈকান্যকিং যত্তদঃ কালে দা" ইতি দা প্রত্যয়ঃ। "প্রাগ্ দিশো বিভক্তিঃ" ইতি বিভক্তিসংজ্ঞায়াং "কিমঃ কঃ" ইতি কাদেশঃ। (১কা—৪অ—৪সূ—৪ম)।

[ইতি চতুর্থেঽনুবাকে চতুর্থং সূক্তং॥]

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:•:—

সূক্তের উপসংহারে এই মন্ত্রে অতি উচ্চভাব প্রকটিত। মন্ত্রে ভগবানের শরণ লওয়ার উপদেশ আছে। বিবিধ গুণ-বিশেষণের অবতারণা করিয়া বলা হইয়াছে,—'ভগবানের শরণাগত ব্যক্তি কখনও শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয় না' ইত্যাদি। ইহাতে সংসারের সকল প্রাণীকেই তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সাধক আপনার মনকে ভগবানের শরণাপন্ন হইবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছেন। ভগবান বিশ্বনিয়ন্তা; তিনি বিশ্বের হিতে রত। তিনি কেবল বিশ্বপালক নহেন; তিনি আবার শত্রু-সংহারক। অন্তঃশত্রুর ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে মানুষ সর্ব্বদা বিব্রত। ভগবানকে শত্রুনাশক জানিয়া, শত্রুনাশ কামনায় তাঁহার দিকে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা এখানে বিদ্যমান দেখি।

সংসারের সকল প্রাণীরই লক্ষ্য—সকলেরই আকাঙ্ক্ষা—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও পরম-সুখ-সাধন। সকলেই সেই সুখের জন্য লালায়িত। পথ বিভিন্ন হইলেও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। কিন্তু একমাত্র তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নাই। গীতায় শ্রীভগবান তাই অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন,—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" অর্থাৎ, তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত এবং আমার উপাসক হও। আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলেই আমাকে পাইবে। ইত্যাদি। তিনি আরও বলিয়াছিলেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" অর্থাৎ,—'সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর।' তাহা হইলে, "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"—'আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।' কি শাশ্বতী শান্তির স্নিগ্ধ আহ্বান! এমন করিয়া অভয় দিয়া কে আর মানুষকে ডাকিতে পারে? সুখশান্তিহারা হইয়া, আধিব্যাধিশোকতাপে জর্জ্জরিত হইয়া, মানুষ যতই আর্ত্তনাদ করিতেছে, করুণার সাগর দয়াল ঠাকুর তিনি,—ততই অভয় দিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া কহিতেছেন,—'কেন ভয় পাও; আমার দিকে অগ্রসর হও; আমাকে আশ্রয় কর। তোমার সকল সন্তাপ দূরে যাইবে; তোমার সকল দুঃখ—সকল অশান্তি তিরোহিত হইবে।

একবার এক দিন নহে। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রতিজনকে ডাকিয়া ডাকিয়া শ্রীভগবান্ উপদেশ দিতেছেন,—'যদি দুঃখনিবৃত্তি ও শান্তিলাভ করিতে চাও, মদ্গতচিত্ত হও, আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে অভ্যাস কর; আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, আমাকে নমস্কার কর। এবম্প্রকারে আমার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া আমার অনুসরণ করিতে করিতে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমাকে প্রাপ্ত হইলে, তোমার সকল সন্তাপ দূরে যাইবে; তুমি পরমানন্দ-লাভে সমর্থ হইবে।' সুতরাং—"মামেকং শরণং ব্রজ।" আমাকে পাইলে, সকলই পাওয়া হইবে; আমাকে জানিলে, সকলই জানা হইবে। আমি সকল ধর্ম্মেরই "পরমং বেদিতব্যং," আর কিছুই করিতে হইবে না। জীবনব্যাপী তপস্যার আবশ্যক নাই; কঠোর

কৃচ্ছ্র-সাধ্য ব্রত নিয়মের আবশ্যক নাই ; গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লওয়ারও আবশ্যক নাই। শুধু একমাত্র ভগবানের শরণ লও। এ শিক্ষার—এ উপদেশের মর্ম্ম এই যে—তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক ; যাহা করিতেছ, তাহাই করিতে থাক। তবে তুমি যাহা করিতেছ, তাহা তোমার নয়—তাহা ভগবানের, এই বুঝিয়া কার্য্য কর। মনে কর, এই বিশ্ব-যজ্ঞাগারে তুমি তাঁহার একজন সেবকমাত্র। তিনি সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ; তিনি সকল যজ্ঞের ফলভাগী। তুমি মাত্র তাঁহার সহায়ক। কার্য্যের সাফল্য-বৈফল্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম তোমার নহে বুঝিয়া, কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ কর। তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট পূরণ হইবে ; তাহা হইলেই আর তোমার শত্রুনাশের ও মোক্ষলাভের জন্য ভাবিতে হইবে না মূঢ় মন! ভগবানের এই শাশ্বতী অভয়বাণী শুনিয়াও তাঁহার প্রতি তোমার এ নির্ভরতাটুকু আসিবে না! যদি সে বিশ্বাস করিতে পার—যদি একমাত্র তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হও—দেখিবে, এই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সেই বিরাট্ পুরুষেরই অংশ মাত্র ; বুঝিবে—তরঙ্গ যেমন সিন্ধু হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও এক, সমস্ত জীবাত্মা তেমনি দৃশ্যতঃ পরস্পর পৃথক হইলেও সেই পরমাত্মারই ব্যষ্টি-বিকাশ মাত্র ; জানিবে—সর্ব্বতঃ-প্রসারী একই সিন্ধুজল যেমন বিশাল মহাসমুদ্রের অংশবিশেষ লইয়া নামরূপ-গ্রহণে তরঙ্গ-বুদ্বুদ্-লহর প্রভৃতি নাম-অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছে, তেমনই একই পরমাত্মার অংশ-বিশেষ নাম-রূপ-গ্রহণে জড়-উদ্ভিদ-মনুষ্য পশু কীট পতঙ্গ-স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর প্রভৃতি নাম রূপের উদ্ভব হইয়াছে। সমুদ্রজলে মিশাইয়া গেলে তরঙ্গাদি যেমন নাম-রূপ হারাইয়া এক হইয়া যায় ; স্থাবর-জঙ্গমাদিও সেইরূপ প্রলয়ে নাম রূপ হারাইয়া পরব্রহ্মে মিশাইয়া যাইবে। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানে নির্ভর-পরায়ণ হইলে, তাঁহার শরণ লইলে, মোক্ষের বা মুক্তির জন্য আর ভাবিতে হয় কি? মুক্তি তখন আপনিই অধিগত হয় ; শত্রু তখন আপনিই দূরে পলাইয়া যায়।

মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট। মন্ত্রে একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হওয়ার বিষয়ই প্রকটিত। ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার সখ্যতা লাভ করিলে, ভাবনা থাকে কি? ভক্তের সখা, ভক্তের ভগবান্ তিনি ; শরণাগতপালক, শরণাগত-রক্ষক তিনি ; তিনি আপনিই তোমাকে ক্রোড়ে স্থান দিবেন। মন্ত্রে সাধক তাই বলিতেছেন,—'মন রে আমার! আর কেন বৃথা মোহঘোরে মজিয়া থাক? একবার প্রাণ খুলিয়া ডাক দেখি—তাঁহাকে? একবার কায়মনোবাক্যে শরণ লও দেখি—তাঁহার! শত্রুপীড়নে পীড়িত তুমি ; তোমার সকল শত্রু তিনি বিদূরিত করিবেন। তুমি একবার তাঁহার চরণে আশ্রয় লও—তুমি একবার তাঁহার ডাকার মত ডাক।' ভগবান্ তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।" যদি মোক্ষলাভের—পরাশান্তি পাইবার ইচ্ছা থাকে, একমাত্র তাঁহারই শরণ লও। সকল কর্ম্মফল তাঁহাতেই অর্পণ কর। তোমার ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হও। তাঁহার প্রসাদে তুমি পরম শান্তি এবং নিত্য-স্থান প্রাপ্ত হইবে।

মন্ত্রে ইন্দ্রদেব 'অস্তৃতঃ' বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন। তিনি 'অস্তৃতঃ' অর্থাৎ হিংসাদি-

বিরহিত ; পরন্তু তিনি শত্রুদিগেরও অহিংসিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাকে কেহ রক্ষা করে না ; তিনি স্বয়ংই স্বয়ংকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পরন্তু তিনি স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর সকলেই ধারণ করিয়া আছেন ও রক্ষা করিতেছেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার শক্তির নিকট সকলের সকল শক্তি পরাভূত হয়। তিনি হিংসাদিবিরহিত অর্থাৎ তাঁহার নিকট সর্ব্বভূত সমভাবে পরিদৃশ্যমান। তাঁহার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। পরন্তু তাঁহার প্রভাবে জীবের হিংসাদি প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। গীতায় শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন,—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতেই সমান ; আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহই নাই। মন্ত্রে আরও বলা হইয়াছে,—'যে জন তাঁহার সখিত্ব লাভ করিতে পারে, শত্রু তাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না। সত্যই তাই।' তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? পার্থিব বন্ধুত্ব জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হয়। কিন্তু মরণের পরও যাঁহার সহিত বন্ধুত্ব চিরবিদ্যমান থাকে, তিনিই তো প্রকৃত শ্রেষ্ঠ বন্ধু! ইহলোকের বন্ধুত্ব অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হয়। কিন্তু সৎস্বরূপের সহিত সখিত্ব মরণের পরও বর্ত্তমান থাকে। তাঁহার সহিত সখিত্ব স্থাপনে সমর্থ হইলে, তাহার আর অবসান হয় না। সে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারিলে, শত্রু ভয়েও আর ভীত হইতে হয় না।

ভাষ্যের ব্যাখ্যায় প্রকাশ—এই মন্ত্রটী ইন্দ্রদেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে ইন্দ্রের সম্বোধনমূলক কোনও পদ দৃষ্ট হয় না। মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫২ সূক্তের প্রথম ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"আমি শাস এইরূপে ইন্দ্রকে স্তব করিতেছি। হে ইন্দ্র! তুমি মহৎ, শত্রুভক্ষণকারী ও আশ্চর্য্য, তোমার সখার মৃত্যু নাই, তাহার কখনও পরাজয় হয় না।" মন্ত্রে 'শাসঃ' পদ আছে। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই ব্যাখ্যাকার শাস নামক ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। এরূপ ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব-পরিগ্রহ করা সুকঠিন। ভাষ্যেও এরূপ অর্থ গৃহীত হয় নাই। মন্ত্রের আমরা যে ভাব গ্রহণ করিলাম, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, বঙ্গানুবাদে ও মর্ম্মার্থে তাহা প্রকটিত দেখিবেন। (১কা—৪অ—৪সূ—৪ম)।

—— ‡ ✝ ——

পঞ্চমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

"স্বস্তিদাঃ" ইত্যস্য অপরাজিতগণে পাঠাৎ সাংগ্রামিকাদিকর্ম্মসু গণপ্রযুক্তো বিনিয়োগ উক্তঃ॥ তথা গ্রামগমনাদিষু স্বস্ত্যয়নকামঃ এতেন সূক্তেন প্রথমং দক্ষিণপাদপ্রক্রমণং শর্করা-তৃণপ্রক্ষেপণং ইন্দ্রোপস্থানং চ কুর্য্যাৎ। সূত্রিতং হি। "স্বস্তিদাঃ (১।২১) যে তে পন্থানঃ (৭।৫৭।২) ইত্যধ্বানং দক্ষিণেন প্রক্রামত্যসংখ্যাতাঃ শর্করাস্তৃণানি ক্ষিপন্নোপতিষ্ঠতে" ইতি (কৌ০ ৭।১;॥ এবং পিশাচাদিনিবারণকর্ম্মণি উদ্বেগবিনাশনে চ এতৎ সূক্তং। "স্বস্ত্যাত্মং

মুঞ্চতে" (কৌ০ ৪।১) ইতি সূত্রকৃতা অভিহিতত্বাৎ। তথা বৈদিকরণস্থানাদপি এতৎ সূক্তং জপেৎ। "বি ন ইন্দ্র" (১।২১।২) ইত্যনয়া পুরীষচ্ছন্নাং চিতিং ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়তে। তদ্ উক্তং বৈতানে। "বি ন ইন্দ্র (১২।২) মৃগো ন ভীমঃ" (৭৮৯৩) বৈশ্বানরো ন উতয়ে (৬।৩৫) ইতি চিতং পুরীষচ্ছন্নাং" বৈ০ ৫২)।

• • •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

স্বস্তিদা বিশাং পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।

বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ঙ্করঃ ॥ ১ ॥

• • •

পদ পাঠঃ।

স্বস্তিঽদাঃ বিশাং। পতিঃ। বৃত্রঽহা। বিঽমৃধঃ। বশী।

বৃষা। ইন্দ্রঃ। পুরঃ। এতু। নঃ। সোমঽপাঃ। অভয়ংঽকরঃ। ১ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বস্তিদাঃ' (পরমার্থপ্রদাতা, শাশ্বতফলবিধায়কঃ) 'বিশাং' (নিখিলানাং জনানাং) 'পতিঃ' (পালয়িতা, বিশ্বপালকো বা) 'বৃত্রহা' (বৃত্রহন্তা—অজ্ঞানতানাশকঃ) 'বিমৃধঃ' (বিশেষেণ শত্রুনাশকঃ) 'বশী' (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং বশয়িতা-অধিপতি ইতি যাবৎ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'সোমপা' (শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহকঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ, পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ পরমেশ্বরো বা) 'অভয়ঙ্করঃ' (অভয়প্রদঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পুরঃ' (পুরতঃ—হৃদি ইতি ভাবঃ) 'এতু' (আগচ্ছতু, অধিষ্ঠিতো ভবত্বিতি শেষঃ)। সৎকর্ম্ম-প্রভাবেন বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুমঃ। ইতি ভাবঃ। (১কা—৪অ—৫সূ—১ম)।

• • •

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫২ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

বঙ্গানুবাদ ।

পরমার্থপ্রদাতা (শাশ্বতফলবিধায়ক) নিখিলপ্রজাপালক (বিশ্ব-পালক) বৃত্রহন্তা (অজ্ঞানতানাশক), শত্রুবিমর্দ্দক, নিখিল প্রাণিগণের অধিপতি, অভীষ্টবর্ষক, শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারী ইন্দ্রদেব (ভগবান্), অভয়প্রদ হইয়া, আমাদিগের পুরোভাগে (হৃদয়ে) আগমন করুন (অধিষ্ঠিত হউন)। (১কা—৪অ—৫সূ—১ম) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

স্বস্তি ইতি অবিনাশি নাম। বিনাশরহিতং শোভনং ফলং দদাতি প্রযচ্ছতীতি স্বস্তিদাঃ॥ স্বস্তীত্যবিনাশিনাম। সু অস্তীতি যাস্কঃ (নি॰ ৩।২১)। ডুদাঞ্ দানে। “কিপ্ চ” ইতি কিপ্। “সমাসস্য” ইতি অন্তোদাত্তত্বং॥ বিশাং সর্ব্বাসাং প্রজানাং পতিঃ পালয়িতা। “সাবেকা চ” ইতি বিশ্‌শব্দাদ্ উত্তরস্য আম উদাত্তত্বং॥ বৃত্রহা। বৃত্রো নাম জলাধারভূতো মেঘঃ। তং মেঘং বৃষ্ট্যর্থং হতবান্ বৃত্রহা। যদ্বা বৃত্রো নাম ত্বষ্ট্রা উৎপাদিতঃ অসুরঃ। তং হতবান্॥ আহ চ যাস্কঃ। তৎ কো বৃত্রঃ। মেঘ ইতি নৈরুক্তাস্ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ (নি॰ ২।১৬) ইতি। তন্নামনির্ব্বচনং শ্রুত্যৈব দ্বেধা দর্শিতং। “যদ্ অবর্ত্তয়ৎ তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বং” (তৈ॰ স॰ ২।৫।২।১) ইতি চ। “যদ্ ইমাংল্লোকান অবৃণোৎ তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বং (তৈ॰ স॰ ২।৫ ২।২) ইতি চ। হন্ হিংসাগত্যোঃ। বৃত্রশব্দোপপদাদ্ অস্মাদ্ ভূতে কালে “ব্রহ্মভ্রূণবৃত্রেষু কিপ্” ইতি কিপ্। উপপদসমাসে “গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ” ইতি উত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। বিমৃধঃ বিশেষেণ মর্দয়িতা শত্রূণাং। মৃধ হিংসায়াং। “ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ” ইতি কপ্রত্যয়। বশী সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য বশয়িতা॥ বশ কান্তৌ। “বশিরণ্যোরপ্যুপ-সংখ্যানং” ইতি ভাবে অপ্॥ বশোঽস্যাস্তীতি বশী। “অত ইনি ঠনৌ” ইতি মত্বর্থীয় ইনিঃ। বৃষা কামানাং বর্ষিতা। বৃষু সেচনে ইত্যস্মাৎ কনিন্ যুবৃষিতক্ষীত্যাদিনা (উ॰ ১।১৫৪) ঔণাদিকঃ কনিন্ প্রত্যয়ঃ। “ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং” ইতি আদ্যুদাত্তত্বং। সোমপাঃ সোমস্য পাতা। পা পানে। অস্মাৎ সোমশব্দোপপদাৎ “আতো মনিনক্বনিব্বনিপশ্চ” ইতি বিচ্॥ এবং উক্তমহিমোপেত ইন্দ্রঃ অভয়ংকরঃ ভয়রাহিত্যস্য কর্ত্তা সন নঃ অস্মাকং সংগ্রামাদৌ পুরঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বভাগে এতু গচ্ছতু। অভয়ংকর ইতি। “উপপদবিধৌ ভয়াঢ্যাদিগ্রহণং তদন্তবিধিং প্রয়োজয়তি” ইতি বচনাৎ “মেঘর্ত্তিভয়েষু কৃঞঃ” ইতি অভয়শব্দোপপদাদপি করোতেঃ খচ্ প্রত্যয়ঃ। “অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্” ইতি পূর্ব্বপদস্য মুম্ আগমঃ। “চিতঃ” ইতি অন্তোদাত্তত্বং। উপপদসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। পুর ইতি। “পূর্ব্বাধরাবরাণাং অসি পুরধবশ্চৈষাং” ইতি পূর্ব্বশব্দাৎ অসিপ্রত্যয়ঃ প্রকৃতেঃ পুর্ আদেশশ্চ॥১॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:§*§:—

এই পঞ্চম সূক্তের মন্ত্র-চতুষ্টয়ও শত্রুদমনে সংগ্রামাদি-কর্ম্মে বিজয়শ্রী-লাভের জন্য প্রযুক্ত হয় বলিয়া সূক্তানুক্রমণিকায় উক্ত হইয়াছে। গ্রামাদিতে গমন সময়ে স্বস্ত্যয়নাদিতে এই সূক্তের মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রথমে দক্ষিণ পাদক্ষেপণ, শর্করাতৃণপ্রক্ষেপণ এবং ইন্দ্রোপস্থান প্রভৃতি করিতে হয়। পিশাচাদি নিবারণ-কার্য্যে, উদ্বেগ-বিনাশনে এবং বেদিনির্ম্মাণকার্য্যে এই সূক্তোক্ত মন্ত্রগুলি জপ করিবার বিধি আছে। এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় ব্রাহ্মণান্তরে বিবৃত আছে।

এক্ষণে মন্ত্রের ব্যাখ্যার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। মন্ত্রটী—ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার একটী প্রকাশ করিতেছি; যথা,—"যিনি কল্যাণ দান করেন যিনি প্রজাবর্গের অধিপতি, বৃত্রের বিনাশকর্ত্তা, যুদ্ধে রত, শত্রুকে বশ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, সোম পান করেন অভয় দান করেন, সেই ইন্দ্র আমাদিগের সমক্ষে আগমন করুন।" ভাষ্যের ভাব একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। আমরা এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রায়ই ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। আমাদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে।

মন্ত্রে ভগবানের যে সকল বিশেষণ পদ দৃষ্ট হয়, তাহার বিশ্লেষণ করিলেই মন্ত্রের ভাব উপলব্ধ হইতে পারিবে। তাহাতে বুঝা যাইবে ইন্দ্র নামে সেই অনাদি অনন্তকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথম বিশেষণ পদ—'স্বস্তিদাঃ'। অবিনাশী নাম-সমূহের মধ্যে 'স্বস্তি' পদ উল্লিখিত হয়। যিনি সেই অবিনাশী অর্থাৎ বিনাশরহিত, যিনি শোভন ফল প্রদান করেন, যিনি শাশ্বত সুখের বিধান করিয়া দেন, তিনিই 'স্বস্তিদাঃ' অর্থাৎ পরম মঙ্গল-বিধায়ক। অবিনাশী শাশ্বত সুখ—মোক্ষ বা মুক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বিনাশ-রহিতের সহিত সম্মিলনে, অনন্তের সহিত সান্তের সংমিশ্রণে যে পবিত্র আনন্দ, যে নির্ম্মল নিরবচ্ছিন্ন সন্তোষ তাহাই অবিনাশী সুখ—তাহাই পরম মঙ্গল—তাহাই মোক্ষ বা মুক্তি—তাহাই আত্মার আত্মসাম্মিলন—তাহাই স্বস্তি—তাহাই প্রকৃত শান্তি—তাহাই একান্ত অভিলষিত। ভগবানকে 'স্বস্তিদাঃ' বিশেষণে বিশেষিত করায় তাঁহার নিকট পরমসুখ প্রাপ্তির—চিরশান্তি লাভের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। তাঁহাকে যেন বলা হইতেছে,—'হে ভগবন, আপনি চিরশান্তিময়,—পরম সুখের বিধান-কর্ত্তা। আপনি আমাদিগকে চির-শান্তি শাশ্বত নিত্য-সুখ প্রদান করুন।'

ইন্দ্রদেবের আর একটী বিশেষণ—'বৃত্রহা'। সায়ণের মতে ঐ পদের অর্থ—"বৃত্রো নাম জলাধার-ভূতো মেঘঃ। তং মেঘং বৃষ্ট্যর্থং হতবান বৃত্রহা। যদ্বা বৃত্রো নাম ত্বষ্ট্রা উৎপাদিতঃ অসুরঃ। তং হতবান।" অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য জলের আধারভূত বৃত্র নামক মেঘকে হনন করেন বলিয়া তাঁহার নাম—বৃত্রহা; অথবা ত্বষ্টার উৎপাদিত বৃত্র নামক অসুরকে হনন করেন বলিয়া

তাঁহার নাম—বৃত্রহা। আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'অজ্ঞানতাবিনাশকঃ।' 'বৃত্র' পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই যত কিছু মতান্তরের সৃষ্টি। নিরুক্তকার যাস্ক আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক অর্থ ভেদে উহার দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। আধিদৈবিক অর্থে অর্থাৎ ভাষ্যকারের প্রথম অর্থ অনুসারে, ঐ পদের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই,—ইন্দ্র শব্দে সূর্য্য বুঝায়। বৃত্র—বৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ আবরণ। সে হিসাবে, 'বৃত্র' অর্থে—সূর্য্যের আবরক মেঘকে বুঝাইয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি সম্পাতে উত্তাপে, পৃথিবী নবজীবন লাভ করে; তাহাতে বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু সমূহ জীবন প্রাপ্ত হয়। বৃত্র অর্থাৎ মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিলে পৃথিবীতে তাঁহার রশ্মির গতিরোধ হয়। এইরূপে আলোকের জনয়িতা ইন্দ্রের বা সূর্য্যের সহিত অন্ধকারের উৎপাদক বৃত্রের বা মেঘের দ্বন্দ্ব চলিয়া থাকে। বৃত্র জয়লাভ করিলে পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়;—সূর্য্যদেব (ইন্দ্র) অদৃশ্য হইয়া পড়েন। তাহাতে সংসারে বিবিধ অনর্থের সূত্রপাত হয়। তরু, গুল্ম, এমন কি প্রাণি পর্য্যন্ত, গতজীবন হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু ইন্দ্রের পরাক্রম অপরিসীম। ইন্দ্রের প্রখর প্রতাপের নিকট বৃত্র তিষ্ঠিতে পারে না। তখন বৃত্র নিহত হয় অর্থাৎ মেঘ বিগলিত হইয়া জলরূপে ধরাতলে নিপতিত হইয়া থাকে;—ইন্দ্রের জ্যোতিঃ পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়া পড়ে। সাধারণ দৃষ্টিতে বৃত্র ও ইন্দ্রের যুদ্ধের বিষয় এই ভাবেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। সংসার-তাপ-তপ্ত-জীব পুত্র-কলত্র পরিজনবর্গের প্রতিপালনভারগ্রস্ত সাধারণ মানুষ—সুবর্ষণ সুকর্ষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে। তাহার প্রার্থনা তাই সুবর্ষণে শস্যোৎপত্তি-মূলক।

ভাষ্যকারের নিষ্পন্ন 'বৃত্রহা' পদের দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। কিন্তু সে উপাখ্যানেও নানা মতান্তর দেখিতে পাই। কোনও পুরাণে বৃত্রাসুর প্রজাপতি ত্বষ্টার পুত্র, কোনও পুরাণে বৃত্রাসুর গয়াসুরের পুত্র—এইরূপ উল্লেখ আছে। যাহা হউক, দধীচীর অস্থি-নির্ম্মিত বজ্র দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করেন;—এতৎসম্বন্ধে প্রায়ই মতান্তর দেখি না।*

আমরা 'বৃত্রহা' পদের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহা আধ্যাত্মিকতা-মূলক—নিরুক্তকারের মতের অনুসারী। সে মতে ঐ পদে যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা এস্থলে বিশ্লেষণ করিতেছি। মেঘ যেরূপ সূর্য্যরশ্মি আবৃত করিয়া সংসারকে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে, অজ্ঞানতা-রূপ মেঘও তেমনি মানুষের হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া মানুষকে সদসৎ-বিচার-বিমূঢ় করিয়া ফেলে। সূর্য্যোদয়ে যেমন মেঘ অপসারিত হইয়া অন্ধকার বিদূরিত হয়; সেইরূপ হৃদয়াকাশে জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়েও তেমনি অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার দূরীভূত হইয়া থাকে। তখন হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়; সত্ত্বভাব সমাবেশে হৃদয় ভগবানের পবিত্র আসনে পরিণত হইয়া থাকে। এ হিসাবে মন্ত্রের 'ইন্দ্রঃ' পদে সেই প্রজ্ঞানরূপী পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে। তিনি আলোকদাতা, তিনি সকল জ্ঞানের, সকল ধর্ম্মের, সকল সত্যের আধারস্থানীয়। সংক্ষেপতঃ, তিনি সৎ—তিনি সৎস্বরূপ। বৃত্র তাঁহার বিরুদ্ধ-প্রকৃতিসম্পন্ন। বৃত্র—মূর্ত্তিমান্ অজ্ঞানান্ধকার।

* মৎপ্রণীত পৃথিবীর ইতিহাসে এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

—কুকর্ম্মের জনয়িতা। সংসারে আলোকে ও অন্ধকারে যেমন চির-সংগ্রাম চলিয়াছে, নৈতিক জগতেও—মানুষের হৃদয়রূপ রাজ্যেও, তেমনই জ্ঞানাজ্ঞানের, সদসতের, দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। সূর্য্য যেমন আকাশে সমুদিত হইয়া পরিদৃশ্যমান সংসারকে আলোক-রশ্মিতে পুলকিত করিয়া থাকেন; সৎস্বরূপ পবিত্র আধ্যাত্মিক আলোকের আধার পরমেশ্বর সেইরূপ জ্ঞানরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া, হৃদয়াকাশে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া, আমাদের অন্তঃকরণকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। সূর্য্যদেব যেমন সময় সময় মেঘ-মধ্যে লুক্কায়িত হন এবং তাহাতে পৃথিবী যেমন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে; সেইরূপ জ্ঞানসূর্য্য সময় সময় অজ্ঞানতা-জনিত কু-প্রবৃত্তিরূপ মেঘ দ্বারা আবৃত হন। তখন হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বৃত্রের (অজ্ঞানতার) সহচর কাম-ক্রোধাদি রিপু-শত্রু এবং কুপ্রবৃত্তি-সমূহ তখন হৃদয়-ক্ষেত্রে আক্রমণ করে। তখন মানুষ নানা কু-কার্য্যে রত হইয়া ধ্বংস-মুখে পতিত হয়। অন্তরে নিরন্তর সদ্বৃত্তির সহিত অসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। সদ্বৃত্তিসমূহ অসদ্বৃত্তিসমূহকে দূরে অপসারিত করিয়া মনোময়কে মনোরাজ্যে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে; অসৎবৃত্তিসমূহ তাহাতে বাধা জন্মাইবার প্রয়াস পাইতেছে। প্রজ্ঞানরূপী ভগবান ইন্দ্রদেব সেই দ্বন্দ্বে অসতের বিনাশ-সাধনে সতের প্রতিষ্ঠা করেন। হৃদয়ে জ্ঞানবহ্নি প্রজ্বলিত হইলে, অজ্ঞানতা ও তৎসহচর কামক্রোধাদি রিপুনিচয় দগ্ধীভূত হয়। তাই জ্ঞানরূপী ভগবানকে 'বৃত্রহা:' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 'বৃত্রহা ইন্দ্র অভয় দিয়া আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন'—প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে,—'জ্ঞানোদয়ে আমাদের হৃদয়ের অজ্ঞানতা দূরে যাউক; হৃদয়ের অন্তঃশত্রুসমূহ—কামক্রোধাদি রিপুশত্রু এবং কামনা-বাসনা হিংসা-প্রলোভনাদি—সে জ্ঞানবহ্নিতে পুড়িয়া ভস্মীভূত হউক। হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হউক। হৃদয় নির্ম্মল হউক। হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি জাগরিত হউক। সদ্ভাব দেবভাব হৃদয়-ক্ষেত্র অধিকার করুক। আলোক-সাহায্যে আলোক-লাভ করিয়া নিখিল আলোকাধারে জীবনালোক মিশাইয়া দেই।'

ইন্দ্রদেবের আর কয়েকটী বিশেষণ—'বিমৃধঃ', 'বশী', 'বৃষ' এবং 'সোমপাঃ'। বিশেষরূপে যিনি শত্রুবিনাশ করেন, তিনিই—'বিমৃধঃ'; মৃধ ধাতু এস্থলে হিংসার্থে প্রযুক্ত। ঐ 'বিমৃধঃ' পদে 'অন্যৈরপ্যহিংসিতঃ' অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। যিনি শত্রুগণকে হিংসা অর্থাৎ নাশ করেন, এবং শত্রুগণ যাঁহাকে হিংসা অর্থাৎ নাশ করিতে পারে না,—স্থূলতঃ যিনি অবিনাশী, তিনিই 'বিমৃধঃ'। ইন্দ্রদেব 'বিমৃধঃ' অর্থাৎ শত্রুনাশক অপিচ শত্রুগণের দ্বারা অহিংসিত—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি অবিনশ্বর; তিনি অজ, তিনি নিত্য, তিনি শাশ্বত; তাঁহাকে কেহ নাশ করিতে পারে না; তিনি বিনাশরহিত। সেই বিনাশরহিত শত্রুনাশক দেবতাকে হৃদয়ে বসাইতে পারিলে, আমরাও শত্রুনাশে সমর্থ হইব। তিনি শত্রুগণের অহিংসিত। তাঁহার প্রভাবে সকলের সকল হিংসা-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে আমাদিগকেও আমাদের শত্রুগণ হিংসা করিতে পারিবে না। তাঁহার প্রসাদে আমরা আমাদের অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু সকল শত্রুর বিনাশেই সমর্থ হইব।' তার পর, ইন্দ্রদেবের আর একটী বিশেষণ,—'বশী'; অর্থাৎ তিনি প্রাণিগণের বশকারী। তিনি

স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর সকলেরই অধিপতি এবং নিয়ন্তা; তিনি সকলের আশ্রয়ভূত; তিনি পরমাশ্রয়—তিনি শ্রেষ্ঠ নিবাসহেতুভূত। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী, সর্ব্বস্যেশানঃ, সর্ব্বস্যাধিপতিঃ
সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিং চ, স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো
এবাসাধুনা, কনীয়ানেষ ভূতাধিপতিরেষ লোকেশ্বর এষ লোকপালঃ
স সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।"

'সেই পরমাত্মা সকল হইতে স্বতন্ত্র, সকলের নিয়ন্তা, সকলের অধিপতি। এই সকল যাহা কিছু, সকলই তিনি শাসন করিতেছেন। তিনি সাধু বা অসাধু কার্য্য দ্বারা উন্নত বা অবনত হন না। তিনি নিত্য অধিকারী। তিনি প্রাণিগণের অধিপতি, তিনিই সমুদায় লোকের অধীশ্বর, তিনি সকলেরই প্রতিপালক। তিনি লোকভঙ্গ নিবারণার্থ সেতুস্বরূপ হইয়া এতৎসমুদায় ধারণ করিয়া আছেন।' গীতায়ও শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিশাং পতি' বিশেষণও সেই একই ভাব প্রকাশ করিতেছে। সাধক বলিতেছেন,—'হে দেব! আপনি বিশ্বের অধিপতি বিশ্বনিয়ন্তা; আপনি সকলেরই আশ্রয়স্থল। আপনি আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; আমার উদ্দাম মন সংযত হউক। আপনি আমাকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া, আমাকে আশ্রয় দান করুন।' আপনি বৃষ অর্থাৎ অভীষ্ট বর্ষক, অভীষ্ট-পূরক। আপনি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন,—আপনি আমার অভীষ্টফল প্রদান করুন। আমি আপনার সেবায়—আপনার অর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিয়া, সংসার-সমুদ্র তরিয়া যাই। আপনি 'সোমপাঃ' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারী, ভক্তের ভগবান। আপনি ভক্তাধীন; ভক্তিতেই আপনি পরিতুষ্ট। আপনি আমাদের অন্তর্নিহিত ভক্তিসুধা গ্রহণ করুন। আপনার বিমল জ্যোতিঃ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হউক। অজ্ঞানতা দূরে যাউক; অন্তঃশত্রু বিদূরিত হউক। আপনার প্রসাদে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, আপনার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হই; তাহার ফলে, আমরা পরমাশ্রয় লাভ করি।'

মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনার শরণ লইলাম। 'স্বস্তিদাঃ' আপনি; আপনি আমাদিগকে নিত্য সুখ—পরম শান্তি প্রদান করুন। 'বিশাং পতি'—বিশ্বের অধিপতি বিশ্বেশ্বর আপনি; 'বশী'—বিশ্বের নিয়ন্তা আপনি। আপনি আমাদিগের উদ্দাম চিত্তবৃত্তিসমূহকে সংযত করিয়া আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করুন; আপনার প্রসাদে সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আমরা সৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্‌বুদ্ধ হই। আপনি 'বৃত্রহা'—'বিমৃধঃ'। আপনি আমাদের অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বিনাশ করুন; শত্রুগণ যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে সমর্থ না হয়। আপনি জ্ঞানরূপে হৃদয়ে বিরাজমান হউন; তাহা হইলেই আপনার 'বৃষা' রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইব। তাহা হইলেই আমরা আমাদের অভিলষিত প্রাপ্ত হইব; তাহা হইলেই আমরা আলোক-সাহায্যে আলোক-লাভ করিয়া সৎ-স্বরূপ আপনাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হইব। প্রার্থনা—আপনি 'অভয়ঙ্করঃ' হইয়া, আপনার রৌদ্ররূপ পরিহার করিয়া, শান্তরূপে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। পণ্ডিত

আমরা; সংসার-তাপতপ্ত আমরা। অভয়-দানে আমাদিগকে ক্রোড়ে টানিয়া লউন। আমাদের কামনা-বাসনাদি সংযত করিয়া, আমাদিগকে মোক্ষপথে পরিচালিত করুন। আমরা আপনার অনুগ্রহে সংসার-সমুদ্র তরিয়া যাই।' (১কা—৪অ—৫সূ—১ম)।

—•—

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ*

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ।
অধমং গময়া তমো যো অস্মাঁ অভিদাসতি॥ ২॥

পদ-পাঠঃ।

বি। নঃ। ইন্দ্র। মৃধঃ। জহি। নীচা। যচ্ছ। পৃতন্যতঃ।

অধমং। গময়। তমঃ। যঃ। অস্মান্। অভিঽদাসতি। ২।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত দেব) 'নঃ' (অস্মভ্যং, অস্মাকং শ্রেয়োলাভায় ইত্যর্থঃ) 'মৃধঃ' (সংগ্রামকারিণঃ শত্রূন—রিপুরূপানিতি যাবৎ) 'বি জহি' (বিনাশয়); 'পৃতন্যতঃ' (সংগ্রামেচ্ছতঃ শত্রুসেনাঃ—হিংসাপ্রলোভনাদিরূপানিতি ভাবঃ) 'নীচা' (নীচৈঃ, অবনমিতং কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'যচ্ছ' (নিয়ময়, অভিভব, বিদূরয়েত্যর্থঃ); অপিচ, 'যঃ' (শত্রুঃ) অস্মান্ 'অভিদাসতি' (হিংসিতুমুদ্যতো ভবতি) 'তং' (শত্রুং) 'অধমং' (নিকৃষ্টং) 'তমঃ' (মরণাত্মকং) 'গময়' (প্রাপয়)। হে দেব! অস্মাকং সর্ব্বান্ শত্রূন জহি, অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতাংশ্চ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১কা—৪অ—৫সূ—২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালী দেব! আমাদের মঙ্গলের জন্য সংগ্রামকারী শত্রুদিগকে বিনাশ করুন; (হিংসাপ্রলোভনাদিরূপ) শত্রুসৈন্যদিগকে নীচ

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫২ সূক্তের চতুর্থ ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

(অবনমিত) করিয়া অভিভূত করুন; অপিচ, যে সকল শত্রু আমাদিগকে হিংসা করিতে উদ্যত হইতেছে, তাহাদিগকে নিকৃষ্ট মরণাত্মক করুন অর্থাৎ তাহাদিগকে (সর্ব্বথা) বিনষ্ট করুন। (১ম—৪অ—৫সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে ইন্দ্র পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত দেব নঃ অস্মভ্যং। "বহুবচনস্য বস্নসৌ" ইতি অস্মদশ্চতুর্থ্যন্তস্য নস্ আদেশঃ। তাদর্থ্যে চতুর্থী। অস্মদর্থং মৃধঃ। সংগ্রামনামৈতৎ। সংগ্রামান্॥ মৃধেঃ সম্পদাদিলক্ষণঃ কিপ্। বিজাহি বিনাশয়। অস্মদ্বিজয়ার্থং সংগ্রামকারিণঃ শত্রূন্ মারয়েত্যর্থঃ॥ হন্ হিংসাগত্যোঃ। লোটি "সেহ্যপিচ্চ" ইতি হি আদেশঃ। "হন্তের্জঃ" ইতি আদেশঃ। তস্য "অসিদ্ধবদ্ অত্রা ভাৎ" ইতি অসিদ্ধত্বাৎ "অতো হেঃ" ইতি লুগভাবঃ। তথা পৃতন্যতঃ পৃতনাং সেনাং আত্মন ইচ্ছতঃ যুদ্ধোদ্যোগকারিণঃ শত্রূন নীচা নীচৈঃ যচ্ছ নিয়ময়। যুদ্ধার্থং সন্নদ্ধীভাবত্যাগেন ন্যগ্ভূতান্ কুর্ব্বিত্যর্থঃ। পৃতন্যতঃ। পৃতনাশব্দাৎ "সুপ আত্মনঃ ক্যচ্" ইতি ক্যচ্। কব্যধ্বরপৃতনাস্যর্চি লোপঃ" ইতি আকার লোপঃ। তদন্তস্য ধাতুসংজ্ঞায়াং লটঃ শত্রাদেশঃ। ক্যজকারেণ উদাত্তেন সহ শপঃ শতুশ্চৈকাদেশে "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" ইতি শতুরুদাত্তত্বাৎ "শতুরনুমো নদ্যজাদী" ইতি অজাদিবিভক্তেঃ উদাত্তত্বং। নীচৈঃ শব্দাদ্ উত্তরস্য সুপঃ "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদিনা ডাদেশঃ। ডিৎকরণসামর্থ্যাৎ টিলোপঃ। অপি চ যঃ শত্রুঃ অস্মান্ অভিদাসতি ক্ষেত্রধনাদ্যপহারেণ উপক্ষপয়তি॥ দসু উপক্ষয়ে। তং শত্রুং অধমং পুনরুত্থানশূন্যং নিকৃষ্টং তমঃ মরণাত্মকং গময় প্রাপয়। গম্লৃ সৃপ্লৃ গতৌ। অস্মাৎ ণিজন্তাৎ 'জনীজৄষ্ক্নসুরঞ্জোঽমন্তাশ্চ" ইতি মিৎসংজ্ঞায়াং "মিতাং হ্রস্বঃ" ইতি উপধাহ্রস্বত্বং। "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ। (১ম-৪অ—৫সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:•:—

মন্ত্রে সেই একই ভাব-একই প্রার্থনা প্রকটিত। এখানেও সেই শত্রুনাশের কামনা—এখানেও সেই পরাগতি মুক্তিলাভের বাসনা।

মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে তাহা এই,—"হে ইন্দ্র! আমাদিগের শত্রুদিগকে বধ কর; যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষদিগকে হীনবল কর। যে আমাদিগের মন্দ করে, তাহাকে অধস্ত অন্ধকারে নিমগ্ন কর।" এ অর্থে মানুষের সহিত মানুষের বিবাদ-বিসম্বাদের বিষয়ই উপলব্ধ হয়। ভাষ্যকারের অর্থও এতদপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। তিনিও ক্ষেত্রধনাদি অপহরণকারী শত্রুর বিনাশের বিষয় প্রখ্যাপিত করিয়াছেন। মন্ত্রে 'তমঃ' শব্দ আছে। সম্ভবতঃ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই সাধারণভাবে মন্দকারী শত্রুদিগকে অন্ধকারে নিক্ষেপের বিষয় ব্যাখ্যাকার উপলব্ধি করিয়াছেন। ভাষ্যকার কিন্তু সে ভাব গ্রহণ করেন

নাই। তিনি ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন—'মরণাত্মকং' অর্থাৎ, ক্ষেত্রধন অপহরণকারী শত্রুদিগকে আপনি এরূপভাবে শাস্তিদান করুন যাহাতে তাহারা আর কুকার্য্যে (ক্ষেত্রধনাদি অপহরণে) প্রবৃত্ত হইতে না পারে; তাহাদিগকে এমনই হীনবল এবং মরণাত্মক করুন। এ হিসাবে ইন্দ্রদেবকে একজন দৈববলসম্পন্ন যোদ্ধৃপুরুষ বলিয়াই মনে হয়।

লৌকিক হিসাবে মন্ত্রের প্রয়োগ যাহাই হউক, আধ্যাত্মিক হিসাবে মন্ত্র অন্য অর্থ সূচনা করে। হৃদয়ের যজ্ঞাগারে সদসদ্ বৃত্তির দ্বন্দ্ব অহরহ চলিয়াছে। তাহাতে কামক্রোধাদি অজ্ঞানতা-সহচর—সৈন্যসামন্ত, হিংসা-প্রলোভনাদি-রূপ আয়ুধ-প্রয়োগে যজ্ঞভঙ্গ করিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হয়। সেই সকল শত্রু যাহাতে বিধ্বস্ত হয়, হৃদয় ক্ষেত্র আক্রমণ করিতে না পারে, যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়—দেবতার নিকট সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ইন্দ্রদেব আর কে? তিনি তো ভগবানেরই প্রজ্ঞানরূপী বিভূতি। হৃদয়ে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা-সহচর অসদ্‌-বৃত্তি সমূহ নাশ-প্রাপ্ত হয়, এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। যিনি ঐহিক চিন্তায় নিরত, যিনি বাহ্য-পূজানুষ্ঠানে একান্ত অনুরক্ত, আধিভৌতিক উপদ্রবে মানুষ শত্রুর আক্রমণে, তাঁহার ঐহিক-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিঘ্ন ঘটিবে মনে ভাবিয়া, তিনি ইন্দ্রদেবের নিকট ঐহিক সেই সকল শত্রুনাশের প্রার্থনা জানাইতে পারেন; তাঁহার এ প্রার্থনা স্বাভাবিক;—তাহাতে সুফল-লাভেরও আশা আছে। কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক পথের পথিক, যিনি অন্তর্যাজ্ঞিক, তাঁহার প্রার্থনা অন্যরূপ; তিনি ঐহিক সুখের কামনা করেন না; ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও তাঁহার মন আকৃষ্ট নহে। তাই ইহলৌকিক শত্রুভয়ে তিনি ভীত নহেন; তাই তাঁহার প্রার্থনা—ঐহিক—পার্থিব শত্রু নাশের জন্যও নহে। তিনি সেজন্য উৎকণ্ঠিতও নহেন। ইহ-সংসারে তাঁহার শত্রু থাকিতে পারে না। তাঁহার ঔদার্য্যে তাঁহার বিশ্বজনীন প্রীতির ভাবে সকলেই মুগ্ধ হন; সহৃদয়তা-প্রভাবে সকলকেই তিনি আপনার করিয়া লইতে পারেন। তাই তাঁহার প্রার্থনা—মানুষ শত্রুনাশের জন্য প্রকাশ পায় না। তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা—অন্তঃশত্রু-নাশের জন্য; তাঁহার কামনা জ্ঞান-কিরণ-লাভের জন্য। সাধনপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি রিপুবর্গই প্রধান অন্তরায়-সাধক; তাহারাই তাঁহার প্রধান শত্রু—তাহারাই তাঁহার মোক্ষ-পথাবরোধক। সাধক সেই শত্রুরই বধ-কামনা করেন। তাঁহার প্রার্থনাই এই যে, জ্ঞান-সাহায্যে সৎকর্ম্মপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশে সেই সকল শত্রু নষ্ট হইয়া মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত হয়।

প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের নিকট মন্ত্রে ত্রিবিধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ,—'হে দেব! আমাদিগের শ্রেয়োলাভের জন্য আমাদের সমুদায় শত্রুকে বিনাশ করুন।' তার পর সেই সকল শত্রুর উল্লেখ বিশেষভাবে করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, সংগ্রামে উদ্যোগী শত্রু—হিংসা-প্রলোভনাদি এবং আমাদিগের অভিভবকারী মায়া-মোহ প্রভৃতি শত্রুর বিনাশ সাধন। এস্থলে প্রার্থনার ভাব এই যে, 'হে দেব! ঐহিক ধনৈশ্বর্য্যরূপ বিবিধ প্রলোভনে আমরা আক্রান্ত হইতেছি,—সাংসারিক মায়ামোহে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। তাহারা মস্তক উত্তোলন করিয়াছে; তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। আমরা তাহাদের কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। আপনি তাহাদিগকে অবনমিত করিয়া তাহাদের

বিনাশ-সাধন করুন। অর্থাৎ, আপনি সে সকল হইতে আমাদিগকে মুক্ত করুন। যাহাতে সংসার-বন্ধন টুটিয়া যায়—যাহাতে জন্মগতিরোধ হয়—যাহাতে আমরা শ্রেয়োলাভ করিতে পারি—রিপুশত্রু নাশ করিয়া, যাহাতে মায়া-মোহ-প্রলোভনাদিরূপ তাহাদের আয়ুধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে সমর্থ হই—আপনি তাহার উপায়-বিধান করিয়া দিউন। শত্রুকবল-নির্ম্মুক্ত হইতে পারিলেই আমাদের শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে। তাই ডাকি দেব। এস! হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও! হৃদয়েশ্বর তুমি, তুমি ভিন্ন কে আর সে আসনে বসিবে—প্রভু! হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি বিচ্ছুরিত কর; তোমার দিব্য আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হউক। হৃদয়ের শত্রুসমূহ বিদূরিত হউক; তোমার আলোকে আলোক লাভ করিয়া আমরা শ্রেয়োলাভে তরিয়া যাই!' আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব নিহিত রহিয়াছে। (১কা—৪অ—৫সূ—২ম)॥

—— • ——

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

বি রক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনূ রুজ।

বি মন্যুমিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

বি। রক্ষঃ। বি। মৃধঃ। জহি। বি। বৃত্রস্য। হনূ ইতি। রুজ।

বি। মন্যুং। ইন্দ্র। বৃত্রহন্। অমিত্রস্য। অভিঽদাসতঃ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহন্' (শত্রুনাশক, অজ্ঞানহানাশকঃ) 'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালী দেব) ত্বং 'রক্ষঃ' (বাধকান্ শত্রূন, সদ্ভাববিরোধিনঃ কামক্রোধাদীন্) 'বি জহি' (বিশেষেণ নাশয়); 'মৃধঃ' (সংগ্রামিচ্ছতঃ শত্রূন্, হিংসাপ্রলোভনাদিরূপানিতি যাবৎ) 'বি' (বিজহি, বিশেষেণ নাশয়, বিদূরয়); তথা 'বৃত্রস্য' (অজ্ঞানস্য, মায়ামোহরূপস্য শত্রোরিতি ভাবঃ) 'হনূ' (মরণসাধকান্ আয়ুধান্, যদ্বা—অনিষ্ট-সাধন-সামর্থ্যান) 'বি রুজ' (বিভঙ্গ, বিশেষেণ নিবারয় ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'অভিদাসতঃ' (বিনাশিতুমুদ্যতস্য, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে বিঘ্নপ্রদাতুঃ) 'অমিত্রস্য' (শত্রোঃ—কামনা-বাসনাদিরূপস্য) 'মন্যুং' (ক্রোধং, পাপসম্বন্ধসূচকং আয়ুধং) 'বি'

(বিজহি, বিনাশয়, তস্মাৎ অস্মান্ রক্ষ ইতি ভাবঃ)। হে দেব! শত্রুনাশকত্বং অস্মাকং সর্বান্ শত্রূন্ নাশয়; হৃদি জ্ঞানকিরণং বিচ্ছুরয়; অস্মান্ সদ্ভাবসমন্বিতাংশ্চ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১কা—৪অ—৫সূ—২ম)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুনাশক পরমৈশ্বর্যশালী হে দেব! আপনি আমাদের সদ্ভাববিরোধী (কামক্রোধরূপ) শত্রুদিগকে বিশেষভাবে নাশ করুন; (হিংসা প্রলোভনাদিরূপ) যুদ্ধেচ্ছু শত্রুদিগকে বিদূরিত করুন; অজ্ঞানতা-রূপ (মায়ামোহাদিরূপ) শত্রুর অনিষ্ট-সাধন-সামর্থ্য নিবারণ করুন; অপিচ, আমাদের বিনাশে উদ্যত অর্থাৎ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে বিঘ্নোৎপাদনকারী (কামনা-বাসনা-রূপ) শত্রুর ক্রোধরূপ (পাপসম্বন্ধসূচক) আয়ুধকে বিনষ্ট করুন (অর্থাৎ, মায়ামোহের প্রবল আক্রমণ হইতে আমাদিগকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন)। (১কা—৪অ—৫সূ—৩ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে বৃত্রহন্ বৃত্রস্য হন্তরিন্দ্র ত্বং রক্ষঃ। জাত্যেকবচনং। বাধকানি রক্ষাংসি। বীত্যুপসর্গশ্রবণাৎ জহীতি ক্রিয়া অত্রাপি সম্বধ্যতে। বি জহি বিনাশয়। রক্ষণীয়ঃ অস্মাৎ রক্ষো রক্ষ ইত্যপাদানেঽর্থে ঔণাদিকঃ অসুন্ প্রত্যয়ঃ। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং। রক্ষো রক্ষিতব্যং অস্মাৎ ইতি যাস্কোঽপি (নি০ ৪।১৮)। তথা মৃধঃ সংগ্রামান্ বি জহি। তথা বৃত্রস্য বৃত্রবৎ প্রবলস্য শত্রোঃ হনূ কপোলৌ বি রুজ বিভঙ্‌গ্ধি। বিদারয়েত্যর্থঃ। রুজো ভঙ্গে। তুদাদিত্বাৎ শপ্রত্যয়ঃ। "অতো হেঃ" ইতি হের্লুক্। অভিদাসতঃ অভিতঃ অস্মান্ উপক্ষপয়তঃ অমিত্রস্য শত্রোর্ম্মন্যুং ক্রোধমপি। অত্রাপি উপসর্গশ্রবণাৎ জহীতি সম্বধ্যতে। বি জহি। যদ্যপি স্থিতোঽপি যথা মদ্বিষয়ে মন্যুং ন করোতি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। মন জ্ঞানে। যজিমনিশুন্ধিদসিজনিভ্যো যুচ্ (উ০ ৩।২০) ইতি ঔণাদিকো যুচ্ প্রত্যয়ঃ। যাস্কোঽপ্যাহ। মন্যুর্ম্মন্যতেঃ কান্তিকর্ম্মণঃ। (নি০ ১০।২৯) ইতি। (১কা—৪অ—৫সূ—৩ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

প্রথমতঃ মন্ত্রের একটী প্রচলিত অর্থ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—"হে বৃত্রসংহারী ইন্দ্র! রাক্ষসকে ও শত্রুদিগকে বধ কর; বৃত্রের দুই হনু ভাঙ্গিয়া দেও। অনিষ্টকারী বিপক্ষের ক্রোধকে নিষ্ফল কর।" ভাষ্যের অনুসরণেই যে এইরূপ ব্যাখ্যার অবতারণা হইয়াছে, ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ

হইবে। ভাষ্যকার 'হনূ' পদে 'কপোলৌ' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। 'বৃত্রের কপোলদ্বয় ভঙ্গ করুন' এরূপ অর্থে কি ভাব প্রকাশ পায়? গণ্ডদ্বয়ের উপরিভাগকে 'হনূ' কহে। তাহাতে দংশন-সামর্থ্য বা আক্রমণ অর্থ সূচিত হয়। বৃত্রকে মানুষ বা জন্তু বলিয়া কল্পনা করিলে, তাহার হনূর বা দংশন-সামর্থ্যের কার্য্যকারিতা বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার সকল স্থলে বৃত্র শব্দে সে ভাব গ্রহণ করেন নাই। আমরা ঐ 'হনূ' পদের অর্থ 'মরণসাধকান্ আয়ুধান্' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। হননার্থ হন ধাতু হইতে হনূ পদ নিষ্পন্ন। সে মতে,—যদ্দ্বারা হনন করা যায়, তাহাই হনূ। অস্ত্র-শস্ত্র-আয়ুধাদির দ্বারাই হনন-কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। তাহা হইতেই আমরা 'মরণসাধকান্ আয়ুধান্' ও 'অনিষ্টসাধন-সামর্থ্যান্' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি।

মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আমরা মন্ত্রটীকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে সদ্ভাববিরোধী কামক্রোধাদি শত্রুর নাশের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ঐ অংশে 'রক্ষঃ' পদ পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকারের মত 'রক্ষঃ' পদে রাক্ষসগণকে বুঝায়। পুরাণপরম্পরায় রাক্ষসাদির উপদ্রবে যজ্ঞবিঘ্নের উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন, সেই সকল রাক্ষসের উপদ্রব-নিবারণের জন্য মন্ত্রে ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। আমরা কিন্তু সে মত গ্রহণ করি না। আমাদের মতে, ঐ পদে 'বাধকান্ শত্রূন্ সদ্ভাববিরোধিনঃ কামক্রোধাদীন্' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। কামক্রোধাদি রিপুশত্রুই তো সদ্ভাবের—সত্ত্বভাবের নাশক! তাহারাই তো মানস-যজ্ঞের প্রধান অন্তরায়! তাহারাই তো ভগবদারাধনার একমাত্র বিঘ্নকারী! এ অংশে তাই ভগবানের নিকট কামক্রোধাদি রিপুনাশের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। সৎস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার সঙ্কল্প থাকিলে, হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে হইবে। হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ না হইলে সেখানে সৎ-স্বরূপের অধিষ্ঠান কিরূপে সম্ভবপর? তিনি সত্ত্ব সমন্বিত—সত্ত্ব-বিজড়িত—সত্ত্বেই তিনি ওতঃপ্রোতঃ অধিষ্ঠিত। তাঁহাকে পাইতে হইলে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সমাবেশ করিতে হয়। তবে তো সেই সৎস্বরূপকে পাওয়া যায়? হৃদয়ে যতদিন কলুষ-কলঙ্ক থাকিবে, হৃদয়ের আবিলতা-অপবিত্রতা যতদিন বিদূরিত না হইবে, ততদিন তাঁহাকে পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? কামক্রোধাদি রিপুশত্রুই তো সেই আবিলতার—সেই অপবিত্রতার জনক! তাহাদের প্রাবল্য যতদিন থাকিবে, ততদিন হৃদয়ের অপবিত্রতা দূর হইয়া হৃদয়-ক্ষেত্র দেবতার আসনে পুণ্যভূমিতে পরিণত হইবে না। আগে হৃদয় পবিত্র কর, তবে তো সেখানে তাঁহার আগমন প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে! সাধক তাই পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতার নিকট কামক্রোধাদি সদ্ভাব-নাশকারী শত্রু নাশের প্রার্থনা জানাইতেছেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সংগ্রামেচ্ছু শত্রুগণের হিংসা-প্রলোভনাদির প্রার্থনা সূচিত। সংসারে প্রলোভনের অন্ত নাই। মনের চাঞ্চল্য-বশতঃ প্রলোভনাদি প্রায়শঃই সাধু সঙ্কল্পের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। শাস্ত্রগ্রন্থে হিংসা-প্রলোভনাদির অনিষ্টকারিতার অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। হিংসায় সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়,—হিংসাই সকল অনিষ্টের মূলীভূত। হিংসাদি হইতে কুলক্ষয়, এবং কুলক্ষয়ে কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে, অধর্ম্ম আসিয়া সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অন্তঃশত্রুর প্রলোভনাদি রূপ আয়ুধের আক্রমণ নিবারণে সমর্থ হইলেই

শ্রেয়ঃলাভের সম্ভাবনা। জ্ঞান-সাহায্যে সদসৎবিচার-সামর্থ্যের উন্মেষ হইলে, সেই সকল শত্রুর আক্রমণ-নিবারণে সমর্থ হওয়া যায়। এস্থলে সাধক সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিতেছেন।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশে হিংসা-দ্বেষাদি প্রবল শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার প্রার্থনা দেখিতে পাই। পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এস্থলে অনেকে ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধের প্রসঙ্গ টানিয়া আনেন। বেদমন্ত্র—কামধেনুবিশেষ। শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ অর্থই অধ্যাহার করিতে পারেন। যাহা হউক, আমরা 'বৃত্রস্য' পদের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা প্রকটিত দেখিবেন। আমরা ঐ পদে 'অজ্ঞানস্য, মায়ামোহাদিরূপস্য শত্রোঃ' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। জ্ঞানাজ্ঞানের দ্বন্দ্ব হৃদয়ে অহর্নিশ চলিয়াছে। অজ্ঞানতাই মানুষের পরম শত্রু। মায়ামোহ সেই অজ্ঞানতারই সন্তানসন্ততি। তাহারাও অজ্ঞানতার (বৃত্রের) ন্যায় অতি প্রবল। মায়ামোহের ন্যায় অনিষ্টসাধক সংসারে আর কি থাকিতে পারে? যেমন কাম-ক্রোধাদি, তেমনই মায়ামোহ হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তি-সমূহ নষ্ট করিয়া ফেলে। মায়ামোহ-জনিত পাপ আসিয়া যাহাতে স্পর্শ করিতে না পারে,—মন্ত্রের এই অংশে সেই প্রার্থনা দ্যোতিত হইতেছে।

মন্ত্রের শেষাংশে (চতুর্থাংশে) সদনুষ্ঠানে বিঘ্নোৎপাদনকারী কামনা-বাসনা-রূপ অমিত্রের ক্রোধ অর্থাৎ পাপ-সম্বন্ধ বিনাশের প্রার্থনা প্রখ্যাপিত। পাপ-সম্বন্ধ সংসারাসক্তিই কামনা-বাসনাদির জনক! কামনা হইতে ক্রোধ এবং ক্রোধ হইতে সকল অনিষ্টের সূত্রপাত হয়। ক্রোধ হইতে সংমোহ অর্থাৎ হিতাহিতবিবেকাভাব, সংমোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ আত্ম-বিস্মৃতি, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মৃত্যুতুল্য হইতে হয়।

গীতায় শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন,—

> "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
> ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"

মন্ত্রের শেষাংশে সেই অমিত্র কামনা-বাসনাদি-রূপ শত্রুর ক্রোধ অর্থাৎ আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সাধক দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

মন্ত্রে এইরূপে একে একে সকল শত্রুনাশের প্রার্থনা সূচিত দেখিতে পাই। ইহ-সংসারে মানুষের সাধন-পথের অন্তরায়ভূত হৃদয়ের সকল শত্রুই যাহাতে বিনষ্ট হয়, ভগবান্ তাহার বিধান করিয়া দেন;—সাধকের তাহাই কামনা—তাহাই প্রার্থনা। হৃদয়ে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সাধক সে যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু কামক্রোধ, মায়া-মোহ, হিংসা-প্রলোভন, কামনা-বাসনাদি পাপসম্বন্ধ রূপ শত্রু সে যজ্ঞে বাধা-প্রদানে সমুদ্যত। মন চঞ্চল; তিনি কিছুতেই তাহার স্থিরতা সম্পাদনে সমর্থ হইতেছেন না। তাহাকে আয়ত্তাধীন করা সাধকের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। চিত্তে চাঞ্চল্য আনিতেছে,—মনে নানা অসদ্বৃত্তির উদয় হইতেছে। মন স্থির করিয়া, সাধক ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না। তাই তিনি প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব!

আপনি পরমৈশ্বর্য্যশালী! সকল ঐশ্বর্য্য আপনাতে সমাবিষ্ট। আমি আপনার আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছি; আপনার পরিচর্যায় মন সংন্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছি; আমি সর্ব্বতো-ভাবে আপনাতে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। কিন্তু মন তো আমার প্রবোধ মানে না! সে যে আমার উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায় হইয়াছে। সংসারের মায়া-মোহ আসিয়া আমাকে অভিভূত করিতেছে; হিংসাপ্রলোভনাদির আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছি; কাম-ক্রোধাদির তাণ্ডব নর্ত্তনে হৃদয়-ক্ষেত্র টলমল করিতেছে; কামনা-বাসনাদি আসিয়া নানা অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে। আমার চিত্তবৃত্তি-সমূহ তাহাদেরই অনুসরণ করিতেছে। মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। আমার সকল অনুষ্ঠান পণ্ড হইতে চলিল। তাই ডাকি দেব! এস, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও! হৃদয়ে জ্ঞান-বহ্নি প্রজ্বালিত কর। সকল শত্রু তাহাতে ভস্মীভূত হউক। জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হউক, হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক; সদ্ভাবে সৎস্বরূপের সহিত সম্মিলিত হই।' হৃদয় কলুষময় ঐহিক ঐশ্বর্য্যে চিত্ত চিরপ্রমত্ত—অনুক্ষণ ঐহিক চিন্তায় চিত্ত বিজর্জ্জরিত। যাহাতে কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রু আমাদিগকে অভিভূত করিতে না পারে, যাহাতে আমরা সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনি তাহারই উপায় বিধান করুন। সৎ আপনি—সদ্বুদ্ধিদাতা আপনি; আমায় সেই সুবুদ্ধি প্রদান করুন—যাহাতে আপনার স্বরূপ অবগত হইয়া আপনাতে লীন হইয়া যাই।' মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাবই সূচিত হইয়াছে (১কা—৪অ—৫সূ—৩ম)।

— * —

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। চতুর্থোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

অপেন্দ্র দ্বিষতো মনোপ জিজ্যাসতো বধং।

বি মহচ্ছর্ম্ম যচ্ছ বরীয়ো যাবয়া বধং॥ ৪॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

অপ। ইন্দ্র। দ্বিষতঃ। মনঃ। অপ। জিজ্যাসতঃ। বধং।

বি। মহৎ। শর্ম্ম। যচ্ছ। বরীয়ঃ। যবয়। বধং। ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত দ্যোতনাত্মক দেব) ত্বং 'দ্বিষতঃ' (শত্রোঃ) 'মনঃ' (হিংসকং ক্রূরং মানসং, অনিষ্টসাধনপ্রবৃত্তিং) 'অপ' (অপসারয়, অপহতং কুরু ইত্যর্থঃ); 'জিজ্যাসতঃ' (হননসাধনেচ্ছোঃ শত্রোঃ সম্বন্ধিনং) 'বধং' (হননসাধকং আয়ুধং) 'অপ' (অপসারয়, নিবারয়েত্যর্থঃ); হে দেব! 'মহৎ' (শ্রেষ্ঠং) 'শর্ম্ম' (সুখং, আশ্রয়ং) 'বি যচ্ছ' (বিশেষেণ প্রযচ্ছ); 'বরীয়ঃ' (দুষ্পরিহরং) 'বধং' (হননসাধনমায়ুধং) 'আ' (সর্ব্বথা) 'যাবয়' (বিযোজয়)। হে দেব! শত্রোরাক্রমণং প্রতিহতং কুরু। শত্রুং দূরে অপসারয়। অস্মান্ পরমাশ্রয়ং প্রদেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১কা—৪অ—৫সূ—৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত দ্যোতনাত্মক দেব! শত্রুর হিংসাপূর্ণ ক্রূর মনকে (পরের অনিষ্ট-সাধন-প্রবৃত্তিকে) বিনষ্ট করুন; আমাদের হননেচ্ছু শত্রুর হননসাধন আয়ুধকে অপসৃত করুন; হে দেব! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ সুখ (আশ্রয়) প্রদান করুন; এবং (শত্রুর) দুষ্পরিহর আয়ুধসমূহকে (আমাদিগের হইতে) বিযুক্ত করুন (অর্থাৎ দূরে নিক্ষেপ করুন)। (১কা—৪অ—৫সূ—৪ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

হে ইন্দ্র পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত দেব দ্বিষতঃ শত্রোর্ম্মনঃ হিংসকং ক্রূরং মানসং॥ অপেত্যুপসর্গ-শ্রবণাৎ যোগ্যা প্রকৃতা জহীতি ক্রিয়া সম্বধ্যতে॥ অপ জহি অপহতং কুরু। দ্বিষ অপ্রীতৌ। অস্মাৎ লটঃ শত্রাদেশঃ। "অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ" ইতি শপো লুক্। "শতুরনুমোনদ্যজাদী" ইতি ঙস উদাত্তত্বং। তথা জিজ্যাসতঃ বয়োহানিং তদুপলক্ষিতং মরণং কর্ত্তুং ইচ্ছতঃ শত্রোঃ সম্বন্ধিনং বধং হননসাধনং আয়ুধং। পূর্ব্ববৎ ক্রিয়াধ্যাহারঃ। অপ জহি। জ্যা বয়োহানৌ। "ধাতোঃ কর্ম্মণঃ সমানকর্ত্তৃকাদ্ ইচ্ছায়াং বা" ইতি সন্ প্রত্যয়ঃ। "সন্যঙোঃ" ইতি দ্বির্ব্বচনে হলাদিঃ শেষে হ্রস্বে চ কৃতে "সন্যতঃ" ইতি অভ্যাসাকারস্য ইত্বং। সন্নন্ত ধাতুসংজ্ঞায়াং লটঃ শত্রাদেশঃ। শপঃ পিত্বাদ্ অনুদাত্তত্বে শতুশ্চ সার্ব্ব-ধাতুকস্বরেণ ঙসশ্চ সুপ্ত্বাদ্ অনুদাত্তত্বে "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" ইতি সন্নন্তস্য যদ্ আদ্যুদাত্তত্বং তদেব শিষ্যতে। উত্তরার্দ্ধর্চ্চো ব্যাখ্যাতঃ। (১কা—৪অ—৫সূ—৪ম)।

ইতি পঞ্চমং সূক্তং॥ ইতি প্রথম কাণ্ডে চতুর্থোঽনুবাকঃ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ • §—

যেমন সূক্তের প্রারম্ভে, তেমনি সূক্তের উপসংহারে, সেই শত্রুনাশে ইষ্টলাভের প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। কেবল শত্রুনাশ নহে; পরন্তু তাহাদের অনিষ্ট-সাধন-প্রবৃত্তি-নাশের প্রার্থনাও এস্থলে প্রকট দেখি। শত্রুনাশে যাহাতে ইষ্টফলপ্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসে মন্ত্রে ভগবানের নিকট সাধক সে প্রার্থনাও জানাইয়াছেন। সংসারী সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐহিক শত্রুনাশে পার্থিব সম্পৎ ধনরত্ন-লাভ যথেষ্ট বলিয়া প্রতীত হইতে পারে; কিন্তু যিনি মোক্ষ পথানুসারী, তাঁহার প্রার্থনা অন্যরূপ। তাঁহার ইষ্টলাভ—পার্থিব ঐশ্বর্য্যাদি লাভমূলক নহে। তিনি পরমার্থ-ধন-রূপ ইষ্টলাভেরই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। ঐহিক ধনসম্পদ, ভোগ-বিলাসাদি, জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হয়। কিন্তু যাহা জীবনের পরও সুখের হেতুভূত হইয়া থাকে,—জ্ঞানিজন সেই ইষ্টফল-লাভেরই কামনা করেন। হৃদয়ের অন্তঃশত্রুনাশে মোক্ষফললাভের কামনাই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা। তিনি ধন-সম্পৎ চাহেন না; ভোগ-বিলাসে তাঁহার চিত্ত প্রমত্ত হয় না; কামনা-বাসনাদিতেও তিনি বিমুগ্ধ নহেন। মানুষ-শত্রুর ভয়ে তিনি ভীত হন না; মানুষ-শত্রু তাঁহার অনিষ্ট-সাধনেও সমর্থ নহে। মানুষ-শত্রুর অপেক্ষা যে প্রবল শত্রু—কামক্রোধ-লোভ-মোহ প্রভৃতি—তিনি তাহাদেরই নিধনের বাসনা করেন। মানুষ-শত্রুর অনিষ্ট-সাধন—তুলনায় ক্ষণস্থায়ী—অতি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু কাম-ক্রোধাদি রিপু-শত্রুর যে অনিষ্ট-সাধন, তাহার ফল জন্মজন্মান্তরেও ভুগিতে হয়। মুক্তিকামী জন সেই সকল শত্রুর বিনাশের প্রার্থনাই করিয়া থাকেন।

মানুষের রিপুশত্রুই তাহার জন্মগতি-রোধের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমনই ফলভাগী হয়। যিনি জ্ঞান-সাহায্যে হৃদয়ের শত্রুসমূহকে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হন, তাঁহারই জন্মকারণ বিধ্বংস হয়,—তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব! শত্রুর আক্রমণে প্রপীড়িত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমাদিগের মানসক্ষেত্রের শত্রুদিগকে সংহার করিয়া আমাদিগকে ইষ্টফল প্রদান কর। প্রজ্ঞানস্বরূপ তুমি; আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান-বহ্নি প্রজ্বালিত কর। কামক্রোধাদি ভস্মীভূত হউক; উষালোকে আঁধারের ন্যায় অজ্ঞানতা বিদূরিত হউক। তোমার আলোকে আলোক-লাভ করিয়া, আমরা তোমাতে লীন হইয়া যাই।' (১কা—৪অ—৬২—৪ম)।

—:•:—

পঞ্চমোঽনুবাকঃ।

প্রথম সূক্তানুক্রমণিকা—(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

পঞ্চমেঽনুবাকে সপ্তসূক্তানি। তত্র "অনু সূর্য্যং" ইত্যেতৎ প্রথমং সূক্তং। তেন হৃদ্রোগকামিলাদিরোগোপশান্ত্যৈ রক্তবৃষভরোমমিশ্রোদকং পায়য়েৎ। তথা তেনৈব রক্ত-গোচর্ম্মমণিপ্রমাণিং গোক্ষীরে প্রক্ষিপ্য সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য তন্মণিবন্ধনং তৎক্ষীরপানং চ কারয়েৎ।

তথা রোহিণং হরিদ্রৌদনং ভোজয়িত্বা তদ্‌ উচ্ছিষ্টাচ্ছিষ্টেন আপ্রপদং প্রলিপ্য খট্বায়াং উপবেশ্য তদধঃ শুককাষ্ঠশুকগোপীতনকাখ্যানাং ত্রয়াণাং পক্ষিণাং সব্যজঙ্ঘায়াং হরিতসূত্রেণ আবন্ধনং ইত্যেবমাদিকং সূত্রোক্তং কুর্য্যাৎ। সূত্রং চ। "অনু সূর্য্যমিতি মন্ত্রোক্তস্য লোমমিশ্রং আচমযতি" ইত্যাদি "আতরূপেণাপধাপ্য বধ্নাতি" ইত্যন্তং। (কৌং ৪।২)।

* . *

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ প্রথমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

অনু সূর্য্যমুদয়তাং হৃদ্দ্যোতো হরিমা চ তে।
গো রহিতস্য বর্ণেন তেন ত্বা পরি দধ্মসি ॥ ১ ॥

* . *

পদ-পাঠঃ।

অনু। সূর্য্যং। উৎ। অয়তাং। হৃৎ-দ্যোতঃ। হরিমা। চ। তে।
গোঃ। রোহিতস্য। বর্ণেন। তেন। ত্বা। পরি। দধ্মসি ॥ ১ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জীব (অহমিতি ভাবঃ)! 'তে' (তব) 'হৃদ্যোতঃ' (হৃদয়সম্বন্ধি রোগ, হৃদিসন্তাপকং ব্যাধিমূলং, বন্ধনহেতুভূতঃ অন্তর্ব্যাধিরিত্যর্থঃ) 'চ' (অপিচ) 'হরিমাঃ' (কামিলাদিরূপঃ শরীরক্ষয়করঃ ব্যাধিঃ, বহির্ব্যাধিরিতি যাবৎ, সৎপথাবরোধকঃ কর্ম্মপ্রভাবরিতি ভাবঃ) 'সূর্য্যং' (সূর্য্যদেবং, শত্রুসন্তাপকং শুদ্ধসত্ত্বং) 'অনু' (উদ্দিশ্য, অনুক্রমেণ ইতি যাবৎ) 'উদয়তাং' (উদ্‌গচ্ছতাং, প্রাপয়তাং ইতি যাবৎ); শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন বন্ধনমূলং বিনাশয় ইতি ভাবঃ; 'রোহিতস্য' (লোহিতবর্ণস্য, সত্ত্বাবজনকস্য, সৎসমীপনয়নসমর্থস্য—যদ্বা সৎসামীপ্য প্রদানসমর্থস্য) 'গো' (জ্ঞানকিরণস্য) 'তেন' (প্রসিদ্ধেন, ব্যাধিনাশনসমর্থেন, যদ্বা—বন্ধনমোচনসমর্থেন) 'বর্ণেন' (প্রভাবেন, দীপ্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিদধ্মসি' (আচ্ছাদয়, দীপ্তিমন্তং কুরু ইতি ভাবঃ)। অন্তর্ব্যাধিঃ বহির্ব্যাধিঃ দ্বিবিধব্যাধিরেব বন্ধনহেতুভূতঃ। শুদ্ধসত্ত্বসাহায্যেন সৎকর্ম্মণা চ সর্ব্ববন্ধনমোচনাকাঙ্ক্ষা অত্র প্রকাশতে। (১কা—৫অ—১সূ—১ম)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে জীব (আত্ম-সম্বোধন) তোমার হৃদয়সম্বন্ধী রোগ (বন্ধনহেতুভূত অন্তর্ব্ব্যাধি) এবং কামিলাদি-রূপ শারীর-ব্যাধি (বন্ধনমূল বহির্ব্ব্যাধি অর্থাৎ সৎপথাবরোধক কর্ম্মপ্রভাবাদি) সূর্য্যদেবের (শত্রুসন্তাপকারী শুদ্ধসত্ত্বের) উদ্দেশে প্রেরণ কর (অথবা অনুক্রম-সহকারে এক এক প্রাপ্ত করাও); ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে বন্ধনমূল—অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধি—একে একে নাশ কর)। লোহিতবর্ণ (সদ্ভাবজনক, সৎসমীপে নয়নসমর্থ) জ্ঞানকিরণের সেই প্রসিদ্ধ (ব্যাধিনাশ-সমর্থ অথবা বন্ধন-মোচন-সমর্থ) দীপ্তির দ্বারা (তুমি) তোমাকে আচ্ছাদিত (দীপ্তিমন্ত) কর। (১কা—৫অ—১সূ—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে ব্যাধিত পুরুষ তে তব হৃদ্দ্যোতঃ। হৃদয়ং দ্যোতয়তি দীপয়তি সন্তাপয়তীতি হৃদ্দ্যোতঃ হৃদ্রোগঃ॥ দ্যুত দীপ্তৌ। অস্মাৎ হৃচ্ছব্দোপপদাৎ "কর্ম্মণ্যণ্" ইতি অণ্ প্রত্যয়ঃ। উপপদসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ যদ্বা হৃদ্রোগজনিতঃ সন্তাপো হৃদ্দ্যোতঃ॥ দ্যুতের্ভাবে ঘঞ্॥ তথা হরিমা কামিলাদিরোগজনিতঃ শারীরো হরিদ্বর্ণঃ॥ হরিচ্ছব্দাৎ "বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ" ইতি চকারাদ্ ভাবে ইমনিচ্ প্রত্যয়ঃ। "যচি ভম্" ইতি ভসংজ্ঞায়াং "টেঃ" ইতি টিলোপঃ। "চিতঃ" ইতি অন্তোদাত্তত্বং॥ ব্যাধিদ্বয়মপি সূর্য্যং গচ্ছন্তং ভানুং অনুলক্ষীকৃত্য উদয়তাং উদ্গচ্ছতু। উক্তঃ সন্তাপো হরিদ্বর্ণশ্চ অস্মাচ্ছরীরাদ্ উৎক্রম্য সন্তাপকং হরিদ্বর্ণং সূর্য্যমেব প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ॥ সরতেঃ সুবতের্ব্বা ক্যপি "রাজসূয়সূর্য্য" ইত্যাদিনা নিপাত্যতে। ক্যপঃ পিত্বাদ্ অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণ আদ্যুদাত্তত্বং। "অনুর্লক্ষণে" ইতি লক্ষণেহর্থে অনোঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বং। "কর্ম্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া" ইতি সূর্য্যশব্দাদ্ দ্বিতীয়া। অয়তাং ইতি। অয় পয় গতৌ। অনুদাত্তত্বাদ্ আত্মনেপদং॥ অনভিমতরোগজনিতবর্ণাপগমানন্তরং ইষ্টবর্ণসংযোজনং আহ রোরিতি। রোহিতস্য লোহিতবর্ণস্য গোঃ গোজাতীয়স্য বর্ণেন লৌহিত্যেন তেন প্রসিদ্ধেন তস্মাৎ পৃথক্কৃতেন হে রুগ্ন ত্বা ত্বাং পরি দধ্মসি পরিদধ্মঃ আচ্ছাদয়ামঃ। তব শরীরং প্রকৃষ্টবর্ণোপেতং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ॥ পরিপূর্ব্বো দধাতিঃ আচ্ছাদনে বর্ত্ততে। তথা চ নিগমঃ। "পরিধত্ত ধত্ত বাসসৈনং" ইতি। "অন্যাং গচ্ছাসি পরিধৎস্ব বাসঃ" (হিরং সং ১৯।১৪) ইতি চ। "ইদন্তো মসিঃ" ইতি মস ইদন্তত্বং। "তিঙ্ঙতিঙঃ" ইতি নিঘাতঃ॥ (১কা—৫অ—১সূ—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

নূতন অনুবাকে নূতন সূক্তের নূতন মন্ত্রে এক নূতন প্রকারের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সূক্তানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—'অনু সূর্য্যং' প্রভৃতি মন্ত্র হৃদ্রোগ এবং কামিলাদি রোগ শান্তির জন্য বিনিযুক্ত হইয়াছে। এতদর্থে যে সকল প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তাহার বিধিও ঐ সূক্তানুক্রমণিকায় সংক্ষেপে উল্লিখিত আছে। সেখানে দেখিতে পাই,—হৃদ্রোগাদি প্রশমন জন্য রোগীকে রক্তবর্ণ বৃষের রোমমিশ্রিত জল পান করাইতে হয়। তার পর, রক্তবর্ণ গোচর্ম্ম এবং অচ্ছিদ্র মণি গোক্ষীরে নিক্ষেপ করিবার বিধি আছে। অনুক্রমণিকায় প্রকাশ,—সেই গোচর্ম্ম পাতিয়া, রোগীকে তদুপরি উপবেশন করাইবে এবং মন্ত্রপূত করিয়া সেই মণি বাঁধিয়া দিবে; পরে সেই গোক্ষীর তাহাকে পান করাইবে। অতঃপর নবমবর্ষীয়া বালিকাকে হরিদ্রা-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করাইয়া রোগীকে তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইবে এবং ভুক্তাবশিষ্ট-রোগীর পদদ্বয়ে লিপ্ত করিয়া রোগীকে খট্টায় উপবেশন করাইবে। অতঃপর, শুক, কাষ্ঠশুক এবং পীতনকশুক—এই তিন প্রকার পক্ষীর সব্যজঙ্ঘা হরিদ্বর্ণ সূত্রের দ্বারা সেই খাটের সহিত বাঁধিয়া দিবে। মন্ত্রের অন্যান্য যে সকল প্রয়োগ-বিধি আছে তাহা কর্ম্মীর নিকট অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ প্রকটিত, তাহা এই,—'হে ব্যাধিত পুরুষ। তোমার হৃদিসন্তাপক হৃদ্রোগ এবং কামিলাদিজনিত শরীরের হরিদ্বর্ণ রোগ—এই উভয়বিধ ব্যাধি সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রেরিত হউক; অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত সন্তাপজনক দ্বিবিধ রোগ তোমার শরীর পরিত্যাগ করিয়া সন্তাপক সূর্য্যকে প্রাপ্ত হউক। অতঃপর লোহিদ্বর্ণবিশিষ্ট গোজাতি-সম্বন্ধীয় বর্ণে অর্থাৎ লোহিত-বর্ণে তোমার শরীর আচ্ছাদিত হউক। মূলতঃ, অনভিমত রোগজনিত তোমার শরীর যে বিকৃতবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বিদূরিত হইয়া শরীর সুস্থ হউক এবং প্রকৃষ্ট (অর্থাৎ সুস্থতার লক্ষণযুক্ত) বর্ণ ধারণ করুক! সাদাসিধা-ভাবে মন্ত্রে এইরূপ ব্যাধিমুক্তির প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা একই অন্বয়ে মন্ত্রের দ্বিবিধ অর্থ—দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিয়াছি। এক অর্থ—সায়ণের অনুসারী; এবং অন্য অর্থ—আমাদের পরিগৃহীত পন্থারই অনুগামী হইয়াছে। ভাব-পক্ষে, উভয়বিধ ব্যাখ্যার একই অর্থ নিষ্কাশন করা যাইতে পারে। আমরা একে একে তৎসমুদায় আলোচনা করিতেছি।

মন্ত্রের ভাব-গ্রহণ-পক্ষে মন্ত্রের কয়েকটী পদের বিশ্লেষণ প্রথমতঃ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের সমস্যামূলক প্রথম পদ—'হৃদ্দ্যোতঃ'। সায়ণ ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—"হৃদয়ং দ্যোতয়তি সন্তাপয়তীতি হৃদ্দ্যোতঃ হৃদ্রোগঃ'—অর্থাৎ, যাহাতে হৃদয়ের সন্তাপ জন্মায়, হৃদয়ের সহিত যাহা ব্যাপ্য অবস্থিত বা সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং সন্তাপজনক, তাহাই হৃদ্দ্যোতঃ। ইহা হইতেই হৃদ্দ্যোতঃ' পদে 'হৃদ্রোগ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে,

যাহা হৃদয়ের সন্তাপজনক—তাহাই হৃদয়ের ব্যাধি—তাহাই অন্তর্ব্যাধি। কামনা-বাসনার এবং অসৎপ্রবৃত্তির সমাবেশ রূপ যে ব্যাধি অহরহ হৃদয়কে নিপীড়িত করে, আমাদের মতে, 'হৃদ্দ্যোতঃ' পদে সেই ভাবই ব্যক্ত করে। হৃদয়ের ব্যাধি—অন্তর্ব্যাধি—ভব-ব্যাধির মোচনই প্রধান মুক্তি। শুদ্ধ-সত্ত্ব দ্বারা জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে তাহাকে দগ্ধীভূত করিতে পারিলেই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা। হৃদয়ের ব্যাধি—অন্তর্ব্যাধি নিবারণ করিতে না পারিলে—শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে কামনা-বাসনাদি এবং অসদ্ভাব ও অসৎপ্রবৃত্তিসমূহ তিরোহিত করিতে সমর্থ না হইলে, বন্ধনমোচনের কোনও সম্ভাবনা থাকে কি? এই জন্যই আমরা 'হৃদ্দ্যোতঃ' পদে, ভাষ্যকারের অর্থ-ব্যতিরিক্ত 'হৃদিসন্তাপকং ব্যাধিমূলং, বন্ধনহেতুভূতঃ অন্তঃশত্রুঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। হৃদয়ের সন্তাপজনক ব্যাধিতে—হৃদ্রোগে মানুষ যেমন সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তেমনই অসদ্ভাবসমূহ এবং কামনা-বাসনাদি-রূপ অন্তঃশত্রুর প্রভাবে ভববন্ধনেও আবদ্ধ হইয়া মানুষ সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে থাকে। সে ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে তাহার আর পরিত্রাণের আশা থাকে না।

মন্ত্রের সমস্যাপূর্ণ দ্বিতীয় পদ—'হরিমা'। সায়ণ ঐ পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন,—"কামিলাদিরোগজনিতঃ শারীরো হরিদ্বর্ণঃ;" অর্থাৎ, কামিলাদিরোগের আক্রমণে শরীর যে হরিদ্রা-বর্ণ ধারণ করে,—ভাষ্যকারের মতে 'হরিমা' পদে তাহাই উপলব্ধ হয়। এ অর্থে সাধারণতঃ ব্যাধির বিষয়ই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকারের নিষ্পন্ন অর্থ ব্যতীত, 'হরিমা' পদে আর এক অতি উচ্চ ভাব সূচিত হইতে পারে। ধাত্বর্থের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়,—হৃ ধাতু হইতে 'হরিমা' পদ নিষ্পন্ন। হৃ ধাতুর অর্থ—হরণ বা ক্ষয় করা। যে রোগে শরীরের সামর্থ্য ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, তাহাই হরিমা-পদবাচ্য। তাহা হইতে আমরা 'শরীরক্ষয়করঃ ব্যাধিঃ—যদ্বা, সৎপথাবরোধকঃ কর্ম্মপ্রভাবঃ, বন্ধনমূলঃ বহির্ব্যাধিঃ" অর্থ আমনন করিয়াছি। কামিলাদি রোগে যেমন শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আসে, রক্তহীনতা জন্মে, শরীরের সমস্ত সামর্থ্য নষ্ট হইয়া যায়; সেইরূপ, কামিলাদি ক্ষয়কারী ব্যাধির ন্যায়, আত্মধ্বংসকারী সদ্ভাব-নাশক যে সকল অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান—জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক—আমরা নিত্য করিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের প্রাক্তন ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়, আর তাহাতে আমাদের সংসার-বন্ধন ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর দৃঢ়তম হইয়া আসে। কামনা বাসনা-প্রলোভনাদিই মানুষের বন্ধনের বা ভব-ব্যাধির হেতুভূত। প্রলোভনাদি হইতে কামনা-বাসনার উৎপত্তি হয়। অভিলষিত বস্তু লাভ না হইলে মনের যে বিক্ষোভ বা সন্তাপ উপস্থিত হয়; তাহাতেই নানা অনর্থ ঘটে। সে অবস্থায় মানুষ হিতাহিত সদসৎ-বিচার-শূন্য হইয়া পড়ে; ফলে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসে। সেই অবস্থাই কামিলাদি-রোগের অবস্থা বলা যাইতে পারে। কামিলাদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট যেমন সংসারের যাবতীয় সামগ্রী হরিদ্রাবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ সকলই যেমন তাহার নিকট বিকৃত বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সে যেমন প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে না; কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত ব্যক্তিরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটে। প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথমাংশে যে বলা হইয়াছে,—'তোমার হৃদ্রোগ এবং কামিলাদি শারীরব্যাধি সূর্য্যদেবের

উদ্দেশে প্রেরণ কর', তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—তোমার অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধি, শত্রু-সন্তাপক শুদ্ধসত্ত্বপোষক সূর্য্যরূপী বা প্রজ্ঞান-স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রভাবে বিনষ্ট কর। অর্থাৎ, তুমি সৎকর্ম্ম-প্রভাবে হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চয় কর; হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ আহরণ কর; জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে শুদ্ধ-সত্ত্ব-পোষক ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে; ফলে, হৃদ্‌রোগ (অন্তর্ব্ব্যাধি)—কামক্রোধাদিজনিত চিত্তের বিক্ষোভ এবং কামিলাদি রোগ (শারীরব্যাধি)—বহির্ব্ব্যাধি—অসৎ-প্রবৃত্তি বা অসৎকর্ম্ম-সঞ্জাত আত্মধ্বংসকারী পাপকর্ম্মানুষ্ঠান হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। স্থূলতঃ জ্ঞানোদয়ে অশেষ ইষ্ট সাধিত হয়—এস্থলে এইরূপ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। শরীরে সামর্থ্য জন্মিলে অর্থাৎ বল সঞ্চার হইলে, ব্যাধির আক্রমণ যেমন ব্যর্থ হয়; সেইরূপ, জ্ঞানোদয়ে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য উপজিত হইলে, বন্ধনমূল কামনাবাসনাদি—রিপুশত্রু-সমূহ আপনিই হতবীর্য্য এবং নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। তখন আর তাহাদের আক্রমণে প্রপীড়িত হইতে হয় না। সে অবস্থায় প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া অন্তঃকরণ আপনিই ভগবদনুসারী হয়।

এখানে এক সংশয় প্রশ্ন উঠিতে পারে। 'ব্যাধি-সমূহকে সূর্য্যদেবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ কর' বলা হইল কেন? ইহারও এক নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। আলোক ভিন্ন সংসারে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। আলোক জীবের জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আলোকই—তেজই শক্তির জনয়িতা। সূর্য্যদেব সেই আলোকের—সেই শক্তির—সেই তেজের আধারভূত। 'সূর্য্যদেবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ কর' অর্থাৎ শরীরে আলোক বা তেজ সঞ্চয় কর। তুমি ব্যাধি-প্রভাবে সামর্থ্য হারাইয়াছ, তোমার দেহ-গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তোমার শরীরের স্বাভাবিক তেজ নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তোমার শরীরকে পুনঃ-সঞ্জীবিত করিতে হইলে, সেই সামর্থ্য—সেই তেজ পুনরায় সঞ্চয় করা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। সূর্য্যদেব—তেজাধার; তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও অর্থাৎ ব্যাধিপ্রশমনকারী বলাধান-সমর্থ প্রতিকারের ব্যবস্থা কর। শরীরে সামর্থ্য আসুক; তোমার ব্যাধি উপশমিত হইবে। ভাব-পক্ষে তাৎপর্য্য এই যে,—তুমি অজ্ঞানতামসে আচ্ছন্ন হইয়া, ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছ। তুমি মোহঘোরে নিমজ্জিত হইয়া, ভগবদনুসারী হইতে পারিতেছ না। তোমার অন্তর অজ্ঞানতা-কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মন্ত্রে তাই বলা হইতেছে,—তোমার হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্য উদিত হউক; তুমি সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য লাভ কর। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে, জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে, তোমার অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধি সকল ব্যাধি দূর হইবে। তোমার সকল সন্তাপ দূরে যাইবে। অন্তর্ব্ব্যাধি-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তোমার পরম পদ-প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসিবে।

মন্ত্রের একটী সমস্যামূলক বাক্য—'গো রোহিতস্য বর্ণেন'। ভাষ্যকার ঐ বাক্যের অর্থ করিয়াছেন,—"লোহিতবর্ণস্য গোজাতীয়স্য বর্ণেন লৌহিত্যেন।" অর্থাৎ, 'লোহিতবর্ণবিশিষ্ট গোজাতিসম্বন্ধীয় লৌহিত্য-বর্ণের দ্বারা।' এই বাক্যাংশের প্রতি পদই বিশেষ সমস্যা-মূলক। আমরা ইহার যে অর্থ করিয়াছি, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা উপলব্ধ হইবে। কি হইতে আমরা ঐরূপ অর্থ আমনন করিয়াছি, ক্রমে আমরা তাহার

হেতু প্রদর্শন করিতেছি। 'গো' শব্দে কিরণ, রশ্মি প্রভৃতি বুঝায়। তাহা হইতে আমরা ঐ পদে 'জ্ঞানকিরণস্য' অর্থ আমনন করিয়াছি। 'রোহিতস্য' পদ 'রুহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উৎপন্ন করা, আরোহণ করা—এই উভয় অর্থেই 'রুহ্' ধাতুর প্রয়োগ দেখিতে পাই। 'গোঃ' পদের জ্ঞানকিরণ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সামঞ্জস্য সাধনে 'রোহিতস্য' পদের অর্থ হইয়াছে—'সদ্ভাবজনকস্য, সৎসমীপনয়নসমর্থস্য, যদ্বা—সৎসামীপ্যপ্রদানসমর্থস্য।' এই অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। জ্ঞানই—সতের সন্ধান জানাইয়া দেয়, জ্ঞানই শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন করে, জ্ঞানই মানুষকে সৎস্বরূপের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, জ্ঞানেই মানুষ মোক্ষ-মার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। 'রুহ্' ধাতুর উভয় অর্থেই উচ্চ-ভাব সূচিত হয়। তার পর—'বর্পেন' পদ। আমরা ঐ পদের 'প্রভাবেন, দীপ্ত্যা' দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রে দ্বিতীয় অংশে এই ভাব উপলব্ধ হয় যে—'তুমি সদ্ভাবজনক সৎসমীপে নয়নসমর্থ জ্ঞানকিরণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হও, অথবা তাঁহার দীপ্তিতে তোমাকে আচ্ছাদিত বা দীপ্তিমন্ত কর। ভাব এই যে,—তোমার কর্ম্মপ্রভাব এমন হউক, যাহাতে তোমার সদ্-জ্ঞানের উদয় হয়; এবং সেই জ্ঞান-প্রভাবে তোমার হৃদয়ে শত্রুসমূহ বিদূরিত হয় এবং শত্রুনাশে অন্তরে সদ্ভাব সঞ্চিত হইয়া যায়। আর, তাহার ফলে, তুমি সকল বন্ধন মোচন করিতে সমর্থ হও।

এখানে, এ মন্ত্রে ব্যাধির ও ব্যাধি-শান্তির উপমার মধ্য দিয়া এক পরম-তত্ত্ব বিবৃত দেখি। কামনা-বাসনাদিই মানুষের পাপ প্রবৃত্তির উত্তেজক। ব্যাধি যেমন অলক্ষিতে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, শরীরকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে, কামনা-বাসনাদিও সেইরূপ হৃদয়ের অসদ্বৃত্তিসমূহকে উত্তেজিত করিয়া মানুষকে সেইরূপ অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করে। ব্যাধিতে যেমন দেহকে পীড়িত ও রোগ দ্বারা আবদ্ধ করে, হৃদয়ের এক এক বৃত্তির বিকৃতিতে সেইরূপ অন্তর ব্যথিত ও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। দেহের ব্যাধি দূর করিতে পারিলে ধাতু-সাম্যে দেহ যেমন সুস্থতা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ এক এক হৃদ্বৃত্তিগত বৈষম্য দূর করিতে সমর্থ হইলে, গুণ সাম্যে বন্ধন-মুক্তি ঘটে। যাহা হউক, মন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয় বিবেচনা করিয়া মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা এই,—'হে সংসার-তাপতপ্ত জীব! যদি বন্ধন-মোচনের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তোমার অন্তর ও বাহির ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত কর, অর্থাৎ তোমার অসদ্বৃত্তি-সমূহ এবং কর্ম্মক্ষেত্রের পাপ-সংশ্রব জ্ঞান-সাহায্যে দূর করিয়া দেও। এমন কর্ম্মী হও—এমন কর্ম্ম সম্পাদন কর, যাহাতে হৃদয়ে জ্ঞানের দিব্য-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়। তাহা হইলেই অসদ্বৃত্তির নিবারণে হৃদয়ে সদ্বৃত্তির সঞ্চার হইবে;—শুদ্ধসত্ত্বভাব-সমূহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিবে। তিনি জ্ঞানময়; জ্ঞান-সাহায্যেই তুমি সৎ-স্বরূপ ভগবানকে জানিতে পারিবে। তাঁহাকে জানিতে পারিয়া তাঁহার শরণ লইলেই তোমার সকল বন্ধন টুটিয়া যাইবে। দেখিবে, তোমার অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি কেহই আর তখন তোমাকে পীড়া দিতে সমর্থ হইবে না। তাই বলি মন! তুমি জ্ঞানান্বেষণে ভগবদনুধ্যানে নিরত হও।' (১কা—৫অ—১সূ—১ম)।

—— • ——

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

পরি ত্বা রোহিতৈর্ব্বর্ণৈর্দীর্ঘায়ুত্বায় দধ্মসি।

যথায়মরপা অসদথো অহরিতো ভুবৎ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

পরি। ত্বা। রোহিতৈঃ। বর্ণৈঃ। দীর্ঘায়ুঽত্বায়। দধ্মসি।

যথা। অয়ং। অরপাঃ। অসৎ। অথো ইতি। অহরিতঃ। ভুবৎ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জীব (অহমিতি ভাবঃ)। 'দীর্ঘায়ুত্বায়' (দীর্ঘজীবনলাভায়, চিরাবস্থিতায়—ভগবতঃ সমীপে ইত্যর্থঃ) 'রোহিতৈঃ' (লোহিতৈঃ, সৎসামীপ্যপ্রদানসমর্থৈঃ জ্ঞানকিরণৈরিত্যর্থঃ) 'বর্ণৈঃ' (দীপ্তিভিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিদধ্মসি' (আচ্ছাদয়, দীপ্তিমন্তং কুরু ইতি ভাবঃ); 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'অয়ং' (জীব ইতি ভাবঃ) 'অরপাঃ' (অপগতপাপঃ, নির্ম্মলচিত্তঃ ইতি যাবৎ) 'অসৎ' (ভবেৎ), 'অথ:' (পাপক্ষয়ানন্তরং) 'অহরিতঃ' (হরিদ্বর্ণরহিতঃ, সদ্ভাবনাশকঃ পাপসম্বন্ধরহিতঃ) 'ভুবৎ' (ভবেৎ), তথা কুরু ইতি শেষঃ। ভগবন্তং প্রাপ্ত্যর্থং হৃদি জ্ঞানকিরণসঞ্চয়ায় প্রবৃত্তো ভব। ইতি ভাবঃ। (১কা—৫অ—১সূ—২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জীব! (আত্ম-সম্বোধন) দীর্ঘজীবন-লাভের জন্য (ভগবানের সমীপে চিরাবস্থানের নিমিত্ত) সৎসামীপ্যপ্রদানসমর্থ (জ্ঞানকিরণের) দীপ্তির দ্বারা (তুমি) তোমাকে আচ্ছাদিত (দীপ্তিমন্ত) কর। যে প্রকারে জীব (আমি) অপগতপাপ (নির্ম্মলচিত্ত) হইতে পারে এবং পাপক্ষয়ানন্তর সদ্ভাববিনাশকারী পাপসম্বন্ধরহিত হয়, সেই প্রকারে জ্ঞানজ্যোতিতে দীপ্তিমান্ হও। (১কা—৫অ—১সূ—২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

উক্তমেব লোহিতবর্ণপরিধানফলপ্রকটনার্থং পুনরাহ। হে ব্যাধিত ত্বা ত্বাং রোহিতৈঃ লোহিতৈঃ বর্ণৈঃ প্রাগুক্তৈর্গোসম্বন্ধিভিঃ পরি দধ্মসি পরিদধ্মঃ॥ "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি পরেরূপসর্গস্য ব্যবহিতঃ প্রয়োগঃ॥ কিমর্থং ইতি তদাহ। দীর্ঘায়ুত্বায় দীর্ঘং শতসম্বৎসরপরিমিতং আয়ুর্জীবনকালো যস্যাসৌ দীর্ঘায়ুঃ। তস্য ভাবস্তত্বং॥ সকারলোপশ্ছান্দসঃ। তাদর্থে চতুর্থী। সতি শিষ্টত্বাৎ সমাসস্বরত্বং বাধিত্বা ত্বপ্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং॥ তদেব কথং ইত্যত আহ। যথা যেন প্রকারেণ অয়ং চিকিৎসিতঃ পুরুষঃ অরপাঃ। রপ ইতি পাপনাম॥ রপো রিপ্রং ইতি পাপনামনী ভবতঃ। (নি০ ৪২১) ইতি হি যাস্কঃ॥ স বিদ্যতে রপঃ পাপং যস্যাসৌ অরপাঃ॥ বহুব্রীহৌ "নঞ্সুভ্যাং" ইতি উত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ অপগতপাপঃ অসৎ ভবেৎ॥ অস্তের্লেটি অডাগমঃ॥ অথো পাপক্ষয়ানন্তরমেব অহরিতঃ কামিলাদিরোগজনিতহরিদ্বর্ণরহিতঃ ভুবৎ ভবেৎ। রোগনিদানভূতপাপক্ষয়ে সতি তচ্ছান্তৌ সত্যাং যথা দীর্ঘায়ুর্ভবতি তথা পরিদধ্ম ইতি বাক্যার্থঃ॥ ভূ সত্তায়াং। অস্মাৎ লেটি অডাগমঃ। "ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু" ইতি ইকারলোপঃ। "বহুলং ছন্দসি" ইতি শপো লুক্। "ভূসুবোস্তিঙি" ইতি গুণপ্রতিষেধে উবঙ্॥ (১কা—৫অ—১সূ—২ম)॥

* • *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

সেই একই ভাব—একই প্রার্থনা, এ মন্ত্রে প্রকটিত দেখি। এ মন্ত্রও আত্মোদ্বোধনমূলক। এ মন্ত্রও আত্মসম্বোধনে বিনিযুক্ত। ভাষ্যকারের মতে, লোহিতবর্ণ পরিধানের ফল প্রকটন জন্য এই মন্ত্রের অবতারণা। ভাষ্যের ভাবে ব্যাধিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—'হে ব্যাধিত! দীর্ঘায়ু অর্থাৎ শতবর্ষপরিমিত আয়ু লাভের নিমিত্ত, তুমি পূর্ব্বকথিত গো-সম্বন্ধী লোহিত-বর্ণের দ্বারা তোমার দেহ আবৃত কর। যাহাতে তোমার পাপ অপগত হয় এবং পাপাপগতানন্তর যাহাতে তুমি কামিলাদি-রোগজনিত হরিদ্বর্ণরহিত হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পার, হে চিকিৎসিত ব্যক্তি, তুমি সেইরূপ হরিদ্বর্ণ প্রাপ্ত হও।' বলা বাহুল্য, রোগোপশমন জন্য মন্ত্রের প্রয়োগ-ব্যবস্থায় মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে, ভাষ্যভাবে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ অন্য পথ পরিগ্রহণ করিল। আমরা মনে করি, হৃদ্‌রোগে এবং কামিলাদি-রোগে শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, রোগী যেমন অস্তদশা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ, অন্তর্ব্যাধি ও বহির্ব্যাধি প্রভৃতি মানুষের সৎপ্রবৃত্তি-সমূহের ক্ষয় করিয়া তাহার গতি-মুক্তির পথ রোধ করিয়া দেয়। উত্তম চিকিৎসায় রোগ-নির্ণয়ে প্রকৃত ঔষধের ব্যবস্থা হইলে, যেমন রোগ উপশম হয়,—শরীর সুস্থতা অবলম্বন করে; সেইরূপ জ্ঞান-কিরণ সাহায্যে অন্তরের

ব্যাধিমূল কামনা-বাসনাদি বিদূরিত করিয়া মনস্থৈর্য্য-সাধনে সমর্থ হইলে গতি-মুক্তির পথ আপনিই সুগম হইয়া আসে। আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকটিত হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিশ্লেষণে মন্ত্রের ভাব কতকটা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের 'রোহিতৈঃ বর্ণৈঃ' পদদ্বয়ে যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, পূর্ব্ব-মন্ত্রের আলোচনায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। ভগবৎসমীপে নয়নসমর্থ যে জ্ঞানজ্যোতিঃ, তাহা আহরণ করিবার জন্য এবং তদ্দ্বারা হৃদয়কে প্রদীপিত করিবার জন্য, মনকে উদ্বোধিত করা হইয়াছে,—'রোহিতৈঃ বর্ণৈঃ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহাই উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অহরিতঃ' পদে আমরা মনে করি, 'সদ্ভাবহরণশীলঃ পাপসম্বন্ধরহিতঃ' অর্থ প্রকাশ করে। ভাষ্যের মতে, ঐ পদে 'কামিলাদি-রোগজনিতহরিদ্বর্ণরহিতঃ' অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। কামিলাদিরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে, শরীর যেমন সুস্থ হয় এবং সুস্থতাসূচক লোহিত (স্বাভাবিক) বর্ণ ধারণ করে; সেইরূপ সদ্ভাবনাশক পাপসম্বন্ধ-বিরহিত হইলে অন্তর তেমনি চাঞ্চল্যরহিত হইয়া ভগবানে সংন্যস্ত হয়। রোগমুক্ত হইয়া নিরোগ মানুষ যেমন দীর্ঘায়ু লাভ করে অর্থাৎ অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে; সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সদ্‌জ্ঞান-সঞ্চারে ভগবানে আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইলে, সাধক তেমনি সৎস্বরূপ ভগবান্ সান্নিধ্যে চিরকাল অবস্থান করিতে সমর্থ হন। সংসারাসক্ত জীব, ব্যাধি-প্রশমনে দীর্ঘায়ুলাভের কামনা করেন—সংসারসুখভোগের জন্য। তাঁহার প্রার্থনাই—'দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবী পরং সুখং। তাঁহার কামনা—ধন-জন-পুত্র-বিত্ত-লাভের জন্যই প্রধানতঃ প্রকাশ পায়। কিন্তু যিনি ভগবদনুসারী সাধন-পথের পথিক, তাঁহার প্রার্থনা অন্যরূপ। তিনি ধন জন চাহেন না, তিনি সুখসৌভাগ্য চাহেন না; পুত্র-বিত্ত লাভের জন্যও তিনি লালায়িত নহেন। দৈহিক ব্যাধি-প্রশমন তাঁহার; তিনি অন্তর্ব্যাধির—কামনা-বাসনাদির—নিপীড়নে নিপীড়িত। তিনি তাহারই শান্তি কামনা করেন। তিনি গতাগতির পথ রোধ করিবার জন্য চির উন্মুখ; জন্মগতিরোধের জন্যই তিনি একান্ত ব্যাকুল। তাই তিনি সজ্-জ্ঞান-লাভের কামনা করেন;—তাই তিনি আত্মায় আত্ম-সম্মিলনের বাসনা করেন। বাসনা-ক্ষয়ে ভগবৎসান্নিধ্যে চিরাবস্থানের প্রার্থনাই তাঁহার দীর্ঘায়ুলাভের কামনা।

ব্যাধিপ্রশমনের দৃষ্টান্তে মন্ত্রে ভগবদ্ভক্ত সাধক আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'যদি গতিমুক্তিলাভের অভিলাষ থাকে, যদি তাঁহার সহিত চিরাবস্থানের অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে জ্ঞানজ্যোতিঃ আহরণে প্রবৃত্ত হও। সে জ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত করিতে পারিলে, তুমি সকল পাপ-সম্বন্ধ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। জ্ঞানজ্যোতিঃ সৎপথ-প্রদর্শক; তোমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া, তাহাই তোমাকে সৎস্বরূপের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। তাই বলি মন! তুমি জ্ঞানার্জ্জনে নিরত হও। সৎপথে অগ্রসর হইয়া সৎকর্ম্মসাধনে উদ্‌বুদ্ধ হও। তাহা হইলেই তুমি 'অরপা' অর্থাৎ পাপসম্বন্ধবিহীন হইতে সমর্থ হইবে,—তাহা হইলেই তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারিবে, আর তাহা হইলেই তুমি তাঁহার সহিত চিরাবস্থিত হইতে পারিবে। তাহা হইলেই তোমার জন্মগতি রোধ হইয়া যাইবে।' মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। (১কা—৫অ—১সূ—২ম)॥

—— • ——

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ)।

যা রোহিণীর্দ্দেবত্যা৩ গাবো যা উত রোহিণীঃ।

রূপংরূপং বয়োবয়স্তাভিষ্ট্বা পরি দধ্মসি ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

যাঃ। রোহিণীঃ। দেবত্যাঃ। গাবঃ। যাঃ। উত। রোহিণীঃ।

রূপংঽরূপং। বয়ঃঽবয়ঃ। তাভিঃ। ত্বা। পরি। দধ্মসি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবত্যাঃ' (দেবভাবসঞ্জাতাঃ) 'যাঃ' (প্রসিদ্ধাঃ) 'রোহিণীঃ' (ভগবৎপ্রাপ্তিসামর্থ্যাঃ) 'উত' (অপিচ) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণোদ্ভবাঃ) 'যাঃ' (প্রসিদ্ধাঃ) 'রোহিণীঃ' (ভগবৎপ্রাপ্তি-সামর্থ্যাঃ) সন্তি ; 'তাভিঃ' (তৈঃ সামর্থ্যৈঃ) 'রূপংরূপং' (অরূপস্য ভগবতঃ—অনন্তরূপমিতি ভাবঃ) 'বয়োবয়ঃ' (বয়োহীনস্য ভগবতঃ—চিরযৌবনমিতি যাবৎ), হে জীব। 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিদধ্মসি' (সংযোজয়, যদ্বা—তৎসর্ব্বং হৃদি প্রদীপয় ইতি ভাবঃ)। জ্ঞানসাহায্যেন ভগবদভি-মুখিনো ভব। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ (১কা—৫অ—১সূ—৩ম) ॥

অথবা,

'দেবত্যাঃ' (দেবভাবোদ্ভবাঃ, সৎপ্রবৃত্তিসঞ্জাতাঃ) 'রোহিণীঃ' (ভগবৎসামীপ্যপ্রদানসামর্থ্যাঃ) 'যাঃ' (প্রসিদ্ধাঃ) 'গাবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) সন্তি, 'উত' (অপিচ) 'যাঃ' (প্রসিদ্ধাঃ, সৎকর্ম্মসঞ্জাতাঃ ইত্যর্থঃ) 'রোহিণীঃ' (ভগবতঃ স্বরূপবিজ্ঞাপকাঃ) 'গাবঃ' (জ্ঞান-কিরণাঃ) সন্তি, 'তাভিঃ' (তৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ) 'রূপংরূপং' (ভগবতঃ অনন্তরূপং) তথা 'বয়োবয়ঃ' (বয়োহীনস্য ভগবতঃ অনন্তযৌবনং) [illegible], হে জীব। 'ত্বা' (ত্বাং, তব হৃদি ইতি ভাবঃ) 'পরিদধ্মসি' (নিধেহি) জ্ঞানেন সহ [illegible] প্রাপ্তব্যং। ইতি ভাবঃ ॥ (১কা—৫অ—১সূ—৩ম) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসম্ভূত যে ভগবৎপ্রাপ্তিসামর্থ্য, আর জ্ঞানকিরণোদ্ভূত যে ভগবৎপ্রাপ্তিসামর্থ্য (হৃদয়ে উপজিত হয়), তদ্দ্বারা অরূপ ভগবানের অনন্ত-রূপকে এবং বয়োহীন ভগবানের অনন্তযৌবনকে তোমার সহিত সংযোজিত কর। (ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবে সদ্‌ভাব-সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধ হয়)। (১কা—৫অ—১সূ—৩ম)॥

অথবা,

সৎপ্রবৃত্তিপ্রভাবে এবং সৎকর্ম্মসাহায্যে (হৃদয়ে) ভগবৎসামীপ্য-প্রদান-সামর্থ্য যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়, তদ্দ্বারা, হে জীব! সেই ভগবানের অনন্তরূপকে এবং তাঁহার অনন্তযৌবনকে আহরণ করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর। অর্থাৎ—জ্ঞানসাহায্যে সৎকর্ম্ম দ্বারা সেই অনন্তরূপ (অরূপ) এবং অনন্তযৌবন (চিরনবীন) ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ কর। (১কা—৫অ—১সূ—৩ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

দেবত্যাঃ দেবতাসু ভবাঃ॥ "ভবে ছন্দসি" ইতি যৎ প্রত্যয়ঃ॥ দেবসম্বন্ধিন্যো রোহিণীঃ রোহিণ্যঃ লোহিতবর্ণাঃ॥ রুহ বীজজন্মনি প্রাদুর্ভাবে (চ) ইত্যস্মাৎ রুহে রশ্চ লো বা (উ. ৩।৯৪) ইতি ঔণাদিক ইতন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদ্ আদ্যুদাত্তত্বং। ততো "বর্ণাদ্ অনুদাত্তাৎ তোপধাৎ তো নঃ" ইতি ঙীপ্। তৎ সন্নিয়োগেন তকারস্য নকারঃ। ঙীপঃ পিত্বাদ্ অনুদাত্তত্বে নিৎস্বর এব শিষ্যতে। জসি "বা ছন্দসি" ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। উক্তবর্ণাঃ যাঃ কামধেন্বাদয়ো গাবঃ সন্তি। উত অপিচ যাঃ মনুষ্যসম্বন্ধিন্যো রোহিণীঃ রোহিণ্যঃ লোহিতবর্ণাঃ গাবঃ সন্তি তাভিঃ উভয়বিধাভির্গোভিঃ রূপংরূপং সর্ব্বগোব্যক্তিগতং কৃৎস্নং অরুণরূপং তথা বয়োবয়ঃ সর্ব্বব্যক্তিগতং কৃৎস্নং যৌবনং॥ উভয়ত্র "নিত্যবীপ্সয়োঃ" ইতি দ্বির্ব্বচনং। "তস্য পরং আম্রেড়িতস্য" ইতি পরস্য আম্রেড়িতসংজ্ঞায়াং "অনুদাত্তং চ" ইতি অনুদাত্তত্বং॥ তৎ সর্ব্বং আহৃত্য হে রুগ্ন ত্বা ত্বাং পারিদধ্মসি পারিদধ্মঃ গোগতবর্ণবদ্ উজ্জ্বলৈর্ব্বর্ণৈর্ব্বয়োবিশেষৈস্তদীয়ং শরীরং সংযোজয়াম ইত্যর্থঃ॥ যদ্বা। তাভিঃ উক্তবর্ণোপেতাভির্গোভিঃ হে রুগ্ন ত্বাং পারিদধ্মসি। পারিধান প্রকারমেব আহ। রূপংরূপং রোগবিশেষেণ দূষিতং সর্ব্বশরীরগতং রূপং বয়োবয়ঃ উক্তপ্রকারং বয়শ্চ পরি দধ্মসি॥ তাভিষ্টে্বতি। "ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ" ইতি যুষ্মদস্ত্বাদেশঃ। "যুষ্মত্তৎতক্ষুষ্বন্তঃ পাদং" ইতি সকারস্য ষত্বং॥ (১কা—৫অ—১সূ—৩ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই সূক্তের সকল মন্ত্রই দুর্ব্বোধ্য। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা প্রথমতঃ প্রকটন করিতেছি ; যথা,—লোহিতবর্ণবিশিষ্ট যে সকল কামধেনু আছে এবং লোহিতবর্ণবিশিষ্ট যে সকল সাধারণ গোজাতি পরিদৃষ্ট হয়, সেই উভয়বিধ গোজাতির লোহিতবর্ণ এবং সর্ব্বব্যক্তি-গত যৌবন আহরণ করিয়া, হে রুগ্ন তোমার শরীরে সংযোজিত কর। রোগ-প্রশমন-পক্ষে সাধারণভাবে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, ভাষ্যাভাষে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

দ্বিবিধ অন্বয়ে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রায় একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা মনে করি, একদিকে যেমন ব্যাধিশান্তি, অন্য দিকে তেমনি সংসারী জীবকে ভগবদনু-সারী করিবার প্রয়াস, মন্ত্রমধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যে ভাবে মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের অন্বয় করিয়া যে পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের ব্যাখ্যায় সে পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদ মন্ত্রার্থ-প্রকাশ-পক্ষে, বিভিন্ন ভাব দ্যোতনা করে। তজ্জন্যই বিভিন্ন দৃষ্টিতে মন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার অর্থ ব্যক্ত হয়। মন্ত্রের একটী সমস্যামূলক পদ— 'রোহিণীঃ'। ভাষ্যে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'রোহিণ্যঃ লোহিতবর্ণাঃ' পদ দৃষ্ট হয়। 'গাবঃ' পদে ভাষ্যে 'গরুগণকে' অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে 'রোহিণ্যঃ গাবঃ' পদদ্বয়ে 'লোহিতবর্ণা গাভীগণ' অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু বেদে 'গাবঃ' পদে 'জ্ঞানরশ্মিসমূহ' অর্থই প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ করি। 'রোহিণীঃ' পদ আরোহণের ভাবমূলক 'রুহ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতেই অর্থ আসে—'ভগবৎসমীপে উন্নীত করিবার উপযোগী যে জ্ঞানরশ্মি-সমূহ।' এই অর্থেই সকল ভাব সঙ্গত হইয়া আসে। আমাদিগের ব্যাখ্যায় আমরা এই ভাবেরই অনুসরণ করিয়াছি।

মন্ত্রটী আত্মসম্বোধনমূলক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রূপংরূপং' এবং 'বয়োবয়ঃ' পদদ্বয় বিশেষ দুর্ব্বোধ্য। সাধারণতঃ ঐ দুই পদের যে অর্থ পরিগৃহীত হয়, ভাষ্যে তাহা প্রকটিত আছে। আমাদের মতে, 'রূপংরূপং' পদে রূপহীনের অনন্তরূপ এবং 'বয়োবয়ঃ' পদে বয়োহীনের— ভগবানের—অনন্ত যৌবন অর্থ হওয়াই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভগবানের অনন্তরূপ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, তাঁহার অনন্ত-যৌবনের—চিরনবীনত্বের বিষয় উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলে, পার্থিব রূপ-যৌবনের প্রতি আর আসক্তি থাকে কি? সে রূপের—সে নবীনত্বের ধারণা জন্মে কি প্রকারে? সে ধারণা জন্মে—সদ্ভাবের সমাবেশে ; সে ধারণা জন্মে— সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষে। মন্ত্রে এক পক্ষে যেমন ব্যাধিনাশের কামনায় লোহিতবর্ণধারণের উপদেশ আছে ; অন্যপক্ষে তেমনি জন্মগতিরোধের জন্য ভগবানের স্বরূপ জানিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণে সংসারতাপতপ্ত জীবকে উদ্বোধিত করা হইয়াছে॥ (১কা—৫অ—১সূ—৩ম)॥

চতুর্থ মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

সুকেষু তে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি।

অথো হারিদ্রবেষু তে হরিমাণং নি দধ্মসি॥ ৪॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

সুকেষু। তে। হরিমাণং। রোপণাকাসু। দধ্মসি।

অথো ইতি। হারিদ্রবেষু। তে। হরিমাণং। নি। দধ্মসি॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জীব। 'তে' (তব) 'হরিমাণং' (সদ্ভাবনাশকং পাপপ্রবৃত্তিং) 'সুকেষু' (দীপ্তিমৎসু) 'রোপণাকাসু' (সদ্ভাবজনকেষু দীপ্তিপ্রদেষু জ্ঞানকিরণেষু ইতি ভাবঃ) 'দধ্মসি' (নিযচ্ছ); 'অথ' (অনন্তরং) 'তে' (তব) 'হরিমাণং' (সদ্ভাবহরণশীলং কর্ম্মপ্রভাবং) 'হারিদ্রবেষু' (পাপাপহারকেষু দেবেষু) 'নি দধ্মসি' (সংস্থাপয়)। সদসৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভগবতি নিযচ্ছ। ফলাকাঙ্ক্ষাবিবর্জ্জিতঃ সন্ কর্ম্ম সাধয় ইতি ভাবঃ॥ (১কা—৫অ—১সূ—৪ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জীব (আত্মসম্বোধন)! তোমার সদ্ভাবনাশক পাপপ্রবৃত্তিসমূহকে দীপ্তিমান্ সদ্ভাবজনক জ্ঞানকিরণসমূহে সংন্যস্ত কর; আর, তোমার সদ্ভাবহরণশীল কর্ম্মপ্রভাবসমূহকে পাপহারী দেবভাবসমূহে সংস্থাপিত কর। (ভাব এই যে,—সদসৎ সকল কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ কর এবং ফলাকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া যাও। তাহাতেই শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে।)॥ (১কা—৫অ—১সূ—৪ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

পূর্ব্বং গবাদিগতস্য উজ্জ্বলস্য রক্তবর্ণস্য রুগ্নশরীরে প্রবেশোঽভিহিতঃ। তচ্ছরীরে পূর্ব্বং অবস্থিতস্য রোগজনিতস্য হরিদ্বর্ণস্য কা তর্হি গতিরিতি তদ্ উচ্যতে। হে রোগার্ত্ত তে তব শরীরগতং হরিমাণং রোগজনিতং হরিদ্বর্ণং॥ "বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ" ইতি হরিচ্ছব্দাদ্ ভাবার্থে ইমনিচ। "যচি ভং" ইতি ভসংজ্ঞায়াং "টেঃ" ইতি টিলোপঃ। "চিতঃ" ইত্যন্তোদাত্তত্বং॥ তদ্বর্ণং সুকেষু কীরেষু তথা রোপণাকাসু কাষ্ঠশুকাখ্যেষু হরিদ্বর্ণেষু পক্ষিষু নি দধ্মসি নিদধ্মঃ। বর্ণতঃ সমানাকৃতিষু পক্ষিবিশেষেষু স্থাপয়াম ইত্যর্থঃ। "ইদন্তো মসি" ইতি মস ইদন্তত্বং॥ অথো অপি চ হারিদ্রবেষু গোপীতনকাখ্যেষু হরিদ্বর্ণেষু পক্ষিবিশেষেষু তে ত্বদীয়ং হরিমাণং হরিদ্বর্ণং নি দধ্মসি নিদধ্মঃ স্থাপয়ামঃ॥ (১কা—৫অ—১সূ—৪ম॥

ইতি পঞ্চমোঽনুবাকে প্রথমং সূক্তং॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, প্রথমতঃ তাহা প্রকটিত করিতেছি। ভাষ্যের সূচনায় প্রকাশ, প্রাগুক্ত মন্ত্রত্রিতয়ে রুগ্নশরীরে গবাদি পশুসম্বন্ধি উজ্জ্বল লোহিত্বর্ণ প্রবেশানন্তর, রোগজনিত হরিদ্বর্ণ কি গতি প্রাপ্ত হইবে, তাহা পরিস্ফুট করিবার জন্য, এই মন্ত্রের অবতারণা। মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'হে ব্যাধিত। তোমার শরীরগত রোগজনিত হরিদ্বর্ণ, শুক এবং কাষ্ঠশুক নামক হরিদ্বর্ণ পক্ষিসমূহে সংস্থাপিত করি। অনন্তর তোমার শরীরগত সেই হরিদ্বর্ণ গোপীতনক নামক হরিদ্বর্ণ পক্ষিবিশেষে স্থাপন করিতেছি।' মন্ত্রের এই অর্থে, চিকিৎসক যেন রুগ্ন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া, এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন,—এইরূপ ভাব পাওয়া যায়।

লৌকিক হিসাবে মন্ত্রের প্রয়োগ প্রণালী যাহাই হউক, মন্ত্রের অর্থ সাধারণ্যে যাহাই প্রচলিত থাকুক, মন্ত্রে যে এক উচ্চ আদর্শ পরিব্যক্ত হইয়াছে, মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহাই উপলব্ধ হয়। আমাদের মতে, মন্ত্র নিষ্কাম-কর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করিতেছে। নিষ্কাম-কর্ম্মের মূল-সূত্র গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে সুন্দর পরিস্ফুট দেখিতে পাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।" ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া, কর্ম্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলেই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। এখানে এ মন্ত্রে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে ব্যাধি-প্রশমনের দৃষ্টান্তে সেই নিষ্কাম-কর্ম্ম সম্বন্ধেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কি সূত্রে কি অর্থে আমরা এ ভাব উপলব্ধি করি, এস্থলে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। মন্ত্রের অন্তর্গত জটিলতাপূর্ণ দুর্ব্বোধ্য পদ-সমূহ—'হরিমাণং হারিদ্রবেষু রোপণাকাসু, সুকেষু'। ভাষ্যের মতে ঐ সকল পদের যে অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে, ভাষ্য-

পাঠে তাহা অবগত হইবেন। এক্ষণে আমরা ঐ সকল পদের কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি। 'হরিমাণং' পদের অর্থ আমাদের ব্যাখ্যাতেই পরিব্যক্ত দেখিবেন। তদনুসারে আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'সদ্ভাব-নাশকং পাপপ্রবৃত্তিং, সদ্ভাবহরণশীলং কর্ম্মপ্রভাবং'। 'সুকেষু', 'রোপণাকাসু' এবং 'হারিদ্রবেষু' পদত্রয়ে ভাষ্যকার হরিদ্বর্ণ-বিশিষ্ট শুক, কাষ্ঠশুক এবং গোপীতনক শুক অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদত্রয়ে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা প্রকটিত দেখিবেন। 'শুভ্' ধাতু হইতে 'শুক' পদ নিষ্পন্ন। 'শুভ্' ধাতুর অর্থ—দীপ্তি পাওয়া। তাহা হইতে আমরা ঐ পদে 'দীপ্তিমৎসু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ঐ পদের 'সুকেষু' পাঠ 'সুকেশু' রূপও দৃষ্ট হয়। অতএব, এ পক্ষে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থেরই সার্থকতা বুঝা যায়। 'রোপণাকাসু' পদ 'রূপ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। ণিজন্ত 'রূপ্' ধাতুর অর্থ জনন উৎপন্ন করা। তাহা হইতে 'সদ্ভাবজনকেষু' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। জ্ঞানপ্রভাবে হৃদয় প্রদীপ্ত হয়,—জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়। 'হারিদ্রবেষু' পদের অর্থ আমরা করিয়াছি—'পাপহারকেষু দেবভাবেষু।' 'হৃ' ধাতু হরণার্থক। দ্রু ধাতু দ্রবণার্থক। তাহা হইতে আমরা 'হারিদ্রবেষু' পদে 'পাপনাশক করুণাময় ভগবানে' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি।

এক্ষণে মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে যে ভাব সূচিত হয়, তাহা প্রদর্শন করিতেছি। মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে—'তোমার সদ্ভাব-নাশক পাপ-প্রবৃত্তিসমূহকে দীপ্তিমান্ সদ্ভাব-জনক জ্ঞান-কিরণে নিবেশিত কর।' ভাব এই যে—জ্ঞানকিরণ সাহায্যে সদ্ভাবনাশক পাপ-বৃত্তিসমূহকে বিদূরিত কর; হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে; —'সদ্ভাবহরণশীল কর্ম্মপ্রভাব পাপহরণকারী ভগবানে সংন্যস্ত কর।' অর্থাৎ, 'ভগবদনুসারী হও; তাহাতে সকল কর্ম্মফল সমর্পণ কর; তাহা হইলেই অসৎকর্ম্মে, পাপানুষ্ঠানে আর তোমার প্রবৃত্তি আসিবে না। তখন তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, তাঁহার কর্ম্ম জানিয়া তাঁহারই শরণ লইতে পারিবে।' ভাব এই যে,—'ভগবৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; যাহাতে তাঁহার প্রীতি, তাহাতে তোমারও প্রীতি এই মনে করিয়া, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হও। তাহা হইলেই তুমি ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবে।' (১কা—৫অ—১সূ—৪ম) ॥

দ্বিতীয়-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

"নক্তংজাতা" "সুপর্ণো জাতঃ" ইতি সূক্তদ্বয়েন শ্বেতকুষ্ঠাপনোদনায় ভৃঙ্গরাজহরিদ্রেন্দ্র-বারুণীনীলিকাঃ পিষ্ট্বা শুষ্কগোময়েন শ্বিত্রপ্রদেশং আলোহিতদর্শনং প্রঘৃষ্য লেপয়েৎ॥ পলিত নাশনেঽপি পলিতানি আচ্ছিদ্য সূক্তদ্বয়েন পূর্ব্ববদ্ বলিম্পেৎ॥ উক্তরোগদ্বয়শান্ত্যে অনেনৈব সূক্তদ্বয়েন আজ্যহোমাদীনি মরুৎকর্ম্মাণি চ বৃষ্টিকর্ম্মোক্তবৎ কুর্য্যাৎ॥ সূত্রিতং চ। "নক্তং-জাতা (কা০ ১।২৩) সুপর্ণো জাতঃ (।২৪) ইতি মন্ত্রোক্তং শকৃতা আলোহিতং প্রঘৃষ্য আলিম্পতি পলিতান্যাচ্ছিদ্য মারুতান্যপিহিতং (কৌ০ ৪,২)॥

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

নক্তংজাতাস্যোষধে রামে কৃষ্ণে অসিক্নি চ।

ইদং রজনি রজয় কিলাসং পলিতং চ যৎ॥ ১॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

নক্তংঽজাতা। অসি। ওষধে। রামে। কৃষ্ণে। অসিক্নি। চ।

ইদং। রজনি। রজয়। কিলাসং। পলিতং। চ। যৎ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ওষধে' (কর্ম্মফলাবসানেন বিমুক্তদেহে) 'অসিক্নি' (চিরনবীনাবস্থাপ্রাপ্তে—সদ্বৃত্তে ইতি যাবৎ) যদ্যপি ত্বং 'নক্তংজাতা' (অজ্ঞানান্ধকারাৎ সমুদ্ভূতা, মায়ামোহজা দেহোৎপন্না) তথাপি 'রামে' (বিশ্বরমণশীলে বিশ্বনাথে) 'কৃষ্ণে' (আকর্ষণপরায়ণে ভগবতি) সম্বন্ধযুতা 'অসি' (ভবসি) ; তস্মাৎ ত্বয়া ঈদৃশী অবস্থা প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ। 'রজনি' (হে রাত্রিরূপিণি! কাল-স্বরূপিণি! আবরণকারিণি!) ত্বং 'ইদং' (দৃশ্যমানং) 'কিলাসং' (কলুষলাঞ্ছিতং) 'পলিতং চ' (পতনোন্মুখঞ্চ) 'যৎ' (মায়য়া উদ্ভূতং দেহং) 'রজয়' (চিরাবয়ব, বিনাশয়) ; অস্মান্ মরদেহসম্বন্ধশূন্যান্ কুরু। মায়য়া উৎপন্নং যদ্দেহং তদবলম্বনভূতা সদ্বৃত্তি ভগবৎসম্বন্ধযুতা সতি মোক্ষপ্রাপিকা ভবতি। তস্মাৎ প্রার্থনা—সা বৃত্তি ভগবদনুসারিণী ভূত্বা অস্মান্ দেহসম্বন্ধ-বিমুক্তান জন্মজরামরণরহিতাংশ্চ করোতু॥ (১কা—৫অ—২সূ—১ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মফলাবসানে বিমুক্তদেহ, চিরনবীনাবস্থাপ্রাপ্ত সদ্বৃত্তি! যদিও তুমি মায়ামোহজ (এই) দেহ হইতে উৎপন্ন, তথাপি বিশ্বরমণশীল বিশ্বনাথের এবং আকর্ষণ-পরায়ণ ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুত হইয়াছ। (ভাব এই

যে—ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুত হওয়াতেই তুমি বিমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছ)। হে কালস্বরূপিণি আবরণকারিণি! তুমি এই দৃশ্যমান্, কলুষলাঞ্ছিত, পতনোন্মুখ, মায়ামোহ হইতে উদ্ভূত দেহকে চিরতরে বিনাশ কর। (ভাব এই যে—আমাদিগকে দেহসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত কর)॥ (১কা—৫অ—২সূ—১ম)॥

• ০ •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে ওষধে! ওষঃ ফলপাকঃ অস্যাং ধীয়ত ইতি ওষধিঃ। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। তস্মাৎ "কর্ম্মণ্যধিকরণে চ" ইতি অধিকরণে কি প্রত্যয়ঃ। ততস্তৎপুরুষসমাসে কৃদুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরেণ অন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে দাসীভারাদীষু পাঠাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পূর্ব্বপদং চ ঘঞন্তত্বাদ্ আদ্যুদাত্তং। অত্র তু সংবুদ্ধ্যন্তত্বাদ্ 'আমন্ত্রিতস্য চ' ইতি আষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বমেব॥ হে ওষধে হরিদ্রাখ্যে ত্বং নক্তং রাত্রৌ জাতা উৎপন্না অসি ভবসি। অতস্ত্বং শ্বৈতনিবর্ত্তনেন কার্ষ্ণ্যং আপাদয়িতুং শক্তা ভবসীত্যর্থঃ। তথা হে রামে! ব্যাধিতো জনঃ অনয়া ওষধ্যা রমত ইতি রামা ভৃঙ্গরাজাখ্যা ওষধিঃ। রমু ক্রীড়ায়াং। অস্মাৎ করণে ঘঞ্ "কর্ষাত্বতো ঘঞোন্ত উদাত্তঃ" ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে অস্য আমন্ত্রিতস্য পাদাদিত্বেন আষ্টমিকস্য সর্ব্বানুদাত্তস্য অপ্রাপ্তেঃ "আমন্ত্রিতস্য চ" ইতি ষাষ্ঠিকং আদ্যুদাত্তত্বং॥ তথা হে কৃষ্ণেবর্ণে কৃষ্ণেবর্ণাপাদিকে বা ইন্দ্রবারুণি হে অসিক্নি অসিতবর্ণে, অসিতবর্ণাপাদিকে বা নীল॥ সর্ব্বসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। অসিতশব্দাৎ "বর্ণাদনুদাত্তাৎ তোপধাৎ তো নঃ" ইতি প্রাপ্তয়োর্ঙীব্ নকারয়োঃ "অসিতিপালতয়োঃ প্রতি-ষেধো বক্তব্যঃ" ইতি প্রতিষেধে "ছন্দসি ক্নন এক ইচ্ছন্তি" ইতি বচনাৎ ঙীপ্। তৎসন্নিয়োগেন তকারস্য ক্নাদেশঃ। কৃষ্ণে অসিক্নি ইত্যনয়োঃ "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বং অবিদ্যমানবৎ" ইতি পূর্ব্বপূর্ব্বামন্ত্রিতস্য অবিদ্যমানবদ্ভাবেন পাদাদিত্বাদ্ ষাষ্ঠিকং আদ্যুদাত্তমেব। ন চ "নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে সামান্যবচনং" ইতি অবিদ্যমানবদ্ভাবনিষেধঃ। ভিন্নার্থবৃত্তিত্বেন ব্যাখ্যাতত্বাং॥ পূর্ব্বং ওষধিশব্দেন নির্দ্দিষ্টায়া হরিদ্রায়া জননক্রিয়াসম্বন্ধিত্বেন কুণ্ঠিতশক্তিত্বাৎ রঞ্জনাক্রিয়ায়া-মপি সম্বন্ধং দর্শয়িতুং পুনরাহ রজনীতি। যদ্বা। অত্র নির্দ্দিষ্টানাং রামাদীনাং চতসৃণাং ওষধীনামপি উৎপত্তিরুচ্যতে নক্তংজাতাস্যোষধ ইতি। হে ওষধে! রামাদিরূপে ত্বং নক্তং-জাতাসি। ইত্যতো। ন পুনরুক্তিশঙ্কাবকাশঃ। হে রজনি! রঞ্জয়তি স্বসংসৃষ্টং বস্ত্রাদিকং অর্থং ইতি রজনী॥ রঞ্জ রাগে। কর্ত্তরি ল্যুট্। "রঞ্জকরজনরষঃসূপসংখ্যানং" ইতি উপধান-কারলোপঃ। টিত্বাৎ ঙীপ্। পদাৎ পরত্বাদ্ "আমন্ত্রিতস্য চ" ইতি আষ্টমিকং সর্ব্বানু-দাত্তত্বং॥ হে রামাদ্যোষধে ত্বং ইদং বক্ষ্যমাণং অঙ্গং রজয় শ্বিত্রাদিদোষনিবর্হণেন স্বকীয়ং রাগং সংশ্লেষয়॥ অত্র রাগাপাদিকানাং ওষধীনাং বহুত্বেঽপি প্রত্যেকাপেক্ষয়া একবচনং। রঞ্জ রাগে। অস্মাৎ ণিচি "রঞ্জের্ণৌ মৃগরমণ উপসংখ্যানং" ইতি বিহিতো নলোপশ্ছান্দসত্বাদ্ অত্রাপি ভবতি। "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বং অবিদ্যমানবৎ" ইতি রজনিশব্দস্য অবিদ্যমানবদ্ভাবেঽপি ইদংশব্দাপেক্ষয়া

"তিণ্ডুতিণ্ডঃ" ইতি নিঘাতঃ॥ তদেবাঙ্গং আহ। কিলাসঃ কুষ্ঠরোগঃ। তদ্যুক্তং অঙ্গং তথা পলিতং জরাবস্থাপ্রাপ্তং কেশানাং শৌক্ল্যং তদ্যুক্তং অঙ্গং চ॥ উভয়ত্রাপি অর্শ আদিত্বাদ্ অচ্॥ ঈদৃশং যদ্ অঙ্গং অস্তি ইদং ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ (১কা—৫অ—২সূ—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই পঞ্চমানুবাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুইটী সূক্ত শ্বেতকুষ্ঠ ও পলিতকুষ্ঠ ব্যাধি-নাশ-পক্ষে অমোঘ ঔষধ বলিয়া অভিহিত হয়। সূক্তের মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করিয়া হোমক্রিয়া সম্পাদনের বিধি আছে। তদ্ভিন্ন, ব্যাধিত স্থানে নিম্নবিধিমতে প্রলেপ প্রদান করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা, ইন্দ্রবারুণি ও নীলিকা—এই কয়েকটী দ্রব্য বিশেষভাবে পেষণ করিয়া, প্রলেপ প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই প্রলেপ উভয়বিধ কুষ্ঠাক্রান্ত স্থানে লেপিয়া দিবে। শ্বেতকুষ্ঠ-সম্বন্ধে নিয়ম এই যে,—প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে শুষ্ক গোময় দ্বারা ব্যাধিযুক্ত স্থানে এমনভাবে ঘর্ষণ করিবে, যেন সেই স্থানটী রক্তবর্ণ ধারণ করে। পলিতকুষ্ঠ-সম্বন্ধে নিয়ম,—পলিতকুষ্ঠে প্রলেপটী এমনভাবে লাগাইবে—যেন ক্ষতস্থান সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়। ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়া এবং আজ্যহোমে মন্ত্রোচ্চারণে শান্তিলাভ—ইহাই ঐ উভয়বিধ কুষ্ঠনাশের ঔষধ।

ঔষধ ব্যবহার-বিষয়ে এবং মন্ত্রের প্রয়োগ-সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে,—তদ্বিষয়ে আমাদিগের মতদ্বৈধের কারণ নাই। মন্ত্র যথাযথ প্রযুক্ত হইলে এবং ঔষধ যথারীতি ব্যবহৃত হইলে, দুরারোগ্য রোগ যে উপশম হয়, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। তবে মন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগও হয় না, আবার ঔষধও যথারীতি প্রস্তুত হয় না; সুতরাং সুফলও সর্ব্বথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাই ক্ষোভের বিষয়।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহৃত হয়, আমাদিগের অর্থ সে অর্থ হইতে বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। আমরা মনে করি,—মন্ত্রের প্রার্থনা কেবল এই দেহের ব্যাধিনাশমূলক নহে; উহাতে দেহব্যাধিনাশের দৃষ্টান্তে ভবব্যাধি-নাশের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ প্রকটিত, তাহার ভাব এই,—'হে ওষধে অর্থাৎ হরিদ্রাখ্যে! তুমি রাত্রিতে উৎপন্ন হও। সেই হেতু তুমি শৈত্য (কুষ্ঠ) নাশে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হও। সেইরূপ হে রামে অর্থাৎ ভৃঙ্গরাজাখ্য ওষধে, হে কৃষ্ণে অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণসম্পাদন-সমর্থ ইন্দ্রবারুণি নামক ওষধে, এবং হে অসিক্নি অর্থাৎ অসিতবর্ণোৎপাদিকে হে নীলিকা! তোমরাও রাত্রিতে উৎপন্ন বলিয়া কুষ্ঠব্যাধিনাশে সম্পূর্ণ সমর্থ। হে রজনি! তুমিও এই কিলাস ও পলিত ব্যাধিগ্রস্তকে রঞ্জিত করিয়া লও অর্থাৎ ঢাকিয়া লও।' এ অর্থে 'রামে' পদে ভৃঙ্গরাজ, 'কৃষ্ণে' পদে 'ইন্দ্রবারুণি' এবং 'অসিক্নি' পদে নীলিকা অর্থ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। কি পদ্ধতিতে ঐ প্রকার অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, ভাষ্যেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমাদের মনে হয়, আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, ঐ সকল পদার্থের সংশ্রব মন্ত্রে অধ্যাহার করা হইয়াছে। আমাদের আরও মনে হয়,—যখন মন্ত্রশক্তির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া

আসিল; সেই সময়ই দ্রব্যবিশেষের দ্বারা রোগনাশের প্রস্তাব উপলব্ধি করিয়া, এইরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

আমরা মন্ত্রের যে অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, এক্ষণে তাহার যৌক্তিকতা-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। সে পক্ষে প্রথমে মন্ত্রের পদ-কয়েকটীর অর্থ অনুধাবন করা আবশ্যক মনে করি। প্রথম—'ওষধে' পদ। ফল পরিপক্ক হইলে যে বৃক্ষ নাশপ্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ওষধি বলে। আমরা মনে করি, এই পদটী অন্তরস্থ সদ্‌বৃত্তির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। সদ্‌বৃত্তি যখন পরিপক্ক হয়, হৃদয় যখন সদ্‌ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া আসে, তখন তাহার আধারভূত দেহ লোপপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই লোপেরই নামান্তর—মোক্ষ বা মুক্তি। মুক্তির বা মোক্ষের অবস্থায় এই মর-দেহ লোপ পায়। তখন কর্ম্মফল পরিপক্ক হইয়াছে। কর্ম্ম পরিপক্ক—ঔৎকর্ষসম্পন্ন ভগবন্ন্যস্ত হইলে, যে অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়; 'ওষধে' পদে সেই অবস্থার সম্বোধন সূচিত করে। মন্ত্রের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'অসিক্নি'। ধাত্বর্থের অনুসরণে ঐ পদে 'চিরনবীন' অবস্থার ভাব প্রাপ্ত হই। 'সিত' অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ হয় নাই যাহার কেশ, তাহাকেই 'অসিক্নী' বলে। ফলতঃ বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও যে নবীনত্ব-সম্পন্ন, সেই অসিক্নী। তাহারই সম্বোধনে অর্থাৎ চিরনবীন যে অবস্থা, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া ঐ অসিক্নি পদ প্রযুক্ত। এখানকার ভাবে মুক্তির অবস্থাকে লক্ষ্য করিতেছে।

মন্ত্রের তৃতীয় আলোচ্য পদ—'নক্তংজাত'। উহার প্রচলিত অর্থ—নক্ত অর্থাৎ রাত্রি হইতে উৎপন্ন। এখানে পূর্ণ অজ্ঞানান্ধকারকে বা মায়ার প্রভাবকে লক্ষ্য করিতেছে। মায়া হইতেই—অজ্ঞানতা হইতেই—এই মায়িক দেহের উৎপত্তি। কিন্তু এই দেহের মধ্যেই আবার সদ্‌বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়; আর, সেই সদ্‌বৃত্তির সহায়তাতেই কর্ম্মফল পরিপক্ক হইয়া আসে—মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। তাই বলা হইল,—'হে ওষধে! হে অসিক্নি! যদিও তুমি এই মায়ার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; তথাপি তুমি যে এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছ, তাহার কারণ—'রামে' ও 'কৃষ্ণে' তোমরা সম্বন্ধযুত'। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রামে' ও 'কৃষ্ণে' পদদ্বয় ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয়ে সম্বোধনের পদ বলিয়া পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ দুই পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়া, ঐ দুই পদকে সপ্তমীর পদ বলিয়া গ্রহণ করি। তাহাতে ঐ দুইয়ের সহিত সম্বন্ধ-হেতু—ঐ দুইয়ে অবস্থিতি হেতু—'ওষধি' ও 'অসিক্নী' অবস্থা সঞ্জাত হইয়াছে,—ইহাই বুঝা যায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথমাংশের যে ভাব হয়, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। মায়ার দ্বারা উৎপন্ন যে দেহ, তদাশ্রয়ভূতা যে সদ্‌বৃত্তি, ভগবৎসম্বন্ধযুতা হইলে, তাহা আমাদিগের মোক্ষপ্রদায়িকা হয়,—ইহাই এক অংশের মর্ম্মার্থ।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম অনুধাবন করা যাউক। ঐ অংশের সম্বোধ্য পদ—'রজনি'। ঐ পদে আবরণের—আচ্ছাদনের—বিনাশের ভাব বুঝায়। আলোক বিকাশমান্ ছিল; অন্ধকারোদয়ে সে লোপ পাইল। রজনীর সহিত এই প্রকার বিলোপের সম্বন্ধ সূচিত হয়। যিনি বিলোপকারিণী, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই আমরা মনে করি। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন—কি বিলোপের জন্য প্রার্থনা

হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'আমার এই যে দেহ—যে দেহ কলুষ-লাঞ্ছিত—যে দেহ পতনোন্মুখ; সেই দেহকে আপনি বিধ্বংস করুন। সে দেহের সহিত সম্বন্ধ যেন আমার আর না হয়। জন্ম-জরা-মরণই দুঃখহেতুভূত; দেহের চিরনাশে জন্ম-জরা-মরণের কবল হইতে আমি যেন মুক্ত হই। আপনি তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দেন। এ দেহ আবৃত হউক। এ দেহ চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহুক; এ দেহের প্রকাশের আর প্রয়োজন নাই। আপনি এমনই ভাবে আমার সহিত এ দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন।' এ অংশের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্ম। আমার সদ্বৃত্তি ভগবদনুসারিণী হইয়া আমাকে দেহ-সম্বন্ধ-বিমুক্ত জন্মজরামরণরহিত অবস্থা প্রদান করুক; ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। আমরা মনে করি,—মন্ত্রের মধ্যে বন্ধনমোচনের এবম্বিধ প্রার্থনাই নিহিত আছে। (১কা—৫অ—২সূ—১ম)॥

—— * ——

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

কিলাসং চ পলিতং চ নিরিতো নাশয়া পৃষৎ।
আ ত্বা স্বো বিশতাং বর্ণঃ পরা
শুক্লানি পাতয় ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

কিলাসং। চ। পলিতং। চ। নিঃ। ইতঃ। নাশয়। পৃষৎ।
আ। ত্বা। স্বঃ। বিশতাং। বর্ণঃ। পরা।
শুক্লানি। পাতয় ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে সদ্বৃত্তে! 'ইতঃ' (মায়ামোহাদুৎপন্নং) 'কিলাসং' (কলুষক্লেদবিশিষ্টং) 'পলিতং চ' (জরামধ্যগতং চ) 'পৃষৎ' (সমুদ্রে বিন্দুমিব) দেহং 'আ' (সমন্তাৎ) 'নিঃ' (নিঃশেষেণ)

'নাশয়' (বিনষ্টং কুরু, লয়ং সাধয়); হে সদ্‌বৃত্তে! 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন আহ্বয়ামঃ); ত্বং 'স্বঃ' (স্বকীয়ং, আত্মগতং) 'বর্ণঃ' (রূপং, শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রভাবং) 'বিশতাং' (অস্মন্মধ্যে প্রবিশতাং); তেন 'পরা' (পরাণি, শ্রেষ্ঠানি) 'শুক্লানি' (সত্ত্বভাবানি) পাতয়, ' (অস্মান্ প্রাপয়)। সদ্‌বৃত্তিপ্রভাবেন অস্মাকং জন্মজরামরণক্লেশহেতুভূতং দেহধারণং নাশং প্রাপ্নোতু; তেন বয়ং সত্ত্বাবস্থায়াং সংবাহিতা ভবাম। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ। (১কা—৫অনু—২সূ—২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

হে সদ্‌বৃত্তি! মায়ামোহ হইতে উৎপন্ন, কলুষক্লেদবিশিষ্ট ও জরামধ্যগত, সমুদ্রে বিন্দুবৎ, এই দেহকে সর্ব্বপ্রকারে নিঃশেষে বিনাশ কর (ইহার লয়-সাধন কর); হে সদ্‌বৃত্তি! তোমাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে আহ্বান করিতেছি; তুমি তোমার আত্মগত শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব আমাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট (সঞ্চারিত) কর; তদ্দ্বারা আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাব পাওয়াইয়া দেও। (ভাব এই যে, সদ্‌বৃত্তি-প্রভাবে আমাদিগের জন্মজরামরণক্লেশহেতুভূত দেহধারণ নাশপ্রাপ্ত হউক; তদ্দ্বারা আমরা যেন সত্ত্বাবস্থায় সংবাহিত হই)। (১কা—৫অনু—২সূ—২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

কিলাসং পলিতং উক্তলক্ষণং। পরস্পরসমুচ্চয়ার্থৌ চকারৌ। ইতঃ অস্মাৎ ব্যাধি-দূষিতাৎ শরীরাৎ পৃথক্ পৃথক্‌কৃত্বা হে ওষধে ত্বং নির্ণাশয় নিরবশেষং ঘাতয়॥ "ব্যবহিতাশ্চ" ইতি নিসো ব্যবহিতক্রিয়া সম্বন্ধঃ॥ অনন্তরং হে রুগ্ন ত্বা ত্বাং স্বঃ স্বকীয়ঃ প্রাগ্‌ অবস্থিতো বর্ণঃ লৌহিত্যাদিরূপঃ আ বিশতাং প্রবিশতাং॥ শৌক্ল্যস্য পুনরুদ্ভব পরিহারায় আহ। শুক্লানি শরীরকেশগতশুক্লরূপাণি পরা পাতয় পরাচীনং দূরং প্রেরয়। যথা পুনরেনং পুরুষং ন স্পৃশন্তি তথা কুরু ইত্যর্থঃ॥ (১কা—৫অনু—২সূ—২ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের অর্থ—পূর্ব্ব মন্ত্রেরই অনুসারী। তদনুসারে প্রথম পাদের সম্বোধন—'হে ওষধে' এবং দ্বিতীয় পাদের সম্বোধন—'হে রুগ্ন।' অর্থাৎ, প্রথম পাদে যেন হরিদ্রাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে হরিদ্রা! তুমি আমার এই কিলাস আর পলিত অবস্থাকে আমাদিগের দেহ হইতে দূরীভূত কর।' তার পর, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে

সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে রুগ্ন! তোমার দেহে লোহিতাদি বর্ণ প্রবেশ করাও। তোমার শুক্লতা অপসৃত হউক। তোমার শরীরগত যে শুক্লবর্ণ, তাহাকে দূরে প্রেরণ কর। সে যেন তোমাকে আর স্পর্শ করিতে না পারে।'

আমরা যে দিক দিয়া অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তাহার একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। আমরা সূক্তের প্রথম মন্ত্রটীকে সদ্‌বৃত্তির সম্বোধনমূলক (আত্মোদ্বোধনসূচক) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রটীকেও তদনুসারী মনে করা যায়। এখানেও সম্বোধ্য—সদ্‌বৃত্তি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় মন্ত্রটীকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম অংশ—"ইতঃ" হইতে "নাশয়" পর্য্যন্ত প্রথমে লক্ষ্য করুন। মন্ত্রের প্রথমেই 'ইতঃ' পদ। এই পদে পূর্ব্বসম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, 'দেহ মায়ামোহ হইতে উৎপন্ন,' এখানে তৎপ্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। 'কিলাসং' ও 'পলিতং' পদদ্বয় দেহের অবস্থাকেই বুঝাইতেছে। এই দেহ যে কলুষক্লেদবিশিষ্ট, এই দেহ যে জরামধ্যগত, ঐ দুই পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। অপর একটী আলোচ্য পদ—"পৃষৎ"। ভাষ্যকার ঐ পদের "পৃথক্" পাঠ পরিগ্রহণ করিয়া উহার অর্থ 'পৃথক্‌কৃত্য' লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, ঐ 'পৃষৎ' পদে বিন্দু বুঝায়। এখানে আমরা উহার মধ্যে একটু উপমার ভাব আছে মনে করি। 'সমুদ্রে যেমন বিন্দু গিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, আমার এই দেহকে সেইভাবে সম্পূর্ণরূপে লয় করিয়া দেও।' এখানকার প্রার্থনার ইহাই ভাব।

এ দেহের যেন আর উৎপত্তি না হয়, আর যেন আমাকে জন্ম-জরা-মরণের পথে গতাগতি করিতে না হয়, হে আমার অন্তরস্থ সদ্‌বৃত্তি, তোমার প্রভাবে আমি যেন সেই গতি প্রাপ্ত হই। মন্ত্রের প্রথমাংশে ("ইতঃ কিলাসং পলিতং চ পৃষৎ নিঃ নাশয়া" প্রভৃতি বাক্যে) এই ভাবই প্রকাশমান্ দেখা যায়।

অতঃপর মন্ত্রের (ব্যাখ্যায়) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। দ্বিতীয় অংশে 'ত্বা আ' এই দুইটী পদ মাত্র গ্রহণ করিয়াছি। ঐ অংশ আহ্বান মাত্র। ঐ অংশে সদ্‌বৃত্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। তৃতীয় অংশে সেই সদ্‌বৃত্তির দ্বারা কি কার্য্য সাধিত করা হইবে, তাহাই প্রখ্যাপিত হইতেছে। বলা হইয়াছে—'হে সদ্বৃত্তি! তোমার শুদ্ধসত্ত্বের যে প্রভাব, আমার মধ্যে তাহা বিস্তৃত হউক; আর তুমি আমাকে শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাব প্রদান কর।' কোন্ পদে কোন্ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, ব্যাখ্যানুসরণেই তাহা প্রতীত হইবে। মন্ত্রাংশের অন্তর্গত 'পরা' পদটীর প্রকৃতরূপ 'পরাণি' বলিয়া আমরা মনে করি। "পরাণি শুক্লানি" পদদ্বয়ে শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাবসমূহকে বুঝাইতেছে সে পক্ষে "পরা শুক্লানি পাতয়" অংশের মর্ম্ম এই যে, আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাবের সমাবেশ হউক।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—'সদ্‌বৃত্তিপ্রভাবে আমাদিগের এই জন্মজরামরণক্লেশহেতুভূত দেহধারণের বিনাশ হউক; কেন-না তদ্দ্বারাই আমরা সত্ত্বাবস্থায় সংবাহিত হইয়া থাকি।' (১কা—৫অ—২সূ—২ম)॥

— ০ —

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ)।

অসিতং তে প্রলয়নমাস্থানমসিতং তব।

অসিক্ন্যস্যোষধে নিরিতো নাশয়া পৃষৎ ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

অসিতং। তে। প্রঽলয়নং। আঽস্থানং। অসিতং। তব।

অসিক্নী। অসি। ওষধে। নিঃ। ইতঃ। নাশয়। পৃষৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে সদ্বৃত্তে। 'অসিতং' (অজ্ঞানান্ধকারং, মায়ামোহং) 'তে' (তব) 'প্রলয়নং' (উৎপত্তিস্থানং), 'অসিতং' (মায়ামোহরূপান্ধকারং এব) 'তব' (তে) 'আস্থানং' (আশ্রয়ং, অবলম্বনং) ভবতি ইতি ভাবঃ; 'ওষধে' (কর্ম্মফলাবসানেন বিমুক্তে হে সদ্বৃত্তে!) ত্বং 'অসিক্নী' (চিরনবীনতাসম্পন্না) 'অসি' (ভবসি); অধুনা ত্বং 'ইতঃ' (মায়ামোহাদুৎপন্নং দেহং) 'পৃষৎ' (সমুদ্রে বিন্দুমিব) 'আ' (সমন্তাৎ) 'নিঃ' (নিঃশেষেণ) 'নাশয়' (লয়ং কুরু)। যদ্যপ্যহং কর্ম্মবশেন ইহজগতি পরিভ্রাম্যমাণ, তথাপি সদ্বৃত্তি-সাহায্যেন পরাগতিং প্রাপ্নুয়ানি। ইতি ভাবঃ ॥ (১কা—৫অ—২সূ—৩ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সদ্বৃত্তি। অজ্ঞানান্ধকার (মায়ামোহ-রূপ) তোমার উৎপত্তি-স্থান; আবার মায়ামোহ-রূপ অন্ধকারই তোমার আশ্রয় (অবলম্বন); কর্ম্ম-ফলাবসানে বিমুক্ত তুমি চিরনবীনতাসম্পন্ন হও; এক্ষণে, মায়ামোহ হইতে উৎপন্ন সমুদ্রে বিন্দুবৎ এই দেহকে তুমি সর্ব্বপ্রকারে নিঃশেষে বিনাশ (লয়) করিয়া ফেল ॥ (১কা—৫অ—২সূ—৩ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অনয়া নীলীমেব অবযুত্য প্রার্থয়তে। হে নীলি তে তব প্রলয়নং। প্রকর্ষেণ লীয়তে সংশ্লিষ্যতে অত্রেতি প্রলয়নং উৎপত্তিস্থানং। অসিতং কৃষ্ণবর্ণং ভবতি॥ তথা তব আস্থানং। পুরুষৈঃ আনীতা আ সমন্তাৎ তিষ্ঠত্যত্রেতি আস্থানং প্রক্ষেপণভাজনাদিরূপং। অসিতং কৃষ্ণং ভবতি॥ প্রপূর্ব্বাৎ লীঙ্ শ্লেষণে ইত্যস্মাৎ আঙ্পূর্ব্বাৎ তিষ্ঠতেশ্চ "করণাধিকরণয়োশ্চ" ইতি অধিকরণে ল্যুট "লিতি" ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্য উদাত্তত্বং॥ কুত এতদ্ ইত্যত আহ। হে ওষধে নীলি ত্বং অসিক্নী অসিতবর্ণা অসি ভবসি। যতস্তব অয়ং স্বভাবঃ অতঃ ইতঃ অস্মাৎ শ্বিত্রাদিরোগদূষিতাদ্ অঙ্গাৎ আলেপাদিনা ত্বৎসংবন্ধাৎ পৃথক্ কিলাসং পলিতং চ পৃথক্কৃত্য নির্ণাশয় নিঃশেষেণ বিনষ্টং কুরু॥ (২কা—৫অনু—২সূ—৩ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যে প্রকাশ, এই মন্ত্রটী 'নীলি' সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ এই যে,—'হে নীলি! তোমার 'প্রলয়নং' অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান 'অসিতং' অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ। সেখানেই তোমার 'আস্থানং' অর্থাৎ সেখান হইতেই পুরুষগণ কর্তৃক তুমি আনীত হইয়াছ এবং কৃষ্ণবর্ণ আছ।' দ্বিতীয় অংশে 'ওষধে' সম্বোধন আছে। ভাষ্যে প্রকাশ, এখানেও ঐ নীলির সম্বোধন। এখানকার ভাব এই যে,—'হে ওষধে নীলি। তুমি অসিতবর্ণা হও। যেহেতু তোমার স্বভাব এইরূপ, অতএব শ্বিত্রাদিরোগদূষিত অঙ্গে আলেপনাদির দ্বারা, তোমার সঙ্গ হেতু অঙ্গ হইতে কিলাস ও পলিত পৃথকীকৃত করিয়া নিঃশেষে বিনাশ কর।' ফলতঃ, নীলি কুষ্ঠরোগ নাশ করুক—মন্ত্রে নীলির নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহাই ভাষ্যের ভাবার্থ।

মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদের ভাব, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রতীতি হইবে। আমরা যে পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতেই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে।

আমাদিগের যে সদ্বৃত্তি, তাহার উৎপত্তি স্থান—আমাদিগের এই দেহ। জন্ম-জরা-মরণের অধীনতা পাশে আবদ্ধ, মায়ামোহ হইতে উৎপন্ন, এই দেহের অভ্যন্তরেই সদ্বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়। সেই দেহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াই উহা কার্য্য করে। "অসিতং তে প্রলয়ং" এবং "অসিতং তব আস্থানং" বাক্যদ্বয়ে সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। "ওষধে অসিক্নী অসি"—এতদ্বাক্যের ভাব পূর্ব্ব-মন্ত্রে (প্রথম মন্ত্রেই) প্রকাশ পাইয়াছে। কর্ম্ম-ফলাবসানে বিমুক্ত যে অবস্থা, তাহা চিরনবীন নিত্য—এই ভাব ঐ বাক্যে প্রকাশমান্।

উপসংহারে এই মন্ত্রে কি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করুন। আকাঙ্ক্ষা এই যে,—'জলবিন্দু যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়, সদ্বৃত্তির সাহায্যে আমি যেন সেইরূপ সেই অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রে বিলীন হইতে পারি। যদিও আমরা কর্ম্মবশে এই জগতে পরিভ্রাম্যমান্, তথাপি সদ্বৃত্তি-সাহায্যে যেন পরাগতি প্রাপ্ত হই।' (১কা—৫অ—২সূ—৩ম)॥

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

অস্থিজস্য কিলাসস্য তনূজস্য চ যৎ ত্বচি।

দূষ্যা কৃতস্য ব্রহ্মণা লক্ষ্ম শ্বেতমনীনশং ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

অস্থিঽজস্য। কিলাসস্য। তনূঽজস্য। চ। যৎ। ত্বচি।

দূষ্যা। কৃতস্য। ব্রহ্মণা। লক্ষ্ম। শ্বেতং। অনীনশং ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে সদ্বৃত্তে! 'অস্থিজস্য' (অস্থিনা উৎপাদিতস্য, অস্থিসম্বন্ধযুতস্য) 'তনূজস্য' (দেহজাতস্য, দেহসম্বন্ধযুতস্য) 'কৃতস্য' (কর্ম্মণা উৎপন্নস্য) 'কিলাসস্য চ' (কলুষক্লেদস্য চ) 'যৎ' (যাদৃশং) 'দূষ্যা' (দোষং, কলঙ্কং) 'ত্বচি' (দেহে) 'লক্ষ্ম' (লক্ষ্যভূতং) 'শ্বেতং' (পাপচিহ্নরূপেণ প্রকাশমানং) তৎ 'ব্রহ্মণা' (ব্রহ্মসম্বন্ধযুতেন) 'অনীনশং' (নাশিতবান্ অস্মি—যদ্বা ব্রহ্মসম্বন্ধযুতঃ সন্ ত্বং তৎ নাশয়)। দেহধারণং কর্ম্মমূলকং পাপচিহ্নজ্ঞাপকং। তচ্চিহ্নং লোপং প্রাপ্নোতু। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ। (১কা—৫অ—২সূ—৩ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সদ্বৃত্তি! অস্থিজাত, দেহজাত, কর্ম্মজাত, কলুষ-ক্লেদের যে কলঙ্ক দেহে লক্ষীভূত পাপচিহ্নরূপে প্রকাশমান্, ব্রহ্মসম্বন্ধযুত হইয়া তুমি তাহার লয়সাধন কর। (ভাব এই যে,—দেহধারণ কর্ম্মমূলক পাপচিহ্ন-জ্ঞাপক ; সেই চিহ্ন লোপ প্রাপ্ত হউক।)॥ (১কা—৫অ—২সূ—৩ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)

অনয়া অস্থ্যাদিধাতুগতস্য উৎসাহস্য কিলাসস্যৈব নিবৃত্তিং আহ। অস্থিজস্য তথা তনূজস্য। অত্র তনুশব্দেন ত্বগস্থ্নোর্ম্মধ্যবর্ত্তী মাংসধাতুঃ উচ্যতে। তস্মাদ্ যজ্জাতং তস্য॥ জনী প্রাদুর্ভাবে। অস্মাদ্ অস্থিশব্দোপপদাৎ তনুশব্দোপপদাচ্চ "পঞ্চম্যাং অজাতৌ" ইতি

উপ্রত্যয়ঃ। "টেঃ" ইতি টিলোপঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং॥ তথা ত্বচি ত্বগ্যাতৌ যদ্ বর্ত্তমানং তস্য সর্ব্বস্য কিলাসস্য কুষ্ঠব্যাধেঃ তথা দূষ্যা। দূষয়তি প্রাণিনং হিনস্তীতি দূষিঃ শত্রুংপাদিতা কৃত্যা। তয়া কৃতস্য উৎপাদিতস্য চ কিলাসস্য (লক্ষ্ম) লক্ষ্মভূতং চিহ্নং শ্বেতং শরীরাবয়বগতং শ্বৈত্যং। ব্রহ্মণা অনেন প্রযুজ্যমানেন মন্ত্রেণ অনীনশং নাশিতবান্ অস্মি॥ নশ অদর্শনে। অস্মাৎ ণ্যন্তাৎ লুঙি "ণিশ্রিদ্রুস্রুভ্যঃ কর্ত্তরি চঙ্" ইতি চ্লেশ্চঙ্। "চঙি" দ্বির্ব্বচনে "সন্বল্লঘুনি চঙ্পরেহনগ্লোপে" ইতি সন্বদ্ভাবঃ। "সন্যতঃ" ইতি অভ্যাসস্য ইত্বং। "দীর্ঘো লঘোঃ" ইতি দীর্ঘঃ। "তিঙ্ঙতিঙঃ" ইতি নিঘাতঃ॥ (১কা—৫অ—২সূ—৪ম)॥

(ইতি) পঞ্চমেহনুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং॥

* . *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহণ-পক্ষে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। এই মন্ত্রের যে 'শ্বেতং' পদ, তাহা হইতে কুষ্ঠরোগ অর্থই সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অস্থির সহিত, ত্বকের সহিত, মাংসের সহিত ঐ ব্যাধির সম্বন্ধ। মন্ত্রের দ্বারা সেই ব্যাধির উপশম হউক—ভাষ্যানুসারে মন্ত্রার্থে এই মাত্র ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা যে ভাবে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়া আসিতেছি, আমরা কিন্তু তৎপক্ষেই মন্ত্রের সঙ্গতি লক্ষ্য করি। যে কর্ম্মের ফলে—অথবা যে পাপের প্রভাবে, আমাদিগকে দেহধারণ করিতে হয়; সে কর্ম্ম বা সে পাপ, নানা প্রকারে সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহজীবনে আমরা আমাদিগের শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকি। তদ্দ্বারা পুনরায় দেহ উৎপন্ন হয়। তাহাতে পাপের চিহ্নসমুদায়ও প্রকাশ পায়। সেই সকল পাপচিহ্নসমন্বিত দেহ যাহাতে চিরতরে লোপ পায়, সদ্গুরুর সাহায্যে তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে। এখানে এ মন্ত্রে সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। আমার এ পাপ-সম্ভূত দেহ লোপ-প্রাপ্ত হউক, আমি যেন ভগবানে আশ্রয় প্রাপ্ত হই,—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্ম। (১কা—৫অনু—২সূ—৪ম)॥

তৃতীয়-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)

"সুপর্ণো জাতং" ইতি সূক্তস্য পূর্ব্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ॥

* . *

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

সুপর্ণো জাতঃ প্রথমস্তস্য ত্বং পিত্তং আসিথ।

তদ্ আসুরী যুধা জিতা রূপং

চক্রে বনস্পতীন্ ॥ ১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

সুঽপর্ণঃ। জাতঃ। প্রথমঃ। তস্য। ত্বং। পিত্তং। আসিথ।

তৎ। আসুরী। যুধা। জিতা। রূপং।

চক্রে। বনস্পতীন্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জীব। 'ত্বং' 'প্রথমঃ' (আদৌ) 'তস্য' (পূর্ব্বোক্তস্য সৎসম্বন্ধযুতস্য, ভগবতি সহকারিণঃ) 'সুপর্ণঃ' (শোভনপক্ষোপেতঃ, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপ্তিসামর্থ্যযুতঃ সন্) 'জাতঃ' (উৎপন্নঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; কিন্তু 'আসুরী' (অসুরাণাং মায়া, পাপপ্রলোভনং ইতি যাবৎ) 'যুধা' (যুদ্ধেন, বিষমদ্বন্দ্বেন) ত্বাং 'জিতা' (জিতবতী) ভবতি ইতি শেষঃ; 'তৎ' (তদা) ত্বং 'পিত্তং' (পিত্তসম্পন্নং, ক্লেদবিশিষ্টং, পাপকলুষলাঞ্ছিতং দেহং ইতি ভাবঃ) 'আসিথ' (বভূবিথ, প্রাপ্নোতি ইতি শেষঃ); তদা সা মায়া 'বনস্পতীন্' (হৃদয়রূপারণ্যস্বামিনঃ, সত্ত্বভাবাদীন্) 'রূপং' (মরণধর্ম্মশীলং দেহং) 'চক্রে' (চকার, দদাতি ইতি ভাবঃ)। জন্মসহজাতাঃ সত্ত্বভাবাঃ সংসারস্য কুটিলমায়াপ্রভাবেন বিলুপ্তা ভবন্তি। তদা জীবো নীচগতিং প্রাপ্নোতি তদুদ্ধারায় চেষ্টাং কুরু। ইতি ভাবঃ। (১কা—৫অ—৩সূ—১ম) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জীব! প্রথমে তুমি ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুত (ঊর্দ্ধগতিপ্রাপ্তি-সামর্থ্য-বিশিষ্ট) হইয়া জন্মগ্রহণ কর; কিন্তু আসুরী মায়া বিষম দ্বন্দ্বে তোমাকে জয় করে; তখন, তুমি ক্লেদবিশিষ্ট (পাপকলুষলাঞ্ছিত) দেহ

প্রাপ্ত হও; তখন সেই মায়া তোমার হৃদয়-রূপ অরণ্যের অধিপতিগণকে (সত্ত্বভাবাদিকে) মরণধর্ম্মশীল দেহ প্রদান করে। (ভাব এই যে,—জন্মসহজাত সত্ত্বভাবসমূহ সংসারের কুটিলমায়াপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতেই জীব নীচ গতি প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে তুমি আপনাকে উদ্ধারের চেষ্টা কর।)॥ (১কা—৫অ—৩সূ—১ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

অস্য ঔষধস্য বীর্য্যাতিশয়ং প্রকটয়িতুং আখ্যায়িকয়া উৎপত্তিং আহ। সুপর্ণঃ শোভনপক্ষোপেতো গরুত্মান্॥ বহুব্রীহৌ সমাসে "নঞ্ সুভ্যাং" ইতি উত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ প্রথমঃ আদিভূতঃ সন জাতঃ উৎপন্ন॥ হে নীলাদ্যোষধে ত্বং তস্য গরুত্মতঃ পিত্তং শরীরগতঃ পিত্তাখ্যো দোষঃ আসিথ পূর্ব্বং বভূবিথ॥ অস্তের্লিটি "ছন্দস্যুভয়থা" ইতি লিটঃ সার্ব্বধাতুকসংজ্ঞায়াং "অস্তের্ভূঃ" ইতি ভূভাবাভাবঃ। আর্দ্ধধাতুকসংজ্ঞায়া অপি সদ্ভাবাদ্ ইডাগমশ্চ॥ তৎ তথাবিধং পিত্তং আসুরী অসুরাণাং মায়া কাচন স্ত্রী॥ "মায়ায়াং অণ্" ইতি অণ প্রত্যয়ঃ। "টিড্ঢণিঞ" ইতি ঙীপ্॥ সা যুধা যুদ্ধেন॥ যুধ সম্প্রহারে। "ক্বিপ্ চ" ইতি ক্বিপ্॥ সুপর্ণেন সহ সংগ্রামং কৃত্বা জিতা জিতবতী॥ জি জয়ে। অস্মাৎ কর্ত্তরি ক্তঃ॥ জয়েন লব্ধং তৎ পিত্তং রূপং চক্রে। ওষধ্যাত্মনা সেবাং আকারং অকার্ষীৎ। তদেব রূপং আহ। বনস্পতীন্ নীলাদীন্॥ এতেষাং নীল্যাদীনাং সুপর্ণপিত্তকার্য্যত্বরূপপ্রতিপাদনেন অমোঘবীর্য্যত্বং উক্তং ভবতি॥ (১কা—৫অ—৩সূ—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

বড়ই কষ্ট-কল্পনায়, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া, এই মন্ত্রের অর্থ উদ্ধার করিতে হইয়াছে। কি সূত্রে কি ভাব গ্রহণ করিয়াছি, সে পরিচয় প্রদান করিবার পূর্ব্বে, ভাষ্যে এই মন্ত্রে কি ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, প্রথমে তাহার একটু আভাষ দিতেছি।

ভাষ্যে প্রকাশ, ঔষধের বীর্য্যাতিশয় প্রবচনের জন্য এখানে একটী উপাখ্যানের সমাবেশ হইয়াছে। তদনুসারে 'সুপর্ণঃ' পদে 'শোভনপক্ষদ্বয়বিশিষ্ট গরুড় পক্ষী' অর্থ পরিগৃহীত। গরুড় পক্ষী প্রথমে দুইটী পক্ষসহ জন্মগ্রহণ করে। তারপর মায়ার সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আসুরী মায়া জয়যুক্ত হইয়াছিল। এ বিষয়ে পুরাণেও নানা উপাখ্যান আছে। একটী উপাখ্যান এই যে,—গরুড়ের পক্ষে ইন্দ্রের বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়; তাহাতে গরুড়ের যদিও [illegible] অনিষ্ট হয় না; কিন্তু গরুড় বজ্রের বা ইন্দ্রের সম্মানার্থ একটী পক্ষ পরিত্যাগ করে। সে পক্ষটী সুবর্ণের ন্যায় মনোহর ছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাই গরুড়ের নাম সুপর্ণ রাখেন। ভাব এই যে, স্বর্ণপক্ষবিশিষ্ট ছিল বলিয়া, গরুড় 'সুপর্ণ' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, ঐ দুই প্রকার উপাখ্যানের সহিত এ মন্ত্রের যে কি সম্বন্ধ আছে, ভাষ্যে তাহা উপলব্ধ হয় না;

যাহা হউক, ভাষ্যে নীলিয়া বলিয়া মন্ত্রের একটা অর্থ করা হইয়াছে। সে অর্থ,—মন্ত্রটী নীলি প্রভৃতি ওষধিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত; মন্ত্রে বলা হইতেছে—'হে নীলি প্রভৃতি ওষধি! তুমি পূর্ব্বে সেই গরুড়ের পিত্ত (পিত্তাখ্য দোষ) ছিলে। যুদ্ধে সেই পিত্তকে (তোমাকে) আসুরী মায়া জয় করে। জয় করিয়া তোমাকে সে পিত্তরূপই প্রদান করিয়াছিল। ঔষধাত্মক তোমাকে কুষ্ঠদোষ-নিবারণে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তোমাদের রূপ এই যে, তোমরা বনস্পতি'। এইরূপ নীলি প্রভৃতির সুপর্ণপিত্তত্ব প্রতিপাদনের দ্বারা তাহাদিগের অমোঘবীর্য্যত্বের বিষয় কথিত হইয়াছে। ভাষ্যের ইহাই মর্ম্ম। এ মর্ম্মের মর্ম্ম আমরা অবশ্য অনুধাবন করিতে পারি নাই।

এখন, আমরা যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিতেছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রের সম্বোধ্য—জীব 'অহং'। মন্ত্রের অন্তর্গত "তস্য" পূর্ব্বসম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে। দ্বিতীয় সূক্তের অনুক্রমণিকায়, ভাষ্যকারও দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। যুগপৎ দুইটী সূক্তই কুষ্ঠরোগের প্রতিকার পক্ষে নিযুক্ত হয়, ইহাই তাঁহার অভিমত। আমরাও তাঁহার সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি, পর পর দুইটী সূক্তই (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তদ্বয়) একই অভিন্ন লক্ষ্য লইয়া প্রকটিত আছে। উভয়ত্রই লক্ষ্য—সেই ভগবৎ-সম্বন্ধ-প্রাপ্তি। মন্ত্রের 'তস্য' পদ সেই সম্বন্ধের বিষয়ই জ্ঞাপন করিতেছে। অতঃপর 'সুপর্ণঃ' পদে কি ভাব প্রকাশ পায়, তাহা উপলব্ধি করুন। শব্দার্থ অনুসরণে 'শোভনপক্ষ-বিশিষ্ট' অর্থ হইতে 'ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্তিসামর্থ্যযুত' ভাব আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। ঊর্দ্ধগমন—ভগবৎসামীপ্য-লাভ—মানুষের আকাঙ্ক্ষা। 'সুপর্ণঃ' পদ তদ্রূপ শক্তির বিষয় প্রকাশ করে। সত্ত্বভাবই সেই শক্তির নিদানভূত। সত্ত্বভাব হইতেই ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। তাহাকেই 'শোভনপক্ষ' বা 'ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্তির সামর্থ্যসম্পন্ন' বলা যাইতে পারে। "প্রথমঃ জাতঃ" পদদ্বয়ে জীবের জন্মসহচর হইয়া যে সত্ত্বভাব সংসারে প্রবেশ করে, তাহারই বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথমাংশের ("ত্বং প্রথমঃ সুপর্ণঃ জাতঃ"—এই বাক্যের) মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে জীব! তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সহিত সম্বন্ধস্থাপনকারী ভগবানকে পাওয়াইবার উপযোগী সত্ত্বভাব তোমাতে সঞ্চিত থাকে'।

তার পর মন্ত্রের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া) ভাবসঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করুন। সেই যে জন্মসহজাত সত্ত্বভাব—সে ভাব, সংসারের প্রলোভনাদির মধ্যে পড়িয়া, মায়ামোহাদির সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়। "আসুরী মায়া জিতা"—এই বাক্যাংশে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। তখন যে কি অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, মন্ত্রের তৃতীয় অংশে সেই অবস্থার বর্ণনা দেখিতে পাই। জীব তখন পাপকলুষলাঞ্ছিত (ক্লেদবিশিষ্ট) দেহ প্রাপ্ত হয়। 'পিত্তং' পদে পাপকলুষলাঞ্ছিত দেহ বুঝাইয়া থাকে। "পিত্তং আসিথ" বাক্য—সেই অবস্থা প্রাপ্তির বিষয় খ্যাপন করে। তাহা হইতেই আমাদিগের এই জন্মজরামরণাধীন দেহ-ধারণ। সত্ত্বভাবাদিই আমাদিগের হৃদয়রাজ্যের অধিনায়কগণ। সত্ত্বভাবাদি তখন সূক্ষ্ম অবস্থা পরিহার করিয়া স্থূল অবস্থা ধারণে বাধ্য হয়। মায়া তখন

আমাদিগের সদ্বৃত্তিসমূহে অসদ্ভাবের সংশ্রব ঘটাইয়া তাহাদিগের মরণধর্ম্মশীল দেহে উৎপত্তির কারণ-মধ্যে পরিগণিত করে। এখানে, 'বনস্পতীন্', 'রূপং', 'চক্রে'—এই তিনটী পদের মর্ম্মানুধাবন করিলেই ভাব অধিগত হয়। 'বনস্পতি' পদে বেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কি অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, ঋগ্বেদের নানা স্থানে আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। * 'বন' বলিতে হৃদয়-রূপ অরণ্য এবং তাহার 'পতি' (স্বামী) বলিতে হৃদিস্থিত সত্ত্বভাবাদি অর্থ সূচিত হয়। 'রূপং' পদে বিনাশধর্ম্মশীল দেহকে বুঝাইয়া থাকে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের শেষাংশের ভাব দাঁড়ায়,—'মায়ার দ্বারা আহৃত হইয়া আমরা যে দেহ প্রাপ্ত হই, সত্ত্বভাব-নাশে তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীব! সে দেহ-প্রাপ্তির পক্ষে তুমি সতর্ক হও।' এবম্বিধ আত্মোদ্বোধনায় সদ্বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করাই এই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। (১কা—৫অ—৩সূ—১ম)।

— — • — —

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

আসুরী চক্রে প্রথমেদং কিলাসভেষজং

ইদং কিলাসনাশনং।

অনীনশৎ কিলাসং সরূপাং অকরৎ ত্বচং ॥ ২ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

আসুরী। চক্রে। প্রথমা। ইদং। কিলাস ভেষজং।

ইদং। কিলাস নাশনং।

অনীনশৎ। কিলাসং। সরূপাং। অকরৎ। ত্বচং ॥ ২ ॥

---

* আমাদিগের ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত "ঋগ্বেদ-সংহিতার" প্রথম মণ্ডলে ত্রয়োদশ ও অষ্টাবিংশ সূক্তের একাদশ ও ষষ্ঠ ঋকে যথাক্রমে ঐ শব্দের ভাব ও অর্থ লক্ষ্য করুন।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আসুরী' (অসুরভাবেনোৎপন্না মায়া) 'প্রথমা' (শ্রেষ্ঠা, প্রধানা—ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'ইদং' (ধ্বংসশীলং, জন্মজরামরণকবলগতং দেহং) 'চক্রে' (কৃতবান, দদাতি); অপিচ, 'ইদং' (অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'কিলাসভেষজং' (অস্মাকং কলুষক্লেদনিবৃত্তিকারকঃ ঔষধঃ—ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'কিলাসনাশকং' (কলুষক্লেদবিদূরণসমর্থঃ) ভবতীতি শেষঃ; তৎ শুদ্ধসত্ত্বঃ এব 'কিলাসং' (কলুষক্লেদং) 'অনীনশৎ' (নাশয়তি স্ম, দূরী করোতি ইতি ভাবঃ), এবং 'ত্বচং' (ত্বগাদিধাতুবিশিষ্টাং কায়াং) 'স্বরূপাং' (প্রকৃতরূপসম্পন্নাং, মোক্ষপথপ্রাপিকাং) 'অকরৎ' (অকার্ষীৎ, করোতি ইতি ভাবঃ)। মায়য়া প্রভাবেন বয়ং মরদেহং প্রাপ্নুমঃ। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বঃ নিত্যকায়ং দদাতি। ইতি ভাবঃ। (১কা—৫অ—৩সূ—২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আসুরী মায়া প্রধানা হইয়া (শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া) জন্মজরা-মরণ-কবলগত ধ্বংসশীল এই দেহ প্রদান করেন; আর, আমাদিগের হৃদিস্থিত সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব, আমাদিগের কলুষক্লেদ-নিবৃত্তিকারক ঔষধ-স্বরূপ হইয়া কলুষক্লেদবিদূরণসমর্থ হয়েন; সেই শুদ্ধসত্ত্বই কলুষক্লেদকে দূর করেন এবং এই ত্বগাদিধাতুবিশিষ্ট কায়াকে প্রকৃত-রূপ-সম্পন্না (মোক্ষপথপ্রাপিকা) করেন। (ভাব এই যে,—মায়ার প্রভাবে আমরা মরদেহ প্রাপ্ত হই; শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে নিত্য অবিনশ্বর কায়া প্রদান করেন)॥ (১কা—৫অ—৩সূ—২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

আসুরী পূর্ব্বমন্ত্রোক্তা অসুরনাম্নারূপা স্ত্রী প্রথমা শ্বিত্রচিকিৎসকানাং আদিভূতা সতী ইদং সুপর্ণপিত্তেন নির্ম্মিতং নীল্যাদিকং কিলাসভেষজং কিলাসস্য শ্বিত্রস্য নিবর্ত্তকং ঔষধং চক্রে কৃতবতী॥ অতঃ ইদং নীল্যাদিকং ইদানীমপি লোকে কিলাসনাশনং কিলাসস্য রোগস্য নিবর্ত্তকং ভবতি॥ নশ অদর্শনে। "কৃত্যল্যুটো বহুলং" ইতি কর্ত্তরি ল্যুট্॥ তদ্ নীল্যা-দ্যৌষধং প্রযুজ্যমানং সৎ কিলাসং শ্বিত্ররোগং অনীনশৎ নাশয়তি স্ম॥ নশের্ণ্যন্তাৎ লুঙি চ[illegible] রূপং॥ তথা ত্বচং ত্বগ্ধাতুং শ্বিত্রদূষিতং সরূপাং সমানশব্দস্য সভাবঃ॥ শ্বিত্ররহিতত্বচা সমান-বর্ণাং অকরৎ অকার্ষীৎ॥ ডুকৃঞ্ করণে। অস্মাৎ লুঙি "কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দসি" ইতি চ্লেঃ অঙ্ আদেশঃ। "ঋদৃশোঽঙি গুণঃ" ইতি গুণঃ॥ (১কা—৫অ—৩সূ—২ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যে এ মন্ত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হই। তাহাতে ভাব আসে,—আসুরী মায়াই আমাদিগকে কিলাস-নামক ভেষজ দান করে এবং সেই মায়াই কিলাস অপনোদন করিয়া আমাদিগকে স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকে। এ পক্ষে ভাষ্যের অভিমত এই যে,—'পূর্ব্বমন্ত্রোক্তা অসুরমায়ারূপা স্ত্রী শ্বিত্রচিকিৎসার আদিভূতা হইয়া এই সুপর্ণপিত্তের দ্বারা নির্ম্মিত নীলি প্রভৃতি কিলাস-ভেষজকে, কিলাসের (শ্বিত্রের—কুষ্ঠের) নিবর্ত্তক ঔষধকে, প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই হেতু নীলি প্রভৃতি অধুনা লোকে কিলাসনামক অর্থাৎ শ্বিত্ররোগের নিবর্ত্তক হইয়াছে। তাহাতে নীলি প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে শ্বিত্ররোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং শ্বিত্রদূষিত ত্বগ্ধাতু সমানরূপ পায় অর্থাৎ শ্বিত্ররহিত ত্বক্ সমানবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' ভাষ্যে এই ভাবের অর্থই প্রকটিত। ইহা হইতে নীলি প্রভৃতি যে কুষ্ঠরোগ নিবারণের ঔষধ, তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

আমরা যে ভাবে পূর্ব্বাপর মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখন তৎপক্ষে সঙ্গতি লক্ষ্য করুন। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই এতদ্বিষয় পরিস্ফুট দেখিতে পাইবেন। আমরা মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমতঃ, আসুরী মায়ার যে কর্ম্ম, তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। মায়া যখন প্রধান স্থান অধিকার করে, মায়া যখন প্রবলা হয়, তখনই ধ্বংসশীল দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মায়িক এই দেহ, মায়ার প্রভাবেই উৎপন্ন হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশের ("আসুরী প্রথমা ইদং চক্রে"—বাক্যাংশের) ইহাই মর্ম্মার্থ। এখানে 'ইদং' পদে এই জন্মজরামরণকবলগত দেহকে বুঝাইতেছে। ইহাই আমাদিগের অভিমত। তার পর, দ্বিতীয় যে একটী 'ইদং' পদ রহিয়াছে, ঐ 'ইদং' পদে আমাদিগের হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝাইতেছে। শুদ্ধসত্ত্বই যে কলুষক্লেদনিবৃত্তির ঔষধস্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেই যে আমরা আমাদিগের কলুষক্লেদকে অপসৃত করিতে পারি, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ("ইদং কিলাসভেষজং কিলাসনাশনং"—এই মন্ত্রাংশে) এই ভাবই প্রকাশমান্। মন্ত্রের এই দুই অংশের মর্ম্ম হৃদ্গত হইলে, শেষাংশের মর্ম্ম উপলব্ধি-পক্ষে আর কোনই সংশয় আসিতে পারে না। শুদ্ধসত্ত্বভাবই যে কলুষক্লেদ নাশ করিতে সমর্থ হয়, শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারাই যে এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ মোক্ষ-পথের অধিকারী হইতে পারে,—এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। সেই লক্ষ্য রাখিয়াই 'ত্বচং' আর 'সরূপাং' পদদ্বয়ের প্রতিবাক্যে আমরা যথাক্রমে 'ত্বগাদিধাতুবিশিষ্টাং কায়াং' এবং 'প্রকৃতরূপসম্পন্নাং মোক্ষপথপ্রাপিকাং' প্রতিবাক্য পরিগ্রহণ করিয়াছি। ফলতঃ, মন্ত্রের ভাব এই হে,—'মায়া এই মর-দেহকে সৃষ্টি করিতেছে, শুদ্ধসত্ত্বভাব তাহাকে অমরত্ব দিতেছে।'

মন্ত্রটী এক পক্ষে নিত্যসত্যতত্ত্বপ্রকাশক, পক্ষান্তরে আত্মোদ্বোধনমূলক। আত্মোদ্বোধনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'জীব! মায়ার মোহ পরিত্যাগ কর; শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও। তাহাই তোমার শ্রেয়ঃসাধক।' (১কা—৫অ—৩সূ—২ম)॥

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

সরূপা নাম তে মাতা সরূপো নাম তে পিতা।

সরূপকৃৎ ত্বমোষধে সা সরূপমিদং কৃধি॥ ৩॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

সঽরূপা। নাম। তে। মাতা। সঽরূপঃ। নাম। তে। পিতা।

সরূপঽকৃৎ। ত্বং। ওষধে। সা। সঽরূপং। ইদং। কৃধি॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ওষধে' (কর্ম্মফলাবসানেন বিমুক্তদেহে—সদ্বৃত্তে ইতি যাবৎ) 'তে' (তব) 'মাতা' (জননী, উৎপাদিকা) 'নাম' (নাম্না) 'সরূপা' (সমানরূপা), 'তে' (তব) 'পিতা' (জনকঃ) উৎপাদকঃ) 'নাম' (নাম্না) 'সরূপঃ' (সমানরূপঃ) অস্তি ইতি শেষঃ; 'ত্বং' (ভবান্) 'সরূপকৃৎ' (সমানরূপপ্রদাত্রী) অসি ইতি শেষঃ; 'সা' (সমানরূপমাতাপিতৃজাতা ত্বং) 'ইদং' (দেহং, কায়ং) 'সরূপং' (সমানরূপসম্পন্নং) 'কৃধি' (কুরু)। সদ্বৃত্তি সত্ত্বভাবাৎ সমুৎপন্না সত্ত্বভাবপ্রদানসমর্থা ভবতি; সা অস্মান্ সদ্ভাবসম্পন্নান্ কুরু। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১কা—৫অ—৩সূ—৩ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মফলাবসানে বিমুক্তদেহ হে সদ্বৃত্তি! তোমার মাতা নামে 'সরূপা' অর্থাৎ সমানরূপা, তোমার পিতা নামে 'সরূপ' অর্থাৎ সমানরূপ; তুমিও সমানরূপপ্রদাত্রী হও; সেই তুমি (সমানরূপ-মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন) এই দেহকে সমানরূপসম্পন্ন কর। (ভাব এই যে,—সদ্বৃত্তি সত্ত্বভাব হইতেই সমুৎপন্ন এবং সত্ত্বভাব-প্রদানে সমর্থ; সেই সদ্বৃত্তি আমাদিগকে সদ্ভাবসম্পন্ন করুক।)॥ (১কা—৫অ—৩সূ—৩ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে ওষধে তে তব মাতা জননী ভূমিঃ সরূপা ত্বয়া সমানরূপা কৃষ্ণবর্ণৈব॥ তথা তে তব পিতা দ্যৌঃ। "দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা" (তৈ॰ ব্রা॰ ৩।৭।৫।৪) ইতি হি নিগমঃ। বীজবিশেষো বা পিতৃশব্দেন বিবক্ষিতঃ। সোঽপি সরূপঃ সমানবর্ণঃ॥ উভয়ত্রাপি নামশব্দঃ প্রসিদ্ধপরঃ॥ হে ওষধে নীল্যাদিরূপে ত্বং সরূপকৃৎ। স্বসংসৃষ্টং পদার্থং আত্মনা সমানবর্ণং করোতি সা সরূপকৃৎ। তাদৃশ্যসি॥ করোতেঃ "ক্বিপ্ চ" ইতি ক্বিপ্॥ সা সমানরূপমাতাপিতৃজাতা ত্বং ইদং শ্বিত্ররোগদূষিতং অঙ্গং সরূপং কৃধি ত্বয়া সমানবর্ণং কুরু। করোতের্লোটি "শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি" ইতি হের্ধিরাদেশঃ॥ (১কা—৫অ—৩সূ—৩ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———‡ * ‡———

ভাষ্যে প্রকাশ, এই মন্ত্রটীও নীলি প্রভৃতি ওষধিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। সায়ণাচার্য্যের মতের ভাব এই যে—'হে ওষধে তোমার জননী ভূমি, তিনি সরূপা অর্থাৎ তোমার সহিত সমান-কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্টা। এইরূপ, তোমার পিতা দ্যুলোক (আকাশ)। অথবা, পিতৃ 'শব্দ' বীজবিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। সেও সরূপ অর্থাৎ তোমার সহিত সমবর্ণ। উভয় স্থলেই 'নাম' শব্দ প্রসিদ্ধবাচক।' মন্ত্রের প্রথম পাদে এই প্রকার অর্থ ভাষ্যে প্রকাশমান দেখি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অর্থ, ভাষ্যে প্রকাশ,—'হে ওষধে অর্থাৎ নীলি প্রভৃতি রূপধারি! তুমি সরূপকৃৎ অর্থাৎ সংসৃষ্ট পদার্থকে আত্মসমান বর্ণ প্রদান কর। সমানরূপ মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন, সেই তুমি এই শ্বিত্ররোগদূষিত অঙ্গকে সমানবর্ণ দান কর।' ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের এইরূপ অর্থ প্রচলিত।

এখন, আমরা যে ভাব যে অর্থ প্রকাশ করিলাম, তাহার সঙ্গতি-বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখুন। 'ওষধে' পদে যে ভাব আসে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। ঐ পদে শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থাপ্রাপ্ত সদ্বৃত্তিকে বুঝায়। সেই সদ্বৃত্তি সদ্ভাব হইতেই উৎপন্ন, সদ্ভাবই তাহার পোষক। 'পিতা' ও 'মাতা' যথাক্রমে 'সরূপঃ' ও 'সরূপা' নামে পরিচিত হওয়ায়, সেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সতেই সতের অবস্থিতি। সতেই সতের উৎপত্তি। আলোকেই আলোক উৎপন্ন। আলোকেই আলোক অবস্থিত। সতের সাহায্যেই সৎস্বরূপকে পাওয়া যায়—আলোক সাহায্যেই আলোক লাভ হয়। এখানে পিতামাতার পরিচয়ে তাহাই বুঝিতে পারি।

মন্ত্রটীকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমাংশে সদ্বৃত্তির একটু পরিচয় দেওয়া হইল। দ্বিতীয় অংশে তাহার শক্তির বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'তুমি সমানরূপপ্রদাত্রী।' বাস্তবিক সদ্বৃত্তির সাহায্যে মানুষ সদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। সদ্ভাবেই

সংস্বরূপকে পাওয়া যায়। ঐ বাক্যে—"ত্বং সরূপঙ্কৃৎ" অংশে—এই অর্থই অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। উপসংহারে, মন্ত্রের শেষাংশে, ("সা ইদং সরূপং কৃধি"—বাক্যে) আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে বলা হইতেছে,—'হে আমার সদ্বৃত্তি! তুমি আমাকে সত্ত্বভাবাপন্ন কর। আর, তাহার ফলে, আমার এই জন্মজরামরণবন্ধনহেতুভূত দেহ তোমার সমানরূপ সদবস্থা প্রাপ্ত হউক।' আমরা মনে করি, মন্ত্রে এই ভাবই প্রকট রহিয়াছে। ভাব এই যে,—মনোবৃত্তি যখন ভগবদভিমুখী হয়, অর্থাৎ যখন তাঁহাকে পাইবার জন্য—তাঁহার নিকট পৌঁছিবার জন্য—ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখনই তাহাতে সত্ত্বের সমাবেশ হয়। হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ করিতে হইলে, সদ্বৃত্তি উন্মেষের প্রয়োজন। সদ্বৃত্তি সদ্ভাব সমানরূপবিশিষ্ট—সমঅবস্থাপন্ন। মন্ত্রে সমানরূপ সদবস্থা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। (১কা—৫অ—৩সূ—৩ম)।

— • —

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ঃ সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

শ্যামা সরূপংকরণী পৃথিব্যা অধ্যুদ্ভৃতা।
ইদমূ ষু প্র সাধয় পুনা রূপাণি কল্পয় ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

শ্যামা। সরূপংঽকরণী। পৃথিব্যাঃ। অধি। উৎঽভৃতা।
ইদং। ঊং ইতি। সু। প্র। সাধয়। পুনঃ। রূপাণি। কল্পয় ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সরূপংকরণী' (সমানরূপপ্রদাত্রী, অজ্ঞানান্ধকারেণ অচ্ছিন্নকারিণী) 'শ্যামা' (কৃষ্ণবর্ণা, অজ্ঞানান্ধকাররূপা অসদবৃত্তি ইতি যাবৎ) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূমেঃ, ইহসংসারস্থ) 'অধি' (অভ্যন্তরে,

উপরি) 'উদ্ভূতা' (উৎপাদিতা, নিত্যং জাতা) ভবতি ইতি শেষঃ ; অতঃ হে সদ্বৃত্তে ! ত্বং 'ইমং' (কলুষক্লেদযুতং দেহং) 'সু' (সুষ্ঠুভাবেন) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'সাধয়' (সাধনযুক্তং কুরু, সাধুভাবাপন্নং সদ্ভাবান্বিতং বা কারয়) ; অপিচ, ত্বং 'রূপাণি' (সৌন্দর্য্যাণি, সত্ত্ব-ভাবাদীনি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'কৃণুহি' (সম্পাদয়) । অজ্ঞানান্ধকারঃ সদৈব পৃথ্বীং আচ্ছাদয়তি । হে সদ্বৃত্তে ! তব প্রভাবেন যেন বয়ং জ্ঞানালোকং প্রাপ্নুমঃ তৎ কুরু । ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা প্রকাশতে । ইতি ভাবঃ । (১কা—৫অ—৩সূ—৪ম) ।

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

সন্মানরূপপ্রদাত্রী (অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্নকারিণী) অজ্ঞানান্ধকার-রূপা অসদ্বৃত্তি, ইহসংসারের মধ্যেই নিত্য উৎপন্ন হইতেছে ; অতএব, হে সদ্বৃত্তি ! তুমি এই কলুষক্লেদযুক্ত দেহকে সুষ্ঠুভাবে প্রকৃষ্টরূপে সাধুভাবাপন্ন (সদ্ভাবান্বিত) কর ; আর, সর্ব্বতোভাবে উহাতে সত্ত্বভাবের সম্পাদন কর । (ভাব এই যে,—'অজ্ঞানান্ধকারে পৃথিবী সদাকাল আচ্ছাদিত হইতেছে ; অতএব, হে সদ্বৃত্তি, তোমার প্রভাবে আমরা যাহাতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হই, অজ্ঞানতা দ্বারা আচ্ছন্ন না হই, তাহাই কর ।) (১কা—৫অ—৩সূ—৪ম) ।

• • •

সায়ণভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং) ।

ত্বামা ত্বামনা সরূপ স্তরী ॥ অসরূপং সরূপং ক্রিয়তে অনয়েতি বিগৃহ্য উপপদান্তরেষ্বপি "সাক্ষেভ্যো" ইত্যাদিনা ব্যত্যয়েন কৃঞঃ করণেঽসুন্ । "থিতানবায়স্য" ইতি পূর্ব্বপদস্য মুং আগমঃ । যদ্বা । সরূপং ক্রিয়তে অনয়েতি "করণাধিকরণয়োশ্চ" ইতি কৃঞঃ করণে ল্যুট্ । পূর্ব্বপদে সুপো লুগভাবশ্ছান্দসঃ । উভয়ত্রাপি "টিড্ঢাণঞ্" ইতি ঙীপ্ ॥ তাদৃশী সুং পৃথিব্যা অধি ভূমেরুপরি উদ্ভূতা আত্মনা মায়য়া উৎপাদিতা ॥ অতঃ কারণাৎ হে ভেষজে সং ইদং কিলাসাক্রান্তং অঙ্গং সু প্র সাধয় সুষ্ঠু রোগবিনির্ম্মুক্তং কুরু ॥ উশব্দঃ পাদপূরণঃ । পাদপূরণাস্তে মিতাক্ষরেষ্বনর্থকাঃ কমীমিদ্বিতি চ" ইত্যস্কঃ (নি০ ১।৯) ॥ তথা রূপাণি ব্যাধি-সংভবাৎ পূর্ব্বং অবস্থিতানি পুনঃ ব্যাধিনিবর্হণানন্তরমপি কল্পয় সম্পাদয় ॥ কৃপূ সামর্থ্যে । অস্মাদ্ ণিচ । "কৃপো রোলঃ" ইতি লত্বং । পুনরিতি । রেফস্য "রো রি" ইতি লোপে কৃতে "ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণঃ" ইতি দীর্ঘঃ ॥ (১কা—৫অ—৩সূ—৪ম) ।

(ইতি) পঞ্চমেঽনুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্র নীলি ঔষধির সম্বোধনে প্রযুক্ত। নীলি প্রভৃতি ঔষধি শ্যামা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা। কৃষ্ণবর্ণের মিশ্রণে অন্য দ্রব্য কৃষ্ণবর্ণ হয়, কৃষ্ণবর্ণ অন্য বর্ণকে কৃষ্ণবর্ণ প্রদান করে। তাহাদিগের সংস্পর্শে অন্য দ্রব্য কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়। তাই তাহাকে (ঐ ঔষধিকে) 'সরূপংকরণী' বলা হইয়াছে। সেই যে কৃষ্ণবর্ণ-প্রদানকারিণী, তাহাকে বলা হইতেছে,—'তুমি ভূমির উপরে উদ্ভূত হও,—আসুরী মায়ার দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাক। এই কারণে, হে ঔষধে! তুমি এই কিলাসাক্রান্ত অঙ্গকে সুষ্ঠুভাবে রোগবিনাশযুক্ত কর, আর ব্যাধিগ্রস্ত হইবার পূর্বের যে রূপ, তাহাকে ফিরাইয়া দেও,—ব্যাধিদূরীকরণানন্তর আমায় স্বাভাবিক রূপ প্রদান কর।' ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রে এই ভাবই প্রাপ্ত হই। সে পক্ষে, ঔষধি-সম্বোধনে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়—ইহাই প্রখ্যাত।

কুষ্ঠরোগনাশে মন্ত্র এবং মন্ত্র-কথিত ঔষধাদি যে সুফল প্রদান করে, তৎপক্ষে আমরা সংশয় রাখি না। তবে আমাদিগের মত এই যে, এই মন্ত্রে পক্ষান্তরে ভবব্যাধি নাশের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত শব্দ-কয়েকটীর বিষয় বিবেচনা করিলেই সে ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রথম—'শ্যামা' পদ। ঐ পদের 'কৃষ্ণবর্ণা' প্রতিবাক্য হইতেই ভাব আসে—'অজ্ঞানান্ধকাররূপা।' এখন বুঝিয়া দেখুন—কে সে অজ্ঞানরূপা? সে সেই অসদ্বৃত্তি নহে কি? অসদ্বৃত্তিই অজ্ঞানরূপা। সেই আবার অন্যকে আচ্ছন্ন করে। তাই মন্ত্রের দ্বিতীয় পদ—'সরূপং করণী'। ঐ পদে 'শ্যামা' যে কেমন, শ্যামা যে কি শক্তিশালিনী, তাহারই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। অসদ্বৃত্তিই অজ্ঞানতারূপা—অজ্ঞানতার জননী; আর অজ্ঞানতার ধর্মই আচ্ছন্ন করা। যে অজ্ঞানরূপা, তাহার কার্য্যই অজ্ঞানতা দ্বারা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা। তাই 'সরূপং করণী' পদের সার্থকতা। সেই অজ্ঞানতারূপা অসদ্বৃত্তির জন্মস্থান যে এই পৃথিবী, তাহাতে কি আর সংশয় আছে? পার্থিব মায়ামোহের মধ্যেই অসদ্বৃত্তির উৎপত্তি হয়। "পৃথিব্যা অধি উদ্ভূতা"—বাক্যাংশে—এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের অর্থ-সঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করুন। এই অংশ সদ্বৃত্তির সম্বোধনমূলক। প্রথমে অসদ্বৃত্তির কার্য্যের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। তার পর, সদ্বৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'তুমি আমার সদ্ভাবান্বিত কর; তুমি আমাকে সদ্রূপ প্রদান কর। অসদ্বৃত্তি অজ্ঞানান্ধকারে সংসারকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। হে আমার সদ্বৃত্তি! তুমি উদ্বুদ্ধ হও। আমাদের অসদ্বৃত্তি অজ্ঞানান্ধকার দূর হউক।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন আছি; অসদ্বৃত্তি আমাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। সদ্বৃত্তির উন্মেষে সে অন্ধকার দূর হউক,—অসদ্বৃত্তি লোপ পাউক। (১কা—৫অ—৩সূ—৪ম)।

চতুর্থ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

ঐকাহিকাদিনিত্যজ্বরসন্ততজ্বরবেলাজ্বরাদিশান্ত্যৈ "যদগ্নিরাপঃ" ইতি সূক্তং জপেৎ। লোহ-কুঠারং অগ্নৌ সন্তাপ্য উষ্ণোদকমধ্যে স্থাপয়িত্বা তেনোদকেন ব্যাধিতং অভিষিঞ্চেৎ। তথা চ কৌশিকঃ। 'যদগ্নিরিতি জপতি পরশুং তাপয়তি ক্বাথয়ত্যবসিঞ্চতি" ইতি (কৌ০ ৪।২)॥

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমং কাণ্ডং। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ)॥

যদগ্নিরাপো অদহৎ প্রবিশ্য যত্রাকৃণ্বন্

ধর্ম্মধৃতো নমাংসি।

তত্র ত আহুঃ পরমং জনিত্রং স নঃ সংবিদ্বান্

পরি বৃঙ্ধি তক্মন্॥ ১॥

পদ-পাঠঃ।

যৎ। অগ্নিঃ। আপঃ। অদহৎ। প্রঽবিশ্য। যত্র। অকৃণ্বন্॥

ধর্ম্মঽধৃতঃ। নমাংসি।

তত্র। তে। আহুঃ। পরমং। জনিত্রং। সঃ। নঃ। সংঽবিদ্বান্॥

পরি। বৃঙ্ধি। তক্মন্॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যস্মাৎ) 'অগ্নিঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তঃ জ্ঞানদেবঃ) 'প্রবিশ্য' (হৃদি প্রাদুর্ভূতঃ সন্) 'আপঃ' (অপঃ—শুদ্ধসত্ত্বভাবং, যদ্বা—অজ্ঞানান্ধকারং, মায়ামোহঞ্চ) 'অদহৎ' (দীপয়েৎ, যদ্বা—নাশয়েৎ), যস্মাৎ 'সঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'সংবিদ্বান্' (সম্যক্ জ্ঞানবান্) করোতি; তস্মাৎ 'তক্মন্' (হে সত্ত্বাবনাশী পাপ, পাপপ্রবৃত্তিপ্রবর্দ্ধক!) ত্বং 'পরিবৃঙ্‌ধি' (অস্মান্ পরিত্যজ, অস্মৎসম্বন্ধং পরিবর্জ্জয় ইত্যর্থঃ); যত্র' (যস্মিন্নগ্নৌ) 'ধর্ম্মধৃতঃ' (ভগবৎমার্গানুসারিণঃ) 'নমাংসি' (হবির্লক্ষণানি সত্ত্বভাবাদীনি) 'অকৃণ্বন্' (কৃতবন্তঃ, আহুতিরূপেণ দত্তবন্তঃ) 'তত্র' (তস্মিন্নগ্নৌ) হে জীব! 'তে' (তব) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং) 'জনিত্রং' (নিবাসস্থানং) 'আহুঃ' (কথয়ন্তি, ইত্যেবং বিদ্ধি ইতি ভাবঃ)। আত্মোদ্বোধন-মূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। মন্ত্রস্যোদ্বোধনা—হে জীব! পাপসম্বন্ধং বিহায় জ্ঞানলাভার্থং প্রবুদ্ধো ভব। এবং সতি ত্বং শ্রেষ্ঠনিবাসং ভগবন্তং প্রাপ্তুং সমর্থো ভবসি। (১কা—৫অ—৪সূ—১ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

যে কারণে দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত জ্ঞানদেবতা হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদীপ্ত (উন্মেষিত) করেন (অথবা, অজ্ঞানান্ধকার বা মায়ামোহ নাশ করেন); যে কারণে সেই জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে সম্যক্ জ্ঞানবান করেন; সেই কারণে হে পাপ (পাপপ্রবৃত্তিপ্রবর্দ্ধক)! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর। যে জ্ঞানাগ্নিতে ভগবৎমার্গানুসারিগণ আহুতিস্বরূপ সত্ত্বভাবাদি প্রদান করেন, হে জীব! সেই অগ্নিতেই তোমার শ্রেষ্ঠ-নিবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট (জানিও)। (ভাব এই যে,—হে জীব! পাপ-সম্বন্ধ পরিহার করিয়া জ্ঞানলাভে প্রবুদ্ধ হও। তাহা হইলে সেই শ্রেষ্ঠ নিবাস-স্থান ভগবানকে পাইবার তোমার সামর্থ্য জন্মিবে)। (১কা—৫অ—৪সূ—১ম)॥

সায়ণভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

অগ্নিঃ অঙ্গনাদিগুণাযুক্তো দেবঃ। আপঃ অপঃ॥ বাতায়েম জন॥ উদকানি প্রবিশ্য তপ্তপরশুদ্বারা অন্তরন্তঃপ্রবিশ্য অদহৎ কাণং অকার্ষীৎ॥ দহ ভস্মীকরণে। "নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ ততঃ উদকেষু ঔষ্ণ্যগুণবিশিষ্টোঽগ্নি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অগ্নিবিশিষ্টেন উষ্ণোদকেন জ্বরিতঃ অবসিচ্যতে ইতি যৎ তস্মাৎ কারণাৎ হে তক্মন্ কৃচ্ছ্রজীবনকারিন্॥ তকি কৃচ্ছ্রজীবনে। অস্মাদ্ ঔণাদিকো মনিন্ প্রত্যয়ঃ॥ তথাবিধ জ্বর সংবিদ্বান্ সম্যক্ স্বকারণং অগ্নিং জানন্॥ বিদ জ্ঞানে ইত্যস্মাৎ লটঃ শত্রাদেশঃ। "বিদে শতুর্ব্বসুঃ" ইতি

যথাদেশঃ॥ স ত্বং নঃ অস্মান্ উষ্ণোদকসিক্তগাত্রান্ পরি বৃঙ্‌গ্ধি পরিবর্জ্জয়। অস্মচ্ছরীরং বিহায় স্বকারণভূতেন অগ্নিনা সহ নির্গচ্ছেত্যর্থঃ॥ বৃজী বর্জ্জনে। অস্মাৎ লোটি "হুঝল্‌ভ্যো হের্ধিঃ" ইতি হেধিরাদেশঃ। রুধাদিত্বাৎ শ্নম্। "চোঃ কুঃ" ইতি কুত্বং। "শ্নসোরল্লোপঃ" ইতি আকারলোপে অনুস্বারপরসবর্ণৌ॥ অগ্নে কারণত্বে ভবেদ্ এবং তদেব কুত ইত্যত আহ যত্রেতি। ধর্মধৃতঃ। ধর্মশব্দেন অত্র যাগদানাদিকচ্যতে। তং ধারয়ন্তি অনুতিষ্ঠন্তীতি ধর্মধৃতঃ॥ ধৃঞ্ ধারণে। অস্মাদ্ ধর্মশব্দোপপদাৎ "ক্বিপ্ চ" ইতি ক্বিপ্। উপপদসমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে॥ তথাবিধা যজমানা যত্র যস্মিন্নগ্নৌ নমাংসি। অন্ননামৈতৎ। হবির্লক্ষণানি অন্নানি॥ নম প্রহ্বত্বে। অস্মাৎ ঔণাদিকঃ অসুন্ প্রত্যয়ঃ। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং॥ অকৃণ্বন্ অকুর্ব্বন্ অযজন অজুহবুর্ব্বা॥ কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ইদিত্বাদ্ নুম্। লঙি "ধিন্বিকৃণ্ব্যোর চ" ইতি উপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন অকারশ্চ অন্তাদেশঃ। তস্য অতোলোপে স্থানিবত্ত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। "লুঙ্‌লঙ্‌লৃঙ্‌ক্ষ্বডুদাত্তঃ" ইতি অডাগম উদাত্তঃ। "নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তকুবিন্নেচ্চেচ্চণ্‌কচ্চিদ্যত্রযুক্তং" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ তত্র তথাবিধে অগ্নৌ হে জ্বর তে তব পরমং উৎকৃষ্টং জনিত্রং জন্ম অহঃ কথয়ন্তি। দেহবশাজ্জাঠরাগ্নেরেবায়ং জ্বরো বিকারঃ ইতি হি চিকিৎসকানাং প্রসিদ্ধিঃ॥ বচ্ঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি। "বচঃ পঞ্চানাং আদিত আহো ব্রুবঃ" ইতি হেঃ উস্ আদেশঃ প্রকৃতেঃ আহাদেশশ্চ। জনিত্রং ইতি। জনী প্রাদুর্ভাবে। অস্মাদ্ ভাবে ঔণাদিক ইত্রপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং॥ যস্মা হে তক্মন্ সেকসাধনভূতা অপঃ প্রবিশ্য অগ্নিস্তাং অদহৎ দগ্ধবানিতি যৎ॥ "ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ" ইতি ভবিষ্যদর্থে লঙ্॥ অতো হেতোঃ অস্মান্ পরিত্যজ্য সেকোদকগতাগ্নিনা স্বকারণভূতেন সহ নির্গচ্ছেত্যর্থঃ॥ অন্যৎ পূর্ব্ববদ্ যোজ্যং॥ (১কা-৫অ—৪সূ—১ম)॥

•　•
•

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ • §——

মন্ত্রটী বড় সমস্যা মূলক। সূক্তানুক্রমণিকায় দেখিতে পাই,—জ্বরাদিরোগ-নিবারণে এই মন্ত্র এবং ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্র কয়টী প্রযুক্ত হয়। ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক প্রভৃতি জ্বর, কম্পজ্বর, সন্তত (জ্বালাযুক্ত বা সন্তাপক) জ্বর, বেলাজ্বর প্রভৃতি বিদূরিত করিবার জন্য মন্ত্র-প্রয়োগের সার্থকতা। তদনুসারে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, সূক্তানুক্রমণিকায় তাহা নিম্নরূপে বিবৃত হইয়াছে; যথা,—প্রথমতঃ একটী লৌহকুঠার অগ্নিতে উষ্ণ করিবে। উষ্ণ-জল-মধ্যে সেই কুঠার স্থাপন করিয়া, সেই জলে রোগীর দেহ সিঞ্চিত করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া প্রয়োগের সময় মন্ত্র-জপের বিধিও অনুক্রমণিকায় পরিদৃষ্ট হয়।

ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—অঙ্গনাদিগুণযুক্ত অগ্নিদেব তপ্তপরশু সহযোগে জলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে দগ্ধ (তাহা হইতে তাপ আকর্ষণ) করিয়াছেন। এই হেতু

জলের মধ্যে ঔষ্ণগুণযুক্ত অগ্নি বিদ্যমান আছেন। অগ্নি-বিশিষ্ট উষ্ণোদকের দ্বারা রুগ্ন ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করা হইতেছে, এই জন্য হে শরীরের কষ্টদায়ক জ্বর, তুমি তোমার উৎপত্তিকারণবিৎ অগ্নির সহিত আমাদিগের শরীর পরিত্যাগ করিয়া নির্গত হও। (অর্থাৎ শরীরে উষ্ণোদক সিঞ্চিত হইতেছে; সেই উষ্ণ জলের উষ্ণতার সহিত জ্বরের উষ্ণতা প্রশমিত হউক—এই ভাব এখানে প্রকটিত।) • যাগাদি অনুষ্ঠানকারী যজমানগণ যে অগ্নিতে হবির্লক্ষণ অন্নাদি প্রদান করেন, হে জ্বর, সেই অগ্নিতেই তোমার জন্ম বলিয়া কথিত হয়। চিকিৎসকগণ বলেন,—অগ্নি দুষ্ট হইলেই জ্বর-বিকার প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। অগ্নিসাধনভূত জলে অগ্নির বিদ্যমানতা হেতু, সেই অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতেছে। অতএব তুমি আমাদের শরীর পরিত্যাগ করিয়া উষ্ণোদক-প্রবিষ্ট তোমার উৎপত্তিমূলীভূত অগ্নির সহিত নির্গত হও অর্থাৎ আমাদিগকে পরিত্যাগ কর।'

এক্ষণে, আমরা মন্ত্রে যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। আমাদের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমরা পূর্বাপর বেদমন্ত্র-সমূহে যে ভাব উপলব্ধ করিয়াছি, এ মন্ত্রেও আমরা মনে করি, সেইরূপ ভাবই পরিস্ফুট। বোধ-সৌকর্যার্থ মন্ত্রটীকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রজ্ঞানরূপী ভগবান হৃদয়ে জ্ঞানরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন, অজ্ঞানতা দূর হইয়া হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়; ফলে মায়ামোহের আবরণ নষ্ট হইয়া যায়। মন্ত্রের প্রথম অংশে ('যৎ' হইতে 'অদহৎ' পর্যান্ত অংশে) এই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। ভাষ্যের মতে ঐ অংশের অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'অগ্নিদেব জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া জলকে দগ্ধীভূত করেন। কিন্তু জলসেচনে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়,—সাধারণতঃ তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক বলিবেন,— জলের মধ্যেও যে অগ্নি বা তাপ (Latent heat) বর্ত্তমান আছে,—মন্ত্রাংশে সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক, আমরা মনে করি, মন্ত্রে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা-নাশের, পাপকলুষ-বিধ্বংসের এবং মায়ামোহরূপ ভববন্ধন-মোচনের সত্তা-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। মন্ত্রাংশের অন্তর্গত 'আপঃ' পদ যত-কিছু সংশয়ের সূচনা করিয়াছে। ঐ পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'উদকানি।' কিন্তু 'আপঃ' পদে অজ্ঞানতা বা মায়ামোহরূপ আবরণ অর্থ উপলব্ধ হয়; আবার ঐ পদে শুদ্ধসত্ত্বভাব অর্থও অধ্যাহার করা যায়। 'অপ' পদ হইতে 'আপঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'অপ' শব্দ এক পক্ষে 'চৌর' বা 'কুৎসিৎ' অর্থ-বাচক। অজ্ঞানতা এবং মায়ামোহ অপেক্ষা ভগবদনুকম্পা-লাভের অন্তরায়ভূত হেয় অপবিত্র সামগ্রী আর কি থাকিতে পারে? অপর পক্ষে রক্ষণার্থক পা ধাতু হইতেও 'অপ' বা 'আপ' পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে। অধঃপতন হইতে, পাপ-সংস্রব হইতে যাহা রক্ষা করে, তাহাই 'আপঃ'। সে হিসাবে, শুদ্ধসত্ত্বভাবই

• অধুনা চিকিৎসকগণ দুরারোগ্য জ্বরে উষ্ণোদকে গামছা বা বস্ত্র সিক্ত করিয়া রোগীর দেহ মুছাইয়া দিবার (Sponze করিবার) ব্যবস্থা করেন। তাহাতে অনেক সময় জ্বর আরোগ্য হয় এবং রোগী সুস্থতা লাভ করে। আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে সেইরূপ ব্যবস্থা-প্রক্রিয়ারই মূল-সূত্র প্রকটিত।

সেই 'আপঃ' পদবাচ্য। শুদ্ধসত্ত্বভাবই জীবকে উন্নীত করে। শুদ্ধসত্ত্বই জীবকে নিরয়-কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। অন্য অর্থে 'আপঃ' বা 'অপঃ' পদে নীহারিকা বুঝায়। নীহারিকায় আচ্ছাদিত হইলে, গগনমণ্ডল যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়; আপঃ বা অজ্ঞানরূপ নীহারিকার আবরণেও হৃদয়াকাশ তেমনি সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। প্রজ্ঞান-স্বরূপ দেবতা, সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞান-রূপ নীহারিকাকে বিদূরিত (বিনষ্ট) করেন; অর্থাৎ, অজ্ঞানতা নাশ হইয়া জ্ঞানের উদয় হয়। এদিকে আবার অন্য অর্থে, শুদ্ধসত্ত্বভাবের মধ্যে তিনি প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করেন, অর্থাৎ তিনি হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদীপ্ত করিয়া তুলেন। মন্ত্রের 'আপঃ প্রবিশ্য অদহৎ' বাক্যাংশে এইরূপ বিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের ভাব উহাতেই অধিক পরিস্ফুট হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে ('সঃ' হইতে 'সংবিদান্' পর্য্যন্ত অংশে) জ্ঞানদেবের নিকট সম্যক্ জ্ঞান লাভের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি আমাদিগকে সম্যক্-জ্ঞান প্রদান করুন।' মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইল,—'জ্ঞানদেবতা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অজ্ঞানতা নাশ করেন এবং শুদ্ধসত্ত্বভাবের উন্মেষ করিয়া দেন।' দ্বিতীয় অংশে তাই প্রার্থনা করা হইল,—'(অতএব) তিনি আমাদিগের হৃদয়ে উদিত হইয়া, আমাদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদান করুন।' তৃতীয় অংশের ভাব, পূর্ব্ববর্ত্তী অংশদ্বয়ের সহিত সামঞ্জস্য-বিধানে এই হয় যে,—'হে সত্ত্বাবরণকারী পাপবৃত্তি! তোমরা আমাদিগকে পরিত্যাগ কর।' পূর্ব্বাংশে বলা হইল,—'হে দেব! আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দিউন।' দ্বিতীয় অংশে বলা হইল,—'হে সত্ত্বাবরণকারী পাপবৃত্তি, তুমি বিদূরিত হও।' অজ্ঞানতাই পাপমূলীভূত। হৃদয়ের অজ্ঞানতা নাশ হইলেই—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সমাবেশ হইলেই—পাপ-কলুষ দূরে পলায়ন করে। তখন আর পাপের প্রভাবে হৃদয় অভিভূত হয় না। এখানকার ভাব এই যে,—'জ্ঞানোন্মেষে শুদ্ধসত্ত্বের প্রস্ফুরণে হৃদয়ের পাপ-প্রবৃত্তি বিনাশ-প্রাপ্ত হয়; হে জীব, অতএব, তুমি জ্ঞানস্ফূর্ত্তে শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চারে উদ্বোধিত হও।' মন্ত্রের এই তৃতীয় অংশের একটী সমস্যামূলক পদ—'ভস্মন্'। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন—'কৃচ্ছ্রজীবনকারিন্।' তাহা হইতে তিনি ঐ পদকে অগ্নের সম্বোধনমূলক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহাতে জীবন কষ্টময় হয়, তাহাই 'ভস্মন্'। পাপই, সকল কষ্টের মূলীভূত; পাপ-সংস্রব হইতেই যত কিছু ব্যাধির—যত কিছু ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখের উৎপত্তি। তাহা হইতেই ঐ 'ভস্মন্' পদে পাপ-প্রবৃত্তির ভাব আসে। সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা 'ভস্মন্' পদের ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের শেষাংশে ('যম্' হইতে 'আহুঃ' পর্য্যন্ত অংশে) ভগবানই যে পরম আশ্রয়স্থান, তাঁহা হইতেই যে উৎপত্তি আর তাঁহাতেই যে লয় হইতে হইবে,—সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ অংশের 'ধর্ম্মধৃতঃ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যমতে ঐ পদের অর্থ—'যাঁহারা যাগাদির অনুষ্ঠান করেন।' আমাদের মতে, ঐ পদের অর্থ—'ভগবদারাধনা-পরায়ণাঃ'। ভগবানকে হবি প্রদান করিতে তাঁহারাই সমর্থ, যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে সংস্বরূপ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। 'ধামানি' পদে ভাষ্যের মতে 'হবিঃ-স্থানানি অন্নানি' অর্থ হয়। আমাদের মতে উহার অর্থ—'সৎকার্য্যা-

দীনি'। যাঁহারা ভগবানকে চিনিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সামান্য অন্নাদি-রূপ হবিঃ প্রদান করিয়াই পরিতুষ্ট হন না। তাঁহাদের হবি—তাঁহাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ভক্তিসুধা। ভাব এই যে,—'তোমরাও তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া, তাঁহাকে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান কর। তিনিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ নিবাসস্থান – তাঁহা হইতেই তোমাদিগের উৎপত্তি।'

এইরূপ বিশ্লেষণে মন্ত্রের যে ভাব হয়—আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা প্রকটিত দেখিবেন। 'পাপপ্রবৃত্তি নাশ কর, সদ্ভাবের সমাবেশ হউক। তাহা হইলে, উৎপত্তিমূল ধ্বংস হইবে। তাহা হইলে, সেই শ্রেষ্ঠনিবাসস্থান ভগবানে আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে।' আমাদের মনে হয়—মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত। (১কা—৫অ—৪সূ—১ম)।

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

যদ্যর্চির্যদি বাসি শোচিঃ শকল্যেষি

যদি বা তে জনিত্রং।

হুডুর্নামাসি হরিতস্য দেব স নঃ সংবিদ্বান্

পরি বৃঙ্‌গ্ধি তক্মন্।। ২ ।

পদপাঠঃ।

যদি। অর্চিঃ। যদি। বা। অসি। শোচিঃ। শকল্যঽএষি।

যদি। বা। তে। জনিত্রং।

হুডুঃ। নাম। অসি। হরিতস্য। দেব। সঃ। নঃ। সংঽবিদ্বান্।

পরি। বৃঙ্‌গ্ধি। তক্মন্ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তক্মন্' (কৃচ্ছ্রজীবনকারিন্ হে পাপ! যদ্বা—হে পাপকারণভূত জ্বর!) 'যদি' (যস্মাৎ) ত্বং 'অর্চিঃ' (তীব্রউষ্ণতাসম্পন্নঃ, জ্বালাকরঃ) 'অসি' (ভবসি), 'যদি বা' (অথবা যস্মাৎ) ত্বং 'শোচিঃ' (শোচকঃ, দাহকরঃ) 'যদি বা' (অথবা যস্মাৎ) 'তে' (তব) 'জনিত্রং' (জন্ম, উৎপত্তিস্থানং) 'শকল্যেষি' (জ্বলননিদানভূতে অগ্নৌ) যদি বা 'হরিতস্য' (হরিতবর্ণস্য, রক্তশোষকস্য) তব 'নাম' (পরিচয়ঃ) 'হুড়ুঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'অসি' (ভবসি); 'সঃ' (পূর্ব্বোক্তভীষণতাসম্পন্নঃ ত্বং) 'পরি বৃঙ্গ্ধি' (অস্মান্ পরিত্যজ, অস্মৎসম্বন্ধং পরিবর্জ্জয়)। অপিচ, 'দেব' (হে দ্যোতমান, দীপ্তিদানাদিগুণযুত হে জ্ঞানদেব!) 'নঃ' (অস্মান্) 'সংবিদ্বান' (সম্যক জ্ঞানবান্) কুর্ব্বিতি শেষঃ। অজ্ঞানতা হি পাপসন্তাপমূলিকা। অতঃ প্রার্থনা- 'হে পাপ! ত্বং দূরীভব! হে জ্ঞানদেব! জ্ঞানদানেন ত্বং অস্মান্ সর্ব্বথা পরিত্রাণং কুরু।' (১কা—৫অনু—৪সূ—২ম)।

অথবা,

'তক্মন্' (হে পাপ!) 'যদি' (যদ্যপি) ত্বং 'অর্চিঃ' (জ্বালাকরঃ) 'অসি' (ভবসি) যদি বা' (যদ্যপি) ত্বং 'শোচিঃ' (দাহকরঃ—স্বভাবত ইতি যাবৎ) যদি বা' (যদ্যপি) 'তে' (তব) 'জনিত্রং' (উৎপত্তিস্থানং) 'শকল্যেষি' (দাহ্যপদার্থভূতে) 'যদি বা' (যদ্যপি) 'হরিতস্য' (রক্তশোষকস্য) তব 'নাম' (পরিচয়ঃ) 'হুড়ুঃ' (সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধঃ) 'অসি' (ভবসি); তথাপি, হে 'দেব' (হে দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত—অনুগ্রহদাননিমিত্তং এতৎ সম্বোধন ইতি তাৎপর্য্য) 'সংবিদ্বান্' (সম্যক্ স্বকারণং জানন্, অস্মাসু তব উৎপত্তিকারণং বিদিত্বা ইতি ভাবঃ) 'সঃ' (পূর্ব্বোক্তভীষণতাসম্পন্নঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মান্) 'পরিবৃঙ্গ্ধি' পরিবর্জ্জয়)। অস্মার্থে পাপস্য সম্বোধনং সূচিতং। হে পাপ! কৃপয়া মাং পরিত্যজ'—ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১কা—৫অনু—৪সূ—২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে কৃচ্ছ্রজীবনকারী পাপ (অথবা পাপকারণভূত জ্বর)! যেহেতু তুমি তীব্রতাসম্পন্ন জ্বালাকর, যেহেতু তুমি দাহকর, যেহেতু তোমার উৎপত্তিস্থান জ্বলননিদানভূত অগ্নি, সেহেতু হরিদ্বর্ণ রক্তশোষক (বলিয়াই) তোমার পরিচয় প্রসিদ্ধ হয়; সেই ভীষণতাসম্পন্ন তুমি, আমাদিগকে পরিত্যাগ কর। আর, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত হে জ্ঞান-দেব! আপনি আমাদিগকে সম্যক্ জ্ঞানবান্ করুন। (ভাব এই যে, অজ্ঞানতাই পাপসন্তাপমূলক। অতএব প্রার্থনা,—'পাপ! তুমি দূর হও। হে জ্ঞানদেব! আপনি জ্ঞানদানে আমাদিগকে সর্ব্বথা পরিত্রাণ করুন)॥ (১কা—৫অনু—৪সূ—২ম)॥

অথবা।

হে পাপ! যদিও তুমি স্বভাবতঃ জ্বালাকর, যদিও তুমি স্বভাবতঃ দাহকর, যদিও তোমার উৎপত্তি স্থান দাহ্যপদার্থ, যদিও তোমার 'রক্ত-শোষক' নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে; তথাপি হে দেব, আমাদিগের মধ্যে তোমার উৎপত্তিকারণ অবগত হইয়া, সেই ভীষণতাসম্পন্ন তুমি, কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাও। (১কা—৫অনু—৪সূ—২ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতঃ)।

হে তক্মন্ কৃচ্ছ্রজীবনকারিন্ জ্বর ত্বং যদি অর্চ্চিঃ অর্চ্চিমান্ ঔষ্ণ্যগুণযুক্তোসি ভবসি। যদি বা শোচিঃ শোচকঃ শরীরসন্তাপকোসি। যদি বা তে তব জন্মত্রং জন্ম শকল্যেষি। শকলা ... ॥ সমূহার্থে যপ্রত্যয়ঃ॥ শকলাং দাহ্যং কাষ্ঠসমূহং ইচ্ছতীতি ... ॥ ষু ইচ্ছায়াং। অস্মাৎ "অন্যেভ্যোপি দৃশ্যন্তে" ইতি বিচ প্রত্যয়ঃ॥ অগ্নৌ। তব জন্মেত্যর্থঃ। তথাপি হে দেব দাপ্যমান জ্বর ত্বং হরিতস্য পীতবর্ণস্য রূঢ়ুঃ রোহকঃ পুরুষশরীরে উৎপাদকঃ॥ রুহ বীজজন্মনি প্রাদুর্ভাবে (চ)। অস্মাদ্ ঔণাদিকস্তুন্ প্রত্যয়ঃ। "হো ঢঃ" ইতি ঢত্বং। 'ঝষস্তথোর্দ্ধোঽধঃ" ইতি তকারস্য ধত্বং। ততষ্টুত্বে ঢো ঢে লোপে চ কৃতে "ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণঃ" ইতি ধাতোরুকারস্য দীর্ঘঃ॥ নাম-শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। রূঢ়ুঃ ইতি প্রসিদ্ধঃ অসি ভবসি। যদ্যপি তে বহুনি নামানি সন্তি তথাপি ইদমেব নাম প্রসিদ্ধং ইত্যর্থঃ॥ ব্যাখ্যাতং অন্যৎ॥ (১কা—৫অনু—৪সূ—২ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রে দুই প্রকার সম্বোধন আছে। এক সম্বোধন—'তক্মন্'; অন্য সম্বোধন—'দেব'। মন্ত্রার্থে দুই সম্বোধন একজনকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায়; আবার দুই সম্বোধনের লক্ষ্য যে বিভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তু, তাহাও মনে করিতে পারি। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার অর্থে এবং এই দুই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছি। এক প্রকার অর্থে 'তক্মন্' সম্বোধনে পাপকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে 'দূর হইতে' বলা হইয়াছে; আর, সে পক্ষে 'দেব' সম্বোধনে দেবতার অনুগ্রহের প্রার্থনা রহিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থে, পাপকেই যেন মিনতি করিয়া বলা হইতেছে,—'হে পাপ! আর আমায় কষ্ট দিও না। যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছি। এখনও তুমি আমায় ত্যাগ কর। আমি তোমার শরণাপন্ন।' ইহসংসারে দেখিতে পাই, শত্রুকে বিমর্দ্দিত বা বশীভূত করিতে হইলে, হয় আত্মশক্তির প্রয়োগ—নয় অনুগ্রহ প্রার্থনার আবশ্যক হয়। এখানে দুই অর্থে সেই দুই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

আরও কিছু প্রকাশ, এই দ্বিতীয় মন্ত্রটীও প্রথম মন্ত্রের ন্যায়ই জ্বর-ব্যাধি-নাশের উদ্দেশে

প্রযুক্ত হয়। এই সূক্তের চারিটি মন্ত্র জ্বরের প্রকোপ নাশ উপলক্ষেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নির্দিষ্ট ক্রিয়ার পর, এই সকল মন্ত্রে শান্তিজল গ্রহণের বিধি আছে। জ্বরনাশ পক্ষে যে ভাবেই এই মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি থাকুক, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বলিবার কিছুই নাই। আমরা কেবল মন্ত্রের নিগূঢ় ভাবার্থ লইয়াই আলোচনা করিব।

ভাষ্যের মত এই যে, এই মন্ত্রে জ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে- 'রুক্ষজীবনকারিন্ হে জ্বর! যদিও তুমি উষ্ণপ্রদায়ক হও, যদিও তুমি শীতস্পর্শক হও, যদিও তোমার জন্ম অগ্নি হইতেই হইয়াছে, তথাপি হে দেব (জ্বর)! তুমি পুরুষশরীরে পীতবর্ণের উৎপাদক 'রূঢ়' নামে প্রসিদ্ধ হও। যদিও তোমার অনেক নাম আছে, তথাপি ঐ নামে তোমার প্রসিদ্ধি। তুমি এখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার স্বকারণভূত অগ্নিকে জানিয়া, সেই অগ্নি-মধ্যে প্রবেশ কর।' মন্ত্রের এই ভাবের অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মন্ত্রের 'তক্মন' এবং 'দেব' এই দুই পদে এক অর্থে পাপকে এবং অন্য অর্থে পাপনাশকারী দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এক প্রকার অর্থে, 'তক্মন্'-পদে পাপের এবং 'দেব'-পদে জ্ঞানাধার দেবতার সম্বোধন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ পাপকে বলা হইয়াছে,—'হে সন্তাপকারক দারুণক্লেশপ্রদ পাপ! তুমি আমায় ত্যাগ কর,—আমার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাও। তোমার সংস্পর্শে আমায় যেন আর না থাকিতে হয়!' এইরূপে পাপের সংস্পর্শ-ত্যাগের উদ্বোধনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানাধার দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে —'হে দেবতা! আপনি আমায় জ্ঞানদান করুন। অজ্ঞানতাই সকল পাপের মূল। অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলেই আমি সন্তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই।' এ মন্ত্র এই ভাবের প্রার্থনা লইয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। পাপ দূর হউক—ইহাই মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য। দ্বিতীয় প্রকার অর্থে, ঐ একই ভাব প্রাপ্ত হই। তবে সে অর্থে 'দেব' সম্বোধনও পাপ-পক্ষেই প্রযুক্ত হয়।

এক্ষণে মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটি পদের বিষয় অনুধাবন করা যাউক। মন্ত্রান্তর্গত একটি পদ বড়ই সমস্যামূলক। সে পদটি—'হ্রূডুঃ'। ঐ পদটির নানা প্রকার পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণ-ভাষ্যে উহার 'রূঢুঃ' পাঠ পরিগৃহীত হইয়াছে। কোথাও 'হ্রূডুঃ' কোথাও বা 'হ্রূঢুঃ' পাঠ দেখা যায়। কখনও বা হ-কার হ্রস্ব-উকারান্ত কখনও বা দীর্ঘ-উকারান্ত পরিদৃষ্ট হয়। ঐ পদটি প্রকৃত যে কি অর্থ দ্যোতনা করে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সায়ণ ঐ পদের ব্যুৎপত্তি-মূল 'রুহ' ধাতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাহার অর্থ,— 'বীজজন্মনি প্রাদুর্ভাবে।' ঐ পদের সহিত রূঢ়-পদের সাদৃশ্য-সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। তদনুসারে, ঐ পদে 'প্ররূঢ় প্রসিদ্ধ' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিতে পারি; আর, সেই অর্থেই ভাবের সঙ্গতি থাকে। ঐ পদকে পাপের প্রতিশাব্দ-স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে; পাপ যে রক্তশোষক বলিয়া প্রসিদ্ধ, পাপ যে জীবনকে শোষণ করে, বিকৃত করিয়া ফেলে, "হরিতস্য নাম হ্রূডুঃ অসি" এতদ্বাক্যে তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'হরিতস্য' পদ উপমার ভাবে শোষকতার পরিচয় দেয়। জ্বরোগে রক্তশূন্যতার অবস্থা উপস্থিত হইলে দেহ হরিদ্বর্ণ প্রাপ্ত হয়। রক্তশূন্য ও হরিদ্বর্ণ-প্রাপ্ত দেহ যেমন মানুষকে

মৃত্যুর পথে আকর্ষণ করে; পাপ সেইরূপ জীবকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। অজ্ঞানতাই পাপের মূল বা পাপমূর্ত্তিতে বিদ্যমান্। সেই অজ্ঞানতাকে দূর করিবার জন্যই এ মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার স্মরণ লওয়া হইয়াছে। মন্ত্রের সম্বোধ্য যে জ্বর বলিয়া কথিত হয়, তাহাতে কি সার্থকতা আছে—বুঝিতে পারি না। জ্বরকে সম্বোধন করিলে, জ্বরের কি শক্তি আছে যে, সে অপসৃত হইবে! ঔষধের দ্বারা জ্বরকে অপসারণ করিতে হয়। এখানে অজ্ঞানতা-রূপ জ্বরকে বা পাপকে জ্ঞানের সাহায্যে বিতাড়িত করিতে হইবে।

উপসংহারে মন্ত্রের সম্বোধ্য 'দেব' পদের বিষয় একটু আভাস দিতেছি। পাপকে সম্বোধনে ঐ পদ প্রযুক্ত হইলেও ঐ সম্বোধনে তাহার স্তুতি-সম্পাদনের ভাব আসে। আমাদিগের শাস্ত্রে দেবতার ও অপদেবতার উভয়েরই পূজার বিধি আছে। এ পক্ষে সেই ভাবই গ্রহণ করা যায়।* (১কা-৫অ-৪সূ-২ম)।

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

যদি শোকো যদি বাভিশোকো যদি বা

রাজ্ঞো বরুণস্যাসি পুত্রঃ।

হ্রূডুর্নামাসি হরিতস্য দেব স নঃ সংবিদ্বান

পরি বৃঙ্গ্ধি তক্মন্॥ ৩॥

পদ-পাঠঃ।

যদি। শোকঃ। যদি। বা। অভিঽশোকঃ। যদি। বা।

রাজ্ঞঃ। বরুণস্য। অসি। পুত্রঃ।

হ্রূডুঃ। নাম। অসি। হরিতস্য। দেব। সঃ। নঃ। সংঽবিদ্বান্।

পরি। বৃঙ্গ্ধি। তক্মন্॥ ৩॥

* এই সূক্তের শেষ-মন্ত্রে (চতুর্থ মন্ত্রে) এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা লক্ষ্য করিবেন।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তক্মন্' (কৃচ্ছ্রজীবনকারিন্ হে পাপ!) 'যদি' (যস্মাৎ) ত্বং 'শোকঃ' (তাপকঃ, শোকহেতুভূতঃ) অসি, 'যদি বা' (অথবা যস্মাৎ) ত্বং 'অভিশোকঃ' (কৃৎস্নস্য শরীরস্য সন্তাপকঃ) অসি, 'যদি বা' (অথবা যস্মাৎ) ত্বং 'রাজ্ঞঃ বরুণস্য পুত্রঃ' (মায়য়া উৎপন্নঃ, মিথ্যাসহজাতঃ) 'অসি' (ভবসি) যদি বা 'হরিতস্য' (রক্তশোষকস্য) তব 'নাম' পরিচয়ঃ) হ্রূডুঃ' (প্রসিদ্ধঃ) অসি' (ভবসি) ; তথাপি 'সঃ' (পূর্ব্বোক্তভীষণতাসম্পন্নঃ ত্বং) 'পরিবৃঙ্ধি' (অস্মান্ পরিত্যজ, অস্মাকং সম্বন্ধং পরিবর্জ্জয়) ; অপিচ 'দেব' (দীপ্তি-দানাদিগুণযুত হে জ্ঞানদেব।) 'নঃ' (অস্মান্) 'সংবিদ্বান' (সম্যক্ জ্ঞানবান্) কুর্ব্বিতি শেষঃ অত্র পাপসম্বন্ধত্যাগকামনয়া সহ জ্ঞানালাভাকাঙ্ক্ষা বিদ্যতে। (১ কা—৫অ—৪সূ—৩

অথবা,

পূর্ব্বমন্ত্রস্য ব্যাখ্যা (দেব ইতি সম্বোধন-সংক্রান্তা) দ্রষ্টব্যা। (১কা-৫অ—৪সূ—৩ম)

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে কৃচ্ছ্রজীবনকারী পাপ! যেহেতু তুমি শোক (তাপক), যেহেতু তুমি সর্ব্বশরীরে সন্তাপক, যেহেতু তুমি মিথ্যাসহজাত হও, যেহেতু রক্তশোষক (বলিয়াই) তোমার পরিচয় প্রসিদ্ধ হয় ; পূর্ব্বোক্ত-রূপ ভীষণতাসম্পন্ন সেই তুমি, আমাদিগকে পরিত্যাগ কর। আর, দীপ্তিদানাদিগুণযুত হে জ্ঞানদেব। আপনি আমাদিগকে সম্যক্ জ্ঞানবান্ করুন। (এখানে, পাপ সম্বন্ধ ত্যাগ কামনার সহিত জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে)॥ (১কা—৫অ— সূ—৩ম)॥

অথবা,

এতৎপ্রসঙ্গে পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যা (দেব সম্বোধন প্রভৃতি বিষয়ে) দ্রষ্টব্য। (১ক—৫অ— সূ—৩ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে তক্মন্ শীতজ্বর ত্বং যদি শোকঃ শরীরস্যান্তঃশোচকঃ। যদিশব্দযোগাৎ অশীতি ক্রিয়া অদ্যাপি লভ্যতে। তাপকোসি ভবসি। যদি বা অভিশোকঃ অভিতঃ সর্ব্বতঃ কৃৎস্নস্য শরীরস্য শোচকোসি॥ শুচ শোকে। বাহুলকাৎ কর্ত্তরি ঘঞ্। "চজোঃ কুঘি-ণ্যতোঃ" ইতি কুত্বং॥ যদি বা রাজ্ঞঃ রাজমানস্য বরুণস্য পাপকারিণাং শিক্ষকস্য। "অনৃতে খলু বৈ ক্রিয়মাণে (বরুণো) গৃহ্ণাতি" (তৈ০ ব্রা০ ১।৭।২।৬) ইতি হি শ্রুতিঃ। তথাবিধস্য দেবস্য পুত্রঃ অসি ভবসি। অনেন শীত জ্বরস্য উৎপত্তিরুক্তা॥ অন্যৎ পূর্ব্ববদ্ যোজ্যং॥ (১কা—৫অনু—৪সূ—৩ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ • §—

এই মন্ত্রের ভাবও পূর্ব্বমন্ত্রেরই অনুরূপ। এমন কি, এই মন্ত্রের একটী চরণই পূর্ব্বমন্ত্রের অনুবৃত্তি-মাত্র। তবে এ মন্ত্রে 'তক্মন্' পদে শীতজ্বরকে কম্পজ্বরকে সম্বোধন করা হইয়াছে,—ইহাই ভাষ্যের অভিমত. এতদ্ভিন্ন এই মন্ত্রে তিনটী বিষয় নূতন আছে; প্রথম—'শোকঃ', দ্বিতীয় 'অভিশোকঃ' তৃতীয় 'রাজ্ঞোঃ বরুণস্য পুত্রঃ।' ইহার মধ্যে শেষোক্ত পদটীই বিশেষ সমস্যামূলক। 'শোকঃ' ও 'অভিশোকঃ' পদদ্বয়ের ভাব সহজেই অধিগত হইতে পারে। এক পদে আত্মীয়স্বজন-সংক্রান্ত শোক বা তাপ, অন্যপদে আত্মসম্পর্কিত শোক বা তাপ বুঝাইতেছে—মনে করিতে পারি। কিন্তু 'রাজ্ঞঃ বরুণস্য পুত্রঃ' বলিতে কি ভাব প্রাপ্ত হই? সায়ণ 'রাজ্ঞঃ' পদে 'রাজমানস্য,' 'বরুণস্য' পদে 'পাপকারিণাং শিক্ষকস্য' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু বোধগম্য হয় না। তবে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের বচন হইতে এবং পুরাণের মতে 'বরুণাত্মজা' পদের অর্থ হইতে, "রাজ্ঞঃ বরুণস্য পুত্রঃ" বাক্যের প্রতিবাক্যে আমরা "মায়য়া উৎপন্নঃ" "মিথ্যাসহজাতঃ" পদদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি। পাপের যে কার্য্য, যে কার্য্যে আমরা নিত্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করি, তাহা মায়া বা মিথ্যা হইতে উৎপন্ন হয়। এখানে ঐ বাক্যাংশে পাপের পরিচয় বা স্বরূপ পরিবর্ণিত হইয়াছে। 'বরুণ' পদে অভীষ্টবর্ষী কৃপাপর দেবতা অর্থই প্রায়শঃ আমরা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখানে 'বরুণস্য' পূর্ব্বে 'রাজ্ঞঃ' পদের ও পরে 'পুত্র' পদের সমাবেশে ভাব পরিবর্ত্তিত দেখিতেছি। পাপ যেন এখানে মন্দদুলাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, ভাবপক্ষে কোনই ব্যত্যয় দেখা যায় না। প্রার্থনা—অজ্ঞানতা-দূরীকরণের। প্রার্থনা—জ্ঞান-লাভের। মন্ত্রের ইহাই অন্তরঙ্গ তাৎপর্য্য। (১কা-৫অ-৪সূ-৩ম)।

— • —

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

নমঃ শীতায় তক্মনে নমো রূরায় শোচিষে কৃণোমি।

যো অন্যেদ্যুরুভয়দ্যুরভ্যেতি তৃতীয়কায় নমো

অস্তু তক্মনে ॥ ৪ ॥

পদ-পাঠঃ।

নমঃ। শীতায়। তক্মনে। নমঃ। রূরায়। শোচিষে। কৃণোমি। যঃ। অন্যেদ্যুঃ। উভয়দ্যুঃ। অভিএতি। তৃতীয়কায়। নমঃ। অস্তু। তক্মনে ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'শীতায়' (শৈত্যসাধকায়, প্রাণশক্তিনাশকায়) 'তক্মনে' (পাপায়) 'নমঃ কৃণোমি' (নমস্করোমি); তস্মৈ 'রূরায়' (হিংসকায়) 'শোচিষে' (শোষকায়, সংহারকায়) 'নমঃ কৃণোমি' (নমস্করোমি); 'যঃ' (পাপঃ) 'অন্যেদ্যুঃ উভয়েদ্যু' (প্রতিদিনং) 'অভ্যেতি' (আযাতি, সঞ্জাতো ভবতি), অপিচ 'তৃতীয়কায়' (ত্রিকালস্থিতায়, সদৈব সঞ্জাতায়) 'তক্মনে' (পাপায়) 'নমঃ' (নমস্কারঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। নমস্কারেণ প্রীতঃ সন্ সর্ব্বঃ পাপঃ অস্মান্ পরিত্যজতু ইতি ভাবঃ ॥ (১কাঃ-৫অনুঃ-৪সূঃ—৪মঃ)॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রাণশক্তিনাশক শৈত্যসাধক পাপকে আমি নমস্কার করি; সেই হিংসক শোষককে আমি নমস্কার করি; যে পাপ প্রতিদিন সঞ্জাত হয়, ত্রিকালস্থিত সদাভূত পাপকে আমার নমস্কার (জানাইতেছি)। (ভাব এই যে,—আমার নমস্কারে প্রীত হইয়া সর্ব্ববিধ পাপ আমায় পরিত্যাগ করুক।)॥ (১কা—৫অ—৪সূ—৪ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

শীতায় শীতজনকায় তক্মনে কৃচ্ছ্রজীবনকারিণে রোগায় নমঃ নমস্কারং কৃণোমি॥ "নমঃস্বস্তিস্বাহাস্বধালংবষড়্‌যোগাচ্চ" ইতি চতুর্থী॥ তথা রূরায় শীতানন্তরভাবিনে জ্বরায় শোচিষে শোচকায় নমস্কারমপি করোমি॥ রুবি হিংসাকরণয়োশ্চ॥ শীতরূরৌ শাখান্তরে স্পষ্টং অম্নায়েতে। "স ইন্দ্র আত্মনঃ শীতরূরাবজনয়ৎ তচ্ছীতরূরয়োর্জন্ম" (তৈ০ স০ ২।৫।২।৩) ইতি॥ শীতজ্বরবিশেষান্ আহ। অন্যেদ্যুঃ অন্যস্মিন্ পরদিনে যঃ শীতজ্বরঃ অভ্যেতি আগচ্ছতি॥ "ধৃষ্ণস্তাম্রিভ্যাং" ইতি ভিন্তো নিপাতাভাবঃ॥ তথা উভদ্যুঃ উভয়স্মিন দ্বিতীয়েহ

চনি যঃ শীতজ্বর আয়াতি॥ "সন্তঃ পরুৎপরারিং" ইত্যাদিনা অন্যেদ্যুঃ উভয়েদ্যুঃ ইতি শব্দৌ নিপাতিতৌ। উভয়দ্যুঃ ইত্যত্র এস্বাভাবশ্ছান্দসঃ॥ তস্মৈ ঐকাহিকায় দ্ব্যাহিকায় চ জ্বরায় তৃতীয়কায় তৃতীয়দিবসে আগচ্ছতে ত্র্যাহিকায় জ্বরায়। চাতুর্থিকাদীনামপি উপলক্ষণং এতৎ। সর্ব্বস্মৈ তক্মনে শীতজ্বরায় নমঃ অস্তু নমস্কারো ভবতু॥ এবং নমস্কারেণ প্রীতঃ সন্ সর্ব্বো জ্বরঃ অস্মান্ পরিবর্জ্জয়তু ইত্যর্থঃ॥ (১কা—৫অ—৪সূ—৪ম)॥

ইতি পঞ্চমেঽনুবাকে চতুর্থং সূক্তং॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§•§—

শাস্ত্রে দেবতার পূজার বিধি আছে, আবার অপদেবতারও পূজা-প্রক্রিয়া দেখিতে পাই। পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া দেবতা আসিয়া আমাতে সম্মিলিত হউন, দেবভাবে আমার হৃদয় পূর্ণ হউক, আর তদ্দ্বারা আমি দেবত্ব-লাভের অধিকারী হই,—দেবতার পূজার ইহাই লক্ষ্য। অপদেবতার পূজার উদ্দেশ্য—অন্যপ্রকার। অপদেবতা—পাপরূপী দেবতা—আমায় পরিত্যাগ করুন, তাঁহার সম্বন্ধ আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হউক,—সে পক্ষে প্রার্থনার ইহাই উদ্দেশ্য। * তবে এই উপলক্ষে (বিশেষতঃ এই সূক্তের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধনে প্রযুক্ত দেব-শব্দ উপলক্ষে) একটা সংশয়-প্রশ্ন মনে উদয় হইতে পারে। সে প্রশ্ন—'দেব' সম্বোধনে তবে কি অপদেবতাকেও (পাপকেও) বুঝাইত? এ বিষয়ে আমাদিগের উত্তর এই যে, ঐ 'দেব' শব্দ গুণবাচক—দাতৃত্বাদি-গুণের প্রকাশক। সে পক্ষে, 'দেব' সম্বোধনে, 'করুণাময় আপনি - করুণা প্রকাশ করুন'—এখানে এই ভাবই ব্যক্ত হইতেছে। এই যুক্তির সমর্থক-স্বরূপ বেদে বিভিন্ন স্থানে 'অসুর' পদ যে দেবগণের সম্বোধনে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারি। † দেব শব্দ যেখানে দেবভাবের বিপরীত বস্তু-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেখানে তদ্বস্তুতে দেবত্বের আরোপ করিয়া, সত্বভাবের সমাবেশ করিয়া, ইষ্টবস্তু-প্রাপ্তির কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানকার ভাব এই যে,—'হে পাপ! হে অসৎ! তুমি দেবত্বসম্পন্ন সদ্ভাবসমন্বিত হও। তাহার ফলে, আমা হইতে তোমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ুক।' এই অর্থ এই ভাব লইয়াই 'তক্মন্' ও 'দেব' সম্বোধন একই লক্ষ্যে সেখানে প্রযুক্ত হইয়াছে—মনে করিতে পারি। অন্য অর্থে, দুই পদে দুইয়ের সম্বোধন কল্পনা করা যায়। তদনুসারে প্রথমে পাপকে সম্বোধন করিয়া

---

* এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই এ ভাব প্রকাশ করিয়াছি—লক্ষ্য করিবেন।

† মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থে এবং মৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' ১২২৪ ও ১২২৫ পৃষ্ঠাদ্বয়ে 'অসুর' শব্দের প্রয়োগ-সংক্রান্ত আলোচনা দেখিলেই এতদ্বিষয় বোধগম্য হইবে।

তাহাকে দূরে যাইতে বলা হইয়াছে; তার পর দেবতাকে হৃদয়ে অধিষ্ঠান-পক্ষে প্রচেষ্টা আছে। পাপ দূরীভূত হইলেই দেবত্বে হৃদয় পূর্ণ হয়। সে পক্ষে এই ভাবই পরিব্যক্ত। তবে উভয় পক্ষেরই মর্ম্ম অভিন্ন।

যাহা হউক, ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এইরূপ;—'শীতজ্বর' কৃচ্ছ্রজীবনকারী রোগকে নমস্কার করি। আর শীতান্তরভাবী শোষক জ্বরকে নমস্কার করি। পরদিনে অর্থাৎ অদ্য যে শীতজ্বর আসে, দ্বিতীয় দিনে যে শীতজ্বর আসিবে, তৃতীয় চতুর্থাদি দিনে যে শীতজ্বর হইবে, ঐকাহিক দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক চাতুর্থিক আদি সকল প্রকার শীতজ্বরকে আমার নমস্কার প্রাপ্ত হউক। এই প্রকার নমস্কারে প্রীত হইয়া জ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক।' ভাষ্যে এই অর্থই প্রকটিত। আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা মনে করি, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশপ্রদায়ক পাপকে দূরীভূত করার কামনাই এখানে বিদ্যমান্। জ্বরাদি-পীড়া—সেও তো পাপেরই ফল! পাপ বিদূরিত হইলেই সকল আপৎ শান্ত হয়। ইহাই মন্ত্র-কয়েকটার মর্ম্মার্থ। (১কা – ৫অনু – ৪সূ – ৪ম) ॥

—— * ——

পঞ্চমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃত,)।

"আরেসৌ' ইতি সূক্তেন শক্ত্যাদিসম্বন্ধমন্ত্রনিবারণকর্ম্মণি ফলীকরণতুষাবতক্ষণানাং হোমঃ কার্য্যঃ॥ তত্রৈব প্রহরণোদ্যতং শত্রুং দৃষ্ট্বা এতৎ সূক্তং জপেৎ। সূত্রং চ। "আরেসাবিত্যপনোদনানি ফলীকরণতুষ (বুসা) বতক্ষণানি" ইত্যাদি (কৌ° ২.৫)॥ তথা দুঃশকুনদর্শনকাককৈশূন্যাদিবিরুদ্ধদর্শনে অদ্ভুতাদিদর্শনে চ এতৎ সূক্তং জপেৎ। সূত্রিতং চ। "অপনোদনাপর্বাভ্যাং (১২৬।৪।২৩) অর্ব্বাগন্ প্রতিজপতি" ইতি (কৌ° ৫।৬)॥ অত্র অপনোদনশব্দেন অপনোদনকর্ম্মসাধনত্বাৎ "আরেসৌ" ইতি সূক্তং উচ্যতে॥ তথা বিজয়-স্বস্ত্যয়নকর্ম্মণি অনেন সূক্তেন আজ্যং হুত্বা শক্ত্যাদি শস্ত্রং সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য প্রযচ্ছেৎ॥ তত্রৈব স্বস্ত্যয়নকামো রাত্রৌ শয়নকালে এতৎ সূক্তং জপিত্বা প্রাদেশেন মুখং প্রমায় স্বপ্যাৎ॥ তত্রৈব সুপ্তোত্থিতঃ স্বস্ত্যয়নার্থং এতেন সূক্তেন ত্রীণি পদানি ত্রিস্রো দিষ্টীর্বা প্রমায় উত্তিষ্ঠেৎ॥ সূত্রং চ। "আরে (১২৬) অমূঃ পারে (১২৭) পাতং নঃ (৬।৩) "য এনং পরিষীদন্তি (৬.৭৬) ইতি যদ্ আয়ুষ্যং দণ্ডেন ব্যাখ্যাতং দিষ্ট্যা মুখং বিমায় সংবিশতি ত্রীণি পদানি প্রমায় উত্তিষ্ঠতি তিস্রো দিষ্টীঃ" ইতি (কৌ° ৭।১)॥ দিষ্টিঃ প্রদেশ ইত্যর্থঃ॥ তত্রৈব উপাকর্ম্মণি এতৎ, সূক্তং আজ্যহোমে বিনিযুক্তং। "আরেসাবস্মদস্তু (১২৬) যন্তে পৃথু স্তনয়িত্নুঃ" (৭.১২) ইতি দ্বে সূক্তং (কৌ° ১৪।৩)॥

* • *

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ)

আরেঽসাবস্মদস্তু হেতির্দ্দেবাসো অসৎ।

আরে অশ্মা যমস্যথ ॥ ১ ॥

পদ-পাঠঃ।

আরে। অসৌ। অস্মৎ। অস্তু। হেতিঃ। দেবাসঃ। অসৎ।

আরে। অশ্মা। যং। অস্যথ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাসঃ' (হে দেবাঃ, সত্ত্বভাবাদয়ঃ) যুস্মৎ প্রসাদাৎ 'অসৌ' (দূরে পরিদৃশ্যমানা, যদ্বা—অন্তরস্থিতা) 'হেতিঃ' (হননসাধনং শত্রুভিঃ প্রযুক্তং আয়ুধং, যদ্বা—রিপুশত্রোঃ প্রভাবঃ) 'অস্মৎ' (অস্মভ্যঃ সকাশাৎ) 'আরে' (দূরে) 'অস্তু' (ভবতু, অস্মান্ অস্পৃষ্টৈব দূরে গচ্ছতু); তথা হে রিপবঃ! যূয়ং 'যং' (অস্মানং, হননায়ুধং) 'অস্যথ' (অস্মদ্ধননায় ক্ষিপ্যথ), সঃ 'অশ্মা' (হননাস্ত্র, যদ্বা—কামক্রোধাদি) 'আরে' (অস্মদ্দূরদেশে) 'অসং' (ভবতু, গচ্ছতু)। মন্ত্রস্য প্রার্থনা—হে দেবাঃ! অস্মান্ রক্ষত, রিপুশত্রূণাং প্রভাবঞ্চ খর্ব্বং কুরুত। অপিচ, হে শত্রবঃ! যূয়ং অস্মৎ সম্বন্ধং পরিত্যজত। (১কা—৫অনু—৫সূ—১ম) ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ (হে আমার সত্ত্বভাবনিচয়)! দূরে পরিদৃশ্যমান (অথবা—অন্তরস্থিত) শত্রুর নিক্ষিপ্ত হননসাধক আয়ুধ (অথবা—রিপুশত্রুর প্রভাব) আমাদিগের নিকট হইতে দূরে গমন করুক, অর্থাৎ তাহারা যেন আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। আর, হে রিপুগণ! তোমরা যে হননায়ুধ আমাদিগের হননার্থ নিক্ষেপ করিতেছ, সেই অস্ত্র আমাদিগের নিকট হইতে দূরে গমন করুক। (মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই

যে,—'হে দেবগণ! আমাদিগকে রক্ষা করুন, এবং রিপুশত্রুগণের প্রভাব খর্ব্ব করুন; আর হে শত্রুগণ! তোমরা আমাদিগের সম্বন্ধ পরিত্যাগ কর।')॥ (১কা—৫অ—৫সূ—১ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

হে দেবাসঃ দেবাঃ॥ "আজ্জসেরসুক্" ইতি অসুক্ আগমঃ॥ যুষ্মৎপ্রসাদাৎ অসৌ দূরে পরিদৃশ্যমানা হেতিঃ হননসাধনং শত্রুভিঃ প্রযুক্তং খড়্গাদ্যায়ুধম্॥ "উতিযূতিজূতিসাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ" ইতি ক্তিনি এতম্ উদাত্তত্বং চ নিপাত্যতে॥ তদ্ আয়ুধম্ অস্মৎ অস্মত্তঃ সকাশাৎ আরে দূরে অস্তু ভবতু। অস্মান্ অস্পৃষ্ট্বা দূরে নিপততু ইত্যর্থঃ॥ তথা হে শত্রবঃ যূয়ং যং অস্মানং অস্যথ অস্মদ্ধননায় ক্ষিপথ॥ অসু ক্ষেপণে। দিবাদিত্বাৎ শ্যন্। "ক্রিত্যাদির্নিত্যং" ইতি আদ্যুদাত্তত্বং। "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ (সঃ) অশ্মা যন্ত্রাদিবিনির্মুক্তঃ পাষাণঃ। আরে অস্মদ্দূরদেশ অসং ভবতু॥ অস্তেঃ লুঁটি অডাগমঃ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পঞ্চম অনুবাকের পঞ্চম সূক্তে চারিটী মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্র-কয়েকটি শত্রুর আক্রমণ নিবারণার্থ প্রযুক্ত হয়। সূক্তানুক্রমণিকায় এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটির প্রয়োগ-বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে;—'আরেসৌ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা খড়্গাদি সকল শস্ত্রের নিবারণ-কর্ম্মের জন্য উষাকালে হোম করিতে হইবে। শত্রু যখন আক্রমণ করিতে আসিতেছে, সেই সময় এই মন্ত্র জপ করিলে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে এ বিষয়ে 'আরেসাবিত্যাপনোদনানি' ইত্যাদি সূক্ত আছে। কোনরূপ দুর্লক্ষণ-চিহ্ন দর্শন করিলেও এই সূক্ত জপ করিবে। তাহাতে দুর্লক্ষণজনিত বিপদ দূরে যাইবে। কোনও বিষয়ে জয়লাভ অভিলাষ করিলে, এই সূক্তের দ্বারা হোম করিবে এবং খড়্গাদি-শস্ত্রকে সেই হোম উপলক্ষে অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে। শয়নকালে এবং সুপ্তোত্থিত হইবার সময়, এই মন্ত্রানুসারে বিবিধ প্রক্রিয়ার বিধি আছে। ফলতঃ, এই সূক্তের সংযোগে হোম-কর্ম্মে শত্রুকে অভিভূত করিতে পারিবে এবং জয়শ্রী অধিগত হইবে। এই সূক্তের মন্ত্রচতুষ্টয়ের ফল-সম্বন্ধে এইরূপ অনুক্রমিত আছে।

এখন, সূক্তান্তর্গত প্রথম মন্ত্রটির অর্থ-সম্বন্ধে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। এই মন্ত্রে দেবগণকে এবং শত্রুগণকে সম্বোধনের বিষয় সূচিত হয়। ভাষ্যেও সেই ভাব গৃহীত হইয়াছে। আমরাও সেই ভাব গ্রহণ করিলাম। তবে, এই মন্ত্রে অন্তরস্থ শত্রুগণকে—রিপুশত্রুগণকে বিমর্দ্দনের আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। মন্ত্র-জপে, সদ্ভাবের অনুধ্যানে, মানুষ-শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারা যায়;—ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু, মন্ত্রের অনুধ্যানে, হৃদয়ে সদ্ভাবের

সমাবেশে, রিপুশত্রুগণের আক্রমণ যে বিধ্বস্ত করিতে পারা যায়, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। তাই মন্ত্রের সেই অর্থকেই আমরা প্রকৃষ্ট অর্থ বলিয়া গ্রহণ করি। তদনুসারেই "অসৌ" পদে 'অন্তর্নিহিতঃ', 'হেতিঃ' পদে 'হননাস্ত্রঃ—কামক্রোধাদি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। ঐ সকল প্রতিবাক্যের মর্ম্মানুসরণ করিলেই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ অধিগত হইবে। (১কা—৫অনু—৫সূ—১ম)।

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

সখাসাবস্মভ্যমস্তু রাতিঃ সখেন্দ্রো।

ভগঃ সবিতা চিত্ররাধাঃ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ।

সখা। অসৌ। অস্মভ্যং। অস্তু। রাতি। সখা। ইন্দ্রঃ।

ভগ। সবিতা। চিত্রঽরাধাঃ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অসৌ' (প্রসিদ্ধঃ, পরমহিতসাধকঃ) 'রাতিঃ' (মিত্রদেবঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মাকং অভীষ্টসিদ্ধয়ে) 'সখা' (মিত্রস্থানীয়ঃ, সুহৃৎ) 'অস্তু' (ভবতু); তথা 'ভগঃ' (ভাগ্যপ্রদাতা) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নো দেবঃ) অস্মভ্যং সখা অস্তু ইতি শেষঃ; তথা 'চিত্ররাধাঃ' (বৈচিত্র্যবিশিষ্টপরমধনসম্পন্নঃ) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রেরকো দেবঃ) অস্মভ্যং সখা অস্তু ইতি শেষঃ। অস্মাকং কর্ম্মপ্রভাবেন দেবাঃ অস্মভ্যং মিত্রস্থানীয়া ভবন্তু। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ। (১কাঃ—৫অনুঃ—১সূঃ—২মঃ)॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ পরমহিতসাধক মিত্রদেবতা, আমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগের মিত্রস্থানীয় সুহৃৎ হউন; আর, ভাগ্যপ্রদাতা পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ইন্দ্রদেবতা, আমাদিগের মিত্রস্থানীয় সুহৃৎ হউন; আর, বৈচিত্র্য-

বিশিষ্ট-পরমধনসম্পন্ন জ্ঞানপ্রেরক সবিতা দেবতা, আমাদিগের মিত্রস্থানীয় সুহৃৎ হউন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মপ্রভাবে দেবগণ আমাদিগের মিত্রস্থানীয় হউন।)॥ (১কা—৫অ—৫সূ—২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

পূর্ব্বত্র শত্রুনিবারকত্বেন দেবাঃ প্রার্থিতাঃ। তৎসিদ্ধ্যর্থং তেষাং নামগ্রহণপূর্ব্বকং সখিত্বং প্রার্থ্যতে॥ অসৌ দিবি দৃশ্যমানো রাতিঃ মিত্রঃ সূর্য্যঃ অস্মভ্যং অস্মৎকার্য্যসিদ্ধয়ে সখা সমানখ্যানো মিত্রং অস্তু ভবতু॥ "অনঙ্ সৌ" ইতি সখিশব্দস্য অনঙ্ আদেশঃ। রাতিরিতি। রা দানে। "ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং" ইতি কর্ত্তরি ক্তিচ্। "চিতঃ" ইত্যন্তোদাত্তত্বং॥ তথা ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্যযুক্তো দেবানাং অধিপতিঃ ভগঃ ভজনীয়ঃ ভাগ্যস্য প্রদাতা দেবঃ। "ভগো হ দাতা ভগ ইৎ প্রদাতা" (তৈ০ ব্রা০ ৩।১।১৮) ইতি হি শ্রুতিঃ। সবিতা সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রেরকো দেবঃ সখা অভিমতসাধনস্য পাতা। শ্রূয়তে হি। "সবিতারমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈস্মৈ সনিং প্রসুবতি" (তৈ০ সং০ ২।১।৬।৩) ইতি॥ তমেব বিশিনষ্টি। চিত্ররাধাঃ॥ রাধ ইতি ধননাম রাধ্নুবন্ত্যনেন ইতি যাস্কঃ। (নি০ ৪।৪)॥ চিত্রং বহুবিধং রাধো ধনং যস্য স তথোক্তঃ। রাধ সাধ সংসিদ্ধৌ। অস্মাৎ করণে অসুন্ প্রত্যয়ঃ। "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা০" ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (স চ সখা অস্তু)॥ এতে সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং সখায়ো ভূত্বা শাত্রবং শত্রুনিকরং নিবারয়ন্তু ইত্যর্থঃ॥ ২॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব সরল ও সহজবোধ্য। দেবগণ আমাদিগের সখাস্থানীয় হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন,—ইহাই প্রার্থনার তাৎপর্য্যার্থ। ভাষ্যে প্রকাশ, শত্রুর শস্ত্রসমূহ নিবারণের জন্যই এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এ পক্ষে মানুষশত্রুর প্রযুক্ত শস্ত্রও মনে করা যাইতে পারে; আবার হৃদিস্থিত রিপুশত্রুর দমন-বিষয়ক প্রার্থনাও মনে আসিতে পারে। মন্ত্র-উচ্চারণে, মন্ত্রের ভাবে ভাবুক হইতে পারিলে, উভয়বিধ শত্রুর আক্রমণ হইতেই নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভবপর। অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু দ্বিবিধশত্রুই এই প্রকারে দেবারাধনার ফলে পর্য্যুদস্ত হইতে পারে।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটি পদ লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—'রাতিঃ' পদ। ঐ পদে সায়ণ 'সূর্য্য' 'মিত্র' প্রভৃতি অর্থ করিয়াছেন। দানার্থক 'রা' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। সুতরাং স্বতঃকিরণদানশীল সূর্য্যদেবকে এবং স্বতঃঅনুগ্রহপ্রদানশীল মিত্রদেবকে ঐ 'রাতিঃ' পদ লক্ষ্য করে। যে দেবতার করুণা স্বতঃবর্ষণশীল, তিনিই ঐ পদের অভিধেয়। মিত্রদেব

বলিতে বা সূর্য্যদেব বলিতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিবিধ প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, করুণার আধার দেবতাই ঐ 'রাতিঃ' পদের লক্ষ্য। 'ইন্দ্রঃ' ও 'সবিতা' দেবতার বিষয় নানাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। জ্ঞানপ্রেরক দেবতাই 'সবিতা' এবং পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবই ইন্দ্র' অভিধানে অভিহিত হন। যে দেবতার সাহায্যে মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হয়, সে দেবতা যে বৈচিত্র্যসম্পন্ন পরমার্থধনযুক্ত হইবেন, তাহা স্বতঃই মনে আসে। সেই জন্যই 'চিত্ররাধাঃ' পদের সার্থকতা। যিনি ভাগ্যদাতা (ভগঃ'), তিনিই যে পরমৈশ্বর্য্যশালী, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রে ঐ দেবতার উপাসনায় সর্ববিধ কামনার পরিপূরণ-প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। (১কা-৫অনু—৫সূ-২ম)।

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

যূয়ং নঃ প্রবতো নপান্মরুতঃ সূর্য্যত্বচসঃ।

শর্ম্ম যচ্ছাথ সপ্রথাঃ॥ ৩॥

পদপাঠঃ।

যূয়ং। নঃ। প্রঽবতঃ। নপাৎ। মরুতঃ। সূর্য্যঽত্বচসঃ।

শর্ম্ম। যচ্ছাথ। সঽপ্রথাঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রবতো নপাৎ' (বিপথগামিনো ভয়প্রদাতরঃ) 'সূর্য্যত্বচসঃ' (জ্ঞানকিরণসহযুতাঃ) 'মরুতঃ' (মরুদ্দেবাঃ—বিবেকরূপিণঃ) 'যূয়ং' 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সপ্রথাঃ' (বিস্তারেণ সহিতং, সর্ব্বতোভাবেন ইতি যাবৎ) 'শর্ম্ম' (সুখং) 'যচ্ছাথ' (যচ্ছাত, প্রযচ্ছত)। বিবেকরূপিনাং দেবানাং অনুকম্পয়া বিবেকোন্মেষেণ সহ অস্মাকং শ্রেয়াংসি ভবন্তু। ইত্যেবং কামনা। ইতি ভাবঃ॥ (১কা—৫অ—৫সূ—৩ম)।

মন্ত্রানুবাদ।

বিপথগামিগণকে ভয়প্রদানকারী জ্ঞানকিরণসমন্বিত বিবেকরূপী হে মরুদ্দেবগণ! আপনারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সুখপ্রদান করুন। (ভাব এই যে,—'বিবেকরূপী দেবগণের কৃপায় বিবেকোন্মেষের সহিত আমাদের শ্রেয়োলাভ হউক—ইহাই কামনা।') ॥ (১কা—৫অ—৫সূ—৯ম) ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

হে প্রবত্তো নপাৎ। প্রবতঃ প্রগতস্য ভুবঃ সকাশাৎ প্রচণ্ডৈঃ সূর্য্যকিরণৈঃ উদ্ধৃতস্য উদকস্য নপাৎ ন পাতয়িতঃ অকালে উদকং যথা অধো ন পততি তথা উপরিষ্টাদ্ মেঘমণ্ডলে ধারয়িতঃ পর্জ্জন্য॥ "উপসর্গাচ্ছন্দসি ধাত্বর্থে" ইতি প্রোপসর্গাদ্ গমিধাত্বর্থে বতিপ্রত্যয়ঃ। "বত্যন্তাচ্চ" ইত্যাখ্যাতেনাপি লিঙ্গসংখ্যাভ্যাং যোগঃ পৃথক্ সমর্থ্যতে। নঞ্‌পূর্ব্বাৎ পাতয়তেঃ ক্বিপ্। "নভ্রাণ্‌নপাৎ" ইত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। "সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে" ইতি ষষ্ঠ্যন্তস্য পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্য "আমন্ত্রিতস্য চ" ইত্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং॥ হে মরুতঃ এতৎসঞ্জ্ঞকাঃ সপ্তগণাত্মকা দেবাঃ॥ পাদাদিত্বাদ্ আষ্টমিকনিঘাতাভাবে ষাষ্ঠিকং "আমন্ত্রিতস্য চ" ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ তান্ বিশিনষ্টি। সূর্য্যত্বচঃ সূর্য্যস্য ত্বাগিব ত্বগ্ যেষাং তে তথোক্তাঃ। সূর্য্যসমানতেজস্কা ইত্যর্থঃ। তে সর্ব্বে যূয়ং নঃ অস্মভ্যং সপ্রথঃ প্রথসা বিস্তারেণ সহিতং শর্ম্ম। গৃহনামৈতৎ। শরণং গৃহং সুখং বা যচ্ছত যচ্ছত॥ দাণ্ দানে। অস্মাৎ লেটি আড়াগমঃ। শপি "পাঘ্রা" ইত্যাদিনা যচ্ছাদেশঃ। "তিঙ্ঙতিঙঃ" ইতি নিঘাতঃ॥ ৩॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— : • : ——

ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে আমাদের অর্থ সম্পূর্ণরূপ বিভিন্নভাব পরিগ্রহ করিল। ভাষ্যের মতে,—'প্রবত্তো নপাৎ' পদদ্বয়ে 'পর্জ্জন্যকে' বুঝায়। তাঁহার মতে,—'প্রবতস্য' (অর্থাৎ ভূমি হইতে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণের দ্বারা উদ্ধৃত উদকের) 'নপাৎ' (অর্থাৎ পতন না হওয়ার অবস্থা) এই পদদ্বয়ে, অকালে উদক অধোভাগে পতিত না হইয়া মেঘমণ্ডলে অবস্থিতি করে—এই অর্থে, পর্জ্জন্যকে বুঝাইয়া থাকে। 'সূর্য্যত্বচসঃ' পদে ভাষ্যকার 'সূর্য্যসমানতেজস্কাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সূর্য্যের 'ত্বকে'র ন্যায় ত্বক' যাহার—এই বাক্যে তিনি ঐ পদ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। 'মরুতঃ' পদে, তাঁহার মতে, মরুৎসংজ্ঞক সপ্তগণাত্মক দেবগণকে বুঝায়। ইংরাজীতে বা অন্যান্য ভাষায় যাঁহারা এই মন্ত্রের অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মত এই যে, ঝড়বঞ্ঝাবাতকে লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্রের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। অসভ্য আদিম অবস্থার লোকে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতকেই দেবতা বলিয়া মনে করে, এবং তাহাদের উদ্দেশে পূজা করে। সে মতে,

এখানে সেই ভাব প্রকাশমান্। সে পক্ষে যে অর্থ সিদ্ধ হয় না, তাহা আমরা বলিতেছি না। বরং তৎপোষকতায় বলিতে পারি, 'প্রবতো নপাৎ' এবং 'সূর্য্যত্বচসঃ' বিশেষণদ্বয়ে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতকে বেশ লক্ষ্য করা যায়। পর্জ্জন্য হইতে, পর্জ্জন্যসম্বন্ধভূত হইয়াই, অনেক সময় ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের আবির্ভাব হয়; আবার, সেই ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের দ্বারাই মেঘ-সঞ্চালিত হইয়া সূর্য্যরশ্মিকে আবৃত করে,—সূর্য্যের ত্বকস্বরূপে ('সূর্য্যত্বচসঃ') বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সায়ণভাষ্যের অনুসরণে সাধারণতঃ এই প্রকার অর্থই আসিতে পারি।

কিন্তু, উক্ত প্রকার অর্থের সঙ্গতি-বিষয়ে নানারূপ বাধা আছে। ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত রূপ সেই মরুদ্দেবগণ কি প্রকারে সুখ দান করিতে পারেন? ভাষ্যকার যে 'শর্ম্ম' পদের প্রতিবাক্যে 'শরণং গৃহং সুখং বা' পদত্রয় গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন; সেই শরণ, গৃহ বা সুখ কি প্রকারে ঝড় ঝঞ্ঝাবাত হইতে মানুষ লাভ করিতে পারে? এ পক্ষে ভাবের সঙ্গতি রক্ষা করা বড়ই কঠিন হয়। সুতরাং এখানে রূপকে বা উপমায় এক আধ্যাত্মিক তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে—বুঝ যায়। আমরা যে দিক হইতে যে ভাবে সে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। সে সম্পর্কে মন্ত্রান্তর্গত চারিটি পদের অর্থ উপলব্ধ হইলে, ভাবগ্রহণ সুস্পষ্ট হইয়া আসিবে। প্রথম—'প্রবতো নপাৎ' পদদ্বয়। এই অথর্ববেদেরই বিভিন্ন স্থানে এবং ঋগ্বেদে ও সামবেদে বিভিন্ন মন্ত্রে এই পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি। তাহাতে 'প্রবতো নপাৎ' এই দুই পদে আমাদিগের পরিগৃহীত 'বিপথগামিনো ভয়প্রদাতরঃ' অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারি। এই সায়ণভাষ্যেই অন্যত্র (১কা—৩অনু—২সূ—২ম) 'প্রবতো নপাৎ' পদদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা হইতেই আমাদিগের অর্থের পোষক ভাব প্রাপ্ত হই। তত্রত্য ভাষ্যে প্রকাশ—"হে প্রবতো নপাৎ প্রবতঃ প্রগতস্য স্বস্মাৎ প্রচ্যুতস্য স্তুতিনমস্কারাস্ত কর্ত্তুঃ পুরুষস্য নপাৎ ন পাতঃ ন পালক। অসেবকস্য অশনিভয়প্রদায়িতার্থঃ।" বলা বাহুল্য, ঐ স্থলে দেবতার সম্বোধনে 'প্রবতো নপাৎ' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। আর সেই সূত্রেই ভাষ্যকার লিখিয়া গিয়াছেন,—'অসেবীকে অর্থাৎ ভগবৎসেবাবিহীন জনকে (অসন্মার্গানুসারী জনকে) ভয় প্রদর্শক দেবতার সম্বোধনেই ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।' সুতরাং আমাদের পরিগৃহীত অর্থের সার্থকতা প্রতিপাদন জন্য অন্যের আশ্রয় লইবার আর কোনই আবশ্যক হইতেছে না। সায়ণের ব্যাখ্যাতেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ আসিতেছে। মন্ত্রের আলোচ্য অপর পদ—'সূর্য্যত্বচসঃ'। ঋগ্বেদ-সংহিতায় (১ম—৪৭সূ—৯ঋ) 'সূর্য্যত্বচা' পদ পাইয়াছি। সেখানে রথের বিশেষণে ঐ পদ প্রযুক্ত দেখি; আর এখানে, মরুদ্দেবগণ সম্বন্ধে ঐ পদ দৃষ্ট হয়। রথ বলিতে যদি শকট বুঝায়, তাহাতেও ঐ বিশেষণের সার্থকতা থাকে না, আবার মরুদ্গণ বলিতে যদি ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত বুঝায়, তাহাতেও ঐ বিশেষণের সার্থকতা থাকিতে পারে না। ভাবে উভয়ত্রই রথের বা ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের অতীত সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য আসে। তাই সেখানে 'রথ' বলিতে 'সৎকর্ম্ম-রূপ-যান' অর্থ সঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে; আর এখানে মরুদ্দেবগণ বলিতে 'বিবেকরূপী দেবতার' প্রসঙ্গই প্রখ্যাপিত হইতেছে। যে দেবতা বিবেক-রূপে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন, যে দেবতা বিবিধ প্রকার বিভীষিকা ও ভৎর্সনা দ্বারা আমাদিগকে সৎপথাবলম্বী করিতে প্রয়াস পান, মরুদ্দেবগণ বলিতে তাঁহাদিগেই লক্ষ্য

আছে। এ বিষয় ঋগ্বেদ-সংহিতার বিভিন্ন মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশদভাবেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।* সকল স্থানেই ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য থাকে, যদি মরুদ্দেবগণ বলিতে বিবেকোন্মেষণ-কারী বিবেক-রূপী দেবভাবনিচয়কে লক্ষ্য করা হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে বিবেকোন্মেষণ-কারী দেবগণ! হে সত্ত্বভাবের প্রস্ফুরণকারী দেবভাবনিবহ! আপনারা আসিয়া আমাদের হৃদয়ে উদয় হইয়া, সর্বতোভাবে আমাদের মঙ্গলবিধান করুন। বিপথগামীরাই আপনাদিগের আগমনে সন্ত্রস্ত হয়। আপনারা জ্ঞান-বিতরণ দ্বারা মনুষ্যগণকে সুখ প্রদান করেন।' মন্ত্র এইরূপ প্রার্থনার ভাবেই পরিপূর্ণ॥ (১কা—৫অ—৫সূ—৩ম)॥

— • —

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

সুষূদত মৃড়ত মৃড়য়া নস্তনূভ্যো।

ময়স্তোকেভ্যস্কৃধি ॥ ৪ ॥

• • •

পদপাঠঃ।

সুসূদত। মৃড়ত। মৃড়য়। নঃ। তনূভ্যঃ।

ময়ঃ। তোকেভ্য। কৃধি ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! যূয়ং 'সুসূদত' (অস্মৎসম্বন্ধযুতানি পাপানি বিদূরয়ত); তথা 'মৃড়ত' (সুখয়ত)। হে দেব! 'মৃড়য়' (অস্মান্ সুখয়); তথা 'নঃ' (অস্মাকং) 'তনূভ্যঃ' (শরীরেভ্যঃ) 'তোকেভ্যঃ' (পুত্রপৌত্রাদিভ্যঃ, বংশপরম্পরাভ্যঃ) 'ময়ঃ' (সুখং) 'কৃধি'

---

* মৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১৩শ সূক্তের এবং ৩৭ সূক্তের এবং 'সামবেদ সংহিতার' প্রথম খণ্ডের (১প—১অ—১খ—২দ—৬সা) প্রভৃতি অংশের বহু মন্ত্রে এই মরুদ্দেবতার বিষয়ে আলোচনা আছে। সেই সকল স্থান অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে, মরুদ্দেবগণ বলিতে যে কি ভাব আসিতে পারে, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

(কুরু)। হে দেবাঃ! অস্মাকং পাপানি দূরীকৃত্বা অস্মদনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা অন্যেষাং সুখং বর্দ্ধয়ত, অস্মান্ সর্ব্বথা সুখিনঃ কুরুত। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। (১কা—৫অ—৫সূ—৪ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আপনারা আমাদিগের পাপসকলকে বিদূরিত করুন, এবং আমাদিগকে সুখদান করুন। হে দেব! আমাদিগকে সুখী করুন; এবং আমাদিগের অনিষ্ট দূর করিয়া আমাদিগের দেহ-সকলকে ও বংশপরম্পরাকে সুখে রাখুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা অন্যকে সুখী করুন, এবং আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার সুখবৃদ্ধি করুন,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা)। (১কা—৫অ—৫সূ—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ যূয়ং সুষূদত সূদয়ত শত্রুমুক্তানি আয়ুধানি অস্মত্তোঽন্যত্র প্রেরয়ত॥ ষূদ ক্ষরণে। অস্মাদ্ ণ্যন্তাদ্ ণ্যন্তাৎ লোটি শপ্। "ছন্দস্যুভয়থা" ইতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ "ণেরনিটি" ইতি ণিলোপঃ॥ তথা মৃড়ত সুখয়ত॥ মৃড় সুখনে॥ সর্ব্বাপেক্ষয়া বহুবদ্ উক্ত্বা প্রত্যেকং কর্তৃতাং দর্শয়িতুং একবদ্ আহ। হে ইন্দ্রাদিদেব ত্বং নঃ অস্মান্ মৃড়য় সুখয়। অনিষ্টবিনিবর্হণেন প্রীতিং জনয়েত্যর্থঃ॥ তথা অস্মাকং তনূভ্যঃ শরীরেভ্যঃ তোকেভ্যঃ। অপত্যনামৈতৎ। পুত্রেভ্যশ্চ ময়ঃ। সুখনামৈতৎ। সুখং কৃধি কুরু॥ ডুকৃঞ্ করণে। লোটি "শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি" ইতি হের্ধিরাদেশঃ "অতঃ কৃকমিকংস-কুম্ভপাত্রকুশাকর্ণীষ্বনব্যয়স্য" ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। (১কা—৫অ—৫সূ—৪ম)।

ইতি পঞ্চমেঽনুবাকে পঞ্চমং সূক্তং॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ • §—

এই মন্ত্রের সম্বোধ্য বিষয়ে স্বতঃই সংশয় আসে। কেন-না, চারিটি ক্রিয়াপদ মাত্র এ মন্ত্রের অবলম্বন দেখি। অপিচ, সেই ক্রিয়াপদের দুইটি ক্রিয়াপদে একবচনের প্রয়োগ দেখি। অতএব, এখানে সম্বোধনে দ্বিবিধ পদ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুষূদত' এবং 'মৃড়ত' এই দুই ক্রিয়াপদের সম্বন্ধে সম্বোধন-মূলক 'দেবাঃ' সম্বোধন-পদ অধ্যাহৃত হয়; এবং পরবর্ত্তী 'মৃড়য়' ও 'কৃধি' ক্রিয়াপদদ্বয়-সম্বন্ধে 'দেব' এই সম্বোধন পদ অধ্যাহার করা হইয়া থাকে। এ পক্ষে আমরা ভাষ্যেরই অনুবর্ত্তন করিলাম। তবে, এ সম্বন্ধে একটু নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। বিভিন্ন দেবতার মধ্য দিয়া, অসংখ্য অগণ্য দেবদেবীর বিকাশ-মূল হইতেই, যে সেই একের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়,

এখানে আমরা সেই ভাবেরই দ্যোতনা দেখিতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করিতে করিতে, পরিশেষে সেই একেরই প্রতি লক্ষ্য পড়ে। ব্রহ্ম—সর্ব্বদেবময়, তিনি এক হইয়াও বহুরূপে বিকাশমান। এ মন্ত্রে যথাক্রমে 'দেবাঃ' ও 'দেব' সম্বোধনে সেই তত্ত্বই উদ্ভাসিত দেখি। (১কা—৫অ—৫সূ—৪ম)॥

—•—

ষষ্ঠসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

"অমূঃ পারে" ইতি সূক্তেন বিজয়ার্থায়ুধপ্রদানাদীনি স্বস্ত্যয়নানি পূর্ব্বসূক্তবৎ কুর্য্যাৎ। সূক্তং তু পূর্ব্বসূক্তোদাহৃতং দ্রষ্টব্যং॥ "প্রেতং পাদৌ" ইতি ঋচা মার্গস্বস্ত্যয়নে পাদং অভিমন্ত্র্য দদ্যাৎ॥

• • •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। প্রথমঃ সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

অমূঃ পারে পৃদাক্বস্ত্রিষপ্তা নির্জ্জরায়বঃ।

তাসাং জরায়ুভির্ব্বয়মক্ষ্যা৩বপি

ব্যয়ামস্যঘায়োঃ পরিপন্থিনঃ ॥ ১ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

অমূঃ। পারে। পৃদাক্বঃ। ত্রিঽসপ্তাঃ। নিঃঽজরায়বঃ।

তাসাং। জরায়ুঽভিঃ। বয়ং। অক্ষ্যৌ। অপি।

ব্যয়ামসি। অঘঽয়োঃ। পরিঽপন্থিনঃ ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমূ' (প্রসিদ্ধাঃ, হৃদিস্থিতাঃ) 'পৃদাকঃ' (অসত্যনাশিকাঃ) 'ত্রিষপ্তাঃ' (ত্রিগুণ-সাম্য-সাধনভূতাঃ) 'নির্জ্জরাঃ' (মরণরহিতাঃ দেবতাঃ) 'ইব' (খলু, অপি) 'পারে' (দূরে—সংসারস্য কুটিলভাবস্য ইতি যাবৎ) বর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ; 'তাসাং' (দেবতানাং) 'জরায়ুভিঃ' (জাতবস্তুভিঃ, সত্ত্বভাবৈরিতি যাবৎ) 'পরিপন্থিনঃ' (সৎকর্ম্মবাধকস্য) 'অঘয়োঃ' (হিংসকস্য, শত্রোঃ) 'অক্ষ্যৌ' (চক্ষুষী, হিংস্রা দৃষ্টিশক্তিরিতি যাবৎ) 'বয়মপি' (ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্নাঃ অর্চ্চনাকারিণোঽপি) 'ব্যয়ামসি' (আচ্ছাদয়ামঃ, অস্মৎ প্রতি সঞ্চালনে বাধাপ্রদানায় সমর্থা ভবামঃ)। হৃদিস্থাঃ সত্ত্বভাবাদয়ঃ অধুনা অস্মৎ সকাশাৎ দূরে তিষ্ঠন্তি; তেষাং সহায়তা প্রাপ্তেষু সৎসু ক্ষুদ্রসামর্থ্যাঃ বয়মপি প্রবলশক্তিশালিনাং শত্রূনাং অভিভবায় সমর্থা ভবামঃ। ইতি ভাবঃ॥ (১কা—৫অ—৬সূ—১ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই হৃদিস্থিতা অসত্যনাশিকা ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতা মরণরহিতা দেবতারা সংসারের কুটিলতা হইতে নিশ্চয়ই দূরে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহাদিগ হইতে উৎপন্ন সত্ত্বভাবাদির দ্বারা, সৎকর্ম্মবাধক হিংসাকারী শত্রুর চক্ষুর্দ্বয়কে (হিংস্রদৃষ্টিশক্তিকে) ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন এই আমরাও আচ্ছন্ন করিতে (আমাদিগের প্রতি সঞ্চালনে বাধা প্রদানে) সমর্থ হই। (ভাব এই যে, হৃদিস্থ সত্ত্বভাবসমূহ এখন দূরে অবস্থিতি করিতেছে; তাহাদিগের সহায়তা প্রাপ্ত হইলে, ক্ষুদ্রসামর্থ্য আমরাও প্রবলশক্তিশালী শত্রুদিগকে অভিভব করিতে সমর্থ হই।) ॥ (১কা—৫অ—৬সূ—১ম) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

অমূঃ পরিদৃশ্যমানাঃ পৃদাকঃ সর্পজাতয়ঃ ত্রিষপ্তাঃ ত্রিগুণিতসপ্তসংখ্যাকাঃ "যে ত্রিষপ্তাঃ" ইত্যাদাবুক্তাঃ নির্জ্জরা ইব জরায়া নির্গতাঃ॥ "নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে পঞ্চম্যা" ইতি গতিসমাসঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। "ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ" ইতি ইবশব্দস্য সমাসঃ॥ জরারহিতা দেবা ইব পারে ভূম্যাঃ পারদেশে নাগলোকে। বর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ॥ তাসাং পৃদাকূনাং জরায়ুভিঃ। জরায়ুবৎ শরীরস্য বেষ্টকাস্ত্বচো জরায়বঃ সর্পকঞ্চুকাঃ। তৈঃ সাধনৈঃ অঘায়োঃ। অঘং হিংসনং পরেষাং ইচ্ছতীতি অঘায়ুঃ॥ "ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপি" ইতি অঘশব্দাৎ ক্যচ্। "অশ্বাঘস্যাৎ" আত্বং। "ক্যাচ্ছন্দসি ইতি উপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং॥ তথাবিধস্য পরিপন্থিনঃ যুদ্ধাদৌ প্রত্যবস্থাতুঃ শত্রোঃ॥ "ছন্দসি পরিপন্থিপরিপরিণৌ পর্য্যবস্থাতরি" ইতি নিপাত্যতে॥ তস্য অক্ষ্যৌ অক্ষিণী (বয়ং) অপি

বায়মেসি অপিবায়ামঃ অপিনহ্যামঃ। যথা যুদ্ধাদৌ শত্রুরস্মান্ হিংসিতুং ন পশ্যতি তথা তস্য চক্ষুষী মহাসর্পনির্মোকৈঃ আচ্ছাদয়াম ইত্যর্থঃ॥ বোঞ্, সংবরণে। "ইদন্তো মসি" ইতি মস ইদন্তত্বং। "নিপাতস্য চ" ইতি দীর্ঘত্বং। "তিঙ্ঙতিঙঃ" ইতি নিঘাতঃ॥ (১কা—৫অ—৬সূ—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ ০ §—

এই ষষ্ঠ সূক্তের মন্ত্রচতুষ্টয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে অনুক্রমণিকায় লিখিত আছে যে, যুদ্ধ জয়ের জন্য অস্ত্রগ্রহণ উপলক্ষে স্বস্ত্যয়ন-কর্ম্মে এই মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব সূক্তের অনুসরণে এই সূক্তের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রক্রিয়া-পদ্ধতি যেরূপই বিহিত থাকুক, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য কিছুই নাই। আমরা মাত্র এখানে মন্ত্রের ভাব-সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছি।

এই মন্ত্রের পদ-কয়েকটি জটিলভাবাপন্ন। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে উহাদিগকে অধিকতর জটিলতা-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মন্ত্র সম্বন্ধে ভাষ্যের ভাবই প্রথমে প্রকাশ করিতেছি। তার পর আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা প্রখ্যাত হইতেছে।

মূলে "পৃদাকু" পদ আছে; ভাষ্যে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'সর্পজাতয়ঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। মূলে "ত্রিসপ্তাঃ" পদ আছে। ভাষ্য তাহার প্রতিবাক্যে 'ত্রিগুণিতসপ্তসংখ্যাকাঃ' অর্থাৎ 'একুশ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। মূলে "নিজ্জবায়বঃ" পদ আছে। ভাষ্যে তাহা হইতে "জরারহিতা দেবা ইব" প্রতিশব্দ গ্রহণ করা হয়। মূলে "পারে" পদ আছে। ভাষ্যে তাহা হইতে "ভূম্যাঃ পারদেশে নাগলোকে" অর্থ গৃহীত হইয়াছে। মূলে 'তাসাং' পদ আছে। তাহাতে "পৃদাকূনাং" পদকে লক্ষ্য করিতেছে—এইরূপ অভিমত ভাষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। মূলে 'জরায়ুভিঃ" পদ আছে। ভাষ্যকার তাহা হইতে 'সর্পকঞ্চুকা দ্বারা' ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। মূলে "বায়ামসি" পদ আছে। ভাষ্যকার ঐ পদের বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার করিয়া, উহার অর্থে ভাবে "আচ্ছাদয়ামঃ" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন।

এ পক্ষে মন্ত্রার্থে ভাষ্যের ভাব এই দাঁড়াইয়াছে যে,—'পরিদৃশ্যমান্ সর্পজাতির অন্তর্ভুক্ত একবিংশসংখ্যক জরারহিত দেবগণ নাগলোকে বাস করেন; সেই সর্পজাতীয় দেবতার শরীরবেষ্টক ত্বকের অর্থাৎ সর্পকঞ্চুকের দ্বারা হিংসনেচ্ছুক যুদ্ধার্থী শত্রুগণের চক্ষু দুইটী আমরা আচ্ছাদিত করি। অর্থাৎ, যুদ্ধাদি-সময়ে শত্রুগণ যেন আমাদিগকে দেখিতেই না পায়—সেই ভাবে তাহাদিগের চক্ষু দুইটি সাপের খোলস দিয়া ঢাকিয়া দিই।' বলা বাহুল্য, এ প্রকার অর্থে মন্ত্রটীকে হেঁয়ালী মাত্র বলিয়াই মনে হয়; এতদ্দ্বারা মন্ত্রোচিত কোনও সম্ভাবই পাওয়া যায় না।

যাহা হউক; মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে এখন আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। প্রথম—"অমূঃ" পদ। "অমূঃ" পদে আমরা "প্রসিদ্ধাঃ হৃদিস্থিতাঃ" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। দেবতার স্থান যে হৃদয়ে, দেবতা যে অন্তরে অন্তর্যামী হইয়া বিদ্যমান থাকেন,

তাহা স্বতঃই অনুভূত হয়। শাস্ত্রোক্তি দ্বারা আর তদ্বিষয় প্রমাণ করার আবশ্যক হয় না। সুতরাং এখানে "অমূঃ" পদে "হৃদিস্থিতাঃ" প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়—"পৃদাকঃ" পদ। ঐ পদে আমরা "অসত্যনাশিকাঃ" প্রতিবাক্য গ্রহণ করি। 'পৃদাকঃ' পদে যে ভাবে 'সর্পজাতি' অর্থ আসে, সেই ভাবের অনুসরণেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ অধ্যাহৃত হয়। হিংসাকরণেই সর্পজাতির পরিচয়। যাহারা হিংসাকারী, তাহাদিগকে তাই সর্প প্রকৃতির লোক বলা হয়। কিন্তু এখানে দেবতা-সম্পর্কে ঐ পদ প্রযুক্ত হওয়ায়, ঐ অর্থই সদ্ভাব-প্রকাশক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ এখানে, দেবতার সম্বন্ধে দুই পক্ষের দ্বিবিধ বিশেষণ যথাপর্য্যায় লক্ষ্য করিলে, সেই ভাবই অধিগত হইতে পারে। এক বিশেষণ—"পৃদাকুঃ"; অন্য বিশেষণ—"ত্রিষপ্তাঃ"। দেবতায় যে কঠোর-কোমল দুই ভাব বিদ্যমান, এখানে ঐ দুই পদে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। তাঁহারা যে 'পৃদাকঃ' (হিংসাকারী), সে কাহাদের পক্ষে? না—পাপাচারীর পক্ষে—অসদ্বৃত্তির পক্ষে। পাপাচারিগণকে তাঁহারা হিংসা করেন, হনন করেন; আর তাঁহারা পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের অপর্য্যাপ্তবিধান করেন, তাঁহাদিগকে সদ্ভাব প্রদান করেন। এখানে ঐ দুই পদে দেবতাগণের সেই অভিনব মাহাত্ম্য-তত্ত্বই প্রখ্যাত হইয়াছে। তদনুসারেই 'পৃদাকঃ' ও 'ত্রিষপ্তাঃ' পদদ্বয়ের প্রয়োগের সার্থকতা। "নির্জ্জরাঃ" পদে, দেবতাগণের বা দেবভাবসমূহের অমরত্বের বিষয় প্রকাশ করিতেছে। এ পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের কোনই মতবিরোধ নাই। তার পর "পারে" পদ। আমরা বলি, এই পদের ভাব এই যে,—'সংসারের কুটিল ভাবের দূরে।' দেবতাগণ সংসারের কুটিলতা হইতে দূরে অবস্থিতি করেন। যে হৃদয় কুটিলতায় ভরা, দেবতার স্থান—সেখানে নহে। দেবতা বা দেবভাব হৃদয়েরই সামগ্রী বটে; কিন্তু সে হৃদয়ে তাঁহারা থাকে না—যেখানে কুটিলতা স্থান পাইয়াছে। আমরা মনে করি, "অমূ" আর "পারে" এই পদদ্বয়ে যুগপৎ এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের বিষয় (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন) আলোচনা করিতেছি। এখানে প্রথম "তাসাং" পদ। এই পদটিতে ব্যাখ্যাকারগণকে বড়ই সমস্যায় ফেলিয়াছে। এই 'তাসাং' পদ কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ-পক্ষে ভাষ্যই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যের মত, ঐ পদ 'পৃদাকঃ' (সর্পজাতয়ঃ) পদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। এখানে কেন এ ভাব আসিল, তাহার একটু কারণও দেখিতে পাই। বহুবচনের স্ত্রীলিঙ্গান্ত "জরারহিতাঃ দেবতাঃ" না লিখিয়া, ভাষ্যে "জরারহিতা দেবা ইব"—এইরূপ পুংলিঙ্গের বহুবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। গণ্ডগোল তাহাতেই বাধিয়াছে। এ অবস্থায়, 'দেবাঃ' পদ ব্যবহার করিয়া, 'তাসাং' পদের সম্বন্ধ-দ্যোতক পদকে সহসা সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। তাই বোধ হয়, "পৃদাকঃ" পদটীকে স্ত্রীলিঙ্গান্ত ধরিয়া, 'পৃদাকুঃ' পদের সহিত 'তাসাং' পদের সম্বন্ধ সূচনা করা হইয়াছে। কিন্তু, একটু অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলেই দেখা যায়,—এখানকার বিশেষণপদ-কয়েকটীই স্ত্রীলিঙ্গের বহুবচন; এবং "দেবতাঃ" পদই ঐ সকল পদের দ্যোতক। 'অমূ', 'পৃদাকঃ', 'ত্রিষপ্তাঃ', নির্জ্জরাঃ', 'তাসাং'—এই সকল পদ পরস্পর-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট; এবং ইহাদিগের সকলেই দেবতার গুণ-বিশেষণ প্রকাশ করিতেছে।

তাই আমরা "তাসাং" পদের প্রতিবাক্যে "দেবভাবানাং" পদ গ্রহণ করিয়াছি। এই অংশের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—"জরায়ুভিঃ"। ঐ পদে কেন 'সর্পের খোলস' অর্থ টানিয়া আনি? কত দূরের কল্পনায় ঐ অর্থ আনিতে হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 'জরায়ু' হইতে প্রাণি-জাত উৎপন্ন হয়। সে পক্ষে "জরায়ুভিঃ" (জরায়ুর দ্বারা) বলিতে, তদুৎপন্ন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা আসে। সুতরাং "তাসাং (দেবতানাং) জরায়ুভিঃ" বলিতে আমরা ভাবে 'সত্ত্বভাবের দ্বারা' অর্থই পরিগ্রহণ করিয়াছি। একমাত্র সত্ত্বভাবই যে পাপকে দূর করিতে সমর্থ হয়, একমাত্র সত্ত্বভাবকেই যে পাপের আবরক বলিতে পারা যায়, তাহাতে সংশয় আসিতে পারে না। এ পক্ষে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। তার পর, মন্ত্রের আলোচ্য দুইটী পদ—"পরিপন্থিন অঘয়োঃ"। এই দুই পদে সৎকর্ম্মে বাধাপ্রদানকারী শত্রুকে বুঝায়। অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু দ্বিবিধ শত্রুর পরিকল্পনাই এ পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে। তার পর "অক্ষ্যৌ" পদ। ঐ পদে সাধারণতঃ চক্ষুর্দ্বয়কে বুঝায়। তাহা হইতেই হিংস্র দৃষ্টিশক্তির ভাব আসে। উপসংহারে আর একটী সমস্যামূলক পদ—"বায়ামসি।" আধুনিক ব্যাকরণানুসারে এ পদ সিদ্ধ হয় না। অপিচ, এই পদের বিভক্তিতে, মধ্যম পুরুষের এক-বচনান্ত কর্ত্তার আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু এখানে "বয়ং" এই কর্ত্তৃপদ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ক্রিয়াপদটীর ছান্দস-প্রয়োগ স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অতএব, ভাষ্যের অনুসরণেই আমরাও ঐ পদের অর্থ গ্রহণ করিলাম।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মানুষের শত্রু মানুষের সহিত যুদ্ধের বিষয়ই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত আছে দেখিতে পাই। অথচ, সে অর্থে, বিশেষতঃ সর্পের খোলস দ্বারা বিপক্ষের চক্ষু আবৃত করার প্রসঙ্গে, কোনই ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি না। কিন্তু মন্ত্রে মনস্তত্ত্বের বিষয়—হৃদিস্থ শত্রুর সহিত সংগ্রামের কাহিনী—বিবৃত আছে মনে করিলেই, সুষ্ঠু ভাব ও অর্থ পাওয়া যায়।

এই সকল বিষয় বিবেচনার পর, মন্ত্রের যে ভাবার্থ হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'দেবতা বা দেবভাবসমূহ হৃদয়ের বস্তু। হৃদয়-রূপ গৃহেই তাঁহারা অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু আমাদিগের কর্ম্ম-বৈগুণ্যে তাঁহারা দূরে গিয়া পড়েন,—কুটিল সংসারের পর-পারে তাঁহাদিগের আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হয়। অথচ, সেই দেবতাগণের সহজাত যে সত্ত্বভাবসমূহ, তাহার সাহায্য যদি আমরা প্রাপ্ত হই, তাহাতে অতি-বড় শত্রুর আক্রমণেও আমরা বাধা দিতে পারি। আমরা ক্ষুদ্র বটে, আমাদিগের শক্তিসামর্থ্য অল্প বটে; আর, আমাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু প্রবল ও পরাক্রান্ত সত্য; কিন্তু সত্ত্বভাবের সহায়তা পাইলে, হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ করিতে সমর্থ হইলে, আমরা নিশ্চয়ই শত্রুদিগের হিংস্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি; সেরূপ অবস্থায়, তাহারা আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালনেই সমর্থ হয় না।' প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের ভাব এই,—'হে দেবতা! আর দূরে থাকিও না। হৃদয়ের নিধি, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, আমাদিগকে শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ কর।' (১কা—৫অনু—৬সূ—১ম)।

—•—

অথর্ব্ব—১৪শ—৫৩—১

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

বিষূচ্যেতু কৃন্ততী পিনাকমিব বিভ্রতী।

বিষ্বক্ পুনর্ভুবা মনোসমৃদ্ধা অঘায়বঃ॥ ২॥

• • •

পদপাঠঃ।

বিষূচী। এতু। কৃন্ততী। পিনাকম্ঽইব। বিভ্রতী।

বিষ্বক্। পুনঃঽভুবাঃ। মনঃ। অসম্ঽঋদ্ধাঃ। অঘঽয়বঃ॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পিনাকমিব' (পিনাকবৎ ভীষণং আয়ুধং) 'বিভ্রতী' (ধারয়ন্তী) 'কৃন্ততী' (অস্মান্ বিদারয়ন্তী) অজ্ঞানতা-সম্বন্ধিনী শাত্রবী সেনা 'বিষূচী' (বিমুখং) 'এতু' (গচ্ছতু, প্রতিহতা বিত্রস্তা ভবতু ইতি ভাবঃ) ; 'পুনর্ভবা' (তাদৃশী শাত্রবী সেনা যদি সঞ্জীভূতা ভবেৎ) তর্হি 'মনঃ' (তেষাং সৎকর্ম্মনাশপ্রবৃত্তিঃ) 'বিষ্বক্' (বিমুখং, বিনষ্টা ইতি ভাবঃ) ভবতু ইতি শেষঃ ; 'অঘায়বঃ' (সদ্ভাবনাশকাঃ শত্রবঃ) 'অসমৃদ্ধা' (সর্ব্বথা পরাজিতাঃ) ভবন্তু। সর্ব্বে শত্রবো বিচ্ছিন্না বিনাশপ্রাপ্তা ভবন্তু —ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। (১কা—৫অ—৬সূ—২ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পিনাকের ন্যায় ভীষণ আয়ুধধারী, আমাদিগকে বিদারণকারী, অজ্ঞানতা-সম্বন্ধী শত্রুসেনা বিমুখে গমন করুক (প্রতিহত বিত্রস্ত হউক) ; তাদৃশী শত্রুসেনা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সৎকর্ম্মনাশ-প্রবৃত্তি বিমুখ (অর্থাৎ বিনষ্ট) হউক ; সৎকর্ম্মনাশক শত্রুগণ সর্ব্বথা পরাজিত হউক। (ভাব এই যে,—'সকল শত্রু বিচ্ছিন্ন ও বিনাশ-প্রাপ্ত হউক,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।')॥ (১কা—৫অ—৬সূ—২ম)॥

• •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

পিনাকমিব। ঐশ্বরং ধনুঃ পিনাকং। তদ্বৎ শত্রুনিহননক্ষমং আয়ুধং বিভ্রতী ধারয়ন্তী॥ ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। অস্মাৎ লটঃ শত্রাদেশঃ। জুহোত্যাদিত্বাৎ শপঃ শ্লুঃ। "ভৃঞামিৎ" ইত্যভ্যাসস্য ইত্বং। "উগিতশ্চ" ইতি ঙীপ্। "অভ্যস্তানাং আদিঃ" ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ অত এব কৃন্ততী ছিন্দতী খড়্গাদ্যায়ুধৈঃ শত্রূন্ বিদারয়ন্তী॥ কৃতী ছেদনে। অস্মাৎ লটঃ শত্রাদেশঃ। "তুদাদিভ্যঃ শঃ" ইতি শপ্রত্যয়ঃ। "শে মুচাদীনাম্" ইতি নুম্। "উগিতশ্চ" ইতি ঙীপ্। "অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকং অনুদাত্তম্" ইতি শতুরনুদাত্তত্বে বিকরণস্য প্রত্যয়স্বরেণ উদাত্তত্বং। "অতো গুণে" ইতি শত্রা সহ একাদেশে "একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ" ইতি একাদেশস্য উদাত্ততা। "শতুরনুমো নদ্যজাদী" ইত্যন্তোদাত্তাৎ শত্রন্তাদ্ উত্তরস্য ঙীপ উদাত্তত্বং॥ ঈদৃশী শাত্রবী সেনা বিষূচি বিষু নানা অঞ্চন্তী গচ্ছন্তী বিপ্রকীর্ণা এতু গচ্ছতু। নানামুখং বিত্রস্তা ধাবতু ইত্যর্থঃ॥ বিষুশব্দোপপদাদ্ অঞ্চতেঃ "ঋত্বিগ্" ইত্যাদিনা ক্বিন্। "অনিদিতাং" ইতি নলোপঃ। "অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানং" ইতি ঙীপ্। ভসংজ্ঞায়াং "অচঃ" ইত্যকারলোপে "চৌ" ইতি দীর্ঘত্বং॥ তথাবিধা সেনা যদি পুনর্ভবা পুনঃ সঙ্ঘীভূতা ভবেৎ তর্হি মনঃ তৎসেনাসম্বন্ধি মানসং বিষ্বক্ নানামুখং অনবস্থিতং ভবতু। পুনঃ সঙ্ঘশ আগতানাং শত্রুসেনাভটানাং মনাংসি কার্য্যাকার্য্যবিচারশূন্যানি সম্ভ্রান্তানি ভবন্তু ইত্যর্থঃ॥ ভূ সত্তায়াং। অস্মাৎ "ঋদোরপ্" ইতি অপ্ প্রত্যয়ঃ। ততঃ পুনঃশব্দেন বহুব্রীহিঃ। যদ্বা কর্ত্তরি পচাদ্যচ॥ যদ্বা পুনর্ভবায়াঃ সেনায়াঃ সম্বন্ধি মন ইতি যোজনা॥ "সুপাং সুলুক্" ইতি ষষ্ঠ্যেকবচনস্য সুঃ আদেশঃ॥ এবং সেনায়াং সম্ভ্রান্তায়াং তদধিষ্ঠাতারঃ অঘায়বঃ অঘং পরেষাং ইচ্ছন্তঃ শত্রবঃ অসমৃদ্ধাঃ সমৃদ্ধিরহিতাঃ রাষ্ট্রকোশাদিভ্রষ্টাঃ। ভবন্তু ইতি শেষঃ॥ (২কা—৫অ—৬সূ—২ম)॥

• •
•

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— §:০⊂০:§ ——

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,—'ঈশ্বরের ধনু পিনাকের ন্যায় শত্রুহননক্ষম আয়ুধধারী অতএব শত্রুবিদারণকারী—শত্রুসেনাসমূহ নানাদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া গমন করুক। যদি সেই সকল শত্রুসৈন্য পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আগমন করে, তাহা হইলে তাহাদিগের চিত্ত অন্যদিকে প্রধাবিত হউক; তাহারা কার্য্যাকার্য্য বিচারশূন্য হইয়া থাকুক। আর, সেইরূপ পরিভ্রাম্যমান্ সৈন্যসমূহের পরিচালক শত্রুসমূহ রাষ্ট্রকোষাদি ভ্রষ্ট হউক।'

ভাষ্যের অর্থে মানুষ-শত্রুর বিষয়ই উপলব্ধ হয়। কিন্তু মন্ত্রে মানুষ-শত্রু অপেক্ষা প্রবলতর শত্রুর প্রসঙ্গই প্রখ্যাপিত হইয়াছে বুঝিতে পারি।

আমাদিগের অর্থ তাই একটু স্বতন্ত্র পথ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভাষ্যকার 'ঈদৃশী শাত্রবী সেনা' পদ অধ্যাহার করিয়া 'বিভ্রতী' এবং 'কৃন্ততী' পদদ্বয় সেই সেনা-পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। আমরাও তাহাই করিয়াছি। তবে মানুষ-শত্রু বা মনুষ্য-সেনা

ভাব গ্রহণ না করিয়া, আমরা অন্তরস্থ শত্রুর প্রসঙ্গই সমীচীন বলিয়া বুঝিয়াছি। 'বিষূচী' পদের অর্থ, আমাদিগের মতে—'বিমুখং'; অর্থাৎ, আমাদিগের দিক হইতে অন্য দিকে (বিপরীত দিকে)। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—শত্রুর অস্ত্র শত্রুকেই আঘাত করুক; আপন বিষে আপনি জর্জ্জরিত হইয়া শত্রু নাশপ্রাপ্ত হউক; 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং'—শত্রুর দ্বারাই শত্রু যেন উন্মূলিত হয়—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।

দেবতা বা দেবভাবসমূহ হৃদয়ের বস্তু। সংসারমোহপঙ্কে নিমজ্জমান্ নরহৃদয়ে তাঁহাদের স্থান কোথায়? কুটিলতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহারা আদৌ তিষ্ঠিতে পারেন না। হৃদয় নির্ম্মল হইলে—হৃদয়ের পাপ-ক্লেদ-মলামাটি দূর হইলে তবে সে হৃদয়ে দেবতার বা দেবভাবের অধিষ্ঠান হয়। তাই এই মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'সংসারের কুটিলতা দূরে অবস্থিতি করুক; দেবতা আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।'

দেবতার বা দেবভাবের শত্রুনাশ-সামর্থ্য অপরিসীম। এখানে শত্রু-শব্দে অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু—উভয়বিধ শত্রুকেই বুঝাইতেছে। মন চঞ্চল; হিংসা-প্রলোভন-কামক্রোধাদি রিপুশত্রুর (অন্তঃশত্রুর) পীড়নে সদা-জর্জ্জরিত; হৃদয় কুটিলতায় সমাচ্ছন্ন। কিন্তু যদি সে হৃদয়ে একবার দেবতার অধিষ্ঠান হয়, একবার যদি সেখানে দেবভাব বিকাশ পায়, তাহা হইলে সে হৃদয়ে আর কোনও শত্রুই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। শত্রু-সংহারক আয়ুধ-প্রহারে শত্রু যেমন বিধ্বস্ত ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়; সেইরূপ দেবভাব-প্রভাবে অন্তঃশত্রু—হিংসা-প্রলোভনাদি এবং কামাদি রিপুশত্রু দূরে পলায়ন করে। সে পক্ষে এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—'আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাব সঞ্জাত হউক; কুটিল শত্রুগণ পরস্পর পরস্পরের বৈরী ভাব অবলম্বন করিয়া আপনা-আপনিই নিধন-প্রাপ্ত হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে,—দেবতা বা দেবভাব সংসারের কুটিলতা হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। শত্রু যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া হৃদয়কে আক্রমণ করে, তাহা হইলে বিষম বিপদের আশঙ্কা। তাই আকাঙ্ক্ষা,—'দেবতা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; তাঁহাদিগের অধিষ্ঠানে, শত্রুগণের সৎকর্ম্ম-নাশ-প্রবৃত্তি নষ্ট হউক; শত্রুগণ পরাজিত হইয়া দূরে পলায়ন করুক।' এখানে, এই ভাবে, হৃদয় নির্ম্মল করিবার উপদেশই লক্ষিত হয়।

মন্ত্র উপদেশ দিতেছেন,—'জীব! সংসারের আবিলতা হইতে দূরে সরিয়া আইস। হৃদয় নির্ম্মল কর। মনের কুটিলতা দূর হউক। তাহা হইলেই, হৃদয় দেবতার ও দেবভাবের অধিষ্ঠান-যোগ্য হইবে; দেবভাবের উন্মেষে শত্রুর আক্রমণে হৃদয় আর বিধ্বস্ত হইবে না। শত্রু যদি সংহার-মূর্ত্তিও ধারণ করে, শত্রু যদি শিবের ত্রিশূলের ন্যায় (পিনাকমিব) আয়ুধও প্রাপ্ত হয়, তাহাতেও ভয়ের কারণ নাই। যদি দেবতার সহায়তা লাভ করিতে পার, তবে তোমার ন্যায় অকিঞ্চনও শত্রুনাশে সমর্থ হইতে পারে। এমন কি, তাহাতে শত্রুগণই পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া আপনা-আপনিই নির্ম্মূল হইয়া পড়িবে।' আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাবই প্রকটিত রহিয়াছে। (১কা—৫অ—৬সূ—২ম)॥

—— • ——

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথম কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ)।

ন বহবঃ সমশকন নার্ভকা অভি দাধৃষুঃ।
বেণোরদ্গা ইবাভিতোসমৃদ্ধা অঘায়বঃ। ৩॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

ন। বহবঃ। সম্। অশকন্। ন। অর্ভকাঃ। অভি। দধৃষুঃ।
বেণোঃ। অদ্গাঃঽইব। অভিতঃ। অসমৃঽঋদ্ধাঃ। অঘঽয়বঃ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'বহবঃ' (বহুসংখ্যকাঃ শত্রবঃ, যদ্বা—বহুশক্তিসম্পন্নাঃ শত্রবঃ) 'ন সমশকন্' (অস্মান্ অভিভবিতুং ন সমর্থাঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ); 'অর্ভকাঃ' (অপ্রসিদ্ধাঃ, যদ্বা—অল্পশক্তি-সম্পন্নাঃ শত্রবঃ) 'অভি' (অস্মাকমাভিমুখ্যেন) 'ন দাধৃষুঃ' (দ্রষ্টুমপি ন সমর্থাঃ ভবন্তু) শত্রবঃ অস্মান্ সৎসম্বন্ধচ্যুতান্ মা কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ; 'অভিতঃ' (পরিতো বর্ত্তমানাঃ) 'অঘায়বঃ' (সদ্ভাবনাশকাঃ শত্রবঃ) বেণোরদ্গা ইব' (ছিন্নবেণুশাখা যথা অসংহতাঃ কৃশাশ্চ দৃশ্যন্তে তথা) 'অসমৃদ্ধাঃ' (সমৃদ্ধিরহিতাঃ, পরাজিতাঃ) ভবন্ত্বিতি শেষঃ। 'সদ্ভাবপ্রভাবেন অস্মাকং সর্ব্বে শত্রবঃ বিনাশং প্রাপ্নোন্তু'—ইতি ভাবঃ। (১কা—৫অ—৬সূ—৩ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! বহুসংখ্যক অথবা বহুশক্তিসম্পন্ন শত্রুগণ যেন আমাদিগকে অভিভূত করিতে সমর্থ না হয়; অল্পসংখ্যক অথবা অল্পশক্তিসম্পন্ন শত্রুগণ যেন আমাদিগের অভিমুখে দৃষ্টি করিতেও না পারে। (ভাব এই যে, শত্রুগণ আমাদিগকে যেন সৎসম্বন্ধচ্যুত করিতে সমর্থ না হয়।) পরিদৃশ্যমান্ সদ্ভাবনাশক শত্রুসমূহ যেন ছিন্ন-

বেণুশাখার ন্যায় সমৃদ্ধিরহিত হইয়া পরাজিত হয়। (ভাব এই যে,—আমাদিগের সত্ত্বভাবের প্রভাবে আমাদিগের সর্ব্ববিধ শত্রু বিনাশ-প্রাপ্ত হউক।)॥ (১কা—৫অ—৬সূ—৩ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণার্য্য-কৃতং)।

বহবঃ হস্ত্যশ্বরথপদাতিযুক্তা বহুলাঃ শত্রবঃ ন সম্ অশকন্ ন সংশক্নুবন্তু। বহবোঽপি যুদ্ধরঙ্গে অস্মান্ জেতুম্ অশক্তাঃ পরাজিতা ভবন্তু ইত্যর্থঃ॥ শক্লৃ শক্তৌ। অস্মাৎ "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" ইতি প্রার্থনায়াং লুঙ্। "পুষাদিদ্যুতাদ্যৢদিতঃ" ইতি চ্লেঃ অঙ্ আদেশঃ॥ তথা অর্ভকাঃ অল্লাঃ॥ দভ্রং অর্ভক্ ইত্যল্পস্য ইতি যাস্কঃ (নি০ ৩।২০)॥ পরিমিতাঃ শত্রবঃ ন অভি দাদৃশুঃ (দাধৃষুঃ) আভিমুখ্যেন অস্মান্ ন পশ্যন্তু। যুদ্ধার্থং অস্মান্ দ্রষ্টুমপি অসমর্থা দূরত এব পলায়ন্তাং ইত্যর্থং॥ দৃশির্ প্রেক্ষণে। অস্মাৎ পূর্ব্বোক্তসূত্রেণ লিট্। তুজাদিত্বাদ্ অভ্যাসদীর্ঘত্বং॥ পরাজিতানাং শত্রূণাং অবস্থানপ্রকারং আহ উত্তরার্দ্ধেন। বেণোঃ বংশকাণ্ডস্য পরিতঃ পরিতো বর্ত্তমানা উদগা ইব। উদগাচ্ছন্তীতি উদগাঃ শাখাঃ। "ডোন্যত্রাপি দৃশ্যতে" ইতি উদুপসৃষ্টাদ্ গমের্ডপ্রত্যয়ঃ। "টেঃ" ইতি টিলোপঃ॥ তথাবিধাঃ শাখা ইব অম্বায়বঃ শত্রবঃ অসমৃদ্ধাঃ সমৃদ্ধিরহিতা ভবন্তু। যথা পরিতো বর্ত্তমানা বেণুশাখা অসংহতাঃ কৃশাশ্চ দৃশ্যন্তে তথা যুদ্ধভূমৌ পরাজিতাঃ শত্রবঃ সেনাদিরহিতা রাজ্য-ভ্রষ্টাস্তুচ্ছা ভবন্তু ইত্যর্থঃ॥ ঋধু বৃদ্ধৌ। "ক্তোপিকরণে চ ধ্রৌব্যগতিপ্রত্যবসানার্থেভ্যঃ" ইতি কর্ত্তরি ক্তপ্রত্যয়ঃ। "যস্য বিভাষা" ইতি ইট্প্রতিষেধঃ। ততো নঞ্সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ক—৫অ—৬সূ—৩ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রের ভাব সরল ও সহজবোধ্য। এই মন্ত্রে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল প্রকার শত্রু-নাশের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ছোটই হউক আর বড়ই হউক—শত্রুকে কখনই হীনবল বলিয়া মনে করিবে না—মন্ত্রের অভ্যন্তরে এই সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। 'বহবঃ' এবং 'অর্ভকাঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাব পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতদ্বৈধ ঘটে নাই। 'বহবঃ' পদে ভাষ্যকার 'হস্ত্যশ্বরথপদাতিযুক্তা বহুলাঃ শত্রবঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সাধারণভাবে 'বহুশক্তিসম্পন্নাঃ শত্রবঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পাপের অন্ত নাই; পাপ-প্রবৃত্তিরও পরিসীমা দেখি না। এখানে 'বহবঃ' পদে 'সংখ্যায় আধিক্য' ও 'শক্তিতে আধিক্য' দুই ভাবই পাইতে পারি। 'অর্ভকাঃ' পদে অল্পসংখ্যক বা অল্পশক্তিসম্পন্ন অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। রিপু ছয়টী; সুতরাং রিপুশত্রুর সংখ্যা স্বল্পপরিমাণ। কিন্তু সংখ্যায়

অল্প হইলেও তাহারা বহু অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ। সেইজন্য শক্র অপ্রসিদ্ধ হীনবল হইলেও তাহার প্রতি উপেক্ষা করিতে নাই। সকল শত্রুই প্রবলপরাক্রান্ত—ইহাই বিবেচনা করিতে হয়। সেইজন্যই মন্ত্রে ছোট বড়, কম বেশী—সকল শত্রুর বিনাশের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বেণোরদশা ইব' বাক্যে শত্রুগণের অবস্থিতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ভাব এই যে,—বেণুশাখা (কঞ্চি) যেমন অসংহত বিচ্ছিন্নভাবে হীনবল হইয়া অবস্থিতি করে, শত্রুগণও সেইরূপ পরাজিত বিধ্বস্ত হইয়া অসহায়ে অবস্থিতি করুক; অর্থাৎ, পুনরাক্রমণে সমর্থ না হয়,—এইরূপ ভাবে তাহারা বিধ্বস্ত হউক। ফলতঃ, হৃদয়ের সদ্ভাব-প্রভাবে সকল শত্রুই বিনষ্ট হউক, মন্ত্রে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এইরূপে বুঝা যায়, এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ে এমন সদ্ভাবসমূহ উপজিত হউক, যাহার প্রভাবে আমাদিগের সর্ব্ববিধ শত্রু নাশপ্রাপ্ত হয়। পাপপঙ্ক-নিমজ্জিত আমরা; আমাদিগের হৃদয় কুটিলতাময়। সেই কুটিলতা দূর করুন; হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ হউক; শত্রুনাশে সামর্থ্য আসুক।' (১কা—৫অ—৬সূ—৩ম)॥

—০—

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

প্রেতং পাদৌ প্র স্ফুরতং বহতং

পৃণতো গৃহান্।

ইন্দ্রাণ্যেতু প্রথমাজীতামুষিতা পুরঃ॥ ৪॥

পদ-পাঠঃ।

প্র। ইতং। পাদৌ। প্র। স্ফুরতং। বহতং।

পৃণতঃ। গৃহান্।

ইন্দ্রাণী। এতু। প্রথমা। অজীতা। অমুষিতা। পুরঃ॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাদৌ' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ যানৌ, যদ্বা—সকাম নিষ্কাম-কর্ম্মরূপৌ যানৌ) যুবাং 'প্রেতং' (প্রকর্ষেণ আগচ্ছতং, কর্ম্মণা সহ—যদ্বা জ্ঞানভক্তিভ্যাং সহ—মিলিতৌ ভবতং) ; অস্মাকং কর্ম্মণা সহ জ্ঞানভক্ত্যোঃ সম্মিলনং ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ ; তেন 'প্র স্ফুরতং' (কর্ম্ম—যদ্বা জ্ঞানভক্তী—প্রকর্ষেণ সৎপথি উদ্গচ্ছতং) ; 'পৃণতঃ' (ইষ্টফল-দানেন অস্মান্ প্রীণয়তঃ) ; 'গৃহান্' (শ্রেষ্ঠনিবাসং ভগবন্তং) 'বহতং' (প্রাপয়তং) ; যুবয়োঃ কৃপায়াং 'ইন্দ্রাণী' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনী দেবী, কর্ম্মশক্তিঃ ইতি ভাবঃ) অস্মৎসম্বন্ধে 'প্রথমা' (শ্রেষ্ঠা, সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়া) 'অজিতা' (অনির্জ্জিতা, যদ্বা—কেনচিদপি জেতুং ন শক্যা, অজেয়া ইতি ভাবঃ) তথা 'অমুষিতা' (কেনচিদপি অপহর্ত্তুং ন যোগ্যা, অনপহৃতা, সর্ব্বৈরনভিভাব্যা ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। 'জ্ঞানভক্তিপ্রভাবেন অস্মাকং কর্ম্মশক্তিঃ চিরজয়শ্রীমণ্ডিতা ভবতু'—ইতি প্রার্থনা। (১ক—৫অ—৬সূ - ৪ম) ॥

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানভক্তি-রূপ (অথবা সকাম-নিষ্কাম কর্ম্মরূপ) যানদ্বয়! তোমরা প্রকৃষ্ট-রূপে আমাদিগের কর্ম্মে (অথবা জ্ঞানভক্তি সহ) মিলিত হও ; (আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমাদিগের কর্ম্মের সহিত জ্ঞান-ভক্তির সম্মিলন হউক) ; তদ্দ্বারা আমাদিগের কর্ম্মকে (অথবা জ্ঞানভক্তিকে) প্রকৃষ্টরূপে সৎপথে উর্দ্ধে লইয়া যাও ; ইষ্টফল-প্রদানে আমাদিগকে তুষ্ট কর ; এবং সেই শ্রেষ্ঠনিবাস ভগবানকে প্রাপ্ত করাও। আপনাদিগের কৃপায় পরমৈশ্বর্য্যশালিনী দেবী (শক্তি) আমাদিগের শ্রেষ্ঠা (সকলের বরণীয়া), অনির্জ্জিতা (অজেয়া), অমুষিতা (অনপহৃতা, চিরস্থায়িনী) হউন। (ভাব এই যে,—'জ্ঞানভক্তি-প্রভাবে আমাদিগের কর্ম্মশক্তি চিরজয়শ্রীমণ্ডিতা হউন।') ॥ (১কা—৫অ—৬সূ—৪ম ॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণচার্য্যকৃতং)।

হে পাদৌ জিগমিষতো জনস্য সম্বন্ধিনৌ যুবাং প্রেতং প্রকর্ষেণ গচ্ছতং। ইণ্ গতৌ। লোটি থসস্তং আদেশঃ॥ তদর্থং প্র স্ফুরতং। পুনঃ পুনঃ শীঘ্রচলনেন গমনং নিষ্পাদয়তং ইত্যর্থঃ॥ গমনস্য অবধিং আহ। পৃণতঃ ইষ্টফলদানেন অস্মান্ প্রীণয়তঃ গন্তব্যত্বেন উদ্দিষ্টপুরুষস্য গৃহান বহতং প্রাপয়তং॥ যদ্বা পৃণতঃ পালকস্য পররাষ্ট্রাধীশস্য শত্রোঃ গৃহান্ বহতং অস্মদীয়া সেনাং প্রাপয়তং॥ পৄ পালনপূরণয়োঃ। অস্মাৎ লটঃ শত্রাদেশঃ। ক্র্যাদিত্বাৎ শ্নাপ্রত্যয়ঃ। "প্বাদীনাং হ্রস্বঃ" ইতি হ্রস্বত্বং। "শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ" ইতি আল্লোপঃ। "শতুরনুম" ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ গন্তৃজনরক্ষার্থং পুরঃ পুরস্তাৎ

পূর্ব্বভাগে॥ "পূর্ব্বাধরাবরাণাং অসি পুরধবশ্চৈষাং" ইতি অসিপ্রত্যয়ঃ পূর্ব্বশব্দস্য পুরাদেশশ্চ॥ ইন্দ্রাণী ইন্দ্রস্য পত্নী॥ "ইন্দ্রবরুণভবশর্ব্ব০" ইত্যাদিনা ঙীষ্ প্রত্যয়ঃ আনুগাগমশ্চ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং। ততো যণাদেশো "উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য" ইতি পরোঽনুদাত্তঃ স্বর্য্যতে॥ (এতু গচ্ছতু)। তামেব বিশিনষ্টি। প্রথমা প্রথমভাবিনী অজিতা কেনচিদপি অনির্জ্জিতা। তথা অমুষিতা অনপহৃতা। সেনাভিমানিদেবতাত্বেন সর্ব্বৈরনভিভাব্যেত্যর্থঃ। শ্রূয়তে হি। "ইন্দ্রাণী বৈ সেনায়ৈ দেবতা" (তৈ০ স০ ২।২।৮।৭) ইতি। পুরোগামিন্যা সেনাভিমানিন্যা ইন্দ্রাণ্যা দেবতয়া অনুগৃহীতা অস্মদীয়া সেনা শত্রূন্ নির্জিত্য তদ্গৃহানপি আক্রামতু ইত্যর্থঃ॥ (১কা—৫অ—৬সূ—৪ম)।

(ইতি) পঞ্চমেঽনুবাকে ষষ্ঠং সূক্তং॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——০§ • §০——

এ মন্ত্রটী একটু জটিলতা-পূর্ণ। প্রথম সম্বোধন 'পাদৌ' পদেই সেই জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে জয়েচ্ছু জনের পদদ্বয়!'

ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রের যে ভাব হয়, তাহা এই,—'হে জয়েচ্ছু জনের পদদ্বয়! তোমরা প্রকৃষ্ট-রূপে গমন কর; এবং পুনঃ পুনঃ শীঘ্র চলিয়া গমন-কার্য্য সম্পন্ন কর। কি অবধি গমন করিবে? ইষ্টফলদানে আমাদিগকে পরিতুষ্ট করা পর্য্যন্ত এবং উদ্দিষ্ট পুরুষের গৃহপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। অথবা, শত্রুর পালনকারী সেই পররাষ্ট্রাধিপতির গৃহে আমাদের সৈন্যগণের পৌঁছান পর্য্যন্ত। হে ইন্দ্রপত্নী! আগমন করুন। আপনি প্রথমা, সকলেরই অজেয়া, আপনি অনপহৃতা অর্থাৎ সকলেরই অনভিভাব্য। অতএব, আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের সৈন্যগণ শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের গৃহ আক্রমণ করুক।' মন্ত্রের এবম্বিধ অর্থে কি উচ্চ ভাব প্রকাশ পায়—বুঝি না। বরং এ অর্থে জটিলতাই বৃদ্ধি পায়।

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, অন্বয়মুখে আমরা কিন্তু 'পাদৌ' পদের দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে, জ্ঞানভক্তিরূপ যান-দ্বয়কে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়াও বুঝিতে পারি, অথবা সকাম ও নিষ্কাম দুই কর্ম্মের সম্বোধনও ঐ পদে লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। দুই অর্থেই একইরূপ ভাব প্রাপ্ত হই। দুই অর্থেই কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। যখন সম্বোধন জ্ঞানভক্তিকে হইবে, তখন কর্ম্মকে তৎসহ মিলিত করিবার প্রার্থনা প্রকাশ পাইবে। যখন সকাম ও নিষ্কাম দ্বিবিধ কর্ম্মকে আহ্বান করিব, তখন জ্ঞানভক্তিকে তৎসহ সম্মিলিত করিবার প্রার্থনা ব্যক্ত হইবে।

প্রথমতঃ 'পাদৌ' পদে 'জ্ঞানভক্তিরূপৌ যানৌ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি, এবং ভাষ্যের 'জিগমিষতঃ' স্থলে 'মুক্তিমিষতঃ' ভাব গ্রহণ করিতে প্রবুদ্ধ হইয়াছি। পদদ্বয়ের পরিচালনরূপ কর্ম্মের দ্বারা মানুষ যেমন ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে; সৎকর্ম্ম-পরিচালিত জ্ঞান-ভক্তি-রূপ যান সেইরূপ মুক্তিকামী জনকে ভগবানের দিকে ক্রমে

ক্রমে অগ্রসর করাইয়া দেয়। যাহার দ্বারা বহন করিয়া লয়, তাহাই যান। মানুষের পদদ্বয়ও সে হিসাবে যানস্বরূপ। জ্ঞান-ভক্তি-সহযুত কর্ম্ম মানুষকে ক্রমে ক্রমে ভগবানের দিকে লইয়া যায়। তাই উহাদিগকে 'পাদৌ' বা যান বলা যাইতে পারে। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই, এখানে রূপকে এই ভাব পরিব্যক্ত আছে বুঝিয়াই, মন্ত্রের অন্তর্গত 'পাদৌ' পদে একপ্রকার অন্বয়ে আমরা "জ্ঞানভক্তি-রূপৌ যানৌ" অর্থ আমনন করিয়াছি।

এই দৃষ্টিতে মন্ত্রে যে ভাব যে অর্থ উপলব্ধি করিয়াছি, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। এক্ষণে তাহার একটু বিশ্লেষণ করিতেছি। মন্ত্রে 'প্রেতং' পদ আছে। প্রথমতঃ আমরা ঐ পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে ভাব পরিস্ফুট হয় না। তাই ভাবার্থ অধ্যাহার করিয়াছি। 'ই' ধাতুর অর্থ গমন করা। জ্ঞান-ভক্তি-রূপ যান প্রকৃষ্টরূপে গমন করে কখন?—যখন তাহা সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়। আর, তখনই তাহাকে 'প্রস্ফুরতং' অর্থাৎ ঊর্দ্ধদিকে—ভগবানের অভিমুখে—গমন করিতেছে বলা যাইতে পারে। কর্ম্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয় তখনই—যখন তাহা জ্ঞান-ভক্তির সহিত মিলিত, অতএব ভগবানের উদ্দেশে প্রধাবিত হয়। এই অর্থ উপলব্ধি করিয়াই আমরা 'প্রস্ফুরতং' পদে প্রধানতঃ 'প্রকর্ষেণ সৎপথি উদ্গচ্ছতং' অর্থ আমনন করিয়াছি। কর্ম্ম যদি জ্ঞানভক্তি-সম্মিলিত সদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলেই সে কর্ম্ম ইষ্টফল প্রদান করিতে পারে। সেই কর্ম্মের দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। শাস্ত্র তো বলিয়াছেন—'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ'। তাহাই কর্ম্ম, যাহাতে ভগবান্ পরিতুষ্ট হন। সে কর্ম্ম অর্থই জ্ঞানভক্তিসহযুত কর্ম্ম—সৎকর্ম্ম। সৎস্বরূপ ভগবান্, সৎকর্ম্ম-সদনুষ্ঠানেই পরিতৃপ্ত হন। সেই জন্যই আমরা 'পাদৌ' পদের সাধারণ পদ অর্থ না লইয়া, অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

পক্ষান্তরে আবার 'পাদৌ' পদের প্রতিবাক্যে "সকাম-নিষ্কাম-রূপৌ যানৌ" পদ গ্রহণ করিলেও ঐ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। মানুষের যেমন দুইটী পা, মানুষকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সংবাহিত করে; সেইরূপ দ্বিবিধ কর্ম্মও—সকাম ও নিষ্কাম—মানুষকে (ঐ দুই কর্ম্মরূপ যানই) ভূলোক হইতে স্বর্লোকে লইয়া যায়। সকাম ভাবেই সাধিত হউক, আর নিষ্কাম-ভাবেই সাধিত হউক,—সৎকর্ম্মে শুভফল-লাভ অনিবার্য্য। এখানে সে ভাবও গ্রহণ করিতে পারি। সে পক্ষে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মদ্বয় জ্ঞানভক্তির সহিত মিলিত হউক,—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। মর্ম্ম উভয়ত্রই অভিন্ন।

মন্ত্রের 'গৃহান্' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'উদ্দিষ্ট পুরুষস্য গৃহান্' অথবা 'পালকস্য পররাষ্ট্রাধীশস্য শত্রোঃ গৃহান্।' মন্ত্রে 'গৃহান্' পদ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা উহার বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি; তদনুসারে আমাদের অর্থ—'শ্রেষ্ঠনিবাসং ভগবন্তং।' ভগবান এক; কিন্তু তিনি এক হইয়াও বহু, আবার বহু হইয়াও এক। এই ভাব উপলব্ধ করিয়াই আমরা উহাতে একবচন স্বীকার করিয়াছি। 'গৃহান্' পদের বহুবচন অব্যাহত রাখিয়াও আমাদিগের ব্যাখ্যার ধারা অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রতিবাক্যে বলা যাইতে পারে—"সালোক্যাদিরূপান্।" শাস্ত্রানুসারে মুক্তি বিভিন্ন প্রকারের আছে, কর্ম্ম-

ফলানুসারে স্বর্গাদিরও বিভিন্ন বিভাগ দৃষ্ট হয়। 'গৃহান্' পদে সে লক্ষ্যও আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। তবে সূক্ষ্মপক্ষে ভগবৎপদাশ্রয়ই উহার লক্ষ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্যাখ্যায় তাই বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে 'ইন্দ্রাণী' পদ আছে। 'ইন্দ্রাণী'—ভগবানের শক্তিরূপা বিভূতি। কর্ম্মেই শক্তি প্রকাশ পায়। ভগবানের শক্তিরূপা বিভূতিকে লক্ষ্য করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা যেন শ্রেষ্ঠ শক্তিসমন্বিত হই। ইন্দ্রাণী পদে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মশক্তি (অথবা—শ্রেষ্ঠ-শক্তি) ভাব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব হয় এই যে,—'সৎকর্ম্মপ্রভাবে শক্তিসঞ্চয়ে, আমরা যেন আমাদিগের অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু সকল শত্রুকেই বিনাশ করিতে পারি। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের সহায়তায় অগ্রসর হইয়া আমরা যেন আমাদিগের ইষ্টফল মোক্ষ প্রাপ্ত হই এবং ভগবানে লীন হইয়া যাই।' মোক্ষলাভাকাঙ্ক্ষী সাধক এইরূপ প্রার্থনাই করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত। (১কা—৫অ—৬সূ—৪ম)॥

—•—

সপ্তমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

"উপ প্রাগাৎ" ইতি সূক্তেন উদ্বিগ্নস্য উদ্বেগনিবৃত্তয়ে শুক্লবীরিণেষীকাকৃতমণিবন্ধনং উল্মুকদ্বয়ধর্ষণং চ কুর্য্যাৎ। সূত্রং চ। "উপ প্রাগাদিত্যুদ্বিজমানস্য শুক্লপ্রসূতস্য বীরিণস্য চতসৃণাং ইষীকাণাং উভয়তঃ" ইত্যাদি (কৌ° ৪।২)॥

•.•

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

উপ প্রাগাদ্দেবো অগ্নী রক্ষোহামীবচাতনঃ।
দহন্নপ দ্বয়াবিনো যাতুধানান্ কিমীদিনঃ॥ ১॥

•.•

পদ-পাঠঃ।

উপ। প্র। অগাৎ। দেবঃ। অগ্নিঃ। রক্ষঃঽহা। অমীবঽচাতনঃ।
দহন্। অপ। দ্বয়াবিনঃ। যাতুঽধানান্। কিমীদিনঃ॥ ১॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রক্ষোহা' (হিংসকানাং শত্রূণাং—রিপুশত্রূণামিতি যাবৎ—হন্তা নাশক ইতি ভাবঃ)। 'অমীবচাতনঃ' (রোগাণাং—পাপরূপাণাং—নাশয়িতা) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ, জ্ঞানাগ্নিরিতি যাবৎ) 'দ্বয়াবিনঃ' (মায়াবিনঃ কপটাচারিণঃ, অজ্ঞানসহচরান্ কামাদিরিপুরূপান্) 'কিমীদীনঃ' (রন্ধ্রান্বেষিণঃ, ইতস্ততো বিচরণশীলান্ প্রচ্ছন্নচারিণঃ) 'যাতুধানান' (সর্ব্বশোষকান শত্রূন্ অজ্ঞানসহচবান্ ইতি যাবৎ) 'অপ দহন' (ভস্মসাৎ কুর্ব্বন্) 'উপ প্রাগাৎ' (উপগমৎ, জ্ঞানলাভায় ব্যাকুলচিত্তপুরুষং, যদ্বা—শত্রোরাক্রমণেন উদ্বিগ্নচিত্তং পুরুষং প্রাপ্নুয়াৎ, তস্য পুরুষস্য হৃদি অধিতিষ্ঠৎ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবতো মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ। জ্ঞানোদয়েন জ্ঞানপ্রভাবেন সর্ব্বে শত্রবো বিনাশং প্রাপ্নুবন্তি। অজ্ঞানা বয়ং জ্ঞানসঞ্চয়ায় প্রবুদ্ধা ভবাম ইতি ভাবঃ। (১কা—৫অ ৭সূ—১ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

হিংসক শত্রুগণের (রিপুশত্রুসমূহের) নাশকারী, পাপপ্রবৃত্তিরূপ রোগ-সমূহের বিনাশক, দ্যোতমান জ্ঞানদেব, সেই মায়াবী রন্ধ্রান্বেষী (প্রচ্ছন্ন-চারী) সর্ব্বশোষক শত্রুগণকে ভস্মসাৎ করিয়া, জ্ঞানলাভে ব্যাকুলচিত্ত সাধককে অথবা শত্রুর আক্রমণে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। (মন্ত্রটী ভগবান জ্ঞানদেবের মাহাত্ম্য-মূলক। জ্ঞানোদয়ে জ্ঞানপ্রভাবে সকল শত্রুই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব অজ্ঞান আমরা, জ্ঞানসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই।)॥ (১কা—৫অ—৭সূ—১ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

দেবঃ দ্যোতমানঃ দানাদিগুণযুক্তো বা॥ আহ চ যাস্কঃ। দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতনাদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা (নি০ ৭।১৫) ইতি॥ তথাবিধঃ অগ্নিঃ অঙ্গনাদিগুণযুক্তঃ উপ প্রাগাৎ উদ্বিজমানং পুরুষং উপাগমৎ। উদ্বেগকারিণো রক্ষঃ প্রভৃতীন্ বিনাশয়িতুং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ॥ ইন্ গতৌ। "ইণো গা লুঙি" ইতি গাদেশঃ। "গাতিস্থা০" ইতি সিচো লুক্॥ তস্য তথাবিধং সামর্থ্যং কুত ইত্যত আহ। রক্ষোহা রক্ষসাং হিংসকানাং পিশাচাদীনাং হন্তা॥ রক্ষো রক্ষিতব্যং অস্মাৎ ইতি যাস্কঃ (নি০ ৪।১৮)। রক্ষ পালনে ইত্যস্মাদ্ অপাদানে অসুন্ প্রত্যয়ঃ। রক্ষঃশব্দোপপদাৎ "হন্তের্ব্বহুলং ছন্দসি" ইতি ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। অগ্নিঃ খলু বৈ রক্ষোহা (তৈ০ স০ ৬।১।৪।৬) ইতি হি তৈত্তিরীয়কং॥ তথা অমীবচাতনঃ অমীবানাং রোগানাং চাতয়িতা নাশয়িতা॥ চাতয়তির্নাশনে ইতি হি যাস্কঃ (নি০ ৬।৩০)॥ উপাগতস্য অগ্নেঃ উদ্বেগকারিণাং রক্ষসাং নাশনে কালব্যবায়াভাবং আহ দহন্নিতি। দ্বয়াবিনঃ দ্বয়ং বাচিকং ক্রৌর্য্যং কায়িকং হিংসনং চ যেষাং

অস্তীতি দ্বয়াবিনঃ॥ যদ্বা মায়াময়ং সৌম্যরূপং স্বাভাবিকং হিংস্ররূপং চ দ্বয়ং এবাং অস্তীতি দ্বয়াবিনঃ॥ "বহুলং ছন্দসি" ইত্যত্র বিনিপ্রকরণে "অষ্টামেখলাদ্বয়োভয়রুজাহৃদয়ানাং দীর্ঘশ্চঃ" ইতি বচনাদ্ বিনিপ্রত্যয়ঃ তৎসন্নিয়োগেন দীর্ঘশ্চ॥ কিমীদিনঃ কিং ইদানীং কিং ইদানীং বর্ত্তত ইতি রন্ধ্রান্বেষণবুদ্ধ্যা চরণশীলান্॥ কিমীদিনে কিং ইদানীং ইতি চরতে ইতি যাস্কঃ (নি০ ৬।১১)॥ যাতুধানান্। যাতবো যাতনাঃ পীড়াবিশেষাঃ ধীয়ন্তে বিধীয়ন্তে ক্রিয়ন্ত এভিরিতি যাতুধানাঃ॥ যত নিকারোপস্করয়োঃ। অস্মাৎ ণ্যন্তাদ্ ঔণাদিকে উপ্রত্যয়ে যাতুশব্দঃ। ডুধাঞ্ ধারণে ইত্যস্মাৎ "কৃত্যল্যুটো বহুলং" ইতি কর্ত্তরি ল্যুট্। "লিতি" ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্য উদাত্তত্বং। ততঃ সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব শিষ্যতে॥ এবম্ভূতান্ রাক্ষসান্ অপ দহন্ অপকর্ষন্ দহন্ ভস্মসাৎ কুর্ব্বন্। উপাগাৎ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ যদ্বা। দহ ভস্মীকরণে 'ইত্যস্মাৎ' "লক্ষণো হেতোঃ ক্রিয়ায়া" ইতি হেতৌ শতৃপ্রত্যয়ঃ॥ যাতুধানানাং দহনাদ্ধেতোরুপাগাদ্ ইত্যর্থঃ॥ (১কা—৫অ—৭সূ—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটী সরল ভাব-প্রকাশক। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সহিত তাহার প্রায়ই মতান্তর ঘটে নাই। আমাদিগের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় প্রদান করিতেছি।

এই মন্ত্র পঞ্চম অনুবাকের সপ্তম সূক্তের প্রথম মন্ত্র। উদ্বিগ্নমানস ব্যক্তির উদ্বেগ-নিবৃত্তির জন্য এই মন্ত্রের প্রয়োগের বিষয় সূক্তানুক্রমণিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। তদর্থে শুক্লবীরিণোষিকা দ্বারা মনিবন্ধন এবং উল্মুকদ্বয় ঘর্ষণ প্রভৃতির বিধি আছে। তদনুসারে ভাষ্যের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'দ্যোতমান্ দানাদিগুণযুক্ত এবং অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট অগ্নিদেব উদ্বেগকারী রক্ষ প্রভৃতি শত্রুর বিনাশের জন্য উদ্বেগযুক্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেই অগ্নির সেরূপ সামর্থ্য কোথায়! তদ্বিষয় কথিত হইতেছে; যথা,—তিনি 'রক্ষোহা' অর্থাৎ হিংসক পিশাচাদির হন্তা। তিনি 'অমীবচাতনঃ' অর্থাৎ রোগসমূহের নাশয়িতা। দ্বিভাবসম্পন্ন মায়াময় রন্ধ্রান্বেষণবুদ্ধিযুক্ত রাক্ষসগণকে ভস্মসাৎ করিয়া তিনি উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হন।'

আমাদিগের ব্যাখ্যা অনেকাংশে ভাষ্যকারের মতের অনুবর্ত্তী হইলেও কোনও কোনও স্থলে বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যা ছাড়াও মন্ত্রের মধ্যে যে আর এক ভাব নিহিত আছে, তাহাতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। চিত্তের উদ্বেগ যে কেবল যজ্ঞনাশকারী রাক্ষসগণের দ্বারা সাধিত হয়? তাহা নহে। সেও এক উদ্বেগের কারণ বটে; বহিঃশত্রু মানুষকে নানাপ্রকারেই উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে সত্য; কিন্তু সে বহিঃশত্রু ভিন্ন, আন্তরশত্রুও যে আছে—তাহারাও যে নানাপ্রকারে উদ্বিগ্ন করিতে

পারে ;—মন্ত্রার্থে এরূপ ভাবও অধ্যাহৃত হয় না কি? বিশেষতঃ যে দেবতার করুণা-প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাঁহাকে যখন 'রক্ষোহা' ও 'অমীবচাতনঃ' বিশেষণে পরিচিত হইতে দেখিতেছি ; তখন মন্ত্রে বহিঃশত্রুর ও অন্তঃশত্রুর দ্বিবিধ শত্রুর উপদ্রবজনিত উদ্বেগ-নাশের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে পারি। ভাষ্যকার সাধারণ-ভাবেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্য হইতেও মন্ত্রে অন্যভাব নিষ্কাশিত হইতে পারে। যাহা হউক, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে আমরা মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, ভাষ্যের অর্থের সহিত তুলনায় অতঃপর সেই বিষয়ই আলোচনা করিতেছি।

মন্ত্রের 'উপ প্রাগাৎ' পদ একটু সংশয়মূলক। ভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন,—"উদ্বিজমানং পুরুষং উপাগমৎ" অর্থাৎ উদ্বেগপ্রাপ্ত ব্যক্তি-সমীপে গমন করেন অথবা তাহাকে প্রাপ্ত হন। মানুষের উদ্বেগ আনয়ন করে কিসে? কখন মানুষ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়? যখন শত্রু আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, যখন মানুষের সুখশান্তি নষ্ট হয়! শত্রুই মানুষের সুখ-শান্তি অপহারক। শান্তি-অপহারক শত্রু অথ বা রাক্ষস চিরদিনই অহরহ মানুষকে আক্রমণ করিতেছে—সদাকাল মানুষের শান্তি অপহরণ করিয়া লইতেছে। সে শত্রু সকলের হৃদয়েই চিরবিদ্যমান্—সে শত্রু অতি কপটাচারী, সে শত্রু সর্ব্বশোষক। মানুষের সুখশান্তিহারক, উদ্বেগ আনয়নকারী—সে শত্রুকে আমরা অজ্ঞানতা এবং তৎসহচর কামাদিরিপুশত্রু প্রভৃতি বলিয়াই মনে করি। অজ্ঞানতাই যে মানুষের পরম-শত্রু, অজ্ঞানতাতেই যে মানুষের সকল সুখ-শান্তি নষ্ট হয়, অজ্ঞানতা-প্রভাবেই যে আন্তর বাহ্য সকল প্রকার উদ্বেগ অশান্তির উদয় হয়, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। ভগবান্ যখন সেই শত্রুকে মানুষের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করেন, তখনই মানুষের সকল উদ্বেগ নষ্ট হয়। তখনই মানুষ প্রকৃত সুখ-শান্তির অধিকারী হইতে পারে। তখনই জ্ঞানজ্যোতীরূপে ভগবান্ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। জ্ঞানজ্যোতীরূপ আয়ুধ-প্রহারে তখনই সকল শত্রু (অজ্ঞানতা এবং তৎসহচর রিপুশত্রুগণ) নিহত হইয়া থাকে। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা যেমন নাশ প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহচর রিপুগণের প্রভাবও তেমনই অন্তর্হিত হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের সে জ্ঞানলাভ হয় কখন—ভগবান্ কখন আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন? যখন মানুষ তাঁহাকে পাইবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করে, যখন জ্ঞানলাভের জন্য মানুষ একান্ত উৎসুক হয়, তখনই তাঁহার আবির্ভাব সম্ভবপর। যতক্ষণ সংসারের ক্লেদ-কালিমা মানুষকে ঘেরিয়া থাকে, যতক্ষণ মানুষের আন্তর বাহ্য কপটতা বিদূরিত না হয়, ততক্ষণ তাহার জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাও হয় না—ভগবানকে পাইবার জন্যও সে ব্যাকুল হইতে পারে না। সেইজন্যই মন্ত্রের 'উপ প্রাগাৎ' পদের সার্থকতা। যখনই মানুষের সে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তখনই সকল বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করিয়া, ভগবান্ তাহার অন্তরে দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া থাকেন। মন্ত্রের 'উপ-প্রাগাৎ' পদের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রে 'অমীবচাতনঃ' পদেরও সেই হিসাবে সার্থক-প্রয়োগ উপলব্ধ হয়। ঐ পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'রোগাণাং চাতয়িতা নাশয়িতা' ; অর্থাৎ, তিনি রোগসমূহকে নাশ

করেন। যেমন লৌকিক হিসাবে, তেমনি আধ্যাত্মিক হিসাবে—উভয় পক্ষেই এই বিশেষণের সার্থকতা আছে। যখন দেহে ত্রি-ধাতুর (বায়ু-পিত্ত-কফের) সমতা রক্ষিত হয়, তখনই দেহ সুস্থ থাকে। কিন্তু ঐ তিনটীর কোনও একটির তারতম্য ঘটিলে, শরীরে রোগোৎপত্তি হয়। উপযুক্ত ঔষধ-পথ্যের ব্যবহারে ত্রি-ধাতুর সাম্য-সাধন হইলে, দেহ পুনরায় সুস্থতা প্রাপ্ত হয়। সে পক্ষেও ভগবানের অনুগ্রহ যেমন প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক পক্ষেও তাঁহার অনুগ্রহ তদ্রূপ একান্ত আবশ্যক। পাপের সংশ্রব ভিন্ন রোগোৎপত্তি হয় না। মানুষের অবৈধ আহারে-বিহারে যেমন ত্রি-ধাতুর বৈষম্য সাধিত হয়, সেইরূপ অসদাচরণে কুকর্ম্মসাধনে মানুষের পাপোৎপত্তি ঘটে। মানুষে সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের সাম্য সাধন হইলে, সে পাপপ্রবৃত্তি আর জন্মে না—পাপের উৎপত্তিও তখন আর সম্ভবপর হয় না। উপযুক্ত ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থায় যেমন রোগের শান্তি হয়, সেইরূপ সৎকর্ম্ম-সাধনে জ্ঞানোদয়ে পাপ-প্রবৃত্তি-রূপ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে, রূপকে তাই 'অমীবচাতনঃ' পদে ভগবানকে পাপ বা পাপপ্রবৃত্তিরূপ রোগ-সমূহের নাশয়িতা বলা হইয়াছে। পাপ-প্রবৃত্তিনাশক ভগবান্ যখন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখন কি আর মানুষের কোনও উদ্বেগ থাকে—না মানুষ রোগ (পাপ) দ্বারা আক্রান্ত হয়? মন্ত্রে ভগবানের এই বিশেষণে তাঁহার প্রতি মানুষের মনকে আকৃষ্ট করিবার এবং মানুষকে ভগবদনুসারী সৎকর্ম্মরত হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ মন্ত্রের 'রক্ষোহা' ও 'দেব' প্রভৃতি বিশেষণেরও সার্থকতা আছে। বহিঃশত্রুকেও রাক্ষস বলা যায়; অন্তঃশত্রুকে রাক্ষস বলা যায়। অজ্ঞানতাই প্রধান অন্তঃশত্রু। বহিঃশত্রু যে, সেও অজ্ঞানতা-প্রভাবেই সঞ্জাত হয়। ঐ সকল পদের আলোচনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে বিশেষভাবে করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা এই,—'মানুষ! তুমি অহরহ শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছ। সে আক্রমণের ফলে, তোমার সকল সুখ—সকল শান্তি নষ্ট হইতেছে; তুমি সর্ব্বদা অশান্তির অনলে জ্বলিয়া মরিতেছ। যদি শত্রুর অক্রমণে পরিত্রাণ পাইতে চাও, যদি প্রকৃত সুখ-শান্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখ, জ্ঞানলাভে অজ্ঞানতা-নাশে প্রবুদ্ধ হও। অজ্ঞানতাই তোমার যত অনর্থের মূল। তোমার হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হইলে, অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্ত হইবে, অজ্ঞানতা-সহচর কামাদি রিপুশত্রু দূরে পলাইবে। পাপরূপ রোগ-সমূহের আক্রমণে আর তুমি জীর্ণ শীর্ণ হইবে না। অতএব, জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর হও। হৃদয়ে জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইলে, হৃদয় নির্ম্মল হইলে, জ্ঞানরূপী ভগবান্ আপনিই আসিয়া সে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন। তখনই তোমার সকল জ্বালার নিবৃত্তি হইবে—তখনই তুমি প্রকৃত সুখ-শান্তির অধিকারী হইতে পারিবে।' হৃদয়ে জ্ঞানোদয় হইলে, মনঃপ্রাণ ভগবানে ন্যস্ত করিতে পারিলে, কি অন্তর-শত্রু কি বহিঃশত্রু সকল শত্রুই নাশ-প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের মনে হয়, মন্ত্রে এই উপদেশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। (১কা—৫খ—৭সূ—১ম)॥

——•——

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

প্রতি দহ যাতুধানান্ প্রতি দেব কিমীদিনঃ।

প্রতীচীঃ কৃষ্ণবর্ত্তনে সং দহ যাতুধান্যঃ॥ ২॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

প্রতি। দহ। যাতুঽধানান্। প্রতি। দেব। কিমীদিনঃ।

প্রতীচীঃ। কৃষ্ণঽবর্ত্তনে। সম। দহ। যাতুঽধান্যঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দানাদিগুণযুক্ত দ্যোতমান্ হে ভগবন্) 'যাতুধানান্' (যাতনানাং বিধাতৃন্ রাক্ষসান্, যদ্বা—সদ্ভাবনাশকান্ অন্তঃশত্রূন ইত্যর্থঃ) 'প্রতি' (প্রতিমুখং, সর্ব্বত্রেতি যাবৎ, নিঃশেষেণ ইত্যর্থঃ) 'দহ' (ভস্মসাৎ কুরু); 'কিমীদিনঃ' (রন্ধ্রান্বেষিণঃ, প্রচ্ছন্নাচারিণঃ রিপুশত্রূণিতি যাবৎ) নিঃশেষেণ দহ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ; অপিচ, 'কৃষ্ণবর্ত্তনে' (হে কৃষ্ণবর্ত্তন্, পবিত্রকরাক দেব, যদ্বা—কৃষ্ণানাং দুরাচারিণাং বর্ত্মনি সৎপথি নয়নকর্ত্রে ইত্যর্থঃ) 'প্রতীচীঃ' (প্রাণিনাং প্রতিকূলশ্চরন্তঃ) 'যাতুধান্যঃ' (শাত্রবঃ—উপদ্রবান্ ইতি যাবৎ) 'সং দহ' (সম্যকরূপেণ ভস্মসাৎ কুরু, নিঃশেষেণ বিদূরয়েত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র বহিরান্তরশত্রুনাশানন্তরং জ্ঞানলাভস্য প্রার্থনা বর্ত্ততে। (১কা—৫অ—৭সূ—২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দানাদিগুণযুক্ত দ্যোতমান্ হে ভগবন্! যাতনাবিধায়ক রাক্ষসদিগকে (অথবা সদ্ভাবনাশক অন্তঃশত্রুদিগকে) সর্ব্বত্র নিঃশেষে ভস্মসাৎ করুন; রন্ধ্রান্বেষণী প্রচ্ছন্নাচারী রিপুশত্রুদিগকে নিঃশেষে দগ্ধীভূত করুন; অপিচ, হে পবিত্রকারী দেব (অথবা দুষ্কৃতজনের সৎপথে নয়নকর্ত্তা

হে দেব) জীবগণের প্রতিকূলাচারী শাত্রব উপদ্রব-সমূহকে সম্যক্-রূপে ভস্মসাৎ করুন অর্থাৎ নিঃশেষে বিদূরিত করুন। এই মন্ত্র প্রার্থনা-মূলক। এই মন্ত্রে বহিরান্তরশাত্রুনাশনান্তর জ্ঞানলাভের প্রার্থনা জানান হইয়াছে।)॥　(১কা—৫অ—৭সূ—২ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

পূর্ব্বস্যাং ঋচি দহন্নুপাগাদ্ ইতি আগমনশেষত্বেন দহনং অভিহিতং। অনয়া তু রক্ষসাং দহনমেব প্রাধান্যেন অভিধীয়তে। হে অগ্নে যাতুধানান্ যাতুনাং যাতনানাং বিধাতৄন্ রাক্ষসান্ প্রতি দহ প্রত্যেকং প্রতিমুখং (বা) ভস্মসাৎ কুরু॥ তথা হে দেব দ্যোতনাত্মক অগ্নে কিমীদিনঃ কিং (ইদানীং কিং) ইদানীং ইতি চরণশীলান্ রন্ধ্রান্বেষণপরান্ পিশাচ-বিশেষান্। প্রতি ইত্যুপসর্গশ্রবণাদ্ অত্রাপি দহেত্যনুষঙ্গ॥ কৃষ্ণবর্ত্মনে হে কৃষ্ণবর্ত্মন্ অগ্নে প্রতীচীঃ প্রাণিজাতস্য প্রতিকূলং অঞ্চন্তীঃ॥ প্রতিপূর্ব্বাদ্ অঞ্চতেঃ "ঋত্বিগ্" ইত্যাদিনা ক্বিন্। "অনিদিতাম্" ইতি নলোপঃ। "অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানম্" ইতি ঙীপ্, ততো ভসংজ্ঞায়াং "অচ" ইত্যকারলোপঃ। "চৌ" ইতি দীর্ঘত্বং। "অনিগন্তোঞ্চাতবপ্রত্যয়ে" ইতি প্রতেরিগন্তত্বেন পর্য্যুদস্তত্বাৎ "চৌ" ইতি পূর্ব্বপদস্যান্তোদাত্তত্বং॥ তাদৃশীঃ যাতুধান্যঃ যাতুধানীঃ॥ যাতুধানশব্দাৎ "পুংযোগাদ্ আখ্যায়াং" ইতি ঙীষ্। শসি "বা ছন্দসি" ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘাভাবে যণ্॥ তাশ্চ সং দহ সম্যক্ নিরবশেষং দহ॥ (১কা—৫অ—৭সূ—২ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:০○০:§——

মন্ত্রটী সরল ও সহজবোধ্য। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। পূর্ব্ব-মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রেও শত্রুনাশের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ভাষ্য-পাঠে মন্ত্রে স্থূলভাবে রক্ষ-পিশাচাদি সাধারণ শত্রুর প্রতিই লক্ষ্য আছে। আমরা ঐ সকল শত্রু অর্থে যে ভাব উপলব্ধি করি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং পূর্ব্বমন্ত্রে 'কিমীদিনঃ', 'যাতুধানান্' প্রভৃতি পদের বিশ্লেষণেই তাহা প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ, এখানে বহিরান্তর সকল দিকের শত্রু-নাশের আকাঙ্ক্ষা এবং ভগবানের প্রাপ্তি-কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রে অগ্নিকে 'কৃষ্ণবর্ত্তনে' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অগ্নি-শব্দ-পর্য্যায়ে ঐ পদ পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থে মাত্র 'হে কৃষ্ণবর্ত্মন্' লিখিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। অগ্নি কেন 'কৃষ্ণবর্ত্মন্' অভিধায়ে অভিহিত হন, সে বিষয়ের তিনি কোনই উল্লেখ করেন নাই এবং ঐ পদের কোনও সুষ্ঠু অর্থও প্রকাশ করেন নাই। আমরা ঐ সম্বোধন-পদে শত্রু-'নাশক দেব' এবং 'কৃষ্ণানাং দুরাচারিণাং বর্ত্তনি (বর্ত্মনি) সৎপথি নয়নকর্ত্রে' অর্থ আমনন

করিয়াছি। এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের যুক্তি এই,—অভিধানে কৃষ্ণবর্ত্তনি (কৃষ্ণবর্ত্মনি) পদের 'দুরাচার' 'যাহার পথ অন্ধকারময়' (কৃষ্ণো বর্ত্মনি মার্গো যস্য) অর্থ দৃষ্ট হয়। যে দুরাচার, যে পাপী, তাহার পথই তো অন্ধকারময় কৃষ্ণবর্ণ! শাস্ত্রে পাপকে কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু, যাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করি, যাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইতে চাই, যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা করি, তাঁহাকে দুরাচার বা পাপ-সংসৃষ্ট বলিতে পারি না। উচ্চাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি উচ্চ আদর্শেরই অনুসরণ করে; সজ্জন সতেরই আশ্রয় পাইতে চায়। মোক্ষলাভে সৎস্বরূপ ভগবানই একমাত্র সহায়। অগ্নি—পাবক; অগ্নি-সংস্কারে সকলই পবিত্র ভাব ধারণ করে। অতি পাপাচারী যে, সেও যদি অগ্নি-সংস্কারে সংস্কৃত হয়, সেও পবিত্র হইয়া থাকে। অজ্ঞানতাই—পাপের জনয়িতা। অজ্ঞানতা-প্রভাবেই মানুষ সংসারে নানা পাপ-প্রবৃত্তির প্রলোভনে পড়িয়া নিরয়কূপে নিমজ্জিত হইতে থাকে। পাপ—অপবিত্র। সেইজন্য পাপাচারীও অপবিত্র। কিন্তু সেই পাপী যদি একবার জ্ঞানরূপ অগ্নি-সংস্কারে সুসংস্কৃত হয়, তাহার হৃদয়ে যদি একবার জ্ঞানের পবিত্র-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়, তাহা হইলে তাহার সকল অপবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়, জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়, পাপ-প্রবৃত্তির প্রলোভনে তখন আর তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। তখন সে সৎপথে সতের দিকেই ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে থাকে। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ 'কৃষ্ণবর্ত্তনি' পদে 'কৃষ্ণানাং দুরাচারিণাং বর্ত্মনি সৎপথি নয়নকর্ত্রে' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। আকর্ষণার্থজ্ঞাপক কৃষ্ ধাতু হইতে 'কৃষ্ণ' পদ নিষ্পন্ন। যিনি মনুষ্যের পাপ আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ। আবার যিনি মানুষের পাপ আকর্ষণ (ধ্বংস) করিয়া 'বর্ত্তনি' সৎপথে লইয়া যান, তিনিই 'কৃষ্ণবর্ত্তনি' বা 'কৃষ্ণবর্ত্তন'। সাধারণভাবে 'বর্ত্ত' (বর্ত্ম) পদে পথ বুঝায়। ঐ পদে 'সৎপথ' অর্থ অধ্যাহার করিবার কারণ এই যে,—সৎস্বরূপ ভগবান মানুষের পাপ আকর্ষণ করিয়া, যে পথে তাহাকে পরিচালিত করেন, সে পথ সৎপথ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। ভ্রান্তিবশে মানুষ কুপথে পরিচালিত হয়, নানা কুকর্ম্মে রত থাকে। কিন্তু ভগবান্ যখন সুপ্রসন্ন হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করেন, তখন তাহার মন সতের প্রতিই আকৃষ্ট হয়—তখন সে সৎপথেই পরিচালিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। এই অর্থেই 'কৃষ্ণবর্ত্তনি' পদের সার্থকতা। ইহা হইতেই 'পবিত্রতা সম্পাদনের এবং সৎপথে পরিচালনের' ভাব আসে। 'কৃষ্ণবর্ত্তনি' পদে সেই ভাবই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া মনে করি।

ঋগ্বেদে (৮ম—২৩সূ—১৯ঋ) আছে,—'পাবকং কৃষ্ণবর্ত্তনিং বিহায়সং।' এস্থলে 'কৃষ্ণবর্ত্তনি' পদের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'বর্ত্তনি মার্গঃ কৃষ্ণমার্গঃ।' এস্থলে সাধারণ অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অগ্নিকে 'কৃষ্ণবর্ত্তনি' বলিবার আর এক কারণ এখানে মনে হয়। অগ্নির পথ কৃষ্ণবর্ণ; কেন-না, যে স্থান দিয়া অগ্নি গমন করেন, সে স্থানের সকলই ভস্মীভূত হইয়া অঙ্গারে পরিণত হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। মনুও তাই বলিয়াছেন,—"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে" (মনু ২।৯৪)। আবার অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি নির্গত হয়। সাধারণ অগ্নি-পক্ষে এ ভাবও

গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা অগ্নি অভিধায়ে সেই জ্ঞানরূপী ভগবানকেই লক্ষ্য করি। আর সেই ভাব উপলব্ধ করি বলিয়াই 'কৃষ্ণবর্ত্তনি পদের পূর্ব্বোক্ত রূপ অর্থ আমনন করিয়াছি। তাহাতে মন্ত্রে সুষ্ঠু ও সঙ্গত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের 'প্রতীচীঃ' পদে এক বিশ্বজনীন ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। ঐ পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে—"প্রতীচীঃ যাতুধান্যঃ সংদহ।" প্রাণিজাতের অর্থাৎ জীবগণের প্রতিকূলাচারী শাত্রব উপদ্রবসমূহকে সম্যকরূপ ভস্মসাৎ করুন (নিঃশেষে বিদূরিত করুন)। এখানে প্রার্থনাকারী কেবলমাত্র নিজ-শত্রু-নাশের—নিজের অজ্ঞানতা-বিনাশের প্রার্থনা জনাইয়াই পরিতৃপ্ত নহেন। নিখিল বিশ্ব যাহাতে জ্ঞানলাভ করে, যাহাতে নিখিল বিশ্বের প্রাণিগণ পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়; পরন্তু জগতের সকল প্রাণিই যাহাতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, এ বিশ্বে যাহাতে পুণ্যের পূত প্রবাহ প্রবাহিত হয়,—মন্ত্রের শেষাংশে সেই বিশ্বজনীন উদার প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে এই ভাবই আমরা গ্রহণ করি। (১কা—৫অ—৭সূ—২ম)॥

—•—

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ)।

যা শশাপ শপনেন যাঘং মূরমাদধে।

যা রসস্য হরণায় জাতমারেভে তোকমত্তু সা॥ ৩॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

যা। শশাপ। শপনেন। যা। অঘম্। মূরম্। আঽদধে।

যা। রসস্য। হরণায়। জাতম্। আঽরেভে। তোকম্। অত্তু। সা॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যা' (প্রসিদ্ধা, পূর্ব্বোক্তা যাতুধানী) 'শপনেন' (বিনাশহেতুভূতেন আয়ুধেন ইত্যর্থঃ, যদ্বা—সদ্ভাবহরণেনেতি যাবৎ) 'শশাপ' (আক্রান্তবতী, অন্তরমধিকৃতবতী), 'যা' (অপরা সর্ব্বযাতুধানীত্যর্থ) 'মূরম্' (মূলম্, সর্ব্বেষাং দুরিতানাম্ আদিভূতং, যদ্বা—মোহজনকম্)

'অঘম্' (অজ্ঞানরূপং পাপম্) 'আদধে' (পরিজগ্রাহ, কৃতবতী, অনয়তীত্যর্থঃ), তথা 'যা' (অপরা, যাতুধানীতি যাবৎ) 'জাতম্' (উৎপন্নম্, অপত্যমিত্যর্থঃ) 'রসস্য' (স্নেহরূপস্য সদ্ভাবস্য, হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'হরণায়' (অপহরণায়, বিনাশয়িতুমিত্যর্থঃ) 'আরেভে' (উপচক্রমে). 'সা' (সর্ব্বা—যাতুধানী, অস্মচ্ছত্রুসম্বন্ধি) 'তোকম্' (অপত্যম্, যদ্বা—শত্রোরুৎপন্নং সর্ব্বং পাপং) 'অত্তু' (ভক্ষয়তু, নাশয়তু ইতি ভাবঃ) অস্মাকং হৃদয়স্থ সত্ত্বভাব ইতি শেষঃ। অত্র বিশেষেণ শত্রুনাশকামনা প্রকাশতে। অজ্ঞানং হি সর্ব্বেষাং দুষ্কৃতানাং মূলম্। অতঃ প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! সত্ত্বভাবপ্রভাবেন জ্ঞানকিরণেন পাপমূলং বিনাশয়, অস্মান্ সৎসম্বন্ধযুতাংশ্চ কুরু।' (১কা—৫অ—৭সূ—৩ম) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে প্রসিদ্ধ (বা পূর্ব্বোক্ত) শত্রু, বিনাশহেতুভূত আয়ুধের (অথবা সদ্ভাবহরণের) দ্বারা, (আমাদিগকে) আক্রমণ করে (অন্তর অধিকার করে) ; অথবা অপর যে সকল শত্রু, সকল দুষ্কৃতের আদিভূত (অথবা মোহজনক) অজ্ঞানতা-রূপ পাপের অনুষ্ঠান করে ; অথবা অপর যে সকল শত্রুর অপত্য (তাহাদিগ হইতে উৎপন্ন শত্রু) স্নেহরূপ সদ্ভাবের (অথবা হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বের) অপহরণ (বিনাশ) করিতে প্রবৃত্ত হয় ; সেই সকল শত্রুর (অথবা আমাদের সেই সকল শত্রুসম্বন্ধি) অপত্যকে (অথবা শত্রু হইতে জাত সর্ব্ববিধ পাপকে) আমাদিগের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাব ভক্ষণ (নাশ) করেন। (মন্ত্রে বিশেষভাবে শত্রু-নাশের কামনা প্রকাশ পাইতেছে। প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! সত্ত্বভাব-প্রভাবে জ্ঞানকিরণ-প্রদানে পাপমূল বিনাশ করুন এবং আমাদিগকে সৎসম্বন্ধযুত করুন।') ॥ (১কা—৫অ—৭সূ—৩ম) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণচার্য্যকৃতং)।

সং দহ যাতুধান্য ইতি পূর্ব্বত্র সামান্যেন উক্তা এব রাক্ষস্যঃ অত্র বিশেষতো নির্দিশ্যন্তে। যা যাতুধানী শপনেন আক্রোশেন॥ শপ আক্রোশে। করণে ল্যুট্॥ নাশহেতুভূতেন পরুষবাক্যেন শশাপ শাপং কৃতবতী॥ শপ আক্রোশে ইত্যস্মাদেব লিটিঃ তিপো ণল্ আদেশঃ। "লিতি" ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বম্। "যদ্বৃত্তান্নিত্যম্" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ তথা যা অন্যা যাতুধানী মূরং মূলং॥ "বারমূররধ্বরমূসরাঙ্কুরীণাং বা রো লম্ আপদ্যতে" ইতি লত্বস্য বিকল্পিতত্বাদ্ অত্রাভাবঃ॥ সর্ব্বেষাং দুরিতানাম্ আদিভূতম্ অঘম্ হিংসারূপং পাপম্ আদধে পরিজগ্রাহ। কৃতবতীত্যর্থঃ॥ ডুদাঞ্ দানে। "আঙো দোহনাস্যবিহরণে" ইত্যাত্মনেপদম্। লিটি "লিটস্তঝয়োরেশ্ ইরেচ্" ইতি

তশব্দস্য এশ্ আদেশঃ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং। পূর্ব্ববদ্ নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ যদ্বা মূরম্ মূর্চ্ছাকরম্ অঘম্; মূর্চ্ছা মোহসমুচ্ছ্রায়য়োঃ। "ক্বিপ্ চ" ইতি ক্বিপ্। "রাল্লোপঃ" ইতি ছকারস্য লোপঃ॥ তথা যা অপরা যাতুধানী জাতং অপত্যং উদ্দিশ্য রসস্য অসৃগাদি-রূপস্য শরীরগতস্য হরণায় অপহরণায় পানায় আরেভে উপচক্রমে॥ রভ রাভস্যে। লিটি "অত একহল্মধ্যে" ইতি এত্বাভ্যাসলোপৌ। পূর্ব্বস্বরঃ। নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ তাসাং সর্ব্বাসাং হিংস্যং দর্শয়তি। সা। প্রত্যেকাপেক্ষয়া সমুদায়াপেক্ষয়া বা একবচনম্। সা সর্ব্বা যাতুধানী তোকম্। অপত্যনামৈতৎ। স্বকীয়ম্ অপত্যম্ অস্মচ্ছত্রুসম্বন্ধি বা অত্তু ভক্ষয়তু॥ অদ ভক্ষণে॥ (১কা—৫অ—৭সূ—৩ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——০§ • §০——

এ মন্ত্রটীও সরল প্রার্থনা-ব্যঞ্জক এবং বিশেষভাবে শত্রুনাশের কামনা-মূলক। পূর্ব্ব মন্ত্রদ্বয়ে সাধারণভাবে শত্রুনাশের প্রার্থনা আছে। এই মন্ত্রে এবং ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রে বিশেষভাবে শত্রুনাশের বিষয়ে প্রার্থনা জানান হইয়াছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনই মতান্তর ঘটে নাই। ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। তবে আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে কয়েকটী পদের প্রতিবাক্যে আমরা ভাষ্যাতিরিক্ত অপর অর্থও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রথম 'শপনেন' পদ। ঐ পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'আক্রোশেন, নাশহেতুভূতেন পরুষ-বচনেন;' আমরা তদতিরিক্ত 'বিনাশহেতুভূতেন আয়ুধেন, যদ্বা—সদ্ভাবহরণেন' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। মানুষের হৃদয়ে-সঞ্জাত সদ্ভাব-সমূহ নষ্ট হইলেই মানুষ জীবন্মৃত হইয়া পড়ে। পাপী যে, তাহার জীবনই তো বৃথা। 'মূরং' পদে আমরা ভাষ্যানুমোদিত অর্থই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি। ভাষ্যের অর্থেই মন্ত্রের ভাব অতি সুন্দর পরিবক্ষিত হইয়াছে। সকল দুষ্কৃতের মূল—সেই অজ্ঞানতা হইতেই হিংসা-ক্রোধ লোভ মায়া মোহ কামনা বাসনা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়া থাকে। এ পক্ষে 'অঘং' পদের 'অজ্ঞানরূপং পাপং' অর্থ বেশ সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'রসস্য' পদের আমরা 'স্নেহরূপস্য সদ্ভাবস্য', 'হৃদ্গতস্য শুদ্ধসত্বস্য' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। হিংসা-প্রলোভনাদির প্রভাবে মনে নিত্য নূতন কামনার উদয়ে, মানুষের জন্মসহজাত সদ্ভাবরাশি নষ্ট হইয়া যায়। কামনার অপরিপূরণে ক্রোধাদির উৎপত্তি ঘটে, এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ হিতাহিত বিবেকাভাব ও পরে বুদ্ধিনাশ হইয়া মানুষ মৃততুল্য হয়। তখন হৃদয়ে আর সদ্ভাবের লেশমাত্র থাকে না; তখন অজ্ঞান-সহচর রিপুসমূহ হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসে। সেই জন্য, অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন কামক্রোধাদিকে 'অজ্ঞানতার' অপত্য বলা হইয়াছে। মন্ত্রের 'সা' পদ একবচনে প্রযুক্ত। কিন্তু তাহাতে বহুবচন বুঝাইতেছে। তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারের যুক্তি—'প্রত্যেকাপেক্ষয়া সমুদায়াপেক্ষয়া বা একবচনং।' সে পক্ষে

আমরাও ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি। মন্ত্রের শেষ অংশে, 'তোকমস্তু সা' অংশে, পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞানোৎপন্ন সর্ব্ববিধ শত্রু-নাশের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। মূল যদি উচ্ছিন্ন হয়, শাখা-প্রশাখা কতক্ষণ জীবিত থাকে? যে শত্রু সকল দুষ্কৃতের মূল, যে শত্রু সংসারের সকল প্রকার বন্ধনের হেতুভূত. সেই শত্রুকেই যদি বিনাশ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর ভাবনা কিসের? তখন, সকল অন্ধকার টুটিয়া যায়, তখন জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে হৃদয়-ক্ষেত্র দেবতার আসনে পরিণত হয়। তখন আর সদ্ভাব-হারক শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতে হয় না। তখন আর হৃদয়ে সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বভাবেরও অপচয় ঘটে না। তখন সদ্ভাবে সৎস্বরূপকেই টানিয়া আনে; তখন হৃদয়ে সৎস্বরূপের অধিষ্ঠান হয়; তখন সংসারের সকল বন্ধন টুটিয়া যায়; তখনই পরাগতি মুক্তি অধিগত হইয়া আসে। রূপকে রাক্ষস-নাশের প্রার্থনায় মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। (১কা—৫অ—৭সূ—৩ম)॥

—•—

চতুর্থো মন্ত্রঃ॥

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। পঞ্চমোঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

পুত্রমত্তু যাতুধানীঃ স্বসারমুত নপ্ত্যম্।

অধা মিথো বিকেশ্যো ৩ বি ঘ্নতাং যাতুধান্যো

৩ বি তৃহ্যন্তামরাষ্যঃ॥ ৪॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

পুত্রম্। অত্তু। যাতুঽধানীঃ। স্বসারম্। উত। নপ্ত্যম্।

অধ। মিথঃ। বিঽকেশ্যঃ। বি। ঘ্নতাম্। যাতুঽধান্যঃ।

বি। তৃহ্যন্তাম্। বি। অরায্যঃ॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ভবানুগ্রহেণ 'যাতুধানীঃ' (যাতুধান্যঃ, রাক্ষস্যঃ, অজ্ঞানতাসহচারিণ্যঃ অসদ্বৃত্তয়ঃ) 'পুত্রং' (তাসাং আত্মজং, অস্মচ্ছত্রুং কামাদিকং রিপুং) 'অত্তু' (ভক্ষয়তু, নাশয়তু) তথা 'স্বসারং' (তাসাং ভগিনীং, তৎসহজাতং অপকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) অত্ত্বিতি শেষঃ; 'উত' (অপিচ) 'নপ্ত্যং' (তাসাং পৌত্রং, কামাদেরুৎপন্নং বিবিধ পাপসম্বন্ধং) অত্ত্বিতি শেষঃ; 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং' ইতি নীতিক্রমেণ শত্রুনা শত্রবো নাশপ্রাপ্তো ভবন্তু ইতি ভাবঃ; 'অধা' (অথঃ, এবম্বিধ-প্রকারেণ শত্রুনা শত্রুনাশানন্তরং) 'যাতুধান্যঃ' (তাঃ অসদ্বৃত্তয়ঃ) 'মিথ' (পরস্পরং—দ্বন্দ্বকলহেন ইতি যাবৎ) 'বিকেশ্যঃ' (বিচ্ছিন্নকেশাঃ বিচ্ছিন্নাঃ বা সত্যঃ) 'বি ঘ্নতাম্' (পরস্পরতাড়নেন ম্রিয়ন্তাম্); অতঃ 'অরায্যঃ' (সৎকর্ম্ম-নিরোধিকাঃ পাপপ্রবৃত্তয়ঃ) 'বি গৃহ্যন্তাম্' (বিশেষেণ পরস্পরং হিংস্যন্তাম্)। অয়ং ভাবঃ—'বিষধরঃ সর্পো যথা পরস্পরং দংশয়িত্বা পঞ্চত্বং প্রাপ্নোতি, তদ্বৎ অস্মাকং অসদ্বৃত্তয়ঃ পরস্পরং শত্রুতাচরণেন নিহতা ভবন্তু—ইত্যেবং প্রার্থনা।' (১কা—৫অ—৭সূ—৪ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার কৃপায় রাক্ষসীগণ অর্থাৎ অজ্ঞানতাসহচারিণী সকল অসদ্বৃত্তি, তাহাদিগের অত্মজকে অর্থাৎ আমাদিগের শত্রু কামাদি-রিপুকে ভক্ষণ করুক অর্থাৎ বিনাশ করুক; এবং তাহাদিগের ভগিনীকে অর্থাৎ তৎসহজাত অপকর্ম্মকে ভক্ষণ করুক অর্থাৎ বিনাশ করুক; আরও, তাহাদিগের পৌত্রকে অর্থাৎ কামাদি হইতে উৎপন্ন বিবিধ পাপ-সম্বন্ধকে ভক্ষণ করুক অর্থাৎ বিনাশ করুক; (ভাব এই যে,—কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টক উৎপাটিত হয়, তদ্রূপ শত্রুর দ্বারাই শত্রুগণ নাশপ্রাপ্ত হউক); এই প্রকারে শত্রুর দ্বারা শত্রুবংশ-নাশানন্তর সেই অসদ্বৃত্তি-সমূহ, পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহের দ্বারা বিচ্ছিন্ন-কেশা (ছিন্নভিন্ন) হইয়া, পরস্পরতাড়নার দ্বারা নিহত হউক; এই প্রকারে সৎকর্ম্মনিরোধিকা পাপপ্রবৃত্তিসমূহ বিশেষ-রূপে পরস্পরকে হিংসা করুক। (ভাব এই যে,—'বিষধর সর্প যেমন পরস্পরকে দংশন করিয়া উভয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, আমাদিগের অসদ্বৃত্তিসমূহ সেইরূপ পরস্পরের শত্রুতা-চরণে পরস্পর নিহত হউক—এই প্রার্থনা।')॥ (১কা—৫অ—৭সূ—৪ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণচার্য্য-কৃতং)।

সপুত্রবান্ধবানাং যাতুধানীনাং নাশম্ আহ। যাতুধানী কাচন উদীরিতলক্ষণা রাক্ষসী পুত্রম্ স্বকীয়মেব তনয়ং অত্তু ভক্ষয়তু॥ তথা স্বসারম্ ভগিনীম্। অত্তু ইত্যনুষঙ্গঃ॥

সুপূর্ব্বাদ্ অসু ক্ষেপণে ইত্যস্মাৎ সাবলেশ্ম'ন্ (উ° ২।৯৫) ইতি ঔণাদিকঃ শ্নন্ প্রত্যয়ঃ। "শ্নন্নেভ্যঃ" ইতি প্রাপ্তস্য ঙীপো "ন ষটস্বাস্রদিভ্যঃ" ইতি প্রতিষেধঃ। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্" ইত্যাদ্যুদাত্তত্বম্॥ উত অপি চ নপ্ত্যম্ নপ্ত্রীং পৌত্রস্য অপত্যরূপাং সন্ততিম্ অত্তু॥ নপ্তৃশব্দাৎ "শ্নন্নেভ্যঃ" ইতি ঙীপ্। দ্বিতীয়ৈকবচনে "বা ছন্দসি" ইতি পূর্ব্বরূপস্য বিকল্পিতত্বাদ্ যণাদেশঃ। রেফলোপশ্ছান্দসঃ॥ অথ (অধা) স্বস্বপুত্রাদিহননানন্তরং যাতুধান্যঃ রাক্ষস্যঃ বিকেশ্যঃ পরস্পরতাড়নেন বিকীর্ণাঃ কেশা যাসাং তাস্তথোক্তাঃ॥ "স্বাঙ্গাচ্চোপসর্জনাদ্ অসংযোগোপধাৎ" ইতি ঙীষ্॥ তথাভূতাঃ সত্যঃ মিথঃ পরস্পরং বি ঘ্নতাম্ বিশেষণ ঘ্নন্তু। পরস্পরতাড়নেন ম্রিয়ন্তাং ইত্যর্থঃ॥ হন হিংসাগত্যোঃ। লোটি বহুবচনে অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। "গমহন" ইত্যুপধালোপঃ। "হো হন্তের্ঞ্নিন্নেষু" ইতি কুত্বম্॥ তথা অরায্যঃ অদায়িন্যঃ॥ রা দানে। অস্মাদ্ ভাবে ঘঞ্। "আতো যুক্ চিণ্কৃতোঃ" ইতি যুক্। ততো নঞা বহুব্রীহিঃ। "পুংযোগাদ্ আখ্যায়াম্" ইতি ঙীষ্॥ দানপ্রতিবন্ধিকাঃ পিশাচ্যশ্চ মিথো বি তৃহ্যন্তাম্। বিবিধং হিংস্যন্তাম্॥ তৃহ হিংসি হিংসায়াং। কর্ম্মণি লোট্॥ (১কা-৫অ—৭সূ—৪ম)॥

সপ্তমং সূক্তং॥ ইতি সায়ণাচার্য্যবিরচিতে অথর্ব্বসংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রটী একটু জটিলতাপূর্ণ। 'পুত্র স্বসা পৌত্র' প্রভৃতি যে কয়েকটী পদ মন্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহাতেই সেই জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যমতে, এই মন্ত্রে সপুত্রবান্ধব রাক্ষগণের বিনাশের বিষয় উক্ত হইয়াছে। রাক্ষসগণ যজ্ঞ নষ্ট করিত; সেই জন্য, যজ্ঞরক্ষার্থ রাক্ষসগণের বিনাশের প্রার্থনা অগ্নিকে জানান হইয়াছে।

এ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় স্থূলতঃ যদিও ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই; কিন্তু মন্ত্রের মর্ম্মার্থ-গ্রহণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতপার্থক্য দৃষ্ট হইবে। আমাদের প্রকাশিত ব্যাখ্যায় আমরা কোন্ শব্দের কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা অনুধাবন করিলেই সকল ভাব উপলব্ধ হইবে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রথমে প্রদা করিতেছি। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ এই,—'পুত্রবান্ধব সহিত রাক্ষসনাশের বিষ কথিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্তলক্ষণযুক্তা রাক্ষসীরা তাহাদিগের পুত্রকে ভক্ষণ করুক তাহাদিগের ভগিনীকে ভক্ষণ করুক, এবং তাহাদিগের পৌত্রকে ভক্ষণ করুক। পুত্র, ভগ্নী ও পৌত্রাদি ভক্ষণানন্তর, তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন-কেশা হইয়া পরস্পরকে পরস্পর বিতাড়ন পূর্ব্বক সংহার করুক। দানপ্রতিবন্ধক পিশাচীগণ পরস্পরকে হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হউক

এক্ষণে, মন্ত্রে আমরা যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহার বিশ্লেষণ করিতেছি। মন্ত্রের সকলগুলি পদই জটিলতা-পূর্ণ। ভাষ্যকার ঐ সকল পদে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসীর বিষয় পরিকল্পনা করিয়াছেন। সেই সকল রাক্ষসী, সপুত্রবান্ধবগণকে ভক্ষণ করুক, পরস্পর পরস্পরকে তাড়ন করিয়া নিহত হউক,—সাধারণভাবে মন্ত্রে এইরূপ অর্থ উপলব্ধ হয়। আমাদিগের ব্যাখ্যায়ও সেই ভাবই উপলব্ধ হইবে। তবে পার্থক্য এই যে, প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে, আমাদিগের ব্যাখ্যা ভাব-পক্ষে একটু স্বতন্ত্র পথ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমাদিগের ব্যাখ্যানুসারে, অন্তর্যজ্ঞের বিঘ্ন-উৎপাদনকারী অন্তঃশত্রুর প্রতিই লক্ষ্য পড়িতেছে। হৃদয়ে মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে; ভক্ত সাধক সে যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইতেছেন; আর অমনি রজোরূপী অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি আসিয়া যে যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দিতেছে। সাধক তাই ব্যাকুল-চিত্তে সেই সকল শত্রু-নাশের প্রার্থনা জানাইতেছেন; কহিতেছেন,—'দেব! এমনই করুন, যাহাতে শত্রুরা আপনা-আপনিই বিনষ্ট হয়; যাহাতে তাহারা আপন-আপন সন্তানসন্ততিকে ভক্ষণ করিয়া, আপনার বংশের মূল আপনিই উন্মূলিত করে।' প্রার্থনার মর্ম্ম এই,—'অজ্ঞানতাই প্রধান শত্রু; অসদ্বৃত্তি-সমূহ তাহার সহচর। কামাদি অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তাহার পুত্রস্থানীয়। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতা বিদূরিত হইলে, তৎসহচর অসদ্বৃত্তি এবং তদুৎপন্ন কাম-ক্রোধাদি বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অজ্ঞানতাই তখন তাহাদিগকে ভক্ষণ করে।' এইরূপ ক্রম-পর্য্যায়ে হৃদয়ের অসদ্বৃত্তিসমূহের একটী নষ্ট হইলে তদুৎপন্ন অপর বৃত্তি-সমূহ নষ্ট হইয়া যায়। ইহা হইতেই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণের ভাব আসে। কণ্টক দ্বারা যেমন কণ্টক উৎপাটিত হয়, সেইরূপ শত্রু দ্বারাই শত্রুরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিশ্লেষণে পূর্ব্বোক্ত ভাব পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইতেছি। মন্ত্রের একটী পদ—'যাতুধানী'। স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত ঐ পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যকার "কাচন উদীরিতলক্ষণা রাক্ষসী" অর্থ করিয়াছেন। আমরাও সেই ভাবই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি। তবে আমাদিগের পরিদৃষ্ট রাক্ষসী—সাধারণ রাক্ষসী নহে। যে রাক্ষসী হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া মানুষকে অহরহ বিভ্রমগ্রস্ত ও বিপথে পরিচালিত করিতেছে, আমরা 'যাতু-ধানী' পদে সেই রাক্ষসীকেই লক্ষ্য করিয়াছি। অজ্ঞানতা-সহচর অসদ্বৃত্তির তুল্য বিঘ্নোৎ-পাদনকারী যজ্ঞনাশতৎপর রাক্ষসী আর কি থাকিতে পারে? লৌকিক জগতে সাধারণ রাক্ষসী যেমন যজ্ঞনাশ করিয়া যজ্ঞকারীর অভীষ্ট-পূরণে বাধা জন্মায়, তেমনই হৃদয়-রাজ্যে অসদ্বৃত্তি-সমূহ হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, হৃদয়ের সদ্ভাব-সদ্বৃত্তি-সমূহ নষ্ট করিয়া, সাধকের অভীষ্ট-পূরণে—ভববন্ধন-ছেদনে—বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে। 'যাতুধানী' পদে হৃদয়ের সেই অসদ্বৃত্তিকেই বুঝাইতেছে। যাতুধানীর পুত্র অর্থে, অসদ্বৃত্তি হইতে উৎপন্ন কামক্রোধাদি রিপুশত্রুকে বুঝাইতেছে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে,—কামাদি হইতেই হৃদয়ে নানা অসদ্বৃত্তির উদয় হয়; অসদ্বৃত্তি-সমূহই কামাদি রিপুর সন্ততি-স্থানীয়। কিন্তু এখানে অসদ্বৃত্তির সন্ততি-রূপে কামাদিকে অভিহিত করা হইতেছে কেন? তাহার উত্তর—'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'—আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। কামাদিও এক হিসাবে অসদ্বৃত্তি। সুতরাং অসদ্বৃত্তি হইতে কামাদির উৎপত্তি-বিষয়ের ভাবও অসঙ্গত নহে। বৃক্ষ বা বীজ—

আদি কে, এ তত্ত্ব যেমন সহসা নিরূপিত হইবার নহে; অসদ্বৃত্তির ও কামাদি রিপুর সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে।

যে বস্তু প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য, সেই বস্তু পাইবার যে আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে উদয় হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা হইতে লোভের ও পরে ক্রোধের উদয় হয়। পরিশেষে তাহা হইতে নানা অনর্থের সূত্রপাত হইয়া থাকে—নানা অপকর্ম্ম করিতে তখন আর কুণ্ঠাবোধ হয় না। অজ্ঞানতা-সহচারী অসদ্বৃত্তিসমূহ হৃদয়ে উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সকল অপকর্ম্ম-সাধনের কুপ্রবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া থাকে; সেইজন্যই 'স্বসারং' পদে 'কামাদিরিপুসহজাতং অপকর্ম্ম' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। সংসার-বন্ধন—মায়ামোহাদি, মানুষের গতাগতির পথ প্রশস্ত করিয়া তুলে। পুত্রস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগ—সকলই বন্ধনের মূলীভূত। পূর্ণ বিশুদ্ধ-জ্ঞানের অভাবেই—সে অনুরাগ উদ্ভব হইয়া থাকে। হৃদয়ে যখন দিব্য জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়, তখন মায়া-মোহের কুহক কাটিয়া যায়;—তখন, মায়া-মোহাদি-সংসার-প্রীতিমূলক যে অজ্ঞানতা-সহচরী অসৎবৃত্তিসমূহ মানুষকে বিপথে পরিচালিত করিয়া তাহার ভববন্ধন দৃঢ় করিয়া তুলে, তাহা অপসারিত হয়। ফলতঃ, কামাদি রিপুই সেই সকল স্নেহ-প্রীতির হেতুভূত, মায়া-মোহাদিই সেই সকল বন্ধনের মূল কারণ। স্বজন-প্রীতি, আমি, আমিত্ব—তাহা হইতেই উদ্ভব হয়। সেই সকলই পাপসম্বন্ধ। সেই সকলই অজ্ঞানতাসহচারী অসদ্বৃত্তি-সমূহের 'পৌত্র'-স্থানীয়। সাধারণভাবে, লৌকিক হিসাবে, পুত্রপৌত্রাদি বংশের স্থায়িত্ব সূচনা করে। বিবিধ-পাপসম্বন্ধ—সংসার-প্রীতিও সেইরূপ, অসদ্বৃত্তি-সমূহের বিদ্যমানতার স্থায়ী নিদর্শন।

এক্ষণে দেখা যাউক, মন্ত্রান্তর্গত 'পুত্রং' 'স্বসারং' 'নপ্ত্যং' প্রভৃতি 'যাতুধানীঃ' পদের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। 'যাতুধানীঃ' পদে অজ্ঞানতাসহচারিণী অসদ্বৃত্তি; 'পুত্রং' পদে অসদ্বৃত্তি হইতে হইতে উৎপন্ন কামক্রোধাদি; 'স্বসারং' পদে অসদ্বৃত্তি-সহজাত অপকর্ম্মসমূহ; এবং 'নপ্ত্যং' পদে কামক্রোধাদি হইতে যে পাপ-সম্বন্ধের উদ্ভব হয়, তাহাকেই বুঝাইতেছে। এ সকলই সংসার-বন্ধনের হেতুভূত;—এ সকলই মানুষের পরম শত্রু। ভগবদ্ভক্ত সাধক, ভগবানে আত্মলীন হইবার প্রয়াসী হইয়া, এই সকলের বিনাশের প্রার্থনাই করিয়া থাকেন। অন্তঃশত্রু নাশ হইলেই বহিঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।' মন নির্ম্মল হইলে, সকল ভূতে সমদর্শন-সামর্থ্য জন্মিলে, তখন আর শত্রুমিত্র আত্মপর ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না; তখন সকলই এক—সকলেই সমান স্নেহপ্রীতির সামগ্রী। সেই ভাব প্রকটন জন্যই মন্ত্রে আন্তর বাহ্য সকল শত্রু-নাশের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। একের নাশে অপরের বিনাশের ভাব—সেই হইতেই প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

মন্ত্রের 'অরায্যঃ' পদে ভাষ্যকার 'দানপ্রতিবন্ধিকাঃ পিশাচ্যঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের অর্থও তদনুসারী হইয়াছে। তবে ভাষ্যকারের অর্থে সাধারণ রাক্ষস-পিশাচাদির প্রতি লক্ষ্য পড়ে। কিন্তু ঐ পদে আমরা আন্তর শত্রুর বিষয়ই উপলব্ধি করি। সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ পদের 'সৎকর্ম্ম-নিরোধিকা পাপপ্রবৃত্তয়ঃ' অর্থ আমনন

করিয়াছি। দানাদি সৎকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। সদ্বৃত্তির উন্মেষে হৃদয়ে সৎকর্ম্ম-সাধনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অসৎপ্রবৃত্তি-সমূহ সে আকাঙ্ক্ষায় বিঘ্ন উৎপাদন করে। হৃদয়ে যদি সৎকর্ম্ম-সাধনের আকাঙ্ক্ষাই না জন্মিল, তাহা হইলে সৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে কিরূপে? রক্ষঃ-পিশাচাদি যেমন বহির্যাজ্ঞিকের যাগ-যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করে; সেইরূপ অন্তরস্থ রক্ষঃ-পিশাচ-সমূহ—অসৎ-প্রবৃত্তিরাজি—অন্তর্যাজ্ঞিকের সৎকর্ম্ম-সাধন-প্রবৃত্তি-উন্মেষের অন্তরায় হয়। পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি রক্ষায় মন্ত্রে এইরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবই অধ্যাহৃত হয়। বহির্যাজ্ঞিক যিনি, মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি তাঁহার অনুষ্ঠানের অনুরূপই হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে আমাদের মতান্তরের কোনই কারণ নাই। কিন্তু অন্তর্যাজ্ঞিকের নিকট মন্ত্র যে উচ্চ ভাব লইয়া প্রতিভাত হয়, আমরা এস্থলে তাহাই ব্যক্ত করিলাম। সুধিগণ আমাদিগের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিবেন। মন্ত্রে যে উচ্চ প্রার্থনার ভাব পরিব্যক্ত, তাহা এই,—'কণ্টকের দ্বারা কণ্টক যেমন উৎপাটিত হয়, সর্প-দংশনে সর্প যেরূপ পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে; হৃদয়ের অন্তঃশত্রু-সমূহও সেইরূপ পরস্পর পরস্পরকে তাড়না করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হউক। অর্থাৎ, জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা দূরে যাউক এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎসহচর, তৎসহজাত ও তদুৎপন্ন অসদ্বৃত্তি, কামাদিরিপু, অপকর্ম্ম-সাধন-প্রবৃত্তি এবং তৎসমুদায় হইতে সঞ্জাত বিবিধ পাপ-সম্বন্ধ বিনাশ প্রাপ্ত হউক।' আমরা মনে করি, মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট। (১কা—৬অ—১সূ—৪ম)॥

—•—

ষষ্ঠানুবাকে প্রথমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

ষষ্ঠেঽনুবাকে সপ্ত সূক্তানি। তত্র "অভীবর্ত্তেন" ইতি প্রথমং সূক্তং। অস্য আদ্যাভিশ্চতসৃভির্ঋগ্ভিঃ শত্রুমর্দিতরাষ্ট্রাভিবৃদ্ধয়ে রথচক্রনেমিমণিং সূত্রোক্তলক্ষণং কৃত্বা সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য "উদসৌ সূর্য্যঃ" (১।২৯।৫।৬) ইতি উত্তমাভ্যাং বধ্নীয়াৎ। তথা চ কৌশিকঃ। "অভীবর্ত্তেনেতি রথনেমিমণিং অয়ঃসীসলোহরজততাম্রবেষ্টিতং হেমনাভিং বালিতং বধ্নাতি সূত্রোতং বর্হিষি কৃত্বা সম্পাতবন্তং প্রত্যৃচং অমীবর্ত্তোত্তমাভ্যাং আচ্‌ততি" ইতি (কৌ॰ ২।৭)॥

"মাহেন্দ্রীং রাজ্যকামস্য অদ্ভুতোৎপত্তিবিকারেষু চ" ইতি (ন॰ ক॰ ১৭) বিহিতায়াং মাহেন্দ্র্যাং মহাশান্তৌ রথনেমিমণিবন্ধনে এতৎ সূক্তং। তথা চ নক্ষত্রকল্পে। "অভী-বর্ত্তেনেতি রথনেমিমণিং মাহেন্দ্র্যাং" ইতি (ন॰ ক॰ ১৯)॥

—•—

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ)।

অভীবর্ত্তেন মণিনা যেনেন্দ্রো অভিবাবৃধে।

তেনাস্মান্ ব্রহ্মণস্পতেভি রাষ্ট্রায় বর্ধয় ॥ ১ ॥

পদ-পাঠঃ।

অভিঽবর্ত্তেন। মণিনা। যেন। ইন্দ্রঃ। অভিঽববৃধে।

তেন। অস্মান্। ব্রহ্মণঃ। পতে। অভি। রাষ্ট্রায়। বর্ধয় ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অভিবর্ত্তেন' (চক্রসন্নিবেষ্টিতেন, যদ্বা—জ্ঞানভক্তি-পরিচালিতেন) 'যেন' (সমৃদ্ধি-সাধনত্বেন প্রসিদ্ধেন) 'মণিনা' (ঐশ্বর্য্যোপেতেন অপ্রতিহতগতিশীলেন রথেন, সৎকর্ম্ম-রূপযানেন, যদ্বা—সৎকর্ম্মণা) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'অভিবাবৃধে' (সর্ব্বতঃ-প্রবৃদ্ধোঽভূৎ, যদ্বা—ভগবতঃ মহিমা প্রকটো ভবতি); উপমায়াং ভাবঃ—সুপরিচালিতো রথঃ অপ্রতিহতগতিত্বেন যথা জনান্ গন্তব্যং প্রাপয়তি, জ্ঞানভক্তিপরিচালিতেন সৎকর্ম্মণা তথা নরা ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি, অপিচ তেন কর্ম্মণা ভগবতঃ মহিমানং জ্ঞাতুং সমর্থা ভবন্তি। 'ব্রহ্মণস্পতে' (হে প্রজ্ঞানাধার দেব !) 'তেন' (পূর্ব্বোক্তৈশ্বর্য্যোপেতেন যানেন, যদ্বা—জ্ঞানভক্তিপরিচালিতেন সৎকর্ম্মণা) 'অস্মান্' (মোক্ষপ্রাপ্তুমিচ্ছন্তো জনান্) 'রাষ্ট্রায়' (হৃদ্‌রাজ্যাভিবৃদ্ধ্যর্থং) 'অভি বর্ধয়' (সমৃদ্ধান্ কুরু ইত্যর্থঃ—সত্ত্বভাবাদিভিরিতি যাবৎ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনা—'হে প্রজ্ঞানাধার দেব ! যেন বয়ং জ্ঞানভক্তিপরিচালিতেন সৎকর্ম্মণা হৃদি সত্ত্বাবাদিকং সঞ্চয়ামঃ, অপিচ জ্ঞানেন ভক্ত্যা সত্ত্বভাবাদিনা সৎকর্ম্মণা চ যথা ভগবন্তং প্রাপ্নুম তস্য মহিমানঞ্চ জানীম, তথা কুরু।' ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১কা—৬অ—১সূ—১ম) ॥

বঙ্গানুবাদ।

চক্রসন্নিবিষ্ট অথবা জ্ঞানভক্তি-পরিচালিত, সমৃদ্ধিসাধন-হেতু প্রসিদ্ধ, ঐশ্বর্য্যোপেত অপ্রতিহত-গমনশীল রথের দ্বারা অথবা সৎকর্ম্ম-রূপ যানের

দ্বারা (অর্থাৎ সৎকর্ম্মের দ্বারা) ভগবান্ সর্ব্বত্র প্রবৃদ্ধ হয়েন (অর্থাৎ সর্ব্বত্র তাঁহার মহিমা প্রকটিত হয়); (উপমার ভাব এই যে,—সুপরিচালিত রথ যেমন অপ্রতিহত-গতি-নিবন্ধন মানুষকে গন্তব্য-স্থান প্রাপ্ত করায়, জ্ঞানভক্তি-পরিচালিত সৎকর্ম্ম দ্বারা মানুষ সেইরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়; অপিচ, সেই সৎকর্ম্মপ্রভাবেই ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে)। হে প্রজ্ঞানাধার দেব! পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্যোপেত যানের সাহায্যে অথবা জ্ঞানভক্তিসমন্বিত সৎকর্ম্মের দ্বারা আমাদিগকে (মোক্ষপ্রাপ্তেচ্ছু জনকে) হৃদয়রাজ্যের ঔৎকর্ষ-সাধন-জন্য সত্ত্বভাবাদি দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা—'হে প্রজ্ঞানাধার ভগবন্! জ্ঞানভক্তি-পরিচালিত সৎকর্ম্মসাহায্যে যাহাতে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিতে সমর্থ হই, অপিচ জ্ঞানভক্তি সদ্ভাব ও সৎকর্ম্ম দ্বারা যাহাতে আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত হই এবং তাঁহার মহিমা অবগত হইতে পারি, আপনি তাহার বিধান করুন।')॥ (১কা—৬অ—৭সূ—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং। (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

যেন সমৃদ্ধিসাধনত্বেন প্রসিদ্ধেন অভীবর্ত্তেন। অভিতো বর্ত্ততে চক্রং অনেনেতি অভীবর্ত্তো নেমিঃ॥ বৃতু বর্ত্তনে। অস্মাৎ "অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং" ইতি করণে ঘঞ্। "উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলং" ইতি দীর্ঘঃ॥ "থাথঘঞ্ক্তাজবিত্রকাণাং" ইতি উত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ অত্র কার্য্যে কারণশব্দঃ। চক্রনেমিনির্ম্মিতো মণিঃ। যদ্বা অভিতঃ সর্ব্বতঃ পররাষ্ট্রাদৌ অপ্রতিহতগতির্ব্বর্ত্ততে অনেন পুরুষ ইতি অভীবর্ত্তো মণিঃ। তেন (যেন) মণিনা ধৃতেন ইন্দ্রঃ দেবানাং অধিপতির্দ্দেবঃ অভিবাবৃধে অভিতঃ সর্ব্বতঃ প্রবৃদ্ধোঽভূৎ। পরমৈশ্বর্য্যোপেতস্ত্রিলোকীপতির্ব্বভূবেত্যর্থঃ॥ বৃধু বৃদ্ধৌ। অস্মাৎ লিটি "তুজাদিনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্য" ইত্যভ্যাসস্য দীর্ঘঃ। প্রত্যয়স্বরেণ অন্তোদাত্তত্বং। "যদ্বৃত্তান্নিত্যং" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ (হে) ব্রহ্মণস্পতে বেদরাশেরধিপতে॥ "ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র" ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। "সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে" ইতি ষষ্ঠ্যন্তস্য পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্য "আমন্ত্রিতস্য চ" ইতি আষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং॥ এতৎসংজ্ঞক দেব তেন প্রাগুদীরিতমহিমোপেতেন মণিনা অস্মান্ শত্রুভিঃ পীড়িতান্ রাষ্ট্রায়॥ তাদর্থ্যে চতুর্থী॥ স্বরাষ্ট্রাভিবৃদ্ধ্যর্থং অভি বর্দ্ধয় করিতুরগধনাদিভিঃ সমৃদ্ধান্ কুরু। ত্বৎপ্রসাদাৎ সমৃদ্ধৈরস্মাভী রক্ষিতং রাষ্ট্রং শত্রুভয়রহিতং যথা অভিবৃদ্ধং ভবতি তথা কুরু ইত্যর্থঃ॥ ১॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§:•○•:§—

এই সূক্ত হইতে নূতন একটী (ষষ্ঠ) অনুবাক্ আরম্ভ হইয়াছে। এই নূতন অনুবাকে নূতন সূক্তের নূতন মন্ত্রে এক নূতন প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। এই সূক্তটী ষষ্ঠ অনুবাকের প্রথম সূক্ত। সূক্তানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—শত্রুমর্দ্দিত রাজ্যের অভিবৃদ্ধির জন্য, মাহেন্দ্রী নামক মহাশান্তির কার্য্যে-রথনেমি-মণিবন্ধনে এই সূক্ত বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে, মণিবন্ধন সংক্রান্ত যে উপদেশ আছে, তাহা এই,—সূত্রোক্তলক্ষণানুসারে রথচক্র-নেমিমণিকে সংপাতিত ও মন্ত্রপূত করিয়া 'উদসৌ সূর্য্যঃ' (কৌ• ১।২৯।৪।৬) ইত্যাদি মন্ত্রে শরীরের উত্তম স্থানে বন্ধন করিবে। সে রথনেমিমণি কি সামগ্রী, তদ্বিষয়ে উক্ত হইয়াছে; যথা—অয়স্কান্ত, লৌহ, সীসক, রজত ও তাম্র পরিবেষ্টিত স্বর্ণ, কুশোপরি স্থাপন করিয়া 'অভিবর্ত্তেন' প্রভৃতি মন্ত্র-চতুষ্টয়ে পরিশোধিত করিতে হয়। পরে সূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া সেই মণি শরীরের উত্তম স্থানে ধারণ করিবার বিধি আছে। (কৌ• ২।৭)।

মন্ত্রটি বড়ই জটিলতা-পূর্ণ। মন্ত্রের 'অভিবর্ত্তেন' এবং 'মণিনা' পদদ্বয়েই সে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'সমৃদ্ধিসাধক যে প্রসিদ্ধ অপ্রতিহতগমনশীল চক্রনেমিনির্ম্মিত মণি দ্বারা ধৃত হইয়া দেবগণের অধিপতি ইন্দ্রদেব সর্ব্বত্র প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যোপেত ত্রিলোকপতি হইয়াছিলেন; হে ব্রহ্মণস্পতি দেব! সেই পূর্ব্বোক্ত মহিমোপেত মণি দ্বারা, আমাদিগের শত্রুপীড়িত রাজ্যের অভিবৃদ্ধির জন্য, করি তুরগ ও ধনাদি দ্বারা আমাদিগকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করুন; অর্থাৎ, আপনার প্রসাদে সমৃদ্ধিশালী আমাদের রক্ষিত রাজ্য যাহাতে শত্রুভয়রহিত হইয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহা করুন।' এখানে রাজ্যভ্রষ্ট রাজার বা জমীদারী হইতে বঞ্চিত জমীদারের রাজ্য বা জমিদারী প্রাপ্তির প্রার্থনার বিষয় সূচিত হইয়াছে, মনে করিতে পারি। তদ্ভিন্ন, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় অন্য কোনও উচ্চভাব উপলব্ধ হয় বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না; সূক্তানুক্রমণিকার প্রয়োগবিধি-দৃষ্টেও তদধিক কোনও ভাব উপলব্ধ হয় না।

আমাদিগের ব্যাখ্যা মূলতঃ যদিও ভাষ্যকারের ব্যাখ্যারই অনুসারী হইয়াছে; কিন্তু ভাবের অভিব্যক্তি-বিষয়ে আমাদিগের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র পথ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমাদিগের প্রকাশিত 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার' ও 'বঙ্গানুবাদের' প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তদ্বিষয় উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের সমস্যামূলক কয়েকটী পদের বিশ্লেষণ করিলেই আমাদিগের পরিগৃহীত ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অভিবর্ত্তেন' ও 'মণিনা' পদদ্বয় বিশেষ সংশয়-মূলক। ভাষ্যকার ঐ দুই পদের মধ্যে 'মণিনা' পদের কোনও অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। তবে তিনি 'অভিবর্ত্তেন' পদের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতেই 'মণিনা' পদের ভাব অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ভাষ্যকারের মতে 'অভিবর্ত্তেন' পদের অর্থ—'অভিতো বর্ত্ততে চক্রং

অনেনেতি অভিবর্ত্তো নেমিঃ'। সুতরাং 'অভিবর্ত্তঃ' পদে নেমি এবং তাহা হইতে তৎ-সংলগ্ন চক্র অর্থ পাওয়া গেল। ঐ 'অভিবর্ত্তেন' পদ 'মণিনা' পদের বিশেষণ-বাচক। তাহাতে 'অভিবর্ত্তেন মণিনা' পদের ভাষ্যকার এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"চক্রনেমি-নির্ম্মিতো মণিঃ। যদ্বা অভিতঃ সর্ব্বতঃ পররাষ্ট্রাদৌ অপ্রতিহতগতির্ব্বর্ত্ততে অনেন ইতি অভিবর্ত্তো মণিঃ তেন।" চক্রনেমি নির্ম্মিত যাহা, তাহাই মণি; অথবা পররাষ্ট্রাদি সর্ব্বত্র যাহার দ্বারা পুরুষের অপ্রতিহতগতি হয়, তাহাই 'অভীবর্ত্তো মণিঃ।' ভাষ্যকার 'যদ্বা' অভিধায়ে যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই ঐ 'মণিনা' পদে রথ বা যান অর্থ অধিকতর প্রস্ফুট হইয়াছে। প্রথম অর্থে তিনি বলিলেন,—'চক্রনেমিনির্ম্মিতো মণিঃ'; দ্বিতীয় অর্থে, 'যদ্বা'-অভিধায়ে, তাহা বিশদ করিয়া কহিলেন,—"অভিতঃ সর্ব্বতঃ পররাষ্ট্রাদৌ অপ্রতিহতগতির্ব্বর্ত্ততে অনেন পুরুষ ইতি অভিবর্ত্তো মণিঃ'; অর্থাৎ পররাষ্ট্রাদি সর্ব্বত্র এতদ্দ্বারা পুরুষের অপ্রতিহত গতি হয় বলিয়া ইহাকে 'অভিবর্ত্ত মণি' কহে। তবেই বুঝা গেল,—কোনও সংবাহনকে বা যানকে ঐ পদে নির্দ্দেশ করিতেছে। এক্ষণে, চক্রনেমি-নির্ম্মিত অথচ সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগমনশীল যে মণি বা সংবাহন, সে মণি কি সামগ্রী? সে মণি, ভাষ্যকারের অর্থ অনুসারে রথ বা যান ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? অভিধানে মণি (মণী) পদের নানা পর্য্যায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে ঐ পদে রথবোধক কোনও শব্দই দৃষ্ট হয় না। নিরুক্তে-গ্রন্থেও যান বা রথবোধক কোনও পর্য্যায় দেখি না। তবে কেন 'মণি' পদে রথ বা যান অর্থ অধ্যাহার করা হয়? ভাষ্যকারই সে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যকার যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে 'মণিঃ' পদে রথ বা যান ভিন্ন অন্য কোনও অর্থই উপলব্ধ করিতে পারা যায় না। তবে 'রথ বা যান' শব্দের পরিবর্ত্তে 'মণি' পদের ব্যবহারের তাৎপর্য্য কি? তাহারও একটু বিশেষত্ব আছে। রত্নের মধ্যে যেমন মণি শ্রেষ্ঠপদবাচী, সেইরূপ রথের মধ্যে যে রথ বা যান শ্রেষ্ঠ, তাহাকেই 'মণি' বলিতে পারা যায়। লৌকিক হিসাবে ইন্দ্রদেবের সংবাহনকারী যান যেমন শ্রেষ্ঠ, আধ্যাত্মিক-হিসাবে সেইরূপ ভগবানের নিকট নয়নসমর্থ যানই শ্রেষ্ঠ-পদবাচ্য। সে যানকে বা রথকে আমরা 'জ্ঞানভক্তিপরিচালিত সৎকর্ম্ম' নামে অভিহিত করিতে পারি। সেই ভাব হইতেই 'অভিবর্ত্তেন মণিনা' পদদ্বয়ের আমরা 'জ্ঞানভক্তিপরিচালিতেন সৎকর্ম্মরূপযানেন' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। রথনেমি চক্র দ্বারা সন্নিবিষ্ট থাকিলে রথ যেমন আরোহীকে দ্রুতবেগে গন্তব্য-স্থানে পৌঁছাইতে পারে, কর্ম্ম-রূপ যান যদি জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ চক্র দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে ভগবৎ-প্রাপ্তি অতি সহজসাধ্য হইয়া আসে। গন্তব্য-স্থানে পৌঁছাইতে হইলে রথনেমিতে যেমন চক্রদ্বয়ের সহায়তা বা সংযোজন আবশ্যক, ভগবানকে পাইতে হইলে কর্ম্মের সহিত তেমনি জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণ একান্ত প্রয়োজন। তাই জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্ম-রূপ যানের চক্রদ্বয়-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়; ভক্তিতে সে জ্ঞান দৃঢ়তা অবলম্বন করে। ভক্তিসংমিশ্রিত জ্ঞান বা জ্ঞান-পরিশুদ্ধ ভক্তি. উভয়ই কর্ম্মকে সৎপথে পরিচালিত করে। তখন ভগবানের মহিমা, ভগবানের ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বত্র প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। সৎকর্ম্মপ্রভাবে, জ্ঞান ও

ভক্তির সংমিশ্রণে, ভগবান্ প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ ভক্ত সাধকের বহুল সৃষ্টিতে ভগবানের মহিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানুষ স্বভাবতঃ মনোবৃত্তির বশীভূত। মনোবৃত্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে, মানুষ সৎপথে বা অসৎপথে প্রধাবিত হয়। কিন্তু জ্ঞান-প্রভাবে যদি সে মনোবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, আর ভক্তি দ্বারা যদি তাহা সদ্ভাবে সম্বন্ধযুত হয়,—তাহা হইলে, মানুষের চিত্তবৃত্তি সতের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তখন তাহার হৃদয়স্থ অসদ্ভাব জ্ঞান ও ভক্তিপ্রভাবে তিরোহিত হয়, এবং মানুষ সৎভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়ে। তখনই সৎস্বরূপে সাযুজ্য-লাভ তাহার সহজলভ্য হয়। তখনই সে তাঁহার মহিমার ও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বিষয় উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে যে বলা হইয়াছে,—'সমৃদ্ধি-সাধক চক্রনেমিনির্ম্মিত মণি দ্বারা ধৃত হইয়া ইন্দ্রদেব সর্ব্বত্র প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন'; আমরা মনে করি, তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—'জ্ঞান ও ভক্তি সংমিশ্রিত সৎকর্ম্ম দ্বারা ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, তাঁহার মহিয়সী মহিমা আপনিই হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া পড়ে। তখনই তাঁহার অনন্তত্বের, তাঁহার অসীমত্বের, তাঁহার মহত্ত্বের, তাঁহার বিশ্বব্যাপকতার, তাঁহার সর্ব্বত্র-বিদ্যমানতার, তাঁহার বিবিধ গুণবিশেষণের বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে। তখনই বুঝিতে পারা যায়, কেন তিনি এক হইয়াও বহু, আবার বহু হইয়াও এক; তখনই বুঝিতে পারা যায়, কেন তিনি নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত, আবার কেন তিনি নামরূপ-সমন্বিত;' তখনই বুঝিতে পারা যায়, কেন তিনি গুণময়, আবার কেন তিনি গুণাতীত। ফলতঃ, জ্ঞানভক্তিসংমিশ্রিত সৎকর্ম্মই ভগবদ্‌প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। মন্ত্রের প্রথম অংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির ভাব এই যে,—'হে প্রজ্ঞানাধার দেব! আমাদিগের হৃদয়-রাজ্যের অভিবৃদ্ধির জন্য আমাদিগকে সেই মণিদ্বারা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন করুন।' এখানে মুমুক্ষু সাধক, জ্ঞানভক্তি-সংমিশ্রত আপনার সৎকর্ম্ম দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাবাদি সঞ্চারের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। শত্রুবিমর্দ্দিত রাজ্য যেমন বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করে; অন্তঃশত্রুর—অজ্ঞানতার এবং তৎসহচর অসৎপ্রবৃত্তি-সমূহের-পীড়নে হৃদয়-রাজ্যও সেইরূপ অসারতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে, সে রাজ্য যেমন ক্রমশঃ সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়; হৃদয়-রাজ্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ। অজ্ঞানতাদি শত্রুসমূহের বিদূরণে হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বভাব ধারণ করিলে, ক্রমশঃ সে হৃদয় উন্নত ও ভগবদভিমুখী হইতে থাকে। সে পক্ষে দেবানুগ্রহই প্রধান সহায়। সেইজন্য প্রজ্ঞানাধার ভগবানের নিকট জ্ঞান-ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা জানান হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'হে দেব! আমাদিগকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করুন; আর, সে সৎকর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা পরিচালিত হউক। ইন্দ্রদেব যে চক্রদ্বয়-বিশিষ্ট মণির সাহায্যে অপ্রতিহত-গতিতে অভীষ্ট-স্থানে গমন করেন; আমরা যেন সেইরূপ জ্ঞানভক্তি-পরিচালিত সৎকর্ম্মের দ্বারা আমাদের অভীষ্ট সেই ভগবানে উপনীত হইতে সমর্থ হই। করিতুরগধনরত্নাদি যেমন রাজ্যের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক, সেইরূপ সেই জ্ঞানভক্তিপরিচালিত সৎকর্ম্মসঞ্জাত সত্ত্বভাবই হৃদয়ের সমৃদ্ধি-সূচক। সে ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিলে, শত্রুভয় আর থাকে না।

তখন ভগবন্মহিমা আপনা-আপনিই প্রকট হইয়া পড়ে। সেই অবস্থাই সাধনার পরিণতি; সেই অবস্থাই সাধকের মুক্তির অবস্থা। ভগবদ্ভক্ত সাধক, তাহারই জন্য প্রার্থনা করেন,—তাহারই জন্য তাঁহার প্রাণ-মন নিয়োজিত। আমাদের মনে হয়, মন্ত্র এই উচ্চ ভাব ধারণ করিয়া আছে। (১কা—৬অ—১সূ—১ম)॥

—— ০ ——

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

অভিবৃত্য সপত্নানভি যা নো অরাতয়ঃ।
অভি পৃতন্যন্তং তিষ্ঠামি যো নো দুরস্যতি॥ ২॥

পদপাঠঃ।

অভিবৃত্য। সঽপত্নান্। অভি। যাঃ। নঃ। অরাতয়।
অভি। পৃতন্যন্তম্। তিষ্ঠ। অভি। যঃ। নঃ। দুরস্যতি॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম জ্ঞানভক্তিবিমিশ্র কর্ম্ম! ত্বং 'সপত্নান্' (অস্মদীয়ান্ জন্মসহজাতান্ অন্তঃশত্রূন্) 'অভিবৃত্য' (অভিভাব্য) নাশয়েতি শেষঃ। 'নঃ' (অস্মাকং) 'যাঃ অরাতয়ঃ' (কর্ম্মণা সঞ্জাতাঃ বহিঃশত্রবঃ) সন্তি, তানপি 'অভি' (অভিমুখং, প্রতিকূলং ভূত্বা) বিনাশয়েতি শেষঃ। 'পৃতন্যন্তং' (বশীকরণোন্মুখং হিংসাপ্রলোভনাদিরূপং শত্রুং) 'অভি' (অভিভাব্য) পরাভবং কুরু ইতি শেষঃ; 'যঃ' (যো বহিরন্তঃশত্রুঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'দুরস্যতি' (মায়ামোহাদিনা পরাভবিতুং বশীকর্ত্তুং বা কাঙ্ক্ষতি) তানপি 'অভি' (অভিভাব্য) নাশয়েতি শেষঃ। অন্তঃশত্রুঃ বহিঃশত্রু অপিচ হিংসপরায়ণোঽন্যো যঃ শত্রুঃ বিদ্যতে, অস্মাকং কর্ম্মপ্রভাবঃ তান্ সর্ব্বান্ নিহন্তু। ভাবার্থস্তু ময়িঃ এবম্বিধাঃ কর্ম্মসামর্থ্যাঃ উপজায়ন্তু যেনাহং সর্ব্বান্ বহিরন্তঃশত্রূন্ বিনাশয়িতুং শক্নোমি। (১কা—৬অ—১সূ—২ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার জ্ঞানভক্তি-বিমিশ্র কর্ম্ম! তুমি আমাদিগের জন্মসহজাত অন্তঃশত্রুদিগকে অভিভব করিয়া বিনাশ কর; আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত যে সকল বহিঃশত্রু আছে, তাহাদিগেরও প্রতিকূল হইয়া বিনাশ কর। আমাদিগের বশীকরণোন্মুখ হিংসাপ্রলোভনাদি শত্রুদিগকে পরাভব কর। যে বহিরন্তঃশত্রু আমাদিগকে মায়ামোহাদি দ্বারা বশীভূত করিতে প্রযত্নপর হয়, তাহাদিগকেও অভিভূত করিয়া বিনাশ কর। (অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু অথবা হিংসাপরায়ণ অপর যে শত্রু আছে, আমাদিগের কর্ম্মপ্রভাব তাহাদিগকে বিনাশ করুক। ভাবার্থ এই যে,—আমাতে এবম্বিধ কর্ম্ম-সামর্থ্য উপজিত হউক, যদ্দ্বারা বহিরন্তঃশত্রু সকলকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই।)॥ (১কা—৬অ—১সূ—২ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

হে অভীবর্ত্ত মণে! ত্বং সপত্নান্। সপত্নীব সপত্নাঃ সহজশত্রবঃ। অস্মদীয়াংস্তান্ শত্রূন্ অভিবৃত্য অভিমুখং পর্য্যাবৃত্য। তিষ্ঠেতি বক্ষ্যমাণক্রিয়া অত্রাপি সম্বধ্যতে। ত্বমেব প্রতিপক্ষী ভূত্বা তান্ পরাকুরু ইত্যর্থঃ॥ তথা যা নঃ অস্মাকং অরাতয়ঃ অদাতারঃ অস্মদীয়ং রাষ্ট্রধনাদিকং অপহৃত্য শাত্রবং কুর্ব্বাণা বাহ্যাঃ শত্রবঃ তানপি। অভি ইত্যুপসর্গশ্রবণাৎ তিষ্ঠেতি সম্বন্ধঃ। অভিমুখং তিষ্ঠ॥ তথা পৃতন্যন্তং যুদ্ধার্থং পৃতনাং সেনাং আত্মন ইচ্ছন্তং॥ পৃতনাশব্দাৎ 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' ইতি ক্যচ্। 'ক্যব্যধ্বরপৃতনস্যর্চি লোপঃ' ইত্যকারলোপঃ॥ যুদ্ধোন্মুখমপি শত্রুং অভি তিষ্ঠ। তথা যঃ শত্রুঃ নঃ অস্মাকং দুরস্যতি দুষ্টং অভিচারাদিরূপং ক্ষুদ্রং কর্ম্ম কর্ত্তুমিচ্ছতি॥ দুরস্যুদ্র বিণস্যুর্বৃষণ্যতি রিষণ্যতি' ইতি ক্যচ দুষ্টশব্দস্য দুরস্ভাবো নিপাত্যতে॥ তথাবিধমপি শত্রুং অভি তিষ্ঠ॥ শপ্তিয়োঃ পিত্বাদ্ অনুদাত্তত্বে ক্যচ্ স্বরেণ মধ্যোদাত্তত্বং। 'যদ্‌বৃত্তান্নিত্যম্' ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ (১কা—৬অ—১সূ—২ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——০ঃ§ঃ০——

মন্ত্রটী সরল ও সহজবোধ্য। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তদ্বিষয় উপলব্ধ হইবে। যেমন পূর্ব্ব মন্ত্রে, তেমনই এই মন্ত্রেও শত্রু-নাশের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে বুঝা যায়, মন্ত্রে মানুষের সহিত মানুষের দ্বন্দ্বের বিষয়ই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা

সেই ভাবই পরিস্ফুট দেখি। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মন্ত্রটী আধ্যাত্মিক জগতের এক মহান্ আদর্শও প্রকটিত করিতেছে। মানুষ, মানুষের কতটুকু অনিষ্ট সাধন করিতে পারে? আর, সে অনিষ্ট কত কালই বা স্থায়ী হয়! কিন্তু মানুষ আপনার কর্ম্মের দ্বারা যে অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে, তাহা জন্মজন্মান্তরেও সংশোধিত হয় না। সেইজন্যই মন্ত্র বলিতেছে, আমার কর্ম্ম-প্রভাব এমন হউক, যদ্দ্বারা আমার বহিরন্তঃশত্রুকে আমি পরাভূত করিতে সমর্থ হই।

শাস্ত্রে কর্ম্মের বিবিধ স্তরপর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহাকে আমরা সৎকর্ম্ম বলিয়া অনুভব করি, জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য-হেতু সে কর্ম্ম সময় সময় বন্ধনের হেতুভূত মহা-অনিষ্টকর কর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি বিমিশ্র কর্ম্মে সে সম্ভাবনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্যই কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণ প্রয়োজনীয় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। দুরধিগম্য কর্ম্মতত্ত্ব-সমালোচনার কোনও আবশ্যকতা এস্থলে উপলব্ধ হয় না। তবে ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্মই যে গতিমুক্তির হেতুভূত, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা, সাধুসঙ্গে বসবাস,—ইহাই হইল শত্রু-নাশের একমাত্র উপায়। কিবা লৌকিক পক্ষে, কিবা আধ্যাত্মিক পক্ষে, উভয়ত্রই এ সকলের সার্থকতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। সৎসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায়, সাংসারিক আবিলতা প্রায়শঃই হৃদয়কে অভিভূত করিতে পারে না; সাধুসঙ্গে সহবাসে সংসারিক দুঃখ-তাপের অনেকটা শান্তি ঘটে। মন বাহ্য-প্রকৃতিতে আবিষ্ট হইতে অল্পই অবসর পায়। এই ভাবে জ্ঞানের ও ভক্তির উদয়ে মানুষের কর্ম্ম সৎপথেই প্রধাবিত হইতে থাকে। কর্ম্ম যখন সৎপথে ধাবিত হয়, মন যখন সতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তখন কি আর মানুষের হৃদয়ে কামক্রোধাদি রিপু প্রভুত্ব-বিস্তারে সমর্থ হয়? তখন সেই কর্ম্মই ক্রমশঃ কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে সহায়ক হইতে থাকে। আমাদের মনে হয়,—মন্ত্রে এই তত্ত্বই নিহিত রহিয়াছে।

মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমরা যেন সেইরূপ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হই; আমাদের কর্ম্ম যেন জ্ঞানভক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। সেইরূপ কর্ম্ম করিতে পারিলেই, আমাদের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইবে। আমাদের মধ্যে সেই কর্ম্মসামর্থ্য উপজিত হউক, যদ্দ্বারা আমরা সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিব।' (১কা—৬অ—১সূ—২ম)॥

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

অভি ত্বা দেবঃ সবিতাভিঃ সোমো অবীবৃধৎ।

অভি ত্বা বিশ্বা ভূতান্যভীবর্ত্তো যথাসসি॥ ৩॥

পদপাঠঃ।

অভি। ত্বা। দেবঃ। সবিতা। অভি। সোমঃ। অবীবৃধৎ।

অভি। ত্বা। বিশ্বা। ভূতানি। অভিঽবর্ত্তঃ। যথা। অসসি ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম জ্ঞানভক্তিবিমিশ্র কর্ম্ম! 'দেবঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তঃ দ্যোতমানঃ) 'সবিতা' (সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য প্রসবয়িতা—সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বা) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপো ভগবান) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি অবীবৃধৎ' (সর্ব্বতো সমৃদ্ধং অকার্ষীৎ—করোত্বিত্যর্থঃ); তথা হে মম জ্ঞানভক্তিবিমিশ্র কর্ম্ম। 'যথা' (যেন প্রকারেণ) ত্বং 'অভিবর্ত্তঃ' (বর্ত্তনসাধনভূতঃ, ইহলৌকিকপারলৌকিমঙ্গলহেতুভূতঃ ইতি ভাবঃ) 'অসসি' (ভবসি) তথা 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, নিখিলানি) 'ভূতানি' (চরাচরাত্মকানি ভূতজাতানি) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অভিবৃদ্ধিং, উৎকর্ষসাধনং করোতু ইতি ভাবঃ)। প্রাণিনঃ সর্ব্বে সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ সন্তু, তদ্ধি তেষাং মোক্ষহেতুভূতঃ ইতি ভাবঃ। (১কা—৬অ—১সূ—৩ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার জ্ঞানভক্তি-বিমিশ্র কর্ম্ম! দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত দ্যোতমান, ভূতসমূহের প্রসবয়িতা অর্থাৎ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ তোমাকে সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ করুন; অপিচ, হে আমার জ্ঞানভক্তি-বিমিশ্র কর্ম্ম! যেরূপে তুমি বর্ত্তনসাধনভূত অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মঙ্গল-হেতুভূত হও, সেইরূপে নিখিলচরাচরাত্মক ভূতজাত-সমূহ তোমার উৎকর্ষ সাধন করুক। (প্রাণিসমূহ সৎকর্ম্মপরায়ণ হউক, তাহাই তাহাদের গতি-মুক্তির হেতুভূত। মন্ত্রে এইরূপ ভা দ্যোতনা করিতেছে।)॥ (১কা—৬অ—১সূ—৩ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

হে মণে! তা ত্বাং দেবঃ দ্যোতনাত্মকঃ সবিতা সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রেরকঃ এত সংজ্ঞকো দেবঃ॥ অভি ইত্যুপসর্গ শ্রবণাদ্ অবীবৃধৎ ইতি ক্রিয়া অত্রাপি সংবধ্যতে

অভ্যবীবৃধৎ অভিতঃ সমৃদ্ধং অকার্ষীৎ॥ বৃধু বৃদ্ধৌ অস্মাৎ ণ্যন্তাৎ লুঙি চঙি গুণে প্রাপ্তে 'নিত্যং ছন্দসি' ইতি উপধায়াঋবর্ণস্য ঋকারাদেশঃ॥ তথা সোমো দেবঃ অভ্যবীবৃধৎ॥ 'ব্যবহিতাশ্চ' ইতি উপসর্গস্য ব্যবহিতপ্রয়োগঃ॥ তথা হে মণে! ত্বা ত্বাং বিশ্বা বিশ্বানি নিখিলানি॥ 'শেশ্ছন্দসি বহুলম্' ইতি শের্লোপঃ॥ ভূতানি সত্ত্বাং লভন্ত ইতি ভূতানি চরাচরাত্মকানি॥ 'ক্তোঽধিকরণে চ ধ্রৌব্যগতিপ্রত্যবসানার্থেভ্যঃ' ইতি ভবতেঃ কর্তরি ক্তপ্রত্যয়ঃ। উপসর্গশ্রবণাদ্ অত্রাপি প্রকৃতক্রিয়াসংবন্ধঃ॥ অভ্যবীবৃধন্। অভিবর্দ্ধনাবধিম্ আহ। যথা যেন প্রকারেণ হে মণে! ত্বং অভীবর্ত্তঃ তদ্ধারয়িতুঃ পুরুষস্য অভিতঃ স্বরাষ্ট্রপররাষ্ট্রাদৌ বর্ত্তনসাধনভূতঃ অসসি ভবসি তথা ত্বাং অধীবৃধন্ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ অস ভুবি। 'বহুলং ছন্দসি' ইতি শপো লুগভাবঃ। 'যাবদ্যথাভ্যাম্' ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ (১কা—৬অ—১সূ—৩ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রটীও সরল ভাব পরিজ্ঞাপক। মানুষ জ্ঞানলাভ করুক, তাহার হৃদয় ভক্তিরসে বিগলিত হউক, আর সেই জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক; তাহাই তাহার গতিমুক্তির হেতুভূত—মন্ত্র এই শিক্ষা প্রদান করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—মানুষ সৎকর্ম্মপরায়ণ হউক, মানুষ ভগবানে প্রীতিযুক্ত হউক। তাহা হইলেই তাহার সকল কর্ম্মের অবসান হইবে।

'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ'—সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, যাহাতে ভগবান্ পরিতুষ্ট হন। 'ভগবান্ কর্ম্মকে অভিবৃদ্ধ করুন'—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কর্ম্ম ভগবৎসংশ্রবযুক্ত, যে কর্ম্ম ভগবানের পরিতৃপ্তি-বিধায়ক, সেই কর্ম্ম করিতে পারিলেই তোমার কর্ম্ম উর্দ্ধগতি লাভ করিবে। সৎকর্ম্ম যেমন ইহকালে মানুষের শ্রেয়ঃসাধক, পরকালেও তাহা তেমনি মানুষের গতিমুক্তিদায়ক। সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন মানুষের আবশ্যক, মানুষ সততঃপরতঃ তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকুক। আমরা মনে করি, মন্ত্র এই উপদেশ প্রদান করিতেছে। মণিধারণে মানুষ যেমন সর্ব্বত্র বিজয়লাভে সমর্থ হয়, মণি যেমন সর্ব্বত্র তাহার অবাধগতি প্রদান করে; জ্ঞানভক্তিবিমিশ্র সৎকর্ম্মও তেমনি মানুষকে সর্ব্বলোকে সর্ব্বকালে বিজয়শ্রীমণ্ডিত করিয়া থাকে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অবিবৃধৎ' প্রভৃতি অতীতকালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দেখি। আমরা মনে করি, মন্ত্রের সহিত কালাকালের সম্বন্ধ নাই। ঐ ক্রিয়াপদে ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের বিষয়ই প্রখ্যাপিত করিতেছে। 'ভগবান আমার কর্ম্ম সমৃদ্ধসম্পন্ন করুন'—এতদ্বাক্য যেমন বর্ত্তমানে, তেমনি অতীতে, তেমনি ভবিষ্যতে—সর্ব্বকালেই বলা চলিতে পারে। মন্ত্র নিত্য-সত্য; উহার সহিত কালাকালের কোনও সম্বন্ধ পরিকল্পনা করা সর্ব্বথা সমীচীন নহে। তাহাতে বেদের নিত্যত্ব-বিষয়ে অন্তরায় আনয়ন করে। (১কা—৬অ—১সূ—৩ম)॥
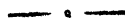
চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমো মন্ত্রঃ। ষষ্ঠোহনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

অভিবর্ত্তো অভিভবঃ সপত্নক্ষয়ণো মণিঃ।

রাষ্ট্রায় মহ্যং বধ্যতাং সপত্নেভ্যঃ পরাভুবে ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ।

অভিঽবর্ত্তঃ। অভিঽভবঃ। সপত্নঽক্ষয়ণঃ। মণিঃ।

রাষ্ট্রায়। মহ্যম্। বধ্যতাম্। সঽপত্নেভ্যঃ। পরাঽভুবে ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অভিবর্ত্তঃ' (অভিবর্ত্তনসাধনভূতং, যদ্বা—ইহলৌকিক-পারলৌকিক-মঙ্গলহেতুভূতং ইত্যর্থঃ) 'অভিভবঃ' (শত্রূণাং—কর্ম্মণা সঞ্জাতানাং বহিঃশত্রূণাং অভিভাবয়িতং) 'সপত্নক্ষয়ণঃ' (জন্মসহজাতানাং অন্তঃশত্রূণাং বিনাশকং) 'মণিঃ' (জ্ঞানভক্তিপরিচালিতং সৎকর্ম্ম) 'মহ্যং' (মদভিবৃদ্ধ্যর্থং) 'সপত্নেভ্যঃ' (অন্তর্ব্বাহ্যয়োঃ সর্ব্বেষাং শত্রূণাং) 'পরাভুবে' (পরাভবনায়, নাশায়েত্যর্থঃ) তথা 'রাষ্ট্রায়' (রাজ্যধনসম্পাদনায়—পরমাশ্রয়রূপায়েতি যাবৎ) 'বধ্যতাং' (বন্ধনং করোতু, প্রাপ্নোতু বা—মামিতি যাবৎ)। সৎকর্ম্ম হি সর্ব্ব-সুখনিলয়ং; সৎকর্ম্ম মম চিরসহচরং ভবতু। তেনাহং সর্ব্বান্ শত্রূন্ বিনাশয়িতুং সমর্থো ভবামি; তেন চাহং পরমাশ্রয়ং লভামি। ইত্যেব্যং ভাবঃ অয়ং মন্ত্রঃ দ্যোতয়তি। (১কা—৬অ—১সূ—৪ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

অভিবর্ত্তনসাধনভূত অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলহেতুভূত, কর্ম্মসঞ্জাত শত্রুগণের অভিভবিতা, জন্মসহজাত অন্তঃশত্রুদিগের বিনাশকারী জ্ঞানভক্তিপরিচালিত সৎকর্ম্ম, আমার অভিবৃদ্ধির নিমিত্ত, অন্তর্ব্বাহ্য সকল শত্রুর-নাশের জন্য এবং পরমাশ্রয়রূপ রাজ্যধনসম্পাদনের উদ্দেশ্যে, আমাকে বন্ধন করুক অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হউক। (সৎকর্ম্মই সকল

সুখের নিলয়। সৎকর্ম্ম আমার চিরসহচর হউক। তদ্দ্বারাই আমি সকল দুষ্কৃতনাশে সমর্থ হইব, তদ্দ্বারাই আমার পরমাশ্রয় লাভ হইবে। এই মন্ত্র এবম্বিধ ভাব দ্যোতিত করিতেছে।) ॥ (১কা—৬অ—১সূ—৪ম) ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং) ।

অভীবর্ত্তঃ অভিবর্ত্তনসাধনভূতঃ। তত্র হেতুং আহ। অভিভবঃ শত্রূণাং অভিভবিতা। অভিভবনং বিশিনষ্টি। সপত্নক্ষয়ণং সপত্নানাং ভ্রাতৃব্যাণাং ক্ষয়করঃ। যৎ এবং অতঃ অভীবর্ত্ত ইত্যর্থঃ। তাদৃশো মণিঃ মহ্যং। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। 'ঙয়ি চ' ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং ॥ মম বধ্যতাং ॥ বন্ধ বন্ধনে। কর্ম্মণি লোট ॥ মণিবন্ধনপ্রয়োজনমাহ। রাষ্ট্রায় রাষ্ট্রাভিবৃদ্ধয়ে তথা সপত্নেভ্যঃ। পূর্ব্ববৎ ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী ॥ ভ্রাতৃব্যাণাং পরাভুবে পরাভবনায় ॥ পরাপূর্ব্বাদ্ ভবতেঃ সংপদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্ ॥ বধ্যমানোঽয়ং মণিঃ পূর্ব্বং শত্রুভিঃ পীড়িতস্য স্বরাষ্ট্রস্য অভিবৃদ্ধিং বাধকানাং শত্রূণাং নাশনং চ করোতু ইত্যর্থঃ ॥ (১কা—৬অ—১সূ—৪ম) ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা ।

—— §ঃ০○০ঃ§ ——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদ কিঞ্চিৎ জটিলতা-সম্পন্ন। ঐ কয়টী পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিলে, মন্ত্রের অর্থ বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। ভাষ্যকারও বিভক্তি-ব্যত্যয়েই অর্থ-নিষ্পন্ন করিয়াছেন; আমরাও তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণে বিভক্তি-ব্যত্যয়ে অর্থ নিষ্কাশনে বাধ্য হইয়াছি। মন্ত্রে 'মণির' গুণবর্ণন আছে;—মন্ত্রে মণি-বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু অপহৃত রাজ্য-ধন-পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত, স্বজাতি-জ্ঞাতি-বিরোধে মণিবন্ধনের যে প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহা স্বীকার করি না, অথবা মণিঃ' পদের ভাষ্যকার যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের অনুমোদিত নহে। 'মণিঃ' পদে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, এই সূক্তের প্রারম্ভেই, প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ব্যপদেশেই তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। লৌকিক-প্রয়োগে মারণ-অভিচারাদি ব্যাপারে মন্ত্রে যে অর্থ সূচিত হয় হউক। কিন্তু মন্ত্রের লক্ষ্য যে মানুষকে এক অভিনব পথ প্রদর্শন করে, আমরা তাহাই প্রকটিত করিতেছি। শত্রু যতই প্রবল হউক, সদ্ভাবের, সদ্ব্যবহারের, সৎকর্ম্মের প্রভাবের নিকট তাহাকে মস্তক অবনত করিতে হইবেই হইবে। মানুষ-শত্রু এমন কেহই থাকিতে পারে না, যে ইহাতে বশীভূত না হয়—যে বৈরভাব ভুলিয়া না যায়।

যেমন লৌকিক পক্ষে তেমনই আধ্যাত্মিক পক্ষে—উভয়ত্রই সৎ বা সত্য সমপ্রভাবসম্পন্ন। সৎকর্ম্মে, সদ্ভাবে, সচ্চিন্তায়—তদ্বিপরীত ভাব আসিতেই পারে না। কর্ম্ম যদি জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে কি আর অন্য কোনও শক্তি তাহার নিকট তিষ্ঠিতে পারে? কুপ্রবৃত্তি, কুচিন্তা, হিংসা-প্রলোভনাদি, কামক্রোধ—যতই শক্তিসম্পন্ন হউক, কেহই সে

প্রভাবের নিকট তিষ্ঠিতে পারে না। অজ্ঞানতাই তো সে সকলের মূলীভূত! মূল যদি উচ্ছিন্ন হয়, কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? আর তাহার সহিত যদি একটু ভক্তির সংমিশ্রণ থাকে, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকে কি? জ্ঞান ও ভক্তি যে সদ্ভাবজনক অসদ্ভাবনাশক, শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। সেই জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে কর্ম্ম, তাহাই গতিমুক্তির হেতুভূত,—পরমার্থরূপ পরমাশ্রয়ে সংবাহন-কর্ত্তা। মন্ত্রে তাই ভক্ত সাধক কামনা জানাইতেছেন,—'জ্ঞানভক্তি-পরিচালিত কর্ম্মই যেন আমার চিরসহচর হয়। তাহা হইলে কি হইবে? জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত কর্ম্ম নির্ব্বাচনে সমর্থ হইব; ভক্তিতে সেই কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত হইবে। তাহা হইলে, আমার কর্ম্মই তখন যানস্বরূপ হইয়া আমাকে সেই সকল কর্ম্মের মূলাধার ভগবানের নিকট লইয়া যাইবে। তখনই আমার কর্ম্মের অবসান হইবে; তখনই আমার কর্ম্মের নিবৃত্তি ঘটিবে; তখনই চিরশান্তিময়ের ক্রোড়ে আশ্রয়-লাভ করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইব। আমাদের মতে, মন্ত্রে এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। যেমন অন্তরের শত্রু, তেমনি বাহিরের শত্রু, সদ্ভাবের নিকট সকলেই পরাজিত।

'সপত্নেভ্যঃ' এবং 'মহ্যম্' পদদ্বয়ের ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয়ে, চতুর্থী বিভক্তির স্থানে 'ষষ্ঠী' বিভক্তি মানিয়া লইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা 'মহ্যম্' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করি নাই। ভাষ্যকারের সহিত যে যে বিষয়ে আমাদের ন্যূনাধিক মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের ভাব সরল; সুতরাং তত্তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বাহুল্য মাত্র। (১কা—৬অ—১সূ—৪ম)॥

পঞ্চমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমো মন্ত্রঃ।)

উদসৌ সূর্য্যো অগাদুদিদং মামকং বচঃ।

যথাহং শত্রুহোসান্যসপত্নঃ সপত্নহা॥ ৫॥

পদ-পাঠঃ।

উৎ। অসৌ। সূর্য্যঃ। অগাৎ। উৎ। ইদম্। মামকম্। বচঃ।

যথা। অহম্। শত্রুঽহঃ। অসানি। অসপত্নঃ। সপত্নহা॥ ৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অসৌ' (নভোমণ্ডলে পরিদৃশ্যমানঃ) 'সূর্য্যঃ' (সর্ব্বস্য প্রকাশকো দেবঃ) যথা 'উদগাৎ' (উদয়তি, স্বপ্রকাশো ভবতীত্যর্থঃ) তথা 'মামকং' (মৎসম্বন্ধিনং, মদুচ্চারিতমিত্যর্থঃ) 'ইদং' (সদৈব উচ্চার্য্যমাণং) 'বচঃ' (ভগবন্মহিমাপ্রকাশকং মন্ত্ররূপং বাক্যমপি) 'উৎ' (উদিতবান্, প্রকাশরূপেণ নিত্যসত্যং ভবতীতি ভাবঃ); সূর্য্যোদয়ঃ যথা নিত্যপ্রত্যক্ষীভূতঃ ধ্রুবঃ সত্যঃ, মন্ত্রশক্তিরপি তথা স্বতঃপ্রকটিতা ধ্রুবসত্যরূপা। 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'অহং' (সাধনা-পরায়ণাহং) 'শত্রুহঃ' (শত্রূণাং হন্তা) 'অসানি' (ভবানি) মদুচ্চারিতা মন্ত্রশক্তিঃ তথা স্বপ্রকাশিকা শক্তিসম্পন্না বা ভবত্বিতি শেষঃ। তেনাহং, 'অসপত্নঃ' (বহিরাগতঃ শত্রু-বিরহিতঃ) তথা 'সপত্নহা' (সহাধিষ্ঠিতশত্রুনাশসমর্থঃ) অস্মীতি শেষঃ। ভগবৎপ্রসাদাৎ মন্ত্রশক্তিঃ অস্মাকং শত্রুহননানুকূলা ভবতু ইতি ভাবঃ। (১কা—৬অ—১সূ—৫ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

নভোমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান্ সকলের প্রকাশক সূর্য্যদেব যেমন স্বপ্রকাশ হন, তেমনি আমার সম্বন্ধি সদা উচ্চার্য্যমাণ ভগবন্মহিমাপ্রকাশক মন্ত্ররূপ-বাক্যও প্রকাশরূপের দ্বারা নিত্য-সত্য হয়; (সূর্য্যোদয় যেমন নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত ধ্রুবসত্য, মন্ত্রশক্তিও তেমনি স্বতঃপ্রকটিত নিত্য-সত্য)। যে প্রকারে সাধনাপরায়ণ আমি শত্রুগণের হন্তা হইতে পারি, আমার উচ্চারিত মন্ত্রশক্তি সেইরূপ স্বপ্রকাশ অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন হউক; তদ্দ্বারা আমি বহিরাগত-শত্রুবিরহিত এবং সহাধিষ্ঠিত শত্রুগণের বিনাশ-সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রসাদে মন্ত্রশক্তি আমাদের শত্রুহননানুকূল হউক। (১কা—৬অ—১সূ—৫ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

অসৌ নভোমণ্ডলে পরিদৃশ্যমানঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রেরকো দেবঃ॥ 'রাজ-সূয়সূর্য্য৹' ইত্যাদিনা ক্যপি নিপাত্যতে॥ উদগাৎ উদিতবান্॥ ইণ্ গতৌ। 'ইণো গা লুঙি' ইতি গাদেশঃ। 'গাতিস্থা৹' ইতি সিচো লুক্॥ কিংচ মামকম্ মদীয়ং ইদং অধুনোচ্চার্য্যমাণং বচঃ আত্মনো জয়াশংসাত্মকং শত্রূনাং অভিভবপ্রতিপাদিকং চ বাক্যং। যদ্বা। জয়োদ্দেশেন প্রযুজ্যমানং মন্ত্রাত্মকং বাক্যং। উৎ ইতি উপসর্গশ্রবণাৎ প্রকৃতক্রিয়া-সম্বন্ধঃ। উদগাৎ॥ মামকং ইতি। অস্মচ্ছব্দাৎ 'তস্যেদম্' ইত্যণ্। 'তবকমমকাবেকবচনে' ইত্যস্মদো মমকাদেশঃ॥ সূর্য্যোদয়স্য বাগ্ব্যবহারস্য চ প্রতিদিনং সত্ত্বেঽপি বিশেষতস্তৎকথনস্য প্রয়োজনং আহ। অহং অভীবর্ত্তমণিধারকঃ যথা যেন প্রকারেণ শত্রুহঃ শত্রূণাং হন্তা

অসানি ভবানি॥ হন্ হিংসাগত্যোঃ। 'আশিষি হনঃ' ইতি ডপ্রত্যয়ঃ। অন্তেলে'টি 'আড়ুত্তমস্য পিচ্চ' ইতি আডাগমঃ। 'যাবস্থথাভ্যাম্' ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সিপি পিত্বাদ্ অনুদাত্তত্বে 'আগমা অনুদাত্তাঃ' ইতি আটোঽপি অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণ আদ্যুদাত্তত্বং॥ যথাহম্ এবং ভবানি তথা উদগাদ্ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ মণিপ্রভাবাৎ অদ্যতনসূর্য্যোদয়ঃ অধুনা প্রযুজ্যমানবচশ্চ শত্রুহননানুকূলং অভূৎ ইত্যর্থঃ॥ যত এবং অতঃ অহং অসপত্নঃ শত্রুরহিত এব। যদি চ সপত্না ভবেয়ুস্তর্হি সপত্নহা সপত্নানাং শত্রূণাং হন্তা অস্মি॥ হন্তেঃ 'ক্বিপ্ চ' ইতি ক্বিপ্॥ (১কা—৬অ—১সূ—৫ঋ)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রে শত্রুনাশের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; অপিচ, মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্যও প্রকটিত হইয়াছে। মণি-বন্ধনে স্বরাজ্যে এবং পররাজ্যে অপ্রতিহত-প্রভাবে গমনাগমন করিতে পারা যায়, অপিচ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার হয়,—সূক্তারম্ভে এই যে মণির প্রভাবের বিষয় কথিত হইয়াছে, এই সকল মন্ত্রে তদ্বিষয় ক্রমে বিশ্লেষিত হইতেছে। মণিধারণ জন্য তাৎকালিক সূর্য্যোদয় এবং প্রযুজ্যমান বাক্য শত্রুনাশের সহায় হউক, বক্ষ্যমাণ মন্ত্র এই ভাব প্রকটন করিতেছে। ভাষ্যপাঠে এতদ্বিষয় অবগত হইতে পারি। সূর্য্যোদয় প্রতিদিনই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, বাক্যও আমরা প্রতিদিন প্রতিনিয়তই উচ্চারণ করিতেছি। তথাপি মন্ত্রে তত্তদ্বিষয় বিশেষভাবে বলিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজনের বিষয় মন্ত্রেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। মণিধারক যাহাতে তাহার শত্রুনাশ করিতে পারে, সূর্য্যোদয় এবং মন্ত্র-প্রয়োগ তাহার সহায়ক অনুকূল হউক; স্থূলতঃ শুভক্ষণে শুভমুহূর্ত্তে মণিধারণ করা হয়,—ইহাই 'উদসৌ' হইতে 'বচঃ' পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশের প্রয়োজন—ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রটী কথঞ্চিৎ জটিলভাবাপন্ন। মন্ত্রের পদসমূহের যে অন্বয় ভাষ্যমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে সহসা কোনও ভাব উপলব্ধ হয় না। মন্ত্রের প্রথম পংক্তির সহিত দ্বিতীয় পংক্তির সম্বন্ধ যে ভাবে রক্ষিত হইয়াছে, ভাষ্যে এবং আমাদের ব্যাখ্যায় তাহা প্রকটিত হইয়াছে। সে পক্ষে আমাদের পদ্ধতি কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তির 'যথা' পদের সহিত অন্বয়ে 'তথা' এবং 'উদগাৎ' প্রভৃতি পদ অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ঐ 'যথা' পদের ভাব গ্রহণ করা যায় না। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যেরূপ অন্বয় ও অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বর্ণন করিতেছি।

'উদসৌ সূর্য্যো অগাৎ'—এই মন্ত্রাংশের অন্তর্গত 'উদগাৎ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'উদিতবান' পদ অতীতকালের ভাব জ্ঞাপন করে। কিন্তু সূর্য্যোদয় নিত্য—ধ্রুবসত্য। সূর্য্য যে পূর্ব্বে উদিত হইয়াছিলেন, এখন আর উদিত হন না,—এ ভাব গ্রহণ করা যায় না। সূর্য্যের উদয় ত্রিকালেই সত্য—ধ্রুব—নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত। মন্ত্রশক্তিও সেইরূপ। যথানিয়মে উচ্চারিত মন্ত্র যে অলৌকিক প্রভাব-সম্পন্ন, সর্ব্বত্রই তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করি। এখনও

অনেক স্থলে সে শক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষীভূত হয়। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞাপক যে ক্রিয়াপদ 'উদগাৎ', তাহা কেবলমাত্র অতীত-কালদ্যোতক বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করিতে পারি? এ ভাব বেদ-মন্ত্রের সর্ব্বত্রই প্রকটিত। তাই 'উদগাৎ' পদের 'উদয়তি' 'স্বপ্রকাশো ভবতি' অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের প্রথমাংশে দুই নিত্য-সত্য তত্ত্ব প্রকটিত—এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই, আমরা মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ করিয়াছি—সূর্য্যোদয় যেমন নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত স্বতঃসিদ্ধ, মন্ত্র-শক্তির প্রভাবও সেইরূপ ধ্রুবসত্য। মন্ত্রের প্রথমাংশে এ সত্যতত্ত্ব প্রকটনের উদ্দেশ্য কি? দ্বিতীয় অংশে তদ্বিষয় বিশ্লেষিত হইয়াছে। মন্ত্রের শক্তি স্বতঃসিদ্ধ নিত্যসত্ত্ব বটে; কিন্তু আমার শত্রুনাশপক্ষে সে শক্তির কার্য্যকারিতা নিত্যসত্য-রূপে প্রকটিত হউক,—দ্বিতীয়াংশে সাধনা-সম্পন্ন জনের ইহাই আকাঙ্ক্ষা। মন্ত্রোচ্চারণে অন্তর পরিশুদ্ধ হউক, কর্ম্ম সৎপথে পরিচালিত হউক, আন্তরবাহ্য শত্রুর বিনাশে মন্ত্রের অলৌকিক প্রভাব প্রকাশ পাউক,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। (১কা—৬অ—১সূ—৫ম)॥

ষষ্ঠো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠো মন্ত্রঃ।)

সপত্নক্ষয়ণো বৃষাভিরাষ্ট্রো বিষাসহিঃ।

যথাহমেষাং বীরাণাং বিরাজানি জনস্য চ॥ ৬॥

পদ-পাঠঃ।

সপত্নঽক্ষয়ণঃ। বৃষা। অভিঽরাষ্ট্রঃ। বিঽসসহিঃ।

যথা। অহম্। এষাম্। বীরাণাম্। বিঽরাজানি। জনস্য। চ॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম জ্ঞানভক্তিপরিচালিত কর্ম্ম! ত্বং 'সপত্নক্ষয়ণঃ' (সহাবস্থিতানাং অন্তর্জাতানাং বা শত্রূণাং নাশকঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টফলস্য বর্ষকঃ, অভীষ্টপূরকো বেত্যর্থঃ) 'অভিরাষ্ট্রঃ' (ইহলোকে পরলোকে চ অপ্রতিহতপ্রভাবঃ) 'বিষাসহিঃ' (বিবিধপ্রকারেণ বিশেষেণ চ পরেষাং শত্রূণাং অভিভবিতা) অসীতি শেষঃ। অতঃ তবপ্রভাবেন 'যথা' (যেন

প্রকারেণ) 'অহং' (সৎকর্ম্মপরায়ণাহং) 'এষাং' (আত্মসম্বন্ধিনাং) 'বীরাণাং' (শত্রুভটানাং) 'জনস্য (স্বকীয়স্য পরকীয়স্য চ প্রাণিজাতস্য, অন্তঃশত্রোর্ব্বহিঃশত্রোশ্চ) 'বিরাজানি' (নিয়ন্তা অভিভবিতা বা ভবানি) তথা কুর্ব্বীতি শেষঃ। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন যথা ইহলৌকিকপারলৌকিককল্যাণসাধনায় সমর্থো ভবামি তথা করোমীতি সঙ্কল্পঃ। (১কা—৬অ—১সূ—৬ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার জ্ঞানভক্তিপরিচালিত কর্ম্ম! তুমি সহাধিষ্ঠিত বা জন্ম-সহজাত শত্রুদিগের বিনাশক, অভীষ্টফলবর্ষক বা অভীষ্টপূরক, ইহলোকে ও পরলোকে অপ্রতিহতপ্রভাববিশিষ্ট, এবং বিবিধপ্রকারে বিশেষভাবে শত্রুগণের অভিভবকারী হও। অতএব, তোমার প্রভাবে যে প্রকারে সৎকর্ম্মপরায়ণ আমি আত্মসম্বন্ধি শত্রুসৈন্যের এবং স্বকীয় ও পরকীয় প্রাণিজাতের অর্থাৎ অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুগণের নিয়ামক বা অভিভবকারী হইতে পারি, তাহার বিধান কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা যাহাতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনে সমর্থ হই, তাহা করিব—ইহাই সঙ্কল্প)। (১কা—৬অ—১সূ—৬ম)॥

(মন্ত্রভাষ্যং) সায়ণাচার্য্যকৃতং।

উত্তরবাক্যে যথেতি শ্রবণাৎ পূর্ব্ববাক্যেঽপি অর্থাৎ তথেত্যধ্যাহ্রিয়তে। সপত্নক্ষয়ণঃ সপত্নানাং শত্রূণাং নাশকঃ॥ ক্ষি ক্ষয়ে। 'নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যঃ' ইতি কর্ত্তরি ল্যুপ্রত্যয়ঃ॥ অতঃ বৃষা প্রজানাং ইষ্টফলস্য বর্ষকঃ॥ বৃষ সেচনে। কনিন্ যুবৃষীত্যাদিনা (উ০ ১।১৫৪।) কনিন্ প্রত্যয়ঃ॥ অতএব অভিরাষ্ট্রঃ স্বরাষ্ট্রং পররাষ্ট্রং চ অভিগতঃ অধিপতিত্বেন প্রাপ্তঃ॥ 'অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া' ইতি প্রাদিসমাসঃ॥ অতো বিষাসহিঃ বিবিধং পুনঃপুনঃ পরেষাং সোঢ়া অভিভবিতা॥ ষহ অভিভবে। অস্মাদ্ যঙন্তাৎ 'সহিবহিচালিপতিভ্যো যঙন্তেভ্যঃ কিকিনৌ বক্তব্যৌ' ইতি কিপ্রত্যয়ঃ। অতোলোপ যলোপৌ॥ মণিপ্রভাবাদ্ এবংগুণবিশিষ্টঃ তথা ভূয়াসম্। কথম্ ইত্যত আহ। অহং মণিধারকঃ যথা যেন প্রকারেণ এষাং শত্রুসম্বন্ধিনাং পূর্ব্বং আত্মনো বাধকানাং বীরাণাং শত্রুভটানাং জনস্য স্বকীয়স্য পরকীয়স্য প্রাণিজাতস্য চ বিরাজানি॥ রাজতিরৈশ্বর্য্যকর্ম্মা॥ নিয়ন্তা ভবানি॥ তথেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ উদীরিতগুণোপেতঃ সন্ মণিপ্রভাবাৎ শত্রুপ্রভৃতীনাং সর্ব্বেষাং শাসিতা ভবামীতি ভাবঃ। যদ্বা উক্তগুণোপেতঃ সন্ অহং বীরাণাং জনস্য চ যথা বিরাজানি হে মণে তৎপ্রভাবাৎ তথা ভূয়াসং ইতি শেষঃ॥ (১কা—৬অ—১সূ—৬ম)॥

ইতি ষষ্ঠেঽনুবাকে প্রথমং সূক্তম্॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ ০ §—

এই মন্ত্রটী ষষ্ঠ অনুবাকের প্রথম সূক্তের শেষ মন্ত্র। মণিবন্ধনে মানুষ যে অলৌকিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে পারে, সূক্তের মন্ত্রসমূহে সেই বিষয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে। মণিধারণে মানুষ শত্রুনাশে সমর্থ হয়, প্রজাদিগের অভিলষিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহাদের অভীষ্ট-পূরণে সমর্থ হয়, আপনার রাজ্যে এবং পরকীয় রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে এবং বিদ্রোহপরায়ণ জনগণকে অবাধে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়। মণিপ্রভাবে মানুষ এবম্বিধ গুণবিশিষ্ট হইতে পারে। মণিধারণকারী তাই বলিতেছেন,—'পূর্ব্বোক্তরূপ গুণসমূহে বিভূষিত হইয়া যাহাতে শত্রুসেনাকে এবং স্বকীয় ও পরকীয় ব্যক্তিবর্গকে শাসন করিতে পারি, হে মণি, আমি তদ্রূপ প্রয়াস পাইব।' ভাষ্যমতে মন্ত্রের এবম্বিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ফলতঃ, কর্ম্মশক্তির অলৌকিক কার্য্যকারিতার বিষয়ই সর্ব্বত্র প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

আমরাও সেই ভাবেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে প্রয়াস পাইয়াছি। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। তবে আমরা যে আদর্শে অনুপ্রাণিত, সেই আদর্শের অনুসরণে আমাদের অর্থ ভিন্ন-পথ পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে মানুষের সহিত মানুষের দ্বন্দ্বের বিষয় প্রকটিত হয় নাই। এ মন্ত্র অন্তর-রাজ্যের আন্তর ও বহিঃশত্রুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম-প্রভাবে তাহাদেরই বিনাশের কামনা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অভিরাষ্ট্রঃ' পদে আপনার রাজ্যে পরকীয় রাজ্যে আধিপত্য বিস্তারের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সেই ভাব হইতে আধ্যাত্মিক জগতের যে উচ্চ আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে, আমাদের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। সৎকর্ম্মের প্রভাব ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ত্রই প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। সৎকর্ম্মে যেমন ইহলোকে যশোসম্মান লাভ হয়, তেমনি পরলোকে পরমাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সৎকর্ম্মের দ্বারা সেই পরাগতি-লাভের কামনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। (১কা—৬অ—১সূ—৬ম)॥

—০—

ষষ্ঠানুবাকে দ্বিতীয়-সূক্তানুক্রমণিকা।

—০—

'বিশ্বে দেবাঃ' ইতি সূক্তেন আয়ুষ্যকর্ম্মণি স্থালীপাকে ঘৃতপিণ্ডত্রয়ং নিক্ষিপ্য সংপাত্য অভিমন্ত্র্য তদ্‌ঘৃতং স্থালীপাকং চ অশ্নীয়াৎ। সূত্রং চ—'বিশ্বে দেবাঃ ইত্যায়ুষ্যাণি স্থালীপাকে ঘৃতপিণ্ডান্ প্রতিনীয়াশ্নাতি' ইতি (কৌ° ৭।৩)॥

উপনয়নকর্ম্মণি এতৎসূক্তং মাণবকস্য নাভিদেশে সংস্পৃশ্য জপেৎ। তথা চ সূত্রং— 'বাহুগৃহীতং প্রাঞ্চম্ অবস্থাপ্য দক্ষিণেন পাণিনা নাভিদেশে সংস্পৃশ্য জপতি অস্মিন্ বসু বসবো ধারয়ন্তু (১।৯) বিশ্বে দেবা বসবঃ' (১।১০) ইতি (কৌ০ ৭।৬)॥

আয়ুষ্কামস্য বৈশ্বদেবযাগে তদুপস্থানে চ এতৎ সূক্তং। সূত্রিতং—'বিশ্বে দেবা ইতি বিশ্বান্ দেবান্ আয়ুষ্কামো যজত উপতিষ্ঠতে' ইতি (কৌ০ ৭।১০)॥

অধ্যায়োৎসর্জ্জনকর্ম্মণি অস্য সূক্তস্য আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। 'দ্বয়ান্ রসান্ উপসাদয়তি বিশ্বে দেবাঃ (১।৩০) অহং রুদ্রেভিঃ (৪।৩০)' ইতি হি সূত্রং (কৌ০১৪।৩)॥

অথ অস্য সূক্তস্য আয়ুষ্যগণে পাঠাৎ 'মেধাজননায়ুষ্যৈর্জ্জুহুয়াৎ' (কৌ০ ৭।৮)। 'আয়ুষ্যৈঃ স্বস্ত্যয়নৈ রাজ্যং জুহুয়াৎ' ইতি চ (কৌ০ ১।১৩) সূত্রাৎ উপনয়নোপাকর্ম্মণোরপি আজ্যহোমে অস্য বিনিয়োগঃ।

'ঐরাবতীং গজক্ষয়ে' (ন০ ক০ ১৭) ইতি নক্ষত্রকল্পবিহিতায়াং ঐরাবত্যাখ্যায়াং মহাশান্তৌ 'আয়ুষ্যশান্তিস্বস্তিগণ ঐরাবত্যাম্' ইতি (ন০ ক০ ১৮) আয়ুষ্যগণস্য বিধানাৎ তদ্গণপ্রযুক্তোঽস্য বিনিয়োগঃ॥

তথা 'বৈশ্বদেবীং গতায়ুষাম্' ইতি (ন০ ক০ ১৭) বিহিতায়াং বিশ্বদেবাখ্যায়াং মহাশান্তাবপি এতদ্ বিনিযুক্তং। নক্ষত্রকল্পে 'বিশ্বে দেবা ইতি বৈশ্বদেব্যাম্' ইতি (ন০ ক০ ১৮)॥

আয়ুষ্যশ্চাভয়শ্চৈব তথা স্বস্ত্যয়নো গণঃ। 'এতান পঞ্চগণান্ হুত্বা' (প০ ৫।৪) ইতি পরিশিষ্টোক্তে পুষ্যাভিষেকেঽপি অস্য গণপ্রযুক্তো বিনিয়োগঃ।

'যে দেবা দিবি' (১।৩০।৩) ইত্যেষা দর্শপূর্ণমাসয়োর্বষট্কারানুমন্ত্রণে বিনিযুক্তা। উক্তং বৈতানে—'যে দেবা দিবি ষৈত্যনুবষট্কারম্' ইতি (বৈ০ ১।৪)॥

• . •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

বিশ্বে দেবা বসবো রক্ষতেমমুতাদিত্যা

জাগৃত যূয়মস্মিন্।

মেমং সনাভিরুত বান্যনাভির্মেমং

প্রাপৎ পৌরুষেয়ো বধো যঃ॥ ১॥

• . •

পদ-পাঠঃ।

বিশ্বে। দেবাঃ। বসবঃ। রক্ষত। ইমম্। উত। আদিত্যাঃ।

জাগৃত। যূয়ম্। অস্মিন্।

মা। ইমম্। সহ্নাভিঃ। উত। বা। অন্যহ্নাভিঃ। মা। ইমম্।

প্র। আপৎ। পৌরুষেয়ঃ। বধঃ। যঃ॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'দেবাঃ' (দেবগণাঃ, যদ্বা—দেবভাবাঃ) তথা 'বসবঃ' (সর্ব্বেষাং নিবাসহেতুভূতাঃ দেবাঃ, যদ্বা—আশ্রয়প্রদাঃ দেবভাবাঃ) 'ইমং' (মুক্তিমিচ্ছন্তং অর্চ্চনাকারিণং) 'রক্ষত' পালয়ত, শত্রোরাক্রমণাৎ পরিত্রায়তেতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) 'আদিত্যাঃ' (হে অনন্তস্য অঙ্গীভূতাঃ দেবাঃ, যদ্বা—দেববিভূতয়ঃ) যূয়মপি 'অস্মিন্' (মুক্তিমিচ্ছতঃ সাধকস্য রক্ষার্থে, যদ্বা—তদনুষ্ঠিতং সৎকর্ম্মরক্ষার্থং ইতি ভাবঃ) 'জাগৃত' (সদা অবহিতাঃ বর্ত্ততেতি ভাবঃ)। যেন 'ইমং' (মুক্তিমিচ্ছন্তং সাধকং) 'সনাভিঃ' (সমাননাভিঃ, জন্মসহজাতরিতার্থঃ—শত্রুরিতি ভাবঃ) 'উত বা' (অপি বা) 'অন্যনাভিঃ' (অসমাননাভিঃ, বহিরাগতঃ—শত্রুরিতি ভাবঃ) 'মা প্রাপৎ' (মাভিভবৎ) তথা 'যঃ পৌরুষেয়ঃ' (কর্ম্মণা সঞ্জাতঃ—শত্রুরিতি ভাবঃ) ইমং' (মুক্তিমিচ্ছন্তং জনং) 'মা প্রাপৎ' (হিংসিতুং নৈব প্রাপ্নোতু) তথা জাগৃতেতি শেষঃ। মন্ত্রেঽস্মিন্ শত্রুনাশকামনা বর্ত্ততে। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। সর্ব্ববাধাপসারণায় মোক্ষেচ্ছু জনঃ সর্ব্বেষাং দেবানাং অনুকম্পাং প্রার্থয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—দেববিভূতয়ঃ অস্মাকং কর্ম্মণি অধিষ্ঠিতাঃ সন্তঃ আরব্ধকর্ম্ম সুসিদ্ধং কুর্ব্বন্তু, অস্মাকং মোক্ষঞ্চ বিধায়ন্তু॥ (১কা—৬অ—২সূ—১ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ এবং হে সকলের নিবাসহেতুভূত দেবগণ বা আশ্রয়প্রদ দেবভাবসমূহ! মুক্তিকাম এই প্রার্থনাকারীকে (শত্রুর আক্রমণ হইতে) রক্ষা কর। আপচ, হে অনন্তের অঙ্গীভূত দেবগণ অথবা দেববিভূতিসমূহ! তোমরাও এই মুক্তিকাম সাধকের, অথবা তাহার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের রক্ষার জন্য সদা জাগরূক থাক অর্থাৎ সর্ব্বদা অবহিত-

ভাবে অবস্থিতি কর। যাহাতে মুক্তিকামী সাধককে আপনার জন্মসহজাত শত্রু অথবা বহিরাগত শত্রু অভিভূত করিতে না পারে; অথবা, তাহার কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত শত্রু মুক্তিকাম সাধককে হিংসা করিতে সমর্থ না হয়, তজ্জন্য তোমরা অবহিতভাবে অবস্থিতি কর। (এই মন্ত্রে শত্রুনাশ-কামনা বিদ্যমান। শ্রেয়োলাভে বহু বিঘ্ন ঘটে। সেইজন্য, সকল বাধা অপসারণের নিমিত্ত, মোক্ষেচ্ছুজন সকল দেবতার বা দেবভাবের অনুকম্পা প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে, দেববিভূতসমূহ আমাদিগের কর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইয়া আরব্ধকর্ম্ম সুসিদ্ধ করুন এবং আমাদিগের মুক্তির বিধান করুন।)॥ (১কা—৬অ—২সূ—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

বিশ্বে সর্ব্বে হে দেবাঃ ইন্দ্রাদ্যাঃ। যদ্বা বিশ্বেদেবাখ্যা গণদেবাঃ॥ 'আমন্ত্রিতস্য চ' ইতি বিশ্বশব্দস্য ষাষ্ঠিকং আদ্যুদাত্তত্বং। তস্য 'বিভাষিতং বিশেষবচনে বহুবচনম্' ইতি বিকল্পেন অবিদ্যমানবত্ত্বাবনিষেধাৎ ততঃ পরস্য দেবশব্দস্য 'আমন্ত্রিতস্য চ' ইত্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং॥ তথা হে বসবঃ এতৎসংজ্ঞা দেবাঃ॥ অত্র 'আমন্ত্রিতং পূর্ব্বং অবিদ্যমানবৎ' ইতি পূর্ব্বামন্ত্রিতদ্বয়স্য অবিদ্যমানবত্ত্বাবেন পদাৎ পরত্বাভাবাদ্ 'আমন্ত্রিতস্য চ' ইতি ষাষ্ঠিকং আদ্যুদাত্তত্বং॥ তে সর্ব্বে যূয়ং ইমং আয়ুষ্কামং পুরুষং রক্ষত পালয়ত॥ রক্ষ পালনে। 'অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকম্ অনুদাত্তম্' ইতি তিঙ্‌বিভক্তেরনুদাত্তত্বং। শপশ্চ পিত্ত্বাদেব অনুদাত্তত্বং। ততো ধাতুস্বরেণ আদ্যুদাত্ততা। 'আমন্ত্রিতং পূর্ব্বম্ অবিদ্যমানবৎ' ইতি আমন্ত্রিতত্রয়স্যাপি অবিদ্যমানবত্ত্বাবেন পদাৎ পরত্বাভাবাৎ 'তিঙ্ঙতিঙঃ' ইতি নিঘাতাভাবঃ॥ উত অপিচ হে আদিত্যাঃ অদিতেঃ পুত্রা ধাত্রর্য্যমাদয়ো দেবাঃ॥ 'দিত্যদিত্যাদিত্যপত্যুত্তর-পদাণ্ণ্যঃ' ইতি অদিতিশব্দাৎ অপত্যার্থে প্রাগ্‌দীব্যতীয়ো ণ্যপ্রত্যয়ঃ॥ যূয়মপি অস্মিন্ আয়ুষ্কামপুরুষবিষয়ে জাগৃত রক্ষণার্থং অবহিতাঃ সংনদ্ধা ভবত॥ জাগৃ নিদ্রাক্ষয়ে। অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। 'জাগ্রোঽবিচিণ্ণল্ঙিৎসু' ইতি ঙিতঃ পর্য্যুদাসাদ্ গুণাভাবঃ॥ আদিত্যাকর্ত্তৃকস্য জাগরণস্য প্রয়োজনং আহ। ইমং আয়ুষ্কামং পুরুষং সনাভিঃ সমানো নাভিঃ গর্ভাশয়ো যস্যাসৌ সনাভির্জ্ঞাতিঃ॥ ণহ বন্ধনে। নহো ভশ্চ (উ° ৪।১২৫) ইতি ঔণাদিক ইঞ্ প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন হকারস্য ভকারাদেশঃ। ততঃ সমানশব্দেন বহুব্রীহৌ 'জ্যোতির্জনপদ°' ইত্যাদিনা সমানশব্দস্য সভাবঃ। 'বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদম্' ইতি স এব স্বরতি॥ উত বা অপি বা অন্যনাভিঃ অসমানজন্মা জ্ঞাতিরূপঃ অজ্ঞাতিরূপঃ ইতি দ্বিবিধোঽপি শত্রুঃ॥ অত্র মাঙ্ শ্রবণাদ্ ভাবিনী ক্রিয়া সংবধ্যতে॥ মা প্রাপৎ হিংসিতুং মৈব প্রাপ্নোতু। তথা যঃ পৌরুষেয়ঃ পুরুষকৃতঃ॥ পুরুষাদ্ বধবিকার°' ইতি ঢঞ্ প্রত্যয়ঃ॥ তথাবিধো বধঃ হিংসনং॥ 'হনশ্চ বধঃ' ইতি ভাবে হন্তেরপ্ প্রত্যয়

ধাতোর্ব্বধাদেশশ্চ॥ সোঽপি ইমং আয়ুষ্কামং পুরুষং মা প্রাপৎ॥ আপ্‌লৃ ব্যাপ্তৌ। লুঙি 'পুষাদিদ্যুতাদ্যলৃদিতঃ' ইতি চ্লেঃ অঙ্ আদেশঃ॥ উক্তাভির্দেবতাভিঃ পরিরক্ষিতঃ সন্ সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তশ্চিরং জীবতু ইত্যর্থঃ॥ (১কা—৬অ—২সূ—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:০:—

দ্বিতীয় সূক্তের মন্ত্র-সমূহেও সেই একই ভাবে শত্রুনাশের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। অথর্ব্বকৌশিকে বিবিধ কার্য্যে এই সূক্তের বিনিয়োগ-বিধি উক্ত হইয়াছে। প্রথম—আয়ুষ্কামেষ্টিতে এই সূক্তের মন্ত্র-সমূহ প্রযুক্ত হয়। স্থালীপাকে ঘৃতাপ্লবের নিক্ষেপ করিবার বিধি। অতঃপর সংপাতনানন্তর মন্ত্রঃপূত করিয়া সেই ঘৃত ও স্থালীপাক দধি ভক্ষণ করিতে হয়। দ্বিতীয়—উপনয়ন-কার্য্যে এই সূক্তের মন্ত্র-সমূহের বিনিয়োগের বিধি কৌশিকসূত্রে কথিত হইয়াছে। উপনয়ন-কালে মাণবকের নাভিদেশ সংস্পর্শন করিয়া সূক্তের মন্ত্র-সমূহ জপ করিতে হয়। [illegible] দ্বারা গৃহীত প্রাজ্ঞ অবস্থাপন-পূর্ব্বক [illegible] নাভিদেশ সংস্পর্শনানন্তর 'অশ্মন বস্ত্র বসনো [illegible]' মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। তৃতীয়—আয়ুষ্কামেষ্টির বৈশ্বদেবাগে এই সূক্তের বিনিয়োগ আছে। [illegible] এই সূক্তের মন্ত্রসমূহ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চতুর্থ—[illegible] এই সূক্তের পাঠ বিহিত আছে [illegible] উপনয়ন-কালে [illegible] বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। পঞ্চম—[illegible] ঐরাবতাখ্য মহাশান্তিকর্ম্মে, [illegible] বিধান-হেতু [illegible] এই সূক্তের মন্ত্রসমূহের বিনিয়োগের বিধি উক্ত হইয়াছে। ষষ্ঠ—বৈশ্বদেবাখ্য মহাশান্তিকর্ম্মে ইহার প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। সপ্তম—[illegible] হোমকার্য্য [illegible] করণানন্তর পাণিনিষ্টোক্ত পুষ্পাভিষেক-কার্য্যে এই সূক্তের প্রয়োগযুক্ত বিনিয়োগ উল্লিখিত হইয়াছে। অষ্টম—এই সূক্তের অন্তর্গত 'যে দেবা দিবি' ইত্যাদি মন্ত্র দর্শপূর্ণমাসেষ্টির বষট্কারান্তমন্ত্রণে বিনিযুক্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত-প্রকার বিনিয়োগে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, ভাষ্যে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রে এক অতি উচ্চ প্রার্থনার ভাব দ্যোতিত হইয়াছে। সাধক ভগবদারাধনায় সমাবিষ্ট। তিনি সকল দেবতার বা দেবভাবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে যেন কোনও বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। দেবগণ তদ্বিষয়ে সাধককে রক্ষা করুন। ত্রিবিধ শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা মন্ত্রমধ্যে প্রকটিত। সে ত্রিবিধ শত্রু—সনাভিঃ, অসনাভিঃ ও পৌরুষেয়ঃ। 'সনাভিঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'সমানো নাভিঃ গর্ভাশয়ো যস্যাসৌ সনাভিজ্ঞাতিঃ।' 'অসনাভিঃ' অর্থ—'অসমানজন্মা অজ্ঞাতিরূপঃ।' 'পৌরুষেয়ঃ' অর্থ 'পুরুষকৃতঃ।' এখানে জ্ঞাতি অজ্ঞাতি রূপ দ্বিবিধ শত্রুর এবং পুরুষ অর্থাৎ অপরের কৃত অনিষ্টের বিষয় বিবক্ষিত হইয়াছে;—ভাষ্যের ইহাই অভিমত।

এই সকল শত্রুর দ্বারা ইহসংসারে যে অশেষ অনিষ্ট সংসাধিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয় আর বুঝাইতে হইবে না। এই সকল লৌকিক বাহ্য শত্রুর নাশ-কামনায় এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়—ইহাই ভাষ্যাদির অভিমত। বহিঃশত্রু বিনাশ-পক্ষে যাহাই হউক, কিন্তু আধ্যাত্মিক হিসাবে ঐ সকল পদে যে এক অভিনব অর্থের সূচনা করে, তদ্বিষয়ই আমাদিগের আলোচ্য। 'সনাভিঃ' পদের ভাষ্যকার যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসারেই আমরা ঐ পদের অর্থ করি,—'জন্মসহজাতঃ'। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যাহাদের উৎপত্তি, তাহারা সমানজন্ম। জ্ঞাতি প্রভৃতি জন্মসহজাত অর্থাৎ জন্মমাত্রই জ্ঞাতির সহিত জ্ঞাতিত্ব-রূপ সমান সম্বন্ধের উদ্ভব হইয়া থাকে। জ্ঞাতি যেমন শত্রু, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জ্ঞাতিরূপ শত্রুর সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। তেমনি জন্মমাত্র যে সকল কুপ্রবৃত্তি-কুসংস্কার হৃদয়ে সঞ্জাত হয়, তাহারাও সেই জ্ঞাতি-শত্রু পদবাচ্য। 'অন্যনাভিঃ' পদে জ্ঞাতি ভিন্ন অন্যান্য শত্রুকে বুঝাইয়া থাকে। জ্ঞাতি যেমন স্বগৃহে থাকিয়া অনিষ্ট-সাধনে প্রয়াস পায়, 'অন্যনাভিঃ' অর্থাৎ জ্ঞাতি ভিন্ন অন্যান্য যে শত্রু, তাহারা দূরে দূরে থাকিয়া অনিষ্ট সাধন করে। এবম্বিধ শত্রুকে আমরা বহিরাগত শত্রু-পর্য্যায়ে অভিহিত করি। ইহারা অন্তরে থাকে না; বহির্দ্দেশ হইতে ইহারা অনিষ্ট-সাধন করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি শত্রু অন্তরস্থ হইয়াও বহির্দ্দেশ হইতে অনিষ্টসাধন করে। এ পক্ষে সেই বহিরাগত কার্য্যই লক্ষ্যস্থল। ক্রোধজনক, প্রলোভনজনক, মোহজনক সামগ্রী দর্শনে, হৃদয়ে ঐ সকল বৃত্তির স্ফূরণ হয়। সেই সেই সামগ্রী লাভে অন্তরায় উপস্থিত হইলে, নানা অনর্থের সূত্রপাত ঘটে। 'পৌরুষেয়ঃ' পদের অর্থ 'পুরুষকৃতঃ'। পুরুষের কর্ম্মের দ্বারা যে অনিষ্ট সঞ্জাত হয়, তাহাকেই 'পৌরুষেয়ঃ' বলা যাইতে পারে। এই ভাব হইতে আমরা ঐ 'পৌরুষেয়ঃ' পদের অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি—'কর্ম্মণা সঞ্জাতঃ।' জন্মসহজাত অন্তঃশত্রু, হিংসা-প্রলোভনাদি বহিরাগত শত্রু এবং কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত শত্রু—এই ত্রিবিধ শত্রু যাহাতে সৎকর্ম্মে বাধা উৎপন্ন করিতে না পারে, মন্ত্রে দেবগণের বা দেবভাবসমূহের নিকট সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভাব এই যে,—হৃদয়ে যদি দেবভাব উপাজিত হয়, তাহা হইলে অন্তঃশত্রুঃ বহিঃশত্রুঃ কোনও শত্রুই আর অভিভূত করিতে পারে না। তখন অনুষ্ঠিত কর্ম্মও সৎপথে পরিচালিত হওয়ায় তদ্দ্বারাও কোনপ্রকার অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকে না। সৎকার্য্যের বিঘ্ন বহুবিধ। হৃদয় যদি নির্ম্মল হয়, অন্তর যদি দেবভাবে মণ্ডিত হয়; তাহা হইলে সৎকর্ম্মের সকল অন্তরায়ই দূরে পলায়ন করে। 'বিশ্বে দেবা বসবো রক্ষতেমং' মন্ত্রাংশ তাই বলিতেছে,—'তোমরা নিখিল দেবভাবের অধিকারী হও; তাহা হইলে দেবগণ তোমাদিগকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র রক্ষা করিবেন। আর, তাহা হইলে প্রজ্ঞানরূপী ভগবান তোমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরিত থাকিয়া তোমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন। তখন আর তোমাদিগকে কোনও শত্রুই পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই নিহিত। (১কা—৬অ—২সূ—১ম)॥

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

যে বো দেবাঃ পিতরো যে চ পুত্রাঃ

সচেতসো মে শৃণুতেদমুক্তম্।

সর্ব্বেভ্যঃ বঃ পরি দদাম্যেতং স্বস্ত্যেনিং

জরসে বহাথ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ।

যে। বঃ। দেবাঃ। পিতরঃ। যে। চ। পুত্রাঃ।

সঽচেতসঃ। মে। শৃণুত। ইদম্। উক্তম্।

সর্ব্বেভ্যঃ। বঃ। পরি। দদামি। এতম্। স্বস্তি। এনম্।

জরসে। বহাথ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (হে দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তাঃ দেবভাবাঃ) 'বঃ' (যুস্মাকং মধ্যেতি যাবৎ) যে 'পিতরঃ' (পিতৃবৎ যে স্নেহকারুণ্যসম্পন্নাঃ সত্ত্বসমন্বিতাঃ বা) তথা 'যে পুত্রাঃ' (যে চ পুত্রবৎ পবিত্রকারকাঃ, পরিত্রাণসাধকাশ্চ) তে সর্ব্বে যূয়ং 'সচেতসঃ' (সমানমনস্কাঃ, অবহিতাঃ প্রীত্যাতিশয়যুক্তাঃ ইতি ভাবঃ সন্তঃ) 'মে' (মদীয়ং) 'ইদং' (প্রবর্ত্তমানং) 'উক্তং' (স্তোত্রাদিকং) 'শৃণুত' (আকর্ণয়ত, পরিগৃহ্ণীত ইতি ভাবঃ); হে দেবভাবাঃ! 'সর্ব্বেভ্যঃ বঃ' (যুষ্মভ্যং সর্ব্বেভ্যঃ) 'এতং' (ইমং মোক্ষেচ্ছু জনং, মামিতি ভাবঃ) 'পরিদদামি'

পরিহাপয়্যা জরসে জরায়ৈ ॥ 'জরায়া জরস্ অন্যতরস্যাম্' ইতি জরস্ আদেশঃ ॥ জরাপ্রাপ্তি-পর্যন্তং বহাথ প্রাপয়ত ॥ বহ প্রাপণে। লেটি আডাগমঃ ॥ জরোপলক্ষিতং শতসম্বৎসর-পরিমিতং দীর্ঘং আযুঃ অস্মৈ প্রযচ্ছতেত্যর্থঃ ॥ (১কা-৬অ—২সূ—২ম) ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

সরল প্রার্থনামূলক এই মন্ত্র এক উচ্চ ভাব প্রকটিত করিতেছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'পিতরঃ' ও 'পুত্রাঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। পিতার ন্যায় স্নেহকরুণা-পূর্ণ প্রতিপালক সত্ত্বভাবাদি এস্থলে 'পিতরঃ' পদের লক্ষীভূত বলিয়া আমরা মনে করি। 'পুত্রাঃ' পদ 'পবিত্রতাসাধক পরিত্রাণকারক' অর্থ দ্যোতনা করে। পুত্র পিতামাতাকে পবিত্র করে—পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে। এই ভাব হইতে 'পুত্রাঃ' পদের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে—'পবিত্রকারকাঃ, পরিত্রাণসাধকাঃ।' তাহাতে মন্ত্রের প্রথমাংশের যে অর্থ হইয়াছে, আমাদের মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্র সরলভাবদ্যোতক, ভাষ্যের ভাবও সহজবোধ্য; সুতরাং অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভাষ্যকারের পন্থা একরূপ, আমাদের পরিগৃহীত পন্থা অন্যরূপ—প্রভেদ এই মাত্র। মূলতত্ত্ব বিশেষ কোনও পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে না। (১কা—৬অ—২সূ—২ম) ॥

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

যে দেবা দিবি ষ্ঠ যে পৃথিব্যাং যে অন্তরিক্ষ

ওষধীষু পশুষপ্স্বন্তঃ।

তে কৃণুত জরসমায়ুরস্মৈ শতমন্যান্

পরি বৃণক্তু মৃত্যূন্ ॥ ৩ ॥

পদ-পাঠঃ।

যে। দেবাঃ। দিবি। স্থ। যে। পৃথিব্যাম্। যে। অন্তরিক্ষে।

ওষধীষু। পশুষু। অপ্ৎসু। অন্তঃ।

তে। কৃণুত। জরসম্। আয়ুঃ। অস্মৈ। শতম্। অন্যান্।

পরি। বৃণক্তু। মৃত্যূন্॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তাঃ হে ভগবদ্বিভূতয়ঃ!) যুষ্মাকং মধ্যে 'যে' (যাঃ বিভূতয়ঃ) 'দিবি' (দ্যুলোকে) 'স্থ' (তিষ্ঠন্তি, বর্ত্তন্তে ইতি যাবৎ), 'যে' (যাঃ বিভূতয়ঃ) 'পৃথিব্যাং' (ভূমৌ, পৃথ্বীতল ইতি ভাবঃ) তিষ্ঠন্তি, তথা 'যে' (যাঃ' বিভূতয়ঃ) 'অন্তরিক্ষে' (অন্তরিক্ষ-লোকে) তিষ্ঠন্তি ; অপিচ 'ওষধীষু' (বৃক্ষবনস্পত্যাদিষু) 'পশুষু' (গবাশ্বাদিষু) তথা 'অপ্সু' (উদকেষু) 'অন্তঃ' (মধ্যে) যাঃ চ ভগবদ্বিভূতয়ঃ সন্তি, 'তে' (তাঃ সর্ব্বাঃ বিভূতয়ঃ) 'অস্মৈ' (মোক্ষপ্রাপ্তিকামায় জনায়—মদুপকারায়েতি ভাবঃ) 'জরসং' (মোক্ষপ্রাপ্তিকালপর্য্যন্তং) 'আয়ুঃ' (জীবনং) 'কৃণুত' (কুরুত, বিধায়তেতি ভাবঃ) ; যাবৎকালং সিদ্ধিং লভেম তাবৎ-কালং সর্ব্বাঃ দেববিভূতয়ঃ মাং সর্ব্ববাধানিরাকৃত্য রক্ষন্ত্বিতি ভাবঃ। হে দেববিভূতয়ঃ! যূয়ং 'অন্যান্' (অপরিমিতান্, অস্বাভাবিকান্) 'মৃত্যূন্' (মরণহেতুভূতান্ জরাদিরূপান্—অপমৃত্যূন্, অকালমৃত্যূনিতি যাবৎ) 'পরিবৃণক্তু' (পরিবর্জ্জয়ত, নাশয়ত ইতি ভাবঃ) ; অপিচ 'শতং' (শতবর্ষপরিমিতং আয়ুঃ, পূর্ণায়ুষ্কালং—মোক্ষমিতি ভাবঃ) বিধায়তেত্যর্থঃ। অভীষ্টলাভপর্য্যন্তং মোক্ষপ্রাপ্তিকালপর্য্যন্তং বা যথা শত্রবঃ বিঘ্নং মা উৎপাদয়ন্তি তথা কুরু। যুষ্মাকমনুগ্রহেণাহং মোক্ষপ্রাপ্তুং সমর্থো ভবামি। অতঃ হে দেবাঃ! সাধনমার্গে যূয়ং মাং রক্ষত ; যেন পদস্খলনং মা ভবতি তথা কুরুত। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু চ যে দেবভাবাঃ সন্তি তে সর্ব্বে মাং প্রাপ্নোন্তু রক্ষন্তু চেতি ভাবঃ। (১কা—৬অ—২সূ—৩ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত হে দেববিভূতিসমূহ! তোমাদিগের মধ্যে যে সমুদায় দ্যুলোকে অবস্থিত করে ; অপিচ যাহারা পৃথিবীলোকে, অন্তরিক্ষ-লোকে বৃক্ষবনস্পতিসমূহে এবং গবাশ্বাদি পশুসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান আছে ;

মোক্ষপ্রাপ্তিকাম ব্যক্তির—আমার—উপকারের নিমিত্ত, মোক্ষপ্রাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত, (সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত) সেই সকল দেববিভূতি জীবন বিধান করুন ; (যে পর্য্যন্ত অভীষ্টপূরণরূপ সিদ্ধিলাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত সকল দেববিভূতি সকল বাধা দূর করিয়া আমাকে রক্ষা করুন—ইহাই ভাবার্থ)। হে দেববিভূতিসমূহ! আপনারা অপরিমিত বা অস্বাভাবিক মরণহেতুভূত জরাদিকে অর্থাৎ অপমৃত্যুকে বা অকালমৃত্যুকে পরিবর্জ্জন অর্থাৎ নাশ করুন এবং শতবর্ষপরিমিত অর্থাৎ পূর্ণায়ুষ্কাল বা মোক্ষ বিধান করুন। (অভীষ্টলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি-পর্য্যন্ত শত্রুগণ যাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে, তাহা করুন। আপনাদের অনুগ্রহে যেন মোক্ষলাভে সমর্থ হই। অতএব হে দেবগণ! সাধনমার্গে আপনারা আমাকে রক্ষা করুন ; যাহাতে আমার পদস্খলন না হয়, আপনারা তাহার বিহিত করুন। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সর্ব্বলোকে এবং সর্ব্বভূতে যে সকল দেবভাব আছে, তাহারা সকলে আমাকে প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ রক্ষা করুক।)॥ (১কা—৬অ—২সূ—৩ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

হে দেবাঃ অগ্নিবায়ুসূর্য্যপ্রভৃতয়ঃ দেবতাকাণ্ডে সমাম্নাতাঃ। দ্যুপৃথিব্যাদিস্থান-ভেদেষু বিভজ্য বক্ষ্যমাণানাং সর্ব্বেষাং দেবানাং সাধারণোঽয়ং নির্দ্দেশঃ॥ 'আমন্ত্রিতস্য চ' ইত্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বম্॥ যে সূর্য্যাদয়ো যূয়ং দিবি দ্যুলোকে স্থ ভবথ জগদনুগ্রহার্থং নিবসথ॥ উড়িদং পদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্যঃ" ইতি দিব উত্তরস্যাঃ সপ্তম্যা উদাত্তত্বম্। অস্তের্ল'ট্। মধ্যমবহুবচনে অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। "শ্নসোরল্লোপঃ" ইতি অকারলোপঃ। 'যদ্বৃত্তান্নিত্যম্' ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ তথা যে অগ্ন্যাদয়ো দেবাঃ যূয়ং পৃথিব্যাং ভূমৌ। সমস্তর-ক্রিয়ানুষঙ্গঃ। স্থ ভবথ। তথা যে বায়্বাদয়ো যূয়ং অন্তরিক্ষে অন্তরিক্ষলোকে স্থ। অবকাশপ্রবর্ষণপচনাদ্যুপকারনিমিত্তত্বেন ত্রিষু লোকেষু বর্ত্তধ্বম ইত্যর্থঃ। যদ্বা 'যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যাম্ অধ্যেকাদশ স্থ। অপ্সুষদো মহিনৈকাদশ স্থ" [তৈং সং ১।৪।১০।১] ইতি মন্ত্রপ্রসিদ্ধাঃ স্থানত্রয়ে বর্ত্তমানাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অত্র সংবোধ্যন্তে। তথা ওষধীষু ব্রীহি-যবাদিষু পশুষু গবাদিষু অপ্সু উদকেষু অন্তঃ মধ্যে তত্তদভিমানিত্বেন বর্ত্তমানা যে যূয়ং স্থ॥ "উড়িদম্" ইত্যাদিনা অপ্‌শব্দাৎ পরস্য সুপ্‌ উদাত্তত্বম্। অন্তরশব্দঃ স্বরাদিষন্তোদাত্তঃ পঠিতঃ। সংহিতায়াং যণাদেশে "উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য" ইত্যন্তরশব্দাকারঃ স্বর্য্যতে॥ তে সর্ব্বে দেবা যূয়ম্ অস্মৈ আয়ুষ্কামায় পুরুষায় জরসম্ জরাপর্য্যন্তম্ ইত্যর্থঃ॥ "জরায়া জরম্ অন্যতরস্যাম্" ইতি জরস্ আদেশঃ॥ তথাবিধং আয়ুঃ জীবনং কৃণুত কুরুত॥

ত্বৎপ্রসাদাৎ অসৌ শতসম্বৎসর পরিমিতং আয়ুর্জীবতু ইত্যর্থঃ॥ তদর্থং অন্যান্ কালমৃত্যু-ব্যতিরিক্তান্ শতং। অপরিমিতনামৈতৎ। অপরিমিতান্ মৃত্যূন্ মরণহেতুভূতান্ জরাদি-রূপান্। "যে তে সহস্রং অযুতং পাশা মৃত্যো মর্ত্যায় হন্তবে" (তৈং ব্রাং ৩।১০।৮।২) ইত্যাদি মন্ত্রপ্রসিদ্ধান্ অপমৃত্যুবিশেষান্ পরিবৃণক্ত পরিবর্জ্জয়ত। পরমায়ুর্ভঙ্গকরান্ অপমৃত্যূন্ নিবারয়তেত্যর্থঃ॥ বৃজী বর্জ্জনে। লোণ্ মধ্যমবহুবচনাদেশস্য তশব্দস্য "তপ্তনপ্তনথনাশ্চ" ইতি তপ্ আদেশঃ। তস্য পিত্বেন ঙিত্বাভাবাৎ শ্নসা লোপাভাবঃ॥ যদ্বা শতমিতি আয়ুশব্দেন সংবধ্যতে। শতসম্বৎসরপরিমিতং আয়ুঃ কুরুতেত্যর্থঃ॥ (১কা—৬অ—২সূ—৩ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটীতেও আয়ুর্ব্বৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে, স্বর্গলোকে এবং ভূতসমূহে—স্থূলতঃ সর্ব্বভূতে সর্ব্বলোকে যে সকল দেবভাব বিদ্যমান্ আছে, তাঁহারা সকলে আয়ুষ্কাম-ব্যক্তিকে পূর্ণায়ুষ্কাল পর্য্যন্ত রক্ষা করুন,—ভাষ্যপাঠে মন্ত্রের এই ভাব অবগত হওয়া যায়। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত দুই এক স্থলে সামান্য যে মতান্তর ঘটিয়াছে, আমাদের মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। 'দিবি,' 'পৃথিব্যাং,' 'অন্তরিক্ষে' 'ওষধীষু,' 'পশুষু,' 'অপ্সু' প্রভৃতি পদের ভাষ্যকার যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, আমরাও ঐ সকল পদের তদনুরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। তবে ভাষ্যে তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে যে ভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে, আমাদের ভাব তদপেক্ষা স্বতন্ত্র। 'যে দেবাঃ দিবি স্থ' মন্ত্রাংশের ভাষ্যমতে অর্থ হয়—সূর্য্যাদি যে সকল দেবতা দ্যুলোকে অবস্থিত। এইরূপ 'যে দেবাঃ পৃথিব্যাং স্থ' মন্ত্রাংশের অর্থ—অগ্নি প্রভৃতি যে সকল দেবতা পৃথিবীলোকে অবস্থিত এবং 'যে দেবাঃ অন্তরিক্ষে স্থ' মন্ত্রাংশের অর্থ—বায়ু প্রভৃতি যে সকল দেবতা অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত। সুতরাং, প্রকাশ-প্রবর্ষণ-পচনাদি উপকারের নিমিত্ত তিন লোকে যে সকল দেবগণ বর্ত্তমান, তাঁহারা সকলে আয়ুষ্কাম ব্যক্তিকে রক্ষা করুন, ভাষ্যে এই ভাব পরিব্যক্ত। আমরা 'দেবাঃ' পদে দেবভাব, ভগবদ্বিভূতি বা শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ গ্রহণ করি। সর্ব্বলোকে এবং বৃক্ষবনস্পতি গবাশ্বাদি পশু এবং উদক-সমূহে—স্থূলতঃ সর্ব্বভূতে যে সকল সদ্ভাবের সমাবেশ আছে, সেই সকলে যে সকল ভগবদ্বিভূতিসমূহ বিরাজিত, মোক্ষেচ্ছু সাধক সেই সকল সদ্ভাবের অধিকারী হইবার কামনা করিতেছেন। সাধন-পথের অন্তরায় বহুবিধ। সদ্ভাবের উদয়ে হৃদয় নির্ম্মল হইলে কোনও বিভীষিকাই তখন হৃদয়কে বশীভূত বা অভিভূত করিতে পারে না। এখানে আমাদের মনে হয়, সেই সর্ব্বলোকস্থায়ী সর্ব্বভূতান্তর্গত দেবভাবসমূহ সেই সকল অন্তরায় বিদূরিত করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অর্থাৎ সাধকের পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, সাধককে রক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। 'অন্যান্ মৃত্যূন্' পদদ্বয়ের ভাষ্যমতে অর্থ হয়—অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যু প্রভৃতি। মন্ত্রের শেষাংশে অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যু নিবারণ করিয়া পূর্ণশতবৎসর পরিমিত জীবিতকাল বিহিত

করিবার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা এস্থলে 'অন্যান্ মৃত্যূন' পদদ্বয়ে অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যু অর্থ গ্রহণ করি না। আমাদের ভাব তদনুরূপই বটে; কিন্তু অর্থ স্বতন্ত্র। সাধনায়, সিদ্ধিলাভের সময়, পূর্ণসিদ্ধি লাভ হইবার পূর্ব্বে, আন্তর-বাহ্য-শক্রর আক্রমণে চিত্ত যদি বিক্ষোভিত হয়, মন যদি বিপথে গমন করে, তাহা হইলে সেই অবস্থাকেই অকালমৃত্যু বা অপমৃত্যু বলা চলিতে পারে। আমাদের পরিগৃহীত ভাব এইরূপ। তাহাতে 'অন্যান্ মৃত্যূন্ পরিবৃণক্তু' মন্ত্রাংশের অর্থ হয় যে,—সাধনার স্তরে অগ্রসর হইবার সময়, যে সকল বিঘ্ন আসিয়া সাধনার ক্রমভঙ্গ করিতে প্রয়াস পায়, হে দেবগণ! তোমরা সেই আন্তর ও বাহ্য উভয়বিধ বাধাবিঘ্ন অপসারণ কর। আর সেই বাধা-বিঘ্ন অপসারণ-কালে আমাদিগকে শতবর্ষ পরিমিত জীবনকাল প্রদান কর অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না আমার সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়—আমার অভীষ্ট পূরণ হয়,—যে পর্য্যন্ত না আমি মোক্ষলাভে সমর্থ হই, সেই পর্য্যন্ত, হে দেবগণ, আপনারা আমাকে রক্ষা করুন। আমরা মনে করি,—মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যে সদ্ভাবের সমাবেশ আছে, মন্ত্রে প্রার্থনাকারী সাধক সেই সকলকেই আবাহন করিতেছেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা—কি স্বর্গে, কি মর্ত্ত্যে, কি অন্তরিক্ষে, কি ভূতজাতসমূহে—যেখানে যে ভগবদ্বিভূতিরূপ দেবভাব বা শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চিত আছে, সে সকলই যেন আমি অধিকার করিতে পারি। সাধনার অন্ত নাই। সাধনার পথে যতই অগ্রসর হইবে, ততই দেবভাবসমূহ হৃদয় অধিকার করিবে,—ততই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হইবে,—ততই ভগবানের অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হইবে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, অর্চ্চনাকারী সাধক তাই কহিতেছেন,—'স্বর্গে', অন্তরিক্ষে, পৃথিবীতে এবং ভূতজাতসমূহে, যেখানে যতগুলি ভগবানের বিভূতিস্বরূপ সদ্ভাব-শুদ্ধসত্ত্ব বিদ্যমান আছে, সে সমস্তই আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার সাধনায় সিদ্ধি প্রদান করুক; আমি মোক্ষলাভে ভগবানে সম্মিলিত হই।' (১কা—৬অ—২সূ—৩ম)॥

—— ০ ——

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

যেষাং প্রযাজা উত বানুযাজা হুতভাগা

অহুতাদশ্চ দেবাঃ।

যেষাং বঃ পঞ্চ প্রদিশো বিভক্তাস্তান্ বো

অস্মৈ সত্রসদঃ কৃণোমি ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ।

যেষাম্। প্রঽযাজাঃ। উত। বা। অনুঽযাজাঃ। হুতঽভাগাঃ।

অহুতঽঅদঃ। চ। দেবাঃ।

যেষাম্। বঃ। পঞ্চ। প্রঽদিশঃ। বিঽভক্তাঃ। তান্। বঃ।

অস্মৈ। সত্রঽসদঃ। কৃণোমি॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যেষাং' (যে দেবাঃ, দেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রযাজাঃ' (প্রথমভাবিনঃ, জন্মনা সহ সঞ্জাতাঃ) 'উত বা' (অপিচ) যে 'অনুযাজাঃ' (সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতাঃ) তথা যে চ 'হুতভাগাঃ' (জ্ঞানেন লব্ধাঃ) তথা যে চ 'অহুতাদঃ' (জ্ঞানকর্ম্মব্যতিরেকেন স্বতঃসঞ্জাতাঃ, যদ্বা—সাধুসঙ্গেন সৎপ্রসঙ্গেন চ সমুদ্ভূতাঃ ইতি ভাবঃ) 'অপিচ' 'যেষাং বঃ' (যে চ দেবভাবাঃ) 'পঞ্চ প্রদিশঃ' (সর্ব্বাঃ দিশঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু বা), বিভক্তাঃ' (বিভক্তাঃ যদ্বা—পরিব্যাপ্তাঃ স্থিতাঃ ইত্যর্থঃ); 'দেবাঃ' (হে দেবভাবাঃ) 'তান্' (তথোক্তান্) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'অস্মৈ' (মোক্ষমিচ্ছবে পুরুষস্য কল্যাণার্থং—মদুপকারায়েত্যর্থঃ) 'সত্রসদঃ' (সদ্মনি—হৃদ্রূপে যজ্ঞগৃহে সংনিহিতান্, সংস্থাপিতান্) 'কৃণোমি' (করোমি)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। নিখিলান্ দেবভাবান্ সমাহৃত্য হৃদি সংস্থাপনায় অত্র সাধকস্য সঙ্কল্পো প্রকাশ্যতে॥ (১কা—৬অ—১সূ—৪ম)॥

• • •

অথবা,

'দেবাঃ' (হে দেবগণাঃ) যুষ্মাকং মধ্যে 'যেষাং' (যে দেবাঃ) 'প্রযাজাঃ' (প্রথমভাবিনঃ, প্রথমহবির্ভাগগ্রাহকাঃ) 'উত বা' (অপি বা) যে 'অনুযাজাঃ (প্রধানযাগানন্তরভাবিনঃ, পশ্চাদ্ধবির্ভাগগ্রাহকাঃ) তথা যে 'হুতভাগাঃ' (হুতদ্রব্যাণাং ভাগগ্রাহকাঃ) তথা যে চ 'অহুতাদঃ' (হোমস্থানাদন্যত্রক্ষিপ্যমানং হবির্ভক্ষকাঃ); অপিচ 'বঃ' (যুষ্মাকং মধ্যে) 'যেষাং' (যে দেবাঃ) 'পঞ্চ প্রদিশঃ' (সর্ব্বাঃ দিশঃ) 'বিভক্তাঃ' (বিভজ্য স্থিতাঃ) 'তান্' (তথোক্তান্ সর্ব্বান্) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'অস্মৈ' (মোক্ষকামায় সাধকায়—মদুপকারার্থমিতি যাবৎ). 'সত্রসদঃ' (মম হৃদ্রূপে যজ্ঞাগারে সংনিহিতান্) 'কৃণোমি' (করোমি)। সর্ব্বাঃ দেবাঃ হৃদি অধিষ্ঠিতাঃ সন্তঃ মোক্ষং বিধায়ন্ত্বেতি ভাবঃ। (১কা—৬অ—১সূ—৪ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবভাব প্রথমোৎপন্ন অর্থাৎ জন্মসহজাত, অপিচ যাহারা সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত, যাহারা জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ এবং যাহারা জ্ঞানকর্ম্ম ব্যতিরেকে স্বতঃসঞ্জাত অর্থাৎ সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে উপজিত হয়; অপিচ, যে সকল দেবভাব সকল দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান্; হে দেবভাবসমূহ! তথাবিধ আপনাদিগকে মোক্ষেচ্ছু পুরুষের কল্যাণ জন্য অর্থাৎ আমার উপকারের নিমিত্ত, হৃদ্‌রূপ যজ্ঞগৃহে সম্যক্‌প্রকারে নিহিত স্থাপিত—করিতেছি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। নিখিল দেবভাব আহরণ করিয়া হৃদয়ে সংস্থাপনের জন্য মন্ত্রে সাধকের সঙ্কল্প বিদ্যমান।)॥ (১কা—৬অ—১সূ—৪ম)॥

অথবা,

হে দেবগণ! আপনাদের মধ্যে যে দেবগণ প্রথমহবির্ভাগগ্রাহক, অপিচ যাঁহারা প্রথমযাগের পরবর্ত্তী হবির্ভাগগ্রাহক, অপিচ যাঁহারা হুতদ্রব্যের ভাগগ্রহণকারী এবং যাঁহারা হোমাধানের বহির্ভাগে প্রক্ষিপ্ত হবির্ভক্ষক; আরও আপনাদের মধ্যে যে দেবগণ সকল দিক ভাগ করিয়া অবস্থিত আছেন; পূর্ব্বোক্ত সেই আপনাদিগের সকলকে, মোক্ষকামী সাধকের অর্থাৎ আমার উপকারের নিমিত্ত, আমার হৃদ্‌রূপ যজ্ঞাগারে সম্যক্‌প্রকারে নিহিত করি। (সকল দেবগণ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া মোক্ষ বিধান করুন—ইহাই ভাবার্থ।)॥ (১কা—৬অ—১সূ—৪ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

প্রযাজাঃ। প্রধানযাগাৎ প্রথমভাবিনঃ সমিত্তনূনপাদাদয়ঃ পঞ্চযাগাঃ প্রযাজাঃ। তে যেষাং দেবানাং স্বভূতাঃ। 'অথ কিং দেবতাঃ প্রযাজানুযাজাঃ" ইতি প্রক্রম্য "আগ্নেয়া ইতি তু স্থিতির্ভক্তিমাত্রম ইতরৎ" [নিং ৮।২২] ইত্যন্তেন যাস্কেন প্রপঞ্চিতাঃ প্রযাজদেবাঃ। তে চাত্র যেষাম্ ইতি সর্ব্বনাম্না বিবক্ষ্যন্তে। "প্রযাজান্ মে অনুযাজাংশ্চ কেবলান্ ঊর্জ্জস্বন্তং হবিষো দত্ত ভাগম্" [ঋং ১০।৫১।৮] ইতি মন্ত্র প্রসিদ্ধোঽগ্নিরেব বা বিবক্ষিতঃ। অস্মিন্ পক্ষে যেষাং ইতি বহুবচনং পূজার্থং॥ যেষাং ইত্যত্র "সাবেকাচঃ" ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্তেরুদাত্তস্য "ন গোশ্বনৎসাববর্ণ" ইতি প্রতিষেধঃ। প্র পূর্ব্বাদ্ যজতেঃ "অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্" ইতি ঘঞ্ "প্রযাজানুযাজৌ যজ্ঞাঙ্গে" ইতি কুত্বাভাবো নিপাত্যতে। "থাথ-ঘঞ্‌ক্তাজবিত্রকাণাম্" ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ উত বা অপি বা অনুযাজাঃ। অনু পশ্চাৎ প্রধানযাগানন্তরভাবিনস্ত্রয়ো যাগা অনুযাজাঃ। তে চ যেষাং দেবানাং স্বভূতাঃ॥ প্রযাজশব্দবৎ

অনুযাজশব্দস্যাপি পদস্বরপ্রক্রিয়ে বেদিতব্যে ॥ যে চ অন্যে দেবা হুতভাগাঃ। হুতং অগ্নৌ প্রাপ্তং চরুপুরোডাশাদিকং হবিঃ ভাগো যেষাং দেবানাং তে হুতভাগা ইন্দ্রাদয়ঃ। তথা যে চ দেবা অহুতাদঃ। ন হুতম্ অহুতম্ অগ্নেরন্যত্রক্ষিপ্যমাণং হবিরদন্তি ভক্ষয়ন্তীতি অহুতাদঃ বলিহরণাদিদেবাঃ ॥ অদ্ ভক্ষণে। ইত্যস্মাদ্ "অদোঽনন্নে" ইতে বিট্প্রত্যয়ঃ ॥ হে ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ! যেষাং প্রসিদ্ধানাং বঃ যুষ্মাকং পঞ্চ পঞ্চসংখ্যাকাঃ প্রদিশঃ প্রধানভূতাঃ প্রাচ্যাদ্যা দিশঃ বিভক্তাঃ ঈশিতব্যত্বেন বিভজ্য স্থিতাঃ। যদ্বা "পথ্যাং স্বস্তিম্ অযজন্ প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রাজানন্" (তৈ০ স০ ৬।১।৫।২) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধাঃ পথ্যা স্বস্তিঃ অগ্নিঃ সোমঃ সবিতা দিতিঃ ইত্যেতন্নামানো দেবাঃ যেষাম্ ইতি যচ্ছব্দেন বিবক্ষিতাঃ। হে দেবাঃ তান্ উক্তান্ সর্ব্বান্ বঃ যুষ্মান্ অস্মৈ আয়ুষ্কামস্য পুরুষস্য আয়ুষ্কামস্য আয়ুর্বর্দ্ধনাদ্যুপকারায় সত্রসদঃ। সীদন্ত্যস্মিন্নিতি সত্রম্ সদনম্। তস্মিন্ সীদতঃ সন্নিহিতান্ কৃণোমি করোমি ॥ ষদ্লৃ বিশরণগত্যবসাদনেষু ইত্যস্মাদ্ অধিকরণে ঔণাদিকস্ত্রন্-প্রত্যয়ঃ। তস্মিন্নুপপদে তস্মাদেব ধাতোঃ "সৎসূদ্বিষ০" ইত্যাদিনা কর্ত্তরি ক্বিপ্ ॥ (১কা—৬অ—২সূ ৪ঋ)॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ঃ০○০ঃ§——

ষষ্ঠানুবাকের প্রথম সূক্তের এই মন্ত্রটী কিঞ্চিৎ জটিলতা-পূর্ণ। মন্ত্র-মধ্যে যে দুইটী 'যেষাং' পদ আছে, ঐ দুইটী 'যেষাং' পদেই সে জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। ঐ দুই পদের সহিত অন্যান্য পদের অন্বয় সহজসাধ্য নহে। ভাষ্যকার টানিয়া বুনিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় 'যেষাং' পদদ্বয়ের একটা অন্বয় স্থির করিয়াছেন বটে ; কিন্তু প্রথম স্থলে তাঁহাকে 'দেবানাং স্বভূতাঃ' পদদ্বয় এবং দ্বিতীয় স্থলে 'যেষাং প্রসিদ্ধানাং' পদদ্বয় অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। ঐ প্রথম 'যেষাং' পদের সহিত 'বঃ' পদের যে অন্বয় হইয়াছে, তাহা ভাষ্যেই পরিদৃষ্ট হইবে। কিন্তু ঐরূপ অন্বয়ের—'যেষাং প্রসিদ্ধানাং বঃ যুষ্মাকং' অংশের ভাবগ্রহণ যে একান্ত কষ্টসাধ্য, সাধারণ দৃষ্টিতেই তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রের মধ্যে দুইটী 'বঃ' পদ দৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় প্রথমটী ষষ্ঠীর বহুবচনে 'যুষ্মাকং' রূপে এবং দ্বিতীয় 'বঃ' পদ দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'যুষ্মান্' রূপে অর্থ করা হইয়াছে। 'যেষাং' এবং 'বঃ' পদসমূহের বিভক্তি ব্যত্যয় না করিয়া অন্য পদের সহিত তাহাদের অন্বয় করা কঠিন। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবশ্যকমত পদাদি অধ্যাহার করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। মন্ত্রের 'যেষাং' পদ যে ভাবে ব্যবহৃত, পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতেই হইবে। তদ্ভিন্ন মন্ত্রের সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ নিষ্কাশন করা সম্ভবপর নহে। ভাষ্যকার বলেন,—'প্রযাজান্' (ঋ০ ১০।৫১।৮) মন্ত্রে যে অগ্নির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, 'প্রযাজাঃ' পদে সেই অগ্নিকে বুঝাইতেছে। 'যেষাং' পদ সে হিসাবে পূজার্থ বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা আমাদের ব্যাখ্যায় ঐ 'যেষাং' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় করিয়া যে দ্বিবিধ অন্বয় করিয়াছি, এবং তাহাতে মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

ভাষ্যকারের মতে, আয়ুষ্কাম-ব্যক্তির আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য এই মন্ত্রে দেবগণের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। সে বিষয়ে অবশ্য আমাদের সহিত ভাষ্যকারের বিশেষ মতান্তর নাই। তবে আমরা মনে করি,—'প্রযাজঃ' 'অনুযাজঃ' প্রভৃতি পদে যেমন যজ্ঞাংশভাগী সেই সেই দেবতাকে বুঝাইতেছে, তেমনই ঐ পদসমূহে হৃদয়ের বৃত্তি-সমূহের প্রতিও লক্ষ্য আছে। 'প্রযাজঃ' পদে যেমন যজ্ঞের অগ্রাংশ গ্রহণকারী দেবতাকে বুঝায়, তেমনি ঐ পদে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে যে সকল সদ্‌বৃত্তির সঞ্চার প্রথমেই হইয়া থাকে, তাহাদিগকেও বুঝাইয়া থাকে। 'অনুযাজঃ' পদেও তেমনি দ্বিবিধ ভাব পরিব্যক্ত হয়। অগ্নি যজ্ঞের ভাগ প্রথম গ্রহণ করেন, তার পর অপরাপর দেবগণ ক্রমপর্য্যায় অনুসারে যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন। সেইরূপ জন্মের পর আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা যে সকল সদ্ভাব হৃদয়ে উপজিত হয়, 'অনুযাজঃ' পদে আমরা মনে করি, সেই সকল সদ্ভাবের প্রতিই লক্ষ্য আছে। 'হুতভাগাঃ' এবং 'অহুতাদঃ' পদদ্বয়েও ঐরূপ দ্বিবিধ ভাব পরিব্যক্ত হয় বলিয়া আমরা মনে করি। 'হুতভাগাঃ' পদের ভাষ্যমতে অর্থ হয়,—'অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবিঃ যে দেবগণ ভক্ষণ করেন, তাঁহারাই 'হুতভাগাঃ' অর্থাৎ অগ্নি দ্বারা যে হবিঃ সংশোধিত হয়, তাহাই সেই দেবগণ গ্রহণ করেন। সে হিসাবে জ্ঞানপ্রভাবে হৃদয়ে যে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়, তাহাকেই আমরা 'হুতভাগাঃ' পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। আর 'অহুতাদঃ' পদের লক্ষ্য যে দেবগণ, তাঁহারা, হোমাগ্নির চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হবির্ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা হইতে আমাদের অর্থ হয়—জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন আপনা-আপনিই হৃদয়ে যে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়, অর্থাৎ সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে অন্তরে যে সদ্ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। 'অহুতাদঃ' পদের তাহাই লক্ষ্যস্থল বলিয়া মনে হয়। সে হিসাবে, 'যেষাং' হইতে অহুতাদশ্চ' পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশের অর্থ হয় এই যে,—'যে দেবভাব আমাদের জন্মসহজাত, যাহারা কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত, যাহারা জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ এবং যাহারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সহায়তা ভিন্ন স্বতঃসঞ্জাত অর্থাৎ সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে উপজিত।' আবার অন্য পক্ষে, প্রধান অপ্রধান সকল দেবতার ভাবও মনে আসিতে পারে। ঋগ্বেদের 'নমো মহদ্ভ্যো নম অর্ভকেভ্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে যেমন প্রধান অপ্রধান সকল দেবতার নিকটই প্রার্থনা জানান হইয়াছে; তেমনি এই মন্ত্রেও "যেষাং প্রয়াজাঃ" প্রভৃতি মন্ত্রে প্রধান অপ্রধান সকল দেবতাকেই আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'পঞ্চ প্রদিশঃ' পদের ভাষ্যের অর্থ—'পূর্ব্বাদি পাঁচ দিক।' এই দিগ্‌বিভাগ সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। কাহারও মতে পাঁচ দিক, কাহারও মতে দশ দিক ইত্যাদি। লোকবিভাগেও যেমন মতান্তর, দিগ্বিভাগেও তেমনি মতান্তর। যাহা হউক, আমরা ঐ 'পঞ্চ প্রদিশঃ' পদদ্বয়ে 'সকল দিক' অর্থাৎ এই বিশ্বচরাচরের সর্ব্বত্র অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে, বিশ্বচরাচরের সর্ব্বত্র যে সকল সদ্ভাব বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়কে আনিয়া আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি।' দ্বিতীয় অন্বয়েও সেই একই ভাব পরিস্ফুট। বিশ্বচরাচরের সর্ব্বত্র প্রধান অপ্রধান যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহারা সকলে আসিয়া আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে যথাযোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত হউন। দেবতার অধিষ্ঠানে আসুরিক প্রভাব-সমূহ বিদূরিত হউক,—মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। (১কা—৬অ—১সূ—৪ম)॥

ষষ্ঠানুবাকে তৃতীয়-সূক্তানুক্রমণিকা।

অত্র নিত্যনৈমিত্তিককাম্যভেদেন দ্বাবিংশতিঃ সবযজ্ঞা বিহিতাঃ। তে চ ব্রহ্মৌদনস্বর্গৌদন-চতুঃশরাবসবৌদনসবশতৌদনঋষ্যাজৌদনপঞ্চৌদনব্রহ্মাস্যৌদনমৃত্যুসবানডুৎসবর্ষ্যককর্কিপৃশ্নিগ্রপৌন-শিলপবিত্রোর্ব্বরাঋষভবশাশালাবৃহস্পতিসবাখ্যাঃ। তত্র চতুঃশরাবৌদনসবে "আশানাম্" ইতি সূক্তং বিনিযুক্তম্। তত্র তেন নিরুপ্তহবিরভিমর্শনম্ সম্পাতং দাতৃবাচনং দানং চ কুর্য্যাৎ। যদ্ আহ কৌশিকঃ। "আশানাম্ ইতি চতুঃশরাবম্" ইতি (কৌঃ ৮।৯)। "নিরুপ্তং সূক্তে-নাভিমৃশতি' ইতি (কৌঃ ৮।৯)। 'সূক্তেন পূর্ব্বং সম্পাতবন্তং করোতি" (কৌঃ ৮।৪)। "উপস্থিতধারকং দাতারং বাচয়তি তন্ত্রসূক্তং পচ্ছঃ" ইতি (কৌঃ ৮।৯) "সূক্তেনাভিমন্ত্র্য দদ্যাৎ" (কৌঃ ৮।৪) ইতি চ॥

তথা অনেনৈব সূক্তেন ধূমকেতুরূপাদ্ভুতদর্শনে দিগ্দেবতাকস্য বহুরূপস্য অজস্য অবদানানি তদ্দেবতাকং চরুং চ প্রত্যৃচং জুহুয়াৎ। তথা চ সূত্রম্। "অথ যত্রৈতদ্ ধূমকেতুঃ সপ্তঋষীন্ উপধূপয়তি তদ্ অযোগক্ষেমাশঙ্কম্ ইত্যুক্তং পঞ্চপশবস্রায়স্তে" ইতি প্রক্রম্য "আশানামিতি দৈশস্য" (কৌ॰ ১৩।৩৫)॥

তদ্বদেব গ্রামনগরদেশপ্রাকারাস্থাদরণে 'অশ্রামস্তা' ইতি তৃতীয়াবর্জ্জম্" অনেন সূক্তেন পুরোডাশানাং পাষাণানাং চ নিখননং কুর্য্যাৎ। 'আশাপালীয়ং তৃতীয়াবর্জ্জম্' ইতি প্রক্রম্য 'পুরোডাশান্ অশ্মোত্তরান্ অন্তঃস্রক্তিষু নিদধাত্যুভয়ান্ সম্পাতবতঃ" ইতি হি সূত্রিতম্ (কৌ॰ ৫।২)॥

অস্য প্রথমর্চা সর্ব্বরোগভৈষজ্যে আপ্লাবনাবসেচনপায়নাদিকং কুর্য্যাৎ। সূত্রং চ। "ওষধিবনস্পতীনাম্ অনুক্তান্যপ্রতিষিদ্ধানি ভৈষজ্যানাম্ অংহোলিঙ্গাভিঃ' ইতি (কৌঃ ৪।৮)॥ অত্র অংহোলিঙ্গাভিরিতি 'আশানাম্ আশাপালেভ্যঃ' ইত্যেকা (১।৩১।১) 'অগ্নের্মন্বে' ইতি [৪।২৩-২৯] সপ্তসূক্তানি 'যা ওষধয়ঃ সোমরাজ্ঞীঃ' ইত্যেকা (৬।৯৬।১) 'বৈশ্বানরো ন আগমৎ' ইত্যেকা (৬।৩৫।২) 'শুম্ভনী দ্যাবাপৃথিবী' ইত্যেকা (৭।১১৭।১) 'যদর্ব্বাচীনম্' ইত্যেকা (১০।৫।২২) 'মুঞ্চন্তু মা' (১১।৬) 'ভবাশর্ব্বাবিদম্' (১১।৬।৯) 'যা দেবীঃ পঞ্চ' (১১।৬।২২) 'যন্মাতলী রথং' (১১।৬।২৩) ইত্যেতাভিশ্চতসৃভির্বর্জ্জিতম্ 'অগ্নিং ব্রূমঃ' (১১।৬) ইত্যার্থসূক্তম্। অয়ং সপ্তপ্রতীকঃ অংহোলিঙ্গগণো বিবক্ষিতঃ॥

অশ্বমেধে উৎসৃষ্টম্ অশ্বম্ আশানাম্ ইতি সূক্তেন ব্রহ্মা অনুমন্ত্রয়তে। উক্তং বৈতানে। 'আশাপালীয়েনোৎসৃষ্টং সংবৎসরম্' ইতি (বৈঃ ৭।১)॥

তথা "অংহোলিঙ্গানাম্ আপোভোজনহবীংষি" (কৌ॰ ৭।৯) ইত্যাদাবপি এতদ্ দ্রষ্টব্যম্॥

অদ্ভুতমহাশান্তৌ দিগ্দেবতাক আস্থো মন্ত্রঃ। উক্তং নক্ষত্রকল্পে। "অথাতোঽদ্ভুত-মহাশান্তৌ দিশো যজতে বিদিশো যজতে" ইত্যারভ্য 'আশানাম্' ইতি (ন॰ ক॰ ১৪)॥

'স্বস্তি মাত্রে' (১।৩১।৪) ইত্যনয়া ঋচা সর্ব্বস্বস্ত্যয়নকামঃ রাত্রৌ উপস্থানং কুর্য্যাৎ। 'স্বস্তি মাত্র ইতি নিশ্যুপতিষ্ঠতে' ইতি সূত্রম্ (কৌঃ ৭।১)॥

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

আশানামাশাপালেভ্যশ্চতুর্ভ্যো অমৃতেভ্যঃ।
ইদং ভূতস্যাধ্যক্ষেভ্যো বিধেম হবিষা বয়ম্॥ ১॥

পদ-পাঠঃ।

আশানাম্। আশাঽপালেভ্যঃ। চতুঃঽভ্যঃ। অমৃতেভ্যঃ।
ইদম্। ভূতস্য। অধিঽঅক্ষেভ্যঃ। বিধেম। হবিষা। বয়ম্॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আশানাং' (সর্ব্বাভীষ্টানাং—পূরকেভ্যঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'চতুর্ভ্যঃ আশাপালেভ্যঃ' (বিবিধরূপেণ পালকেভ্যঃ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপেভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ ফলদাতৃভ্যঃ) 'অমৃতেভ্যঃ' (মরণরহিতেভ্যঃ, নিত্যসত্যরূপেভ্যঃ ইতি যাবৎ) 'ভূতস্য' (স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য বিশ্বস্য) 'অধ্যক্ষেভ্যঃ' (অধিপতিভ্যঃ দেবেভ্যঃ, যদ্বা—তেষাং প্রীত্যর্থং) 'ইদম্' (মদনুষ্ঠিতে অস্মিন্ কর্ম্মণি) 'হবিষা' (হৃদ্গতেন শুদ্ধসত্ত্বেন) 'বিধেম' (পরিচরেম, সমর্পয়াম ইতি ভাবঃ) সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপূজায়াং হৃদ্গতং শুদ্ধসত্ত্বং হি প্রধানোপকরণং। তদ্ধি ভগবৎপ্রীতিসাধকং। অতঃ হৃদি সঞ্চিতেন শুদ্ধসত্ত্বেন বয়ং ভগবন্তং পূজয়ামঃ ইতি সঙ্কল্পঃ। (১কা-৬অ-৩সূ-১ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

সকল অভীষ্টের-পূরক এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গফলের দাতা, মরণরহিত নিত্যসত্যরূপ, স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের অধিপতি দেবগণের পরিতৃপ্তির জন্য, মদনুষ্ঠিত এই কার্য্যে হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পরিচর্য্যা করি অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে সমর্পণ করি (মন্ত্রটী সঙ্কল্প-মূলক। ভগবানের পূজায় হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বই প্রধান উপকরণ। তাহাই

ভগবানের প্রীতিসাধক। অতএব হৃদয়ে সঞ্চিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানের পূজা করি—ইহাই সঙ্কল্প।)॥ (১কা—৬অ—৩সূ—১ম)॥

• • •

(মন্ত্রভাষ্যং) সায়ণাচার্য্যকৃতং।

আশানাং প্রাচ্যাদিদিশাম্॥ আশারা অদিগাখ্যা চেৎ (ফিং ১১৯) ইতি অন্তোদাত্তত্বস্য পর্য্যুদাসাৎ আদ্যুদাত্ততা॥ (আশা) পালেভ্যঃ। আশাঃ পালয়ন্তি রক্ষয়ন্তীতি আশাপালাঃ॥ "কর্ম্মণ্যণ্ ইতি অণ্প্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপ্রকৃতিস্বরত্বেন অন্তোদাত্ততা॥ অত্র আশাপালেভ্য ইতি সমস্তেন পদেন স্বামিত্বমাত্রং বিবক্ষিতম্। আশানাম্ ইতি ষষ্ঠ্যন্তেন ঈশিতব্যস্য বহুত্বং অভিধীয়ত ইতি ন পৌনরুক্ত্যং। তেভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ চতুঃসংখ্যাকেভ্যঃ ইন্দ্রযমাদিভ্যঃ॥ 'জাতুপোত্তমম্' ইতি উপোত্তমস্য অচ উদাত্তত্বম্॥ অমৃতেভ্যঃ। মৃতং মরণম্॥ ভাবে নিষ্ঠা॥ তদ্ ন বিদ্যতে যেষাং তে তথোক্তাস্তেভ্যঃ॥ 'নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ' ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বম্॥ ভূতস্য সত্তাং প্রাপ্তস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য জগতঃ অধ্যক্ষেভ্যঃ অধিপতিভ্যঃ ইন্দ্রাদিভ্যঃ ইদম্ ইদানীং চতুঃশরাবসবযাগকালে হবিষা ওদনেন মন্ত্রসংস্কৃতেন বিধেম পরিচরেম॥ বিধতিঃ পরিচরণকর্ম্মা (নিঘং ৩৫)। বিধ বিধানে ইতি তুদাদৌ চ পঠ্যতে। বিকরণস্বরেণ মধ্যোদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদ্ নিঘাতাভাবঃ॥ (১কা—৬অ—৩সূ—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—০:০:০—

নূতন সূক্তে নূতন প্রার্থনার সমাবেশ দেখি। সূক্তানুক্রমণিকায় এই সূক্তের বিবিধ প্রয়োগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য ভেদে দ্বাবিংশ সবযজ্ঞ বিহিত হইয়া থাকে। সেই দ্বাবিংশতি সবযজ্ঞ এই,—ব্রহ্মৌদন, স্বর্গৌদন, চতুঃশরাবসবৌদন, সবশতৌদন, দ্বয়াজৌদন, পঞ্চৌদন, ব্রহ্মাস্যৌদন, মৃত্যুসব-অনডুৎসবদ্বয়, কর্কি-পৃশ্নিদ্বয়, পৌনশীল, পবিত্র, অর্ব্বরা, ঋষভ, বশা, শালা, বৃহস্পতি প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে চতুঃশরাবৌদনসবে 'আশানাম্' প্রভৃতি সূক্তের বিনিয়োগ আছে। সেই যাগে 'আশানাম্' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা বিরুক্ত হবির অভিমর্শন, সম্পাতন এবং দাতৃবাচন ও দান করিবার বিধি কৌশিতকী-ব্রাহ্মণে এই প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ পরিদৃষ্ট হইবে। এইরূপে ধূমকেতু রূপ অদ্ভুতদর্শনে দিগ্দেবতাক বহুরূপ অঙ্গের অবদানসমূহ এবং সেই দেবতা-সম্বন্ধি চরু এই সূক্তের প্রতি মন্ত্রে হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। এতদ্বিষয়ে 'অথ যত্রৈতদ্' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রক্রম করিয়া, 'অশোনামিতি দৈশস্য' প্রভৃতি মন্ত্রে শেষ করিবার বিধি এই প্রকারে গ্রাম-নগর-দেশ-প্রাকারাদি অবদরণে 'আশ্রামস্তা' ইত্যাদি মন্ত্রে, এই সূক্তে দ্বারা পুরোডাস ও পাষাণ প্রভৃতি নিখনন করিবার বিধি আছে। এই সূক্তের প্রথমা মন্ত্রে সর্ব্বরোগ-ভৈষজ্যে আপ্লাবন, অবসেচন ও অপায়নাদি করিতে হয়। এতৎসম্বন্ধে

অপরাপর বিনিয়োগের বিষয় অনুক্রমণিকায় পরিদ্রষ্টব্য। অশ্বমেধ-যাগে উৎসৃষ্ট অশ্বকে 'আশানাং' প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রহ্মাখ্য অধ্বর্যু অনুমন্ত্রিত করিবেন। অদ্ভুতমহাশান্তিকর্মে, এই সূক্তের প্রথম মন্ত্র দিগ্দেবতা-বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; নক্ষত্রকল্পে এতদ্বিষয় উক্ত হইয়াছে। 'স্বস্তি মাত্র' প্রভৃতি শেষ মন্ত্রটীর দ্বারা সর্ব্বস্বস্ত্যয়নকাম ব্যক্তি রাত্রিতে উপস্থান করিবে। সূক্তের অন্তর্গত মন্ত্র-সমূহের এবম্বিধ প্রয়োগের বিষয় সূক্তানুক্রমণিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ প্রয়োগবিধির অনুসরণেই ভাষ্যকার সূক্তের মন্ত্র-সমূহের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন।

মন্ত্রটী কথঞ্চিৎ জটিলভাবাপন্ন। 'আশানাম্ আশাপালেভ্যশ্চতুর্ভ্যো' মন্ত্রাংশেই সেই জটিলতা অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছে। সূক্তানুক্রমণিকার প্রকাশ,—মন্ত্রটী দিগ্দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'আশা' পদ নিরুক্তে দিগ্বাচী বলিয়া উল্লিখিত। 'আশানাম্' ও 'আশাপালেভ্যঃ' পদদ্বয়ের দুইটী 'আশা' পদ সংশয়মূলক। সেই সংশয় নিরসন জন্য ভাষ্যকার বলেন,—"আশানাম্ ইতি ষষ্ঠ্যন্তেন ঈশিতব্যত্বং বহুত্বম্ অভিধীয়ত ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্। আশাপালেভ্য ইতি সমস্তপদেন স্বামিত্বমাত্রং বিবক্ষিতম্।" অর্থাৎ—'আশানাম্' পদটী ষষ্ঠ্যন্ত বলিয়া ঐ পদে ঈশিতব্যের বহুত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। পরন্তু দুইটী 'আশা' পদে পুনরুক্তি-দোষ ঘটে নাই। 'আশানাম্ আশাপালেভ্যঃ' পদদ্বয়ে দিকসমূহের অধিপতিত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে। 'চতুর্ভ্যঃ আশাপালেভ্যঃ' পদদ্বয়ের ভাষ্যকার 'ইন্দ্রযমাদয়ঃ দেবাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ দশদিকপালরূপে উল্লিখিত ও সম্পূজিত হন। 'চতুর্ভ্যঃ' পদে পূর্ব্বাদি দিক-চতুষ্টয়কে বুঝায়। সেই হিসাবেই হয় তো ভাষ্যকার ইন্দ্রযমাদি দেবতার বিষয় 'চতুর্ভ্যঃ' পদের লক্ষ্যস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদের অর্থ একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। 'আশানাম্' পদে দিগ্বোধক 'সর্ব্বাষাং দিশাং' প্রতিবাক্যে সকল দিকে বর্ত্তমান অনন্ত ভূতসঙ্ঘাতকে বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। 'আশা' পদ ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—'অশ্ ব্যাপ্তৌ'। তাহাতে ঐ 'আশা' পদে 'সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত' বুঝায়। ভগবান্ এই বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; আবার ভূতসমষ্টিতে এই বিশ্বের উৎপত্তি অথবা ভূতসঙ্ঘ এই বিশ্বের সর্ব্বত্র অণুপরমাণুক্রমে অবস্থিত। সুতরাং 'আশানাম্' পদের অর্থে ভাষ্যে যেমন দিক্‌সমূহ প্রতিপন্ন হয়, তেমনি ঐ পদে দিক্‌সমূহে অবস্থিত অনন্ত ভূতসঙ্ঘ এবং তাহাদের অধিপতি অনন্তস্বরূপ ভগবানকে বুঝাইয়া থাকে। 'আশানাম্' পদের এই একরূপ অর্থ হইতে পারে।

আবার 'আশা' পদের প্রচলিত সাধারণ অর্থ—'অভীষ্ট'। 'আশা' পদের সেই সাধারণ অর্থ—'অভীষ্ট' পদ গ্রহণ করিলেও 'আশানাম্' এবং 'আশাপালেভ্যঃ' পদদ্বয়ের সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হয়। তাহাতে বহুবচনান্ত 'আশানাম্' পদের অর্থ হয়—'সর্ব্বাভীষ্টানাং।' সেই সকল অভীষ্টের যাঁহারা পূরণ করেন, আমরা মনে করি, 'আশানাম্' এই ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনান্ত পদে তাঁহারাই বিবক্ষিত হইয়াছেন। সেই হিসাবেই ঐ 'আশানাম্' পদের অর্থ হইয়াছে—'সর্ব্বাভীষ্টানাং—পূরকেভ্যঃ ইতি ভাবঃ'। মানুষের কামনার অন্ত নাই। 'ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি, ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি'—তাহার কত কামনা, তাহার কত

অভিলাষ। কিন্তু সকল অভীষ্টের সকল কামনার শ্রেষ্ঠ কামনা—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ধন লাভের কামনা। সেই চতুর্ব্বর্গরূপ অভীষ্ট যাঁহারা পূরণ করেন, 'চতুর্ভ্যঃ আশাপালেভ্যঃ' পদদ্বয়ে তাঁহাদের প্রতিই লক্ষ্য আছে। সে হিসাবে, আমাদের মতে, ঐ দুই পদের অর্থ হইয়াছে—'ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপেভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ ফলদাতৃভ্যঃ।' সে কাহারা? 'ভূতেভ্যঃ অধ্যক্ষেভ্যঃ' পদদ্বয়ে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই বিশ্বের অধিপতি যে ভগবানের বিভূতি বা ভগবদ্ভাবসমূহ, তাঁহারাই মানুষের সকল অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। এখানে সেই ভগবদ্বিভূতি-সমূহের বা দেবভাবসমূহের শক্তিমত্তার বিষয়ই 'আশানাম্' ও 'চতুর্ভ্যঃ আশাপালেভ্যঃ' পদসমূহে বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'চতুর্ভ্যঃ' পদের ইন্দ্র-যমাদি অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করি না। বেদে ত্রি, চতুর, সপ্ত প্রভৃতি সংখ্যাবাচক পদ 'বহু' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তাহা প্রকটিত দেখিবেন। আমরা এস্থলে ঐ 'চতুর্ভ্যঃ' পদের পূর্ব্বাদি চারিদিক অর্থও পরিগ্রহণ না করিয়া বিভক্তি-ব্যত্যয়ে 'বিবিধরূপেণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'আশাপালেভ্যঃ' পদে সকলদিকের অর্থাৎ এই বিশ্বচরাচরের যিনি পালক, যিনি সকল অভীষ্টের পূরক, যিনি চতুর্বর্গফলের দাতা, বিশ্বব্যাপক অনন্তস্বরূপ সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহাতে 'চতুর্ভ্যঃ আশা-পালেভ্যঃ' পদদ্বয়ের যে অর্থ হইয়াছে, তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই পরিদৃষ্ট হইবে। দুইটী 'আশা' পদ থাকায় 'আশানাম্' এবং 'আশাপালেভ্যঃ' পদদ্বয়ের অন্বয় সুকঠিন হয়। সেইজন্য ভাষ্যকার দ্বিতীয় 'আশা' পদের অর্থ যে একরূপ পরিহার করিয়াছেন, ভাষ্য-দৃষ্টে তাহা উপলব্ধ হইবে।

মন্ত্রের 'ইদম্' পদের ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে বাধ্য হইয়াছি। তদ্ভিন্ন, ঐ পদের অন্বয় সুকঠিন। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'ইদানীং চতুঃশরাবসব যাগকালে'। যাগ-পদে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্যোতনা করে। সেই ভাব হইতে আমরা ঐ 'ইদং' পদের অর্থ করিয়াছি,—'মদনুষ্ঠিতে অস্মিন্ সৎকর্ম্মণি'। সৎকর্ম্মে ভগবানের অধিষ্ঠান হউক, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁহার পূজা করি,—মন্ত্র সাধকের এইরূপ সঙ্কল্প ব্যক্ত করিতেছে। সৎস্বরূপ ভগবানের পূজায় হৃদয়ের সদ্ভাবই প্রধান উপকরণ। আনন্দেই সেই সদানন্দময়ের পরিতুষ্টি। মন্ত্র তাই উপদেশ দিতেছেন,—'সদ্ভাব সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবানকে পূজা কর। তাহা হইলেই তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। (১কা—৬অ—৩সূ—১ম) ॥

---

* ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার অনুসারী এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"Ye, Guardians of the regions, Gods who keep the quarters of the heavens,

Rescue and free us from the bonds of Nirriti from grief and woe."

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

য আশানামাশাপালাশ্চত্বার স্থন দেবাঃ।

তে নো নির্ঋত্যাঃ পাশেভ্যো

মুঞ্চতাংহসো অংহসঃ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ।

যে। আশানাম্। আশাঽপালাঃ। চত্বারঃ। স্থন। দেবাঃ।

তে। নঃ। নিঃঽঋত্যাঃ। পাশেভ্যঃ। মুঞ্চত। অংহসঃঽসংহসঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আশানাং' (সর্ব্বাভীষ্টানাং—পূরকাঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'চত্বারঃ আশাপালাঃ' (বিবিধ-রূপেণ পালকাঃ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাঃ চত্বারঃ ফলদাতারঃ) 'যে' (যে প্রসিদ্ধাঃ) 'দেবাঃ' (দ্যোতনশীলাঃ দেবভাবাঃ, ভগবদ্বিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'স্থন' (বিদ্যন্তে) 'তে' (তে প্রসিদ্ধাঃ দেবভাবাঃ, ভগবদ্বিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'নির্ঋত্যাঃ' (রিপুণাং উৎপন্নেভ্যঃ) 'পাশেভ্যঃ' (বন্ধনেভ্যঃ—পাপরূপেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'অংহসো অংহসঃ' (অস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ পাপবন্ধনাৎ ইতি যাবৎ) 'মুঞ্চত' (মোচয়ন্তু, সমুদ্ধারয়ন্তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ। সদ্ভাবাঃ ময়ি চিরং নিবসন্তু, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি চতুর্ব্বিধানি ফলানি চ মহ্যং প্রযচ্ছন্তু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১কা—৬অ—৩সূ—২ম) ॥

বঙ্গানুবাদ।

সকল অভীষ্টের পূরক এবং বিবিধরূপে পালনকারী অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গফলের দাতা যে প্রসিদ্ধ দ্যোতনশীল দেবভাব অর্থাৎ ভগবদ্বিভূতিসমূহ বিদ্যমান আছে; সেই প্রসিদ্ধ দেবভাবসমূহ আমাদিগকে

রিপুদিগের উৎপন্ন পাপবন্ধন হইতে এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ পাপবন্ধন হইতে মুক্ত করুন অর্থাৎ উদ্ধার করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। ভাব এই যে—আমাতে সদ্ভাব চিরকাল অধিষ্ঠিত থাকুক এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বিধফল প্রদান করুক।)॥ (১কা—৬অ—৩সূ—২ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

হে দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ চত্বারঃ চতুঃসংখ্যাকা যে প্রসিদ্ধা যূয়ম্ আশানাম্ দিশাম্ আশাপালাঃ অধিপতয়ঃ স্থন ভবত॥ অস ভুবি ইত্যস্মাৎ লোণ্‌মধ্যমপুরুষবহুবচনাদেশস্য তশব্দস্য 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' ইতি তনাদেশঃ। 'শ্নসোরল্লোপঃ' ইত্যকারলোপঃ॥ তে যূয়ং নঃ অস্মান্ হবিষা যুস্মান্ প্রীণয়িতৄন্ নির্ঋ্ত্যাঃ। নির্ঋতিঃ আর্ত্তিকরী পাপদেবতা। তস্যাঃ সম্বন্ধিভ্যঃ পাশেভ্যঃ মরণহেতুভ্যঃ। তথা অংহসো অংহসঃ নির্ঋতপাশব্যতিরিক্তাৎ মরণহেতুভূতাদ্ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ পাপাৎ মুঞ্চত মোচয়ত॥ মুচ্‌ল মোক্ষণে। 'শে মুচাদীনাম্' ইতি নুম্॥ (১কা-৬অ-৩সূ-২ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রটীতে সরল প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, মানুষের কামনা অফুরন্ত। নিঃশ্রেয়স বা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-লাভের আশাই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশা। প্রার্থনাকারী এই মন্ত্রে সেই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গধনলাভের এবং পাপবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। পাপবন্ধন আর কি? এই সংসার-বন্ধনই তো পাপ-বন্ধন! যতদিন সংসারে গতাগতি থাকিবে, ততদিন পাপের প্রলোভন হইতে, রিপু-শত্রুর বিবিধ উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ-লাভের আশা অতি বিরল। সেইজন্য, জন্মগতি-রোধ করিয়া আত্মার আত্মসম্মিলন জন্য—সেই ভবভয়হারী ভগবানের নিকট ভক্ত সাধক কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছেন,—'হে ভগবন্! এমন করুন, আমাকে এমন কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, যেন পাপ মাত্র আমায় স্পর্শ করিতে না পারে; যেন আমি চতুর্ব্বর্গধনের অধিকারী হইতে পারি।' আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই সরল প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাষ্যের ভাবের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও পার্থক্য ঘটে নাই। তবে অন্বয়-মুখে কোনও কোনও পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় সংসাধিত হইয়াছে। ভাষ্যকার 'দেবাঃ' পদকে সম্বোধনপদ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন; আর 'যে' এবং 'তে' পদের সহিত 'যূয়ং' পদ অধ্যাহৃত করিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন 'দেবাঃ' পদকে সম্বোধন পদ ধরিলে 'যে'

ও 'ত্তে' পদদ্বয়ের সহিত 'যূয়ং' পদের সংযোজনা না করিলে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। 'দেবাঃ' পদ প্রথমার বহুবচন। ঐ পদকে সম্বোধন পদ রূপে পরিগ্রহণ করিবার কোনই কারণ পরিলক্ষিত হয় না। 'দেবাঃ' পদকে কর্তৃপদরূপে গ্রহণ করিলে 'যে' ও 'ত্তে' পদদ্বয়ের সহিত অতিরিক্ত একটী 'যূয়ং' পদ অধ্যাহার করিবার কোনই আবশ্যক দেখি না। আমরা ঐ 'দেবাঃ' পদকে কর্তৃপদ-রূপেই গ্রহণ করিয়াছি। 'সূন' ক্রিয়াপদ লোটের বহুবচনে ব্যবহৃত। আমরা ঐ পদের অর্থে বিভক্তিব্যত্যয়ে লটের বহুবচনে 'বিহ্নন্তে' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। এইরূপে আমাদের মতে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের অর্থ সরল। 'আশানাম্' এবং 'আশাপালাঃ' পদদ্বয়ের অর্থ পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এস্থলে অধিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। (১কা—৬অ—৩সূ—২ম)॥

—•—

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

অস্রামস্ত্বা হবিষা যজাম্যশ্লোণস্ত্বা ঘৃতেন জুহোমি।

য আশানামাশাপালস্তুরীয়ো দেবঃ স নঃ

সুভূতমেহ বক্ষৎ ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

অস্রামঃ। ত্বা। হবিষা। যজামি। অশ্লোণঃ। ত্বা। ঘৃতেন। জুহোমি।

যঃ। আশানাম্। আশাঽপালঃ। তুরীয়ঃ। দেবঃ। সঃ। নঃ।

সুঽভূতম্। আ। ইহ। বক্ষৎ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্! 'অশ্রামঃ' (অক্লান্তঃ, একৈকশরণ্যঃ ইত্যর্থঃ সন্) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবিষা' (শুদ্ধসত্ত্বেন ইতি যাবৎ) 'যজামি' (পূজয়ামি—অহমিতি শেষঃ); হে মম কর্ম্ম! 'অশ্লোণঃ' (পাপবিরহিতঃ সন্, নির্ম্মলচিত্তেন ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ঘৃতেন' (ক্ষরণশীলেন ভক্তিরসেন, অনন্যভক্ত্যা ইতি ভাবঃ) 'জুহোমি' (সুসংস্কৃতং করোমি, ভগবতি নিয়োজয়ামি—অহমিতি শেষঃ); 'আশানাম্' (সর্ব্বাভীষ্টানাং—পূরকঃ ইতি ভাবঃ) 'আশাপালঃ' (চতুর্ব্বর্গফলানাং দাতা) 'যঃ' (যঃ প্রসিদ্ধঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতনাত্মকঃ) 'তুরীয়ঃ' (পরিত্রাতা) 'সঃ' (স ভগবান্) 'ইহ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি, অস্মাকং অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'সুভূতং' (প্রভূতং ধনং, চতুর্ব্বর্গফলরূপং ইতি ভাবঃ) 'আবক্ষতু' (আবহতু, প্রযচ্ছতু, প্রাপয়তু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে ভগবন্! অস্মাকং সদ্ভাবেন ভক্ত্যা চ পরিতুষ্টঃ সন্ অস্মৎপ্রতি সদা করুণাপরায়ণঃ ভব। অস্মাকং পূজাং গৃহাণ; অস্মান্ চতুর্ব্বর্গফলঞ্চ বিধেহি। (১কা—৬অ—৩সূ—৩ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবন্! ক্লান্তিরহিত অর্থাৎ একৈকশরণ্য হইয়া আমি তোমাকে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পূজা করি। হে মম কর্ম্ম! পাপবিরহিত অর্থাৎ নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ক্ষরণশীল ভক্তিরসের অর্থাৎ অনন্যভক্তির দ্বারা তোমাকে সুসংস্কৃত অর্থাৎ ভগবানে নিয়োজিত করি। যিনি সকল অভীষ্টের পূরক, চতুর্ব্বর্গফলের দাতা দ্যোতনাত্মক পরিত্রাতা, সেই ভগবান আমাদিগের অনুষ্ঠিত এই কর্ম্মে চতুর্ব্বর্গফলরূপ প্রভূত ধন আমাদিগকে প্রাপ্ত বা প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের সদ্ভাবের ও ভক্তির দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগের প্রতি সদাকরুণাপরায়ণ হউন। আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন; আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গফলরূপ মহদ্ধন প্রদান করুন।)॥ (১কা—৬অ—৩সূ—৩ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

অত্র উত্তরার্দ্ধে বক্ষ্যমাণো দেবঃ সংবোধনীয়ঃ। হে ধনদ ত্বা ত্বাম্ অভিমতধনাদিসিদ্ধ্যর্থম্ অশ্রামঃ অশ্রমঃ॥ শ্রমু তপসি খেদে চ। অস্মাদ্ ঘঞি 'অত উপধায়াঃ' ইতি প্রাপ্তায়া বৃদ্ধেঃ 'নোদাত্তোপদেশস্য মান্তস্যানাচমেঃ' ইতি নিষেধাভাবশ্ছান্দসঃ॥ শ্রমরহিতঃ শরীরপ্রয়াসম্ অননুসন্দধানঃ সন্ হবিষা চর্ব্বাদিরূপেণ যজামি পূজয়ামি॥ তথা হে দেব! ত্বা

ত্বাম্ উদ্দিশ্য অশ্রোণঃ শ্রোণাখ্যব্যাধিবিশেষরহিতঃ সন্ ঘৃতেন আজ্যেন জুহোমি॥ ঘৃতেনেতি। 'তৃতীয়া চ হোশ্ছন্দসি' ইতি তৃতীয়া॥ তম্ অভিমতং দেবং দর্শয়তি। আশানাম্ দিশাম্ আশাপালঃ স্বামী তুরীয়ঃ পূর্ব্বোদীরিতেন্দ্রাদিদিক্‌পালাপেক্ষয়া চতুর্থঃ॥ 'চতুরশ্ছয়তাবাদ্যক্ষর-লোপশ্চ' ইতি ছ প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন চকারলোপশ্চ। 'আয়ন্নাদিষু উপদেশিবদ্বচনং স্বরসিদ্ধ্যর্থং' ইতি বচনাৎ প্রত্যয়স্বরেণ ঈকার উদাত্তঃ॥ এবম্ভূতো যঃ প্রসিদ্ধো দেবঃ ধনদাখ্য দেবোঽস্তি স দেবঃ নঃ অস্মাকং সুভৃতম্ সুষ্ঠু প্রভৃতং সুবর্ণরজতাদিরূপং ধনম্ ইহ অস্মিন্ কর্ম্মণি সন্নিহিতঃ গৃহে বা আ বক্ষৎ আবহতু প্রাপয়তু। ময়া দত্তেন হবিরাজ্যাদিনা প্রীতঃ সন্ মহ্যং যথেষ্টং ধনম্ আহৃত্য প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ॥ বহ প্রাপণে। অস্মাৎ লেটি অডাগমঃ। 'সিব্বহুলং লেটি' ইতি সিপ্। ততঃ 'হো ঢ়ঃ' ইতি ঢ়ত্বম্। 'ষ ঢোঃ কঃ সি' ইতি কত্বম্। "তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতঃ॥ (১কা—৬অ—৩সূ—৩ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:০:—

এ মন্ত্রটীও সরল প্রার্থনামূলক। প্রার্থনাকারী ভগবদর্চ্চনাপরায়ণ সাধকের এখানে প্রথমে ভগবানকে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ দ্বারা অর্চ্চনা করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইল। তার পর যখন তিনি বুঝিলেন, শুদ্ধসত্ত্বে ভক্তির স্ফূরণ আবশ্যক, তখনই তাঁহার প্রার্থনা প্রকাশ পাইল—'শুদ্ধসত্ত্বকে ভক্তিরসের দ্বারা সুসংস্কৃত করিয়া লই'। হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব আর ভক্তিমিশ্রিত কর্ম্ম—যদি একযোগে আকর্ষণ করে, সাধ্য কি যে ভগবান স্থির থাকেন? সে আকর্ষণে তাঁহার আসন টলিবে; তিনি ভক্ত হৃদয়ে আসিয়া সমাসীন হইবেন। হৃদয়ে যখন ভগবানের অধিষ্ঠান হইবে, তখনই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গফল লাভ হইবে, তখনই মুক্তির পথ সুগম হইয়া আসিবে। আমরা মনে করি, স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অশ্লোণঃ' এবং 'তুরীয়ঃ পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ দুই পদের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'অশ্লোণঃ পদের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এই,—'অশ্রোণঃ শ্রোণাখ্যব্যাধিবিশেষরহিতঃ সন্'। কিন্তু ধাত্বর্থের অনুসরণে ঐ পদের অর্থ হয়—হিংসা করা। 'শৃ' ধাতু হইতে (শৃ+ন—শ্রোং) ঐ পদের উৎপত্তি। তাহা হইলে, 'অশ্লোণঃ' পদে 'হিংসারহিতঃ' অর্থ নিষ্পন্ন হয়। হিংসা—পাপেরই নামান্তর বা রূপান্তর। ব্যাধিও পাপ হইতেই উৎপন্ন হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা ঐ 'অশ্লোণঃ' পদের 'পাপবিরহিতঃ সন্, নির্ম্মচিত্তেন' প্রভৃতি অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। সূক্তানুক্রমণিকায় 'সর্ব্বরোগভৈষজ্যে' এই সূক্তের মন্ত্রসমূহের বিনিয়োগ আছে। তাহা হইতেই ভাষ্যকার বোধ হয় পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে 'তুরীয়ঃ' পদের অর্থের বিষয় আলোচনা করিয়াই আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিবে। 'তুরীয়ঃ' পদের প্রচলিত অর্থ সাধারণতঃ 'চতুর্থ' ধরা হয়। ভাষ্যকারও এই ভাবই গ্রহণ করিয়া "পূর্ব্বোদীরিতেন্দ্রাদিদিক্‌পালাপেক্ষয়াঃ চতুর্থঃ' প্রভৃতিবাক্য

গ্রহণ করিতেছেন।" 'তুরীয়ঃ' পদ নিপাতনে সিদ্ধ। ঐ পদে পরিত্রাতা, পরব্রহ্ম প্রভৃতি অর্থও কোষগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তুরীয় পদের প্রয়োগ হিসাবে আমরা 'পরিত্রাতা' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'তুরীয়ঃ' পদের এই অর্থই এখানে সুষ্ঠু সঙ্গত এবং এই অর্থই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছে। (১কা—৬অ—৩সূ—৩ম)॥

—— • ——

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

স্বস্তি মাত্র উত পিত্রে নো অস্তু স্বস্তি

গোভ্যো জগতে পুরুষেভ্যঃ।

বিশ্বং সুভূতং সুবিদত্রং নো অস্তু জ্যোগেব

দৃশেম সূর্য্যম্ ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ

স্বস্তি। মাত্রে। উত। পিত্রে। নঃ। অস্তু। স্বস্তি।

গোভ্যঃ। জগতে। পুরুষেভ্যঃ।

বিশ্বম্। সুঽভূতম্। সুঽবিদত্রম্। নঃ। অস্তু।

জ্যোক্। এব। দৃশেম। সূর্য্যম্ ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ভবৎপ্রসাদাৎ 'নঃ' (অস্মাকং) 'মাত্রে' (জনন্যৈ, যদ্বা—মাতৃবৎ স্নেহকারুণ্যরূপিণ্যৈ ভক্তয়ে) 'স্বস্তি' (ক্ষেমং, মঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'অস্তু' (ভবতু); ভগবৎপ্রসাদাৎ অস্মাসু অবিনাশিনী ভক্তিঃ উপজায়তাং, যদ্বা—অস্মাকং জন্মনা সহ মঙ্গলং অবিতথং ভবতু—ইতি ভাবঃ। 'উত' (অপিচ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিত্রে' (জনকায়, যদ্বা—পিতৃবৎ রক্ষকায় শুদ্ধসত্ত্বায় ইত্যর্থঃ) 'স্বস্তি' (ক্ষেমং, মঙ্গলং ইতি যাবৎ) 'অস্তু' (ভবতু); ভগবদনুকম্পয়া অস্মাসু অবিনাশনং শুদ্ধসত্ত্বং তিষ্ঠতু, যদ্বা—অস্মাকং পালনেন সহ মঙ্গলং অবিতথং ভবতু—ইতি ভাবঃ। হে ভগবন্! ভবৎপ্রসাদাৎ 'নঃ' (অস্মাকং) 'গোভ্যঃ' (গবাশ্বাদিভ্যঃ পশুভ্যঃ, যদ্বা—স্তোত্রেভ্যঃ, যদ্বা—অভীষ্টদানেন মনোবাঞ্ছাপূরকেভ্যঃ জ্ঞানকিরণেভ্যঃ) 'স্বস্তি' (মঙ্গলং) 'অস্তু' (ভবতু); যদ্বা—ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাসু জ্ঞানকিরণঃ অবিচ্ছিন্নং উৎকর্ষসম্পন্নং ভবতু, যদ্বা—অস্মাকং প্রার্থনায়াঃ সহ মঙ্গলং অবিতথং ভবতু—ইতি ভাবঃ। হে ভগবন্! ভবদনুগ্রহেণ 'নঃ' (অস্মাকং) 'পুরুষেভ্যঃ' (অপরেষাং জনেভ্যঃ, যদ্বা—পৌরুষসামর্থ্যোপেতেভ্যঃ সৎকর্ম্মনিবহেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বস্তি' (ক্ষেমং, মঙ্গলং ইতি যাবৎ) 'অস্তু' (ভবতু); ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাকং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং অভিমতবর্ধকং সাফল্যমণ্ডিতঞ্চ ভবতু ইতি ভাবঃ। পরন্তু হে ভগবন্! তবানুকম্পয়া 'জগতে' (সর্ব্বস্মৈ লোকায়) 'স্বস্তি' (ক্ষেমং, মঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'অস্তু' (ভবতু); ভগবান্ জগতাং কল্যাণং বিধায়তু ইতি ভাবঃ। 'নঃ' (অস্মাকং সম্বন্ধিনা সদ্ভাবেন ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বং' (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং বিশ্বচরাচরং, যদ্বা—সর্ব্বে প্রাণিনঃ) 'সুভূতং' (শোভনধনোপেতং, চতুর্ব্বর্গফলসমন্বিতং) 'সুবিদত্রং' (শোভনজ্ঞানযুক্তং, পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্নং ইতি ভাবঃ) 'অস্তু' (ভবতু); অথবা, তবানুগ্রহেণ হে ভগবন্! 'সুভূতং' (সুসমৃদ্ধং) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'সুবিদত্রং' (শোভনং ধনং—চতুর্ব্বর্গরূপং ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অস্তু' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। অপিচ হে ভগবন্! ভবদনুগ্রহেণ 'জ্যোগেব' (চিরকালমেব, চিরায় এব) 'সূর্য্যং' (সূর্য্যদেবং, তেজোময়ং জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'দৃশেম' (দ্রষ্টুং সমর্থাঃ ভবাম—বয়মিতি শেষঃ)। (১কা—৬অ—৩সূ—৪ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমাদিগের জননীর অথবা মাতৃবৎ স্নেহকারুণ্যরূপিণী ভক্তির মঙ্গল হউক; (ভাব এই যে—ভগবৎ প্রসাদে আমাদিগের মধ্যে অবিনাশী ভক্তি উপজাত হউক, অথবা আমাদিগের জন্মের সহিত মঙ্গল অবিতথ থাকুক); অপিচ, আমাদিগের জনকে অথবা পিতৃবৎ রক্ষক শুদ্ধসত্ত্বে মঙ্গল হউক; (ভাব এই যে,—ভগবদনুকম্পায় আমাদিগের মধ্যে অবিনাশী শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থিতি করুক। অথবা, আমাদিগের পালনের সহিত মঙ্গল অবিতথ থাকুক)। হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে

আমাদিগের গবাশ্বাদি পশুতে অথবা স্তোত্রেতে অথবা অভীষ্টদানে-মনোবাঞ্ছাপূরক-জ্ঞানকিরণসমূহে মঙ্গল হউক; (ভাব এই যে—ভগবদনুগ্রহে আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানরশ্মি অবচ্ছিন্নভাবে উৎকর্ষসম্পন্ন হউক, অথবা আমাদিগের প্রার্থনার সহিত মঙ্গল অবিতথ থাকুক)। হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের সম্বন্ধী অপরাপর পুরুষের অথবা পৌরুষসামর্থ্যোপেত সৎকর্ম্মনিবহের মঙ্গল হউক; (ভাব এই যে,—ভগবদনুগ্রহে আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য অভিমতবর্ধক ও সাফল্য-মণ্ডিত হউক)। পরন্তু হে ভগবন্! আপনার অনুকম্পায় সকল লোকের মঙ্গল হউক; (ভাব এই যে—ভগবান জগতের কল্যাণবিধান করুন)। আমাদিগের সম্বন্ধীয় সদ্ভাবের দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচর অথবা বিশ্বের সকল প্রাণী শোভনধনোপেত চতুর্ব্বর্গসমন্বিত এবং শোভনজ্ঞান-যুক্ত অর্থাৎ পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হউক; অথবা—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে সুসমৃদ্ধ সকল শোভনধন আমাদিগের হউক। অপিচ, হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন চিরকাল জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে (সর্ব্বত্র) দর্শন করিতে আমরা সমর্থ হই। (১কা—৬অ—৩সূ—৪ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

আত্মনোভিলষিতং ধনাদিকং সংপ্রার্থ্য স্বকীয়ানাং মাত্রাদীনাং কুশলং আশাস্তে। "এভ্যো মাতা গরীয়সী" ইতি স্মরণাৎ পিত্রাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠ্যম্ অভিপ্রেত্য মাতুঃ প্রথমতো নির্দ্দেশঃ। মাত্রে স্বকীয়ায়ৈ জনন্যৈ॥ "ঋন্নেভ্যঃ ইতি প্রাপ্তস্য ঙীপো "ন ষট্স্বস্রাদিভ্যঃ" ইতি প্রতিষেধঃ। "নমঃস্বস্তিস্বাহা" ইতি চতুর্থী। "উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাৎ" ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্॥ স্বস্তি ক্ষেমঃ অস্তু॥ স্বস্তীত্যবিনাশিনাম। অস্তিরভিপূজিতঃ সু অস্তীতি হি যাস্কঃ (নি০ ৩।২১)॥ উত অপি চ নঃ অস্মাকং পিত্রে জনকায় স্বস্ত্যস্তু ভবতু। উপলক্ষণম্ এতদ্ অন্যেষামপি পুত্রপত্ন্যাদীনাম্। তথা গোভ্যঃ পশুভ্যঃ স্বস্ত্যস্তু॥ 'সাবেকাচস্তৃতীয়াদি' ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তত্বস্য 'ন গোশ্বন্‌ৎসাববর্ণ' ইতি প্রতিষেধঃ॥ তথা পুরুষেভ্যঃ স্বকীয়েভ্যো ভৃত্যাদিভ্যঃ স্বস্ত্যস্তু। কিং বহুনা জগতে সর্ব্বস্মৈ লোকায় স্বস্ত্যস্তু। মাত্রাদীনাং স্বস্ত্যস্তু ইত্যুক্তম্ তদেব বিশিনষ্টি। নঃ অস্মাকং সম্বন্ধি বিশ্বম্ সর্ব্বম্ উক্তং মাত্রাদিকং সুভূতম্ শোভনধনোপেতং সুবিদত্রম্ শোভনজ্ঞানযুক্তং চ অস্তু ভবতু॥ সুবিদত্রঃ কল্যাণবিদ্য ইতি হি যাস্কঃ (নি০ ৬।১৪)॥ যদ্বা সুভূতম্ সু শোভনং ভূতং ভবনং যস্য তৎ তথোক্তম্। সুবিদত্রম্। বিদ্যতে লভ্যত ইতি বিদত্রম্ ধনম্॥ বিদ্‌লৃল্লাভে বিদ জ্ঞানে ইত্যস্মাদ্ বা সুবিদেঃ কত্রন্ (উ০ ৩।১০৮) ইতি কত্রন্ প্রত্যয়ঃ॥ শোভনং বিদত্রং ধনং যস্য তৎ তথোক্তম্।

যথা সুভূতম্ সুসমৃদ্ধং বিশ্বম্ সর্ব্বং সুবিদত্রম্ ধনং নোহস্তু॥ সুবিদত্রশব্দং যাস্কস্ত্বেধা ব্যুৎপাদয়ামাস। সুবিদত্রং ধনং ভবতি বিন্দতের্ব্বা একোপসর্গাদ্ দদাতের্ব্বা স্যাদ্ দ্ব্যুপ-সর্গাৎ (নি° ৭।৯) ইতি॥ তথা উক্তমাত্রাদিসহিতস্য আত্মনশ্চ দীর্ঘম্ আয়ুঃ প্রার্থ্যতে। জ্যোগেব চিরকালমেব শতসম্বৎসরপর্য্যন্তং সূর্য্যম্ আদিত্যং দৃশেম পশ্যেম॥ দৃশির্ প্রেক্ষণে। 'লিঙ্যাশিষ্যঙ্' ইত্যস্য স্থানে 'দৃশেরগ্বক্তব্যঃ' ইতি অক্ প্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ॥৪॥

(ইতি) ষষ্ঠেঽনুবাকে তৃতীয়ং সূক্তম্॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রের প্রার্থনা সরল, মন্ত্রের ভাব সহজবোধ্য। কিন্তু ভাষ্যের অর্থ একটু জটিলতা-সম্পন্ন। সূক্তানুক্রমণিকায় এই মন্ত্রটী সর্ব্বস্বস্ত্যয়নকামেষ্টিতে বিনিযুক্ত হওয়ার বিধি উল্লিখিত হইয়াছে। তদনুসারে, ভাষ্যমতে যাজ্ঞিকের মাতার, পিতার, গবাদি পশুর, ভৃত্যের এবং পরিশেষে জগতের সকলের মঙ্গল-কামনা করা হইয়াছে। যাজ্ঞিকের সম্বন্ধীয় সকলই মঙ্গলময় হউক। যাজ্ঞিকগণ এবং তাঁহাদিগের সংসৃষ্ট সকলে শতসম্বৎসর জীবিত থাকুন। স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত।

ঐরূপ অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা আমরা বলি না। তবে একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়,—ইহলৌকিক কল্যাণ-কামনার সহিত পারলৌকিক মঙ্গল-কামনাও এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও যাবতীয় সদ্ভাবের অবিনাশিত্ব-কামনা—মন্ত্রের প্রথমাংশের লক্ষ্যস্থল বলিয়া মনে করি। 'মাত্রে' পদে মাতৃস্বরূপিণী ভক্তিকে, 'পিত্রে' পদে পিতৃবৎ পালক ও রক্ষক তদ্‌গুণাবলিকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবকে, 'পুরুষেভ্যঃ' পদে পুরুষের অর্থাৎ ভৃত্যাদির ন্যায় পুরুষসামর্থ্যোপেত সৎকর্ম্ম-নিবহকে, 'গোভিঃ' পদে ইহলৌকিক মঙ্গলরূপ জ্ঞানকিরণনিবহকে এবং 'জগতে' পদে সর্ব্বলোকস্থায়ী শুদ্ধসত্ত্বভাবকে, অবিনাশিরূপে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রার্থনা মন্ত্র-মধ্যে প্রকটিত রহিয়াছে। এবম্বিধ ভাবও এই মন্ত্রার্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'স্বস্তি' পদ অবিনাশিনাম মধ্যে পঠিত হয়। সুতরাং 'স্বস্তি অস্তু' পদদ্বয়ের তাৎপর্য্যার্থে, শাশ্বত নিত্য জ্ঞান-ভক্তি-সদ্ভাব প্রভৃতি হৃদয়ে সংরক্ষণের ভাব প্রকাশ করিতেছে। বিশ্বের হিতকর ঐ সকল সামগ্রী যেমন ইহকালে অভিমতবর্দ্ধক, তেমনি পরকালে চতুর্ব্বর্গফল-সার্থক। মোক্ষাভিলাষী ভক্ত সাধকের এই প্রার্থনাই সঙ্গত প্রার্থনা। আপনার আদর্শে জগৎকে অনুপ্রাণিত করা, আপনার দৃষ্টান্তে জগৎকে উন্নত করা—প্রকৃত সাধকেরই একমাত্র লক্ষ্যস্থল। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার অন্য কোনও প্রার্থনা হইতে পারে না। উপাসনার প্রথম স্তরে পার্থিব বস্তুজাতের কল্যাণ-কামনায় প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয় বটে; কিন্তু সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিলে একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের প্রতিই প্রাণ আকৃষ্ট হয়। দ্বিবিধ স্তরের দ্বিবিধ ভাবই মন্ত্রার্থে হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের 'বিশ্বং' হইতে 'অস্তু' পর্যন্ত অংশের আমরা তাই দ্বিবিধ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ ভাষ্যানুসারী—কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণতাব্যঞ্জক। 'বিশ্বের সকল সমৃদ্ধ ধন আমাদিগের হউক'—দ্বিতীয় অন্বয়ে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম অন্বয়ে ঐ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'আমাদিগের সদ্ভাবের প্রভাবে বিশ্বের সকলে চতুর্ব্বর্গ-রূপ শোভনধনোপেত এবং শোভনজ্ঞান অর্থাৎ পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হউক।' ইহার ভাব এই যে, আমাদিগের সদ্ভাব সৎকর্ম্ম এরূপ আদর্শস্থানীয় হউক,—যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বের সকলে সদ্ভাবসম্পন্ন, সজ্জ্ঞানসম্পন্ন ও সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়; আর, তদ্দ্বারা তাহারা চতুর্ব্বর্গ লাভে সমর্থ হইতে পারে। আমরা মনে করি, প্রথম অন্বয়ের এই ভাবই অধিকতর সঙ্গত এবং ইহাতেই মন্ত্রের ঐ অংশের সার্ব্বজনীন ভাব প্রকাশ পায়।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'জোগেব দৃশেম সূর্য্যম্' অংশের প্রার্থনা—অতি মহৎ। এই অংশে, আমরা মনে করি, শতসম্বৎসর জীবিত থাকার ভাব প্রকাশ করে না। আমাদিগের মতে, ঐ অংশের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে 'সূর্য্যং' পদে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানময় ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'চিরকাল যেন তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই'—এইরূপ বাক্যের অর্থ এই যে—'জ্ঞানরূপ তিনি যেন হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন।' হে ভগবন্! আপনারই অনুগ্রহে আপনাকে যেন চিরকাল দেখিতে সমর্থ হই;—আপনি যেন আমার অন্তরে চিরজাগরূক থাকেন। ঐ মন্ত্রাংশের প্রার্থনা এইরূপ বলিয়াই আমরা মনে করি।

যদিও ভাষ্যকারের সহিত নানা-বিষয়ে আমাদিগের মতান্তর ঘটিয়াছে, তথাপি লৌকিক হিসাবে ভাষ্যকারের অর্থ কদাচ অসঙ্গত নহে। যে কার্য্যে মন্ত্রের যে বিনিয়োগ এবং তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিরুদ্ধমত পোষণ করিবার কোনও কারণ নাই। তবে আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, বঙ্গানুবাদে এবং মন্ত্রার্থ আলোচনায় আমরা তাহাই ব্যক্ত করিলাম। (১কা—৬অ—৩সূ—৪ম)॥

—•—

ষষ্ঠানুবাকে চতুর্থ-সূক্তানুক্রমণিকা।

'ইদং জনাসঃ' ইতি সূক্তেন বন্ধ্যায়াঃ পুত্রপ্রজননকর্ম্মণি তস্যাঃ শান্তৌষধিসহিতোদকাভিষেকম্ পুরোডাশকন্দুকালঙ্কারপ্রদানং চ কুর্য্যাৎ। সূত্রিতং হি। 'ইদং জনাস ইত্যস্যৈ শিংশপাশাখাসু উদকান্তে শান্তা অধিশিরোবসিঞ্চতি (আত্রজিতায়ৈ)' ইতি (কৌ॰ ৪।১০)॥

তথা অনেন সূক্তেন পুষ্টিকামঃ সম্পৎকামো বা দ্যাবাপৃথিব্যোর্যাগম্ উপস্থানং বা কুর্য্যাৎ। আহ কৌশিকঃ। 'ইদং জনাস ইতি দ্যাবাপৃথিব্যৌ পুষ্টিকামঃ সম্পৎকামঃ' ইতি (কৌ॰ ৭।১০)॥

অত্র আদ্যা দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পত্ন্যঞ্জলৌ উদপাত্রনিনয়নে বিনিযুক্তা। সূত্রং চ। 'বর্হিষি পত্ন্যঞ্জলৌ নিনয়তি সমুদ্রং বঃ প্র হিণোমি ইতি (১০।৫।২৩) ইদং জনাসঃ (১।৩২।১) ইতি বা' ইতি (কৌ০ ১।৬)॥

• • •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

ইদং জনাসো বিদথ মহদ্ ব্রহ্ম বদিষ্যতি।

ন তৎ পৃথিব্যাং নো দিবি যেন

প্রাণন্তি বীরুধঃ॥ ১॥

• • •

পদপাঠঃ।

ইদং। জনাসঃ। বিদথ। মহৎ। ব্রহ্ম। বদিষ্যতি।

ন। তৎ। পৃথিব্যাম্। নো ইতি। দিবি। যেন।

প্রাণন্তি। বীরুধঃ॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জনাসঃ' (হে প্রার্থনাকারিণঃ, যদ্বা—অর্চ্চনাপরায়ণাঃ জনাঃ, যদ্বা—হে মম মনোবৃত্তয়ঃ) যূয়ং 'ইদং' (সত্যং, ব্রহ্ম) 'বিদথ' (জানীথ); সত্যং বা ব্রহ্ম এব তৎ 'মহৎ' (মহত্ত্বাদি-গুণসম্পন্নং, বিশ্বব্যাপকং) 'ব্রহ্ম' (ভগবন্তং) 'বদিষ্যতি' (কথয়িষ্যতি, বিজ্ঞাপয়িষ্যতি জানয়ন্তি. ইত্যর্থ; 'যেন' (যস্য ব্রহ্মণঃ অনুগ্রহেণ ইত্যর্থঃ) 'বীরুধঃ' (ওষধয়ঃ অমরত্ববিধায়কং অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'জীবন্তি' (অবিনাশিরূপেণ বর্ত্তন্তি), স ব্রহ্ম অস্মাকং সম্বন্ধযুতায়াং পাপপূরিতায়াং ইত্যর্থঃ), 'পৃথিব্যাং' (ভূমৌ) 'ন' (ন তিষ্ঠতি)

তথা 'দিবি' (দ্যুলোকে), ন তিষ্ঠতি ইতি শেষঃ। ভগবান্ এব ভগবতঃ স্বরূপং বিজ্ঞাপয়তি; তস্মিন্ হি সুখারোগ্যাদিসম্পদো বিদ্যতে। স হি অমৃতত্ববিধায়কঃ; কিন্তু পাপী তেন সহ সম্বন্ধশূন্যঃ ইতি ভাবঃ। (১কা-৬অ-৪সূ-১ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে প্রার্থনাকারিগণ অথবা অর্চ্চনাপরায়ণ জনগণ অথবা হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! তোমরা এই সত্যকে বা ব্রহ্মকে জানিও। সত্য বা ব্রহ্মই সেই মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন বিশ্বব্যাপক ব্রহ্মকে বিজ্ঞাপিত করেন অর্থাৎ জনাইয়া দেন। যে ব্রহ্মের অনুগ্রহে ওষধিসমূহ অর্থাৎ অমরত্ব-বিধায়ক অমৃত—অবিনাশিরূপে বিদ্যমান, সেই ব্রহ্ম আমাদিগের সম্বন্ধীয় অর্থাৎ পাপপূর্ণ এই পৃথিবীতে থাকেন না এবং দ্যুলোকেও থাকেন না। (ভাব এই যে—ভগবানই ভগবানের স্বরূপ জানাইয়া দেন। তাঁহাতেই সুখারোগ্যসম্পদাদি বিদ্যমান্। তিনিই অমৃতত্ববিধায়ক। কিন্তু পাপী তাঁহার সহিত সম্বন্ধশূন্য।)॥ (১কা—৬অ—৪সূ—১ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

জনাসঃ হে জনাঃ॥ 'আজ্জসেরসুক্'॥ জ্ঞাতৃকামা যুযম্ ইদম্ সক্ষ্যমাণং বস্তু বিদথ জানীথ॥ বিদ জ্ঞানে। লটি মধ্যমবহুবচনে ব্যত্যযেন শঃ॥ কিং তদ্ ইত্যত আহ। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিঃ মহৎ মহত্ত্বগুণযুক্তং ব্যাপকং ব্রহ্ম ব্রহ্মণঃ প্রথমকার্য্যম্। শ্রূয়তে হি। 'আপো বা ইদম্ অগ্রে সলিলম্ আসীৎ' (তৈ০ সং ৭।১।৫।১) ইতি। স্মর্য্যতে চ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যম্ অপাকিরৎ ইতি (ম০ স্মৃ০ ১।৮)। তাদৃশং ব্রহ্ম বদিষ্যতি কথয়িষ্যতি॥ তস্যোদকস্য প্রতিনিয়তং নিবাসস্থানং বক্তুং লোকপ্রতীতিসিদ্ধং স্থানম্ অপবদতি। তৎ উদকাত্মকং ব্রহ্ম পৃথিব্যাম্ ভূমৌ ন। তিষ্ঠতীতি শেষঃ। বৃষ্ট্যুর্দ্ধ্ব-ভাবিনো জলস্যৈব ভূমৌ অবস্থানম্। নন্নু লোকপ্রতীতিসিদ্ধং দ্যুলোক এবেত্যত আহ। নো নৈব দিবি দ্যুলোকে। তিষ্ঠতীতি শেষঃ॥ তর্হি সত্তাবত্তা লোকদ্বয়ে অবিদ্যমানস্য তস্য খপুষ্পকল্পনেত্যত আহ। যেন উক্তেন উদকেন বীরুধঃ বিরোহণশীলাশ্চ কৌশিকেনোক্তা-শ্চিস্ত্যাদ্যা অন্যাশ্চৌষধয়ঃ প্রাণন্তি জীবন্তি। উদকম্ অন্তরেণ অনুপপদ্যমানং বীরুধাং জীবনং তৎসত্তায়াঃ কল্পকম্ ইতি তস্য নাসত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ॥ শ্বস প্রাণনে। অন চ। অদাদিত্বাৎ শপো লুক্। 'অনিতেঃ' ইতি ণত্বম্। 'যদ্বৃত্তান্নিত্যম্' ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ ১॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই সূক্তের মন্ত্রসমূহের ত্রিবিধ বিনিয়োগের বিষয় সূক্তানুক্রমণিকায় পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম—বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্রজনন-কার্য্যে মন্ত্রসমূহের দ্বারা উদক অভিষেক প্রদান করিতে হয়। শিংশুপা শাখায় উদক দ্বারা বন্ধ্যা স্ত্রীর মস্তকে শান্তিজল প্রক্ষেপ করিবে। দ্বিতীয়—এই সূক্তের দ্বারা পুষ্টিকাম এবং সম্পৎকাম ব্যক্তি দ্যাবাপৃথিবী যাগ বা উপাদান করিবে। তৃতীয়.—এই সূক্তের প্রথম মন্ত্র দর্শপূর্ণ মাসেষ্টিতে পত্নীর অঞ্জলিতে উদপাত্র নিনয়নে বিনিযুক্ত হয়।

এই প্রকার প্রয়োগ বিধির অনুসরণে ভাষ্যকার উদকাত্মক ব্রহ্মের সত্ত্বা প্রতিপাদিত করিবার উদ্দেশ্যে মনুস্মৃতি হইতে এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতা হইতে দুইটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তাঁহারই অনুসরণে 'ব্রহ্ম' পদে 'ব্রহ্মণঃ প্রথম কার্য্যং' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। তিনি আর অধ্যাহার করিয়াছেন,—'মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিঃ' পদ। ঐ অধ্যাহৃত পদ 'বদিষ্যতি' ক্রিয়াপদের কর্তৃপদরূপে পরিগৃহীত। বস্তুতঃ ঐরূপ কোনও পদ অধ্যাহার না করিলে, 'বদিষ্যতি' ক্রিয়াপদের অন্বয় হওয়া কঠিন। আবার 'ব্রহ্ম' পদকে কর্ম্মপদরূপে গ্রহণ করায়, উহার বিভক্তি-ব্যত্যয় সংঘটিত হইয়াছে। অর্থ হইয়াছে—'ব্রহ্মণঃ প্রথমকার্য্যম্।' কিন্তু আমরা বলি, ঐ ব্রহ্ম শব্দে 'উদকাত্মক ব্রহ্ম' বা 'ব্রহ্মণঃ প্রথমকার্য্যম্' অর্থ ব্যক্ত করে না। 'ব্রহ্ম' পদে—মন্ত্রকে এবং ভগবানকে বুঝায়। মন্ত্রই মন্ত্রশক্তির বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবে, অথবা ভগবানই তাঁহার স্বরূপ বিজ্ঞাপিত করিবেন। 'মহদ্ ব্রহ্ম বদিষ্যতি' মন্ত্রাংশে এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। 'মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ব্রহ্মের প্রথম কার্য্য তোমাদিগকে বলিবেন'—এ অর্থে কি কোনও সদ্ভাবের উপলব্ধি হয়? না—বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব সংরক্ষিত হয়? মন্ত্রে যখন ঋষির কথা নাই, তখন ঋষির সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়া কেন নিত্যসত্য সনাতন বেদমন্ত্রের অর্থান্তর ঘটাইব? * সুতরাং আমরা ভাষ্যকারের অর্থ এতদ্বিষয়ে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভাষ্যের অনুসরণেই মন্ত্রের অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও 'মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বিষয় উল্লেখ নাই। একটী ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"Ye people, hear and mark this well : he will pronounce a miglty prayer. That which gives breathing to the Plants is not on earth nor in the heaven." অনুবাদক গ্রিফিথসও 'ব্রহ্ম' পদের অর্থ 'prayer' অর্থাৎ মন্ত্র বা স্তুতি অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ওয়েবার 'ব্রহ্ম' পদের 'The Absolute' অর্থ গ্রহণ করিয়া 'মহদ্ ব্রহ্ম বদিষ্যতি'—এই মন্ত্রাংশের অর্থ করিয়াছেন,—"Of mighty Brahman (The Absolute) will he speak." অনুবাদে সম্পূর্ণরূপে ভাষ্যের অনুসরণ থাকিলেও অনুবাদক-দ্বয়ের কেহই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বা ব্রহ্মের প্রথম কার্য্য প্রভৃতির বিষয় মন্ত্রের কোনও অংশেরই লক্ষ্যস্থল বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

পক্ষান্তরে, প্রথম অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করিয়াছি, এখানেও আমরা সেই ভাবই পরিগ্রহণ করি। অন্তরস্থিত সত্তাবই সকল বিষয় জানাইয়া দেয়—সেখানে তাহা দেখিয়াছি। এখানেও আমরা দেখিতে পাইতেছি,—ভগবানই বা ভগবদ্বিভূতি-সমূহই ভগবানের স্বরূপ জানাইয়া থাকে। আবার মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্য অলৌকিক। শাস্ত্র-সম্মতভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে, মন্ত্রের এক অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পায়;—সে মন্ত্রে অঘটন সংঘটন হয়। সে মন্ত্রশক্তি প্রভাবে ভগবান্‌ও বিচলিত হইয়া পড়েন। আবার মানুষ সদ্বৃত্তির সাহায্যে—বিবেক-বুদ্ধির প্রেরণায়—ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারে। হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, অন্তরে সদ্বৃত্তির উদয় হইলে, অন্তর আপনিই বলিয়া দেয়—'ভগবান্ কেমন বা কোথায় কি ভাবে অবস্থিত আছেন।' অন্তর ভক্তিযুত হইলে, হৃদয় সদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইলে, আপনা-আপনিই মানুষ তাহা জানিতে পারে। ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের বাসস্থান, ভক্তির পূজাই তাঁহার প্রকৃত পূজা। তিনি অন্তরিক্ষেও থাকেন না, স্বর্গেও থাকেন না, মর্ত্ত্যেও থাকেন না। তিনি তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,—'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥'' এ তত্ত্ব—এ নিগূঢ় রহস্য—একমাত্র ভক্তিসহযুত অন্তরই ব্যক্ত করিতে পারে;—একমাত্র ভগবদনুগ্রহেই তাহা জানিতে পারা যায়; আর একমাত্র মন্ত্রশক্তি সে স্বরূপ ব্যক্ত করিতে সমর্থ। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'ভগবদনুগ্রহে আমার অন্তরই যেন ভগবানের স্বরূপ জানাইয়া দেয়। সে তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি যেন অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হই এবং আমার যেন পরম মঙ্গল লাভ হয়।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই নিহিত। মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। আপনার মনোবৃত্তি-সমূহকে সম্বোধনে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব মন্ত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

'বীরুধঃ' পদে ওষধির অর্থাৎ সুখারোগ্য-সম্পদের ভাব ব্যক্ত করে বলিয়া মনে করি। 'যেন বীরুধঃ জীবন্তি'—বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ওষধিতে ব্যাধি নাশ হয়। নির্ব্যাধি না হইতে পারিলে, ভগবদারাধানায় নানা অন্তরায় উপস্থিত হয়। পাপ-বৃত্তিই সকল ব্যাধির মূলীভূত। মন্ত্রের ঐ অংশের ভাব এই যে,—'পাপস্পর্শে আমি যেন ব্যাধিগ্রস্ত না হই। অপিচ, সর্ব্বব্যাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আমি যেন ভগবদারাধনায় বিনিযুক্ত হইতে পারি।' অথবা সকল ব্যাধির প্রধান যে ভবব্যাধি, মন্ত্রাংশে সেই ভবব্যাধি-নাশের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। ফলতঃ, ভাষ্যকার ঐ অংশের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রাংশের কোনই সার্থকতার বিষয় উপলব্ধ হয় না। ভগবান্ কি কেবল ওষধিকেই জীবিত রাখেন? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই তো তাঁহারই রক্ষায় ও পালনে জীবিত থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্যে বিনিযুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং একমাত্র 'বীরুধঃ' বা ওষধিসমূহকে জীবিত রাখেন, এরূপ উক্তির তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বোক্তরূপ ভবব্যাধি-নিবারণের কামনাই এখানে ব্যক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। তদ্ভিন্ন, ঐ অংশে অন্য কোনও উচ্চভাব প্রকাশ করে বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে আমরা মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদ্রষ্টব্য॥ (১কা—৬অ—৪সূ—১ম)॥

— • —

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

অন্তরিক্ষ আসাং স্থাম শ্রান্তসদামিব।
আস্থানমস্য ভূতস্য বিদুষ্টদ্ বেধসো ন বা॥ ২॥

পদ-পাঠঃ।

অন্তরিক্ষে। আসাম্। স্থাম। শ্রান্তসদাম্ঽইব।
আঽস্থানম্। অস্য। ভূতস্য। বিদুঃ। তৎ। বেধসঃ। ন। বা॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শ্রান্তসদামিব' (তপসা আত্মোৎকর্ষেণ চ পরমপদপ্রাপ্তানাং জনানাং ইব, যদ্বা—সাধবঃ যথা তপসা আত্মোৎকর্ষণেন চ শ্রেষ্ঠপদে অধিতিষ্ঠন্তি তথা) 'আসাং' (সর্ব্বাভীষ্টানাং—পূরকস্য ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'স্থাম' (স্থানং, যোগ্যাসনং ইতি ভাবঃ) 'অন্তরিক্ষে' (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতে ভক্তহৃদয়ে ইত্যর্থঃ) বর্ত্তত ইতি শেষঃ; ভক্তহৃদয়ং হি ভগবতঃ যোগ্যাসনং; অতঃ ভক্ত্যা ভগবন্তং প্রাপ্তয়ে প্রবুদ্ধো ভবামি ইত্যেবং সঙ্কল্প ইতি ভাবঃ। 'অস্য' (ইহলোকে, ইহজন্মনি বা) 'ভূতস্য' (স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য বিশ্বচরাচরস্য, জগতঃ বা) 'আস্থানং' (জীবনহেতুভূতং, প্রাণস্বরূপং বা) 'তৎ' (কারণভূতং ভগবতঃ স্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'বেধসঃ' (মেধাবিনঃ ক্রান্তদর্শিনঃ ইতি যাবৎ) 'বিদুঃ' (জানন্তি); 'ন বা' (অপরাঃ ন জানন্তি ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—ভগবতঃ মাহাত্ম্যং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নানাং সাধকানামপি দুর্জ্ঞেয়ং; অতঃ কিমাশ্চর্য্যং অজ্ঞানানাং তৎ দুর্জ্ঞেয়ং ভবতি! ভগবান্ স্বয়ং যদি স্বরূপং ন বিজ্ঞাপয়তি, নরাঃ কথং তৎ জ্ঞাতুং শক্যাঃ ভবন্তি। অতঃ তজ্জ্ঞানলাভায় ভগবদনুগ্রহলাভং সর্ব্বথা বিধেয়ং। (১কা—৬অ—৪সূ—২ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

তপস্যার ও আত্মোৎকর্ষের দ্বারা পরমপদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় অথবা সাধুগণ যেমন তপস্যার দ্বারা ও আত্মোৎকর্ষপ্রভাবে শ্রেষ্ঠপদে অবস্থান করেন—সেইরূপ, সর্ব্বাভীষ্টপূরক ভগবানের যোগ্য আসন অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিত ভক্তহৃদয়ে নির্দ্দিষ্ট আছে। (ভাব

এই যে, ভক্তহৃদয়ই ভগবানের উপযুক্ত আসন; অতএব, ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পাইবার জন্য প্রবুদ্ধ হইতেছি—ইহাই সঙ্কল্প।) ইহলোকে অথবা ইহজন্মে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের বা জগতের প্রাণস্বরূপ ও কারণভূত ভগবানের স্বরূপকে মেধাবী ক্রান্তদর্শিগণ অবগত আছেন; অন্যে তাহা জানেন না। (ভাব এই যে,—ভগবানের মাহাত্ম্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাধকদিগেরও দুর্জ্ঞেয়; সুতরাং অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে যে তাহা দুর্জ্ঞেয় হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভগবান স্বয়ং যদি আপনার স্বরূপ বিজ্ঞাপিত না করেন, মানুষ কেমন করিয়া তাহা জানিতে সমর্থ হইবে? অতএব, সে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, ভগবানের অনুগ্রহ-লাভই সর্ব্বথা বিধেয়।)॥ (১কা—৬অ—৪সূ—২ম)॥

•
•   •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

পূর্ব্বং প্রতিপাদিতপ্রকারেণ উদকসত্তায়া অবশ্যম্ভাবাৎ লব্ধসত্তাকস্য চ বস্তুনঃ কচিদ্ অবস্থাননিয়মাৎ অস্যাপি কেনচিৎ নিবাসস্থানেন ভবিতব্যম্ ইত্যাশঙ্ক্য বিবক্ষিতম্ অসাধারণম্ স্থানং দর্শয়তি অন্তরিক্ষ ইতি। আসাং বীরুধাং স্থাম স্থানং স্থিতিহেতুভূতম্ উদকম্ অন্তরিক্ষে দ্যাবাপৃথিব্যোর্ম্মধ্যবর্ত্তিনি লোকে। বর্ত্তত ইতি শেষঃ॥ স্থামেতি। ষ্ঠা গতিনিবৃত্তৌ। অস্মাদ্ মনিন প্রত্যয়ঃ॥ যদ্বা। আসাম্ বীরুজ্জীবনহেতুভূতানাম্ অপাং স্থাম স্থানম্ অন্তরিক্ষে অন্তরিক্ষলোকে। আহ চ ভগবান্ পতঞ্জলির্মহাভাষ্যে। "অন্তরিক্ষে মহৎ সমুদ্রং বিততম্ অস্তি" ইতি। শ্রূয়তে চ। "অস্মিন্ মহত্যর্ণবেঽন্তরিক্ষে" (তৈ॰ স॰ ৪।৫।১১।১) ইতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শ্রান্তসদামিব। তপসা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা শ্রান্তাঃ সন্তঃ সীদন্তি নিবসন্তি সুখোপভোগার্থং ইতি শ্রান্তসদঃ যক্ষগন্ধর্ব্বাদয়ঃ॥ ষদ্‌লৃ বিশরণগত্যবসাদনেষু। অস্মাৎ "সৎসূদ্বিষ" ইত্যাদিনা ক্বিপ্॥ তেষাং যথা অন্তরিক্ষং স্থানম্। "যক্ষগন্ধর্ব্বাপ্সরোগণসেবিতম্ অন্তরিক্ষম্" (নৃ॰ পূ॰ তা॰ ১) ইতি শ্রুতেঃ। তথেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ "ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ বক্তব্যম্" ইতি সমাসঃ। লোকান্তরগতত্বেন তদ্ উদকং ভূলোকনিবাসিনাম্ অনুপকারকম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ আস্থানম্ ইতি। অস্য অস্মিন্ লোকে পরিদৃশ্যমানস্য ভূতস্য লব্ধসত্তাকস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য জগতঃ আস্থানম্। আ সমন্তাৎ তিষ্ঠন্তি জীবন্তি অনেনেতি আস্থানম্॥ করণে ল্যুট্॥ বৃষ্টিদ্বারা জগজ্জীবনকারণম্ ইত্যর্থঃ॥ তস্য দুর্জ্ঞানত্বমাহ। তৎ কারণভূতম্ উদকং বেধসঃ বিধাতারো মন্বাদয়ঃ বিদুঃ জানন্তি ন বা বিদুঃ ন বা জানন্তি। সর্ব্বস্রষ্টৄণাং তেষামপি সন্দিগ্ধং কিল তৎ কিমু বক্তব্যম্ অর্ব্বাচীনানাং মনুষ্যাণাং দুর্জ্ঞেয়মিতি ইত্যর্থঃ॥ বিদুষ্টদ্ ইতি। "যুষ্মত্তত্তক্ষুষ্বন্তঃপাদম্" ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষত্বম্॥ (১কা-৬অ-৪সূ ২ম)॥

•
•   •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রটী সরলভাবদ্যোতক। ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের যোগ্য আসন, ভক্তি দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। ভগবানের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়, ভগবদ্ভক্ত সাধকও তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভে সমর্থ হন না। তিনি যদি জানাইয়া দেন, তবেই তাঁহার স্বরূপ জানা যায়। তদ্ভিন্ন সে তত্ত্ব দুরধিগম্য। সুতরাং ভগবানের স্বরূপ জানিতে হইলে, ভগবানের অনুগ্রহলাভে প্রযত্নপর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। মন্ত্র এই উপদেশ প্রদান করিতেছে বলিয়া মনে করি।

ভাষ্যমতে এই মন্ত্রে অপের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ওষধি-সমূহের জীবনহেতুভূত অপ্‌—পৃথিবীর ও স্বর্গের মধ্যস্থলে অন্তরিক্ষ-লোকে অবস্থিত; এবং অপের এই অবস্থিতির বিষয় মন্বাদি জ্ঞানিগণও অবগত নহেন। ভাষ্যকার মন্ত্রের এইরূপ তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের অর্থ তাহা হইতে স্বতন্ত্র পথ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তদ্বিষয় উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রমধ্যে অপ্‌-বোধক কোনও পদ পরিদৃষ্ট হইবে না। আর ভাষ্যানুমোদিত অর্থে মন্ত্রের কোনও উচ্চভাব দ্যোতিত হয় বলিয়াও মনে হয় না। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। সে পক্ষে মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, প্রথমেই তাহা প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। (১কা—৬অ—৪সূ—২ম)॥

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

যদ্ রোদসী রেজমানে ভূমিশ্চ নিরতক্ষতম্।

আর্দ্রং তদদ্য সর্ব্বদা সমুদ্রস্যেব স্রোত্যাঃ॥ ৩॥

পদ-পাঠঃ।

যৎ। রোদসী ইতি। রেজমানে ইতি। ভূমিঃ। চ। নিঃঽঅতক্ষতম্।

আর্দ্রম্। তৎ। অদ্য। সর্ব্বদা। সমুদ্রস্যঽইব। স্রোত্যাঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, যদ্বা—দ্যাবাপৃথিবীবৎ সর্ব্বব্যাপিকে আধাররূপিণ্যৌ জ্ঞানভক্তী) 'রেজমানে' (দীপ্যমানে—হৃদি প্রদীপিতে সত্যৌ) 'ভূমিঃ' (পৃথিবীবৎ সর্ব্বধারণক্ষমং হৃদয়ং) 'চ' (নিশ্চিতং) 'যৎ' (ভগবতঃ করুণাস্রোতং ইত্যর্থঃ) 'নিরতক্ষতম্' (ধৃতবান্, ধারণসমর্থং ভবতি ইতি যাবৎ); 'সমুদ্রস্যেব স্রোত্যাঃ' (সমুদ্রগামিণ্যঃ নদ্যঃ যথা অক্ষীণোদকাঃ প্রবহন্তি তথা) 'তৎ' (ভগবতঃ করুণাস্রোতং ইতি যাবৎ) 'অদ্য সর্ব্বদা' (ইহলোকে পরলোকে চ, যদ্বা—সর্ব্বস্মিন কালে ইত্যর্থঃ) 'আর্দ্রং' (অক্ষীণং, শেষরহিতং) বর্ত্ততে ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—ভগবতঃ করুণায়াঃ পারং নাস্তি। জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ তৎ হি অধিগন্তব্যং। জ্ঞানভক্তী লব্ধা নরাঃ ভগবতঃ করুণাং স্বতমেব লভন্তে ইতি ভাবঃ। (১কা-৬অ--৪সূ—৩ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দ্যাবাপৃথিবী অথবা দ্যাবাপৃথিবীবৎ সর্ব্বব্যাপী আধাররূপী জ্ঞানভক্তি হৃদয়ে প্রদীপিত হইলে, পৃথিবীবৎ সর্ব্বধারণক্ষম হৃদয় নিশ্চয়ই ভগবানের করুণাধারা ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সমুদ্রগামী নদী যেমন অক্ষীণতোয় হইয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ ভগবানের সেই করুণাধারা ইহলোকে ও পরলোকে সকলকালেই অক্ষীণ অর্থাৎ শেষরহিত হইয়া আছে। (ভাব এই যে—ভগবানের করুণার অন্ত নাই। জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা সেই করুণা লাভ করিতে পারা যায়। জ্ঞানভক্তি লাভানন্তর মানুষ ভগবানের করুণা স্বতঃই লাভ করিয়া থাকেন।)॥ (১কা—৬অ—৪সূ—৩ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

তস্যোদকস্য উৎপত্তিপ্রকারম্ আহ। রোদসী হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ রেজমানে কম্পমানে জলম্ উৎপাদয়িতুং ব্যাপ্রিয়মাণে॥ রেজৃ কম্পনে ইতি ধাতুঃ। ভ্যসতে রেজত ইতি ভয়বেপনয়োঃ ইতি যাস্কঃ (নি০ ৩।২১)॥ ভূমিঃ চকারাৎ দ্যৌশ্চ যুবাং যৎ প্রাগুদীরিতম্ উদকং নিরতক্ষতম্ উদপাদয়তম। সৃষ্টস্যোদকস্য সর্ব্বদা ধারণাৎ প্রাধান্যং সূচয়িতুং ভূমেঃ অবযুত্যাপি নির্দ্দেশঃ॥ তক্ষূ ত্বক্ষূ তনূকরণে। অস্মাৎ লঙি মধ্যমদ্বিবচনে রূপম্। "সদৃশোস্মিতাম্" ইতি নিঘাতপতিষেধঃ॥ তৎ উদকম্ অদ্য ইদানীং বর্ত্তমানকালে সর্ব্বদা সর্ব্বস্মিন্‌কালে আদ্রং আদ্রগুণযুক্তং শোষরহিতম্। বর্ত্তত ইতি শেষঃ। বৃষ্টিদ্বারা উদকে নির্গতেঽপি পুনরপি অন্তরিক্ষগতম্ উদকম্ অনুপক্ষীণং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সমুদ্রস্যেব স্রোত্যাঃ। যথা সমুদ্রগামিন্যো নদ্যঃ

অক্ষীণোদকা বর্ত্তন্তে তদ্বদ্ ইত্যর্থঃ॥ "স্রোতসো বিভাষা ডাড্‌ড্যৌ" ইতি ড্যপ্রত্যয়ঃ। ডিত্বাৎ টিলোপঃ॥ (১কা-৬অ—৪সূ—৩ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতা-পূর্ণ। এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভাষ্যের প্রচলিত অর্থে মন্ত্রের কোনও উচ্চভাব বোধগম্য হয় না। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রটী বিশ্বসৃষ্টিবিষয়ক। মন্ত্রের অর্থ,—'হে দ্যাবাপৃথিবী! জলোৎপাদনে ব্যাপৃত হইয়া পৃথিবীলোকে ও দ্যুলোকে তোমরা প্রাগুদীরিত জলকে উৎপাদন করিয়াছিলে। সেই উদক বর্ত্তমানকালে ও সকলকালে, সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়, আর্দ্রগুণাযুক্ত ও শোষরহিত হইয়া বিদ্যমান আছে।'

ভাষ্যের অনুসারী যে সকল অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে উদকের সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয় না। অপিচ, সে সকল অনুবাদে মন্ত্রের যে অর্থ সূচিত হয়, ভাষ্যের অর্থ অপেক্ষা তাহা কথঞ্চিৎ উচ্চভাবদ্যোতক। নিম্নে একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"What the too trembling hemispheres and ground produced and fashioned forth,

This All, is ever fresh to-day, even as the currents of the sea."

আমাদিগের অর্থ ভিন্নপথ পরিগ্রহণ করিয়াছে। সে মতে,—জ্ঞান ও ভক্তিই ভগবানের করুণা-লাভের একমাত্র উপায়। হৃদয়ে যখন জ্ঞানের ও ভক্তির স্ফুরণ হয়, তখনই সে হৃদয়ে ভগবানের করুণার সঞ্চার হইয়া থাকে। ভগবানের করুণা অসীম অনন্ত। তাহার শেষ নাই—তাহার ক্ষীণতা নাই। সে করুণা-স্রোত সর্ব্বকালে সমভাবে প্রবাহিত। মন্ত্রে এই নিত্য-সত্য-তত্ত্ব প্রকটিত বলিয়া মনে করি। জ্ঞানভক্তি লাভ হইলে, ভগবানের করুণা স্বতঃই বর্ষিত হইয়া থাকে। সমুদ্রগামী স্রোতের ন্যায় অর্থাৎ নদী যেমন অবাধগতিতে সমুদ্রের প্রতি প্রধাবমানা হয়, ভগবানের করুণাও তেমনি ভক্তের প্রতি অভিবর্ষিত হইয়া থাকে। মন্ত্র প্রচ্ছন্নভাবে এই উপদেশ দিতেছে বলিয়া মনে হয় যে,—'যদি ভগবানের করুণা পাইতে চাও, জ্ঞানাধিকারী হও, ভক্তিরসামৃত দ্বারা হৃদয়কে আভাসিক্ত কর; তাহা হইলে করুণারূপী ভগবানকে তুমি প্রাপ্ত হইতে পারিবে।' আমাদিগের মনে হয়,—মন্ত্রে এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রের জ্ঞাতব্য অন্যান্য বিষয় আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। (১কা—৬অ—৪সূ—৩ম)॥

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

বিশ্বমন্যামভীবারং তদন্যস্যামধিশ্রিতম্।

দিবে চ বিশ্ববেদসে পৃথিব্যৈ চাকরং নমঃ॥ ৪॥

পদ-পাঠঃ।

বিশ্বম্। অন্যাম্। অভিঽবারং। তৎ। অন্যস্যাম্। অধি। শ্রিতম্।

দিবে। চ। বিশ্বঽবেদসে। পৃথিব্যৈ। চ। অকরম্। নমঃ॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বং' (কৃৎস্নং জগৎ) 'অন্যাং' (অন্যয়া, মায়য়া ইত্যর্থঃ) 'অভীবারং' (আচ্ছন্নং—অস্তি ইতি শেষঃ); অতঃ 'তৎ' (জগৎ) 'অন্যস্যাং' (অপরেষাং, মায়াং, যদ্বা—তদাশ্রয়ভূতাং প্রকৃতিং) 'অধিশ্রিতং' (অধিষ্ঠিতং তিষ্ঠতি—ইতি কথ্যতে); তজ্জ্ঞানলাভায় 'দিবে' (দ্যুলোকায়) 'চ' (তথা) 'বিশ্ববেদসে' (বিশ্বস্য জগতঃ জ্ঞানভূতায়) 'পৃথিব্যৈ' (ইহলোকায়) 'চ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'নমঃ' (নমস্কারং) 'অকরং' (করোমি)। পৃথিব্যাঃ দ্যুলোকস্য চ সম্বন্ধং জ্ঞাত্বা যেনাহং মায়ায়াঃ বিভ্রমং নাশয়িতুং সঙ্কল্পবদ্ধঃ ভবানি—ইত্যেবং কামনা ইতি ভাবঃ। (১কা—৬অ—৪সূ—৪ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

সমগ্র জগৎ মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন আছে; অতএব, এই জগৎ মায়ায় অথবা তাহার আশ্রয়ভূত প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত আছে—বলা হয়; সেই জ্ঞান লাভের জন্য, আমি দ্যুলোককে এবং বিশ্বের জ্ঞানভূত পৃথ্বীলোককে

সর্ব্বতোভাবে নমস্কার করিতেছি। (ভাব এই যে,—পৃথিবীর এবং স্বর্গের সম্বন্ধ বুঝিয়া আমি যেন মায়ার বিভ্রম নাশ করিবার জন্য সঙ্কল্প-বদ্ধ হই—ইহাই কামনা।)॥ (১কা—৬অ—৪সূ—৪ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং।)

বিশিষ্টকারণজন্যত্বেন আপ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং সূচয়িতুং কারণত্বেন উক্তে দ্যাবাপৃথিব্যে৷ প্রশংসতি। বিশ্বম্॥ কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যাভাবশ্ছান্দসঃ॥ বিশ্বস্য অন্যাম্॥ "সুপাং সুপো ভবন্তি" ইতি সোঃ অম্ আদেশঃ॥ অন্যা দ্যৌঃ অভীবারঃ অভিতো বরণং ছাদনম্। ভবতীতি শেষঃ॥ বৃঞ্ বরণে। "বৃণো (তেরাচ্ছাদনে" ইতি অ) ভিপূর্ব্বাদপি ব্যত্যয়েন ঘঞ্। "উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলম্" ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ॥ অথ বা বিশ্বম্ কৃৎস্নং জগৎ অন্যাম্ অন্যয়া দিবা॥ ব্যত্যয়েন দ্বিতীয়া॥ অভীবারঃ অভি বৃতম্॥ কর্ম্মণি ঘঞ্॥ আচ্ছন্নম্ ইত্যর্থঃ॥ লিঙ্গব্যত্যয়ঃ॥ যদ্বা। বিশ্বম্ কর্ত্তৃভূতং জগৎ অন্যাম্ দিবম্ উদ্দিশ্য অভীবারঃ। অভিতঃ সম্ভজনযুক্তং বৃষ্টিবিষয়প্রার্থনাযুক্তম্ অভূৎ॥ বৃঙ্ সংভক্তৌ। ভাবে ঘঞ্॥ তৎ উক্তং বিশ্বম্ অন্যস্যাম্ পৃথিব্যাম্ অধিশ্রিতম্ আশ্রিতং বর্ত্ততে॥ দিবে উক্তলক্ষণায় দ্যুলোকায় বিশ্ববেদসে। বেদ ইতি ধননাম। বিশ্বস্য জগতো ধনভূতায়। বৃষ্টিপ্রদানেন সর্ব্বধনহেতুত্বাদ্ ধনাত্মকত্বম্। যদ্বা বেদ ইতি জ্ঞাননাম। বিশ্বং বিশ্ববিষয়ং জ্ঞানং যস্যাঃ সা তথোক্তা তস্যৈ। তথা পৃথিব্যৈ বিশ্বাধারভূতায়ৈ। পরস্পরসমুচ্চয়ার্থৌ চকারৌ। নমঃ। অন্ননামৈতৎ। হবির্লক্ষণম্ অন্নং নমস্কারং বা অকরম্ করোমি॥ "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" ইতি করোতের্ব্বর্ত্তমানে লুঙ্। "কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দসি" ইতি চ্লেঃ অঙ্ আদেশঃ। "তিঙ্ঙতিঙঃ" ইতি নিঘাতঃ॥ (১কা—৬অ—৪সূ—৪ম)॥

(ইতি) ষষ্ঠেঽনুবাকে চতুর্থং সূক্তম্॥

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটিতে 'অপের' শ্রেষ্ঠত্ব-সূচনার জন্য দ্যাবাপৃথিবীকে প্রশংসা করা হইয়াছে। সে পক্ষে ভাষ্যকার বিবিধ অর্থ খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে 'বিশ্বং' পদটিকে তিনি 'কর্ম্মে ষষ্ঠী' হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'অন্যাং' পদও, তাঁহার মতে, 'অন্যা' এইরূপ প্রথমান্ত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশের "বিশ্বং অন্যাং অভীবারং" (পাঠান্তরে—'অভীবারঃ' বা 'অভীবার') পদত্রয়ের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—বিশ্বের সকলকে দ্যুলোক আবৃত করিয়া আছে; অর্থাৎ, সকল জগৎ অন্য অর্থাৎ দ্যুলোক কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন আছে। ভাষ্যানুসারী আর এক প্রকার অর্থ—কর্ত্তৃভূত সকল জগৎ অন্যকে

অর্থাৎ দ্যুলোককে উদ্দেশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভজনযুক্ত হইয়াছিল;—বৃষ্টি-বিষয়ক প্রার্থনা জানাইয়াছিল। এইরূপ, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের, "তৎ অন্যস্যাং অধিশ্রিতং" বাক্যাংশের, ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—'উক্ত বিশ্ব পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান্ আছে।' অতঃপর, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের অর্থে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—'দ্যুলোককে এবং ধনভূত অথবা জ্ঞানভূত পৃথিবীকে হবির্লক্ষণ অন্ন দান করি অথবা নমস্কার করি।' কি সূত্রে ঐ প্রকার অর্থ গৃহীত হইয়াছে, ভাষ্যেই তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ কিরূপে অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। আমরা বলি, 'অন্যাং' পদের লক্ষ্যস্থল—মায়া। কেন-না, মায়াতেই বিশ্বসংসার আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এ পক্ষে, 'অভীবারং' পদে ভাষ্যকার যে 'আচ্ছন্নং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই সার্থকতা দেখি। প্রথম চরণের প্রথমাংশে, "বিশ্বং অন্যাং অভীবারং" পদত্রয়ে, উক্তরূপ ভাব পরিব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, উহারই দ্বিতীয় অংশে, এই জগৎ কাহাকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত—তাহারই দ্যোতনা দেখিতে পাই। এই যে 'অন্যস্যাং' পদ, তদ্দ্বারা মায়ার আশ্রয়ভূত প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দর্শনের প্রতিপাদ্য সৃষ্টি-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, মায়াই বা কি এবং প্রকৃতিই বা কি—তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, এ তত্ত্ব অধিগত হইতে পারে। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়,—কি দ্যুলোক অথবা কি ভূলোক—সকলই প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতির সেই ক্রিয়ার বিষয়—মায়ার সেই বিভ্রম আনয়নের মোহজাল-বিস্তার—আমরা যেন ছেদন করিতে পারি। এবম্বিধ সঙ্কল্প—এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে যে নমস্কার করার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, সে নমস্কারের উদ্দেশ্য কি? 'দিবে' দ্যুলোককে এবং 'পৃথিব্যৈ' পৃথিবী-লোককে আমরা যখন যুগপৎ নমস্কার করিতে পারি, তখন সেই দুয়ের মধ্যে যাঁহার প্রভাব বিদ্যমান্ রহিয়াছে, তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় না কি? মায়ার খেলা, প্রকৃতির ক্রিয়া—তাহার যাহা মূলীভূত, পৃথিবীর প্রতি এবং দ্যুলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, ক্রমশঃ তৎপ্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রূপ দেখিতে দেখিতে, রূপ যাঁহার—তাঁহার প্রতি লক্ষ্য পড়ে। এ পক্ষে, এই মন্ত্রের সঙ্কল্প এই যে,—'আমরা যেন পৃথিবীর ও স্বর্গের সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত হইবার চেষ্টা করি।' কেন-না, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তত্ত্বজ্ঞান অধিগত হয়। সেই জ্ঞানই ভগবৎ-প্রাপ্তি—সেই জ্ঞানই মোক্ষ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিশ্ববেদসে' পদে পৃথিবীর এক বিশিষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই পৃথিবীর মনুষ্যই যে সকল জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হইতে পারে, ঐ পদ তাহারই আভাস দিতেছে। এই পৃথিবীই ইহলোকই সকল জ্ঞান লাভের কেন্দ্রস্থান। এখানে অবস্থিত রহিয়াই আমরা সকল জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারি। যে পৃথিবী সেই জ্ঞানের আলয়, এখানে সেই পৃথিবীকে নমস্কার করা হইয়াছে। অজ্ঞান-আঁধারে যাহা আচ্ছন্ন, তাহার প্রতি এখানকার লক্ষ্য নহে। দ্যুলোক—স্বর্গ—সকল জ্ঞানের আধার। সেই স্বর্গকে, আর বিশ্ববেদস যে পৃথিবী—সেই পৃথিবীকে, নমস্কার করা হইয়াছে। নমস্কার বা পূজা বলিতে

অনুসরণ অর্থই প্রকাশ পায়। দেবতার পূজায়, দেবত্বের অনুসরণে, হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চারে সঙ্কল্প আসে। এ সকল বিষয় নানা স্থানে বুঝাইয়া আসিয়াছি। সেই দৃষ্টিতেই দ্যুলোকের প্রতি এবং জ্ঞানভূত পৃথিবীর প্রতি নমস্কারে, সেই দুইয়ের অন্তর্নিহিত গুণাবলির আদর্শ অনুধ্যানের ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে এই মন্ত্রে মায়া-মোহের বিভ্রম নাশ-পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান-লাভের কামনাই প্রকাশমান দেখি। (১কা—৬অ—৪সূ—৪ম।)

—— • ——

ষষ্ঠানুবাকে পঞ্চম-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

"হিরণ্যবর্ণাঃ" ইতি সূক্তস্য বৃহদ্গণে লঘুগণে অপাং সূক্তেষু চ পাঠাৎ তেষাং যত্রযত্র বিনিয়োগস্তত্র অস্য সূক্তস্য বিনিয়োগোঽনুসন্ধেয়ঃ॥ গণস্বরূপস্তুত্রং পূর্ব্বমেব উদাহৃতম্ (১৪)॥

তথা অনেন সূক্তেন অর্থোত্থাপনকর্ম্মণি "অম্বয়ো যন্তি" (১৪) ইতি সূক্তোক্তানি কর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ॥

তথা গোদানাখ্যে সংস্কারকর্ম্মণি বপনানন্তরম্ অনেন সূক্তেন মাণবকং স্নাপয়েৎ। সূত্র্যতে হি। "অথৈনম্ উপ্তকেশশ্মশ্রুং কৃত্তনখম্ আপ্লাবয়তি হিরণ্যবর্ণাঃ ইত্যেতেন সূক্তেন" ইতি (কৌ০ ৭।৫)॥

তথৈব মধুপর্কে পাদ্যোদকাভিমন্ত্রণে চ এতৎ সূক্তম্। "অথোদকম্ আহারয়তি পাদ্যং ভো ইতি হিরণ্যবর্ণাভিঃ (১।৩৩) প্রতিমন্ত্র্য" ইতি সূত্রিতম্ (কৌ০ ১২।১)॥

তদ্বদেব অনুদকদেশ উদকপ্রাদুর্ভাবলক্ষণে অদ্ভুতে অনেন সূক্তেন আজ্যহোমঃ কার্য্যঃ। সূত্রিতং হি। "অথ যত্রৈতদ্ অনুদক উদকোন্মীলো ভবতি হিরণ্যবর্ণা ইত্যপাং সূক্তৈর্জুহুয়াৎ সা তত্র প্রায়শ্চিত্তিঃ" ইতি (কৌ০ ১৩।২৯)॥

উদকপূর্ণ কলশভঙ্গে নবকলশম্ আহৃত্য তত্র অনেন সূক্তেন উদকং অভিমন্ত্র্য পূরয়েৎ। "অথ যত্রৈতৎ কুম্ভ উদধানঃ সক্তুধানী বা উখা বা অনিঙ্গিতা বিকসতি" ইতি প্রক্রম্য সূত্রিতম্ "অন্যং কৃত্বা ধ্রুবাভ্যাং দৃংহয়িত্বা তত্র হিরণ্যবর্ণা ইত্যুদকম্ আসেচয়েৎ" ইতি (কৌ০ ১৩।৪৪)॥

পুষ্পাভিষেকে কলশাভিমন্ত্রণেঽপি এতৎ সূক্তম্। তদ্ উক্তং পরিশিষ্টে। সাবিত্র্যুভয়তঃ কুর্য্যাৎ শং-নো-দেবী তথৈব চ। হিরণ্যবর্ণাঃ সূক্তং চানুবাক্যাস্তমেব চ ইতি (প০ ৫।২)॥

—— • ——

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ যাসু জাতঃ
সবিতা যাস্বগ্নিঃ।
যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ
শং স্যোনা ভবন্তু॥ ১॥

• . •

পদ-পাঠঃ।

হিরণ্যऽবর্ণাঃ। শুচয়ঃ। পাবকাঃ। যাসু। জাতঃ।
সবিতা। যাসু। অগ্নিঃ।
যাঃ। অগ্নিম্। গর্ভম্। দধিরে। সুऽবর্ণাঃ। তাঃ। নঃ। আপঃ।
শম্। স্যোনাঃ। ভবন্তু॥ ১॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হিরণ্যবর্ণাঃ' (হিতরমণীয়বর্ণাঃ, গুণৈঃ চিত্তাকর্ষকাঃ) 'শুচয়ঃ' (বিশুদ্ধাঃ, শুদ্ধকারিণ্যঃ) 'পাবকাঃ' (শোধয়িত্র্যঃ—শক্তয়ঃ ইতি যাবৎ) 'যাসু' (অপ্সু, দেবতাসু, শুদ্ধসত্ত্বেষু ইত্যর্থঃ) সঞ্জাতাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ ; তথা 'যাসু' (দেবতাসু, শুদ্ধসত্ত্বেষু ইত্যর্থঃ) 'সবিতা' (পবিত্র-কারকঃ দেবঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ চ) 'জাতঃ' (উৎপন্নঃ) ভবতি ইতি শেষঃ ; 'যাঃ' (দেবতাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং, জ্ঞানং) 'গর্ভং' (গর্ভে, আত্মনি) 'দধিরে' (ধারয়ন্তি) ; 'সুবর্ণাঃ' (শোভনবর্ণাঃ, আবিল্যপরিশূন্যাঃ, আকাঙ্ক্ষণীয়াঃ) 'তাঃ' (প্রসিদ্ধাঃ, জনহিতসাধিকাঃ) 'আপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপাঃ দেবতাঃ) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'শং' (ব্যাধিনাশিকাঃ, শান্তিপ্রদায়কাঃ) 'স্যোনাঃ' (সুখসাধিকাঃ, সুখকারিণ্যঃ চ) 'ভবন্তু' (সন্তু)।

প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—যেন অন্তরং পবিত্রং ভবতি, যেন জ্ঞানং পরিবর্দ্ধতি, যেন সর্ব্ববিধা সুখ-শান্তিঃ চ অধিগতা ভবতি, তৎ শুদ্ধসত্বং অস্মাকং হৃদি জাগর্ত্তু। (১কা—৬অ—৫সূ—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হিতরমণীয়বর্ণবিশিষ্ট (অর্থাৎ গুণসমূহের দ্বারা চিত্তাকর্ষক), বিশুদ্ধ, শোধনকারী শক্তিসমূহ যাহা হইতে (অর্থাৎ যে শুদ্ধসত্ত্ব হইতে) সঞ্জাত হয় এবং যাহা হইতে (অর্থাৎ যে শুদ্ধসত্ত্ব হইতে) পবিত্রকারক সবিতা এবং জ্ঞানদেবতা উৎপন্ন হয়েন; যে দেবতারা (অর্থাৎ যে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ) জ্ঞানদেবতাকে (জ্ঞানকে) আপনার গর্ভে ধারণ করেন; আবিল্যপরিশূন্য আকাঙ্ক্ষণীয় সেই প্রসিদ্ধ জনহিতসাধক শুদ্ধ-সত্ত্বরূপ দেবতা আমাদিগের প্রতি শান্তিপ্রদায়ক ও সুখসাধক হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—যদ্দ্বারা অন্তর পবিত্র হয়, যাহাতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, যাহাতে সকল প্রকার সুখশান্তি অধিগত হইতে পারে, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে জাগিয়া উঠুক।)॥ (১ক—৬অ—৫সূ—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

হিরণ্যবর্ণাঃ হিতরমণীয়বর্ণাঃ হিরণ্যসদৃশবর্ণা বা হিরণ্যস্য বর্ণ ইব বর্ণো যাসাং তাস্তথোক্তাঃ। "সপ্তম্যুপমানং" ইত্যাদিনা বহুব্রীহিঃ। "বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদম্" ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন আদ্যুদাত্তত্বম্॥ শুচয়ঃ শুদ্ধাঃ অত এব পাবকাঃ অন্যেষাং স্নানপানাদিনা শোধয়িত্র্যঃ॥ "প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্বস্য" ইত্যাদিনা প্রাপ্তস্য ইত্বস্য "পাবকাদীনাম্ ছন্দস্যুপসংখ্যানম্" ইতি প্রতিষেধঃ॥ অপাং স্বরূপপর্য্যালোচনয়া শুদ্ধিহেতুতাম্ অভিধায় শোধকানাং সবিত্রাদীনাং জন্মহেতুত্বেনাপি তাং সমর্থয়তে যাস্বিতি। যাসু অপ্সু সবিতা সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রেরক আদিত্যো জাতঃ প্রাদুর্ভূতঃ। প্রত্যহং হি সমুদ্রাৎ সূর্য্য উদ্যন্ দৃশ্যতে তদপেক্ষোঽয়ং নির্দ্দেশঃ॥ জনী প্রাদুর্ভাবে। "শ্বীদিতো নিষ্ঠায়াম্" ইতি ইট্প্রতিষেধঃ। "জনসনখনাং সন্ঝলোঃ" ইতি আত্বম্॥ তথা যাসু অপ্সু মেঘস্থাসু সামুদ্রীষু চ অগ্নিঃ বৈদ্যুতবাড়বরূপেণ জাত ইতি সম্বন্ধঃ। গর্ভরূপেণ শুচিনা অগ্নিনা নিত্যসম্বন্ধাদপি অপাং পূততাম্ আহ যা অগ্নিম্ ইতি। যাঃ সুবর্ণাঃ শোভনবর্ণা আপঃ অগ্নিম্ অঙ্গনাদিগুণযুক্তং দেবং গর্ভং দধিরে গর্ভত্বেন ধারয়ন্তি। তথা চ নিগমঃ। "অগ্নে গর্ভো অপাম্ অসি" (তৈ০ স০ ৪।২।৩।৩) ইতি॥ ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" ইতি বর্ত্তমানে লিট্। বহুবচনে আ-লোপে কৃতে তস্য "দ্বির্বচনেচি" ইতি স্থানিবত্ত্বাদ্ দ্বির্বচনম্। ইরেচশ্চিত্ত্বাদ্ অন্তো-দাত্তত্বম্। "যদ্বৃত্তান্নিত্যম্" ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ তা উদীরিতলক্ষণাঃ সর্ব্বা আপঃ

নঃ অস্মাকম্ অবসেকাদিনা কর্ম্মণা শম্ রোগাদিশমনহেতবঃ স্যোনাঃ। সুখনামৈতৎ। সুখকারিণ্যশ্চ ভবন্তু॥ (১কা—৬অ—৫সূ—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই সূক্তের 'হিরণ্যবর্ণাঃ' প্রভৃতি চারিটি ঋক্, যেখানেই অপ্-দেবতার বিনিয়োগ আছে, সেখানেই বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। গোদানাখ্য সংস্কার-কর্ম্মে, মধুপর্কে পাদ্যোদক অভিমন্ত্রণে, অনুদক-দেশে উদক-প্রাদুর্ভাব-লক্ষণের জন্য, উদকপূর্ণ কলশ ভঙ্গ হইলে নব-কলশ-সংস্থাপনে এবং পুষ্পাভিষেকে কলশ-অভিমন্ত্রণে এই সূক্তের প্রয়োগ বিহিত আছে।

ভাষ্যানুসারে সূক্তান্তর্গত প্রথম মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতা—অপ্। অপ্‌কে অর্থাৎ জলকে সম্বোধন করিয়াই এই মন্ত্রের অর্থ ভাষ্যে অধ্যাহৃত হইয়াছে। তদনুসারে 'হিরণ্যবর্ণাঃ পদ অপেরই (জলেরই) বর্ণ প্রকাশ করিতেছে। হিরণ্যের বর্ণের ন্যায় যে জলের বর্ণ, তাহাই এখানকার লক্ষ্যস্থল। 'শুচয়ঃ' এবং 'পাবকাঃ' পদদ্বয়ে—জল যে স্নানপানাদির দ্বারা মানুষকে শুদ্ধ করে, তাহাই বুঝান হইয়াছে। সবিতা এবং অগ্নি যে জল হইতে উৎপন্ন হয়েন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ ভাষ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—'সমুদ্র হইতে সূর্য্যের উদয় প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎরূপে এবং সমুদ্রের মধ্যে বাড়বানল-রূপে অগ্নির বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়। অতএব, 'যাসু অগ্নিঃ' বাক্যের সার্থকতা। এইরূপে, অগ্নি যে জলের গর্ভে আছে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।' উপসংহারে সেই জলকে আহ্বান-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—'জল আমাদিগের রোগ-নাশক এবং সুখকারক হউন।' ভাষ্যের ইহাই মর্ম্ম।

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে আমরা যথাপূর্ব্ব অপ্-শব্দে শুদ্ধসত্ত্বকে—হৃদয়ের সদ্ভাবাদিকে নির্দ্দেশ করিয়াছি। সায়ণের ভাষ্যেও সময়ে সময়ে পদার্থবিশেষের উল্লেখ-প্রসঙ্গে তাহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিকল্পনা দেখা যায়। সে ভাব প্রকাশ না করিলে, বস্তু-পক্ষে অর্থ পরিগ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইলে, অনেক স্থলে সঙ্গত অর্থই সিদ্ধ হয় না। ফলতঃ, প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রেই রূপকের আভাস দেখা যায়। আমরা যেখানে যেখানেই অপ্-শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি, সেই সকল স্থলেই দেবভাবের (শুদ্ধসত্ত্বের) প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে—বুঝিয়াছি। এখানেও সেই দৃষ্টিতেই সদর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা হইয়াছে—'হিরণ্যবর্ণাঃ'। সত্ত্বভাবে দেবত্বে ঐ বিশেষণের উপযোগিতা সম্যক্ দৃষ্ট হয়। সত্ত্বভাব যে রমণীয়, উহা যে লোকের স্বতঃই চিত্তাকর্ষক, পরন্তু উহা যে লোকের হিতসাধক, তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। যেমন হিরণ্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, দেবত্বের—সত্ত্বভাবের প্রতিও মানুষের চিত্ত তদ্রূপ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সংসারে কে না দেবত্বের অধিকারী হইতে অভিলাষ করেন? তাই বলা হইয়াছে—'হিরণ্যবর্ণা'। দেবত্ব স্বয়ং নির্ম্মল বিশুদ্ধিতাসম্পন্ন; এবং দেবত্বের সংস্পর্শে অপরেও বিশুদ্ধিতা লাভ করে। তাই বলা হইয়াছে—'শুচয়ঃ পাবকাঃ'। সবিতা এবং অগ্নি যে সত্ত্বভাব হইতে

উৎপন্ন হয়েন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—পবিত্রতাসাধক জ্ঞান এবং জ্ঞানের উৎপাদক অবস্থা সত্ত্বভাব হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। মানুষ যতই সৎকর্ম্মপরায়ণ ও সত্ত্বভাবের অনুসারী হইবে, ততই তাহার মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কর্ম্মে ও জ্ঞানে পারস্পারিক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। যেখানেই সৎকর্ম্মানুষ্ঠান, সেখানেই জ্ঞানের উদ্ভূতি; আবার যেখানেই জ্ঞানের বিকাশ, সেখানেই সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে রতি মতি প্রবৃত্তি। এই দৃষ্টিতেই, অগ্নিকে অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিকে সত্ত্বভাব যে আপনার মধ্যে উৎপন্ন করেন—গর্ভে ধারণ করেন, তাহা বোধগম্য হয়। মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—"সুবর্ণাঃ তাঃ আপঃ নঃ শং স্যোনাঃ ভবন্তু।" উহার মর্ম্ম এই যে,—'সুবর্ণবৎ রমণীয় আকাঙ্ক্ষণীয় সেই যে 'আপঃ' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ, তাঁহারা আমাদিগের মধ্যে বিদ্যমান্ রহিয়া আমাদিগকে শান্তি ও সুখ প্রদান করুন।' আমরা সিদ্ধান্ত করি, মন্ত্র এইরূপ ভাবই প্রকাশ করিতেছে। (১কা—৬অ—৫সূ—১ম)

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্র।)

যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে

অবপশ্যন্ জনানাম্।

যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ

শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ২ ॥

পদ-পাঠঃ।

যাসাং। রাজা। বরুণঃ। যাতি। মধ্যে। সত্যানৃতে ইতি সত্যঽঅনৃতে।

অবঽপশ্যন্। জনানাম্।

যাঃ। অগ্নিম্। গর্ভম্। দধিরে। সুঽবর্ণাঃ। তাঃ। নঃ। আপঃ।

শম্। স্যোনাঃ। ভবন্তু ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যাসাং' (অপাং, দেবতানাং, শুদ্ধসত্ত্বানাং ইত্যর্থঃ) 'মধ্যে' (মধ্যভাগে, অভ্যন্তরে—অবস্থিতঃ সন্) 'জনানাং' (মনুষ্যাণাং) 'সত্যানৃতে' (সদসৎকর্ম্মণি) 'অবপশ্যন্' (জানন্ দৃষ্ট্বা, তদনুসারেণ ইতি যাবৎ) 'রাজা' (রাজমানঃ, পাপিনাং নিগ্রহকর্ত্তা তথা পুণ্যাত্মনাং রক্ষকঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষণকারী দেবঃ) 'যাতি' (লোকানাং প্রতি গচ্ছতি, লোকান্ প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ) ; লোকানাং সদসৎকর্ম্মানুসারেণ অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ তেষাং রক্ষকঃ দণ্ডদাতা বা ভবতি ইতি ভাবঃ; 'যাঃ' (দেবতাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং, জ্ঞানং) 'গর্ভং' (গর্ভে, আত্মনি) 'দধিরে' (ধারয়ন্তি) ; 'সুবর্ণাঃ' (শোভনবর্ণাঃ, আবিল্যপরিশূন্যাঃ, আকাঙ্ক্ষণীয়াঃ) 'তাঃ' (প্রসিদ্ধাঃ, জনহিতসাধিকাঃ) 'আপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপাঃ দেবতাঃ) 'নঃ' অস্মান্ প্রতি) 'শং' (ব্যাধিনাশিকাঃ, শান্তিপ্রদায়িকাঃ) 'স্যোনাঃ' (সুখসাধিকাঃ, সুখকারিণ্যঃ চ) 'ভবন্তু' (সন্তু)। যস্মিন্ শুদ্ধসত্ত্বাভ্যন্তরে সদসৎকর্ম্মফলদাতা দেবঃ প্রতিবসতি, তৎ শুদ্ধসত্ত্বং অস্মাকং শান্তিপ্রদং সুখসাধকং ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। (১কা—৬অ—৫সূ—২ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই দেবগণের (শুদ্ধসত্ত্বসমূহের) অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া, মনুষ্যগণের সৎ ও অসৎ কর্ম্মকে অবগত হইয়া, তদনুসারে, পাপীদিগের নিগ্রহকর্ত্তা ও পুণ্যাত্মগণের রক্ষক, অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণদেব, মনুষ্যগণের নিকট গমন করেন বা তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন ; (ভাব এই যে,—মনুষ্যগণের সদসৎ কর্ম্মানুসারে অভীষ্টবর্ষক দেবতা তাহাদিগের রক্ষক বা দণ্ডদাতা হয়েন) ; যে দেবতারা (অর্থাৎ যে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ) জ্ঞান-দেবতাকে (জ্ঞানকে) আপনার গর্ভে ধারণ করেন ; আবিল্যপরিশূন্য আকাঙ্ক্ষণীয় সেই প্রসিদ্ধ জনহিতসাধক শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ দেবতা আমাদিগের প্রতি শান্তিপ্রদায়ক ও সুখসাধক হউন। (ভাব এই যে,—যে শুদ্ধসত্ত্বের অভ্যন্তরে সদসৎ কর্ম্মের ফলদাতা দেবতা বাস করেন, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের শান্তিপ্রদ ও সুখসাধক হউক।) ॥ (১কা—৬অ—৫সূ—২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

আপ এব স্তূয়ন্তে। রাজা রাজমানো বরুণঃ এতৎসংজ্ঞঃ পাপিনাং নিগ্রহকর্ত্তা দেবঃ যাসাম্ অপাং মধ্যে মধ্যভাগে। সমুদ্রমধ্য ইতি যাবৎ। তত্র স্থিত্বা

(জনানাং) সত্যানৃতে। সত্যং যথার্থভাষণম্ তদ্বিপরীতম্ অনৃতম্। উভে অবপশ্যন্ তৎ কর্তুর্নিগ্রহার্থম্, অবযুত্য পরস্পরসাঙ্কর্য্যপরিহারেণ জানন্ যাতি গচ্ছতি পাশহস্তস্তত্র তত্র সন্নিধত্তে॥ তথা চ তৈত্তিরীয়কম্। "অনৃতে খলু বৈ ক্রিয়মাণে বরুণো গৃহ্ণাতি" (তৈ° ব্রা° ১।৭।২।৬) ইতি॥ অন্যদ্ ব্যাখ্যাতম্॥ (১কা—৫অ—৫সূ—২ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটি পূর্ব্ব মন্ত্রেরই অনুবর্ত্তী। সুতরাং প্রার্থনা অভিন্নই রহিয়াছে। জ্ঞান যাহার অভ্যন্তরে বিদ্যমান্ আছে, সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের শান্তিপ্রদ ও সুখসাধক হউন; অর্থাৎ জ্ঞান-সহযুত সত্ত্বভাবের অধিকারী হইয়া আমরা যেন সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারি;—প্রার্থনার ইহাই তাৎপর্য্য।

তবে এই মন্ত্রের প্রথম চরণটি কিছু বৈচিত্র্যসম্পন্ন। 'অপের' অর্থাৎ জলের অধিপতি বা রাজা—বরুণ। ভাষ্যে প্রকাশ,—তিনি পাপীর নিগ্রহকর্ত্তা; তিনি জলের মধ্যে অর্থাৎ সমুদ্রগর্ভে অবস্থিতি করেন। সেখানে অবস্থিতি করিয়া, তিনি মনুষ্যগণের সত্যভাষণ ও মিথ্যাকথন লক্ষ্য করিয়া থাকেন এবং তদনুসারে আপনার পাশ হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। এক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই উপাখ্যান যে ভ্রান্তি-মূলক, স্বতঃই তাহা উপলব্ধ হয়। পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও ভাষ্যে সেই ভ্রমের পরিচয় পাইয়াছি। সেখানে আছে—সূর্য্য সমুদ্র হইতে উত্থিত হন। এখানে দেখিতেছি, বরুণ-সম্বন্ধেও সেই ভাব প্রকাশমান্। কিন্তু উহা যে রূপক, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, ভাষ্যের অর্থ হইতেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বরুণ দেবতা রাজার ন্যায় বিদ্যমান্ থাকিয়া সৎকর্ম্মকারিগণকে পালন এবং অপকর্ম্মকারিগণকে দণ্ডপ্রদান করেন।

আমরা 'বরুণঃ' পদে 'অভীষ্টবর্ষণকারী দেব' অর্থ গ্রহণ করি। সে দেবতা সকলেরই সকল প্রকার কামনা পূরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে এই মন্ত্রে তাহার কর্ম্ম বিশিষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—বুঝিতে পারি। মন্ত্রের অন্তর্গত "জনানাং সত্যানৃতে অবপশ্যন্" বাক্যাংশে তাঁহার সেই কর্ম্মের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি সত্যও দেখেন এবং অসত্যও দেখেন; সৎকর্ম্মের প্রতিও লক্ষ্য করেন এবং অসৎকর্ম্মের প্রতিও লক্ষ্য করেন। সেই লক্ষ্য অনুসারেই মনুষ্যগণকে তিনি আশ্রয়দান বা দণ্ডপ্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই দেবতারও আবাস-স্থান—'অপের' অর্থাৎ সত্ত্বভাবের মধ্যে। যেখানে সত্ত্বভাব আছে, সেইখানেই তিনি বিদ্যমান্ থাকিয়া মানুষের সদসৎ কর্ম্মের ফলদাতা হয়েন। তাঁহার আবাস-স্থান-স্বরূপ যে সত্ত্বভাব, তাহা আমাদিগের মধ্যে সঞ্চিত হউক এবং তদ্দ্বারা আমরা যেন সুখের ও শান্তির অধিকারী হই। ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। (১কা—৬অ—৫সূ—২ম)।

— • —

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্র।)

যাসাং দেবা দিবি কৃণ্বন্তি ভক্ষং যা অন্তরিক্ষে

বহুধা ভবন্তি।

যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ

শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ৩ ॥

পদ-পাঠঃ

যাসাম্। দেবাঃ। দিবি। কৃণ্বন্তি। ভক্ষম্। যাঃ। অন্তঃরিক্ষে।

বহুঽধা। ভবন্তি।

যাঃ। অগ্নিম্। গর্ভম্। দধিরে। সুঽবর্ণাঃ। তাঃ। নঃ। আপঃ।

শম্। স্যোনাঃ। ভবন্তু ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতাঃ দেবভাবাঃ, যদ্বা—ইন্দ্রাদ্যাঃ দেবাঃ) 'যাসাং' (অপাং, শুদ্ধসত্ত্বানাং বা—সারভূতং অমৃতং ইতি যাবৎ) 'দিবি' (দ্যুলোকে) 'ভক্ষং' (উপভোগ্যং) 'কৃণ্বন্তি' (কুর্ব্বন্তি); তথা 'যাঃ' (আপঃ, শুদ্ধসত্ত্বানি ইত্যর্থঃ) 'অন্তরিক্ষে' (ব্যোমনি, অন্যান্যে সর্ব্বলোকে ইতি ভাবঃ) 'বহুধা' (বিবিধপ্রকারেণ, বহুরূপেণ) 'ভবন্তি' (বিদ্যন্তে); তথা 'যাঃ' (আপঃ, শুদ্ধসত্ত্বানি ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং, জ্ঞানং) 'গর্ভং' (আত্মনি, অভ্যন্তরে) 'দধিরে' (ধারয়ন্তি); 'সুবর্ণাঃ' (আকাঙ্ক্ষণীয়াঃ) 'তাঃ' (প্রসিদ্ধাঃ,

লোকহিতসাধিকাঃ) 'আপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপাঃ দেবতাঃ, সত্ত্বভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'শং' (শান্তিপ্রদায়িকাঃ) 'স্যোনাঃ' (সুখসাধিকাঃ চ) 'ভবন্তু' (সন্তু)। অয়ং ভাবঃ— স্বর্গলোকঃ সত্ত্বভাবনিলয়ঃ; অন্যলোকে সত্ত্বভাবাঃ বিচ্ছিন্নাঃ বিদ্যন্তে; জ্ঞানাশ্রয়ীভূতাঃ তে সত্ত্বভাবাঃ অস্মাকং সুখশান্তিপ্রবর্দ্ধকাঃ সন্তু—ইতি আকাঙ্ক্ষা। (১কা—৬অ—৫সূ—৩ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্ট দেবভাবসমূহ (ইন্দ্রাদি দেবগণ) যে 'অপের' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের সারভূত অমৃতকে স্বর্গলোকে উপভোগ্য করেন এবং যে 'অপ্' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসমূহ অন্তরিক্ষে অর্থাৎ অন্যান্য সর্ব্বলোকে বিবিধ প্রকারে (বহুরূপে) বিদ্যমান আছে; এবং যে 'অপ্' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসমূহ জ্ঞানাগ্নিকে আপনার অভ্যন্তরে ধারণ করিয়া আছে; আকাঙ্ক্ষণীয় সেই লোকহিতসাধক সত্ত্বভাবসমূহ আমাদিগের শান্তিপ্রদায়ক ও সুখসাধক হউক। (ভাব এই যে,—স্বর্গলোক সত্ত্বভাবের নিলয়; অন্যলোকে সত্ত্বভাবসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত আছে; জ্ঞানের আশ্রয়ভূত সেই সত্ত্বভাবসকল আমাদিগের সুখশান্তি-প্রবর্দ্ধক হউক— এই আকাঙ্ক্ষা।)॥ (১কা—৬অ—৫সূ—৩ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দেবাঃ ইন্দ্রাদ্যাঃ যাসাম্ অপাং সারভূতম্ অমৃতং সোমং যা দিবি দ্যুলোকে ভক্ষ্যং উপভোগ্যং॥ ভক্ষ অদনে। কর্ম্মণি ঘঞ্। "ণেরনিটি" ইতি ণিলোপঃ। "এরজণ্যন্তানাম্" ইতি অচো ন প্রসঙ্গঃ। ভক্ষমন্থভোগ দেহ ইতি উঞ্ছাদিষু পাঠাৎ অন্তোদাত্ততা॥ কৃণ্বন্তি কুর্ব্বন্তি॥ কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ইদিত্বাৎ নুম্। "ধিন্বি কৃণ্ব্যোর চ" ইতি উপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন অকারশ্চান্তাদেশঃ। আতো লোপে তস্য স্থানিবত্ত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। "সতিশিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বম্ অন্যত্র বিকরণেভ্যঃ" ইতি উপ্রত্যয়স্বরং বাধিত্বা তিঙঃ প্রত্যয়স্বরেণ আদ্যুদাত্তত্বম্॥ তথা যা আপঃ অন্তরিক্ষে অন্তরিক্ষলোকে বহুধা বহুপ্রকারেণ॥ "বহুগণবতুডতি সংখ্যা" ইতি "সংখ্যায়া বিধার্থে ধা" ইতি ধা প্রত্যয়ঃ॥ বৃষ্ট্যাদিরূপেণ নানা ভবন্তি॥ ব্যাখ্যাতম্ অন্যৎ॥ (১কা—৬অ—৫সূ—৩ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ের দ্বিতীয় চরণের অনুরূপ। সুতরাং দ্বিতীয় চরণের অর্থ এখানেও অভিন্ন রহিয়াছে।

মন্ত্রটীর প্রথমাংশে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হৃদয়ে দেবভাব সঞ্জাত হইলেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ অমৃত উপভোগের অধিকার জন্মে। সত্ত্বভাব সর্ব্বত্রই বিবিধ প্রকারে বিদ্যমান আছে; কিন্তু তাহা উপভোগের জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করা চাই। কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনার দ্বারা হৃদয়কে পবিত্র দেবভাবসম্পন্ন করা চাই। তবেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ অমৃত উপভোগ করিতে সামর্থ্য জন্মিবে। যাহাকে আমরা উপযুক্ত সাধনার দ্বারা সেই অধিকার লাভ করিতে পারি, মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়। অমৃত-পানের অধিকার জন্মিলে, তাহার ফলে, পরম সুখ ও শান্তি লাভ ঘটিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই সেই চরম ও পরম শান্তি লাভের জন্য মন্ত্রে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে।

যাঁহারা সত্ত্বগুণসম্পন্ন, যাঁহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল, তাঁহারা তো স্বতঃই অমৃত লাভ করিবেন। কিন্তু অধম পতিত আমরা কি সেই অমৃত-পানে বঞ্চিত থাকিব? বিশ্ব ব্যাপিয়াই তো সেই সত্ত্বভাবের প্রকাশ আছে। তবে কেবল অধম আমরাই কি সেই সত্ত্বভাব হইতে ও তদনুষঙ্গিক অমৃতত্ব হইতে বঞ্চিত হইব? তা তো নয়। প্রাণ ভরিয়া অমৃতময়কে ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তিনি আপনিই তো দয়াপরবশ হইয়া অধম পাপীকেও অমৃতের অধিকারী করিয়া থাকেন! সেই ডাকার মতই তাঁহাকে একবার ডাকিয়া দেখি না! মন্ত্রে তাই প্রার্থনা হইতেছে,—"ভগবানের কৃপায় সেই অমৃত-বারি-ধারা আমাদের মস্তকে বর্ষিত হউক; আমরাও অমৃতত্ব লাভ করি।" (১কা-৬অ-৫সূ—৩ম)॥

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

শিবেন মা চক্ষুষা পশ্যতাপঃ শিবয়া

তন্বোপস্পৃশত ত্বচং মে।

ঘৃতশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা ন আপঃ

শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ৪ ॥

পদ-পাঠঃ।

শিবেন । মা । চক্ষুষা । পশ্যত । আপঃ । শিবয়া ।

তন্বা । উপ । স্পৃশত । ত্বচম্ । মে ।

ঘৃতঽশ্চুতঃ । শুচয়ঃ । যাঃ । পাবকাঃ । তাঃ । নঃ । আপঃ ।

শম্ । স্যোনাঃ । ভবন্তু ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

আপঃ (হে শুদ্ধসত্ত্বরূপাঃ দেবাঃ) যূয়ং 'শিবেন' (মঙ্গলরূপিণ্যা) 'চক্ষুষা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা) 'মা' (মাং, অমৃতপ্রাকাঙ্ক্ষিণং ইত্যর্থঃ) পশ্যত (অবলোকয়ত, মম হৃদি উপজায়ত, যদ্বা - যথা মে ইষ্টসিদ্ধিঃ ভবতি তদ্বিধায়ত ইতি ভাবঃ); অপিচ 'শিবয়া' (মঙ্গলপ্রদেন ইষ্টপ্রাপকেন বা ইত্যর্থঃ) তন্বা (শরীরেণ স্পর্শেন ইত্যর্থঃ) 'মে' মম) 'ত্বচং' (চর্ম, মম হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'উপস্পৃশত' (সংস্পৃশত, প্রাপ্নুত ইত্যর্থঃ) মম হৃদি শুদ্ধসত্ত্বঃ উপজায়তু ইতি ভাবঃ। ঘৃতশ্চুতঃ' (অমৃতস্রাবিণঃ, অমৃতপ্রাপকাঃ ইত্যর্থঃ) শুচয়ঃ (বিশুদ্ধাঃ পবিত্রকারিণ্যঃ) 'পাবকাঃ' (শোধয়িত্র্যঃ) যাঃ আপঃ (শুদ্ধসত্ত্বরূপাঃ দেবাঃ) তাঃ (শুদ্ধসত্ত্বরূপাঃ তাঃ দেবতাঃ) নঃ (অস্মাকং) 'শং' (ভববাধি-নাশকাঃ শান্তিপ্রদায়কাঃ বা) 'স্যোনাঃ' (মঙ্গলবিধায়কাঃ চ) ভবন্তু (সন্তু)। অমৃতপ্রাপকাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ অস্মভ্যং পরাশান্তিং প্রযচ্ছন্তু ইতি ভাবঃ। (১কা—৬অ—৫সূ—৪ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবগণ! মঙ্গলরূপ জ্ঞান-দৃষ্টির সহিত অমৃতপ্রাকাঙ্ক্ষী আমার হৃদয়ে উপজিত হউন অর্থাৎ যাহাতে আমার ইষ্ট লাভ হয়, তাহা বিহিত করুন। অপিচ, মঙ্গলপ্রদ অর্থাৎ ইষ্টপ্রাপক স্পর্শের দ্বারা আমার হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন; (ভাব এই যে,—আমার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উপজিত হউক)। অমৃতপ্রাপক বিশুদ্ধ পবিত্রকারী যে শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবতা, সেই দেবতা আমাদিগের প্রতি শান্তিপ্রদায়ক এবং মঙ্গলবিধায়ক হউন; (ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বভাব-সমূহ আমাদিগকে পরাশান্তি প্রদান করুক।) (১কা—৬অ—৬সু—৪ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে আপঃ। 'আমন্ত্রিতঞ্চ চ' ইত্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং ॥ অবভিমানিন্যো দেবতাঃ যূয়ং শিবেন অক্রুরেণ সুখকরেণ চক্ষুষা লোচনেন মা মাং সেকাদিনা অনিষ্টপরিহারেষ্টপ্রাপ্তিকামং পশ্যত অবলোকয়ত ॥ 'ঘামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ' ইত্যাদো দ্বিতীয়াস্তস্ত মাদেশঃ। তথা শিবয়া কল্যাণ্যা ইষ্টপ্রাপ্তিহেতুভূতয়া তন্বা যুষ্মদীয়েন শরীরেণ মে মম যুষ্মদনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ ত্বচং ত্বগ্ধাতুং উপস্পৃশত সংস্পৃশত। পরোক্ষবৎ আহ। ঘৃতশ্চ্যুতঃ ঘৃতং ক্ষরণশীলং দীপ্যমানং বা অমৃতং শ্চোতন্তি ক্ষরন্তীতি ঘৃতশ্চুত অমৃতস্রাবিণ্য আপঃ। শ্চুতির্ ক্ষরণে। 'ক্বিপ্ চ' ইতি ক্বিপ্। অন্তৎ ব্যাখ্যাতং ॥ (১কা ৬অ—৫সূ—৪ম)।

ইতি ষষ্ঠানুবাকে পঞ্চমং সূক্তং।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের ভাব সরল ও সহজবোধ্য। হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারের নিমিত্ত প্রার্থনাই এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। এই মন্ত্রের ভাব সূক্তান্তর্গত অন্যান্য মন্ত্রের ভাবের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। অন্যান্য মন্ত্রে পরোক্ষ প্রার্থনা আছে; কিন্তু এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবকে দেবতারূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষভাবে প্রার্থনা করা হইতেছে। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম বহুলাংশে এই সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের প্রার্থনার অনুরূপ।

শুদ্ধসত্ত্ব পরম-মঙ্গলবিধায়ক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলে মানুষ পরম মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়। সত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞান অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই সত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞানোন্মেষের প্রার্থনাও মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক, হৃদয় পরাজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হউক, এই জ্ঞানের আলোকে আমরা যেন পরম মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারি - এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পরমমঙ্গল পরাজ্ঞান যে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত একসূত্রে গ্রথিত, তাহাই এই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রখ্যাত হইয়াছে। (১কা—৬অ—৫সূ—৪ম)।

ষষ্ঠানুবাকে ষষ্ঠ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

পরিষজ্জয়কর্ম্মণি সভাপ্রবেশাৎ পূর্ব্বং 'ইয়ং বীরুৎ' ইতি সূক্তেন মধুকাখ্যাং বীরুধং ভক্ষয়েৎ। সূত্রিতং হি। 'ইয়ং বীরুৎ ইতি মধুকং খাদন্ অপরাজিতাং পরিষদং আব্রজতি' ইতি (কৌ০ ৫২)।

বিবাহকর্ম্মণ্যপি এতেন সূক্তেন মধুকমণিং রক্তসূত্রেণ বদ্ধা অঙ্গুল্যাং বধ্নীয়াৎ। সূত্রিতং চ। 'ইয়ং বীরুৎ ইতি মধুকমণিং লাক্ষারক্তেন সূত্রেণ বিগ্রথ্য অনামিকায়াং বধ্নাতি' ইতি (কৌ০ ১০।২)।

বিবাহ এব চাতুর্থিকাকর্ম্মণি শয়নকালে মধুকমণিং পিষ্ট্বা ওঁকে প্রক্ষিপ্য অনেন সূক্তেন অভিমন্ত্র্য বধূবরৌ পরস্পরং সংগচ্ছেয়াতাং। মধুকমণিং ওঁকেচ্ছপনীয় ইয়ং বীরুৎ (১.৩৪) অমেহং (১৪।২।৭১।৭২) ইতি সংস্পৃশতঃ হাত (কৌ০ ১০।৫) সূত্রিতত্বাৎ।

অশ্বমেধে ব্রহ্মোদ্যবদনেঽপি এতৎ সূক্তং॥

* * *

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ)

ইয়ং বীরুন্মধুজাতা মধুনা ত্বা খনামসি।
মধোরধি প্রজাতাসি সা নো মধুমতস্কৃধি॥ ১॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

ইয়ম্। বীরুৎ। মধুঽজাতা। মধুনা। ত্বা। খনামসি।
মধোঃ। অধি। প্রঽজাতা অসি। সা। নঃ। মধুঽমতঃ। কৃধি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিরুৎ' (অমৃতত্ববিধায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'ইয়ং' (সাধকানাং হৃদি বর্ত্তমানং ত্বং) 'মধুজাতা' (স্বভাবতো অমৃতাৎ উৎপন্নঃ ভবসি ইত্যর্থঃ); বয়ং 'ত্বা' (ত্বাং) 'মধুনা' (অমৃতলাভহেতুনা, পরমার্থকামনয়া ইতি ভাবঃ) 'খনামসি' (খনামঃ, লভেম, হৃদি সঞ্চয়েম ইত্যর্থঃ); ত্বং 'মধোঃ' (অমৃতাৎ যদ্বা অমৃতস্বরূপাৎ ভগবতঃ) 'অধিজাতা' (উৎপন্নঃ) 'অসি' (ভবসি); 'সা' (সাধুহৃদয়ে, যদ্বা ভগবতি বর্ত্তমানঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মান্) 'মধুমতঃ' (অমৃতযুতান্ ইষ্টসিদ্ধিযুতান্ বা) 'কৃধি' (কুরু)। ভগবতঃ অমৃতধারা প্রবহতি; বয়ং সত্ত্বভাবপ্রভাবেন তল্লব্ধুং সমর্থাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১কা-৬অ-৬সূ-১ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতত্ববিধায়ক শুদ্ধসত্ত্বভাব! সাধক-হৃদয়ে বর্ত্তমান, তুমি স্বভাবতঃ অমৃত হইতে উৎপন্ন; আমরা তোমাকে অমৃতলাভের জন্য পরমার্থকামনায় যেন লাভ করিতে পারি; তুমি অমৃত (অথবা অমৃতস্বরূপ

সেই অর্থে আমরা এখানে 'বিরুৎ' পদে অমৃতত্ববিধায়ক সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করিয়া, 'মধু' পদে পূর্ব্বাপরই 'অমৃত' অথবা 'অমৃতস্বরূপ ভগবান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তদ্দ্বারা যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে।

এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সেই সত্ত্বভাব লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রে বিদ্যমান আছে। সত্ত্বভাবই অমৃতত্ববিধায়ক। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই মানুষ ভগবানের সহিত আপনার সংযোগ উপলব্ধি করিতে পারে। অমৃতস্বরূপ ভগবান হইতে সত্ত্বভাব সমুদ্ভূত। ভগবদংশীভূত সেই সত্ত্বভাবের সাহায্যে মানুষ অমৃতত্ব-লাভে অধিকারী হয়। তাই সেই পরমধন-লাভের উপায়ভূত সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা মন্ত্র-মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সত্ত্বভাব সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবের হৃদয়েই বর্ত্তমান আছে। আধারের প্রকৃতি ও প্রকার ভেদে তাহার বিকাশের বিভিন্নতা হয় মাত্র। যাহা সর্ব্বত্র আছে, তাহা নিজ-হৃদয়ে ধারণ করিবার সামর্থ্য-লাভের জন্য প্রার্থনা ও সাধনার প্রয়োজন। ভগবান্ অমৃতস্বরূপ। তাঁহা হইতেই অমৃতধারা জগতে প্রবাহিত হয়। সাধকের হৃদয় তাহার বিশেষ আধার মাত্র। মন্ত্রের প্রার্থনা,—"নঃ মধুমতঃ কৃধি" অর্থাৎ আমাদিগকে মধুযুক্ত করুন। আমরা যেন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি, আমরা যেন অমৃত হই।" (১কা ৬অ—৬সূ—১ম)।

—— • ——

দ্বিতীয়া মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।)

জিহ্বায়া অগ্রে মধু মে জিহ্বামূলে মধূলকম্।
মমেদহ ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি ॥ ২ ॥

• . •

পদ-পাঠঃ।

জিহ্বায়াঃ। অগ্রে। মধু। মে। জিহ্বাঽমূলে। মধূলকম্।
মম। ইৎ। অহ। ক্রতৌ। অসঃ। মম। চিত্তম্। উপঽআয়সি ॥ ২ ॥

• •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মে' (মম) 'জিহ্বায়াঃ অগ্রে' (মুখাগ্রাৎ) 'মধুঃ' (অমৃতং) বর্ত্ততু ইতি শেষঃ; 'জিহ্বামূলে' (বাগ্‌যন্ত্রে) 'মধূলকং' (অমৃতং) বর্ত্ততু ইতি শেষঃ; মম সর্ব্ববিধাঃ প্রার্থনাঃ সত্যৈব

অমৃতসম্বন্ধিতাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ। হে অমৃতসম্বন্ধি শুদ্ধসত্ব! ত্বং 'মম' (মে) 'ক্রতৌ' (সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'অসঃ' (বর্ত্তমানঃ ভব); 'অহ' (অপিচ) ত্বং 'মম' (মে) 'চিত্তং' (অন্তরং) 'উপায়সি' (প্রাপ্নুহি, হৃদি আধিতিষ্ঠতু ইতি ভাবঃ); অস্মাকং সর্ব্ববিধানি কর্ম্মাণি সদৈব অমৃতসম্বন্ধীনি ইষ্টপ্রাপকানি চ ভবন্তু ইতি ভাবঃ। (১কা—৬অ—৬সূ—২ম)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

আমার রসনায় অমৃত বর্ত্তমান হউক, বাগ্‌যন্ত্রে অমৃত বিদ্যমান থাকুক; (ভাব এই যে,—আমার সর্ব্ববিধ প্রার্থনা সর্ব্বদা অমৃতসম্বন্ধি হউক); হে অমৃতসম্বন্ধি শুদ্ধসত্ব! তুমি আমার সর্ব্ববিধ কর্ম্মে নিশ্চিতরূপে বর্ত্তমান থাক; অপিচ, তুমি আমার অন্তরকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও (ভাব এই যে,—আমার সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সদাকাল অমৃত-সম্বন্ধি এবং ইষ্টপ্রাপক হউক)। (১কা—৬অ—৬সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

(হে) মধুকলতে ত্বং (মে) জিহ্বায়াঃ রসনায়াঃ অগ্রে অগ্রভাগে মধু ক্ষৌদ্রং যথা ভবতি তথা বর্ত্তস্ব তথা জিহ্বামূলে রসনায়াঃ মূলভাগে মধুলকং মধুররস-ফলং জলমধুলকবৃক্ষপুষ্পং যথা ভবতি তথা তদাত্মিকা বা বর্ত্তস্ব। জিহ্বায়াঃ মধ্বাদিসন্নিধানেন তন্নির্ব্বর্ত্ত্যা বাগপি মধুরা সর্ব্বেষাং সুশ্রবা ভবতু ইত্যর্থঃ। তথা হে লতে ত্বং মম। ইৎ ইতি অহেতি চ নিপাতৌ অবধারণার্থৌ। উভাভ্যাং অন্যযোগাযোগব্যবচ্ছেদৌ ক্রিয়তে। মমৈব নান্যস্যেত্যর্থঃ। ক্রতৌ কর্ম্মণি শরীরে ব্যাপারে অসঃ ভব। অস ভুবি। লেটি অডাগমঃ। তথা মম চিত্তং অন্তঃকরণং উপায়সি উপাগচ্ছ। মদীয়ঃ শারীরো মানসো ব্যাপারশ্চ ত্বৎসন্নিধানাৎ মাধুর্য্যরসোপেতঃ সর্ব্বশ্লাঘ্যো ভবতু ইত্যর্থঃ। (১কা—৬অ—৬সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

— * —

এই মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যায় রূপকের আভাষ আছে। আমাদের চিত্ত মধুময় হউক, বাক্য মধুর হউক, আমার বাক্য ও চিত্ত উভয়ই পরমার্থলাভে সদা বিনিযুক্ত রহুক,—ইহাই ব্যাখ্যার সার মর্ম্ম। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা একটু ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমাদের বাক্য কর্ম্ম চিন্তা সমস্তই অমৃতলাভের জন্য প্রযুক্ত হউক, কায়েন-মনসা-বাচা আমরা অমৃতত্ব-লাভের জন্য প্রবুদ্ধ হই,—আমার বাক্য ও চিত্ত উভয়ই পরমার্থ-লাভে বিনিযুক্ত হউক,—ইহাই আমাদের ব্যাখ্যার সার মর্ম্ম। নচেৎ, আমাদের জিহ্বাতে মধু থাকুক অথবা কর্ম্মে মধু বর্ত্তমান থাকুক এই ব্যাখ্যার কোনও সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা যাহা বলিব,

যাহা করিব, তাহা যেন আমাদিগকে অমৃতের সন্ধান দেয়, আমাদের চিন্তা যেন আমাদিগকে অমৃতত্বের পথে লইয়া যায়। আমাদের সর্ববিধ প্রচেষ্টা আমাদিগকে সেই পরম সুখ ও শান্তির পথে লইয়া যাউক, আমরা যেন আমাদের শক্তিকে সর্বপ্রকারে জীবনের সেই পরম ও চরম উদ্দেশ্য-সাধনে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হই।

ভাষ্যে 'মধুকলতে' সম্বোধন পদ পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্র মধ্যে কিন্তু সেরূপ কোনও পদের সমাবেশ নাই। জিহ্বাতে মধ্বাদিংসের সমাবেশ থাকিলে বাক্য সকলের নিকট মধুর ও সুশ্রাব্য হয়—ভাষ্যকার প্রথমাংশে এই ভাব অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা বলি,—মন্ত্রাংশ আরও উচ্চভাবমূলক। 'জিহ্বার অগ্রভাগে ও মূলদেশে মধু বর্ত্তমান থাকুক'—এই বাক্যে আমরা ভিন্ন ভাব উপলব্ধি করি। 'আমাদের বাক্য ও কার্য্য যেন মধুময় হয় অর্থাৎ আমরা কদাচ ভ্রমেও যেন ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছু না করি, আমাদের বাক্য সর্বদা যেন আমাদিগকে অমৃতের আধার ভগবানের প্রতি প্রধাবিত করে',—উক্ত বাক্যে আমরা এইরূপ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করি। ফলতঃ, কায়মনোবাক্যে হরিকথা ভিন্ন যেন অন্য কথা আমাদের রসনায় না আসে! বাক্য হরিময় হউক, সর্বস্ব শ্রীহরিতে সমর্পণ করিয়া হরিপাদপদ্মে লীন হইয়া যাই, মন্ত্রের প্রতি পাদের প্রতি শব্দে এই ভাবেরই পরিস্ফুরণ লক্ষ্য করি। (১কা—৬অ—৬সূ—২ম)।

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। সপ্তমোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

মধুমন্মে নিক্রমণং মধুমন্মে পরায়ণম্।
বাচা বদামি মধুমদ্ ভূয়াসং মধুসংদৃশঃ॥ ৩॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

মধুঽমৎ। মে। নিঽক্রমণম্। মধুঽমৎ। মে। পরাঽঅয়নম্।
বাচা। বদামি। মধুঽমৎ। ভূয়াসম্। মধুঽসংদৃশঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মে' (মম) 'নিক্রমণং' (নিকটগমনং, ইহজগতি অবস্থানং, ইহজীবনং ইত্যর্থঃ; যদ্বা — ভগবৎসন্নিকর্ষলাভায় মম অনুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ) 'মধুমৎ' (অমৃতময়ং, ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকং ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; 'মে' (মম) 'পরায়ণং' (পরাগমনং, পরজীবনং ইত্যর্থঃ, যদ্বা— ভগবৎসন্নিকর্ষলাভঃ ইতি ভাবঃ) মধুমৎ (অমৃতময়ং, যদ্বা ভগবৎপ্রীতিসাধকঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; 'বাচা' (বাগিন্দ্রিয়েণ) যৎ 'বদামি' (কথয়ামি) তৎ সর্ব্বং 'মধুমৎ' (অমৃত-ময়ং, অমৃতলাভবিষয়কং ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; মম বাক্যং ভগবৎপ্রীতিমূলকং ভবতু ইতি ভাবঃ; অহং 'মধুসন্দৃশঃ' (সর্ব্বেষাং প্রীতিভূতঃ, অমৃতযুতঃ ইত্যর্থঃ) 'ভূয়াসং' (ভবেয়ং); অয়ং ভাব—কায়েনমনসাবাচা সর্ব্বতোভাবেন অহং অমৃতত্বং লভেয়ং ইতি ভাবঃ। (১কা—৬অ ৬সূ ৩ম)।

বঙ্গানুবাদ।

আমার ইহজীবন (অথবা ভগবৎসন্নিকর্ষ-লাভের নিমিত্ত আমার অনুষ্ঠান-সমূহ) অমৃতময় (ভগবৎপ্রাপ্তিমূলক) হউক; আমার পরজীবন (ভগবৎসন্নিকর্ষলাভ) অমৃতময় (ভগবৎপ্রীতিসাধক) হউক; বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা বলি, তৎসমুদয় যেন অমৃতলাভ-বিষয়িণী হয় অর্থাৎ আমার বাক্য ভগবৎপ্রীতিমূলক হউক; আমি যেন (সকলের প্রীতিভূত) অমৃত-যুক্ত হই; (ভাব এই যে—আমি যেন কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হই।)॥ (১কা—৬অ—৬সূ—৩ম)॥

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং)।

হে মধুকলতে ত্বদ্ধারণেন মে মম নিক্রমণং নিকটগমনং সন্নিহিতকার্য্যেষু প্রবর্ত্তনং মধুমৎ মধুযুক্তং স্বস্য পরেষাং চ প্রীতিকরং ভবতু ইতি শেষঃ। তথা মে মম পরায়ণং পরা-গমনং মধুমৎ ভবতু। তথা বাচা বাগিন্দ্রিয়েণ যৎ বদামি কথয়ামি তৎ সর্ব্বং মধুমৎ ভবতু। ইত্থং স্বকীয়ানাং সর্ব্বেষাং ব্যাপারাণাং মধুময়ত্বাৎ তথাবিধব্যাপারযুক্তঃ অহমপি সন্দৃশঃ সংদ্রষ্টুঃ সর্ব্বস্য পুরুষস্য মধু মধুমৎ প্রীতিবিষয়ো ভূয়াসং। সম্পূর্ব্বাৎ দৃশেঃ 'ক্বিপ্ চ' ইতি ক্বিপ্। (১কা ৬অ-৬সূ ৩ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটীও পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় অমৃতলাভ বিষয়ক। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদের অনৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার মধুকলতাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রের ব্যাখ্যা

আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে এখানে মধুকলভাকে টানিয়া আনিবার কোনও প্রয়োজন নাই। 'মধু' শব্দে আমরা সর্ব্বত্রই অমৃত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখানেও এই অর্থেরই সুসঙ্গতি দেখিতে পাই। 'নিক্রমণং' পদে 'ইহজীবনং' এবং 'পরায়ণং' পদে 'পর-জীবনং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। যাহা আমাদের নিকটে রহিয়াছে, যাহার মধ্যে আমরা রহিয়াছি, তাহা আমাদের এই বর্ত্তমানজীবন ইহলোক। আবার এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যখন বহুদূরে—লোকান্তরে—গমন করিব, তখন যে জীবন আরম্ভ হইবে, তাহা এই জগৎ হইতে দূরে,—তাহাই পরজীবন। তাই 'নিক্রমণং' এবং 'পরায়ণং' পদদ্বয়ে যথাক্রমে ইহজীবন এবং পরজীবন অর্থ সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। নতুবা নিকট গমন এবং দূরগমন মধুময় হউক, এই বাক্যের বিশেষ কোনও সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই এই মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই দেখিতে পাই—"আমার জীবন—ইহকাল ও পরকাল—মধুময় হউক, আমার প্রত্যেক বাক্য অমৃতলাভ-বিষয়ক প্রার্থনায় পর্য্যবসিত হউক। আমি যাহা বলিব, তাহাই যেন আমাকে অমৃতের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার উপযোগী হয়। আমি যেন অমৃতের অধিকারী হই।" 'নিক্রমণং' এবং 'পরায়ণং' পদদ্বয়ের আর যে সুসঙ্গত অর্থ, মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় তাহার আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। সে মতে 'নিক্রমণং' পদের অর্থ হয়,—'ভগবৎ-সন্নিকর্ষলাভায় মম অনুষ্ঠানং' ভাষ্যে ঐ পদের 'সান্নিধ্যার্থেষু প্রবর্ত্তনং' এক অর্থ আছে। কাহার 'সান্নিধ্যার্থে প্রবর্ত্তন'? আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তি ভগবানের সান্নিকটে গমনই শ্রেয়ঃ-সাধক বলিয়া মনে করেন। অনুষ্ঠান সমূহ স্বতঃই ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকরূপে যাহাতে অনুষ্ঠিত হয়, সেই প্রচেষ্টাই তাঁহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার আকাঙ্ক্ষাও তদনুরূপই হইয়া থাকে। আবার ভগবানের সন্নিকর্ষ লাভ করিয়াও যাহাতে তাঁহার পরিতৃপ্তি বিধান করিতে পারেন, সে আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। পাছে, তাঁহার অনুষ্ঠান ভগবানের প্রীতিমূলক না হয়, পাছে তিনি পুনরায় তাঁহার বিরাগভাজন হইয়া সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন,—এই আশঙ্কা সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগরূক থাকে। তাই ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভেও যাহাতে ভগবানের প্রীতিসাধন করিতে পারেন, তাঁহার প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হন,—সেই সঙ্কল্প 'মধুমন্মে পরায়ণং' পদদ্বয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। আমার কর্ম্ম, আমার মন, আমার বাক্য ভগবানের প্রীতিসাধক হউক, মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমি যেন এমন কর্ম্ম না করি, যাহাতে ভগবানের প্রীতি উৎপাদিত না হয়; আমার মনে যেন এমন চিন্তার উদয় না হয়, যদ্দ্বারা আমি ভগবান হইতে দূরে সরিয়া পড়ি; আমার রসনা হইতে এমন বাক্য যেন নিঃসৃত না হয়, যাহার সহিত ভগবানের কোনও সম্বন্ধ না থাকে। ফলতঃ, কিবা কার্য্যে কিবা চিন্তায়, কিবা বাক্যে সর্ব্ববিষয়ে ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিয়া তাঁহাতে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষাই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্যও তাহাই। ভগবৎ চরণে আত্মলীন হওয়া, অর্থাৎ অমৃতসাগরে আপনাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই, মানব জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় সর্ব্বোত্তম পরিণতি। এই মন্ত্রে সেই পরিণতি লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। (১কা—৬অ ৩সূ—৩ম)।

— • —

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। চতুর্থো মন্ত্রঃ।)

মধোরস্মি মধুতরো মদুঘান্মধুমত্তরঃ।

মামিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিব ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

মধোঃ। অস্মি। মধুঽতরঃ। মদুঘাৎ। মধুমৎঽতরঃ।

মাম্। ইৎ। কিল। ত্বম্। বনাঃ। শাখাম্। মধুমতীমঽইব ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মধোঃ' (অমৃতলাভেন, যদ্বা শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) অহং 'মধুতরো' (অমৃতময়ঃ, সদ্ভাবসম্পন্নঃ ইতি যাবৎ) 'অস্মি' (ভবেয়ং); 'মধুঘাৎ' (অমৃতস্রাবিণঃ, অমৃতলাভেন ইত্যর্থঃ) অহং 'মধুমত্তরঃ' (অমৃতযুতঃ, সদ্ভাবসংযুতঃ ইতি যাবৎ) ভবেয়ং ইতি শেষঃ ; ত্বং 'মধুমতীং শাখাং ইব' (মধুযুক্তঃ বৃক্ষঃ যথা জনানাং প্রীতিং উপজনয়তি তথা) 'কিল' (প্রসিদ্ধং) 'ত্বং' (হে অমৃতস্বরূপ ভগবন) 'মাং' (প্রার্থনাকারিণং সদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণং মাং ইত্যর্থঃ) 'ইৎ' (কলুষকলঙ্কপরিশূন্যং সদ্ভাবসম্পন্নং চ কৃত্বা ইতি ভাবঃ) 'বনাঃ' (ত্বাং প্রাপয়, মাং উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ) সঙ্কল্পমূলোকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—অমৃতলাভেন অহং অমৃতঃ ভবেয়ং ইতি ভাবঃ। (১কা—৬অ—৬সূ—৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতলাভে (শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে) আমি যেন অমৃত (সদ্ভাবসম্পন্ন) হই ; অমৃতলাভে আমি যেন অমৃতযুক্ত (সদ্ভাবসংযুত) হই ; মধুযুক্ত বৃক্ষ যেমন মানুষের প্রীতি উৎপাদন করে ; সেইরূপ হে অমৃতস্বরূপ ভগবন্! সদ্ভাবকামনাকারী প্রার্থনাকারী আমাকে কলুষকলঙ্কপরিশূন্য সদ্ভাবসম্পন্ন করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত করুন অর্থাৎ আমাকে উদ্ধার করুন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাবার্থ—অমৃত লাভ করিয়া আমি যেন অমৃত হইয়া যাই)। (১কা—৬অ—৬সূ—৪ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে মধুকলতে ত্বৎসন্নিধানাৎ মধোঃ মধুনঃ ক্ষৌদ্রাৎ। লিঙ্গব্যত্যয়ঃ॥ মধুতরঃ অতিশয়েন মধুররসোপেতঃ অস্মি ভবামি॥ মধুশব্দাৎ তরপ্। মত্বাং মধুত্বং॥ দ্রুহ প্রপূরণে। মধুশব্দোপপদাৎ অস্মাৎ 'দ্রুহঃ কব্ মশ্চ' ইতি কপ্ প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিযোগেন মত্বং চ। মধুশব্দে ধুলোপশ্ছান্দসঃ॥ মধুস্রা বণঃ পদার্থবিশেষাৎ মধুমত্তরঃ অতিশয়েন মধুমান্ অস্মি॥ মধুশব্দাৎ মতুপ্। তদন্তাৎ 'দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ' ইতি তরপ্॥ স্বস্য অতিশয়েন মধুমত্ত্বে হেতুং আহ মামিৎ ইতি। হে মধুকলতে ত্বং মামিৎ। ইচ্ছব্দঃ অবধারণে। কিলশব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। মামেব খলু বনাঃ সংভজেঃ। যতস্ত্বং মন্ত্রেব সন্নিহিতা অতোঽহং সর্ব্বস্মাৎ মধুতরঃ ইত্যর্থঃ॥ বনষণস·ভক্তৌ। অস্মাৎ লোটি মধ্যমে লেটোঽডাটৌ ইত্যাডাগমঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ মধুমতীমিব মধুযুক্তাং শাখাং বৃক্ষসম্বন্ধিনীং যথা জনঃ সেবতে তদ্বৎ ইত্যর্থঃ। ৪॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই সূক্তের প্রায় সকল মন্ত্রেরই ভাবধারা একইরূপ। বিভিন্নরূপ শব্দপ্রয়োগের সাহায্যে নানাভাবে একই ভাবের বিকাশ মন্ত্রসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ভাব—অমৃত-লাভের প্রার্থনা। এই মন্ত্রের মধ্যে অতিশয়ার্থে 'তরপ্' প্রত্যয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। আমি মধু হইতে মধুতর হইব এ কথার অর্থ কি? জগতের সকল সামগ্রীর মধ্যেই অমৃতের বীজ নিহিত আছে। সাধনার ফলে, ভগবানের কৃপায় তাহাই বিকশিত হইয়া মানুষকে পূর্ণত্ব প্রদান করে অমৃতময় করে। এই বীজাবস্থা হইতে বিকশিত অবস্থায় পূর্ণত্বের অবস্থায়—যাইবার প্রার্থনাই এই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রত্ব হইতে মহত্ত্বে যাইবার, মৃত্যুর পথ হইতে অমৃতে যাইবার যে অমৃতবীজ মানুষের মধ্যে আছে, তাহাকে পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রার্থনাই এই মন্ত্রের মধ্যে প্রাপ্ত হই ভাষ্যকার এই মন্ত্রেও মধুকলতে সম্বোধন পদ অধ্যাহার করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই সাধারণ মধুকলতার দ্বারা মানুষ কিরূপে মধুময় হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। পরন্তু, নিত্যসত্য বেদমন্ত্রের সহিত অনিত্য লতার সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়া, বেদের নিত্যত্বেই বা বিঘ্ন ঘটাইবার প্রয়োজন কি? আমরা মনে করি, বেদের মন্ত্রের সহিত পার্থিব কোনও সামগ্রীরই সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই। অপিচ, নিত্যসত্য বেদের মধ্যে এই সাধারণ অর্থ হইতে অনেক উচ্চ নিগূঢ় ভাব নিহিত আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। সেই ভাব—অমৃতলাভের প্রার্থনা—যাহা বেদের অন্যত্র "মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়" প্রার্থনায় ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা সেই ভাবধারারই অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি॥ (১কা—৬অ ৬সূ ৪ম)॥

— * —

পঞ্চমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। পঞ্চমো মন্ত্রঃ।)

পরি ত্বা পরিতত্নুনেক্ষুণাগামবিদ্বিষে।

যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্নাপগা অসঃ॥ ৫॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

পরি। ত্বা। পরিঽতত্নুনা। ইক্ষুণা। অগাম্। অবিঽদ্বিষে।

যথা। মাম্। কামিনী। অসঃ যথা। মৎ। ন। অপঽগাঃ। অসঃ। ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে অমৃতস্বরূপ ভগবন্! 'পরিতত্নুনা ইক্ষুণ' (সর্ব্বত্রব্যাপকেন মধুরত্বহেতুনা লোকাঃ যথা ইক্ষুং কাময়ন্তি তদ্বৎ) অহং 'অবিদ্বিষে' (বিদ্বেষণাভাবায়, সাগ্রহেণ ইত্যর্থঃ) 'ত্ব' (ত্বাং) 'পর্য্যগাং' (সম্যক্‌রূপেণ প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামি ইতি ভাবঃ); 'কামিনী যথা' (কাময়মানা পতিপরায়ণা ইত্যর্থঃ পত্নী যথা স্বপতিং সম্ভজতি তথা) ত্বং 'মাং' (মাং প্রতি অনুরাগসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) 'অসঃ' (ভব); অপিচ, 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'মৎ' (মত্তঃ) 'ন অপগাঃ অসঃ' (দূরগামী মা ভব, মাং পরিত্যাগং মা কুরু ইত্যর্থঃ) তথা কুরু। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। যথাহং সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎপরায়ণঃ ভবামি তদ্বিধেহি ইত্যেবং সঙ্কল্প অত্র বর্ত্ততে। (১কা ৬অ ৬সূ ৫ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! সর্ব্বত্রব্যাপক মধুরত্বহেতু লোকে যেমন ইক্ষু কামনা করে, আমি সাগ্রহে সেইরূপ আপনাকে সম্যক্‌প্রকারে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করি, কাময়মানা পতিপরায়ণা পত্নী যেমন স্বপতিকেই ভজনা করে, আপনি আমার প্রতি সেইরূপ অনুরাগসম্পন্ন হউন অর্থাৎ, আপনি যেন আমাদিগকে পরিত্যাগ না করেন; অপিচ, হে ভগবন্! যাহাতে আমাকে

পরিত্যাগ না করেন, সেইরূপ বিহিত করুন"। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক; সর্ব্বতোভাবে আমি যাহাতে ভগবৎপরায়ণ হইতে পারি, হে ভগবন্, সেইরূপ বিহিত করুন)॥ (১কা—৬অ—৬সূ—৫ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

হে জায়ে ত্বা ত্বাং পরিতত্নুনা পরিতেন সর্ব্বতোব্যাপেন। তনু বিস্তারে। তনিপতোশ্ছন্দসি ইতি উপধালোপঃ। তথাবিধেন ইক্ষুণা ইক্ষুবৎ অতিশয়িতমাধুর্য্যরসোপেতেন মধুকেন অবিদ্বিষে আবয়োঃ পরস্পরং বিদ্বেষণাভাবায় পর্য্যাগাং পরিতঃ প্রাপ্তবান্ অস্মি। ইণ্ গতৌ ইণো গা লুঙি ইতি গাদেশঃ। 'ব্যবহিতাশ্চ' ইতি পরের্ব্যবহিতপ্রয়োগঃ। পরিগমনস্য ন কেবলং অবিদ্বেষমাত্রং ফলং অপিতু যথা যেন প্রকারেণ হে জায়ে ত্বং মাং পতিং কামিনী কাময়মানা অসঃ ভবঃ॥ অস্তের্লেটি অডাগমঃ। যথা চ মৎ মত্তঃ সকাশাৎ। 'একবচনস্য চ' ইতি অস্মদ্ উত্তরস্য ঙসেঃ অৎ আদেশঃ। 'ত্বমাবেকবচনে' ইতি মপর্য্যন্তস্য মাদেশো। 'শেষে লোপঃ' ইতি লোপঃ। অপগাঃ অপগত্য গচ্ছন্তী নাসঃ ন ভবেঃ॥ গাঙ্ গতৌ। অস্মাৎ অপূর্ব্বাৎ আতো মনিন্ক্বনিব্বনিপশ্চ ইতি বিচ্ প্রত্যয়ঃ॥ তথা ত্বাং পর্য্যাগাং ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ ৫ম॥

ইতি প্রথমকাণ্ডে ষষ্ঠেঽনুবাকে ষষ্ঠং সূক্তং॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

— ‡ + ‡ —

এই মন্ত্রটী অত্যন্ত জটিলতা-সম্পন্ন। ভাষ্যকার সম্বোধনে 'হে জায়ে' পদ অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু 'জায়া' পদ অধ্যাহার করিলেও অর্থ খুব পরিষ্কার ও সুসঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ ভাষ্যকার যে অর্থের কল্পনা করিয়াছেন, সেই অর্থে একটী সাধারণ লৌকিক বিষয়ের নির্দ্দেশ করে মাত্র। তথাপি ব্যাখ্যাতে 'পরিতত্নুনা ইক্ষুণা' পদদ্বয়ের বিশেষ সার্থকতা থাকে নাই। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্বতন্ত্র। আমরা মনে করি, এই মন্ত্র বর্ত্তমান সূক্তান্তর্গত অন্যান্য মন্ত্রের ন্যায় অমৃতস্বরূপ ভগবানকেই লক্ষ্য করে।

সর্ব্বতোভাবে অমৃতত্বলাভের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে আছে। পত্নী যেমন পতির সহিত মিলিত হয়েন, তিনি যেমন তাঁহার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন অপিচ তাঁহারা যেমন পরস্পর একাত্মতা লাভ করেন; সেইরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে অমৃতলাভের জন্য এস্থলে প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'আমরা যেন অমৃত হইতে পারি, আমাদের জীবন যেন অমৃতময় হয়, আমরা যেন কখনও অমৃত হইতে বিচ্ছিন্ন না হই। আমরা যেন পরিপূর্ণ অমৃতের পথে অগ্রসর হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারি;' এবম্বিধ প্রার্থনাই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে। (১কা ৬অ ৬সূ ৫ম)॥

— • —

ষষ্ঠানুবাকে সপ্তম-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

যদাবধ্নন্ ইতি সূক্তেন সর্ব্বসম্পৎকর্ম্মণি বাসিতযুগ্মকৃষ্ণলমণিবন্ধনং সারূপবৎসৌদনে পুরুষাকৃতিং আলিখ্য তৎপ্রাশনং চ কুর্য্যাৎ। তথা চ সূত্রং। যদাবধ্ন (ন্ ১।৩৫) নব প্রাণান্ (৫।২৮) ইতি যুগ্মকৃষ্ণলং বাসিতং বধ্নাতি সারূপবৎসং পুরুষগাত্রং দ্বাদশরাত্রং সম্পাতবন্তং কৃষ্ণাহনভিমুখং অশ্নাতি ইতি। (কৌ০ ২ ২)।

তথা আয়ুষ্কামঃ হিরণ্যমণিং যুগ্মকৃষ্ণলং সংপাত্য অভিমন্ত্র্য স্থালীপাকং চ সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য তন্মণিবন্ধনং তদোদনপ্রাশনং চ অনেনৈব সূক্তেন কুর্য্যাৎ তথা চ সূত্রং। যদাবধ্নন্ (১।৩৫) নব প্রাণান্ (৫ ২৮) ইতি যুগ্মকৃষ্ণলং আদিষ্টানাং স্থালীপাকং আধায় বধ্নাত্যাশয়তি ইতি (কৌ০ ৭ । ৩)।

উপনয়নকর্ম্মণ্যাপি অয়েষ্কামস্য ব্রহ্মচারিণ আজ্যহোমে বিনিযুক্তং। তথা চ সূত্রং - 'মেধাজননায়ুষৈর্জ্জুহুয়াৎ ইতি (কৌ০ ৭ ৮)॥

তথা আদিত্যাং শুক্রতেজোধনায়ুষ্কস্য' ইতি (ন০ ক০ ১৭) বিহিতায়াং আদিত্যাখ্যাং মহাশান্তৌ যুগ্মকৃষ্ণলমণিবন্ধনেঽপি এতৎ সূক্তং। তৎ উক্তং নক্ষত্রকল্পে। 'যদা বধ্নন্নিতি যুগ্মকৃষ্ণলং আদিত্যায়াং' ইতি (ন০ ক০ ১৯)।

তথা প্রাতঃপ্রাতঃ অনেন সূক্তেন অলঙ্কারান্ অভিমন্ত্র্য পুরোহিতো রাজ্ঞে প্রযচ্ছেৎ। তথা চ পরিশিষ্টে 'অথ পুরোহিতকর্ম্মাণি রাজ্ঞঃ প্রাতরুত্থিতস্য কৃতস্বস্ত্যয়নস্য' ইতি প্রক্রম্য উক্তং। 'পরিধত্ত (২ ১৩।২ ৩) ইতি দ্বাভ্যাং রাজ্ঞে বস্ত্রং অভিমন্ত্র্য প্রযচ্ছেৎ যদাবধ্নন্নিত্যলঙ্কারান্' ইতি (প০ ৪।১)।

হিরণ্যগর্ভাখ্যে মহাদানেঽপি অনেন সূক্তেন হিরণ্যস্রজং যজমানস্য বধ্নীয়াৎ। তত্র উক্তং তত্রৈব। অগ্নেঃ প্রজাতং পরি যদ্ধিরণ্যং (১৯।২৬) 'যদাবধ্নন (১।৩৫) ইতি হিরণ্যস্রজং আগ্রথ্য' ইতি (প০ ১৩১)॥

• • •

প্রথমো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। প্রথমো মন্ত্রঃ।)

যদাবধ্নন্ দাক্ষায়ণা হিরণ্যং শতানীকায় সুমনস্যমানাঃ।

তৎ তে বধ্নাম্যায়ুষে বর্চ্চসে বলায়

দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ॥ ১ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ।

যৎ। আ॒ऽঅবধ্নন্। দা॒ক্ষা॒য়ণাঃ। হিরণ্যম্। শতऽঅনীকায়। সুऽমনস্যমানাঃ।

তৎ। তে। বধ্নামি। আয়ুষে। বর্চ্চসে। বলায়।

দীর্ঘায়ুऽত্বায়। শতऽশারদায় ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দাক্ষায়ণাঃ' (সৎকর্ম্মদক্ষাঃ, আত্মশক্তিশালিনঃ) 'সুমনস্যমানাঃ' (শোভনান্তঃকরণবিশিষ্টাঃ সদ্ভাবসম্পন্নাঃ জনাঃ ইতি যাবৎ) 'শতানীকায়' (বহুসংগ্রামজয়ায়, রিপুজয়ায় ইত্যর্থঃ) 'যৎ' 'হিরণ্যং' (হিতরমণীয়ং রত্নং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যরূপং রত্নং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'আবধ্নন্' (বন্ধনং কুর্ব্বন্তঃ, হৃদি সঞ্চয়ন্তি ইতি ভাবঃ); হে মোক্ষকামিন আত্মন্! 'তে' (ত্বদর্থং, তব কল্যাণকামনয়া ইত্যর্থঃ) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং শুদ্ধসত্ত্বরূপং রত্নং ইতি যাবৎ) শুদ্ধসত্ত্বং 'আয়ুষে' (আয়ুর্লাভায়, সাধনশক্তিসঞ্চয়ায় ইত্যর্থঃ) 'বর্চ্চসে' (তেজসে, আত্মশক্তি উন্মেষণায় বা ইতি ভাবঃ) 'বলায়' (অনন্তশক্তিলাভায়) তথা 'শতশারদায়' 'দীর্ঘায়ুত্বায়' (শতসম্বৎসরায়, দীর্ঘায়ুলাভায়, অনন্তজীবনায় ইতি ভাবঃ) অহং 'বধ্নামি' (ধারয়ামি, সঞ্চয়ামি, গৃহ্ণামি ইতি বা)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অহং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং লভেয়ং ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ ইতি ভাবঃ ॥ (১কা-৬অ-৭সূ-১ম) ॥

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিশালী শোভনান্তঃকরণবিশিষ্ট সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ রিপুজয়ের নিমিত্ত যে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য-রূপ রত্ন শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সঞ্চয় করেন; হে মোক্ষকামী আত্মা (আমি) তোমার মঙ্গলকামনায় শুদ্ধসত্ত্বরূপ প্রসিদ্ধ সেই রত্ন, সাধনশক্তি লাভের জন্য, আত্মশক্তি-উন্মেষণের নিমিত্ত, অনন্তশক্তি লাভের জন্য এবং অনন্তজীবন প্রাপ্তির নিমিত্ত আমি যেন ধারণ করিতে সমর্থ হই। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে আমি যেন সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য লাভ করিতে পারি)। (১কা—৬অ—৭সূ—১ম) ॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

দাক্ষায়ণাঃ দক্ষস্য অপত্যং দাক্ষিঃ। 'অত ইঞ্' ইতি ইঞ্ প্রত্যয়ঃ। দাক্ষেরপত্যং দক্ষস্য গোত্রং। তত্র 'যঞিঞোশ্চ' ইতি ফক্। 'আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখছঘাং প্রত্যয়াদীনাং'

ইতি কন্ত আয়ন্ আদেশঃ। ("ক্রুত্যাদিনিত্যং") ইত্যন্তোদাত্তত্বং। দক্ষাপত্যভূতা মহর্ষয়ঃ সুমনস্যমানাঃ। শোভনং মনো যেষাং তে সুমনসঃ। সুমনস ইব আচরন্তঃ সুমনস্যমানাঃ। সুমনস্‌শব্দাৎ 'কর্ত্তুঃ ক্যঙ্‌ সলোপশ্চ' ইতি ক্যঙ্‌। সলোপস্য বিকল্পিতত্বাৎ অত্র অভাবঃ। যদ্বা প্রাগ্‌ অসুমনসঃ সুমনসো ভবন্তীতি চ্বিবিবক্ষায়াং 'ভৃশাদিভ্যো ভুব্যচ্বেলোপশ্চ হলঃ' ইতি ক্যঙ্‌। অস্তহলো লোপভাবশ্ছন্দসঃ। তদন্তাৎ লটঃ শানচ্‌। 'কর্ত্তরি শপ্‌' ইতি শপ্‌ প্রত্যয়ঃ। তস্য পিত্তাৎ অনুদাত্তত্বং। 'অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকং' ইতি শানচোঽনুদাত্তত্বং। 'ক্যঙঃ প্রত্যয়স্বরেণ উদাত্ততা॥ সৌমনস্যং কুর্ব্বাণাঃ সন্তঃ শতানীকায়॥ শতং অনীকানি যস্য সো শতানীকঃ। 'দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াং' ইতি সমাসঃ। 'শতানীকং সাত্রাজিতং অভিষিষেচ' ইতি (ঐ০ ব্রা০ ৮২১)। শ্রুতিপ্রসিদ্ধায় রাজ্ঞে যৎ প্রাসঙ্গং কুণ্ডলাদিরূপং হিরণ্যং হিতরমণীয়রূপং সুবর্ণং। হিরণ্যশব্দং বহুধা যাস্ক নিরবোচৎ। হিতরমণং ভবতী বা হৃদয়রমণং ভবতীতি বা হর্য্যতেব্বা স্যাৎ প্রসৃতকর্ম্মণঃ ইতি (নি০ ২।১০)। হর্য্য গতিকান্ত্যোঃ। হর্য্যতে কন্যন্ হির চ ইতি (উ০ ৫।৪৪) কন্যন প্রত্যয়ঃ। "ক্রুত্যাদিনিত্যং" ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ আবধ্নন বন্ধনং কৃতবন্তঃ। বন্ধ বন্ধনে। অস্মাৎ লঙি শ্না প্রত্যয়ঃ। 'শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ' ইত্যাকারলোপঃ। 'লুঙ্‌ লঙ্‌ লৃঙ্‌ক্ষ্বডুদাত্তঃ' ইতি অট উদাত্তত্বং। 'যদ্‌বৃত্তান্নিত্যং' ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ॥ তৎ তথাবিধং হিরণ্যং হে আয়ুরাদিফলকাম তে তব বধ্নামি বন্ধনং করোমি। তদ্বন্ধনস্য ফলং আহ। আয়ুষে আয়ুর্ভিবৃদ্ধয়ে বর্চসে তেজসে বলায় বলপ্রাপ্তয়ে। আয়ুষ ইত্যুক্তং তদেব বিবৃণোতি। দীর্ঘায়ুত্বায় দীর্ঘায়ুষ্ট্বায়। ছান্দসঃ সলোপঃ। চিরকালজীবনায়। কিয়ৎপরিমিতং আয়ুষো দৈর্ঘ্যং ইতি তৎ আহ। শতশারদায়। শরদৃতোঃ সম্বন্ধিনঃ তদুপলক্ষিতাঃ সম্বৎসরাঃ শারদাঃ। শতং শারদাঃ সমাহৃতা যস্মিন জীবনে তৎ শতশারদং। তস্মৈ। শতসম্বৎসরজীবনায়েত্যর্থঃ। আয়ুর্দৈর্ঘ্যাপরিচ্ছেদস্তু মনুষ্যাণাং পরমায়ুর্বিবক্ষয়েতি দ্রষ্টব্যং। তথা চ শ্রুত্যন্তরং। 'শতায়ুঃ পুরুষঃ শতেন্দ্রিয়ঃ' (তৈ০ সং০ ২।৩।১১) ইতি। (১কা—৬অ—১সূ—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— : • : ——

এই সূক্তান্তর্গত মন্ত্রগুলির নানাবিধ বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার সেই বিনিয়োগের অনুসরণ করিয়া মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূক্তানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—সর্ব্ববিধ সম্পৎকর্ম্মে, আয়ুষ্কামনায়, উপনয়নে এবং অলঙ্কারধারণ প্রভৃতি কার্য্যে এই মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার সেই অনুসারেই 'হিরণ্যং' প্রভৃতি পদের অর্থ করিয়াছেন। মন্ত্রের লৌকিক প্রয়োগ যে ভাবেই নিষ্পন্ন হউক, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নাই; তাহার বিরুদ্ধমতও আমরা প্রকাশ করিতেছি না। তবে, তদতিরিক্ত আধ্যাত্মিক প্রয়োগ বিষয়ে ঐ পদের অর্থ সম্বন্ধে আমরা তদ্বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মতে "হিরণ্যং' পদে হিতরমণীয় রত্নাদিই বুঝায় সত্য; কিন্তু সেই হিতরমণীয় রত্ন কি? যাহা শ্রেয়ঃ ও প্রেয় উভয়ই, যাহা মানুষকে পরমানন্দের পথে লইয়া যায়, অথচ যাহা

মানুষের প্রিয়, সেই বস্তু শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম্ম-সাধন সামর্থ্য। সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ আপনার নিজের এবং অন্যের প্রকৃত হিতসাধন করিতে পারে। পরিণামে শুদ্ধসত্ত্ব—সৎকর্ম্মই মানুষের প্রিয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তাই 'হিরণ্যং' পদে আমরা শুদ্ধসত্ত্বকে বা সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যকেই লক্ষ্য করিয়াছি।

'অনীক' পদে সংগ্রাম, রিপুসংগ্রাম বুঝায়। তাই 'শতানীকায়' পদে 'রিপুজয়ায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শতানীকায়' অর্থাৎ বহু শত্রু জয়ের নিমিত্ত। মানুষের শত্রুর অন্ত নাই। অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু—বিবিধ শত্রুর আক্রমণে মানুষ অতরত বিপর্য্যস্ত হইয়া আছে। সেই সকল শত্রু-জয়ের আকাঙ্ক্ষাই ঐ পদে প্রকাশ পাইয়াছে। সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষণে চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল হইলে মানুষ রিপুজয়ে সমর্থ হয়। সৎকর্ম্মের সাহায্যে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারে। 'কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি।' সৎকর্ম্মের সাধনেই মানুষ চিরজীবী হইয়া থাকে। সদ্ভাব-প্রভাবেই মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়। সাধকগণ সেই সৎকর্ম্মের দ্বারা আপনাদের জীবনকে উন্নত ও পবিত্র করেন। মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই আমরা দেখিতে পাই।

'শতশারদায়' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'শতসংবৎসর জীবনায়' এই পদদ্বারা মানুষের আয়ুর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকারের ধারণা। কিন্তু 'শত' শব্দ যে বহুসংখ্যা বুঝাইতে—অনন্ত পরিমাণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, তাহা আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। এখানেও 'শত' শব্দ অনন্তার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা অনন্ত-জীবন লাভ হয়। তাই সেই অনন্ত-জীবন লাভের সাধনভূত সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রাপ্তির কামনা মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে 'শতশারদায়' পদে প্রাচীন ভারতের মানুষের আয়ু-সম্বন্ধে পণ্ডিত-গণের এ অদ্ভুত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। তদনুসারে মানুষের আয়ু শতবর্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়। ঋগ্বেদেরও বহুস্থলে এই তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায় পঞ্চাশ ষাট হাজার বর্ষজীবী মানুষের উপাখ্যান পরবর্ত্তিকালের কল্পনা। (১কা—৬অ—৭সূ ১ম)।

দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ)

নৈনং রক্ষাংসি ন পিশাচাঃ সহন্তে দেবানামোজঃ
প্রথমজং হ্যেতৎ।
যো বিভর্ত্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং স জীবেষু
কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২ ॥

পদ-পাঠঃ।

ন। এনম্। রক্ষাংসি। ন। পিশাচাঃ। সহন্তে। দেবানাম্। ওজঃ।

প্রথমজম্। হি। এতৎ।

যঃ। বিভর্ত্তি। দাক্ষায়ণম্। হিরণ্যম্। সঃ। জীবেষু।

কৃণুতে। দীর্ঘম্। আয়ুঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এতৎ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'প্রথমজং' (প্রথমোৎপন্নং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং, সর্ব্বেষাং মূলীভূতং ইত্যর্থঃ) তথা 'দেবানাং ওজঃ' (দিব্যশক্তি-সম্পন্নানাং শক্তিরূপং, দিব্যশক্তিদায়কং ভবতি ইতি শেষঃ); 'এনং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'ন রক্ষাংসি ন পিশাচাঃ' (ন কে অপি রিপবঃ) 'সহন্তে' (ন অভিভবন্তি); শুদ্ধসত্ত্বেন সৎকর্ম্মসাধনেন চ রিপুজয়ঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'যঃ' (যঃ জনঃ) 'দাক্ষায়ণং' (আত্মশক্তিসাধকং) 'হিরণ্যং' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যং, শুদ্ধসত্ত্বং বা) 'বিভর্ত্তি' (ধারয়তি, লভতে ইত্যর্থঃ) 'জীবেষু' (প্রাণিষু) 'সঃ' (সঃ জনঃ) 'দীর্ঘং আয়ুঃ' (অনন্তজীবনং) 'কৃণুতে' (করোতি, প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ হি সর্ব্বেষাং মূলীভূতঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন লোকাঃ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং অনন্তজীবনং চ লভন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বরূপ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য সকলের আদিভূত। শুদ্ধসত্ত্বই দিব্য-শক্তি প্রদান করে। শুদ্ধসত্ত্বকে রিপুগণ অভিভব করিতে পারে না; (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা রিপুজয় হয়); যে আত্মশক্তিসাধক শুদ্ধসত্ত্বরূপ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হন, তিনি প্রাণিগণের মধ্যে অনন্তজীবন লাভ করেন; (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রকাশক। ভাবার্থ—শুদ্ধসত্ত্বই সকলের মূলীভূত। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে মানুষ সৎকর্ম্ম সাধনসামর্থ্য এবং অনন্তজীবন-লাভে সমর্থ হয়।) (১কা—৬অ—১সূ—২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং)।

এনং আবদ্ধহিরণ্যং পুরুষং রক্ষাংসি রাক্ষসাঃ। রক্ষো রক্ষিতব্যং অস্মাৎ ইতি হি যাস্কঃ (নি০ ৪।১৮)। ন সহন্তে নাভিভবন্তি। জরাদ্যুপদ্রবকরণেন ন বাধন্ত ইত্যর্থঃ। ষহ অভিভবে ইতি ধাতুঃ। তথা পিশাচাঃ পিশিতাশিনো ভূতবিশেষাঃ ন সহন্তে। ঘৃতহিরণ্যস্য ঈদৃশং সামর্থ্যং কুত ইত্যত আহ দেবানাং ইতি। এতৎ সুবর্ণং দেবানাং ইন্দ্রাদীনাং প্রথমজং প্রথমত উৎপন্নং। জনী প্রাদুর্ভাবে। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইতি উপ্রত্যয়ঃ। ওজো হি। (ওজঃ) শরীরধারকো বলহেতুঃ অষ্টমো ধাতুবিশেষঃ। যৎ আহু আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যাঃ। ওজো নামাষ্টমী দশা। ক্ষেত্রজ্ঞস্য তৎ ওজস্তু কেবলাশ্রয় ইষ্যতে। ইতি। যদ্বা দেবানাং। আদরার্থং বহুবচনং। দেবস্য অগ্নেঃ এতৎ হিরণ্যং প্রথমজং ওজঃ প্রথমোৎপন্নং রেতোরূপং তেজো হি। যস্মাৎ কারণাৎ রক্ষসাং হন্তুরগ্নেস্তেজো হিরণ্যং 'অগ্নিঃ খলু বৈ রক্ষোহা' (তৈ০ সং০ ৬.১।৪ ৬) ইতি শ্রুতেঃ তস্মাৎ হিরণ্যং রক্ষোনিবর্ত্তকং ইত্যর্থঃ। হিরণ্যস্য অগ্নিরেতস্ত্বং তৈত্তিরীয়কে শ্রূয়তে। 'আপো বরুণস্য পত্ন্য আসন্। তা 'অগ্নিরভ্যধ্যায়ৎ। তাঃ সমভবৎ। তস্য রেতঃ পরাপতৎ। তদ্ধিরণ্যং 'অভবৎ' (তৈ০ ব্রা০ ১।১।৩.৮ ইতি। যতো হিরণ্যং রক্ষোঘ্নং অতস্তৎ দাক্ষায়ণং উচ্যতে। তথাবিধং হিরণ্যং যঃ পুরুষো রক্ষোবধকামো বিভর্ত্তি। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। জুহোত্যাদিত্বাৎ শপঃ শ্লুঃ। 'শ্লৌ' ইতি দ্বির্ব্বচনে 'ভৃঞামিৎ' ইত্যভ্যাসস্য ইত্বং। 'ভীহ্রীভৃহুমদজনধনদরিদ্রাজাগরাং প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বং পিতি' ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং 'যদ্বৃত্তান্নিত্যং' ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। স পুরুষঃ জীবেষু প্রাণিষু মধ্যে দীর্ঘং শতসম্বৎসর-পরিমিতং আয়ুঃ জীবনকালং কৃণুতে করোতি। রক্ষাকরহিরণ্যধারণাৎ নিরাময়ঃ সন্ শত-সম্বৎসরং জীবতীত্যর্থঃ। ডুকৃঞ্ করণে। ব্যত্যয়েন শ্নুঃ॥ (১কা—৬অ—৭সূ—২ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— •:•:• ——

শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারাই মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে। সদ্ভাবের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়, মনোবৃত্তি ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। মুক্তিলাভের বিবিধ উপায়ের মধ্যে হৃদয়ে সদ্ভাবসঞ্চয় এবং সৎকর্ম্মসাধনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সহজ উপায়। অন্তরস্থ সদ্বৃত্তি-রাজি সৎকর্ম্মের সাধনায় বিকশিত হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মসাধনার দ্বারা হৃদয় মন উপযুক্তভাবে গঠিত হইলে ভক্তি-জ্ঞানের সঞ্চার হয়। তাই সৎকর্ম্মকে প্রথম সাধনোপায় বলা হইয়াছে। অবশ্য সাধকভেদে প্রথমে জ্ঞান বা ভক্তিরও আবির্ভাব হইতে পারে; কিন্তু তথাপি তাহার সঙ্গে কর্ম্ম কোন-না-কোনও আকারে বর্ত্তমান থাকে।

সৎকর্ম্মের প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব-উন্মেষে রিপুগণ পরাজিত হয়। সুতরাং মানুষ অনায়াসেই তাহার চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। অনন্তজীবনলাভের পথে মানুষের সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন—রিপুশত্রুগণ। রিপুগণই মানুষকে তাহার গন্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। কর্ম্মপ্রভাবে রিপুগণ পরাজিত হইলে ঊর্দ্ধগতি সহজ ও সুগম হয়;—পরিণামে মানুষ পূর্ণত্ব লাভ করে। তাই সদ্ভাবসম্পন্ন সৎকর্ম্ম-সাধক অনন্তজীবন লাভ করিতে পারেন।

ভাষ্যকার 'রক্ষাংসি' 'পিশাচাঃ প্রভৃতি পদে রাক্ষস পিশাচ প্রভৃতি কল্পনা করিয়াছেন এবং পিশাচ পদের অরাদি উপদ্রব অর্থ করিয়াছেন। যাস্কের মতানুসারে, 'রক্ষ' পদের অর্থ—যাহা হইতে রক্ষা করিতে হইবে।" আমরাও এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি। কিন্তু 'রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি কোনরূপ অদ্ভুত দেহধারী জীব আছে ব'লয়া মনে করি না। আমাদিগের অন্তরস্থ রিপুগণ হইতেই আমাদিগের নির্ম্মল সত্তাকে রক্ষা করিতে হইবে। তাহারাই প্রকৃত রাক্ষস। পিশাচ শব্দেও আমরা এই ভাব গ্রহণ করি। আমাদিগের অন্তরস্থ রিপুরূপ রাক্ষস পিশাচ প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষা করাই এখানকার উদ্দেশ্য।

প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে রাক্ষস পিশাচ প্রভৃতি অদ্ভুত জীবগণের আভাষ পাওয়া যায়; এবং ইহাও অনুমান করা হয় যে, সেই সকল নরহিংসাকারী জীবগণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাচীনগণ নানাবিধ মন্ত্রপূত মাদুলি ও রত্ন প্রভৃতি ধারণ করিতেন। কিন্তু মন্ত্রের প্রয়োগ যাহাই হউক, মন্ত্রের লৌকিক প্রয়োগ যে ভাবেই নিষ্পন্ন হউক, তদ্বিষয়ে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। আমরা তদতিরিক্ত অন্য যে উচ্চ ভাব মন্ত্রমধ্যে দেখিতে পাই, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি।

এতৎপ্রসঙ্গে একটী বিষয় বিশদীকৃত করা আবশ্যক মনে করি। শুদ্ধসত্ত্ব ও সৎকর্ম্ম—এই উভয়ের মধ্যে কোনটী মূল, তাহা লইয়া অনেক সময় বিতণ্ডার উদয় হয়। বীজ বা বৃক্ষ—কোন্টী কোনটীর মূল, তাহা যেমন নির্দ্দেশ করা দুরূহ, সদ্ভাব ও সৎকর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। সৎকর্ম্ম ভিন্ন সদ্ভাবের উদয় হয় না; আবার সদ্ভাব উন্মেষিত না হইলে, সদসৎ বিচারশক্তি জন্মে না। অনেকে কর্ম্মের প্রাধান্য খ্যাপন করেন, অনেকে আবার সদ্ভাবকেই মূলীভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তবে উভয়ই যে পরস্পর অভিন্ন সম্বন্ধ-বিশিষ্ট তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা সেই দৃষ্টিতেই অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি।

—— • ——

তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ।)

অপাং তেজো জ্যোতিরোজো বলং চ

বনস্পতীনামুত বীর্য্যাণি।

ইন্দ্র বেদেন্দ্রিয়াণ্যধি ধারয়ামো অস্মিন্ তদ্

দক্ষমাণো বিভরদ্ধিরণ্যম্॥ ৩॥

পদ-পাঠঃ ।

অপাম্ । তেজঃ । জ্যোতিঃ ওজঃ । বলম্ । চ ।

বনস্পতীনাম্ । উত । বীর্য্যাণি ।

ইন্দ্রেইইব । ইন্দ্রিয়াণি । অধি । ধারয়ামঃ । অস্মিন্ । তৎ ।

দক্ষমাণঃ । বিভ্রৎ । হিরণ্যম্ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অপাং' (শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধিনাং) 'তেজঃ' (তেজঃশক্তিং) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানালোকং) 'ওজঃ' (বীর্য্যং) 'বলং' (শক্তিং) 'চ' (তথা) 'বনস্পতিনাং' (আত্মশক্তিশালিনাং) 'বীর্য্যাণি' (শক্তীঃ) লভেমহি অহং ইতি শেষঃ ; 'উত' (অপিচ) 'দক্ষমাণঃ' (আত্মশক্তিসম্পন্নঃ সন্) 'ইন্দ্রেইব ইন্দ্রিয়াণি' (ইন্দ্রশক্তিতুল্যাং মহাশক্তিং) 'অধিধারয়ামঃ' (সম্যক্‌প্রকারেণ ধারয়েমহি অহং ইতি শেষঃ) ; 'তৎ' (প্রসিদ্ধং তৎ) 'হিরণ্যং' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং শুদ্ধসত্ত্বং) 'অস্মিন' (অস্মিন ময়ি) 'বিভ্রৎ' (বিভর্ত্তুঃ, উপজায়তু) । অহং আত্মশক্তিসম্পন্নঃ ভবেয়ং, তথা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং লভেয়ং -ইতি ভাবঃ ॥ (১কা—৬অ ৭সূ—৩ম) ॥

বঙ্গানুবাদ ।

শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধি তেজঃশক্তি, জ্ঞানালোক, বীর্য্য, শক্তি এবং আত্মশক্তি-সম্পন্নগণের শক্তি সামর্থ্য, আমি যেন প্রাপ্ত হই ; অপিচ ইন্দ্রশক্তিতুল্য মহাশক্তি আমি যেন ধারণ করিতে সমর্থ হই । প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য আমাতে উপজিত হউক । (ভাব এই যে,—আমি যেন আত্মশক্তিসম্পন্ন হই এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যলাভ করিতে পারি) ॥ (১কা—৬অ—৭সূ—৩ম) ॥

• • •

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং) ।

অপাং উদকানাং সম্বন্ধি যৎ তেজঃ স্নানপানাদিনা নৈর্ম্মল্যকরং সামর্থ্যং । অপাং তেজঃ বনস্পতীনাং বীর্য্যাণি ইত্যাদস্তযোস্তেনানাং গুণবিশেষসম্বন্ধশ্রবণাৎ মধ্যেহপি জ্যোতিরাদিনাং যথা-যোগ্যং গুণিবিশেষসম্বন্ধানামেব অত্র গ্রহণং দ্রষ্টব্যং । তথা চ জ্যোতিষ্মতাং সূর্য্যচন্দ্রাদিনাং সম্বন্ধি যৎ জ্যোতিঃ ওজস্বিনাং ইন্দ্রাদিনাং সম্বন্ধি যৎ জ্যোতিঃ ওজস্বিনাং ইন্দ্রাদীনাং সম্বন্ধি যৎ ওজঃ বল-হেতুভূতো ধাতুবিশেষঃ । ইন্দ্রস্য ওজস্বিত্বং যজুর্ম্মন্ত্রবর্ণে প্রসিদ্ধং । "ইন্দ্রৌজস্বিন্নোজস্বী ত্বং

দেবেষু ভূয়াঃ" (তৈ॰ সং ৩৩।১১) ইতি। বলবতাং পুরুষাণাং যৎ বলং শরীরসামর্থ্যং। উক্ত সর্ব্বসমুচ্চয়ার্থশ্চাকারঃ। উতশব্দঃ অপ্যর্থে॥ বনস্পতীনাং বৃক্ষবিশেষাণাং বীর্য্যাণি উপকারজননসামর্থ্যানাপি যানি সন্তি। বনানাং পতয়ো বনস্পতয়ঃ। পারস্করপ্রভৃতীনি চ সংজ্ঞায়াং ইতি সুডাগমঃ। 'উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ' ইতি পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্যুগপৎ প্রকৃতিস্বরত্বেন আদ্যুদাত্তত্বং॥ তানি সর্ব্বাণি অস্মিন্ উক্তহিরণ্যধারকে পুরুষে॥ অধিঃ সপ্তম্যর্থানুবাদী॥ ধারয়ামঃ স্থাপয়ামঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রস্য অসাধারণচিহ্নানি। ইন্দ্রিয়ং ইন্দ্রলিঙ্গং ইন্দ্রদৃষ্টং ইন্দ্রসৃষ্টং ইন্দ্রজুষ্টং ইন্দ্রদত্তং ইতি বা' ইতি নিপাত্যতে, তানি ইন্দ্র ইব। যথা তানি ইন্দ্র এব অসাধারণ্যেন বর্ত্তন্তে তদ্বৎ অস্মিন্নিতি সম্বন্ধঃ। যস্মাৎ তেজঃ প্রভৃতীনি ধারয়ামঃ তৎ তস্মাৎ কারণাৎ দক্ষমাণঃ বর্দ্ধমানঃ অসৌ পুরুষঃ। দক্ষ বৃদ্ধৌ ইতি ধাতুঃ॥ হিরণ্যং তেজঃপ্রভৃতীনাং প্রাপকং কুণ্ডলাদিমণিরূপং বিভরৎ বিভর্ত্তু॥ ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। লেটি অডাগমঃ। 'ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু' ইতি ইকারলোপঃ। জুহোত্যাদিত্বাৎ শপঃ শ্লুঃ। 'শ্লৌ' ইতি দ্বির্বচনে 'ভৃঞামিৎ' ইত্যভ্যাসস্য ইত্বং॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মানুষের মধ্যেই অনন্ত উন্নতির বীজ নিহিত আছে। সাধনার দ্বারা ভগবৎ-কৃপায় সেই শক্তিকে জাগরিত করিতে পারিলে জীবই শিব হয়। ভগবানের করুণা-ধারা সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। যাঁহারা আপনাদের মধ্যে সেই করুণা-ধারা ধারণ করিবার উপযুক্ত শক্তির বিকাশ করিতে পারেন, তাঁহারাই তাহা লাভ করেন। তাঁহাদের হৃদয়ে আপনা-আপনি শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ হয়। আবার উপযুক্ত ধারণা-শক্তি না জন্মিলে, ভগবানের কোনও দানই স্থায়ী হয় না তাই আত্মশক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা। আত্মশক্তি লাভ করিলে মানুষ সহজেই আপনার গন্তব্য-পথে চলিতে পারে।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার মিল নাই। তাহা ভাষ্য ও মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। (১কা-৬অ-৭সূ-৩ম)॥

চতুর্থো মন্ত্রঃ।

(প্রথমঃ কাণ্ডঃ। ষষ্ঠোঽনুবাকঃ। সপ্তমং সূক্তং। পঞ্চমো মন্ত্রঃ।)

সমানাং মাসামৃতুভিষ্টা বয়ং সংবৎসরস্য পয়সা পিপর্মি।
ইন্দ্রাগ্নী বিশ্বে দেবাস্তেনু মন্যন্তামহৃণীয়মানাঃ॥ ৪॥

পদ-পাঠঃ।

সমানাম্। মাসাম্। ঋতুঽভিঃ। ত্বা। বয়ম্। সম্ঽবৎসরস্য।
পয়সা। পিপর্মি।
ইন্দ্রাগ্নী ইতি। বিশ্বে। দেবাঃ। তে। অনু। মন্যন্তাম্। অহৃনীয়মানাঃ॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'সমানাং' (বৎসরাণাং, বৎসরৈঃ ইত্যর্থঃ) 'মাসানাং' (মাসপরিমাণ-কালৈঃ) তথা 'ঋতুভিঃ' (ষড়ৃতুভিঃ পরিগণিতং ইতি যাবৎ) 'সংবৎসরস্য' (নিত্যকালস্য, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'পয়সা' (শুদ্ধসত্ত্বেন) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বয়ং' 'পিপর্মি' (পূরয়েয়ং); নিত্য-কালং অহং শুদ্ধসত্ত্বভাবপূর্ণঃ ভবেয়ং ইতি ভাবঃ; 'ইন্দ্রাগ্নী' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ তথা জ্ঞানদেবঃ) 'ইতি' (ইত্যাদি) 'বিশ্বে দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, দেবভাবাঃ বা) 'তে' (তব মঙ্গলায়) 'অহৃনীয়-মানাঃ' (অক্রোধাঃ, প্রসন্নাঃ সন্তঃ) ত্বাং 'অনুমন্যন্তাং' (অঙ্গীকুর্ব্বন্তু, তব মঙ্গলং বিধায়ন্তু ইত্যর্থঃ)। অহং সর্ব্বান্ দেবান্ লভেয়ং ইতি ভাবঃ। (১কা—৬অ—৭সূ—৪ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! বৎসরের দ্বারা, মাসপরিমাণ কালের দ্বারা এবং ঋতুসমূহের দ্বারা পরিগণিত নিত্যকাল তোমাকে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যেন আমি পূর্ণ করিতে পারি; (ভাব এই যে,—নিত্যকাল যেন আমি শুদ্ধ-সত্ত্বভাবপূর্ণ হই); বলৈশ্বর্য্যাধিপতি জ্ঞানদেব প্রমুখ সকল দেবতা প্রসন্ন হইয়া তোমার মঙ্গল বিধান করুন; (ভাব এই যে,—আমি যেন সকল দেবভাব লাভ করিতে পারি।)॥ (১কা—৬অ—৭সূ—৪ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

হে সর্ব্বসম্পদাদিফলকাম ত্বা ত্বাং সমানাং সম্বৎসরাণাং মাসাং মাসানাং। 'পাদন্নোমাস্০' ইতি মাসশব্দস্য মাস্ভাবঃ। 'ঊড়িদংপদাদ্যং০' ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ব্যাধিকরণে ষষ্ঠ্যৌ। সম্বৎসরসম্বন্ধিনাং চৈত্রাদিমাসানাং সম্বন্ধিভির্ঋতুভিঃ বসন্তাদ্যৈঃ। সমাশব্দো যদ্যপি নিত্যবহু-বচনান্তঃ তথাপ্যত্র অর্থবহুত্ব এব বহুবচনং বিবক্ষিতং। তৎসামর্থ্যেন পুরুষায়ুষসম্বন্ধিশত-সম্বৎসরাবয়বভূতমাসারব্ধৈর্ঋতুভিরিত্যর্থঃ সম্পদ্যতে। তথাবিধৈ ঋতুভিঃ বয়ং। ব্যত্যয়েন

বহুবচনং। অহং পিপর্ম্মি পূরয়ামি। এতৎসুবর্ণধারণেন এনং পুরুষং শতসম্বৎসরপর্য্যন্তং জীবয়ামীত্যর্থঃ॥ পৄ পালনপূরণয়োঃ। জুহোত্যাদিত্বাৎ শপঃ শ্লুঃ। 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ' ইত্যভ্যাসস্য ইত্বং। যদ্বা সমানাং আরম্ভকৈঃ ঋতুভিঃ। ঋতুসমুদায়ো হি সম্বৎসরঃ। তথা মাসাং মাসানাং কার্য্যভূতৈঃ ঋতুভিঃ ইতি ষষ্ঠীদ্বয়স্য ঋতুশব্দেনৈব সম্বন্ধঃ। দরিদ্রস্য দীর্ঘমপি আয়ুর্নিরর্থকং ইত্যত আহ সম্বৎসরস্যেতি। সম্বৎসরস্য সম্বৎসরকালসম্বন্ধিনা। সম্বৎসরব্যাপিনেত্যর্থঃ। তাদৃশেন পয়সা ক্ষীরেণ। এতৎ অন্যেষামপি ফলানাং উপলক্ষণং। গোধনধান্যাদিরূপেণ চ পিপর্ম্মি পূরয়ামি। এতৎসুবর্ণধারকস্য পুরুষস্য আয়ুর্ম্মধ্যে যথা একমপি দিনং উক্তফলরহিতং ন ভবতি তথা করোমীত্যর্থঃ। ক্রিয়মাণার্থে দেবানাং অনুমতিঃ প্রার্থ্যতে। ইন্দ্রাগ্নী ইন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চ। 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' ইতি প্রাপ্তস্য উভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বস্য 'নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ' ইতি প্রতিষেধে 'সমাসস্য' ইত্যন্তোদাত্তত্বং। তথা বিশ্বে সর্ব্বে অন্যে অপি দেবাঃ যে সন্তি তে সর্ব্বে অহৃণীয়মানাঃ। হৃণীয়তিঃ ক্রুধ্যতিকর্ম্মা অক্রুধ্যন্তঃ ক্রিয়মাণ কর্ম্মণি সম্ভবদ্বৈকল্যানিমিত্তং ক্রোধং অকুর্ব্বন্তঃ অনুমন্যন্তাং অনুজানন্তু। সুবর্ণধারণাদিক্রিয়াজনিতং আয়ুরাদিফলং অঙ্গীকুর্ব্বন্তু ইত্যর্থঃ॥ হৃণীঙ্ ইতি কণ্ড্বাদিষু পাঠাৎ 'কণ্ড্বাদিভ্যো যক্'। তস্য ঙিত্বাৎ আত্মনেপদম্। নঞ্ সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। (১কা–৬অ–৮সূ–৪ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকারের মতে এই মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় এই,—'মাস ঋতু প্রভৃতি দ্বারা পরিগণিত সম্বৎসর আমি তোমাকে গোধন ধান্য দ্বারা পূর্ণ করিব, ইন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি বিশ্বদেবগণ অক্রোধ হইয়া তোমাকে অঙ্গীকার করুন।' আমাদিগের মতে গোধন ধান্যের কোনও প্রসঙ্গ মন্ত্রে নাই। 'পয়সা' পদে আমরা শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ গ্রহণ করি।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। হৃদয়কে শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ করিবার জন্য প্রচেষ্টা এই মন্ত্রের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। সকল দেবগণের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনাও এই মন্ত্রে আছে। 'সকল দেবতা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, সকলের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ আমার মস্তকে বর্ষিত হউক। সকলের অনুকম্পায় আমি যেন জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারি।' এই ভাবের প্রার্থনাই মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতার কৃপায়ই হৃদয়ে দেবভাবের, শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ সম্ভবপর হয় তাই মন্ত্রে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদ্বোধনের প্রার্থনাও করা হইয়াছে। (১কা—৬অ—৮সূ—৪ম)॥

ইতি প্রথমকাণ্ডে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্।

পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াৎ বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ। ১॥

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বর-শ্রীবীরহরিহরমহারাজধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে অথর্ব্বসংহিতাভাষ্যে প্রথমঃ কাণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

— • —

ওঁ

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

মন্ত্রসূচী।

[দক্ষিণপার্শ্বস্থ অঙ্কের দ্বারা প্রথমে কাণ্ড-সংখ্যা তারপরে পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কা = কাণ্ড; পৃ = পৃষ্ঠা।]

অ।

আ।

ই।

——

ঊ।

ঐ।

ও।

ঔ।

খ।

গ।

ফ।

—০—

শ।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

১৩৩২ সালাব্দাঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা॥
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া নগরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রালয়ে শ্রীনরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

— • —

শ।

——•——

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

১৩৩২ সালাব্দাঃ।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা॥
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।